শ্রীশ্রী জগদীশ্বর।

[প্রথম সংস্করণ।]

মহাভারত ও ভারতীয় শাস্ত্রাবলী সঙ্কলিত।

কুরুবংশ।

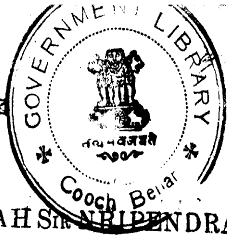
"ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥"

শ্রীঅপূর্ব্বকুমার দেব কর্ত্তৃক-
প্রণীত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা ২৭ নং চড়ক ডাঙ্গা ষ্ট্রীট
জুবিলী প্রেসে,
শ্রীঅভয় চরণ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৫ সাল ৭ ই বৈশাখ।

উপহার



LIEUT. COL. H. H. MAHARAJAH SIR NRIPENDRA NARAYAN BHUP BAHADUR,

Of Cooch Behar.

G. C. I. E.

মহাত্মন্! আমি নিতান্ত অকৃতী; বহুকষ্টে বহুদিনের পর এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছি; বলা বহুল্য যে ভালই হউক মন্দই হউক, এইটী আমার পক্ষে দরিদ্রের রত্নস্বরূপ; তদ্ভিন্ন মহামান্য ঋষিবাক্য যখন ইহার মূল, তখন পক্ষান্তর হইতে ও ইহা অশ্রদ্ধেয় হইবার বিষয় নহে। অতএব এহেন ধর্ম্মপুস্তক পবিত্র হস্তে অর্পিত হয়, এইভাবিয়া নতশিরে আপনাকে ইহা অর্পণকরিতেছি। মহোদয়! আপনার মুক্তহস্ত যে অসামান্য উপহারস্থানীয়, তাহা ভারতের অসংখ্য কবিবৃন্দ একবাক্য হইয়া বর্ণন করেন; আমি ক্ষুদ্রতম-ক্ষুদ্র, অল্পজ্ঞানে তাঁহাদের উপর কি উচ্চ স্তাবকতা প্রকাশ করিব! তবে আমার সকরুণ বিনীত নিবেদন যদি আপনার দয়ালু অন্তঃকরণে প্রতিঘাত করে, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হই। ফলতঃ রাজসংসারে কেহ আমার উত্তরসাধক নাই; কৃপাকরিয়া নিজগুণে এই নিরক্ষর দীনের দেয় উপহার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। হে মহামান্যবর! আশা-নিরাশা, যশ-অপযশ সকলই অদৃষ্টাধীন; অতএব দুরদৃষ্টে যাহাই হউক, এক্ষণে চির পরিশ্রম সার্থক জন্য ভবদীয় পবিত্র করকমলে ত্রৈণী গুণ গাথা এই "কুরুবংশ" পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম; গ্রহণ করত প্রণেতার উপহার আসন অনন্ত কালের জন্য অলঙ্কৃত করুন।

অবতারণা—বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি কুলতিলক ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাভারত জ্ঞানীদিগের পরমতত্ত্ব এবং গৃহীদগের মহামূল্য রত্ন স্বরূপ; আমি সেই ভারত ভাণ্ডারের অমুল্যধন চিরজীবন্ত কৌরবচরিত মূল হইতে ভাষান্তরে মহাকাব্য কুরুবংশে পর্য্যবসিত করিলাম; অতএব এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে রচয়িতার এরূপ অভিনব রুচির কারণ কি?

১ম। স্বর্গীয় কবিবর কাশিরাম দাসের পদ্য মহাভারত সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন নহে। ইদানিন্তন মহোদয়গণের ভারতানুবাদ জটিল-ভাষা দুর্ব্বোধ ভাবাপন্ন; কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ও তীক্ষ্ণশ্রুতি পাঠক ব্যতীত কুরুকুলের সম্যকউপাখ্যান সাধারণ সমাজের জ্ঞান গোচর বহির্ভূত।

২য়। ধর্ম্মগীতি মহাভারত প্রাসঙ্গিক উপন্যাসপূর্ণ পৌনরুক্তি ময় ও দীর্ঘায়ত প্রতিকৃতি থাকায় মনোহর কৌরব পুরাবৃত্ত হৃদয়ঙ্গম করা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ বিধায় অনেকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে।

৩য়। ভারত অধিনায়ক কুরুগণের বহুসাময়িক ঘটনাবলি মহাভারত ব্যতীত হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাভাগবৎ ও অন্যান্য পুরাণাদিতেও লক্ষিত হয়; ঐ সমুহ গ্রন্থের একতা ভিন্ন এক মহাভারত পাঠে কুরুবংশের যাবতীয় অমৃতময় গাথা কেহই অবগত হইতে পারেন না।

৪র্থ। জনমেজয় পরবর্ত্তী মহাভারত বহির্ভূত উত্তর কুরুবংশও পুস্তকান্তরে থাকায় তাহা বহুল ভারত সন্তানের অপরিজ্ঞেয় রহিয়াছে।

৫ম। ভারতের ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও রামায়ণ এই তিনটী প্রধান। তন্মধ্যে ভাগবতের হরিবংশ ও রামায়ণের রঘুবংশ এই দুইটী সার সংক্ষিপ্ত আছে; ভারত হইতেও একটী অন্যতর সার সংক্ষেপ হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে।

৬ষ্ঠ। আর্য্য সমাজে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, হরিবংশ ও রামায়ণ এই ৪ খানি গ্রন্থ সাধারণতঃ আদরণীয়; অতএব ঐ সকল বিষয়ের যাহাতে সমন্বয় থাকে, এরূপ একখানি পুস্তক সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হওয়া সম্ভব।

পাঠক! আমি এই সমস্ত অভাব মোচন করিতে অত্র গ্রন্থের মহাভারত নাম দান বিধি বিগর্হিত হওয়ায় অধ্যয়ন-উপযোগী বিশদভাষায় অবিকৃত-নির্ব্বাচন-উপাদানে যথাস্তবকে "কুরুবংশ" নামক এই ধর্ম্ম পুস্তক খানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহার শেষ পর্য্যন্ত আমার পরমবন্ধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃতচন্দ্রিকা প্রকাশক পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ও সিটিকলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা লেখক গণের দ্বারা ইহার পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া লওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উপগীতা, ভগবদ্গীতা, ধর্ম্মগীতা ও অনুগীতা এই চারি অধ্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পূজ্যপাদ মহাগুরু শ্রীশ্রী শ্রীদেব পরম হংস স্বামিজিউ স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফগুলি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় ও আমার প্রিয়মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র দাস এই উভয়েই প্রায় দেখিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীয় গ্রন্থাবিষ্কারের সময় ইহা যে কতদূর ফলে পরিণত হইবে, সে আশা ভরসা আমার কিছুই ছিলনা। কেবল প্রস্তাবিত সহযোগীগণ, প্রভাতী-নববিভাকর আদি সংবাদপত্রকার, আমার পরমসুহৃদ মহামান্য হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষাল বি, এ, বি এল, ও তত্রস্থ ভূতপূর্ব্ব জজ্ মহাত্মা ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র শ্রীমান্ সরস্বতী প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকগুলি বিদ্যোৎসাহী নিচয়ের উৎসাহে এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন গ্রন্থখানি বহুকষ্টে জনসমাজে প্রচার করত তাঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। যাহাহউক, এক্ষণে মাদৃশ অল্পবুদ্ধি কর্ত্তৃক ইহার সর্ব্বাঙ্গিন নির্দ্দোষসিদ্ধান্ত হইতে পারে না; দয়ালু পাঠকগণ! মঙ্গলময় ভগবানের নাম লিপি বলিয়া দোষ ভাগ পরিহার পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে আমার চিরপরিশ্রম সার্থক হয়। অলমতি বিস্তারেন। বাঙ্গালা ১২৯৫ সাল। ৭ই বৈশাখ।

কলিকাতা-ভবানীপুর ৮৬ নং রসারোড। বিনয়াবনত।

কুরুবংশ কার্য্যালয়। শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার দেব।

সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

বিভু চরণারবিন্দে নমি নত ভাবে
কহে দাস দীন হীন ;—হে অখিলপতি!
"বিনশ্বর এ সৌর জগতে"—একি কথা?—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সত্য সনাতন
অনাদি ; অব্যয়, চিন্ময়, কৃপাময়—
এক মাত্র বিশ্ব মাঝে! কালের কুহকে,
ভ্রমে জীব ভাবে আন ; নীরদ প্রতিম
নভে ভুলিয়া চাতক যথা, চায় বারি
অনিবার। মূলাধার! ও পদ প্রসাদে ;—
অচিরে লভয়ে ভবে পরম নির্ব্বাণ,
পায়, চির শান্তি নিধি, পশি, তলস্পর্শ
ঐশী প্রেমার্ণবে ; কোনছার এপার্থিব?
অমূল্য রতন রাজি রাজ নিকেতনে,
যায় গড়াগড়ি ; তাম্রখণ্ড সমাদরে
রাখে, অকিঞ্চন ; বাঁধি, শত গ্রন্থি বাসে
সযত্নে! দাসের আশা তেন মূল্যবান্—
যথায় বামন করে কর প্রসারণ,
ধরিবারে কলাকান্ত ; বিরাজিলে নৈশ-
ব্যোম পথে ;—পরমেশ! হও সুপ্রসন্ন,
কুলাও ভরসা ; আশা পারাবারে মগ্ন
আমি,—অসার জীবনে নাহি জ্ঞান লেশ,
কমলা দেবীর কৃপা চির প্রতিকূল

তাহে,—ভুঞ্জে দাস প্রাক্তনের চির তিক্ত
রস, নাহি অন্যোপায় বিনা ওই পদ্ম ;
কর কণ্ঠে পদার্পণ, সহ জগন্মাত
বীণাপাণি।—এইবার এসমা ভারতি !
লভিতে ও রাঙা পা দুখানি, আরাধিনু
শ্রী নাথে ; পূরাও মম বাসনা প্রণমি
জননি ! গাইব গীতি ব্যাস-মুখামৃত,
ধরিলা লেখনী যাহে হৈমবতী সুত
বিঘ্নেশ্বর ;—সে দোঁহায়ো ডাকি আজি এবে
এ উদ্দেশ্যে।—হে যোগীন্দ্র ! হেমুনীন্দ্র ঋষে !
সুর পদে নমস্কার করি ; কার্য্য ক্ষেত্রে,
(ভবদীয় ভারতের ভারত কাননে)
অবতীর্ণ আমি—অগ্রগামী ভাবময়ী
কল্পনা—যথায় শোভে ধর্ম্মের প্রসূন,
জ্ঞানের মুকুল, অলিকুল-সাধু বৃন্দ,
প্রেমময় প্রস্রবণ ;—বাছি নিতে ত্বরা ;
মনোহর কুরু ইতি বৃত্ত ; রোপিবারে
"কুরুবংশ" তরু, সদা শান্তিরসপ্রিয়
গৌড় সভা মাঝ ;—হেরি শীর্ষ দূরতম
আসমুদ্র ধরা, কিম্বা "কুমারিকা" সহ
আর্য্য সুত যত, লভি স্মৃতি পূর্ব্বতন ;
হইয়া পুলক হিয়া নবরসে মাতি,
গাইবেন সেই গাথা ভবিষ্য জগতে।

———



কুরুবংশ।

উপক্রমণিকা।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য—"

" অনাদিনিধনঃ কালঃ রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

কাল-চক্র—উৎপত্তি বিনাশ রহিত অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকাল অবস্থাদি • শূন্য, অথচ সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন রূপ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বরূপবান। কালেই জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি, এবং সংহার হইয়া থাকে। প্রথমকালে উৎপত্তি, দ্বিতীয় কালে স্থিতি, এবং তৃতীয়কালে নাশ*, কালের এই প্রকার অবস্থা। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহাও কালের অন্য অবস্থা। জীব সম্বন্ধে বাল্য, যৌবন, জরাও কালের পৃথক অবস্থা। কাল অনাম, অব্যক্ত, অরূপ ও অননুমেয় হইয়াও সর্ব্বনাম, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী ও জ্ঞান গম্য। শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কালরূপ কহিয়া থাকেন—"মহাকাল জগৎকর্ত্তা শিবঃ পুরাণপুরুষ" "বাসুদেব জগন্নাথ ভগবান কাল পুরুষ" †। ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, শিব সংহারকর্ত্তা হন। কাল সর্ব্বব্যাপক এবং অবিচ্ছিন্ন। শাস্ত্রকার দিবা রাত্রি বিভাগকর্ত্তা সূর্য্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক অহোরাত্রি হইতে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম ও স্থূলকালকে নানারূপে বিভাগ করিয়া বিবিধ নাম প্রদান করিয়াছেন—স্থূল হইতে স্থূল ব্রহ্ম কল্প এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু।—" ২ পরমাণুতে ১ অণু, ৩ অণুতে ১ ত্রসরেণু, ৩ ত্রসরেণুতে ১ ত্রুটি, ১০০ ত্রুটিতে ১ বেধ, ৩ বেধে ১ লব, ৩ লবে ১ নিমেষ, ১৫ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৩০ কলায় ১ ক্ষণ, ১২ ক্ষণে ১ মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে ১ অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে ১ পক্ষ, ২ পক্ষে ১ মাস, ২ মাসে ১ ঋতু, ৩ ঋতুতে ১ অয়ন, ২ অয়নে ১ বৎসর। এমন

---

* কোন কোন শাস্ত্রকার উৎপত্তিকাল ব্রহ্মা, স্থিতিকাল বিষ্ণু, এবং সংহারকালকে শিব

১৭২৮০০০ বর্ষে সত্য, ১২৯৬০০০ বর্ষে ত্রেতা, ৮৬৪০০০ বর্ষে দ্বাপর, এবং ৪৩২০০০ বর্ষে কলিযুগ পূর্ণ হয়। এরূপ ৪ যুগে দেবমানে ১ দিব্যযুগ †। ৭১ দিব্যযুগে ১ মন্বন্তর‡। ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প অথবা এক ব্রহ্ম দিবা, এবং ঐ পরিমাণকাল ১ ব্রহ্মরাত্রি। ব্রহ্মা দিবায় সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় কার্য্য করেন। এইকালে ব্রহ্মা ব্যতীত তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের নাশ হয়¶। এইরূপ অসংখ্য কল্পে ব্রহ্মের অহোরাত্রি বা ব্রহ্মকল্প।" ব্রহ্মকল্পান্তে ব্রহ্মা সূক্ষ্ম ভূতের সহিত প্রকৃতিতে যে লয় প্রাপ্ত হন, এবং প্রকৃতিও যে ব্রহ্মকল্পকাল পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের সহিত বিশ্রাম লাভ করেন, তাহাই মহাপ্রলয়। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মের আবার যে পুনরুত্থান হয়, তাহাই মহা সৃজন বা ব্রহ্মকল্পারম্ভ। মহাসৃজনে সূক্ষ্মা প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে বিশ্ব রচনা হইয়া মহাপ্রলয়ে পুনরায় প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অনন্তকাল-চক্র পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইয়া, পরমাণু হইতে ব্রহ্মকল্প পর্য্যন্ত বারম্বার উদয় অস্ত হইয়া থাকে। অতএব চিরন্তন নিয়মে গত ব্রহ্মকল্প অবসান হওয়ায়, আমি আর্য্যগণ বিরচিত নানা শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কুরুবংশের মূলোদ্দেশুচ্ছলে গত মহাসৃজনের প্রকৃতাবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহা সৃজন (ব্রহ্মকল্পারম্ভ)—ব্রহ্ম সুষুপ্তি মহাপ্রলয়ে একমাত্র গুণাতীত ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর অবিকল এই সৌর জগতের স্বরূপ পূর্ব্ব জগৎ মহাপ্রলয়িনী প্রাকৃতিক শক্তিতে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা আদি প্রকৃতি মহা মায়াতে অব্যক্তরূপে লীন; অব্যাকৃত গুণময়ী প্রকৃতি, অনন্ত আকাশব্যাপী নিশ্চেষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যে অদ্বৈত রূপে নিশ্চেষ্টভাবে বিরাজমান, এবং নিত্য সর্ব্বগত, সর্ব্বশক্তিমান, সদসদাত্মক, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাও প্রকৃতি-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়ভাবে নিদ্রিতের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কালে স্বভাব পরিবর্ত্তন—অনাদি, ক্ষয়োদয় রহিত, অব্যক্ত কৈবল্যময় পরমাত্মাতে চেতনা প্রকাশ হইল, মূল প্রকৃতি মহামায়া তাঁহাকে আবরণ করিলেন। তখন অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমাত্মার "আমি অনেক হইব" এই ইচ্ছা হইলে

বলিয়া উল্লেখ করেন। † দিব্যযুগান্ত প্রলয়কে যুগপ্রলয় কহে। ‡ মন্বন্তর জন্য প্রলয়কে নিত্যপ্রলয় কহে। ¶ এই সাময়িক প্রলয়ের নাম দৈনন্দিন প্রলয়।

তাঁহার পূর্ণায়ত প্রাকৃতিক সূক্ষ্মশরীর হইতে সূক্ষ্মভূত মহত্তত্ত্ব *। মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্বিক †, রাজস ‡ ও তামস $ এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়; সাত্বিক অহঙ্কার দ্বারা রাজস অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় §, রাজস অহঙ্কার হইতে তামস অহঙ্কারসহযোগে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি ||, ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূল-ভূত উৎপাদিত হয় ¶। অতঃপর পরব্রহ্মের আত্মগত ইচ্ছায় অগাধ জল-রাশির উৎপত্তি হইল *। তখন সনাতন স্বয়ম্ভু সেই কারণ-সলিলে স্বীয় শক্তি-বীজ বপন করেন। কালে সেই বীজ সহস্রাদিত্য তুল্য জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, অসীম ব্রহ্মতেজে কল্পান্তজনিত তিমিররাশি অন্তরিত হইল। প্রকৃতি প্রলয় ভেদ করিয়া উঠিলেন, জড়জগৎ হাসিয়া উঠিল। তদনন্তর নিত্যানন্দবিভু চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাধার সেই অণ্ড মধ্যে প্রজাগণের বীজস্বরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, স্বপরিমাণে একবর্ষকাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর অনন্তশক্তিমান ব্রহ্মা স্বইচ্ছায় ডিম্ব দ্বিখণ্ড করিয়া স্রষ্টারূপে প্রকাশ হন। সেই ডিম্বই ব্রহ্মাণ্ড। তাহার ঊর্দ্ধভাগ স্বর্গ, অধোভাগ মর্ত্ত্য ও মধ্যভাগ অন্তরীক্ষ প্রদেশ বলিয়া অভিহিত। তখন এই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল মহাসনে অদ্বৈতচেতনাখণ্ড ব্রহ্মাই প্রকৃতিস্থ। ব্রহ্মকল্পে ঐশী লীলার এই আদিম কীর্ত্তি অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবতারণা *।

---

* শরীরের যে পদার্থকে বুদ্ধি বলে বাহ্য জগতে তাহার নাম মহত্তত্ত্ব। † অহং (আমি আছি) ভাববিশিষ্ট চেতনা সাত্বিক অহঙ্কার। ‡ সাত্বিক অহঙ্কারে যখন চিন্তা, অনুভব এবং প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহার নাম রাজস অহঙ্কার। $ রাজস অহঙ্কারে যখন ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইয়া ক্রিয়া প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহার নাম তামস অহঙ্কার। § যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, লিঙ্গ, গুহ্য, বাক, পাণি ও পাদ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। || যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ¶ যথা—শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ, রস তন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী।

* জল নরের সূনু বলিয়া উহা নারনামে অভিহিত, এবং ঐ নার (জল) বিষ্ণুর প্রথম আশ্রয় (অয়ন) বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ নামে খ্যাত।

† যথা—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ঊনবিংশতি সূক্ষ্মভূত এবং পঞ্চ স্থূল ভূত।

বিরাট—অনন্তর সর্ব্বলোক পূজিত ভগবান হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আত্মগত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি অযোনিজা ও উদ্ভিদ স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজাদিতে বিশ্বরচনা (বিরাট উৎপত্তি) করেন। প্রথমতঃ ভগবান হিরণ্যগর্ভের ব্রহ্মকায় হইতে অপ্রমেয়াত্মা বিরাট পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। তদনন্তর " মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ," এই সপ্তর্ষি (প্রজাপতি); সনক, সনাতন, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি দক্ষাদি প্রভৃত প্রজাপতি, ও দেবজননী প্রসূতি নাম্নী এক কন্যা ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হন। তদ্ভিন্ন মনুগণ; বৈরাজ প্রভৃতি পিতৃগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ ও শমন প্রভৃতি দেবকুল; এবং আরও কতকগুলি অযোনি ও জরায়ু সম্ভব মহাত্মাগণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার শীর্ষস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুই বর্ত্তমানকল্পের আদি মন্বন্তরের অধিপতি। তাঁহার নিয়োগানুসারে "স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, মরীচি-নন্দন সূর্য্যকুমার বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রোচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি এবং দক্ষসাবর্ণি," এই ত্রয়োদশমনু অনাগত মন্বন্তরের অধীশ্বর। প্রত্যুত স্বায়ম্ভুব মনুই দ্বিতীয় স্রষ্টা, তিনি মৈথুন ধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে স্বীয়দেহ বিভক্তা শতরূপা নাম্নী কামিনীকে সহধর্ম্মিণী করেন। মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে বীর, বীর হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ দুই পুত্র এবং আহুতী, সুহুতী ও দেবহুতী তিনকন্যা হইয়া তাঁহাদের দ্বারা অনেক বংশ বিস্তার হয়। ফলতঃ ব্রহ্মার ইচ্ছা ও নিয়োগানুসারে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ও মানবপ্রভৃতি বিশ্ব প্রপঞ্চে বিশাল জগৎ পূর্ব্বকল্পের ন্যায় হইল। তৎপরে কালচক্র ক্রমে এবং যথাপরম্পরা স্বায়ম্ভুবাদি চাক্ষুষ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত।

মনু-মানব (বৈবস্বত মন্বন্তর)—চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্যযুগ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবকুল অদিতি আদি দাক্ষায়ণীদের গর্ভেও প্রকারান্তরে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, এবং বৈবস্বতমনু পার্থিব বিশ্ব রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান মনু মানবকুলের আদি দেবতা। মনু হইতে মনুষ্যগণ উৎপাদিত বলিয়াই মনুষ্য কুল মানবনামে পরিচিত। মহাপুরুষ মনু শৈলরাজসুমেরুপর্ব্বতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, এই

বিশাল রাজ্য বসুন্ধরাকে "জম্বু, শাল্মলি, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর" এই সপ্ত মহাদ্বীপে পরিণত এবং পুণ্যভূমি জম্বুদ্বীপকে "নাভিবর্ষ, কিং পুরুষ বর্ষ, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ইলাবৃতবর্ষ ও কেতমালব বর্ষ" এই নবম খণ্ডে পর্য্যবসিত করিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রদ্ধা দেবীর গর্ভে বেণ প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ও অষ্টম গর্ভে ইলা নাম্নী একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। ঐ ইলা এবং সোমনন্দনবুধ হইতে সোম (চন্দ্র) বংশের উৎপত্তি হয়।

সোম-সৌম্য—ভগবান্ সোমদেব* মহর্ষি অত্রির পুত্র। তাঁহার মোহ-কর মূর্ত্তি বিশ্ব-নয়ন-প্রীতিপ্রদ। তাঁহার উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, প্রকৃতির জ্যোতির্ম্ময় অলঙ্কার। তাহার দৈনিক অবতারণা নীল গগণের জ্বলন্ত রাজ মুকুট। তপোধন চন্দ্র তপোবলে চন্দ্রলোক সৃজন করিলেন। বিশ্ব প্রপঞ্চের নির্ম্মল রূপ রাশি সকলই তাঁহার পদানত হইল। নিশাপতির জ্যোতিঃ রাশি তিমির খনি নিশারাজ্যে একটি প্রকাণ্ড দীপ। ধীমান বুধ, ঐ চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ত্তজাত। তিনি নিশানাথ শশধরের হৃদয়াকাশের ঠিক যেন দ্বিতীয় শশধর। ভগবান্ বুধ, মনুনন্দিনী ইলাতে উপগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৈথুনধর্ম্মে সনাতন ধর্ম্মশীল পুরুরবার উৎপত্তি হইল। মহাযশা পুরুরবা পুণ্য-সলিলা গঙ্গাগত প্রদেশ প্রয়াগ নগরীতে রাজভবন সংস্থাপন করিলেন। মহাত্মা আয়ু তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতির উৎপত্তি হয়, মহারাজ যযাতি দেবযানি ও শর্ম্মিষ্ঠা পত্নীদ্বয়ের গর্ভে পুরু প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন। এইরূপ সোম হইতে উৎপাদিত বংশ সৌম্য অথবা চন্দ্র বংশ বলিয়া বিখ্যাত।

পুরু-পৌরব—শর্ম্মিষ্ঠানন্দন মহাযশা পুরু রাজর্ষি যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। তথাপি আপন সততা গুণে জ্যেষ্ঠ যোগ্য পিতৃরাজ্যে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—মহারাজযযাতি শুক্র শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া পুত্রগণকে জরা গ্রহণ জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু উন্মত্ত যৌবনাবেগে পুত্রগণ কেহই স্বীকার করিলেন না। কেবল ধর্ম্মাত্মা পুরুই পিতৃ দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দুর্ব্বিসহ জরাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নব যৌবনের পরম,

* মহর্ষি অত্রির চাক্ষুষ তেজঃ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়।

প্রতিভা জরারূপ কালকাদম্বিনীতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তিনি পিতৃভক্তির বিশাল পতাকা ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া উড়াইলেন। অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখকে অন্তর হইতে অন্তর করিয়া দিলেন। সুকুমার পুরু যন্ত্রণাময় জরায় কি আক্রান্ত ছিলেন? তা কথনই না! তাঁহার পবিত্র দেহের প্রত্যেক পরমাণু, ধর্ম্মের অসংখ্য অসংখ্য অনুচর নিরন্তর রক্ষা করিতে থাকিত। এই রূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, বৃদ্ধরাজ যযাতি স্বীয় জরা পুনঃ গ্রহণ করিয়া, কুমারকে মহাপুরস্কার (পৈতৃক রাজ্য) সম্প্রদান করিলেন। স্বভাবের পুরস্কারে পুরুবংশ পৌরব বলিয়া বিখ্যাত হইল। পুরু হইতে যথা ক্রমে প্রাচিন্বান, প্রবীর, মনুষ্য, অভয়দ, সুধন্বা, সুবাহু, সহস্পাতি, রহস্পাতি, রৌদ্রাস্ব, রিচেয়ু, মতিনার, তংসু, সুরোধ এবং জিতসত্ত্ব দুষ্মন্ত, পরম্পরা পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া আসিলেন। বীরর্ষভ দুষ্মন্ত, মহর্ষির ভারত উদ্যানের দুর্লভ কুসুম; যে কুসুমরেণু সহযোগে শকুন্তলা কুসুমের পবিত্রময় ফল, পৌরবকুল গরিমা বীরাত্মা ভরত।

ভরত-ভারত—মহাবীর ভরত পিতৃ সদৃশ অতুল বীর্য্যবান হইয়া উঠিলেন। নাভিবর্ষের অধিকাংশ রাজাগণ তাঁহার পদানত হইল। তখন তিনি সিন্ধুনদের পূর্ব্ব উপকূল হইতে মহানদ ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত, নাভিবর্ষীয় ভূভাগ, ভারতবর্ষ নামে পরিণত করিলেন। তাঁহার সততা ও দানশীলতা ধর্ম্মশীলগণের আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিল। ভরতবংশীয় পৌরবগণ ভারত নামে বিখ্যাত হইলেন; ও ভরত হইতে ক্রমান্বয়ে বিতথ, সুহোত্র, হস্তী, বিকুণ্ঠন, বৃহৎ, অজমিড়, ঋক্ষ, সম্বরণ, এবং সম্বরণান্তে তৎ ঔরসে তপতির গর্ব্ভজাত কুলবর্দ্ধন কুরু রাজাসনে অধিরোহণ করিলেন।

কুরু-কৌরব (কুরুবংশ)—তপোব্রত, দানশীল, বিপুলবীর্য্যবান কুরু, চন্দ্রবংশের অদ্বিতীয় রাজপুরুষ। তিনি সমন্তপঞ্চক তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া পুণ্য ভূমির বিসদবক্ষে পবিত্র নাম কুরুজাঙ্গল, অক্ষয়-লেখনীতে লিখিয়া ছিলেন। অতএব ভরতবংশীয় হস্তীকৃত হস্তিনা রাজধানী দ্বিবিধ নামে পর্য্যবসিত হইল। এবং পুণ্য পদ কুরু নাম কৌরব অনুকূলে কুরুবংশচ্ছলে অনন্তকালের জন্য জাগিয়া রহিল। কুরু হইতে যথা নিয়মে বিদুরথ, অনস্বা পরীক্ষিত, ভীমসেন, প্রতিশ্রবা এবং নরনাথ প্রতীপ পর্য্যন্ত এই কয়জন

মহাত্মা পরম্পরা পিতৃ সিংহাসনে অধিকারী হইলেন। প্রতীপনন্দন নরপতি শান্তনুর ঔরসে এবং ভাগিরথী গঙ্গার গর্ভে জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্মবীর জন্ম লইলেন †। মহামতি ভীষ্ম পিতার প্রীতিকামনায় রাজ্য-দার-গ্রহণ-পরাঙ্মুখ হইয়াও দাসরাজকন্যা সত্যবতীর সহিত পিতার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন। রমণীরত্ন সত্যবতী পিতৃগৃহে কৌমার অবস্থায় মহর্ষি পরাশর কর্তৃক মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। বাসুদেবাংশ ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ মাত্রেই বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। অনন্তর শান্তনুর সহবাসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মে। তৎপরে মহোদয় শান্তনু পরলোকে গমন করিলেন, এবং নবযুবক চিত্রাঙ্গদও যৌবনকালে গন্ধর্ব্বরণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কুরুকুল মহাকাশে সুকুমার বিচিত্রবীর্য্য এক মাত্র ধ্রুবতারার ন্যায় অধিষ্ঠিত। অতঃপর বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের জয়লব্ধ কাশীরাজকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। কিন্তু রমণী মোহন বিচিত্র বীর্য্য কুমার কালে উভয় রমণীর সহবাসে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া অপুত্রক অবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন মহর্ষি ব্যাসদেব মাতৃ-অনুরোধে অম্বিকা ও অম্বালিকা হইতে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। ভাগ্যক্রমে কুরুবংশীয় শ্রেষ্ঠা পরিচারিকাও তদ্দ্বারা পুত্রবতী হইল। দৈববশতঃ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণ; দাসীপুত্র বিদুর পরমরূপবান হইলেন। এই সম্বন্ধেই বিদুর, উক্ত রাজকুমারদ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাহা হউক, ধীমান ভীষ্ম ক্রমান্বয়ে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের, কুন্তীভোজ রাজকন্যা কুন্তী ও মদ্ররাজবালা মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর, এবং সুদেব রাজকন্যা পারসবীর সহিত বিদুরের বিবাহ দিলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা নিবন্ধন মহাবল পাণ্ডুকে কুমার কালেই কৌরব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পাণ্ডু-পাণ্ডব—অরিন্দম পাণ্ডু কিশোরকালেই অরিগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। বালভুজঙ্গের প্রখর বিষতেজ যদ্রূপ অনিবার্য্য, কৌরব কুমার পাণ্ডুর

---

† চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের মধ্যে ভীষ্ম ব্যতীত কেবল পৈতৃক ছত্রধারিদের নাম উল্লেখ করা গেল। তদ্ভিন্ন ঐ বংশে অনেক মাহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং ঐ কুল হইতে বৃষ্টি ও অন্ধক প্রভৃতি অনেক কুলের উদ্ভব হইয়াছিল।

তেজও তদ্রূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি অম্লানবদনে অরাতিগণের অসংখ্য মুণ্ডমালায় রণ-ভূমির করালকণ্ঠ বিভূষিত করিতেন। বিচিত্র বীর্য্যের মলিন অসি রক্তসাগরে নিত্য প্রক্ষালন করিতে থাকিতেন। বীররস সর্ব্বদাই তাঁহার দেহে আলোড়িত হইতে থাকিত। তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল, কিন্তু দেহ বজ্রাপেক্ষাও কঠিন; যৌবনকালে শিরা, কৈশিকশিরা পর্য্যন্ত দুর্ভেদনীয় হইয়া উঠিল; তিনি অনুকূল বিজয়াশা অবলম্বন করিয়া, বাহুবলে কৌরবরাজ্য বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিলেন। পাণ্ডু দেখিতে পাণ্ডুদর্শন ছিলেন; অন্তরেও কালিমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তাহার শাসনপ্রণালী যদিও কঠোর ছিল, তথাপি মানসিক বৃত্তি সকল কখনই ঋজু রেখার বহির্ভূত হইত না। পার্থিব রত্নগণ মধ্যে পদ্মরাগমণি যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কুরুবংশীয় জনগণ মধ্যে মহাবীর পাণ্ডুও সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার দিগ্বিজয়জনিত যশের মন্দিরে স্বর্গীয় কৌরব যাত্রি মহানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাবল পাণ্ডু ভারতবর্ষের ভারভূত দস্যুদল দলন করিয়া, বনদেবীর তপস্বিনী প্রতিমা-দর্শনে পত্নীদ্বয় সহিত কিছুকাল বনবিহারী হইলেন। কিন্তু কুন্তী ভিন্ন তাঁহাদের উভয়ের অন্তর অপুত্রতা চিন্তায় মগ্ন রহিল।—"পৃথা পিতৃ গৃহে যখন অপরিণীতা ছিলেন, তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রদত্ত আকর্ষণী বিদ্যা প্রভাবে ভগবান সূর্য্য হইতে এক পুত্র প্রসব করিয়া, তাহাকে তাম্রকুণ্ডে সংস্থাপন পূর্ব্বক নদী সলিলে নিক্ষেপ করেন। দৈব বশতঃ তিনি অধিরথ গৃহে প্রতিপালিত হইয়া বসুসেন নামে বিখ্যাত হন" সেই সূর্য্যালোকই চন্দ্রবধূ কুন্তীর হৃদয়ালোক। কিন্তু পাণ্ডুর হৃদয় দর্পণে কুন্তীর ঐ গুপ্ত রহস্যের অংশ মাত্রও প্রতিবিম্বিত হয় নাই। যাহা হউক, কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মৃগয়া উপলক্ষে পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমাচলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শালবনে, বনবিহারে রত রহিলেন।—পাঠক! অনন্তর শতশৃঙ্গগিরিতে "কালস্য কুটিলা গতিঃ" আপনার প্রথম দ্রষ্টব্য।

ইতি; "কালচক্র অবধি পাণ্ডুরাজার বনবিহার" নামক মহাভারতীয় কুরুবংশ উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

প্রথম সর্গ।

শতশৃঙ্গগিরি—মাদ্রীর চিতারোহণ।

(পতিভক্তি)।

কালস্য কুটিলাগতি।—

চিরদিন সমান যায় না, সুদিন দুর্দ্দিনেও পরিণত হয়; কুরুকুলের সুকৃতি-কেতু হস্তিনাপতি মহারাজ পাণ্ডুর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল; একদা ছদ্মবেশী (সস্ত্রীক কিন্দম ঋষি) কুরঙ্গ মিথুনকে বিহারকালে বিনাশ করিয়া "তাঁহারও স্ত্রীসংসর্গে মৃত্যু হইবে" এই শাপগ্রস্ত হইলেন। কুরুবীর সংসার আশায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং সস্ত্রীক শতশৃঙ্গগিরিতে বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কুরুবধূ কুন্তী পাণ্ডুকর্ত্তৃক তদীয় বংশরক্ষার উপায় না দেখিয়া পতি আজ্ঞায় আকর্ষণী বিদ্যাপ্রভাবে ভগবান্ ধর্ম্ম, বায়ু ও দেবরাজ ইন্দ্র হইতে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র প্রসব করিলেন। মাদ্রীও সপত্নীর অনুগ্রহে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। এইকালে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশ্যাগর্ভেও যুযুৎসু নামে তাঁহার আর এক পুত্র হইল এবং কনিষ্ঠ বিদুরের ঔরসে পারসবী গর্ভেও অনেকগুলি সন্তান জন্মিল। তাঁহাদের জন্মভূমি (কুরুজাঙ্গল) হস্তিনা, পাণ্ডবজন্মভূমি শতশৃঙ্গগিরি। যাহা হউক, নরনাথ পাণ্ডু ঔদাস্যভাবে বন-বিহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজ-মতি এক দিনের জন্যও বিচলিত হয় নাই; কিন্তু আর রহিল না; আজ কালনিশি প্রভাত, কাল-বসন্ত উপস্থিত, অচল মন বিচলিত হইতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি নরাধম!

আমি কি কুরুকুল-কলঙ্ক! আমার পাণ্ডু নাম কখনই রাজসম্ভাষণের যোগ্য নয়! আমি সসাগরা ধরার করগ্রাহী হইয়া বিহার কালে মৃগবেশী ঋষিদম্পতির ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ জীবন অপহরণ করিয়া চিরনির্ম্মল কুরুবংশ কলঙ্কিত করিয়াছি; কিন্তু তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। "আমিও স্ত্রীশয্যা করিলে কালশয্যায় শায়িত হইব," যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ফলিয়াছে। হা পিতৃপুরুষ কুরুদেব! আপনার দশম পুরুষে নরাধম পাণ্ডু ঐ পাপেই ভবদীয় মহাবংশ প্রায় নির্ব্বংশ করিয়াছিল, হা স্বর্গীয় পিতঃ বিচিত্রবীর্য্য! হা মাতঃ অম্বালিকে! আপনার কুসন্তান নিঃসন্তান হইয়া প্রায় কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিল, কেবল কুরুবধূ কুন্তীই আপনাদের জলপিণ্ড রক্ষা করিলেন। কুন্তীদেবী যদি দৈবমন্ত্র না জানিতেন, তবে কৌরব আশা ভরসা সকলি কালের অনন্তগর্ভে প্রবেশ করিত। যাহা হউক, কুন্তীগর্ভে; ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্রাংশে যুধিষ্ঠীর, ভীমার্জ্জুন, মাদ্রী গর্ভেও অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল সহদেবকে প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু এখন শুনিতেছি, জ্যেষ্ঠবধূ গান্ধারীর গর্ভে অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রের নাকি দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র আর একটী কন্যা হইয়াছে; ভাই বিদুরেরও কয়েকটী পুত্র হইয়াছে। হইতেও পারে; প্রকৃতির গতিই এই। বিপদের উপর বিপদ, সম্পদের উপর সম্পদ হয়। ফলতঃ একপ্রকার সকলেরই জুড়াইবার স্থান হইল; মহিষী কুন্তী ও মাদ্রীকে কেবল চিরযোগিনীবেশ ধারণ করিয়া থাকিতে হইল। আহা প্রিয়ে! তোমরা চন্দনতরু বলিয়া কি বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিলে? সহকার তরু সত্বে মাধবীলতা ধূলায় লুঠিতে লাগিল! বনদেবীর রাঙ্গা চরণ সত্বে বনের মালতী অকারণে নষ্ট হইল। মনের আগুন চিরকাল মনে মনে জ্বলিতে লাগিল! এবে ত বিধবা বালাদের বৈধব্য যন্ত্রণা নিদারুণ শক্তিশেল। পতিসত্বে পতিবিরহ এ আবার জলন্ত অগ্নি। ভাবিতে ভাবিতে মন বড় ব্যাকুল হইল! যাই, প্রেয়সী মাদ্রীর সহিত একবার সন্ধ্যা ভ্রমণ করি—।

মহারাজ পাণ্ডু, সন্ধ্যাদেবীর বধূসজ্জা দেখিয়া যৌবনে যোগিনী মাদ্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আজ সন্ধ্যাদেবী কি মোহিনীবেশই ধারণ

করিয়াছেন। এস, আমরা একবার উপবনভাগে যাই। দেখি, প্রকৃতি-কামিনীর কেমন অকৃত্রিম কমনীয়তা। পতির এইকথা মাত্রী অনুমোদন করিয়া বাহিরহইলেন। হস্তিনানাথ, ভ্রমণকালে তাঁহাকে স্বভাবের শোভা বর্ণনা করিয়াকহিতে লাগিলেন, বরাননে! দেখ, শতশৃঙ্গগিরির কি উন্নত শৃঙ্গ! যেন নীল গগন স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইতেছে! স্থানেস্থানে অমূল্য রত্নসকল অপূর্ব্ব প্রভাজাল বিতরণ করিতেছে। নিত্য নির্ঝরবারি স্বভাবের বীণা বাজাইতেছে। সানুদেশ স্বর্ণখনিতে আবৃত রহিয়াছে। শৃঙ্গ-ভগ্ন-স্তূপ সকল স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড রজতপিণ্ডের ন্যায় পতিত রহিয়াছে! শ্বেত-প্রস্তরের বিমল বর্ণে বিস্তৃত নভোমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইতেছে! আহা! গিরি-গর্ভে যেমন আর একখানি স্বতন্ত্র নিরীক্ষ দেশ! আবার ভীমমূর্ত্তি গুহাসকল চিরতিমিরে পরিপূর্ণ। ঠিক যেন কৃষ্ণারজনীর অপূর্ব্বকারাবাস বলিয়া বোধ হইতেছে! মনোরমে! উচ্চস্থান হইতে স্বভাবের মাধুর্য্য সকল কেমন স্পষ্ট দেখা যায়! ঐ দেখ, সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশের প্রান্ত-ভাগে অঙ্গ লুকাইয়াছেন; নক্ষত্রমণ্ডল ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছে; চন্দ্র-মাও অনন্ত আকাশে বিরাজমান হইতেছেন; সন্ধ্যা-গগন, যেন একখানি মণিময় চন্দ্রাতপ! শীতের প্রাদুর্ভাব একবারে গিয়াছে। বসন্তবায়ু চারি-দিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। নৈশকুসুম একটি একটি করিয়া ফুটিতেছে। আবার দেখ, হিমানীর মন্দ মন্দ হিম-বৃষ্টি সেগুলিকে কেমন ধৌত করিতেছে! কুমুদিনীও পরিষ্কার বাসরশয্যা সাজাইতেছেন। প্রিয়ে! শুনিতেছ? ঐ কোকিল কোকিলার কেমন কণ্ঠস্বর! ডালে বসিয়া যেন "সারিগমা" তুলিতেছে! ভ্রমরের গুন্ গুন্ স্বর, এ একপ্রকার চমৎকার! সহস্র সহস্র শব্দেও যেন একখানি বীণা! অয়ি প্রিয়ে! দক্ষিণানিল কি দহৃয়বিস্ফারক! পরাগকুলের অনুকূল সৌরভ কি প্রেমোদ্দীপক! কোকি-লের ললিত রব কি ধৈর্য্যবন্ধন শিথিলকর! মধুকরের স্বর কি অমীয় মধুর! চন্দ্রকিরণ কেমন অতুল প্রীতিপ্রদ; কিন্তু বিরহিদের পক্ষে ঠিক বিপরীত। বস্তুতঃ দেখ, চক্রবাক চক্রবাকী বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; নলিনীও দিনমণির বিরহে মলিন বেশ ধারণ করিতেছেন। ভাল, হৃদয়বাসিনি!

আমাদের বিরহ ভঙ্গ করিবার কি কোন স্বাধীনতা নাই?

তখন মহারাজের বসন্তবর্ণন শুনিয়া রাজমহিষী মাদ্রীর হৃদয় ভাবি-ভাবনায় বাতাহত অরণ্যলতার ন্যায় কম্পমান হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ভাল কাজ করি নাই। অরণ্যনিবাস হইতে অনেক দূর আসিয়াছি। এখন প্রত্যাগমন করাই উচিত।" এই ভাবিয়া তিনি ভূপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! চলুন, গৃহে প্রত্যাগমন করি। ক্রমেইনিশা দেবী আগত।

মহারাজ পাণ্ডু বলিলেন, মনোহারিণি! তুমি রাজবালা, রাজমহিষী হইয়া এতই নীরস যে এমন নববসন্তে উপবন ভ্রমণে বিরত হইতে চাও?

মাদ্রী কহিলেন, প্রিয়তম! রসিক হইলেই কি বসন্তপ্রিয় হয়? চন্দ্র-প্রমদা কুমুদিনী বসন্তে যে যোগ নিদ্রায় শয়িত হন; তবে কি তিনি অরসিক? কৌরবেন্দ্র! জলন্তঅগ্নি-নববিধবারা বসন্তকালকে কি ভাল বাসে? না বিরহিনী কামিনীরা তাহাতে সুখ বিলাস করে? দগ্ধ বিধি পতিসত্বে আমাদিগকে স্বতন্ত্রা করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতি দেবীর মোহিনী মূর্ত্তি আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রীতিপ্রদ নহে। নাথ! চলুন, আশ্রমে চলুন।

রাজা বলিলেন, চন্দ্রাননে! একি? তুমি মুখচন্দ্রমার সুধা না দিয়া বিষবৃষ্টি করিতেছ কেন? একি তোমার বিচ্ছেদের মান? হৃদয়বাসিনি! এই অরণ্যনিবাসে আমার কি ধন আছে যে সমর্পণ করিয়া তোমার মান ভঞ্জন করিব। অতএব প্রেমযোগী পাণ্ডুকে হয়, মান ভিক্ষা দাও, না হয়, রাজকরস্বরূপ তোমার স্বরূপআলিঙ্গন সমর্পণ কর।

কৌরবনাথ এই বলিয়া মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলে মদ্রসুতা "করেন কি করেন কি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং আকুলস্বরে কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মশাপ কি বিস্মৃত হইলেন? রতিরসে প্রবৃত্ত হইলে যে জীবনরত্নে বঞ্চিত হইবেন, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? হায়! অভা-গিনী কি চিরদুঃখিনী হইতেই কালবনভ্রমণে আসিয়াছিল? কালবসন্ত সর্ব্বনাশ করিলি! নির্ব্বাণআগুন জ্বালাইলি! অগাধশান্তি রাজ-মতি বিচ-

তখন পাণ্ডু কহিলেন, চারুশীলে! বসন্ত অগ্নি জ্বালে নাই; কাল যৌবন জ্বালিয়াছে। বরবর্ণিনী! তুমি অমৃতে বিষ মিশ্রিত করিতেছ কেন? রাজপ্রেমিকে! এইকি তোমার সরল প্রেমের চিহ্ন? প্রেমিক প্রেমিকা কি মৃত্যু ভয় করে? না গুরুগঞ্জনা ভয় করে? না কলঙ্ক ভয় করে?— বিশেষতঃ তুমি বীরবনিতা; তোমার এভয় সম্ভবে না। তাহা না হইলেও, প্রণয়ীর ভয় নাই, ভাবনা নাই। প্রেমকলঙ্ক প্রণয়ীদের চিরগলার হার। কিন্তু পতিপ্রাণা! পতি সঙ্গে তোমারত সে ভয়ও নাই। তবু তুমি এত ভীত কেন? অনিত্য ব্রহ্ম শাপে তোমার চির নিরাকুল প্রকৃতি কি এতই আকুল হইয়াছে?

রাজবধূ মাদ্রী, পতির রতি আলাপের সমুচিত প্রত্যুত্তর না দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পায়ে ধরি পরিত্যাগ করুন। বোধ হয়, কুমার নকুল সহদেব কতই কান্দিতেছে।—চলুন, শীঘ্র চলুন; কল্য পুনরায় বন ভ্রমণে আসিব।

পাণ্ডু কহিলেন, হরিণাক্ষি! তুমি যে আমাকে বারম্বার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছ, আমি তোমাকে ধরিয়াছি না তোমার যৌবন আমাকে ধরিয়াছে? প্রিয়ে! আমিই যদি ধরিতাম, তাহা হইলে তোমার চরণকমল সত্ত্বে বাহুলতা কখনই আকর্ষণ করিতাম না। যাহা হউক, প্রিয়তমে! একেত তোমার যৌবনজ্বালায় আমি যারপরনাই জ্বালাতন হইতেছি; তাহাতে আবার পঞ্চশরের পঞ্চ শরে আমায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। প্রাণেশ্বরি! আমি অনেক বীর জয় করিয়াছি। অনেক শর সহ্য করিয়াছি। কিন্তু এমন শর কখনও দেখি নাই। এই শর বিষাক্ত আর ইহার বীরত্বকাল কেবল কাল নবযৌবনেই প্রায় ঘটিয়া থাকে। উঃ কামের এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার বীরযশ লোপ করিল! বীরাঙ্গনা! বীরজয়ে যেমন আমি—; কাম জয়ে তেমন তুমিও দীক্ষিত। অতএব উঠ, কুচ গিরি নিক্ষেপ কর ভুজ পাশে বদ্ধ কর, আর কটাক্ষশরে পঞ্চশরকে উচিত শাস্তি দিয়া কাম বিজয়িনী নাম লও। প্রিয়তমে! দুর্লভ স্ত্রীজন্ম আর পাইবে না, নবযৌবন আর ফিরিয়া আসিবে না। রমণীর রমণীয়

রমণ সুখস্বাদ মনের সুখে আস্বাদন কর।

পূর্ণযৌবনা মাদ্রী, পতির একান্ত মত্ততা দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, কৌরব-শ্রেষ্ঠ! আপনিই না দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন? তবে কি ইন্দ্রিয় দমন করিতে আপনার কিছুই ক্ষমতা নাই? আপনার হৃদয়-কোষে জ্ঞানের উজ্জ্বল অসি কি মলিন হইয়াছে? দুর্জ্জয় রিপুকে কি আত্ম বশে আনিতে পারেন না? ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করিতেছেন? কান্ত! কাল বসন্ত কি আপনার ধীশক্তি একবারে লোপ করিয়াছে? বীরবর! অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখে যে অনর্থ ফল ফলিবে, তাহা কি আপনি কিছুমাত্র ভাবেন না? ইন্দ্রিয় দোষে দশাস্য রাবণের সোণার লঙ্কা ছার খার হইয়াছে, তাহা কি আপনার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই? নবীন তাপস! তুমি ভণ্ডতাপস অপবাদে শতশৃঙ্গ গিরি-বাসীদিগকে হাসি সাগরে ভাসাইও না। চির উজ্জ্বল কুরুবংশে কজ্জলের রেখা তুলিওনা। মহারাজ! অজ্ঞানেরাই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করে আর অনিত্য সুখের নিমিত্ত নিত্য পদার্থের চিন্তা বিসর্জ্জন দেয়। আর্য্য-পুত্র! বায়ুবেগে তৃণরাশি চালিত হয় বলিয়া কি হিমালয় চালিত হইবে? বীর প্রভ! আজ আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া কি ইন্দ্রিয় বীরত্ব প্রকাশ করি-তেছে? কুরুচ্ছত্র! আপনিত কখনই নিরস্ত্র নন্। শ্রীমন্ত পুরুষের অভাব কি? বীরেন্দ্র! বিবেক-রথে অরোহণ করুন। সুখ দুঃখ অশ্বের মুখে শান্তিরশ্মি প্রদান করিয়া ধীশক্তিরূপ অক্ষয় কশা লইয়া সুমতি সার-থিকে সুপথে রথ চালাইতে দিন্; আপনিও জ্ঞান ধনুকে সত্বগুণ দিয়া হৃদয় তূণের মহাস্ত্ররূপ বিজ্ঞান-শর গ্রহণপূর্ব্বক যোগবলে সেই শর ইন্দ্রিয় সমরে নিক্ষেপ করিতে থাকুন; দাসীও রণবাদ্যের অনুরূপ চিরকাল আরতি কঙ্কণের ধ্বনি করুক এবং কুরুবংশও পাণ্ডুরাজার ইন্দ্রিয়জিত বীররসে অনন্তকাল আনন্দস্রোতে ভাসুক্। রাজমহিষী মাদ্রী, এইরূপে অনেক প্রবোধ দিলেন; কিন্তু কালদংশনের ঔষধ নাই। মহারাজ, মাদ্রীর সহিত রতিবিহার করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

মহারাজ পাণ্ডু চিরবিরাম লইলে মাদ্রী "হায় কি হইল" এই বলিয়া

অচেতন হইয়া পড়িলেন—বনবায়ু বিশদ স্বাস্থ্যকর—বনদেবীর স্বাভাবিক যত্নে মদ্রসুতা সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈস্বরে রোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হা হতভাগ্য জীবন! দারুণ বজ্রাঘাতে তুই এখনও জীবিত আছিস? একি তোর আনন্দ চেতনা? হায়! ভাগ্যদোষে কৃতান্তও আমার প্রতি প্রতিকূল! আজ তাঁহার অব্যর্থ বাণ কি ব্যর্থ হইল? উঃ আর যে সহ্য হয় না।! নাথ! গা তুল। দাসী বলিয়া কথা কও। মন্দভাগিনী মাদ্রী যে তোমার পদতলে ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। হা জীবিতেশ্বর! আজ এত বিষণ্ণ কেন,? রাজপ্রকৃতি কি এতই নিষ্ঠুর? রাজন্! এই বিজন বিপিনে দাসীকে ফেলিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইলে? হৃদয়রঞ্জন! তোমার চন্দ্রবদন মলিন কেন? জীবিতেশ্বর! একবার কণ্ঠস্বর বর্ষণ করিয়া দাসীর কর্ণেন্দ্রিয় শীতল কর? প্রাণনাথ! তোমার দাসীর হৃদয় যে শত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইতেছে। বীরেন্দ্র! তোমার বীর-অঙ্গ আজ তৃণ শায়িত কেন? তোমার সোণার অঙ্গে যে সহস্র ধূলির অঙ্ক পড়িয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? বীরবর! তোমার বীর-বাহুসঙ্গে বিরাঙ্গনা আজ ধূলিসরোবরে ভাসিতেছে? কুরুপতি! তুমি কি দুঃখে দুঃখী হইয়া দুর্জ্জয় অভিমান করিয়াছ? প্রাণনাথ! এজন্মে কি আর মৌনব্রত উদ্‌যাপন করিবে না? পাষাণবাসী হইয়াছ বলিয়া কি মনও পাষাণ হইয়াছে? সকল প্রেম, সকল অনুরাগ কালজলে সমর্পণ করিলে? কালরূপিণী মাদ্রী কি তোমায় কালভুজঙ্গিনী হইয়া দংশিল? দেব! তোমার মস্তক আজ বনমালতীর শুষ্ক পল্লবের উপর কেন? অভাগিনীর বৈধব্য-বাহু বলিয়া কি রাজ উপধানের যোগ্য হবে না? প্রাণেশ্বর! গা তুল; আমি বনপল্লবের ব্যজনী করিয়া তোমার তাপিত অঙ্গে ব্যজন করি। রে নির্দ্দয় কাল! তুই একান্তে পাইয়া আমার চন্দ্রকান্তমণি হরণ করিলি? সতীর সম্বল পতিসঙ্গ তুই স্বহস্তে বিচ্ছেদ করিলি? রে চক্ষু! তুই কেমন করিয়া এখনও নাথের রক্তহীন নিরানন্দ মূর্ত্তি দেখিতেছিস, এখনও অন্ধ হইলি না?

মদ্রসুতা এইরূপ রোদন করিতে থাকিলে ক্রন্দন ধ্বনি বনলতা ভেদ

করিয়া কুন্তীর কর্ণগোচর হইল। পাণ্ডুমহিষী অধীরা হইয়া পুত্রগণ সহিত তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, কুরুকুলতিলক ভুবন বিজয়ী মহারাজ পাণ্ডু ধূলিধূসরিত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় নিস্পন্দ। তখন সাধ্বী সতী কুন্তী, "হায় কি সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুকুমার পঞ্চপাণ্ডব পিতার মৃত্যু ও মাতৃদ্বয়ের আর্ত্তনাদে আকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুন্তীর চেতনাসঞ্চার হইলে শোকসিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। মহিষী পুনরায় ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হায় নাথ কোথায় গেলে! চিরসঙ্গিনী দাসীকে একেবারে চিরকালের জন্য নিরাশ করিলে? দুখিনীরে অগাধ দুঃখনীরে ভাসাইলে? দয়া, মায়া, সকলি পরিত্যাগ করিয়া পালাইলে? লোকনাথ! তোমার পুত্রগণ যে ধূলায় ধূসরিত হইয়া কাঁদিতেছে, ইহার প্রতি একবারও কর্ণপাত করিতেছ না কেন? হা প্রাণপ্রতিম! হা কুরুরাজ! আজ তোমায় কি এই নিষ্ঠুর কাজ সম্ভবে? এইজন্যই কি আমায় না বলিয়া আসিয়াছিলে? সকল ভাল বাসা, সকল শীলতা, একেবারে ভুলিয়া গেলে? আর আমি কাহার শরণ লইব, কাহাকে নাথ বলিয়া ডাকিব, আমার এসকল ভার ভারতের মধ্যে কে আর অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করিবে? হা মন্দসাধন! এই কি তোর মানুষী-সাধনার ফল? সতীর একমাত্র গতি পতিধন তাহাতেও নির্ধন হইলি?" কুন্তী এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং মাদ্রীর নিকট সকল অবস্থা বিদিত হইয়া কহিলেন, মাদ্রি! বীরবধূর বিফল বিরহ করা উচিত নয়। প্রাণনাথের মৃত্যু দেহে আর শোক অশ্রু বিসর্জ্জন করা পতিব্রতার উচিত কার্য্য করা হয় না। তৎপর চিতা প্রস্তুত কর। আমি আর্য্য-পুত্রের সহিত চিতা শয়নে বিরহ অনলকে অনলসাৎ করিব। বীরাঙ্গনার বিরহ ভয় কি? অগ্নিদেবের অনিবার্য্য উত্তাপে বিরহাগ্নি ক্ষণমধ্যে বিনাশ করিব। পতিই সতীর গতি, পতিই সতীর একমাত্র ধর্ম্ম, স্ত্রীজাতিতে অমূল্যনিধি পতিব্রতা

ভূষণভিন্ন আর কি অমূল্য ভূষণ আছে? পতির প্রেমানুরাগে সতী জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। এখানেত কৌরব সূর্য্য একবারেই অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং কুরুবধূর চিতা সজ্জা ভিন্ন আর অন্য মন্ত্রণা কি? মণিবিনা মণিহারা সাপিণী কি জীবন ধারণ করিতে পারে? চন্দ্র বিনা চন্দ্রপ্রমদা কুমুদিনী কি বিকসিতা হয়? জল বিনা নলিনীর কি জীবনীশক্তি থাকে! মাদ্রি! ত্বরায় চিতাসুসজ্জিত কর, আমি আর্য্য-পুত্রের মহামঙ্গল সীমন্তের সিন্দূর কখনই জলসাৎ করিব না! অগ্নিদেবের জ্বলন্তশিখায় প্রবেশ করিয়া চিরসধবা থাকিব।

তখন মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! নাথের অনুগমন করা আপনার চরমকার্য্য নয়। পুত্র গুলিনকে এক কালে অনাথ করা কি প্রসূতির প্রসূতিব্রত ধর্ম্ম! দেবি! কুমারগণ সমকালেই মাতৃপিতৃহীন হইলে, পরিণামে কৌরব জল-পিণ্ড কালের ভীষণ কবলে চর্ব্বিত হইবে। অতএব আর্য্য-পুত্রের সহগমন কেবল দাসীর পক্ষেই সম্ভব। প্রত্যুত প্রাণেশ্বর যখন আমার প্রেমাসক্ত হইয়াই অমূল্য জীবন কৃতান্তকরে চির সমর্পণ করিয়াছেন, তখন মাদ্রী নিশ্চয়ই সতীত্ব প্রতিপালন জন্য পতিসহ চিতাগ্নিশায়িত হইবে। অতএব দেবি! আপনি স্বর্গীয় পাণ্ডুরাজের যশপতাকা উড়াইতে ভবমণ্ডলে পুত্রগণ লইয়া সংসার ধর্ম্ম করুন্।

কুন্তী কহিলেন, ভগিনি! সাপত্ন্য ধর্ম্ম কি কঠোর ব্রত! সাপত্ন্যপ্রকৃতির কি পক্ষপাত উপকরণে নির্ম্মাণ? নাথের অনন্ত মিলনেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও?

মাদ্রী কহিলেন, রাণি! আপনিইনা ভারত রাজ্যের অধীশ্বরী? তবে লোক রঞ্জন সম্ভূত কীর্ত্তি কি আপনার সদাব্রত কার্য্যের বিপরীত? বিশেষতঃ কনিষ্ঠ স্বার্থপরতাও আজ নূতন ব্রত নয়; সুতরাং ভাগ্যহীনাকে চিতারোহণ অন্তিম ভিক্ষা দিন্। মহিষি! এই আমার শেষ বিদায়, এই আমার জীবনী পুরস্কার।

অনন্তর পতিপ্রাণা মাদ্রী চিতাসুসজ্জিনী হইয়া, কুন্তীর হস্তে পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, দয়িতে! আপনার দাতব্য ধন এই রত্ন দুইটিকে চির

সমর্পণ করিলাম। অভয় পদে স্থান দিন। দুঃখহারিণি! এই দীন দুঃখিদের ভারতে আজ সুখের দিন অবসান, চন্দ্রকুলচন্দ্র পাণ্ডু সুখ পৌর্ণমাসীর সহিত মহা প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব দেবি! আপনি অনুকুল-করুণা-স্রোত বিশাল রাজ্যপাটে যেমন প্রবাহিত করিয়াছেন, তদ্রূপ অভাগিনীর জীবনীলতা দুটিকেও চির করুণা-সলিলে অভিষিক্ত করুন।

কুন্তী কহিলেন, ভগিনি! প্রাণাধিক নকুল সহদেব আমার জীবন রত্ন—জীবন সত্বে জীবনকে কেউ কি অনাদরসাগরে ভাসায়? সুশীলে! তোমার আত্মজ কি আমার হৃদয়বৃন্তের কোমল কুসুম নয়? এখন আবার মাতৃহীন মায়ায় কুন্তী চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ। কিন্তু সুভাগিনি! তোমার কি শুভাদৃষ্ট? তোমার কি তপস্যা? অতুল যশ জগতে অক্ষয় মূল হইল। তুমিই সতীশব্দের মধুরসঙ্গীতে সৌর জগৎ মাতাইলে, কৌরব লক্ষ্মীর প্রকৃত পরিচয় দিলে, ভগিনি! পতিব্রতাধর্ম্ম কি পরম রত্ন তা তুমিই জান। অভাগিনী কুন্তীর বৈধব্যযন্ত্রণাবহ কাল জীবনে শত সহস্র ধিক্।

অনন্তর দীনমনা মাদ্রী, কুমারদ্বয়ের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস নকুল সহদেব! আয়, একবার জন্মশোধ ক্রোড়ে লইয়া সন্তপ্ত জীবন শীতল করি। বৎস! তোরা চিরদিনের মত মধুর স্বরে মা বলিয়া একবার ডাক্, চাঁদ মুখের চুম্ব দে, সুধামুখে মন্দভাগিনীর এই শেষ দুগ্ধ পান কর্। তোদের কোমল কণ্ঠস্বর এই কঠিন হৃদয়ে আর প্রতিধ্বনি করিবেনা; চন্দ্রানন চুম্বন করিয়া মায়াসাগরে আর ভাসিব না। কালের চক্রে আমার সুখের জ্যোতিঃ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; চির দিনের মোহজাল শতশৃঙ্গ গিরিতে আজ বিচ্ছিন্ন হইল। রে নকুলসহদেব! তোদের জ্যেষ্ঠা জননীর চরণপ্রান্তে শীতলছায়া অবলম্বন কর্, অগ্রজগণের দাসত্ব ব্রতে চিরব্রতী হইয়া থাক্; কলঙ্কী মাদ্রীর কলঙ্কিত জীবন আজ পতিচিতাগ্নিতে অস্তমিত হইল।

তখন কুমার নকুল সহদেব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, জননি! কি বলিলেন, আপনিও সহগামিনী? হা দুরদৃষ্ট! হা দৈবদুর্ব্বিপাক! এক কালেই মাতৃপিতৃহীন! হাপিতঃ কৌরবরাজেশ্বর! আপনি এখন কোথায়? একবার স্বর্গাসন হইতে দৃষ্টিপাত করুন। আপনার সমাদরের নকুল

সহদেব আজ অকূল সাগরে ভাসিতেছে! জনক! শৈশব জীবন কি দুঃখ বহনের যোগ্য? কিন্তু জননী জনয়িত্রী হইয়াও ভীষণ শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মাত! প্রসূতী হইয়া পুত্রবধ কি তোমার প্রসূধর্ম্ম? যে মাতৃ দুগ্ধের অনন্তঋণে জগৎ চিরঋণী, তুমি কোন দোষে কুরুশিশুকে আজ সে সুখে বঞ্চিত করিতে চাও? মাগো! কোথায় যাইবে, গৃহে চল, আমাদের ক্ষুৎপিপাসার সময় উপস্থিত। এই দেখুন, কণ্ঠ তালু শুষ্ক, দেহ অবসন্ন; রসনা পানীয় অভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। মাতঃ একি? আমাদের করুণআর্ত্তনাদে আপনি নিবৃত্ত হইতেছেন না কেন? জন্মের মত চিতাসজ্জা আর কি পরিত্যাগ করিবেন না? আপনার স্নেহ সরোবর কি বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে! কৌরব রাজ্যেশ্বরি! আপনি একান্তই যদি সংসার বাসনায় বীতরাগ। তবে আমাদিগকেও সঙ্গে নিন্। মাতৃচিতার পদতলে কি একটি বালকের শয্যা হইবে না? আপনি নিষ্ঠুর বলিয়া কি চিতাও নিষ্ঠুর? হয় পৈতৃক চিতা সুপ্রসন্ন হইবেন না হয় অগ্নি দেবের নিকট কিঞ্চিৎ স্থান ভিক্ষা করিয়া লইব। জননি! কুরুবধূর পুত্র স্নেহ নাই বলিয়া কি কুরুশিশুদেরও মাতৃভক্তি নাই?

শিশুমতি নকুল সহদেব এইরূপ অনেক আক্ষেপ করিলে, পাণ্ডুভামিনী মাদ্রী আত্মজদ্বয়কে যত্নপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! ধৈর্য্য ধর, অশ্রুজল সম্বরণ কর, ধর্ম্মজ্ঞান সুশীলতা কখন কি ধর্ম্মপথ আবরণ করে? বাছা! মাতৃ অনুরোধ রক্ষা করিয়া সরল হৃদয়ে বিদায় ভিক্ষা দে; আমি ইন্দ্রনগরে কৌরবেন্দ্রের স্বর্গীয় সঙ্গিনী হই। অনিত্য শরীর যখন চির বিনশ্বর; তখন তত্ত্বজ্ঞানে ভ্রান্ত হওয়া কি কৌরব অঙ্গনার উচিত? তিনি এই বলিয়া কুমারগণের কর গ্রহণপূর্ব্বক কৌন্তেয়গণের শিরোঘ্রাণ লইয়া কহিলেন, তাত যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন! দুঃখিনীর এই রত্ন দুটিকে তোদের হস্তে দিলাম। চিরদিন এই দীন বালকদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিস্। অভাগীর পার্থিব ধন তোদের ভাণ্ডারে অনন্তকালের জন্য রহিল, যত্নবিনা ভারত-জননী যেন নকুল সহদেব ধনে বঞ্চিত না হন।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ মদ্ররাজ দুহিতে! প্রাণাধিক নকুল সহদেব আমার ভীমার্জ্জুন হইতেও অধিক; কিন্তু আজ হইতে ইহারা আমার একমাত্র জীবনী শক্তি এবং আপনার অসীম পুণ্যবল আমাদের শুভসৌভাগ্যের মূল।

জননি! আপনার পতি ভক্তির যশ পতাকা ভারতগগনে অনন্তকাল শোভা বিস্তার করিবে। পতিব্রতার পবিত্রপথে আর্য্যমহিলাগণ কল্পে কল্পে ভ্রমণ করিতে থাকিবে।

অনন্তর দাম্পত্য চিতা প্রস্তুত হইলে, ভৃত্যগণ শবদেহ চিতা শায়িত করিল—চিতাধূমে পার্ব্বতীয় তরুলতা সকল নীল রেখার ন্যায় মলিন, ঠিক যেন পাণ্ডুবিরহে তাহারাও অবসন্ন। তখন পতি-পরায়ণা মাদ্রী পরম্পরা শেষ সম্ভাষণ করিয়া স্বামি-চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন——

উঠরে দারুণ চিতা দ্বিগুণ জ্বলিয়া,
উঠুক অনন্ত শিখা ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া;
ভারত মহিলা দেখু(ক্) সতীত্ব কিরণ,—
করুক আনন্দে পান সতী-আস্বাদন।—
অগ্রসর কান্তদেব নিত্য-স্বর্গ ধামে,
পতির উদ্দেশে যাব স্বর্গীয় আরামে।—
উঠিবে চিতার অগ্নি মুখ প্রসারিয়া,
শীতল করিব অদ্য সন্তাপিত হিয়া।
বীরমাতা বীরকান্তা বিরহ নাশিতে,
করিব তুমুল রণ সতীত্ব-অসিতে।—
জীবন বাসনা যাক্ চিতা-হুতাশনে,
মাতুক সতীর মন পতিগুণ গানে।
সতীত্ব-পরম রত্ন স্বামি শ্রীচরণ,
তা বিনা সতীর প্রাণ বাঁচে কি কখন?—
ছাড়িব নশ্বর দেহ ঈশ্বর স্মরিয়া,
প্রাণেশ্বর পরশিব চিতা মধ্যে গিয়া।
দুরন্ত বিরহ জ্বালা এড়াইতে আমি,
সেবিব কান্তের পদ হয়ে সহগামী।
রহিবে পার্থিব ধন সিন্দূর ললাটে,
যাইবে অক্ষয় লোহ স্বর্গ রাজ্য পাটে।

ভারত নন্দিনী হবে পতির সঙ্গিনী,
উঠিবে চিতার ধূমে পতি জয়ধ্বনি।
পুরাব মনের সাধ ত্যজিয়া জীবনে,
তুষিব নাথের মন প্রেম আলিঙ্গনে।
পাইব পরম শান্তি পতি ভক্তি বলে,
সবনা বৈধব্য জ্বালা এভব মণ্ডলে।
অকূল অতলস্পর্শ এভব জীবনে,
পার হব পতি-পদ-তরি আরোহণে।
কাল-বিজয়িনী হয়ে কাল কাটাইব,
কালের করাল-গ্রাসে কভু না যাইব ;—
কাটাব অনন্ত কাল পতি সম্মিলনে,
রহিবে কীর্ত্তির স্তম্ভ ভারত শ্মশানে।
ফুরাল ভবের খেলা কুরু অবলার !
বিভুর পদারবিন্দে শত নমস্কার।
দেহ পতি দেব! তব স্বর্গীয় চরণ,
করিল বিরহী বালা চিতা আরোহণ।

পতিপ্রাণা মাদ্রী চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলে, সপুত্রক কুন্তী দেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,—সমুজ্জ্বল শতশৃঙ্গ গিরি কালিমাময় শ্মশান কলঙ্কে অনন্ত কালের জন্য আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কালাগ্নির প্রবল প্রতাপে দাম্পত্য দেহ ভস্ম প্রায় হইয়া উঠিল। তখন শৈলনিবাসী মুনিগণ "জাতাগ্নিতে কৌরব সৎকার হয়" এই অভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত চিতা হইতে কৌরব দম্পতীর জড় দেহ সংগ্রহ করিয়া ; সকুমার কুন্তী ও শবদেহ দ্বয় লইয়া, হস্তিনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। হস্তিনা রাজধানী এই নিদারুণ ঘটনায় বিষাদসাগরে ভাসিতে লাগিল। তখন সমাগত ঋষিগণ নীতিগর্ভ সাম্য উপদেশ দ্বারা রাজকুলের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন করিয়া প্রতি গমন করিলেন। তৎকালে রাজদম্পতী সপ্তদশ দিবস মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু ভীষ্মাদি কৌরব মহাত্মাগণ কুলপ্রথানুসারে জড়শরীরের অগ্নিকার্য্য অবধি

দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডুপুত্রগণ পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কৌরব উপাধিতে পর্য্যবসিত হইয়া, কৌরব-পাণ্ডব পঞ্চোত্তর শত ভ্রাতা বাল্য-ক্রীড়ায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন। সকলেই মহাবীর্য্যবান্, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভীমসেন ভীষণ পরাক্রমী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাল্য বিক্রমে কৌরব শিশুগণ প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার বালগর্ব্ব জ্ঞাতিপ্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই কালেই কৌরব ক্ষেত্রে বিষময়ী কণ্টকলতার জন্ম।—কুমার দুর্য্যোধনের অভিমানী হৃদয় ঈর্ষানলে জর্জ্জরিত, বস্তুত তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। পাঠক! "অসহ্য জ্ঞাতি বাক্যঞ্চ মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ" এ কথাটার পক্ষ সমর্থন করিতে এবার "হস্তিনা রাজভবনে" চলুন।

ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভব পর্ব্ব কুরুবংশে
মাদ্রীর চিতারোহণ নাম প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

দ্বিতীয় সর্গ।

হস্তিনা-ভবন কৌরব-ধনুর্ব্বেদ।

(সৌভ্রাত্রভঙ্গ)



" অসহ্যং জ্ঞাতিবাক্যঞ্চ মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ "—

মানসিক বৃত্তি যতই সরল হউক, সংসারের গতি প্রায় পরিবর্ত্তন হয় না। কৌরবকুমার দুর্য্যোধনের অন্তর কুটিল উপাদানে নির্ম্মিত, প্রত্যুত পাণ্ডবগণের অসীম বীর্য্যবল তাঁহার পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠিল। ভীমসেনের আত্মগর্ব্ব তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বীর কুমার বৃকোদর ভারত-ভাণ্ডারের প্রকৃতই অমূল্য রত্ন। তাঁহার প্রকাণ্ডদেহ সুমেরু খণ্ডের ন্যায়, রূপরাশি ও তেজোরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি বাহুবলে মহাকালের ন্যায়, গমনে পবনের ন্যায়, এবং আস্ফালনে দিগ্‌গজগণের পঞ্চমস্বরূপ হইলেন। বাল-সুলভ আত্মগরিমা তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি ভুজগর্ব্বে কুমারগণকে অনাদর করিতে লাগিলেন। বাল্যযুদ্ধে ও বাল্যবিহারে সকলেই তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। "পবনাত্মজ ভীম, ভাবী ভূপতি যুধিষ্ঠিরের মুখ্য সেনাপতি হইবেন" এই আশালতিকা পাণ্ডবহৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, এবং কৌরবহৃদয় এই ভাবনায় দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। বস্তুত কৌরবজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন অন্তর হইতে পাণ্ডব সদ্ভাব অন্তর্হিত করিলেন; প্রমাণকোটি প্রদেশে তাঁহার কঠোর কার্য্যের প্রথম অবতারণা হইল। নির্দ্দয় দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইলেন। কিন্তু দৈববলে তীক্ষ্ণ বিষও ভীমের সংহারকর হইল না; কুমার নিদ্রাচ্ছলে কেবল মহামূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাগত ভীমসেনকে দৃঢ়বন্ধন করিয়া,

স্রোতস্বতীর অনন্ত গর্ভে নিক্ষেপ করেন। অনুকূল স্রোতোরাশি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিল, কুন্তীনন্দন বন্ধনদশায় নাগলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন—ক্রুর অন্তর বড়ই নির্দয়; কুটিলাত্মা নাগগণ মূর্চ্ছাগত ভীমসেনকেও দংশন করিতে লাগিল। ভাগ্যবশতঃ জঙ্গম বিষে স্থাবর বিষের অপনোদন—পাণ্ডুনন্দন মহা-মূর্চ্ছা হইতে অবতরণ করিলেন। ভুজগগণের সহিত তাহার মহারণ বাধিয়া উঠিল, অনন্তর তিনি নাগরাজবাসুকির দৌহিত্রের দৌহিত্র পরিচিত হইয়া, অযুত হস্তি বলপ্রদ অমৃতরস পানানন্তর সুখনিদ্রায় অষ্ট দিবা অতিবাহন পূর্ব্বক বাসুকি-দত্ত যৌতুক-ভূষণ সহিত হস্তিনা নগরীতে পুনরাগত হইলেন, এদিকে সমাতৃক ভ্রাতৃচতুষ্টয় " হা ভীম যোভীম " করিয়া অষ্টদিবা অতিবাহিত করিলেন।

কুমার ভীমসেন হস্তিনা নগরীতে আগমন করিয়া, দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্রের বিষয় আন্দোলনপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, উঃ স্বার্থপরতা কি ভয়ানক ব্যাপার? জ্ঞাতি ঈর্ষার কি কুটিল উপাদানে নির্ম্মাণ? দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাদের পৈতৃক রাজ্যধনে একাধিপতি থাকিয়াও পরিশেষে এই হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিল! পাণ্ডবগণের ভাবিউন্নতি তার কপট হৃদয়ে কি সহ্য হইল না? আমরা পুণ্যাশ্রম শতশৃঙ্গগিরি হইতে আসিয়া জনপদের তিক্ত আস্বাদন গ্রহণ করিলাম। পিতৃবিজিত অতুল বৈভব সকলি শত্রুগত হইল! অহো! মহামায়ার অদ্ভুত মায়াজাল প্রপঞ্চজগতে কি মোহিনী খেলাই খেলিতেছে! স্রোতস্বতীর গতি যেমন কুল হইতে কুলান্তরের ধ্বংস সাধন করে। মহামায়ার মহীয়সী শক্তিও তদ্রূপ। তিনি দীনদুঃখীকে-ও রাজত্বপদ দেন, এবং ছত্রধর রাজ্যেশ্বরকেও পথের ভিখারী করিয়া তুলেন। তাঁহার মোহকরী মায়া প্রভাবে কেহ আনন্দসাগরে মগ্ন, কেহবা নিরানন্দ সলিলে অনন্তকালের জন্য ডুবিতেছে। বস্তুত কৌরবক্ষেত্রে তাহাও প্রত্যক্ষ। ভীম বিনা ভারত রাজলক্ষ্মী মোহিনী-তপস্বিনী উভয় বেশই ধারণ করিয়াছেন। হস্তিনা-রাজলক্ষ্মীর নৈসর্গিক রাজবেশ কৌরব বিভাগে জাজ্বল্যমান, পাণ্ডব বিভাগে যেন বিশাল কালিমা রাশি হইয়াছে। কৌরবগ্রস্থ সুখ-হীরকের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকময়, পাণ্ডবগ্রস্থ

নিবিড় বিষাদ-তিমিরের গর্ভশায়ী। কৌরব প্রস্থে শ্বেত পীত লোহিত পতাকা গুলিন যেন বিজয় ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে ঠিক বিপরীত! ভ্রাতৃশোকের ভীষণ ঝটিকায় চির জীবন্ত মঙ্গল নিশান পর্য্যন্ত একবারে ধূলিসাৎ! ভীম বীর এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

তখন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভীমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, এবং ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হাঁ রে প্রাণাধিক! আমাদের হৃদয়পিণ্ডে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুই এত দিন কোথায় নিশ্চিন্ত ছিলি? পাণ্ডব রত্নাগারে তুই যে একমাত্র অমূল্যরত্ন, তাহা কি একবারও ভাবিস্ নাই? রে বীরপ্রভ! আজ অষ্ট দিবা বীতপ্রভ হইয়া পাণ্ডবকুল যে তিমিরসাগরে ডুবিয়া ছিল তাহাকি তোর হৃদয়দর্পণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবিম্বিত হয় নাই। তোর সুকুমার কোমল আত্মা কি এতই কঠিন? হাঁরে বৃকোদর! তুই পাণ্ডুকুল লতিকার সহকার তরু বলিয়া কি এই তোর স্বজনপ্রিয়তা! ভাল কুমার! জননীর বিষণ্নমূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও কি কল্পনা করিয়া, হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিস্ না? তুই করুণারসের প্রবল স্রোত কি পাষাণ রাশিতে বান্ধিয়াছিলি?

ভীম কহিলেন, আর্য্য! চিরদাস ওপদে বিন্দুমাত্র অপরাধী নয়। কল্পনা দেবী ক্ষণকালের জন্যও স্বজন বিরহের সূত্রপাত করেন নাই। পাপাত্মা দুর্য্যোধনই এই বিচ্ছেদ ঘটনার মূল। দেব! স্মরণ করুন—সেই ভাগীরথীর উপকূল ভবনে সমস্ত কুরু বালক যখন ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া ছিল, তখন দাস ভীমসেনও সেই বিলাসভবনের বিনোদ শয্যায় সুষুপ্ত। কিন্তু দৈব প্রতিকূল। সহসা ভয়ঙ্কর ঘটনা। নিদ্রা দেবীর চিরপরিচিতা শান্তিময়ী প্রতিমা নয়, কি দেবী—কি মানবী—কি অপ্সরাকুলঅবতারিণী, কে যেন একটী ভৈরবরূপিণী আসিয়া, আমার চেতনাশক্তি আক্রমণ করিল। পাণ্ডব ভূষণ! ভীমার ভীমদর্শন স্মরণ হইলে এখনও ভয়শূন্য বীরদেহ কম্পমান হয়।

অনন্তর অবস্থাপরিবর্ত্তন। বিষধরের বিশাল দংশনে নির্জ্জিত ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, দেখিলাম—যেন আর একটী ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; বারিরাশিই আমার আশ্রয়, এবং ভূষণের স্বরূপ অঙ্গে কাল-সর্প প্রমাণ লতাবন্ধনী তিন খণ্ড। বিস্ময় রস দশদিকে ব্যাপিয়া উঠিল, কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর নাই; আমি অবিলম্বে বীতবন্ধন হইয়া সর্পযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এমন সময় নাগরাজ বাসুকি আসিয়া উপস্থিত। মহাত্মার কি উদার স্বভাব? ভুজগরূপী হইয়াও ভুজগগণের মহামন্ত্র স্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সর্পরণ প্রতিনিবৃত্ত হইল। প্রত্যুত নাগপতির বাৎসল্য করুণায় তৃপ্তিকর অষ্টসংখ্যক রসকুণ্ড পান করিলাম।—অমনি সুখনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত।—প্রকৃতি লক্ষ্যশূন্য, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেবী কেবল ঐন্দ্রজালিক খেলা করিতে লাগিলেন।—অগাধ শান্তিতে অষ্ট নিশা অতি বাহিত হইল। অতঃপর জাগ্রত হইয়া পূর্ব্বাপর চিন্তায় অসীম দুঃখে মগ্ন হইলাম। এমত সময় সেই জ্যোতির্ম্ময় বহুশীর্ষধারী উরগরাজ বাসুকি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দয় কৌরবের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া দিলেন, তাঁহার অনুগ্রহ বলেই আমি এই বিশাল ভারতে পুনঃপ্রবেশ করিলাম, এবং জানিলাম—" সেই তটিনীতটস্থ কেলিগৃহ ভীমসেনের গুপ্তশ্মশান, সেই ভীম ভক্ষিত ভক্ষ্যরাশি সকলি কালকূট পরিপূর্ণ, সেই ভীমদর্শনা চৈতন্যহারিণী স্বয়ং মূর্চ্ছা; দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল সংযোগ করিয়াই আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য দাসকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করে।" পাণ্ডবনাথ! দুর্ম্মতির কি মর্ম্মভেদিনী মন্ত্রণা!

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! অদ্য হইতে ক্রীড়ারসে বীতরাগ হও। দুরাত্মার দুরাচরণ ক্রমেই বলবৎ হইতে পারে। বিশেষতঃ শৈশবকালে জ্ঞানপ্রদা বিদ্যাদেবীর উপাসনা, এবং ধনু-র্ব্বেদ সাধনেরও এই উপযুক্ত সময়। অতএব জ্ঞানদেবীর পরমা জ্যোতিঃ দর্শনে সকলেই অগ্রসর হও।—কুলগুরু কৃপাচার্য্য আমাদের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব চল, জ্ঞান জননী শিক্ষা বিভাগে মনঃসংযোগ করি!

অনন্তর মহাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে কৌরব পাণ্ডব পঞ্চোত্তর শত-ভ্রাতা প্রথমতঃ মহর্ষি সরদ্বৎপুত্র মহাবল কৃপাচার্য্যের নিকট, অতঃপর ভগবান্ ভরদ্বাজপুত্র মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের (কৃপাচার্য্যের স্বস্পতির) নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, রাজ্যান্তর হইতেও অনেক রাজপুত্র আসিয়া শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এ সময় যদিও পঠদ্দশা উপস্থিত, তবু কৌরব হৃদয়ে পাণ্ডব-ঈর্ষা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।—দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে পুনরায় বিষান্ন প্রদান করিলে, পবননন্দন, যুযুৎসু কর্ত্তৃক তাহা অবগত হইয়াও নির্ব্বিকারে বিষপান করিয়া দৈববলে কালকূটের প্রতিসংহার করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন বারম্বার পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। তাঁহারা ছাত্রগণের সহিত সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, এবং ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

একদা মহাবীর দ্রোণ কৌরব-পাণ্ডবাদি কুমারগণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করি-তেছেন, এই সময় এক যুবা (একলভ্য, নামান্তর দেবশ্রবা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বসুদেবের কনিষ্ঠ সহোদর; কিন্তু বাল্যকালে পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং হিরণ্যধনুকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, ইনি নিষাদ নামে পরিচিত) সমাগত হইয়া, দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গুরুদেব! প্রণাম।

তখন দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কে? কি নিমিত্তইবা এখানে উপস্থিত হইয়াছ?

যুবা বলিলেন, ভগবন্! আমি নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র একলভ্য, আপনার নিকট অস্ত্র শিক্ষার জন্য আসিয়াছি।

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য কহিলেন, কি দুরাশা? বীরকার্য্য বীরবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন হীন জাতিতে কি শোভা পায়? একলভ্য! তুমি বীরকুললভ্য আশায় বীতরাগ হও, মহাপবিত্র ধনুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ভিন্ন কখনই হীন পদবীতে পদার্পণ করিবেন না।

তখন একলভ্য, আচার্য্যকে কহিলেন, ভগবন্! হীনজাতি বলিয়া কি তার বিদ্যা শিক্ষায় অধিকার নাই? আচার্য্যদেবের পবিত্র পদ নীচ জাতিকে কি স্পর্শ করিবে না? " হা পরমেশ্বর! তবে তুমিও কি নীচজাতি বলিয়া চরমকালে

পরমপদ প্রদানে কুণ্ঠিত হইবে? দুরন্ত নিষাদকুল অনন্ত কালের জন্য কি কাল চক্রে পতিত থাকিবে? হা দয়াময়! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ গুরুদেব যখন নির্দ্দয়, তখন কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তুমি পতিত জনে সদয় হইবে? পূর্ণব্রহ্ম! তোমার পূর্ণায়ত করুণায় কি আমরা জন্ম জন্ম বঞ্চিত থাকিব? জগচ্চক্রে পতিত জীবনের কি গতিমুক্তি রহিত—অগতির গতি পতিতপাবন তুমি কি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিবে নাই? তোমার পতিতপাবন নামের নিগূঢ় তত্ত্ব কি আজ আচার্য্যদেব হইতে ব্যক্ত হইল? করুণানিদান! নিদানকালে পতিত জন কি আর তারকব্রহ্ম বলিয়া পরিত্রাণ পাইবে না? কৃতান্তের দুরন্ত শাস্তি কি কল্পে কল্পে ভোগ করিতে হইবে? তত্ত্বাতীত! তোমার মহত্ত্বাদি উপকরণে কি এই দুরাত্মাকুল সৃষ্ট হয় নাই? হে বিশ্ব বিহারিন্! হে ভবভয় নিবারিন্! তোমার বিপদহারী চরণপ্রান্তে নিষাদকুলের কি কিছুমাত্র স্বার্থ নাই?" একলভ্য এইরূপে ঈশ্বর উদ্দেশে আক্ষেপ করিয়া, নিবিড় বনে গমনপূর্ব্বক মৃণ্ময় দ্রোণ মূর্ত্তিতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারগণ বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণের পক্ষে শান্তি দেবী চির নির্দ্দয়। তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পুত্রবৎসলা কুন্তীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! শত শত পুর মহিলা সত্ত্বে আজ অন্তঃপুর শূন্য দেখিতেছি কেন? স্বভাবের কি প্রভাব? এক জননী বিনা সৌর জগৎ অন্ধকার বোধ হইতেছে, ভাই বৃকোদর! তুমি তৎপর পুরমধ্যে অন্বেষণ কর। যে জননী পুত্রগণের কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্রে অগ্রসর হইতেন; তাঁহার করুণাময়ী প্রতিমা আজ অদর্শন কেন?

ভীম কহিলেন, আর্য্য! আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আমি এখনই মাতৃ অন্বেষণে চলিলাম।

অনন্তর ধীমান যুধিষ্ঠির পার্থকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! গুরু দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র শিক্ষা কি চমৎকার? প্রথম দিবস কি অপূর্ব্ব কৌশলে কূপ হইতে গুটিকা উত্তোলন করিলেন। বোধ হয়, অনুকূল বিধি কুরুকুলের

মঙ্গলের জন্যই এরূপ মহাগুরু নির্ব্বাচিত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আবার দেখ, কুমার অশ্বত্থামাও পিতৃতুল্য অস্ত্রবিদ্। ঠিক যেন একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বৎস! পিতাপুত্রে আচার্য্য নাকি বহুদিন গুরু কৃপাচার্য্যের গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন? হইতেও পারে, পৌর্ণমাসী না দেখিয়া কি পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হন? ভাল অর্জ্জুন! তোমার প্রতি আচার্য্যের এত অনুগ্রহের কারণ কি?

অর্জ্জুন কহিলেন, আর্য্য! আচার্য্য যখন ধনুর্ব্বেদ শিক্ষকতা পদগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিস্ময়কর শরজাল যখন বিশ্ব-নয়ন, প্রীতিপদ হইয়াছিল; তখন তিনি ছাত্রগণের প্রতি এক খানি প্রতিজ্ঞাপাশ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহার কি নিগূঢ় তত্ত্ব-কি অন্তর্মর্ম্ম, কেবল তিনিই জানেন, সুতরাং সমস্ত বালক নিঃশব্দ, দাস অর্জ্জুন কেবল তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিল। অগ্রজ! যিনি অজ্ঞানতিমিরের প্রচণ্ড দিবাকর, যিনি সৎপথের অগ্র প্রদর্শক, যাঁহার পবিত্র শিক্ষায় উত্তপ্ত রাজদণ্ড চিরকাল বহন করিব, এমত গুরু-আজ্ঞা-প্রতি-পালনে যখন নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি, তখন হীনশক্তি প্রতিজ্ঞাবন্ধনীর ভয়ে বীরকুল প্রসূত পার্থের কি বীতরাগ হওয়া উচিত? পাণ্ডবশিরোমণি! বীরকুলশিরোমণি আচার্য্য আরও অসংখ্য অসংখ্য কারণে অর্জ্জুনকে অমূল্য পদাশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। তত্রাচ দাস রাশি রাশি রহস্যভেদ করিয়াছে; দেব! গুরুদেব জল আহরণ উপলক্ষে রঙ্গভূমি শূন্য করিয়া, কুমার অশ্বত্থামাকে বিচিত্র শিক্ষা দিতেন,—চেতনা উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আমি বরুণাস্ত্রে জল যোজনা করিয়া, কুমারের সহাধ্যায়ে গুরুভক্তির প্রশস্ত সীমায় জীবন সমর্পণ করিলাম। পাণ্ডব কেশরিন্! আর অধিক কি বলিব? আমি হৃদয়পদ্মে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া, ধনুর্ব্বেদের ভৈরব মূর্ত্তিও বিশদরূপে অবলোকন করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার গুরুভক্তি পাণ্ডবকুলের অদৃষ্টাকাশ এবং আচার্য্যদেবের শিষ্যানুরাগ আমাদের সৌভাগ্য-দিবাকর, অহো! ভগবানের কি অমায়িকতা?

এমত সময় ভীমসেন প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবনাথ! কি উৎপাত ঘটনা! জননী নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন, আমি অনেক

অনুনয় অনেক বিনয় করিলাম; কিন্তু কিছুতেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। সুতরাং দাস ভক্ষ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত। আসুন, অগ্রে পানাহার করি, পশ্চাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ভ্রাতঃ! সে কি? জঠরানল কি এতই প্রবল? বৃকোদর! জননীর দুঃখানল নির্ব্বাণ না করিয়া, আত্মশান্তি করা কি সন্তানের উচিত কার্য্য? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। ধর্ম্মকুমার, ভীমসেনকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন, বৎস! তুমি একবার গমনকর, জীবন দায়িনী আজ কি দুঃখে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন জান?

কুমার অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া গমন পূর্ব্বক জননীকে কহিলেন, মাতঃ! দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন! জননি! আপনি কি দুঃখে ধরাসন অবলম্বন করিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন? জনয়িত্রি! আপনার কি কোন শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত-না-কৌরব কর্ত্তৃক কোন মানসিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন? না-আমরাই কোন দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ মাতৃভক্তির পবিত্র আসন ধূলিপুঞ্জে পরিণত করিয়াছি? প্রসূতি! তৎপর বলুন, আপনার মৌনভাব অবলোকন করিয়া আমার পঞ্চভূতময় দেহ অভিভূত হইতেছে।

ধীমান পার্থের এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, রমণীকুলভূষণ স্বরূপা কুন্তী ক্রন্দন-বিকৃতস্বরে কহিলেন, বৎস! আমি অতি মন্দভাগিনী। আজন্ম দুঃখভোগের জন্যই এই বিশাল ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। নতুবা মহারাজ পাণ্ডু অকালে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? কেনইবা আমার রাজ্য সম্পদ সকলি আর্য্য অন্ধরাজের পদানত হইবে, কি জন্যইবা শেষ সম্পদ শিবার্চ্চনাতেও বঞ্চিত হইব? বৎস! বস্তুতই কুরুবংশীয় শিবলিঙ্গ রাজ-বনিতার পূজ্য, অতএব আমিই উমাপতির চিরদিন অর্চ্চনা করি; কিন্তু আজ সৌবলেয়ী গান্ধারীর সহিত সন্দর্শন হইল; তিনিও পরিচারিণী বেসে দেবা-লয়ে উপনীত। সুতরাং রাজ অভিমানে পরস্পরা তুমুল কলহ হইয়া উঠিল, তখন ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন, "মণিময় কেশর বিশিষ্ট সহস্র হৈম চম্পকে আগামী দিবায় সর্ব্বঅগ্রে যে আমার সমার্চ্চনা করিবে আমি তাহারই চিরপূজ্য হইব," এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে, বিশাল

রাজ্যেশ্বরী আর্য্যা, পুত্রগণকে পুষ্প জন্য অনুমতি করিলেন—বৎস! অতুল বৈভবসত্ত্বেও তোমরা নিঃস্ব, অতএব তোমাদিগকে এই মহা ভার সমর্পণ কেবল বিড়ম্বনা করা মাত্র। কুমার! দুঃখিনী কুন্তীর প্রতি বিধি চির-প্রতিবাদী; সুতরাং নিঃস্ব জীবন বিসর্জ্জন করাই বীরবধূর কর্ত্তব্য কার্য্য।

কুন্তীর এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুন কহিলেন, জননি! সহস্র সুবর্ণ চম্পক কি পাণ্ডব জননীর মূল্য? পাণ্ডবগণ কি এতই অসার? জনয়িত্রীর এই সামান্য মনোরথও সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে না? বিশেষতঃ বিশ্বনাথ আরাধনায় বিঘ্ন কখনই সম্ভব নয়! মাতঃ যিনি বিঘ্নহরের পিতা হইয়া, ভববিঘ্ন হরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আরাধ্য চরণ উপাসনায় কি বিঘ্ন উপস্থিত হয়? কৌরব রাজ্যেশ্বরি! আমি আগামী প্রভাতে অগণন হৈম চম্পক আপনাকে সমর্পণ করিব। আপনি ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করুন—আর্য্য বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন, আমরাও অস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রমে ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়াছি।

অনন্তর কুন্তী দেবী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, বৎস! মধ্যাহ্নকাল প্রায় অতীত, অতএব তুমি তৎপর যাও এবং ভ্রাতাগণের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন কর। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যাহা আছে তাহাই হইবে।

শান্তশীল অর্জ্জুন মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! মাতা অনুমতি করিলেন গাত্রোত্থান করুন। মতিমান্ যুধিষ্ঠির মাতৃ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই ভ্রাতৃগণ সহিত অন্তঃপুরে গমন করিয়া, মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

অনন্তর দিবা অবসান হইলে, রাত্রি উপস্থিত, কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সকলি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। সেই সায়ং নক্ষত্র, সেই ধ্রুবতারা ক্রমে ক্রমে উদয় হইয়া, পুনরায় স্বস্থানে গমন করিল। নিশাদেবীর জ্যোতির্ম্ময় নৈশভূষণ সকল উষালোকে হীনজ্যোতিঃ হইতে লাগিল। তখন মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন ধনুকে শর যোজনা করিয়া, ভগবান বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পার্ব্বতীকান্ত! হে মৃত্যুঞ্জয়!। হে ত্রিপুরবিজয়ি! এই জয়লুব্ধ অর্জ্জুনের বিজয়াশা পরিপূর্ণ করুন; ভগবন্! আমি নিঃস্ব,

আমার যথাসর্ব্বস্ব কৌরবের করালগ্রাসে চর্ব্বিত হইয়াছে, অতএব আমি কেবল দয়াময়নামের অপার মহিমা জানিয়া, এই অদ্ভুত কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। বিশ্বনাথ! "তোমার পদারবিন্দে চির পুষ্পজল প্রদান করিব" দাসের এই মাত্র আকিঞ্চন। অতএব প্রসন্ন হউন। লজ্জার ভীমতরঙ্গ যেন শৈব ললাটে ভীষণ প্রহার না করে?" অর্জ্জুন এই বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যকে উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক অভিপ্রেত হৈমকুসুম উদ্দেশে শর চালনা করিলেন।—ধনপতি কুবেরের মনোহর পুষ্পোদ্যান হইতে অসংখ্য হৈমচম্পক দেবালয়ে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িল। তখন মহাভাগ পার্থ, পৃথাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জননি! রাশীকৃত অসংখ্য স্বর্ণ চম্পক দেবালয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে আপনি এবার মহানন্দে সদানন্দের অর্চ্চনা করুন।

পরমা সতী কুন্তী অর্জ্জুনের ঈদৃশ অমানুষিক পরাক্রম দেখিয়া, প্রেমানন্দে কুমারের শিরোঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ভগবান্ ভবানীপতি তোমার মঙ্গল করুন, তোমার অলৌকিক বিক্রম জগতী চিরদিন ঘোষণা করুক; আর "বরমেকো গুণী পুত্রঃ" এই পুরাতন প্রবাদ জগতে আবার নবীভূত হইয়া প্রতিধ্বনিত হউক।

অনন্তর ধর্ম্মচারিণী কুন্তী পূজার উপকরণ লইয়া, ইষ্ট পূজায় চিত্তাভিনিবেশ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে যোগীন্দ্র! হে মুনীন্দ্র! হে সর্ব্বভূতপ্রসন্ন মহেশ্বর! হে কৈলাসবিহারিন্, ত্রিপুরান্তকারিন্! হে ভবভয় নিবারিন্ মৃত্যুঞ্জয়! হে পার্ব্বতীপতি, পশুপতি, ত্রৈলোক্যপতি আশুতোষ! হে ত্রিশূলিন্ হে অস্থিমালিন্ হে হুতাশন সমীরাসন গগনাসন বিহারিন্ অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণ শিব! হে ভীমরূপ ভবাগ্নিভীত শরণাগতরক্ষক! ভগবন্! তব পদে নমস্কার করি, তুমি সৃজনকালে হিরণ্যগর্ভ, পালনকালে পুণ্ডরীকাক্ষ, সংহারকালে বিরূপাক্ষ মহাকাল রূপ ধারণ কর। হে পঞ্চানন! তুমি কারণসলিলে নারায়ণ, এবং ব্রহ্মসুষুপ্তিতে ব্রহ্মনিরঞ্জনরূপে পরমপ্রকৃতিতে ঘনীভূত হইয়া থাক। তুমিই সাম যজু ঋক অথর্ব্ব, তুমিই মর্ত্ত্যাদিস্বর্গ, তুমি কখন আধার কখন আধেয়রূপে বিশ্বজগতে বিরাজমান হও। হে শম্ভো! তুমিই স্বয়ম্ভু, বেদাগম ও উপনিষদে তুমি আদিঅন্তরহিত।—তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, তুমি

চিরন্তন ব্রহ্মাণ্ডের অব্যয় বীজস্বরূপ। ভোলানাথ! তোমার ভ্রান্ত অপবাদ জীবের ভ্রমমাত্র! বরং তুমিই দক্ষ, নতুবা দক্ষসুতার চরণদ্বয় বক্ষোমধ্যে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের ধন সাধন-কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন কেন? কাশীকান্ত! তুমি সুধুই কাশীকান্ত নও। তোমাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কান্ত বলিয়াও মনের শান্তি লাভ হয় না। তুমি সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মনুসংহিতা। তুমিই গীতা, পরমপিতা পরমেশ্বর বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তোমারই গুণকীর্ত্তন করেন। তুমিই সূক্ষ্ম, স্থূল ও মহাভূতাদিতে অধিষ্ঠিত, তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত মহানির্ব্বাণের আর অন্য উপায় নাই। দেব! তুমিই প্রাতঃকালে ব্রহ্মমূর্ত্তি, মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুরূপী ও সায়ংকালে শিবপ্রকৃতি হইয়া আদিত্য মণ্ডলে নিত্য বিরাজমান হও। বিভু! সুধুই তুমি ত্রিমূর্ত্তিধারী নও, পুরাতন ঋষিগণ তোমার অষ্টমূর্ত্তি কল্পনা করেন।

শুদ্ধচারিণী কুন্তী বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্ ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে মূর্ত্তিমান হইলেন। তাঁহার সাম্যমূর্ত্তি যেন একখানি চন্দ্রাচল! ধূর্জ্জটীর বিশাল জটা যেন নীরগর্ভ মেঘ খণ্ড! তখন কুন্তীদেবী ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্মৃতা হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দাসীর কি শুভাদৃষ্ট! পরমেষ্ঠী পিতামহ ইষ্ট বলিয়া তোমায় চিরকাল অর্চ্চনা করেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল তোমার কৈবল্য চরণ প্রাপ্তির জন্য যুগাদিকাল যোগসাধনে মগ্ন থাকেন।—তুমি ভবভয়-নিবারী, তুমিই ভবার্ণবের একমাত্র তরি; এবং আশার্ণব তরিবার জন্য ইন্দ্রাদি শারীরিগণ তোমারই উপাসনা করেন। কিন্তু দাসীর ভাগ্যে আজ তোমার কি অদ্ভুত দয়া প্রকাশ! ভগবন্! অভাগিনী চিরদুঃখিনী, রাজ্যসম্পদ সকলি কালের গর্ত্তে নিহত, প্রত্যুত তাহা জঞ্জালপরিপূর্ণ। অতএব অভয় পদ অর্চ্চনায় নিত্য রাজত্ব প্রদান করিয়া দীন হীনার মনোরথ অক্ষয় শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।

ভোজনন্দিনীর সবিনয় অভ্যর্থনায় যোগেশ্বর মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি ধন্য ভাগ্যবতী! কুরুবধূসম্ভূত দৈবরঞ্জন কীর্ত্তি তুমিই আবিষ্কৃত করিলে, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিলাম—"এই

রাজবংশীয় শিবলিঙ্গ তুমি চিরকাল অর্চ্চনা কর, এবং কুমার অর্জ্জুনও ধনপতি-বিজিত পুষ্পচয়ন নিবন্ধন ধনঞ্জয় নামে বিখ্যাত হউক"। এই বলিয়া ত্রিপুরান্তক অন্তর্হিত হইলে, কুন্তীদেবীও গৃহাভিমুখে অগ্রসর। এমত সময়ে রাজমহিষী গান্ধারী হিরণ্ময় কুসুমাবলি লইয়া দেবালয়ে উপনীত হইলেন, এবং স্তূপীকৃত হৈমচম্পক দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল।

অনন্তর শুভাদৃষ্টা কুন্তীর সহিত গান্ধারীর সন্দর্শন হইলে, তিনি কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগিনি! এই স্তূপীকৃত হৈমকুসুম কার? কোন্ বিদ্যাধর বা অমর বা কিন্নর লোক বাসীরা আসিয়া ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছেন?

কুন্তী কহিলেন, আর্য্যে! কোনও বিদ্যাধরগণ সমাগত হন নাই। কোন দেবতাগণ ও পুষ্পবৃষ্টি করেন নাই। কুমার অর্জ্জুন, ধনপতি জয় করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলে দাসীকর্ত্তৃক দেবার্চ্চনা হইয়াছে, এবং কৈলাসনিবাসীহর দাসীকে বর প্রদান করিয়া স্বর্গধাম কৈলাসনিবাসে প্রতিগমন করিয়াছেন।

রাজমহিষী গান্ধারী, কুন্তীর মুখে এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া পূজনীয় হৈম কুসুম সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, কুন্তি! তুমিই ধন্য! তুমিই রত্নগর্ব্ভে পুত্রগণকে শুভক্ষণে ধারণ করিয়া ছিলে, আমার অসীমবৈভব তোমার নিকট তৃণতুল্যও নয়। তুমি পঞ্চরত্নে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অক্ষয়ালোকে প্রজ্বলিত করিলে। তুমিই প্রকৃত ভাগ্যবতী, আমার কুপুত্রপ্রসূত ভাগ্যে শত বজ্রপাত হউক!

অনন্তর গান্ধাররাজ দুহিতা গৃহে প্রত্যাগত হইলে, দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! দেবার্চ্চনা সম্পূর্ণ হইল? না হবেই বা কেন? দরিদ্র পাণ্ডবজননী কি সহস্র স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারে?

তখন রোষপরায়ণা গান্ধারী সন্তপ্তচিত্তে কহিলেন, পাণ্ডবজননী সহস্র স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি স্বর্ণচম্পকের সহস্র সহস্র স্তূপ সংগ্রহ করিয়াছেন। কুন্তী কি আমার মত দুর্ভাগ্যবতী? না তাহার পুত্রগণও কি তোদের ন্যায় অপদার্থ? কুমার অর্জ্জুন কুবেরের কানন হইতে

স্বরপুষ্প চয়ন করিলে; কুন্তী দেবপুষ্পেই দেবার্চ্চনা করিয়া বীরপ্রসূতির চির-বাঞ্ছনীয় (রাজমাতা) বর প্রাপ্ত হইল। আমার বীরজননী অভিমানে শত সহস্র ধিক্! অসার পুত্রবতী হওয়া অপেক্ষা বন্ধ্যা প্রবাদ শতগুণে শ্রেয়স্কর। কণ্টকময় অসার বা বিষ-বৃক্ষ হইতে বনদেবীর মোহন মাধুরী যেমন নষ্ট হয়; কুলাঙ্গার কুপুত্র হইতে বংশ প্রসূতিরও তদ্রূপ যশ আশা লোপ হইয়া থাকে। গান্ধাররাজদুহিতা পুত্রকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অভিমানী দুর্য্যোধন, জননীকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাইত, কি করি, কি উপায়ে পাণ্ডবগণের বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হয়! জ্ঞাতিবাক্য, জ্ঞাতিদর্প ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল! শৈলগহ্বরে অন্ধকূপ কারাগারে চিরবাস সহ্য হয়; চিররোগী বা ভিক্ষাজীবিজীবনেরও জীবনীলালসা থাকে। দেশপ্রিয়তা, দেশস্বাধীনতা, সুদূর পরাহত হইলেও তাদৃশ কষ্ট বোধ হয় না; কিন্তু জ্ঞাতিগণের উত্তেজনায় আর্য্যপ্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া উঠে; শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে থাকে। প্রত্যুত আমার পক্ষে তাহাই হইতেছে। না হবেই বা কেন? আমি ভীরু নই, দুর্ব্বল নই, বীরকুলগ্লানি নই, যে জ্ঞাতিশব্দের অধস্তলে দুর্য্যোধন নাম প্রোথিত করিয়া স্বাধীন ভারতে দাসত্বপতাকা অনন্তকালের জন্য উড়াইব? এই যে রঙ্গভূমে রণবাদ্য উত্থিত হইতেছে! এখন আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। যাই, শিক্ষালয়ে গমন করি। এই বলিয়া দুর্য্যোধন শিক্ষালয়ে গমন করিলেন।”

অনন্তর কিছুদিন পরে কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য আর্য্যকুমারগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাদের উপ-পরীক্ষা গ্রহীতব্য ভাবিয়া, একদা কুমার নিচয়ের অজ্ঞাতসারে রঙ্গবাটিকার উন্নত তরুশাখায় শিল্প-বিহঙ্গম (লক্ষ্য) সংস্থাপনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বিদ্ কুমারগণকে লক্ষ্য ভেদ করিতে অনুমতি করিলে, চঞ্চলচিত্ত বালকগণ লক্ষ্য প্রতি একাগ্রতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। তখন দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের শৈশববুদ্ধির প্রতি তিরস্কার করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনকে ধনুঃশর প্রদান করিয়া কহিলেন, “বৎস

অর্জ্জুন! এই মহাবৃক্ষের উন্নতশাখায় যে বিহঙ্গমটি অবলোকন করিতেছ তাহার বিনাশ সাধনে প্রস্তুত হও। ফলতঃ আমার আজ্ঞামাত্রে পক্ষিমুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত কর!

অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুপদে প্রণামপূর্ব্বক পক্ষী হননে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি করিলেন।

অরিন্দম দ্রোণ, অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার! এখন তোমার দ্রষ্টব্য কি?

অর্জ্জুন কহিলেন, গুরুদেব! অন্য কিছুই দেখিতেছি না, লক্ষিত বিহগের মস্তকটি মাত্র আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

তখন আচার্য্য দেব প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বলিলেন, বীরেন্দ্র! তবে আর বিলম্ব কেন? শর নিক্ষেপ কর। আচার্য্যের আজ্ঞামাত্রে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিলে পক্ষিমুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আচার্য্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মহাবল দ্রোণ, প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের ঈদৃশ বিচিত্র অস্ত্র-চালনা দেখিয়া আনন্দ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি চিররণজয়ী হও। তোমার বীরকীর্ত্তি বসুমতী অক্ষুণ্ণভাবে বহন করুন। তোমার শীলতা এবং বীরতা জগতের আদর্শস্বরূপ হউক; তোমার বীরযশ আগ্নেয় অক্ষরে অরিকুলের হৃদয়ফলকে সুদীর্ঘকাল প্রজ্জলিত হইতে থাকুক।

অনন্তর মহাচার্য্য দ্রোণ ও উপাচার্য্য কৃপ বিবিধপ্রকারে রাজকুমারগণের অস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া, ভীষ্মাদির সহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক একদা ছাত্র পরীক্ষার দিন স্থির করিলেম, এবং শিষ্যগণের সহিত নির্ণীত দিবসে অপূর্ব্ব রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলে সিংহনাদে ও সংখ্যনাদে বসুধা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন মহাবল দ্রোণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! কুমারগণ সকলেই অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী হইয়াছে; বিশেষতঃ বৎস অর্জ্জুন ভুবনবিজয়ী মহাধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছেন। কুমারের কি লঘু-হস্ত! কি অস্ত্রচাতুরী! আমি সে দিবস কুম্ভীরিণী আক্রমণে বলসত্ত্বেও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলে, অর্জ্জুন কি অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা কৌশলে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল! কিন্তু আমিও

তাহার উপযুক্ত পুরস্কার (ব্রহ্মশির অস্ত্র) প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক বাধ্য বাধকতার কি মোহিনী শক্তি! আমি সর্ব্যসাচীর স্নেহপক্ষপাতী হইয়া তদপেক্ষা প্রিয়শিষ্যের অপ্রিয় সাধন করিয়াছি। অহো! বৎস একলব্যের কি অকৃত্রিম গুরুভক্তি! কুমার আমার মৃণ্ময় মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াও অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিদ্ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি ফাল্গুনির প্রতি পক্ষপাতী বিধায় তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আচার্য্য দক্ষিণা লইয়া অর্জ্জুনকেই বিশ্ববীরমণ্ডলীর শীর্ষ-স্থানে বীরাসন প্রদান করিয়াছি। এবং অদ্যও শত শত ছাত্রগণ সত্ত্বে অর্জ্জুনের যশ আশাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। এই যে রঙ্গভূমে পৌরজন সহিত পৌরব মহাত্মারা উপনীত হইলেন। তবে আর অপেক্ষা কি? সত্বর অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শন করি। এই বলিয়া অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ ধীমান যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কুমারগণের জ্যেষ্ঠ এবং রাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে অলঙ্কৃত, অতএব রণভূমে অগ্রেই অগ্রসর হও। ধীমান্ যুধিষ্ঠির, গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অস্ত্রক্রীড়ায় ব্রতী হইলেন, প্রত্যুত তাঁহার অসীম বীর্য্যবল এবং অপূর্ব্ব অস্ত্রসঞ্চালন অস্ত্রবিনোদিগণকে বিমোহিত করিতে লাগিল। এইরূপে তদীয় অস্ত্রলীলা সমাপ্ত হইলে মহাবল ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহারা প্রথমতঃ বাণপটুতা, অনন্তর গদানৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। বীররস ক্রমেই তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন গুরুপুত্র অশ্বত্থামা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহা-দিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এইরূপে রাজকুমারগণের সর্ব্ববিধ অস্ত্রলীলা শেষ হইল। তদনন্তর অস্ত্রকুশল দ্রোণ, অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, বৎস অর্জ্জুন! তুমি যেমন আমার প্রিয় শিষ্য, তদ্রূপ আজ বীরকুলপ্রিয় হও। সভ্যগণ যেন তোমার অসীম বীর্য্যবল দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে অভি-ষিক্ত হয় এবং হস্তিনানগরী যেন আজ অর্জ্জুন ধন্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

মহাবলী অর্জ্জুন, গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া হিমাচলের ন্যায় রণ-স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নীলকান্তিতে কাঞ্চনময়ভূষণসকল স্থির তাড়িতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার সজ্জীভূত অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়া পরিচিত মণ্ডলী হইতেও অভিনব আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ

এইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলের মনোরঞ্জন করিয়া প্রদর্শিতব্য অস্ত্র বিদ্যার অবতারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শরজাল রঙ্গভূমে ঐন্দ্রজালিক অভিনয় করিতে লাগিল।

দর্শকগণ, অর্জ্জুনের এইরূপ অস্ত্রচর্য্যা অবলোকন করিয়া পরস্পরা কহিতে লাগিল; উঃ কুমারের কি অপূর্ব্ব অস্ত্রশিক্ষা! কি অমানুষিক বীরত্ব! ঠিক যেন কুমার, কুমার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুরবীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন! এই জল, এই ঝটিকা, এই বজ্রাঘাত, এই অগ্নি, এই তিমির; আবার কখন কখন দিব্যাস্ত্রের প্রভায় দশদিক আলোকিত হইতেছে! কখন কখন সর্পসৈন্যের তর্জ্জন গর্জ্জন! কখন কখন গন্ধর্ব্বগণের হুহুঙ্কার! কখন কখন বিহঙ্গমগণের পক্ষ সঞ্চালনে হৃদয় কম্পমান হইতেছে! একি দৈব লীলা না ঐন্দ্রজালিক খেলা, না স্বপ্নের প্রতিমা দেখিতেছি! ধন্য অর্জ্জুন! ধন্য তোমার বীরত্ব!

রঙ্গভূমিবিহারিগণ এই প্রকারে অর্জ্জুনের যশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময়ে রঙ্গদ্বারে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত সহোদর মহাবল কর্ণ আসিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক রঙ্গভবনে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সৌরকান্তিতে রঙ্গভূমি সূর্য্যকান্তমণিহার পরিধান করিল। তাঁহার সিংহনাদে সিংহনাদিগণের হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। কর্ণ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যাবস্থায় দুর্য্যোধনের অনুরাগ ও অর্জ্জুনের বিরাগপ্রিয় ছিলেন। এক্ষণে তিনি দূরদর্শী হইয়া কৌরব মণ্ডলে পুনরাগমনপূর্ব্বক আচার্য্যদ্বয়কে অগত্যা প্রণাম ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার কি সৌভাগ্য! তুমি অকিঞ্চিৎকর বাল্যক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া, দর্শকগণের নিকট অমূল্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে! রাজকুমার! এই কি তোমার বীরত্বপরিচয়? দর্শকগণের কি পক্ষপাত স্নেহ! মিথ্যার উপকরণকেও সত্যের বেশভূষা দিয়া কেমন সাজাইয়া তুলিলেন। জলের লেখা অনুরাগ রঞ্জনে ভারত ললাটে সুদীর্ঘ কালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিল। কিন্তু সভ্যগণ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বীরাবতার কর্ণ আত্মপরাক্রমে তোমার অনিত্য পৌরুষকে অনন্তকালের জন্য কলঙ্কসাগরে ডুবাইতে পারে।

অপরিচিত অলোকতেজস্বী কর্ণের এই আত্মগরিমা শ্রবণ করিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়রসের উদ্রেক হইল এবং পাণ্ডব নিচয় ও আচার্য্যদ্বয় ক্রোধে কম্পমান হইতে লাগিলেন। প্রত্যুত দ্রোণাচার্য্য কর্কশস্বরে কহিলেন, বীর! অসার আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। বীর্য্যবল থাকে বীরচর্য্যার পরিচয় দাও।

অস্ত্রকুশল কর্ণ, দ্রোণাচার্য্যের সরোষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, ভুজবলমত্ততা-বেগে হাসিতে লাগিলেন এবং অবলীলাক্রমে অর্জ্জুনের ন্যায় সমস্ত অস্ত্রবিদ্যাই প্রদর্শন করিলেন। তখন তদীয় ভুজবলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি দর্শকগণের বীরানুরাগ সঞ্চার হইল; বিশেষতঃ দুর্য্যোধন সমধিক আহ্লাদিত হইয়া সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বীরকুলভূষণ! আপনার অসাধারণ বীরত্ব! আপনার আগমনে গৌরবলাভে কৌরবনগরী আজ চরিতার্থ হইল। আপনি বীরজননী বসুন্ধরার প্রকৃতই বীরপুত্র! অস্ত্রকুশল! আপনি অসীম বীর্য্যবল প্রদর্শন করিয়া কুরুকুলকে স্ববলে শরণাগত করিলেন। অতএব এক্ষণে অনুগত দুর্য্যোধনকে মিত্র সম্ভাষণ করিয়া কুরুকুল রাজলক্ষ্মীর সর্ব্বনিয়ন্তা হউন।

কর্ণ কহিলেন, সখে! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুনের যশ লোপ করা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কর্ণের এইকথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, কর্ণ! তোমার এই অসার বীরত্বের এত গর্ব্ব! তুমি এই দর্পেই অনাহূত হইয়া, কৌরব রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়াছ! এই সাহসেই অসমসাহসী অর্জ্জুনের সহিত সমর-বাসনা কর? দরিদ্র জীবন বলিয়া কি কিছুমাত্র জীবনীলালসা নাই। দুর্ম্মতি! তবে আত্মমতির প্রতিফল ভোগ কর।

অর্জ্জুন এই বলিয়া গুরু-আজ্ঞাক্রমে রণস্পৃহায় বদ্ধপরিকর হইলে কর্ণ বীরও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন নিখিল ধর্ম্মবিদ্ কৃপ অমূলক আত্মবিগ্রহ শান্তির জন্য বসুসেনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, বীরবর! কৌরবপ্রভাকর অর্জ্জুন মহাবংশসম্ভূত রাজর্ষি পাণ্ডুর পুত্র। অতএব তুমিও আত্মপরিচয় প্রদান কর। রাজবংশীয় অর্জ্জুন কি রাজবংশীয় ব্যতীত হীনবংশীয়ের সহিত মহারণে প্রবৃত্ত হইবেন?

ধীমান্ কৃপাচার্য্য এই প্রশ্ন করিলে কর্ণের বিষণ্ণভাব ও মলিন বদন তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তখন মিত্রবৎসল দুর্য্যোধন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ভগবন্! রাজগৌরব কি এতই উন্নত, রাজকুল অসি কি প্রজা শোণিতে নিত্য বীতস্পৃহ, না পক্ষপাতি মমতার এই মর্ম্ম ভেদিনী মন্ত্রণা? যাহা হউক, মহারথ কর্ণ তজ্জন্য ও আজ অপ্রতিভ হইবেন না। কুরুবন্ধুকে এখনই বসুন্ধরার আধিপত্য প্রদান করিব।

দুর্য্যোধন এই বলিয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণের দ্বারা কর্ণবীরকে অঙ্গদেশীয় রাজপদ প্রদান করিলেন। অভিষেককালে রণবাদ্যনির্ঘোষে প্রতিধ্বনি সকল যেন কর্ণেরজয় বলিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন নবভূপতি কর্ণ, দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মিত্র! আপনি অকৃত্রিম সৌজন্যে অধীনকে আজ চিরকৃতার্থ করিলেন। এখন অনুমতি করুন, কুরুবশম্বদ কর্ণ আপনার কি মঙ্গলাচরণ করিবে?

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহানুভব! রাজ্য বৈভব কি? ভব সংসারে আপনার যোগ্য কিছুই দেয় বস্তু নাই। "তবে স্বগুণে সুপ্রসন্ন হইয়া কুরু-শত্রুগণের মস্তকে চির পদার্পণ করুন" এই আমার চিরবাঞ্ছা।

"মহাবীর কর্ণ অঙ্গদেশের অধিপতি হইলেন" এই সংবাদ পুণ্যশীল সুত বৃদ্ধ অধিরথ (যদিও ইনি পুরুবংশীয় রিচেয়ুর ভ্রাতা রুকক্ষেয়ুর কুল, কিন্তু কালসহকারে সুতত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুতকুলাগ্রণ্য) জন শ্রুতিতে শ্রুত হইয়া মহানন্দে রঙ্গভূমে আগমন করায় কর্ণবীর তাঁহাকে পিতৃসমাদরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৃদ্ধ অধিরথ তাঁহার শিরোঘ্রাণ লইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হও, বৎস দুর্য্যোধনও ভারত লক্ষ্মীর বিশাল অঙ্ক অনন্তকাল অলঙ্কৃত করিয়া থাকুন। আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজি আমার কি সুপ্রভাত! হীনতপা অধিরথ সুপুত্রগুণে রাজজনক বলিয়া পরিচিত হইল।

অনন্তর দর্শকসম্প্রদায়ের কর্ণবীরের প্রতি সুতনন্দনসূচক জাতীয় অনাদর জন্মিলে বৃকোদর, ধনুর্দ্ধর কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, কর্ণ! তুই না অর্জ্জুনের সহিত রণপ্রত্যাশা করিয়াছিলি? দুরাচারের

কি দুরাকিঞ্চন! বামন হইয়া গগন স্পর্শ করিবার সাধ! অচল হইয়া হিমাচল লঙ্ঘন করিবার অভিলাষ! কুকুর হইয়া দেবদ্রব্য গ্রহণ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা! দুরাত্মা! তোর দুরাত্মা কি মহাত্মা ফাল্গুনীর পবিত্র হস্তে বিনাশযোগ্য? তুই যথাযোগ্য অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর। দুর্য্যোধন নির্ব্বোধ। তাহা না হইলে কি অপাত্রে পবিত্র অঙ্গদেশ সমর্পণ করে? ভীমসেনের এই কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর কর্ণ ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। এবং দুর্য্যোধনও যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়া কর্ণ বীরের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

হে কৌরবকুল গর্ব্ব বীর বৃকোদর!
সম্ভবে কি তোমা, হেন হীন সম্ভাষণ
বীরকুলে? থাকে শক্তি দেহ পরিচয়;
হয় শক্তি, নহে বর্ষা, নহে অস্ত্রমুখে।
রণরঙ্গী বীরে, নাহি চাহে কুলমান;
মত্ত রণমদে যবে সম্ভাষে ধানুকী
আস্ফালিয়া ভুজযুগ গভীর গর্জ্জনে।—
ক্ষত্রিয়শোণিত যার উত্তপ্ত, যে পারে
মুহূর্ত্তে দহিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড,
স্পর্শে কি তাহাকে কভু বংশ অপবাদ
অসার? করে কি বিজ্ঞ কুল অভিমান
স্বকুলে? স্ববলে পূজ্য আর্য্যকুল সুত।
না চাহে জানিতে কোথা বীর জন্মভূমি
বিশ্বজন?—বিশ্বনাথ সম প্রতিদ্বন্দ্বী।
শীকরসলিল গর্ত্তে জাত বৈশ্বানর;
তার তেজে ভবভূমি হয় ভস্মরাশি
একদণ্ডে;—ইরম্মদ নাশে দৈত্যকুল,
তার জন্ম পুণ্যক্ষেত্র দধীচি কঙ্কালে।
স্মর বীর! বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুমার,–

তপোবলে কেবা তার তুল; আরম্ভিল
পুনঃসৃষ্টি ; যেন সৃষ্টিধর পিতামহ
রচিল ভারতশিরে নূতন মাধুরী!
অথবা কৌরবগুরু সমর কুশল
আচার্য্য, যাজ্ঞিক দ্রোণী জন্মক্ষেত্র যাঁর ;
পারে কি আঁটিতে তাঁরে দম্ভোলী নিক্ষেপি
সুরেন্দ্র ?—শূরেন্দ্র কৃপ অযোনিসম্ভব
দুর্জ্জয় বীর কেশরী, বিখ্যাত বীরত্ব
যাঁর চিররণজয়ী বিশাল ভারতে !—
মহাবংশ কুরুকুলে বায়ু পুত্র তুমি
বীর্য্যবান ;—মান্য করে যত সুধীবৃন্দ—
হে বীরেন্দ্র !—জারজন্মা মান্য কোন গুণে ?—
বীর্য্যবানে মান দেন প্রকৃতি আপনি
বিনশ্বর মর্ত্ত্যধামে।—কেন না হইবে
অধিপতি রথী কর্ণ? ছার অঙ্গ দেশ ;
ত্রৈলোক্যও উপভোগ্য ভুজগর্ব্বে যার ;—
যে বলে আশ্রিত আজি কৌরববাহিনী !—
কভু কি সম্ভবে মূঢ় ! মৃগীর উদরে
মৃগেন্দ্র ? অথবা জন্মে যূথনাথ অজাতে ?
অবশ্য হইবে শ্রেষ্ঠ কর্ণ ধনুষ্মান !
যে অঙ্গে রাজেন্দ্র চিহ্ন চির উদ্ভাসিত—
যে অঙ্গে আচ্ছন্ন স্বতঃ কবচ কুণ্ডল
রত্ন ;—হেন শূরে অনাদরে যে দুর্ম্মতি
তারসনে, বিশেষতঃ জ্ঞাতিসহ রণে
কোন্ ভীরু হিয়া বল না চাহে পশিতে
সদর্পে ? আসিয়া নিশা আবরিলা ধরা !
নহিলে দেখিত বিশ্ব, বীরত্ব বিস্ময়ে।

নিশাদেবী উপনীত চল অঙ্গনাথ!
লভিবারে নৈশশান্তি বিশ্রামভবনে।

পরন্তপ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে এইরূপ গর্ব্বিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া নৈশ বিশ্রাম লাভ করিতে কর্ণ প্রভৃতি স্বজন সহিত কুরুপুরে গমন করিলেন। সভ্যগণ লীলাময়ী রঙ্গভূমি হইতে বিদায় হইয়া চলিলেন। পাণ্ডবগণও আচার্য্যদ্বয়ের অনুগামী হইলেন। কুন্তী দেবী, স্বভাবজাত কবচ, কুণ্ডল ও আত্মলক্ষণ সম্ভূত কর্ণবীরকে পুত্ররূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি নিবন্ধন আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে দ্রোণাচার্য্য শিক্ষকতাপদ গ্রহণকালে ছাত্রগণকে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন; একদা তাহাই প্রকাশ করিয়া পঞ্চালবিজয় প্রার্থনা করিলেন,—দ্রোণাচার্য্য ও পঞ্চাল রাজ্যেশ্বর দ্রুপদে পূর্ব্বকালে শৈশব বন্ধুতা ছিল। কালক্রমে দ্রুপদের রাজসম্পদ ও দ্রোণাচার্য্যের দুরবস্থা হইলে দ্রোণ চিরসখার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভগ্নপ্রয়াশ হন। সেই ক্রোধই পঞ্চালবিজয়াশার মূল। কিন্তু আচার্য্যের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সকলেই অক্ষম হইল; কেবল মহাবীর অর্জ্জুনই পঞ্চাল জয় করিয়া দ্রুপদকে অবরুদ্ধ করত আচার্য্য দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ দ্রোণ স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ জানিয়াও পূর্ব্বমিত্রানুরোধে তাঁহাকে নিঃস্ব ও নির্ব্বাসিত করিলেন না। অর্দ্ধরাজ্য দক্ষিণ পঞ্চাল (কাম্পিল্য প্রদেশ) প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বীতবন্ধন করিলেন এবং আপনি উত্তর পঞ্চাল (অহিচ্ছত্রা) নগরের অধীশ্বর হইলেন। ফলতঃ অর্জ্জুনের পরাক্রমেই তিনি অহিচ্ছত্রা নগরী প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের বাৎসল্য মমতা সমধিক অর্জ্জুনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এমন কি "অর্জ্জুন, আচার্য্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়াও যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না" এই তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত করিয়া লইলেন। এবং অর্জ্জুনের বীরকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপৃত করিলেন। অর্জ্জুন প্রকৃতই যশঃপাত্র। প্রত্যুত তিনি কৈশরকালেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিশ্ববিদ্যায় সমধিক বিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ সততা, সত্যবাদীতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা গুণে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, কুমারগণের

জ্যেষ্ঠ এবং রাজকুমার নিবন্ধন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ যুধিষ্ঠির শীলতা, ন্যায়পরতা ও জিতেন্দ্রিয়তায় অতুল যশস্বী হইয়া উঠিলেন। বৃকোদর, ভগবান হলধরের নিকট অসিযুদ্ধ, রথযুদ্ধ ও বিবিধ কুটকৌশল শিক্ষা করিলেন। নকুলবীর জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এবং সহদেব, ভগবান বৃহস্পতির নিকট অধ্যয়নে পরম জ্যোতির্ব্বিদ্ হইলেন। এইকালে দুর্য্যোধনও মিথিলানগরীতে বলরামের স্থানে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীমার্জ্জুনই সসাগরা ধরাতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধৃগণ্য হইলেন। তদনন্তর মহাবল ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া অশাসিত প্রদেশগুলি করদরাজ্য করিলেন। সৌবীরপতি, যবনপতি, বিতুল, ব্রহ্মদত্ত ও পূর্ব্বদেশীয় সহস্র রথীগণকে কৌরবছত্রাধীনে আনিলেন। চির উজ্জ্বল কৌরবশব্দ পাণ্ডবধ্বনিতে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তখন সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবজনিত ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন। পাঠক! এক্ষণে "ন বধতে মনুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্" এই কথার স্বার্থকতা দেখিতে বারণাবত-জতুগৃহে চলুন।

ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্ব, কুরুবংশে
কৌরব ধনুর্ব্বেদ নাম দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।



তৃতীয় সর্গ।

বারণাবত-জতুগৃহ দাহ।

(বিপরীত ফল)

"ন বধ্যতে মনুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্।"

উৎপত্তি বিনাশশীল নিখিল জগতে জন্ম মরণ দৈবায়ত্ত; কি ইতর কি বুদ্ধিজীবী জীব সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। মোহান্ধ দুর্য্যোধন অর্থলোভে ভ্রান্ত হইয়া পাণ্ডবনিধন দুষ্প্রবৃত্তি হৃদয়াগারে পোষণ করিয়া রাখিলেন। অন্ধ-রাজ ধৃতরাষ্ট্র বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াও অনিত্য বিষয়ে বীতস্পৃহ হইলেন না। পাণ্ডবগণের যশোধ্বনি তাঁহার শ্রুতিকটু হইতে লাগিল; এবং পাণ্ডব-গণের ভাবী উন্নতি তাঁহার স্বার্থপর স্বভাবে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি "কি প্রকারে ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে রাজ্যচ্যুত করিবেন" এই চিন্তায় সচিন্তিত রহিলেন। শোকের আলোচনায় শোক বৃদ্ধি হয়; চিন্তালোচনায় চিন্তা বদ্ধমূল হয়; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ক্রমেই চিন্তাভিভূত হইয়া স্বীয় অমাত্য কণি-ককে আনয়নপূর্ব্বক মানসিক স্বার্থপরতাদুঃখ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী কণিকও কুরুপতির সম প্রকৃতির লোক। প্রত্যুত তিনি তাঁহার এরূপ পোষ-কতা করিলেন যে কুরুনাথের স্বার্থপরতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের সহিত যুক্তি স্থির করিলেন—পাণ্ডবজয় প্রভৃত বীর্য্যবল সাপেক্ষ; অতএব প্রকারান্তরে তাহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়া পৈতৃক রাজ্য আত্মসাৎ করিব; কিন্তু দুর্য্যোধনের দুষ্টবুদ্ধি ততোধিক প্রবল, তাঁহার চিরন্তন পাণ্ডব নিধন আশা এই অবসরে জ্বলিয়া উঠিল। "একবারে বৈর-নির্য্যাতন করিব" এই অভিপ্রায়ে তিনি নব্য মন্ত্রী পুরোচনের দ্বারা বারণা-বতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কতকগুলি নব্য সম্প্রদায়কে উৎকোচ

দ্বারা বশ করিয়া রাখিলেন। বশম্বদগণ (কর্ণ, মাতুল শকুনি, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য রথী) কুরুকার্য্যসাধনে সময়ে সময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট বারণাবতের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরেরও সৌভাগ্যকাল অস্তমিত ;— পাশুপৎ উৎসব উপলক্ষে তাঁহার মনে বারণাবত দর্শনাশা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের নিকট বারণাবত গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সমাতৃক পঞ্চসহোদরকে বারণাবতে যাইবার জন্য সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে আর্য্যপ্রকৃতি যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ উপস্থিত হইল ; কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠতাতের চিরভক্ত, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বজন সহিত ফাল্গুন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। তৎকালে কুরুসভায় প্রায় সকলেই তাঁহার বিপক্ষ, কেবল একমাত্র ধর্ম্মশীল বিদুর তদীয় পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মহাত্মা বিদুর পবিত্রচেতা, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং সততা ও পরপ্রিয়তাদি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। প্রকৃতি চিরদিন সমপ্রণয়ী, সুতরাং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্যতা। তিনি মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠিরের বারণাবতে যাত্রাকালে তাঁহাকে "তথায় অগ্নিভয় থাকা" ম্লেচ্ছভাষায় সঙ্কেত করেন। যাহাহউক, মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বজন সহিত বারণাবত নগরে উপনীত হইলেন ; তখন কৌরব গূঢ়চর পুরোচন অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ দশ দিবস সাধারণ অট্টালিকায় অনন্তর জতুগৃহের নামান্তর শিবগৃহে উপনীত করাইল।

কুটিলাত্মা পুরোচন, পাণ্ডবগণের তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত বারণাবতের মনোহর মূর্ত্তিখানি প্রদর্শনচ্ছলে ধর্ম্মনন্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারথ! বারণাবত নগরই প্রকৃত মনোহর স্থান! এমন কি, প্রকৃতি সতীর বিলাসভবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখুন, স্রোতস্বতী কেমন কুঞ্জবন সোহাগিনী প্রবাহিনীর ন্যায় মৃদুবেগে মহানগরী বেষ্টন করিয়া আছে; শৈলগণ কেমন পৃথিবীর মানদণ্ডের স্বরূপ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দূরবর্ত্তী অরণ্যরাজীরও কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! ঠিক যেন বসন্ত কুজ্‌ঝটিকা পৃথিবী ভেদ করিয়া উঠিতেছে। নরনাথ! অদূরবর্ত্তী উপবনখণ্ডের কেমন রমণীয়তা! ঠিক যেন ছায়াদেবীর বিনোদশয্যা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জনপদে-

রত্ত কথাই নাই। সুসজ্জিত অট্টালিকা সকল যেন স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। নরেন্দ্র! আপনি কুরুকুলে মহেন্দ্রস্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব কিছুকাল এই মহানগরীতে বিচরণ করিয়া প্রজাকুলের আনন্দবর্দ্ধন করুন। দাস এক্ষণে বিদায়।

পুরোচন এই বলিয়া আপন অন্তঃপুরে গমন করিলে ধীমান্ ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৃকোদর! এই শিবপুরীর চিত্র বিচিত্র কারুচাতুরী দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। ভাই! তুমি একবার সূক্ষ্মরূপে এই সুরম্য অট্টালিকার তত্ত্ব নির্ব্বাচন কর। শিবগৃহ আমার প্রতি যেন অশিব গৃহ হইয়া শান্তিদেবীর চিরসমাধি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল ভীমসেন আবাস ভবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এযে জতুগৃহ! চতুর্দ্দিকে তৈজস পদার্থের সৌরভ বাহির হইতেছে! বোধ হয়, ভিত্তিগর্ব্ভেও অনেক আগ্নেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ আছে!

ভীমসেন শিবগৃহের এইরূপ পরীক্ষা করিলে ভ্রাতাগণ সকলেই জতুঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, জতুগৃহইত বটে!!

তখন মহামতি যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, খুল্লতাত বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় ঠিক সঙ্কেত করিয়াছেন।

তখন পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের এই সকল দুরভিসন্ধি জানিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কিন্তু স্ত্রীস্বভাব স্বতঃই কোমল, সুতরাং কুন্তী দেবী পুত্রগণকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; হা দুরদৃষ্ট! হা মন্দসাধন! জন্মদুঃখিনী কুন্তীর কি আজন্মই দুঃখে দুঃখে যাইবে? দারুণ বিধি! তোমার হৃদয় কি এতই পক্ষপাতী? একেত পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণা; তাহাতে আবার পুত্রগণের দুর্ভাবনায় নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ হইতেছে। অভাগীর কর্ম্মসূত্রে পুত্র কর্ণ অর্জ্জুনেও বিষ-বৈরীভাব। প্রত্যুত রঙ্গভূমে কি ভয়ানক ঘটনাই হইয়াছিল! কিন্তু দীননাথ!—সে দুর্দ্দিনেও সুদিন দিলে। অনাথ শিশু কর্ণ অঙ্গদেশের অধীশ্বর হইল। পরে বৎস যুধিষ্ঠিরও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ভাবিলাম, এতদিনের পর দুঃখিনীর দুঃখনিশা সুপ্রভাত! কিন্তু তুমি আবার প্রতিকূল হইয়া কি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত করিলে!

অনন্তর রণকুশল ভীম, মাতা ও ভ্রাতাগণকে অগ্নিভয়ে ভীত দেখিয়া আততায়ীজনিত ক্রোধে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, আর্য্য! কৌরবাধম কি নৃশংস! "জতুঅগ্নি পাণ্ডব আহুতি গ্রহণ করিবেন" এতদূর তাহার দুষ্কামনা! "পাণ্ডবনাথের চিরদাস ভীমসেন যে জীবিত আছে" এ শঙ্কায় কি সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই? ভীমবাহু কি অসার গদা বহন করে? উঃ কি পরিতাপ! রে শত্রুসন্তাপন-বাহুযুগল! তোরা বীরাঙ্গতে উদ্ভূত হইয়া কি বীরকার্য্যে অবসর লইয়াছিস্? শত্রুঘাতীগদা কি তুই শোভা সম্পাদনের জন্যই ধারণ করিস? না ক্ষত্রিয় কুল-কলঙ্ক স্বরূপ বহন করিয়া থাকিস? দুর্ব্বারবাহু! তোর প্রহারশক্তি কি একবারে লোপ হইয়াছে? আমি পাণ্ডব স্বামীর অনুমতি পাইলে সপ্ত-সিন্ধু সতেজে শোষণ করিতে পারি। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে বায়ুরাশির উপর উড়াইতে পারি। ত্রিলোকবাসীর বীরযশঃ অনায়াসে নাশ করিতে পারি। তুই সে যশঃ কি বারণাবতে শিল্প-তৈজসে দগ্ধ করিবি? আর্য্য! অনুমতি দিন, আমি অবিলম্বে এই রহস্য ভেদ করিয়া জতুগৃহের তল পর্য্যন্ত নদী সলিলে উৎপাটন করিয়া ফেলি। আর দুর্ম্মতির প্রতিশোধ স্বরূপ অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া সৌরজগতে পৌরব জয়-পতাকা উড়াই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। ধৈর্য্যই মনুষ্যের একমাত্র উন্নতির মূল। ধীমান্ পুরুষেরা বহুদর্শন না করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করেন নাই। প্রাণাধিক! তোমার ভুজবীর্য্য প্রকৃতই অতুল তেজস্বী বটে, কিন্তু দরিদ্র পাণ্ডবের তুমি একটিমাত্র অমূল্য রত্ন! অতএব ভাবী আশার বশবর্ত্তী হইয়া দরিদ্র কখন কি রাজদুর্ল্লভ অমূল্য নিধিকে জলনিধিতে নিক্ষেপ করিতে পারে? বিশেষতঃ আমি নিঃস্ব এবং নির্ব্বাসিত। দুর্য্যোধন, ধন, জন ও অতুল সম্পদের অদ্বিতীয় অধীশ্বর; সুতরাং নিঃসহায়ে রণসজ্জা করা ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য নয়। ভ্রাতঃ! চলচ্চিত্ত মনুষ্যেরাই ধনলুব্ধ ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া ভাবী চিন্তায় ক্ষণমাত্রও চিন্তিত হয় না; সুতরাং অনিত্য পার্থিব বিষয়েও বিষময় ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে। বীরবর! সাধারণেরত কথাই নাই; বিশ্বপিতা বিশ্বরাজ্যে বিদ্যাবিশারদ সম্প্রদায়েও এরূপ অনেক অনভিজ্ঞ সৃষ্টি

করিয়াছেন যে তাহাদের অন্তর্জ্জগতে জ্ঞানালোক চির অপ্রকাশ। তাহারা নিত্য উন্মত্তমনা এবং আত্মগরিমা পরিপূর্ণ। প্রত্যুত অন্তরে ধৈর্য্যবন্ধনী নাই, দয়ার লেশমাত্র নাই; আপাততঃলভ্য সুখের জন্য অনধিকারচর্চ্চা করিয়া জন-সমাজে নিন্দনীয় হইয়া উঠে। কুমার! দরিদ্রের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ, পুত্র, কলত্র পরিপোষণ, অসার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এবং স্বার্থপরতাই তাহাদের হৃৎপিণ্ডের প্রধান সামগ্রী। বস্তুতই দেখ, দুর্য্যোধন কি সুশিক্ষিত নয়, না তাহার বহুদর্শিতা নাই; কিন্তু বিজ্ঞানতত্ত্ব অভাবে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি স্বতই কলুষিত হইয়াছে। ফলতঃ এই কুটিল প্রত্যুৎপন্নমতির জন্য দুর্য্যোধনের চিরনিরাপদ সম্ভব নয়। অনিত্য বিষয়ে বীতস্পৃহ হও। "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই বেদবাক্য অবশ্যই স্বভাবের পক্ষ সমর্থন করিবে। আমরা অবশ্যই বিপদোত্তীর্ণ হইব। বিপদে ব্যাকুল হওয়া পুরুষোচিত কার্য্য নয়। শান্তিই দুঃখসিন্ধুসেতু এবং সুখের সোপান। অতএব এখন আমরা শান্তিদেবীর সদা সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সতর্কের সহিত কিছুদিন দিনপাত করি।

এইরূপে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণকে প্রবোধ দিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে আগ্নেয়ভবনে কাল হরণ করিতে লাগিলেন; এমন সময় বিদুরের প্রিয়বন্ধু সুড়ঙ্গশিল্পী খনক, রাজসদনে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন।

যুধিষ্ঠির, প্রতি সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, আপনার নিবাস?

খনক কহিল, হস্তিনানাথ! দাসের বাসভূমি হস্তিনা, নাম খনক; আমি মহাত্মা বিদুরের অনুচর। ভগবান্ বিদুর আপনাদিগকে জতুগৃহী জানিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছেন; প্রত্যুত আপনাদের আসন্ন বিপদ! আগামী কৃষ্ণা রজনীতে পুরোচন শিবগৃহে অনল সংলগ্ন করিবে। অতএব নরেন্দ্র! যোগীকুলইন্দ্র বিদুর, ইন্দুকুল ইন্দ্র পাণ্ডবের আগ্নেয় বিপদ মোচনে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ভূবিদ্যাবিৎ। ভূগর্ভ খননে অপূর্ব্ব পথ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের যৎকিঞ্চিৎ প্রিয়সাধন করিব। ধীমান্! মতিমান্ বিদুর আপনাকে ম্লেচ্ছভাষায় অগ্নিভয় সঙ্কেত করিয়াছেন; দাসের এইমাত্র বিশ্বস্ত পরিচয়।

মহাত্মা ধর্ম্মকুমার; ধর্ম্মাবতার বিদুরের ঈদৃশ অকপট আত্মীয়তার আনন্দহ্রদের বিমল সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন এবং ভূশিল্পী খনককে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয় ! পিতৃব্য মহাশয় যেরূপ পাণ্ডববন্ধু আপনিও তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়তম ! নতুবা এই গুরুতর কার্য্যের মহাভার আপনার উপর কখনই অর্পিত হইতনা। ধীমান্ ! এখন পাণ্ডবের ধন প্রাণ সকলই আপনার হস্তগত ; অতএব সুড়ঙ্গশিল্প প্রদর্শন করিয়া বিপন্ন পাণ্ডবকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করুন। এক্ষণে আসুন, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

অনন্তর ভূবিদ্যাবিৎ খনক, যুধিষ্ঠিরের নির্ণীতস্থলে গুপ্তপথ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! পাণ্ডবদাস কৃতকার্য্য ; কিন্তু এক্ষণে কুরুচক্র হইতে আপনারা অব্যাহতি পাইলে দীনহীন চিরদিনের জন্য চরিতার্থতা লাভ করে।

মহামতি যুধিষ্ঠির, খনককর্ত্তৃক এইরূপ উপকৃত ও সম্মানিত হইয়া কহিলেন, মতিমন্ ! আপনার বুদ্ধি কৌশলে এবং পিতৃব্যের সহায়বলে বিপন্ন পাণ্ডব আজ নিশ্চিন্ত ও চিরকৃত ! এমন কি, এই বিশ্বরাজ্যে এমন কোন অমূল্য বস্তু নাই যদ্দ্বারা এই মহৎ উপকারের প্রত্যুপকার করি। মহানুভব ! আপনার ন্যায় উপকারীব্যক্তির সহিত সদালাপ করা আমার দৃঢ় বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু রহস্যভেদ আশঙ্কা নিয়তই সঙ্কুচিত করিতেছে। যাহাহউক, স্মরণ রাখিবেন এবং পিতৃব্যের চরণপ্রান্তে ভিখারী পাণ্ডবের অসংখ্য প্রণতি জানাইবেন।

খনক কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আমি চলিলাম। আগামী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে আপনারা সদা সতর্ক থাকিবেন।

অনন্তর (পাণ্ডবগণের জতুগৃহে প্রবেশাবধি সম্বৎসর গতে) নির্ণীত দিবস (কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী) সমুপাগত হইলে ভ্রাতাগণ উন্মনা হইলেন। ক্রমে ক্রমে দিননাথ অস্তশৈলে আরোহণ করিয়া নলিনীর অবনতি দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সন্ধ্যা, অনন্তর নিশা, তদনন্তর অমারজনীর প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপৃত হইয়া উঠিল; তখন মহানুভব যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন,

ভ্রাতঃ! নিশাসতীর কি ভীষণ মূর্ত্তি হইয়াছে! যেন কুরুসঙ্কল্প পূর্ণ করিতে ইনিও উগ্রচণ্ডা রূপ ধারণ করিয়া আসিতেছেন! অতএব বোধ হয়, সঙ্কেত কাল উপস্থিত। যাহাহউক, তুমি একবার বহির্ভাগে নৈশপ্রকৃতির মাধুরী অবলোকন করিয়া আইস।

তখন ভীমসেন বহির্ভাগে নিশীথ মাধুরী অবলোকন করিয়া আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। তমোময় বিশালগগনে নক্ষত্র-মণ্ডল মৃদু মৃদু কিরণ বৃষ্টি করিতেছে। নিশাশিশির তরুলতা ও শাখা পল্লবে শৈত আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! হিমানীর হৈম আলিঙ্গন কেবল তরুলতাতে নয়; প্রকৃতির প্রকাণ্ড ব্যজনী বায়ুরাশীকেও আলিঙ্গন করিয়া জগতকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে; কিন্তু বায়ু-হিল্লোলে শুষ্ক ঘন পত্র গুলির সর্ সর্ ধ্বনিতে বোধ হয়; বনদেবী ঠিক যেন কঙ্কণ ঝঙ্কার করিয়া প্রকৃতির নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন; ভীমরূপা কৃষ্ণা রজনীও ঝিল্লিনিনাদস্বরূপ অট্ট অট্ট হাসিতেছেন।

ভীমসেনের এই নৈশ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, কুমার! তবেত নিরূপিত সময় উপস্থিত; দুষ্ট পুরোচন এখনি সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবে। অতএব কর্ত্তব্য কি?

ভীমসেন কহিলেন, আর্য্য! দুর্ব্বৃত্ত পুরোচন এখনও নিদ্রিত আছে; আপনারা এই অবসরে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হউন। আমি জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া, বৈরনির্যাতন পূর্ব্বক অনুগমন করিতেছি।

তখন সমাতৃক ভ্রাতা চতুষ্টয় সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইলে মহাবল ভীমসেন গৃহদাহ জন্য উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পাষণ্ড পুরোচন! রে রাজদ্রোহী নরাধম! এখন স্বকর্ম্মের বিপরীত ফল ভোগ কর্। জন্মের মত দুর্য্যোধনের রাক্ষস মূর্ত্তি স্বপ্ন দেখ্। পামর! এতোর সুষুপ্তি নয়, কালসুপ্তি আসিয়া উপস্থিত। ভীমসেন এই অগ্নি উপকরণে তোকে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত করিবে। কৌরব সঙ্কল্পিত জতুঅগ্নি আজ তোর বিপক্ষেই প্রজ্জলিত হইবে। বৃকোদর এই বলিয়া জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিলে জতুঅগ্নি মুহূর্ত্তেকে অবিনশ্বর প্রতাপে জ্বলিয়া উঠিল। পবননন্দন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া

ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু জতুগৃহে তাঁহার গদা থাকা নিবন্ধন তিনি পুনরায় দাহমন্দিরে উপনীত হইয়া গদাগ্রহণ করিলেন; এমন সময় চতুর্দ্দিকে তৈজস পদার্থ প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়কারা-রুদ্ধ করিল। তখন বৃকোদর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি শোচনীয় ব্যাপার! জতুঅগ্নি মুহূর্ত্তেকে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া উঠিল! গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইল যে! আগ্নেয় উপকরণের কি ভয়ঙ্কর প্রতাপ! যেমন প্রলয়কালের মেঘ ডাকিতেছে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড সকল মুহুর্মুহু বিক্ষিপ্ত হই-তেছে! অগ্নিদেব যেন একবারে সহস্র সহস্র ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন! অনলের বিপুল শিখা আকাশ ভেদ করিয়া বায়ুপ্রভাবে সতেজে নৃত্য করিতেছে! সদাগতির আর স্নিগ্ধশীলতা নাই! ইনিও যেন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! ধূমরাশি নভোমণ্ডলে যেন অসংখ্য মেঘদল হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছে! অগ্নিকাণ্ড কি ভয়ানক! নীলপ্রতিমা কৃষ্ণা রজনীও অগ্নিপ্রভায় যেন স্থিরসৌদামিনীহার পরিধান করিয়াছেন! এবং আমিও অলঙ্ঘ্য আগ্নেয় কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া দগ্ধ প্রায় হইতেছি। কি করি, কি উপায়েই বা অব্যা-হতি পাই! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! হুতাশন, কৌরববাসনা কি একান্ত পূর্ণ করিলেন? না, তাহা কখনই করিতে দিব না; বরং বজ্রদেহ জলন্ত অক্ষরে অনন্তকালের জন্য অঙ্কিত করিব; দগ্ধরেখা প্রত্যেক পরমাণুতে ধরিব; তবু প্রাণসত্ত্বে আগ্নেয় উপাদানে পাণ্ডব আহুতি প্রদান করিব না। এখনি ভীমলম্ফ প্রদান করিয়া অলঙ্ঘ্য শিখা লঙ্ঘন করিব। বীর হইয়া বীরত্বভয় কি বীরকুল প্রথা?

মহাবল ভীম এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ অগ্নি-দেব ভীমবিনাশে মূর্ত্তিমান হইয়া কহিলেন, পাবনি! আত্মগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার সর্ব্বভুক্ শক্তিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ অথবা মৃত্যুপতিরও অব্যাহতি নাই। কুমার! আজ তোমার মানবলীলার শেষ দিন! মুহূর্ত্তেকে বীরবেশ আমার করালকবলে চর্ব্বিত হইবে!

ভগবান্ অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া মারুতি বিনীতভাবে কহিলেন, জ্যোতীশ্বর! এই বিনশ্বর দেহ অবশ্যই একদিন বিনষ্ট হইবে; তজ্জন্য বীরবৃন্দ

কখন কি শরণাপন্ন হইয়া থাকে? মৃত্যুপতির বিকট ভ্রূকুটিকে কি বীরপুরুষ কখন ভয় করে? কিন্তু দেব! জগতে এমন বীর নাই যে মহামায়ার ভববিজয়িনী অনন্তশক্তির যশঃলোপ করিতে সক্ষম হয়। হুতবহ! আমি সেই মায়ার অসীমশক্তির দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। ভ্রাতাগণের মলিনমুখ মুহূর্ত্তে সহস্রবার স্মরণ হইতেছে। পাণ্ডুকুমারগণ প্রকৃতই বীরকেশরী বটে; কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহে পরস্পরের হৃদয়কমল হইতেও কোমল; বিশেষতঃ ভীমবাহু পাণ্ডুকুলের একমাত্র আশ্রয়। তজ্জন্যই এই পাষাণহৃদয়, এই পাপনয়ন অশ্রুজলে ভাসমান হইতেছে! ভগবন্! প্রত্যুত এই ভীমবাহুই পাণ্ডব ভিখারীর একমাত্র সম্পত্তি; কিন্তু তাহাও তোমার করাল কবলে চর্ব্বিত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব দেব! কৃপা বিতরণ করিয়া সেবককে পরিত্রাণ করুন। মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞকালে মাদৃশ শতব্যক্তিকে আহুতি প্রদান করিব। মহাত্মা ভীম এইরূপ বিবিধ স্তুতি করিলে ভগবান্ কৃশাণু ভীমের বাক্যে অনুকূল হইয়া পথ মুক্ত করিলেন। তখন ভীমসেন আনন্দ সহকারে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

প্রণমামি বৈশ্বানর! তব তেজ অনশ্বর,
সর্ব্বভুক তুমি সর্ব্ব দহ;
প্রলয় কালেতে স্বামি! অংশু বৃষ্টি করি তুমি
ভবভার হর অহরহ।
কিবা জল কিবা স্থল, কিবা স্বর্গ রসাতল,
সকলি তোমার তাপে লয়;
জানিয়া তোমার শক্তি, শক্তিপতি করি ভক্তি,
দিয়াছেন ললাটে আশ্রয়।
শূল, শক্তি, বজ্র, পাশ, অষ্ট বজ্রে সপ্রকাশ,
তুমি সর্ব্ব তেজের নিদান;
ভীমরূপী সিন্ধুমাঝ, বিহরহ তেজোরাজ,
সূক্ষ্মরূপে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
তব তত্ত্ব জানিব কি, তত্ত্বময় দেহে থাকি,

স্বগুণ সম্বর সত্ত্বগুণে ;
তোমার অর্চ্চনা করি, যোগসিদ্ধ ব্রহ্মচারী
পঞ্চতপে ভাবে পঞ্চাননে।
বনদেবীসখি সনে, চিরদিন থাক বনে,
দাবানল রূপে হে অনল !
গ্রহ নও গ্রহরূপী, সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী,
সতী স্বহাপতি মহাবল !
কভু উগ্র কভু সাম্য, এই তব দৈব ধর্ম্ম,
কহে ধর্ম্মচারী সুধীবৃন্দ ;
হইয়া অননুমেয়, হও তুমি অপ্রমেয়,
তেজোময় জ্যোতিষ্ক কুলেন্দ্র!—
ক্ষণপ্রভা মধ্যে থাকি, নীরদে গগন ঢাকি,
দেখাও প্রকৃতি বিনোদন ;
দেখে বিশ্ব আঁখিমেলি, নীলাকাশে ঘনাবলি,
তমোরূপে ব্যাপিছে গগন।
চিন্তানল রূপে তুমি, দহিলে হৃদয় ভূমি—
বাহ্যনীরে নাহি নিবারণ ;—
শতবর্ষ নদ নদী, নিরবধি সিঞ্চে যদি,—
নির্ব্বাপিত না হয় কথন।
পিতৃ সখা বৈশ্বানর! হেরি মোরে সকাতর—
তুষিলে করুণাবারি দানে ;—
প্রকৃতি বাজায়ে বীণা, জগতে দিন্ ঘোষণা
সুপবিত্র তবগুণ গানে।
বিদায় হইল দাস, দুর্ভাগ্য করিল গ্রাস,
পাণ্ডবের সৌভাগ্য কিরণ ;
অগ্রসর যুধিষ্ঠির, অনুগামী ভীমবীর,
কর বিভু! বিপদভঞ্জন।

মহাবীর ভীম এইরূপে জতুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদনন্তর সমাতৃক পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া দ্রুতপদে জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে পার-উপকরণ ছিলনা, সুতরাং সকলে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন। ভীমকর্ত্তৃক স্রোতস্বতীর গভীরতা পরিমিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র-তরি আসিয়া উপস্থিত। "মহাত্মা বিদুর কর্ত্তৃক তরণী প্রেরিত হইয়াছে" এই বৃত্তান্ত কর্ণধারের নিকট অবগত হইয়া, তাঁহারা তরি আরোহণে ভাগীরথীর অপর পারে গমন করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পথশ্রান্ত মাতা ও ভ্রাতাগণকে স্কন্ধদেশে করিয়া মহাবেগে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন; এখানে বারণাবত নিবাসীগণ জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে প্রথমতঃ নির্ব্বাণোদ্যোগী হইয়া তৈজস প্রভাবে হতপ্রয়াস হওনানন্তর পরিশেষে ভস্মরাশি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেখিল—সমশয্যায় ছয়টী ভস্মদেহ (পাণ্ডবগণের নামধেয় পঞ্চপুত্রের সহিত মৃত পাণ্ডুব্যাধপত্নী অভ্যাগতা কুন্তী) কালের গভীরতম কূপে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। নাগরীকগণ শবনিচয়কে পাণ্ডবানুমান করত যারপর নাই দুঃখিত হইল এবং স্বপরিজন পুরোচনের মৃতদেহ দর্শনে কৃতঘ্ন-সংহার জনিত তাহাদের অন্যতম আনন্দ জন্মিল; কারণ, "দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় পুরোচন কর্ত্তৃক এই অগ্নিকাণ্ড হওয়া" তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া উঠিল। যাহা হউক, নগরবাসীগণ এই হত্যা-লিপি স্পষ্টাক্ষরে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলে কুমন্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যোধন ব্যতীত হস্তিনানগরী পাণ্ডব-বিষাদ-অশ্রুজলে অবগাহন করিতে লাগিল, এবং কুরুগণ কর্ত্তৃক সপুত্রক কুন্তীর স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে পাণ্ডব নাম নিষাদী চিতাভস্মে কিছুকাল আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পাঠক! এক্ষণে পাণ্ডবগণ শালবনে উপস্থিত; অতএব " * * * স্ত্রিয়াং চরিত্রং দেবো ন জানাতি কুতোঽহমনুষ্যঃ" ইহার পোষকতা দেখিতে শালবন-গমনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহদাহ পর্ব্ব,

কুরুবংশে জতুগৃহ দাহ নাম তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চতুর্থ সর্গ।

শালবন—হিড়িম্বাপরিণয়

(অদ্ভুত বীরত্ব)



"* * * স্ত্রিয়াং চরিত্রং দেবো ন জানাতি কুতোঽহমনুষ্যাঃ"

কামিনীগণের মানসিক বৃত্তি স্বভাবতই চঞ্চল, নবযৌবনে আরও প্রবল হইয়া উঠে। রাক্ষসপতি হিড়িম্বভগিনী হিড়িম্বাও নবযৌবনের দুঃসহ জ্বালা সহ্য করিতেছিলেন; এমন সময়ে তাঁহার আয়তলোচন ভীমসেনের প্রতি প্রণয় কটাক্ষপাত করিল। ফলতঃ রাক্ষসদুহিতা ভ্রাতার আদেশানুসারে নরমাংস আহরণেই আসিয়াছিলেন; কিন্তু মন্মথের উন্মত্তকর শরে তাঁহার পূর্ব্বভাব সুদূর পরাহত হইল। প্রত্যুত বীরাঙ্গনা ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ধারণ করিয়া তদীয় অনুকূলে আগমন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে মহাবল ভীমসেন, ভ্রাতাগণ ও জননী সহিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া সায়ংকালে ঐ বনাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পথশ্রমে তাঁহাদের পিপাসা বলবতী হওয়ায় তিনি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে দুই ক্রোশ হইতে উত্তরীয় বসনে বারি আহরণ পূর্ব্বক যে সময়ে প্রত্যাগমন করেন; মায়ারূপিণী হিড়িম্বা ঐ সময় হইতে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বৃকোদরের অন্যদিকে দৃক্‌পাত নাই। তিনি দ্রুতপদে ভ্রাতাগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন,—তাঁহারা তরুতলে গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন; বিন্দু বিন্দু শশীকর তরুলতার অন্তরাল মধ্য হইতে তাঁহাদের অঙ্গে নিপতিত হইতেছে; বনসুলভ গলিতপত্রের মর্ম্মর-শয্যায় তাঁহারা অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন; অশোক, কিংশুকাদি বনবৃক্ষ মূল উপাধান স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। অহো! রাজকুলের এই দুর্গতি দেখিয়া কোন্ দুর্ম্মতির হৃদয়ে করুণাসঞ্চার না হয়? কোন্ দুরাত্মা এই দুরবস্থা দর্শনে দুঃখ সাগরে ভাসমান না হইয়া থাকে?

অরিন্দম ভীমসেন এইরূপ স্বজনদুর্গতি দেখিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হা বিধে! পাণ্ডুকুলের প্রতি কি তোমার এই বিধি সম্ভব? তোমার সুরহৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্র নাই? রাজবধূ ও রাজকুমারগণের বনশয্যা নিতান্তই কি তোমার দেবনয়নের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে? স্রষ্টা! বস্তুতই তোমার সৃষ্টিকার্য্য চিরন্তন অবৈধ! তুমি কেতকীর কণ্টকভূষণ, শিংশপা কুসুমের সুগন্ধহরণ এবং চন্দনতরুকে পুষ্পহীন করিয়া বনদেবীর বিনোদমাধুরী অনন্তকালের জন্য লোপ করিয়াছ; আরও, তোমার এই সৌর-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুত্ব সত্ত্বে তুমি মাসান্তরে পৌর্ণমাসী রজনী চির প্রদর্শন করিতেছ! কমলাসন! তুমি কৃপণকেই ধন প্রদান কর, মুক্তহস্তগণের প্রতি ভ্রান্ত হইয়া মুক্তহস্ত হও; জ্ঞানীগণকে চিরদিন অগাধ দুঃখনীরে মগ্ন রাখ এবং পাপীগণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে কিঞ্চিৎকালের জন্যও সঙ্কুচিত হওনা। কিন্তু দেব! প্রকৃতির সরলহৃদয়ে তোমার সকল অপকীর্ত্তিই সহনশীল হয়; যদি ধর্ম্মশীলগণের প্রতি উত্তেজনা শক্তি প্রদান কর, তাহা হইলে দাস ভীমসেন আর দুর্ব্বার বাহুভার লইয়া এই মহারণ্যে অরণ্যচরের ন্যায় কাল যাপন করেনা; এখনই আর্য্যআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌরবরাজ্য সমূলে উৎপাটন করে। অহো মহারাজ! দাস ভীমসেন সত্ত্বে আপনার এই অবস্থা! অকিঞ্চিৎকর ধরাসন রাজসিংহাসন! তরুচ্ছায়া রাজছত্র! এবং বনপল্লবের মৃদু বিলোড়ন চামরের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। নিরুপায়! কি করি; আমরা সকলেই রাজপদে চিরবাধা, নতুবা জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া এরূপ আত্মসংগোপন করিয়া থাকিতে হয়! আর্য্য! আর যে সহ্য হয়না। একবার আর্য্য-ধর্ম্মে উত্তেজিত হও, দাসকে অনুমতি কর, আমি এই দণ্ডে কুরুপাষণ্ডকে উচিত শাস্তি দিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করি।

বীরবাহু ভীম এইরূপ বিবিধ অনুতাপ করিতেছেন; এমন সময়ে রক্ষঃকুলদুহিতা হিড়িম্বা আসিয়া বিনীতভাবে কহিল, মহাবল! আপনারা কে? এবং কোন্ সাহসে রক্ষোনিবাস এই গহন শাল বনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে-ছেন? বীরেন্দ্র! এই বনভূমির সৌন্দর্য্য সকল অপার অনর্থের মূল। দেবকুল যাহার প্রতি নির্দ্দয়, সেই দুর্ভাগ্যই এই রক্ষোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রত্যুত এইযে চতুর্দ্দিকে ঘন পল্লবিত শাল, তমালাদি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল দেখিতেছেন; এসকল জনহিতৈষী শান্তিপ্রদ নয়! — প্রাণীবৃন্দের প্রাণদণ্ড করিবার জন্য যমদণ্ড স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর অনতিদূরে যত মনোহর শ্বেত পীত পাষাণ স্তূপ দেখিতেছেন, ঐ গুলিও হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় উপকরণ; ঐ সকল সময়ে সময়ে আসুরিক বলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য বীর জয় করিয়া থাকে। মতিমন্! এই বনের বিহগগণকেও বন-বিলাসী বলিয়া অনুভব করিবেন না। প্রত্যুত দেখুন, শকুনি ও গৃধিনী প্রভৃতি মাংসাশীগণের মুখে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে। এখানকার বনজন্তুর মধ্যে শিবা, সারমেয়ই অধিক; ঐ শুনুন, পুতিগন্ধে আনন্দিত হইয়া অশিব চীৎকারে বনভূমি আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু গভীর নিশায় ডাকিনী যোগিনীগণের ভৈরব নিনাদে সিংহনাদিনী রক্ষোবধূরাও কম্পমান হইয়া থাকে; হয় না হয় ঐ দেখুন, অস্থিপুঞ্জ ও নরকপালবেষ্টিত রক্ষোভবন যেন মৃত্যুদেবকেও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে!

তখন ভীম কহিলেন, কে তুই? কি আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছিস? এবং কোন্ রাক্ষসের বীর্য্যবল লইয়া আমার নিকট এত বাগাড়ম্বর করিস?

হিড়িম্বা বলিল, বীর! আমি নিশাচরী, আমার নাম হিড়িম্বা, রাক্ষসপতি হিড়িম্ব আমার সহোদর। মহাবল হিড়িম্ব নরশোণিত পিপাসু হইয়া আপনা-দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু দাসী, ত্বদীয় মুখশশী অবলোকন করিয়া কামবাণে বিকলেন্দ্রিয় হইয়াছে। অতএব নাথ! আর বিলম্ব করিবেন না; ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন। আমি আপনাকে পৃষ্ঠে লইয়া অন্তরীক্ষপথে অন্তর্হিত হই। নতুবা বীরশ্রেষ্ঠ কর্ব্বুরপতি অগ্রসর হইলে উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল হইবে।

ভীম কহিলেন, রাক্ষসি! তুই আমাকেও কি রাক্ষস-প্রকৃতি বলিয়া অনুমান করিলি? আমি কি মাতা ও ভ্রাতাগণকে কাল কবলে সমর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে রত হইব? আর্য্য-সন্তান কি অসার ইন্দ্রিয়ের দাস? নিশাচরি! আমি ভীরু নই, নীচকুলোদ্ভব নই; ক্ষত্রিয়বীর্য্যে ও ক্ষত্রিয়-শোণিতে আমার শরীরের প্রত্যেক পরমাণু নির্ম্মিত হইয়াছে। সৌভ্রাত্র

বন্ধনী অসংখ্য বন্ধনে পাণ্ডবকুলকে চিরজীবনের জন্য বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। পাষাণি! অনিত্য সুখ-বাসনা কোন্ ছার! ভ্রাতৃবিনোদন জন্য যদি অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, বীরঅবতার ভীম তাহাতেও বীতরাগ হইবেক না।

হিড়িম্বা কহিল, নাথ! তবে অনুমতি দিন; পরিচারিণী আপনার স্বপরিবার লইয়া স্থানান্তরে গমন করুক। বীরেন্দ্র! আর কালবিলম্ব করিবেন না। আমার বিলম্ব দেখিয়া হিড়িম্ব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। তাঁহার ভুজবলে রসাতলে ভুজগরাজ বাসুকীও কম্পমান হন; স্বর্গধামে স্বর্গবাসীরাও তাঁহাকে শঙ্কা করিয়া থাকেন, এবং মর্ত্ত্যলোকে এমন বীর নাই যে সেই বীরের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়। কান্ত! অতএব অনুমতি করুন; আমি আপনাদিগকে লইয়া হয় হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরে, কিম্বা বিন্ধ্যাচলের নিভৃত গহ্বরে, না হয় অন্য কোন বর্ষে গমন করি।

হিড়িম্বার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেন কহিলেন, রাক্ষসি! তুই আমার বাহুবলের বিশেষ পরিচয় না জানিয়া বীরকলঙ্ক, বীরকুলগ্লানি একজন দুর্ব্বলের ভয় প্রদর্শন করিতেছিস। যূথপতি শক্তিহীন শিবাভয়ে কি কখন কুণ্ঠিত হয়? না মৃগরাজ সামান্য মৃগশিশুর আস্ফালন দেখিয়া জীবনশঙ্কা করিয়া থাকে? আমি বীরেন্দ্র; আমার বীরদর্পে অসংখ্য বীরবৃন্দ সশঙ্কিত। সশস্ত্র হইলে সহস্রলোচন বাসব পর্য্যন্তও কম্পমান হন। সে বীরত্ব আজ কি ভীরুতাসলিলে চিরকালের জন্য মগ্ন করিব?

ভীমসেনের এই অসমাপ্ত বীর্য্যপরিচয় কালে হিড়িম্বা কহিল, মহাবল! ঐ দেখুন, অগ্রজ অগ্রসর হইতেছে; আর রক্ষা নাই! এখনও রক্ষোবালার অনুরোধ রক্ষা করুন।

ভীম কহিলেন, অয়ি ভয়শীলে! ভয় নাই। দুর্ব্বল বিদ্রোহে জীবনশঙ্কার কারণ কি? তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি নিশাচরপতিকে এখনই শমনসদনে প্রেরণ করিব।

অনন্তর মহাবল হিড়িম্ব উপস্থিত হইয়া ভগিনীর ব্যভিচারতা অবলোকন পূর্ব্বক ভীষণস্বরে কহিল, রে পাপীয়সি! রে রক্ষঃকুলকলঙ্কিনি! মহা মহা রক্ষো

রাজগণ সত্ত্বে তুই মানুষী অনুরাগে মন সমর্পণ করিলি! রক্ষঃকুলপ্রিয় নরমাংস আহরণে আসিয়া রক্ত-শোণিতের উত্তপ্ত তেজ নিবাইলি! অসতি! এই কি তোর রক্ষঃকুল ব্রত? পাপিনি! আয়; বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে আজ তোর মানুষী প্রেম উদ্যাপন করাই।

হিড়িম্ব এই বলিয়া ভগিনীর প্রতি ধাবমান হইলে ভীমসেন কহিলেন, রাক্ষসাধম! তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! বীরাঙ্গনার প্রতি আবার বীরত্ব প্রকাশ! হিড়িম্বা আমার প্রণয়িণী, আমার রক্ষিতা; ত্রিলোকে কে এমন বীর আছে এই বীরবনিতার অপ্রিয় সাধন করিতে পারে? বর্ব্বর! তোর ভগিনীর অপরাধ কি? পঞ্চশরের পঞ্চশরে উহাকে অপরাধিনী করিয়া তুলিয়াছে। রক্ষঃকুলবাঞ্ছা হিড়িম্বারত্ন আমি স্ববলে অপহরণ করিয়াছি। তোর বীর্য্যবল থাকে, আমার সহিত সমরে অগ্রসর হ। কিন্তু তুই জানিস, ভীমসেনের ভীমবলে ভীমমূর্ত্তি উগ্রচণ্ডারও ভববিজয়ী যশ লোপ হয়! তুই কোন্ ছার! তোকে মুহূর্ত্তেকে কালকবলিত করিয়া বনদেবীর রাক্ষসভার হরণ করিব।

হিড়িম্ব ভীম কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কহিল, নরাধম! নিতান্তই তোর অন্তিম কাল উপস্থিত; নতুবা মনুষ্যভুক্ নিশাচর-কুলের সহিত মানুষী পরাক্রম দেখাইতেছিস। শিবা হইয়া সিংহকুলদুহিতার প্রণয় প্রত্যাশা করিতেছিস! দুর্ম্মতি! একান্তই তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে; তোর দোষে তোর স্বজনমণ্ডলীরও আজ আর অব্যাহতি নাই। এখন, এই বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে অগ্রে তোর বীরগর্ব্ব চূর্ণ করি।

মহাবল হিড়িম্ব এই বলিয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে বায়ুনন্দন, ভ্রাতাগণের সুষুপ্তি ভঙ্গ ভয়ে তাহাকে কিঞ্চিদ্দূরে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। উভয় বীরে ঘোরতর বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা বনভূমি আন্দোলিত করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভীষণ হুহুঙ্কারে সুষুপ্ত পাণ্ডবগণ জাগরিত হইয়া হিড়িম্বার নিকট সকল অবস্থা বিদিত হইয়া রণভূমে অগ্রসর হইলেন।

মহারথী অর্জ্জুন, ভীমসেনকে মহারণে শিথিলপ্রযত্ন দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! রক্ষোরণে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন কেন?

রাত্রিশেষ হইলে নিশাচরগণ প্রবল হইয়া উঠে; অতএব রক্ষঃশত্রুনিধনে হয় আপনি সত্বর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, নাহয় অনুমতি করুন, আমি দুরাত্মার বধ সাধন করিতেছি।

তখন ভীমসেন কহিলেন, ভ্রাতঃ! রণপ্রিয় ভীমসেন সামান্য শত্রু নিধনে কখন কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে? যাহাহউক, মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা কর, আমি পাপাত্মাকে এখনি শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। কুমার! রক্ষোরিপু দমনে তোমায় কিছুমাত্র সহায়তা করিতে হইবে না। ভীমসেন এই বলিয়া রাক্ষসপতিকে পুনরাকর্ষণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করত অপরিসীম বীর্য্যবলে তাহার বধ সাধন করিলেন।

অনন্তর সমাতৃক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভীমসেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ধীমান্ যুধিষ্ঠির তাঁহার শিরোঘ্রাণ লইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার অমানুষী ভুজবীর্য্যই আমাদের উন্নতি-আশার মূল, যাহা-হউক, আর বিলম্ব করা উচিত নয়; এই রাক্ষস-সঙ্কুল-বন সত্বর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করা উচিত! স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সকলেই গমন করিতে লাগিলেন এবং হিড়িম্বাও তাঁহাদের অনুগামিনী হইলেন।

তখন বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর নিশাচর দুহিতাকে সহগামিনী দেখিয়া ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দুর্ব্বিনীতে! তুই কেন আমাদিগের অনুগমন করিতেছিস? ভ্রাতৃ-বৈরী-নির্যাতনের অভিপ্রায়ে কপট মায়া দেখাইতেছিস? কুহকিনি! কুরু-শত্রু বিনাশ করা কি তোর সাধ্য? ভীমপরাক্রম ভীমসেন দেব গণেরও অবধ্য! রক্ষকুল কলঙ্কিনি! আমি তোর কপট প্রণয়ের বশীভূত নই! তুই রাক্ষসী মায়া পরিত্যাগ কর; নতুবা এই ভীম প্রহরণে তোকে কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিব।

হিড়িম্বা ভীম কর্ত্তৃক এইরূপে ভগ্ন প্রয়াশ হইয়া পাণ্ডবজননীকে সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! অভাগিনীর কি এই পরিণাম? যাঁহার সরল প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসকুলে কলঙ্ক রাশি সমর্পণ করিলাম, ভ্রাতৃশোকে জলাঞ্জলি দিলাম এবং যাঁহাকে আশার বাস, সুখের আকর, আত্মার বিনোদ ভূমি ও জীবনলতার সহকার তরু বলিয়া মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম; ভাগ্যদোষে তাঁহার প্রণয়,

তাঁহার অনুরাগ অভাগীকে অকুল সাগরে ভাসাইল! জননি! আমার নব বিকসিতা আশা-কলিকা, প্রেমব্রতের প্রথম সংকল্প এবং যৌবনতরি সজ্জার নব উদ্যোগ একেবারে নষ্ট হইল! হায়! পুরুষ-হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্র দয়া নাই? না বিধি আমার প্রতি প্রতিকূল হইয়া নাথের সরল প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তুলিলেন? হা বিধে! তুমি প্রেম বিধানের কি কপট বিধাতা! প্রেম নিয়মের কি নিষ্ঠুর নিয়ন্তা! নতুবা ঋতুরাজ নিয়তি স্রোতে ভাসিয়া আমার যৌবন-মালঞ্চে আসিয়াছিল; সাধের যৌবনে প্রথম ফুল ফুটিয়াছিল; কিন্তু তোমার বিড়ম্বনা-ঝটিকায় মালঞ্চ শ্রী একেবারে নষ্ট হইল! প্রেমতরু মঞ্জরিল না; সুতরাং আশাকুসুম লুকাইল, সুখভৃঙ্গ গুঞ্জরিল না, লাবণ্যব্রততী ও সৌন্দর্য্য ভার লইয়া দুলিতে পাইল না! বড় আশাছিল; দুঃখতিমিরে সুখদীপ জ্বলিবে, যৌবন আকাশে প্রিয়-চন্দ্রোদয় হইবে, চিন্তাসাগরে শান্তি-দ্বীপ ভাসিবে; কিন্তু দুর্ভাগ্য-মেঘে আকাশ আছন্ন হইল, নাথের অনাদর তরঙ্গে শান্তিদ্বীপ ভাঙ্গিল, বিরাগের ঝড়ে সকল সুখের দীপ নিবাইল, কল্পনার কমলবন, অনুরাগের নবকুসুমিত কুঞ্জও চিরদিনের জন্য ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল! রে হৃদয়! তোর আর অপেক্ষা কি? আশা তোর আর ভরসা কি? আজ আমার পাপ জীবনের নিশ্চয় শেষ দিন! অন্তর্জ্জগতে চাহিয়া দেখ্; উৎসাহের সমাধি, সুখের সমাধি, প্রণয়ের সমাধি, এবং সময়ের সমাধিও প্রস্তুত হইয়াছে! যদি আমার সময় থাকিত, যদি আমার হৃদয়গ্রন্থি না শিথিল হইত, তাহা হইলে আমি দ্বারে দ্বারে, শিখরে শিখরে এবং বৃক্ষের পাতায় পাতায় লিখিতাম—কুলমহিলা গণ যেন পুরুষে প্রাণ সমর্পণ না করে; যেমন কুসুমে কীট আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তেমনই পুরুষ-হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা-কাল-সর্প অজ্ঞাতসারে বাস করিয়া থাকে।

হিড়িম্বা এইরূপে বিবিধ বিলাপ করিলে, মহামতি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, বৎস! অনুগতা রক্ষোবালা হিড়িম্বার প্রতি তোমার বিরাগের কারণ কি? কেবল বৈরীসহোদরা বলিয়াই কি উহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ?

ভীম কহিলেন, আর্য্য! প্রথমতঃ রাক্ষসকুমারী আমার বৈরীসহোদরা। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি চির অবিশ্বাসিনী। প্রত্যুত রমণীর নেত্রে মধু আছে,

গরলও আছে ; হৃদয়ে কোমলত্বও আছে, পাষাণত্বও আছে ; এবং উহাদের এই প্রেম, এই বিচ্ছেদ ; এই মৌন, এই হাস্য ; ফলতঃ সৌরজগতের অন্তর্জ্জগতকে উহারা যেন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নারীজাতি কখন লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জাশীলা, কখন চপলার ন্যায় চঞ্চলা হইয়া অচল চিত্তকেও বিচলিত করিয়া থাকে এবং উহারা অবলা হইয়াও এমন বলবতী যে ধর্ম্মের বন্ধন, কুলের শৃঙ্খল অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সকল রমণীই সমপ্রকৃতি নয়। যেমন শৈবালময় পঙ্কিল সরোবরে সরোজিনী শোভা পায়, তদ্রূপ কুহকময়ী রমণীকুলসম্ভবা হিড়িম্বা রত্নেও সরলতা জ্যোতিঃ শোভা পাইতেছে। অতএব বৈরীসহোদরা বলিয়া অমূলক ভ্রম পরিত্যাগ কর। তুমি মহাবল ; অবলা রাক্ষসদুহিতা কি তোমার অনিষ্ঠসাধন করিতে সক্ষম হইবে? কুমার! রাক্ষসকুমারী একান্ত তোমার প্রেমাধিনী। অতএব অনুগত বঞ্চনা করিয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিও না। বৃকোদর! তুমি ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া আর্য্যসম্মানিত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপোষকতা কর। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমকে এইরূপ নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া উভয়ের পরিণয় সম্পাদন পূর্ব্বক হিড়িম্বাকে কহিতে লাগিলেন ;—

শুন রক্ষবালা! ত্যজ মনোজ্বালা,
দূর কর অভিমান ;
বীরকুল সার, লইয়া বিহার
কর গিয়া যথাস্থান।—
হ'য়ে শুচীব্রত, ভুঞ্জ রতিব্রত
ল'য়ে বীর বৃকোদর ;
জন্মিলে কুমার, বীর অবতার
হইবেন স্বতন্তর।
কিন্তু সুবদনী, প্রত্যহ রজনী
আনি দিবে ভীমসেনে ;

দিবসেতে তুমি, ভ্রম ল'য়ে স্বামী
যথা তব লয় মনে।
দেব কুল মাঝ, যেন দেবরাজ,
সুরক্ষক দেবকুলে ;
নাগকুলে যেন, শেষ মতিমান
রাখেন পন্নগদলে।
কিম্বা তারাপতি, তারাদল-গতি,
যেমন অমরপুরে ;
পাণ্ডবে তেমনি, ভীম বীরমণি
রক্ষয়ে অবনী'পরে।
যেই ভুজবলে, দলি বীরদলে,
অজেয় লইল নাম ;
কেমনে জীবনে, বাঁচিব ললনে,
বিনে সেই গুণধাম।
যেভুজ গৌরব, স্মরিয়া কৌরব,
জাগে দিবাবিভাবরী ;
কহ সুবদনে, ছাড়িতে সেধনে
পারে কি কুরুভিখারী ?
কিন্তু তব হেতু, দুঃখসিন্ধু সেতু
ছাড়িলাম দিবাভাগে ;
পালি' অঙ্গীকার, আনিবে কুমার
প্রত্যহ যামিনীযোগে।
চক্রবাকী যেন, পতি বিনোদন
পায় নিশা অবসানে ;
সেইরূপ সতি ! পা'বে প্রাণপতি
নিরন্তর দিনমানে।

উষা দেবী আসি, মধুমাখা হাসি
হাসিছে পূর্ব্ব গগনে।
যাও বরাননে, ভীমসেন সনে,
বিদাইনু প্রীত মনে ;
আমরাও সবে, যাই গুপ্তভাবে
পশিয়ে নিবিড় বন ;
জয় জগদীশ, পরম পুরুষ
পূর্ণ কর আকিঞ্চন।

মহারাজ যুধিষ্ঠীর এইরূপে সস্ত্রীক ভীমসেনকে বিদায় করিলে ; পবননন্দন দিবাভাগে হিড়িম্বার সহিত বিবিধ বন, উপবন, শৈলশৃঙ্গপ্রভৃতিতে বিহারকরত রাত্রিকালে ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ভীমসেনের সহবাসে নিশাচর দুহিতা গর্ব্ভবতী হইলেন এবং সময় ক্রমে এক মহাবল সন্তান প্রসব করিলেন। তখন তাঁহারা সেই সদ্যোজাত অনুপম বীর্য্যশালী বালকের “ ঘটোৎকচ “ নাম প্রদান করিয়া পুত্রোৎসবে মত্ত হইলেন। অনন্তর সাধ্বী হিড়িম্বা পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া সপুত্রক উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ জটাবল্কল পরিধান করিয়া বনে বনে বনবাসীর ন্যায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। পাঠক ! এক্ষণে কৌরব সংবাদে “ ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্ প্রয়াগদেশে ইহার সার্থকতা দেখিতে গমনোদ্যত হউন।

ইতি মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্ব।
কুরুবংশে হিড়িম্বা-পরিণয় নামে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।



কুরুবংশ।

পঞ্চম সর্গ।

প্রয়াগদেশ, ভানুমতী স্বয়ম্বর।

(মিত্রোপহার)



"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্"

ভাগ্যই ফলের নিয়ন্তা; বিদ্যা, বল, চেষ্টা কিছুতেই ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে পারা যায় না। জরাসিন্ধু অদ্ভুত বলশালী অদ্বিতীয় বীর হইলেও দুর্ভাগ্যনিবন্ধন ভানুমতী স্বয়ম্বরে কর্ণযুদ্ধে পরাজিত ও অভীপ্সিত স্ত্রীরত্নে বঞ্চিত এবং সৌভাগ্য বলে দুর্য্যোধন বিনা চেষ্টায় কর্ণলব্ধ ভগদত্ত কন্যা রমণী-রত্ন ভানুমতীকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রয়াগাধিপতি ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী প্রাপ্তযৌবনা হইলে রাজা স্বীয় রূপবতী দুহিতাকে মহাবীর্য্যবানে সম্প্রদান করিবেন এই ইচ্ছায় আশ্চর্য্য মৎস্যলক্ষ্য নির্ম্মাণ করত নানাদেশস্থ রাজ-গণকে নিমন্ত্রণ করিলে ক্রমে ক্রমে ভারতের সমস্ত ভূপতি তথায় উপনীত হইলেন। হস্তিনাপতি দুর্য্যোধন স্বীয় মিত্র বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া সভার নিরুপম শোভা সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন;— আহা! প্রয়াগপতি কি মনোহর সভা সংস্থাপন করিয়াছেন; মহানগর প্রয়াগ যেন দেবনগর বলিয়া অনুমিত হইতেছে! পাষাণময়ী রত্নখচিত বৃহৎ অট্টালিকা সকল শিল্পচাতুরীপ্রভাবে বোধ হইতেছে যেন এক একটী রত্নাচল! স্ফটিকময় বিশাল স্তম্ভশ্রেণী দেখিলে বোধ হয় যেন মণিমস্ত শ্বেত সর্পনিচয় ঊর্দ্ধফণ হইয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছে। একি! বিনামেঘে বিদ্যুদালোক! না বিদ্যুদালোক নয়; অলোকসামান্য রূপলাবণ্যময়ী কুমারীর কমনীয় অঙ্গকান্তি! আমার বোধ হয় ইনিই ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী। আহা! বালার

কি নিরুপম রূপ! বিধাতা সুরসুন্দরী সৌদামিনীর চাঞ্চল্য দোষ দেখিয়া জগতস্থ জনগণকে অচলদামিনী দেখাইবার জন্য নরকুলে ভানুমতীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাল, এখন দেখা যাক্ এই বরবর্ণিনী কোন্ ভাগ্যবানকে মাল্য প্রদান করেন। অনন্তর ভানুমতী ক্রমে ক্রমে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে নিমন্ত্রিত ভূপতিগণ হৃদয়ে ভানুমতী প্রণয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অতঃপর রাজ অমাত্য জনৈক মহারথী ভানুমতীর অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহাত্মাগণ! প্রয়াগরাজের আমন্ত্রণে আপনারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন; রাজকুমারী ভানুমতীও সভাস্থলে আনীত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা রাজনির্দ্দিষ্ট এই মৎস্যলক্ষ্য ভেদ করিতে অগ্রসর হউন। প্রয়াগরাজ ভগদত্ত লক্ষ্যভেদীকেই কন্যারত্ন সম্প্রদান করিবেন।

রাজসচীব এইকথা বলিলে রাজগণের আত্মম্ভরীতা ব্যঞ্জক কোলাহল দশ-দিকে ব্যাপৃত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে প্রবীণ রাজগণ গাত্রোত্থান করিয়া শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন কিন্তু মহাধনুকে কেহই গুণারোপ করিতে পারিলেন না। তখন মহাবল মগধাধিপতি জরাসিন্ধু ধনুকের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, কি শোচনীয় ব্যাপার! ক্ষত্রিয়দেহে এই ধনুকোত্তলনের ক্ষমতা নাই! ক্ষত্রিয়গণের বীরত্বপদ কি প্রয়াগনগরে বিলুপ্ত হইল? তাহা কখনই হইবে না। অযুত হস্তিবলশালী মগধনাথ আজ আর্য্যকুল প্রসূতিদের বীরপ্রসবিনী নাম সার্থক করিবে। মৎস্যলক্ষ্য নিমেষমধ্যে শরবিদ্ধ হইয়া জরাসিন্ধুর যশসিন্ধুতে বিশাল ভারত ভাসাইবে। তিনি এই বলিয়া ধনুকে গুণপ্রদান করত লক্ষ্যোদ্দেশে শরনিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিধিকৃত ভাবিনী কুরুলক্ষ্মী মগধনাথের অঙ্কশায়িনী হইবেন কেন; সুতরাং শর ব্যর্থ হইয়া জরাসিন্ধুর যশসিন্ধুগরিমা অযশস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মগধপতি এইরূপে হতাশ হইলে মহাবল কর্ণ লক্ষ্যভেদ আশায় গাত্রোত্থান করিয়া শরাসন গ্রহণ করত অস্ত্রগুরু ক্ষত্রিয় কুলান্তক পরশুরামকে মানসে প্রণামপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন; ভগবন্ জামদগ্ন্য! রাজসঙ্কুলে প্রয়াগনগরে চিরদাস কর্ণের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করুন। আপনি

বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় কুলান্তক রামনাম ধারণ করিয়াছেন। আপনার জলন্ত কুঠারাঘাত আর্য্যশিরে বহুকাল জাজ্জল্যমান রহিয়াছে; প্রত্যুত আপনি তমোগুণে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়া বসুমতীর অপার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। মহাতীর্থ সমন্ত পঞ্চক আপনার যশসিন্ধু স্বরূপ জগৎ মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনি অজ্ঞানান্ধকারাবৃত দাসকে মহালোকে আনীত করিয়াছেন। অতএব দেব! আমি আপনাকে নমস্কার করি; একবার প্রসন্ন হউন। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া শরক্ষেপ করত নিমেষে লক্ষ্য ভেদ করিয়া প্রয়াগপুরে মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর রাজকুমারী ভানুমতী পুষ্পহার লইয়া কর্ণের নিকটস্থ হইলে, কর্ণ কহিলেন, দেবী অপেক্ষা করুন।

অঙ্গপতি, ভানুমতীকে প্রতি নিবৃত্তা করিলে, মগধনাথ কহিলেন রাজকন্যা অপেক্ষা করুন, বীরবর কর্ণ আমার দত্ত গুণে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, সুতরাং অঙ্গনাথ একাই তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না।

জরাসিন্ধুর এইকথা শুনিয়া কর্ণ কহিলেন মগধেশ্বর তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, লক্ষ্যভেদী মহাযোদ্ধা কি ধনুকে গুণ দিতে অসমর্থ? রাজন্! বৃথা আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। এইদেখ, শরাসনে আমি মুহুর্মুহু জ্যা যোজনা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ধনুকে বারম্বার গুণপ্রদান করিলেও, জরাসিন্ধু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। সুতরাং অঙ্গনাথ বদ্ধপরিকর হইয়া জরাসিন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে মগধাধম! সত্বর অগ্রসরহ। আমার শাণিত শরশ্রেণী তোর পাপরুধির পিপাসায় নিরন্তর উন্মুখ হইয়া রহিয়াহে। নিলর্জ্জ! তোর ধৈর্য্যশূন্য প্রগলভতার সমুচিত শাস্তি দিব। মগধ শোণিতে মহাপ্লাবন করিয়া মহানগর প্রয়াগ ভূমে বীরতর্পণ আবিষ্কৃত করিব।

কর্ণের এইকথা শুনিয়া বৃহদ্রথতনয় জরাসিন্ধু কহিলেন, দুর্ম্মদ্! মগধপতির বিরুদ্ধে তুই মদ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিস্? কালের ভীষণ শৃঙ্খল নিতান্তই কি তোকে চরম ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতেছে? সুতাধম! আমার বীর্য্যবলে বসুদেবসুত কৃষ্ণ মথুরারাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, আমি মগধ হইতে উনশত যোজনান্তর মথুরায় প্রকাণ্ড গদা নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকী-

তলে মহাবীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব আমার সহিত সমর বাসনা শবাসনারও অবাঞ্ছনীয়। আজতোর আর রক্ষা নাই। আয়! জন্মের মত অস্ত্র শস্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া অস্ত্রাক্ষেপ অন্তর কর্।

জরাসিন্ধু এই বলিয়া শরক্ষেপ করিলে কর্ণ বীরও তাহার প্রতিসংহার করিয়া স্বীয় বীর্য্যবল প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে শরসন্ধানে মহা-সংগ্রামে রত হইলেন। কিন্তু বিধিলিপি একান্ত অখণ্ডনীয়। ভানুমতীও দুর্য্যোধনের ভাবি দাম্পত্য নিবন্ধন অজেয় বীর জরাসিন্ধু কর্ণকর্ত্তৃক চতুর্বিধ সমরে পরাভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর ভানুমতী মাল্যহস্তা হইয়া, করিনন্দন বসুসেনের অগ্রবর্ত্তী হইলে অঙ্গপতি বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমারি! কুরুরাজ কুমার দুর্যোধন আমার প্রিয় মিত্র। আমি চির জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব দেবি! সমকুলীন মহাবংশজাত হস্তিনাপতিকে পতিমাল্য প্রদান করিয়া পিতৃকুল সমুজ্জল করুন এবং কর্ণবীরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সখ্যতার পক্ষপাতিনী হউন। কর্ণবীর এই কথা বলিলে, ভানুমতী দুর্য্যো-ধনকে বরমাল্য অর্পণ করিলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্যক্ পরিশেষ হইল। প্রয়াগপতি বিবিধ ধনবস্ত্র জামাতৃ জৌতুক প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিমন্ত্রিত রাজগণ স্বস্বদেশে গমন করিলে কুরুনাথও হস্তিনা গমনে উদ্যত হইয়া প্রয়াগপতি ভগদত্তকে কহিতে লাগিলেন শ্বশুরদেব! বিশালরাজ্য হস্তিনার সহকারী রাজন কর্ণবীরের সহিত আমি দীর্ঘকাল আসিয়াছি। বিশেষতঃ পিতা মাতার শ্রীচরণ অদর্শন আমার যারপর নাই কষ্ট-কর বোধ হইতেছে, আপনি দয়া বিতরণে আমাদিগকে সত্বর বিদায় দিন।

ভগদত্ত কহিলেন, বৎস! শ্বশুর ও শ্বশ্রুর দম্পতির পক্ষে জামাতৃ মমতা প্রকৃতই অপত্যস্নেহ বিশেষ সুতরাং তোমার বিদায় প্রার্থনা আমার হৃদয়ে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কুমার! তুমি ভূপাল সম্প্রদায় অগ্রগণ্য ও বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি। বিশেষতঃ স্বজন চিন্তায় সচিন্তিত। অতএব তোমার আন্তরিকবাসনার প্রতিবাদ করা নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্য্য। যাহা

হউক, তোমার গমন সজ্জা আয়োজন করিতেছি। মহারাজ ভগদত্ত এই বলিয়া বহুমূল্য জৌতুক ও বরাঙ্গিনী ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া দুহিতাকে বধূকুলোচিত হিতগর্ব্ভ উপদেশ প্রদান করতঃ কহিতে লাগিলেন ;—

ঈশ্বর স্মরিয়া বৎসে করহ গমন,
লভিতে সতীত্ব ধন পতি উপাসনা,
যে ব্রতে নিরত সদা আর্য্য কুলাঙ্গনা,
যাহার চরম ফল শান্তি নিকেতন।
স্মর মাতঃ সাধ্বী সতী সাবিত্রী কাহিনী,
পতি ভক্তি বলে রমা শমনে তুষিল,
অদ্যাবধি পুজে যাঁরে সিমন্তিনী কুল,
যাঁর যশঃ স্রোত ধরা ধরিলা আপনি।
রতী, শচী, অরুন্ধতী, সতী আদি সতী,
অবিরত পতিপদ আরাধনা করে,
দেখাতে মুক্তির পথ রমণী নিকরে,
লভিতে চরম কালে পরম সদ্গতি।
গৃহচর্য্যা শুন আর প্রাণের নন্দিনী,
শ্বশুরে সেবিতে সদা পিতার সমান,
পতির জননী প্রতি কর' মাতৃজ্ঞান,
দেখ'গো স্বামীর স্বষা আপন ভগিনী।
হেরিবে দেবরগণে সস্নেহ নয়নে,
পুরবাসী গণে সদা যতনে তুষিবে,
অনুগত অনুচরে সাদর ভাষিবে,
সদয়া থাকিবে সদা দীন হীন জনে।
অনুক্ষণ পতিপদ হৃদে করি' ধ্যান,
পূজিবে চরণদ্বয় পরম যতনে,
প্রাণপণে রেখ নিজ সতীত্ব রতনে,

পতি ভিন্ন জনে জানি পিতার সমান।
সততা নম্রতা লজ্জা শীলতা প্রভৃতি,
যাহা কুল কামিনীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,—
বলিয়া ঘোষণা করে অখিল সংসার,
হেন রত্নে যত্নবতী হতে রেখ' স্মৃতি।
গুরুজন বাক্য সদা করিবে পালন,
কলুষ আচারে থেক চির বীত রাগ,
হৃদয়ে রাখিও নিত্য ধর্ম্ম অনুরাগ,
যে পথে পথিক যত ধর্ম্ম পরায়ণ।
আঁধার হৃদয়ে তব মোহিনী চন্দ্রিকা,
অপূর্ব্ব আলোক দিতে ছিল অনিবার
বিধির নির্ব্বন্ধে আজ বিরহ তোমার,
দিল নিদারুণ দুঃখ ওমা প্রাণাধিকা।

নরনাথ ভগদত্ত এই বলিয়া জামাতাসহ দুহিতাকে বিদায় প্রদান করিলে সপত্নীক দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতি অমাত্যগণ সহিত যাত্রা করিয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর অন্ধরাজ ক্রমে ক্রমে যুযুৎসুরাজা, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশন, জল সন্ধ, সম, সহ, বিন্দ অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, দুর্ম্মুখ বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবান, চিত্রবর্ম্মা, সুধর্ম্মা দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকি, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুসেন, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গি, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা' দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, দৃঢ়সঙ্গ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ, সুবাক, উগ্রশ্রবাঃ উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চাঃ আসিত্যকেতু, হবাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবতী ক্রথন, কুণ্ড, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, আলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুন্তল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী,

বিরজাঃ এই উনশত পুত্রের পরিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং দুঃশলা নাম্নী কন্যার সহিত সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের পরিনয় প্রদান করিলেন। পাঠক এক্ষণে একচক্রাবাসী পাণ্ডব বিবরণে "পুণ্যং পরোপকারতো নহি" এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে একচক্রা গমনে উদ্যত হউন।

ইতি আদিপর্ব্বান্তর্গতঃ কুরুবংশে ভানুমতী
স্বয়ম্বর নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ষষ্ঠ সর্গ।

একচক্রা নগরী, বকবিজয়

(প্রত্যুপকার)

পুণ্যং পরোপকারতো নহি।

জগচ্চক্রে সকল বস্তুই বিনাশশীল; কেবল কীর্ত্তিই অবিনশ্বর। পাণ্ডবপ্রসূতি কুন্তী একচক্রানগরীতে কীর্ত্তিময়ী পরহিতৈষিতা প্রদর্শন করিলেন; বসুমতী তাঁহার এই মহাগুণ (পরোপকার) অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বহন করিতে লাগিলেন।—কুন্তী পুত্রগণের সহিত শালবন হইতে বহির্গত হইয়া অগণন বনভূমি পর্য্যটন পূর্ব্বক মহর্ষি ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে একচক্রানগরীতে একটি ব্রাহ্মণের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় অতিথিপরায়ণ এবং তাঁহারাও বিশেষ প্রভুভক্ত; প্রত্যুত পরস্পরা বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিল। পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে ভিক্ষাজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া দানদ্রব্য ভিক্ষান্নের অর্দ্ধাংশে ভীমসেন অপর অর্দ্ধাংশে পঞ্চজন পরিতৃপ্ত হওতঃ কালহরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে শান্তি সেইখানেই সুখ; সুতরাং তাঁহারা রাজপরিবার হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ শান্তি-শীলতাগুণে বনভ্রমণ কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। বালস্বভাব স্বতই মাধুরী প্রিয়; প্রত্যুত একচক্রানগরীর রমণীয়তা দেখিয়া সুকুমার নকুল মনে মনে কহিতে লাগিলেন।

একচক্রানগরীর কেমন অনুপম চমৎকারিতা! বিশ্বরাজধানী বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না; স্থানে স্থানে বৃহৎ অট্টালিকা সকল সমশ্রেণীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অট্টালিকার অনতিদূরে নানাকুসুমিত প্রচুর মালঞ্চ

সকল মধুকর দম্পতীকে মধুবিতরণ করিয়া মনের আবেগে ঢলিয়া পড়িতেছে। জলাশয়নিচয়ে কোথাও কমলবন, কোথাও কুমুদকানন কোথাও ভীষণ ভূপৃষ্ঠে বিমল বারিরাশী অগাধশান্তি লইতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজপথগুলিও কেমন প্রশস্ত; ঠিক যেন মহাসমুদ্রে শত সহস্র সেতু প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সকল সৌন্দর্য্যই সুখস্বপ্ন। একবার ভিক্ষাদুঃখ স্মরণ হইলে, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। নকুল বীরের এই স্থির নিরাকুল প্রকৃতিও আকুল হইয়া উঠে। হায়! রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া প্রথমতঃ আগ্নেয় বিপদ, অনন্তর হিড়িম্ব বিদ্রোহ, তাহার পর এই ভিক্ষাঝুলি গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। দারুণ বিধি অদৃষ্টলিপিতে আরও কি অবশ্যম্ভাবী ফল লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাহাহউক আর অনর্থক চিন্তায় ফল কি? যাই, অসহ্য অপমান কর ভিক্ষাভার বহন করিগে।

মহাবীর নকুল এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতাগণের সহিত ভিক্ষা আহরণে গমন করিলেন; দৈববশতঃ ভীমসেন তাঁহাদের অনুগমন করিলেন না। এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে ভীষণ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। তখন সরলহৃদয়া কুন্তী গৃহস্বামীকে ঘোর বিপন্ন জানিয়া ভীমসেনের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! বোধ হয়, ব্রাহ্মণ কোন ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে; নতুবা ঈদৃশ করুণ আর্ত্তনাদের কারণ কি? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের যদি কোন পার্থিব বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা-হইলে প্রাণপণে তদীয় উপকার সাধন করা আর্য্যশোণিতের প্রধানতম কার্য্য। কুমার! ভবসংসারে পরোপকার সাধন করাই পরমব্রত "পুণ্যঞ্চ পরসেবায় পাপঞ্চ পরপীড়নে" এইবাক্য অনন্তকাল হইতে জগতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যুত পুণ্যবানগণ এই পবিত্রসোপানে আরোহণ করিয়াই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য জীবন বিতরণেও পরোপকার করিতে হয়। বিশেষতঃ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়; মহদ্ব্যক্তিগণ উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে আদেশ আছে। বৎস! ব্রাহ্মণ আমাদিগকে আশ্রয় দানে উপকৃত করিয়াছেন; সুতরাং প্রত্যুপকার সংসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতেও ভীত হওয়া উচিত নয়।

বৃকোদর কহিলেন, মাতঃ! আশ্রয়দাতার কি বিপদ উপস্থিত আপনি জানিয়া আসুন। দাস প্রাণপণে আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হইবে।

পুত্রের এই কথা শুনিয়া পরহিতৈষিনী কুন্তী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সপরিবারে উদ্বেলিত শোকসিন্ধুমধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। অনন্তর বিষময়ী চিন্তার বিষমদংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ সখেদে স্বীয় সহধর্ম্মিনীকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে? আজ্ কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! আজ কি কালরাত্রি প্রভাত! নিতান্তই কি দারুণ কালের ব্রহ্মশোণিত পিপাসা হইয়াছে। হায়! মুহূর্ত্তেকে রাক্ষসকবলে চর্ব্বিত হইতে হইবে! নিশাচর পর্য্যায় হইতে আজ আর নিস্তার নাই! প্রণয়িনি! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম এ পাপরাজ্য পরিত্যাগ কর; এ পাপদেশে জলাঞ্জলি দাও; কিন্তু ভাগ্যদোষে উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত করিলে না, নিবারণে নিবারিত হইলেনা; কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! ব্রাহ্মণি! সহধর্ম্মিনী ব্যতিত গৃহধর্ম্ম নিস্ফল, পুত্র ব্যতিত পুন্নাম নরক হইতে অব্যাহতি নাই এবং দুহিতা ব্যতীত দৌহিত্র হইতে স্বর্গীয় কার্য্যের আশা কৈ? অতএব তুমি পুত্রকন্যা লইয়া সংসার ধর্ম্ম কর, আমি চিরদিনের জন্য ভবমণ্ডল হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম।

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া দ্বিজপত্নী কহিতে লাগিলেন, নাথ! সে কি? দাসীসত্বে আপনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিবেন? পতিব্রতার পতিগত জীবনে কি পতিবিরহ সহ্য হইবে? কান্ত! যে পদপ্রান্ত ভরসা করিয়া কৃতান্ত বিজয় আশা করিয়াছি, আজ সে চরণে চিরবঞ্চিত হইয়া কিরূপে অনিত্য দেহভার বহন করিব? স্বামিন্! আপনি থাকিলে গৃহধর্ম্ম পুনরুদ্ধার হইবে, অন্ধকারে দীপ জলিবে, শুষ্ক তরুতে নবমুকুল হইবে; কিন্তু দাসীর জীবনে কোন আশাবীজের অঙ্কুর হইবে না। অতএব অধিনীকেই রাক্ষস সমীপে প্রেরণ করুন।

দম্পতির এইরূপ আত্মবিলাপ শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমারী বলিল, পিতঃ। উপায় সত্বে নিরুপায় ব্যক্তিরন্যায় আপনারা শোকার্ত্ত হইতেছেন কেন? জনক! ভবিষ্যৎ বিপদে ত্রাণ পাইবার জন্য লোকে সন্তান কামনা করে। সুসন্তান আত্ম-

জীবন বিক্রয় করিয়াও পিতামাতার প্রিয়সাধনে ব্রতী হয়। অতএব আমি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন রাক্ষসকবলে উপহার প্রদান করিয়া আপনাদিগকে চির-নিরাপদ করিব। যে সন্তানে পিতৃমাতৃবৎসলতা নাই তাহার অপত্যতা অভি-মানই বৃথা! দেব! কন্যা সন্তান (স্ত্রীজাতি) চিরপরাধিনী; সুজন পরিণীতা না হইলে পিতৃকুলের কিছুমাত্র উপকারসাধিনী হয় না। অতএব আমি এই স্বাধীন অবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিব; বিপ্রকন্যা। এই বলিয়া পিতামাতার প্রত্যুত্তর অপেক্ষায় নিঃশব্দ হইলে তদীয় ভ্রাতা লীলাময়ী বালচপলতা বশতঃ তৃণহস্ত হইয়া কহিল, তোমাদের ভয় কি? একটা বকের ভয়ে এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? আমি এই তৃণাঘাতে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব।

অপরিস্ফুটভাষী বালকের এই শৈশব আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহারা সকলে ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সুচতুরা কুন্তী এই অবসরে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনাদের শোকের কারণ কি? আপনারা কি কোন দুরাত্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন? না কোন দৈববিপদ উপস্থিত হইয়াছে! মতিমন্! প্রকাশ করুন, সাধ্য হয় প্রতিকার সাধন করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, কল্যাণি! আমরা দৈববিপন্ন নই; পার্থিব বিপদে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিপদভঞ্জনের ঐশী করুণা ব্যতীত আর কল্যাণসাধনের উপায় নাই। সরলে! এই একচক্রানগরীতে বক নামক এক রাক্ষস আছে। দুরাচারের অত্যাচার শান্তির জন্য প্রত্যহ দেশ হইতে তাহাকে একএকটি আমিষ ভোজপ্রদত্ত হইয়া থাকে; নরবলী ঐ রাক্ষস ভোজের একটী প্রধান উপকরণ। সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই এই দুর্ব্বহভার বহন করিতে হয়। শুভে! আমিও আজ্ সেই দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত হইয়াছি। গৃহস্থের মধ্যে একজনকে নিশ্চয়ই রাক্ষস কবলিত হইতে হইবে।

কুন্তী ব্রাহ্মণের এই শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। রাক্ষস উপহারের জন্য সচিন্তিত হইবেন না। বকভোজ প্রদান করিবার নিমিত্ত আমি এক পুত্র প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে! সে কি? আমি আত্মকুশলপরায়ণ হইয়া আতিথেয় ধর্ম্মনষ্ট করিব! ধর্ম্মশীলগণ প্রাণপণে যে মহাব্রত (অতিথিসেবা) করিয়া থাকেন; আমি কি আজ সেই পবিত্রধর্ম্মপথের বিরুদ্ধগামী হইয়া ঘোর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইব?

কুন্তী কহিলেন, মহাত্মন! এক পুত্রকি,উপকারি ব্যক্তির প্রত্যুপকার জন্য শতপুত্রমায়াও বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়। কিন্তু দেব! আমার পুত্রগণ হীনবীর্য্য নয়, ভীরু নয়; অবশ্য রক্ষকুল নির্ম্মূল করিয়া দেশের চিরদুঃখ মোচন করিবে।

কুন্তীর এই কথা শুনিয়া স্বপরিবারে ব্রাহ্মণ যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং আনন্দ সহকারে কহিতে লাগিলেন, সাধ্বি! আপনার মধুর আশ্বাসে আমরা পুনর্জ্জীবিত হইলাম। পুত্রগণকে এই রাক্ষস বিদ্রোহ অবগত করিয়া আসুন।

কুন্তী ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক চক্রানগরীর অধিবাসিগণ বকরাক্ষসকে মনুষ্য উপহার সহিত দৈনিক ভোজ প্রদান করিয়া থাকে। অদ্য পর্য্যায়ক্রমে এই গৃহস্থের পর্য্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই রাক্ষসকবলিত হইতে হইবে। অতএব কুমার! তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার সাধন জন্য দেশবৈরী বিনাশ কর।

বৃকোদর কহিলেন, জননি? আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; এক্ষণে ব্রাহ্মণকে রাক্ষস ভোজ প্রস্তুত করিতে বলুন্।

পরোপকারিণী কুন্তী, পুত্রের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণকে ভোজ আয়োজন করিতে বলিলে দ্বিজবর রাক্ষসোপযোগী বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ আয়োজন করত ভীমসেনের নিকট সমর্পণ করিলেন। পবননন্দনও রাক্ষসবধের নিমিত্ত বীরবেশ পরিধান করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ধীমান যুধিষ্ঠির ভিক্ষা দ্রব্য আহরণ করিয়া গৃহগমন পূর্ব্বক ভীমের রণোদ্যম বিদিত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন, জননি! ভীমসেন কি স্বইচ্ছায় রাক্ষস বিদ্রোহে গমন করিতেছে না আপনি অনুমতি প্রদান করিয়াছেন?

কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীম স্বইচ্ছায় রক্ষবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয় নাই, আমিই কুমারকে উত্তেজিত করিয়াছি'।

তখন যুধিষ্ঠীর কহিলেন, জননি! আপনার কি মতিভ্রম! নিঃস্ব নির্ব্বাসিত বলিয়া কি ধীশক্তি অন্তর্হত হইয়াছে? ইন্দ্রসম পুত্রকে রাক্ষস বদনে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন! প্রসূতি! এই কি আপনার প্রসূতিকুল কার্য্য না আর্য্যবধূর বাৎসল্য মমতার পরিচয়?

কুন্তী কহিলেন, বৎস! তুমি অদ্বিতীয় দূরদর্শী। তোমার ন্যায় ঋষি-হৃদয় ব্যক্তির ঈদৃশ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্যবলা উচিত কার্য্য হয় না। ভব-সংসারে পরোপকারই পরম ধন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা পরপ্রিয়তাকে স্বর্গ-পথের পাথেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; প্রত্যুত বিশ্বনির্ম্মাতার দূরপ্রশস্ত স্বর্গীয় সোপান পরোপকারদ্বারা অনায়াসে অতিক্রম হওয়া যায় অতএব কুমার মায়া-যবনিকা ভেদ করিয়া কালের অন্ধকূপ হইতে অমূল্য ধন সঞ্চয় কর। বিশেষতঃ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং প্রত্যুপকার সাধনে ভীমসেনকে রাক্ষস বিদ্রোহে অনুমোদন করিয়াছি। বীর্য্যবান ভীম চির-রণ-জয়ী। ভাবিয়া দেখ হিড়িম্বসংহারে কি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে! অতএব কুমার শান্তি অবলম্বন কর। সর্ব্বশান্তি প্রদা ভগবতী অবশ্যই কল্যাণ সাধন করিবেন।

মহামতি যুধিষ্ঠির মাতৃবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, জননি! ধন্য আপনার দয়াশীলতা ধন্য আপনার পরহিতৈষিতা! আজ আমি নিশ্চয় জানি-লাম আপনার পুণ্যবলে আমাদের ভবিষ্যৎ গগনে সুখচন্দ্র পুনরায় পৌর্ণমাসী কিরণ প্রকাশ করিবে।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষসভোজ সহ প্রাতঃকালে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে বকালয়ে উপনীত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত নিশাচর! আয় সত্বর অগ্রসর হ, তোর উপযুক্ত খাদ্য লইয়া রক্ষোরিপু ভীম উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এই বলিয়া রাক্ষস ভোজ পায়সান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের এই অকুতোসাহসে রাক্ষসপতি বক ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, রে

নরাধম বর্ব্বর! আমার সম্মুখে বীরগর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিস্। তোর এই ঔদ্ধত্য দোষে দেশের আর রক্ষা নাই; প্রজাকুলের আর মঙ্গল নাই। আমি এই ভীষণ কবলে একচক্রানগরীর সকল সুখশান্তি গ্রাস করিব। পামর! মৃত্যুভবনে আসিয়াও তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! জনপদ যে তোর জন্য নিবিড় অরণ্য হইবে, তাহা কি তুই জানিস না?

• রক্ষরাজ এই বলিয়া ভীমের পৃষ্ঠে করাঘাত বৃক্ষাঘাত করিতে লাগিল, ভীমসেন অনায়াসে রাক্ষস প্রহার সহ্য করিয়া ভোজনান্তে বৃক্ষবাড়ী গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দ্বীকে গভীর গর্জ্জনে কহিলেন রে রাক্ষসাধম! আজ তোর চরমকাল উপস্থিত, বসুমতী তোর অপকীর্ত্তিভার হইতে আজ নিশ্চয়ই অবসৃতা হইবেন। আমি দোর্দ্দণ্ড বাহুবলে তোকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ধরার রাক্ষসত্তার হরণ করিব। যার বীর্য্যবলে ত্রৈলোক্য কম্পমান, যার ভীষণ প্রহারে নগেন্দ্র নাগেন্দ্র দেবেন্দ্র পর্য্যন্তও জীবনশঙ্কা করিয়া থাকেন, সেই বীরেন্দ্র আজ তোর বিরুদ্ধে কৃতান্তস্বরূপ উপনীত হইয়াছে; তোর আর নিস্তার নাই; আয় তোকে কৃতান্তসদনে নির্ব্বাসিত করি। ভীমসেন এই বলিয়া রাক্ষসকে আক্রমণ করিলে উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর মহাবল ভীম বকরাক্ষসকে ক্রমে হীনবল করিয়া মধ্যদেশ ভগ্নপূর্ব্বক বিনাশ করিলেন।

তখন রাক্ষস পরিজনেরা ভীমভয়ে ভীত হইয়া, বৃকদরের নিকট কাতরভাবে কহিল, মহাত্মন্! আমাদিগকে অব্যাহতি দিন্; রাক্ষসকুল আপনার শরণাগত। শত্রুজ্ঞানে যদ্যপি অনুগত পীড়ন করেন তাহাহইলে সুপ্রসিদ্ধ বীরধর্ম্মে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিবে।

মহাত্মা ভীমসেন রাক্ষসগণের এই বিনীত বাক্য শুনিয়া সদয় হইয়া কহিতে লাগিলেন;—

ভয়কি কর্ব্বুর কুল বীরের শরণে?
নাশেনা বীরেন্দ্র কভু অনুগত জনে।
চিরশত্রু দুরাশয়, শরণে অবধ্য হয়
বাঁধি তারে বীরচয় প্রেমের বন্ধনে,

রাখয়ে বিনোদ ভূম শান্তির ভবনে।
হৃদয়ে শোণিতবিন্দু রয় যতক্ষণ ;
নাহি করে ছল যুদ্ধ ভারত নন্দন।
বিজাতীয় রণে যদি, আর্য্যশোণিতের নদী
বহিয়া ভারত ভূমি হয় নিমগন,
অন্যায় সমরে তবু নাহি দেয় মন।
তার সাক্ষী রামায়ণে রাম রঘুপতি,
মহাব্রত আর্য্যধর্ম্ম পালিয়া সুমতি
বৈরীকুল বিভীষণে, কৃপাকরি সত্বগুণে
রাখিলা পরম কীর্ত্তি ব্যাপিয়া ত্রিপুর,
লভিলা পরম শান্তি নৈকষেয় সুর।
বীরকুল গ্লানি যেবা বীরের আসার,
আশ্রিত পীড়ন করি সেই দুরাচার,
ঘোর কলঙ্কের ডালি, মস্তক উপরে তুলি,
নির্লজ্জ, হৃদয়ে পরি কলুষের হার ;
চরমে পরমাপদে নাপায় নিস্তার।
আর ধর বীরবাক্য যত নিশাচর !
না হও প্রবল সবে দুর্ব্বল উপর
বলহীন. দীনকুলে ; পীড়ন করিলে বলে,
দিবেন পরম তাপ পরম ঈশ্বর ;
থাকিবে অনন্তকাল নরক ভিতর।
অথবা প্রকৃতি সতী নিরপেক্ষ গুণে,
তুলিবেন নানারঙ্গ দুর্জন দলনে
বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হবে, বীরদর্প হারাইবে ;
কলঙ্ক ঘোষণা রবে নশ্বর ভূবনে,
গাইবে প্রকৃতিগুণ বিশ্বজনগনে।
কিন্তু কাল পূর্ণ বিনে শান্তিনাহি হয় ;

ঐশী শক্তি অনিশ্চিত, ভাবি নীচাশয়
পরহিংসা পরদ্বেষ, করি চির সমাবেশ,
স্বার্থপর হয়ে করে অধর্ম্ম সঞ্চয়,
কিন্তু কর্ম্মফল ফলে কালেতে নিশ্চয়।
ভ্রান্তি ছাড়ি রক্ষবৃন্দ দেখ দিব্যজ্ঞানে,
ফলিছে কর্ম্মের ফল ত্রৈলোক্য ভুবনে,
রক্ষনিকেতনে থাক, শান্তির প্রতিমা দেখ
দেশবৈরী নাশি আমি চলিনু বিরামে,
কিন্তু লক্ষ্য রবে মম এক চক্রাধামে।

মহাত্মা ভীম, রক্ষগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, বকের মৃতদেহ নগরদ্বারে নিক্ষেপপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলে রণজয়সংবাদে সমাতৃক পাণ্ডবগণ ও সপরিবারে ব্রাহ্মণ আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস নাগরিকেরা ব্রাহ্মণকে বকবধের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের উপদেশানুসারে প্রকৃত ঘটনা সংগোপন করিয়া "দৈববলে কৃতকার্য্য হইয়াছি" এই প্রবোধ দিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পাণ্ডবগণ একটী অতিথি ব্রাহ্মণের মুখে শ্রুত হইলেন—মহারাজ দ্রুপদ ইতিপূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য দ্বারা অবমানিত হইয়া বৈরনির্যাতন জন্য মহর্ষি রাজ ও উপরাজ কর্তৃক দ্রোণহন্তা এক মহাবল পুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) ও কৃষ্ণা নাম্নী এক কন্যা যজ্ঞে লাভ করিয়াছেন। সেই মনোহারিণী কন্যা কুরুকুলের কালস্বরূপিণী এবং মহাবল পুত্র নিশ্চিতই দ্রোণহন্তা। কিন্তু দৈব অপ্রতিবিধেয় ভাবিয়া মহামতি দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজালয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই দ্রোণরিপু ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা কৃষ্ণার স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত। ফলতঃ সম্পদ সম্পদের অনুগমন করে। পাণ্ডবগণের ভবিষ্যত প্রণয়িনী যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বর সংবাদ মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট তাঁহারা পুনরায় অবগত হইলেন। বিশেষতঃ "দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা" পঞ্চ পাণ্ডবেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন মহর্ষি ইহাও সঙ্কেত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের অচল চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান

করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহার উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণের নিকটে বিদায় লইয়া, একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পঞ্চালপথাবলম্বন করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "নচ দৈবাৎ পরং বলম্" এই কথার সার্থকতা দেখিতে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক তীর্থে গমনোদ্যত হউক।

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত বকবধপর্ব্ব
কুরুবংশে বকবিজয় নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

সপ্তম সর্গ।

সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থ চৈত্ররথ বিজয়।

(সততা)



নচ দৈবাৎ পরং বলং।

এইপ্রপঞ্চ মহীমণ্ডল একমাত্র দৈবের অধীন, অসম্ভব কার্য্যও দৈববলে সংসাধিত হয়। পাণ্ডবগণ দৈববলে চিরবলবান বিশেষতঃ নরঋষি অর্জ্জুন বাসুদেবের অংশাবতার নিবন্ধন স্বাভাবিক তেজঃপ্রভাবে রাক্ষসীয়, পৈশাচ ও গান্ধর্ব কুহক অনায়াসে ভেদ করিতে পারিতেন। অতএব পুণ্যতীর্থ সোমাশ্রয়ায়ণে গন্ধর্বপতি চৈত্ররথ (অঙ্গারপর্ণ) অর্জ্জুনীয় তেজঃপ্রভাবে, হতপ্রভ হইলেন;—সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডব একচক্রা হইতে বহির্গত হইয়া, নিশীথসময়ে অরণ্য পথে গমন করিতে লাগিলে ফাল্গুনি উল্কাহস্তে সর্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। এমত সময় দূরহইতে কলনাদিনী ভাগিরথীর কল কল ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল, এবং ঐ জলনিনাদের আনুসঙ্গিকনূপুর সঞ্চালন কঙ্কণ ঝঙ্কার এবং বামাগণের মোহন কণ্ঠস্বর অপ্রমেয় সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ যতই নিকট হইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন, যেন কে একটী মহাপুরুষ রমণীগণের সহিত জলকেলি করিতেছেন। সেই মহাপুরুষ মহাত্মা চৈত্ররথ।

গন্ধর্ব্বরাজ চৈত্ররথের নৈশজলবিহারকালে ত্বদীয় সহধর্ম্মিণী কুম্ভীনসী তাঁহাকে কহিলেন নাথ! চন্দ্রমা কেমন হাসিয়া হাসিয়া রজনীর নীল-বসন কাড়িয়া লইতেছেন। সুধাকরের সুধাস্রোত গগন মণ্ডল হইতে শৈলশিখরে, শিখর হইতে তরুশিরে এবং তরুলতা হইতে পৃথিবীর বিশাল

বক্ষস্থলে কেমন ঢলিয়া পড়িতেছে! রজনীর মুখভরা হাসি ধরায় আর ধরিতেছেনা। কিরণজালে গঙ্গাজলও কেমন বৈজয়ন্তীহার পরিধান করিয়াছে। আবার দেখুন, মৃদুমন্দপবনহিল্লোলে তরঙ্গসঙ্গমে চন্দ্রমণ্ডল সহিত অনন্ত নাক্ষত্রিক আকাশ কেমন নৃত্য করিতেছে, ঠিক যেন প্রকৃতির নৈশ চন্দ্রাতপ স্বভাবে দুলিতেছে, আহা! জাহ্নবীগর্ভ যেন একটি শান্তি নিকেতন। প্রাণেশ্বর! উপকূল ভাগে কুঞ্জলতিকারও কি অনির্ব্বচনীয় মাধুরী! মধুপকুল কুসুমকলিকায় সবলে আলিঙ্গন করিলেই সোহাগিনীলতিকা মনের আবেশে সহকার তরুতে হেলিয়া পড়িতেছে। এ দিকে শুনুন, নিশাবিহারী বিহগগণ আকাশভরা কণ্ঠমধু ছড়াইয়া বিরহীকুলকে অকুল সাগরে ভাসাইতেছে। প্রাণবল্লভ! বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নিয়মের কি চমৎকার পরিবর্ত্তন? এই মাত্র, জগত চন্দ্রহীন-নিশা তিমিরে ডুবিয়াছিল, ক্ষণকালমধ্যে চন্দ্রোদয়ে বিশ্বরঞ্জিনী শোভা ধারণ করিলেন।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন প্রেয়সী! তা, নয়; নিশাদেবীর এই যে বিনোদ বেশ ভূষা, বনদেবীর এই যে নবকুসুমিত কবরী, তরঙ্গিণীদেবীর এই যে কলকণ্ঠগীত, ইহা সকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। যাহার নেত্র নাই তাহার চন্দ্রালোক কি? যাহার কর্ণ নাই তাহার কোকিলকূজন কি? যাহার বাক্‌শক্তি নাই তাহার রসশিক্ষা কি? প্রিয়ে! যাহার সোহাগ আছে তাহার সকলই আছে, বিরহীর পক্ষে এ সকল আনন্দ নিরানন্দের কারণ। একি! অকস্মাৎ বনবিভাগে আলোক দৃষ্ট হইতেছে কেন? মানুষিক ঘ্রাণ বোধ হইতেছে না? কি এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার জল বিহারকালে মানুষী সমাগম? আজ্ বিধি কার প্রতি একান্ত বাম? কৃতান্ত আজ্ কাহাকে স্মরণ করিয়াছে? যে রথীর বামচক্র নির্ঘোষে চক্রধারীর চক্র পর্য্যন্ত কম্পমান হয়, যাহার বীর্য্যবলে বজ্রধারীর বজ্র পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার করে, তাহার বিলাস বনে মানুষী জীবন আসিয়া উপস্থিত! আমি বীরগর্ব্ব খর্ব্বকারী গন্ধর্ব্ব তেজ প্রভাবে আজ্ মানবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিব। ভারত সহ ভারতবাসীগণকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ধনুক্ষ্লের প্রকাণ্ড চিহ্ন জম্বুদ্বীপের বিশাল বক্ষে স্থাপন করিয়া রাখিব। প্রিয়ে!

তোমরা ভীরু হইলেও বীরাঙ্গনা অতএব একবার নির্ভীক হও, আমি দোর্দণ্ড কোদণ্ড টঙ্কারে জগতের গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করি। চৈত্ররথ এই বলিয়া ধনুষ্টঙ্কার করিলেও জননী সহিত পাণ্ডবগণ নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হওয়ায় গন্ধর্ব্বপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে দুরাত্মাগণ! তোরা কি জীবন শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্ব-বিলাস কাননে উপস্থিত হইয়াছিস্? মহাতীর্থ সোমাশ্রয়ায়ণ চৈত্ররথের লীলাভূমি ইহা কি তোরা জানিস্ না? রে নরমূঢ়! নিশাকাল যে দেব, দৈত্য ও নিশাচরগণের মুহূর্ত্ত তাহাকি তোরা জানিস্ না? আমরা গান্ধর্ব্ব নিয়মাবলম্বনে জলবিহার করিতেছি এমন সময়, কলুষিত মানবীয় ঘ্রাণ সঞ্চরণে আমাদের বিলাস ভঙ্গ করিলি!

গন্ধর্ব্বপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, দেবগর্ব্বিন্! তোমার নিতান্ত মতিভ্রম। পর্ব্বতের উপত্যকা, সমুদ্রোপকূল এবং নদী পুলিন কেবল নিশাচর বিচরণের জন্যই নির্বাচিত নয়। বিশেষতঃ ভাগীরথী সমাগমের কাল নিরাকরণ নাই। দাম্ভিক! যিনি হিমালয়প্রবাহিন, হরশিরবিহারিণী, হরিপদ নিঃসারিণী, এবং কালভয় নিবারিণী নাম ধারণ করেন, তাহার কারণবারি অবগাহন করিতে কি কাল নিরূপণ হইতে পারে? গন্ধর্ব্ব! জাহ্নবী সুরলোকে অলকানন্দা পৃথিবীতে ভাগিরথী, পাতালে ভোগবতী, এবং পিতৃলোকে বৈতরণী হইয়া ত্রিজগতোদ্ধারিণী হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ বৃথা বীরত্বাভিমান পরিত্যাগ কর। আমরা অবশ্যই মহাতীর্থের মহান্ বারি স্পর্শ করত যথা ইচ্ছা গমন করিব।

অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ কোপনস্বভাবে, আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহামতী ধনঞ্জয় দৈব তেজঃপ্রভাবে হস্তস্থিত উল্কা ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া ত্বদীয় সমস্ত শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন চৈত্ররথ! এই তোর দৈববীরত্ব? তুই বলাবল না জানিয়া প্রবলের নিকট বীরতার পরিচয় দিস্? শিবাকুল কি সিংহনাদের প্রতিধ্বনি করিতে পারে? না জলনিধির প্রবল স্রোত বালুসেতুতে আবদ্ধ হয়? নীচাশয়! তুই যখন কুরুবংশীয় পার্থ বীরের বিপক্ষে অস্ত্রক্ষেপ করিলি তখন তোর আর রক্ষা নাই। গুরুদত্ত মহাস্ত্রপ্রভাবে তোর

বীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। অর্জ্জুন এই বলিয়া চৈত্ররথের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র প্রক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত দৈবানুকুল্যে চিত্ররথের বিচিত্র রথ ভস্ম রাশিতে পরিণত হইল এবং তিনিও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণবিজয়ী অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজের কেশাকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! এই দুর্ম্মতির শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি দিন।

গন্ধর্ব্বপতির ঈদৃশ দুর্গতি দেখিয়া ত্বদীয় পত্নী কুম্ভীনসী পাণ্ডবনাথের শরণাগত হইয়া কহিলেন রাজন! কৃপাপ্রকাশে জীবনসর্বস্ব গন্ধর্ব্বনাথকে রক্ষা করুন। রাজমহিষী কুম্ভীনসী আপনার একান্ত শরাণাগতা। নরশ্রেষ্ঠ! সকল শিষ্টতা আপনাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপনায় সকল দয়া, সকল শীলতা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব গন্ধর্ব্বরাজদাসীকে আপনি চিরদিনের জন্য চরিতার্থ করুন। ধীমান্! আপনি আমায় হৃদয়খনির চন্দ্রকান্তমণি, এবং সংসার আকাশের একমাত্র সুখতারার সহবাস সুখে বঞ্চিত করিবেন না। স্বামী স্বস্ত্যয়নই নারীজন্মের একমাত্র মহোৎসব। দয়াময়! যে ধনে ব্যয় নাই সে ধন কি? যে রাজ্যে শাসন নাই সে রাজ্য কি? যে শিক্ষায় ধর্ম্মোপদেশ নাই সে শিক্ষা কি? যে হৃদয়ে দয়া নাই সে হৃদয় কি? কিন্তু দেব! আপনি নাকি অদ্বিতীয় সহৃদয় তজ্জন্যই চৈত্ররথমহিষী আপনার নিকট স্বামী ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

পতিপরায়ণা গন্ধর্ব্বরমণী এইরূপে পতির জীবন ভিক্ষা চাহিলে দয়ালু যুধিষ্ঠির পার্থ বীরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন অর্জ্জুন! যশোহীন শ্রীহীন ও শরণাগত শত্রুকে বিনাশ করা লোকবিগর্হিত কার্য্য অতএব গন্ধর্ব্বপতিকে সত্বর পরিত্যাগ কর।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া মহারথী অর্জ্জুন চৈত্ররথের বন্ধন মোচনপূর্ব্বক কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! পাণ্ডবনাথের অনুগ্রহে তুমি মৃত্যু হস্তে মুক্ত হইলে তুমি রাজপ্রসাদ লইয়া এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, সৌম্য! সুপ্রসিদ্ধ কুরুকুল প্রসাদ আমার শিরোধার্য্য। বীরেন্দ্র! আপনাকর্তৃক আমি দগ্ধরথ ও পরাজিত হইয়া চৈত্ররথ নামের পরিবর্ত্তে, দগ্ধরথ নাম গ্রহণ করিলাম এখন আপনি আমা

হইতে মহাপ্রভ চাক্ষুষী বিদ্যা ও গন্ধর্ব্বজ শত অশ্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বৃদ্ধি নামক ঔষধি প্রদান পূর্ব্বক চিরক্রীত করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, গন্ধর্ব্বপতি! আপনাকে লব্ধ মনোরথ করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনি জ্ঞানী ও দূরদর্শী হইয়াও আমাদের অবমাননা করিলেন কেন?

গন্ধর্ব্ব কহিলেন বীরবর! আপনারা কুরুবংশীয় মহাপুরুষ, ত্রিজগতে কৌরব কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কুরুবংশ স্বীয় দূরদর্শিতা বলেই কুলগৌরব সাধন করিয়াছেন কৌরবেরা চিরকাল বেদপারগ ও তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু আপনারা আর্য্যসম্মানিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিপরীতে বনভ্রমণ করিয়া আমার নিকট আজ তিরস্কৃত হইলেন। বীরবর! আপনাদের ন্যায় মহাকুল সম্ভূত জনের পুরোহিত পুরবর্ত্তী না করিয়া বনবিচরণ করা কুলপ্রথা নয়, বেদপারগ পুরোহিত বরণ করিয়া কৃতকার্য্য হউন। সে যাহাহউক এক্ষণে আমায় সদয় হইয়া অস্ত্র ও ঔষধিদানে আমাকে সফলমনোরথ করুন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বপতির সহিত অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যা বিনিময় হইলে অর্জ্জুন কহিলেন, মহাত্মা! অদ্য হইতে আপনি আমার প্রিয় সখা সুতরাং মিত্রতা যৌতুক অশ্বগণ আমার সর্ব্বতোভাবে গ্রহীতব্য। কিন্তু এক্ষণে আপনার দাতব্য উপহার তুরগনিচয় আপনার নিকটেই থাকুক সময়মতে গ্রহণ করিব, এক্ষণে বলুন কাহাকে পৌরহিত্যে বরণ করি।

তখন মহাত্মা চৈত্ররথ পুরোহিতসম্বন্ধীয় বশিষ্ঠোপাখ্যান ও কৌরবগণ কুরুজননী তপতীর অপত্য সম্বন্ধেই তাপত্য সম্বোধিত হন এই পূর্ব্বাখ্যান বলিয়া কহিলেন, মিত্র! উৎকোচ নামক তীর্থে মহর্ষি দেবলের ভ্রাতা ঋষি-রাজ ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করুন, সুযাত্রা ব্যতীত সুফল লাভ হওয়া দুষ্কর। গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন;—

শুন সখে! পাণ্ডুকুল অমূল্য রতন
বেদ উপদেশ বাক্য যতনে স্মরিয়ে
যাত্রা করে মহাযাত্রী ত্যজিয়ে ভুবন
লভিতে পরম সুখ পবিত্র হইয়ে

নির্ব্বাণ মুক্তির পথ পায় দিনে দিনে,
ভুঞ্জয়ে দুর্লভভোগ ইহ পরলোকে ;
বিষম ত্রিতাপ জ্বালা স্পর্শে না সে জনে
যশাঙ্ক অঙ্কিত তার ব্রহ্মাণ্ড ফলকে,
হীনমতী হীন বংশজাত জন যত
শ্রুতি মাতা বেদ পিতা করি অনাদর,
সুপথ হারায়ে ভ্রমে ধরায় নিয়ত,
চরমে পরমতাপে জ্বলে নিরন্তর ।
বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান পক্ষ পাতী,
কিন্তু অতি মূঢ় নর তাহে না আদরী
কুপথে যাইয়া করে কলুষিত মতি,
কলঙ্কে দূষিত করে আর্য্যের মাধুরি ।
বেদমার্গ মহাপথ সুখের কারণ
যে পথ পথিকে যায় স্বর্গীয় আরামে
যাহাতে করিয়া যাত্রা সিদ্ধ ঋষিগণ
লভয়ে পরমানন্দ চিরানন্দ ধামে ।
অতএব শুন সখে ! ইন্দ্রের কুমার,
প্রাণসত্ত্বে বেদ বাক্য না কর হেলন,
পরম পবিত্র বেদ জ্ঞানের আধার
যে বেদ প্রসঙ্গে সদা সুখী সাধুজন ।
তত্ত্বজ্ঞান বলে যোগী-হৃদয় আকাশে
কোটী সূর্য্য জ্যোতিঃ হেরে বিজ্ঞান নয়নে
বিষয়াশা বৈতরণী তরি অনায়াসে
লভয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি ব্রহ্ম সম্মিলনে ।
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি আর মহর্ষির মেলা
ভুঞ্জয়ে অনন্ত সুখ নিত্যানন্দ ধামে,
লীলাময় নিত্যসুখে করে নিত্য খেলা

ভ্রমেও চিন্তিত নহে শমন সংগ্রামে,
বিভাবরী অস্ত সখে! হইনু বিদায়
হৃদয়ে থাকেহে যেন মিত্রতা স্মরণ
যাহ বন পথে লয়ে ধর্ম্মের সহায়,
আমিও চলিনু এবে অমর-ভবন।

মহাত্মা চৈত্ররথ, এই বলিয়া স্ত্রীগণ সহ স্বর্গপুরে গমন করিলে সমাতৃক পঞ্চভ্রাতা পুরোহিতোদ্দেশে উৎকোচ তীর্থে গমন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে পৌর-হিত্যে বরণ করিলেন এবং পঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে আসন্ন স্বয়ম্বরাজানিয়া পাঞ্চালনগরে কুম্ভকারালয়ে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে "অসাধ্যমপি সাধ্যঞ্চ যদি নরৈর্বিচেষ্টিতং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে দক্ষিণ পঞ্চালে চলুন।

ইতি মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্ব্ব কুরুবংশে
চৈত্ররথ বিজয় নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ

অষ্টম সর্গ।

দক্ষিণ পঞ্চাল দ্রৌপদী স্বয়ম্বর।

(অভিনব রহস্য)

" অসাধ্যমপি সাধ্যঞ্চ যদি নরৈর্ব্বিচেষ্টিতম্।"

অধ্যবসায়ই কার্য্যসাধনের মূল; ভগ্নোৎসাহ অবনতির একমাত্র কারণ; মহারাজ দ্রুপদ মহাধ্যবসায়ী ও মহোৎসাহী ছিলেন; সুতরাং "স্বীয় কন্যা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করিব" এই আশা তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইলনা। যদিও তিনি জতুগৃহে পাণ্ডুবংশ ধ্বংস সংবাদ শ্রুত হইয়াছিলেন, তথাপি জনশ্রুতির সত্যতা পরীক্ষা করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। যাজ্ঞসেন, দুর্ণম্য ধনু ও কূট কৌশলের সহিত দুর্দৃশ্য লক্ষ্য সংস্থাপন করিয়া দুহিতার স্বয়ম্বরোৎসব করিলেন। ফলতঃ লক্ষ্মীস্বরূপিণী কৃষ্ণা এই লক্ষ্য-চাতুরী প্রভাবে হয় অর্জ্জুনের না হয় বাসুদেবের অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন। রাজর্ষি দ্রুপদের এই ভাবী আশাতেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কৌশলজ্ঞ পাঞ্চালনাথ নগরীর ঈশান কোনে পরিণয় সভা নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ম্বর সূত্রে ঋষিগণকে, রাজগণকে ও অন্যান্য বীর্য্যবান সম্প্রদায়কেও আহ্বান করিলেন। ক্রমে ক্রমে কুরু, অন্ধক, ভোজ ও ঐলবংশীয় প্রভৃতি রাজগণ স্বয়ম্বরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শিশুমারোশিরো নামক স্থান অতিক্রম করিয়া পরস্পরা সমযোগ্য ও সমুন্নত মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে ষোড়শ দিবস ক্রমান্বয়ে পঞ্চাল নগরীতে বিপুল জনতা হইয়া উঠিল। বিপ্রগণ সহিত ব্রাহ্মণবেশী পঞ্চপাণ্ডবও তথায় উপনীত হইলেন, এবং সভার অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা দেখিয়া তাঁহাদের রসহীন জীবনেও

আনন্দ রস সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তখন কুমার সহদেব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ দ্রুপদ রত্নময় উপকরণে সভার কি অনুপম শোভাই করিয়াছেন! রত্নরাজীর প্রভাজালে পাঞ্চাল গগনে যেন বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে! দূর প্রশস্ত পাঞ্চাল নগরী কারুকার্য্য-জনিত হেমপ্রভায় যেন স্বর্ণদীপ বলিয়া অনুমান হইতেছে! আহা! মণিময় চন্দ্রাতপের কি রমণীয় প্রভা! ঠিক যেন একখানি নিত্য পৌর্ণমাসী আকাশ, রাজকুল উৎসবের জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীতে আর স্বভাবের শোভা প্রকাশ পাইতেছেনা; মণিমুক্তা, প্রবালখচিত তরুনিচয় রত্ন কুসুমিত হইয়া হিরন্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তরুশিরে চিত্রপূর্ণা পতাকা গুলিও কেমন মনোহর! পতাকাদণ্ড গুলিতেও কেমন শিল্প কৌশল। ঠিক যেন বায়ুবিহারী অসংখ্য বিহগের মুখে মণিময়ী কৃষ্ণা ভুজঙ্গিনীকুল চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে! আহা! এ দিকে কেমন চন্দ্রকান্ত প্রস্তরিত বিনোদ-শয্যা সকল চন্দ্রিকাময়ী রজনীর ন্যায় উজ্জ্বল আলোকমালা বিতরণ করিতেছে; আবার সভাস্থলে স্বর্ণ তার-জড়িত কৌশেয় মহামূল্য আসনগুলি কেমন জ্বলন্ত অগ্নিলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। স্বয়ম্বরোৎসবে পাঞ্চালনগরী প্রকৃতপ্রস্তাবে আজ জগন্মোহিনী শোভা ধারণ করিয়াছে। একি! মঙ্গল বাদ্য সহসা নিস্তব্ধ হইল কেন? এই যে—রাজবালা স্বয়ম্বর স্থলে উপনীত হইয়াছেন। মহর্ষি ব্যাস এই বরবর্ণিনীর কথাই বলিয়াছিলেন। এই প্রমদার প্রেমময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্যই আমরা সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থ হইয়া পাঞ্চাল নগরে অবস্থিত আছি। আহা! রাজকুমারী, অনুপম লাবণ্য ও কৃষ্ণ কান্তিতে কৃষ্ণানামের প্রচুর গৌরব সাধন করিয়াছেন। নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিঃরাশি তিমির ভেদ করে, কিন্তু এই কৃষ্ণারূপসীর নীল কুবলয় গভীর রূপরাশিতে প্রাকৃতিক জগতের বাহ্যান্তরস্থ উভয়বিধ তিমির বিনাশ করিতেছেন। কবি কল্পনার মোহকরী তুলিকায় যে সকল বস্তু মানুষী সৌন্দর্য্য চিত্রিত হয়, অলোক-সুন্দরী যাজ্ঞসেনীতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, হ্রস্ব, সমতল, শিরাশূন্য অর্দ্ধগোল ললাট, বিম্বলোহিত ওষ্ঠ, তিলপুষ্প নাসিকা, মৃগ প্রসারিত চক্ষু, যুক্তশরাসন ভ্রূযুগল, গৃধিণী গঞ্জিত শ্রুতি, চন্দ্রোপম

মুখমণ্ডল, কমলকোরক স্তন, নলিনীলতা বাহুযুগল, কেশরীসদৃশ মধ্যদেশ, নিবিড় নিতম্ব, করিকর উরু, নীলোৎপল প্রপদদ্বয় এবং রক্তোৎপল চরণতল প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ত্রিভুবনের মন হরণ করিতেছে। আহা! শ্যামাঙ্গিনীর কি অনুপম লাবণ্য! ঠিক যেন শিবহীন শান্তমূর্ত্তি শিবানী, অশিবনাশিনী রূপে পাঞ্চাল আলোকিত করিতেছেন!

মহাত্মা সহদেব এইরূপে আর্য্যকুল-পদ্মিনী যাজ্ঞসেনীর রূপ মাধুরীতে কাল্পনিক ক্রীড়া করিতেছেন; এমন সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীর সহিত লক্ষ্য উপকরণের নিকটবর্ত্তী হইলে, অন্তরিক্ষে সুরবৃন্দ ও সভাস্থলে নর-নিচয় ভাবী নির্ব্বন্ধ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রহিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রগণ! নিরীক্ষ্য দেশে ঐ চক্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে যে মহালক্ষ্য দৃষ্ট হইতেছে; যাহার অধস্তলে প্রকাণ্ড শরাসন পঞ্চ-সংখ্যক শরের সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহার উর্দ্ধদেশে অমরবিলাসী সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইয়া উপরিচরগণকে অভিনব ক্রীড়া দেখাইতেছে; সেই লক্ষ্য এই শর ও শরাসন দ্বারা যিনি ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন রাজ-কুমারী কৃষ্ণা সেই বীরকুলকেশরীকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। বলীন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাপতিগণকে এই বলিয়া কৃষ্ণাকে কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! তোমার পরিণয়োৎসবে এই মহাসভায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজগণই আগমন করিয়াছেন; সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় অগণন বীরমণ্ডলীর পদার্পণ হইয়াছে; কিন্তু এই বীর্য্যবান সম্প্রদায়ে যিনি এই মহালক্ষ্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন, তুমি তাঁহাকেই পরিণয়-উপহার শুভমাল্য দান কর।

সুশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন, যাজ্ঞসেনীকে এইরূপ বরণসঙ্কেত করিলে রাজমণ্ডলে লক্ষ্যভেদ সূচক তুমূল কোলাহল হইতে লাগিল। অনন্তর যদুকুল ধুরন্ধর অন্তর্য্যামী বাসুদেব ভগবান্ বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! ঐ দেখুন মেঘাবৃত প্রভাকরের ন্যায়, ভস্মাবৃত বৈশ্বানরের ন্যায় পিতৃস্বসাসুত পঞ্চপাণ্ডব ব্রাহ্মণবেশে সভাস্থ হইয়াছেন। উহাঁদের অঙ্গপ্রভায় আর্য্য সভা উদ্ভাসিত হইতেছে এবং উহাঁদের অজেয় বীরলক্ষণ প্রাকৃতিক অক্ষরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

তখন রিপুকুলান্তক বলরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! আজ কি সুখের দিন! বহুদিনের পর পাণ্ডববিরহিহৃদয় অমৃত রসে অভিষিক্ত হইল।

ভূতভাবন, জগৎপতি, রামনারায়ণ এইরূপে স্বজন উৎসবে মগ্ন হইলেন; এদিকে ভূপতিগণ রতিপতির সুতীক্ষ্ণ সরসন্ধানে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্যভেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভেদের প্রথম সঙ্কল্পেও (শরাসনে গুণ যোজনাতে) কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; সুতরাং লজ্জার কুক্ষি দেশ হইতে গভীর কালিমারাশি রাজমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল।

এইরূপে স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ক-রজঃ উড্ডীয়মান হইলে অমোঘ বীর্য্যশালী দুর্য্যোধন বীরমদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, কি° আশ্চর্য্য! কোন বীর্য্যবান এই শরাসনে শরযোজনা করিতে সক্ষম হইলেন না! ক্ষত্রিয়কুল কি একেবারে হীনবীর্য্য হইয়াছে। আমি এই ধনুকে মুহূর্ত্তেকে সহস্রবার গুণারোপ করিতে পারি। এপ্রকার সহস্র লক্ষ্য লক্ষমাত্রে ভেদ করিতে পারি। যাহাহউক যে বাহু গিরিশৃঙ্গ-বিদারিণী প্রচণ্ড গদা বহন করে, যে বাহু বিশাল রাজ্য হস্তিনার একমাত্র আশ্রয়! জগৎ আজ সেই ভুজবল দর্শন করুক, সেই বীরশব্দ আজ সতেজে প্রতিধ্বনিত হউক, দেখি লক্ষ্যভেদী বীরত্বযশঃ আজ পদানত হয় কিনা! হস্তিনাপতি এই বলিয়া দুরাকৃষ্য ধনু আকর্ষণ করিলে শরাসন অবনত না হওয়ায় মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শরাসনের কি বিপুল সারত্ব! আমি অসংখ্য অসংখ্য ধনু আকর্ষণ করিয়াছি, শৈলশিখর সবলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি, অরণ্য সহিত অরণ্যভূমিকেও জলধিগর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়াছি, কিন্তু কিছুই আমার ঈদৃশ ভার বোধ হয় নাই। ছি ছি! সকল আড়ম্বর নষ্ট হইল, চিরসঞ্চিত বীরত্বগৌরব পঞ্চাল নগরীতে হারাইলাম। এই বলিয়া তিনি ধনুঃশর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাজিত কেশরীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। কুরুনাথের এই হাস্যাস্পদ ব্যাপার কুরুসুহৃদ কর্ণবীরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কুরুকলঙ্ক অপনোদন করিতে সদর্পে শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে গুণপ্রদান করিলেন। তখন সূর্য্যসদৃশ

সূর্য্যনন্দনের ঈদৃশ বীর্য্যবত্তা দেখিয়া পাণ্ডবগণের কৃষ্ণানুরাগ একবারে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু দৈব অনুকূল, সৌম্যকুল-পাবনী কৃষ্ণা তৎকালে ঐ বলবীর্য্যশালীর সূতত্ব পরিচয় জানিয়া "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিবনা" এইকথা বলিলে অঙ্গনাথ ভগ্নমনোরথ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা, শৈল্য, শাল্ব ও শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ ধনুরাকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইলে বীরকুল একবারে নীরব হইল। অনন্তর মহাবল অর্জ্জুন জগদ্বি-মোহিনী পাঞ্চালী গ্রহণ জন্য মহাধনুর নিকটবর্ত্তী হইলে দর্শকগণ তরুণবয়স্ক অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া পরম্পরা তর্ক বিতর্ক করত ভবিষ্য লীলা দেখিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বীর্য্যশালী রণশাস্ত্রজ্ঞ অর্জ্জুন ঐশী তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে ঐ দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিয়া অসাধারণ বীর্য্য-বত্তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এবং সেই মহোল্লাসে স্বয়ম্বরসভাস্থ বিবিধ মঙ্গলবাদ্য জনসকলকে বধির করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া ভীমসেনকে তদীয় পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত করত অনুজদ্বয় সহিত নির্ণীত স্থানে গমন করিলেন।

সুসন্ধানী অর্জ্জুন এইরূপে লক্ষ্য ভেদ করিলে বরণ অভিলাষিণী কৃষ্ণা পুষ্পহার হস্তে তাঁহার অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন এবং দ্রুপদরাজ তাঁহাকে কন্যা দান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানী রাজবৃন্দ বীরমর্য্যাদার অভিমানে মত্ত হইয়া উঠিলেন। "রাজগণ সত্বে রাজর্ষি দ্রুপদ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবেন" এই অসহ্য ব্যাপার তাহাদের হৃদয়ে সহ্য হইলনা। সকলই উভয়কুলের (দ্রুপদ ও ভীমার্জ্জুনের) বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মহাবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক অনুজের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্জ্জুনও বিজয়কারী অস্ত্রবল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কর্ণের সহিত তাঁহার মহারণ উপস্থিত হইল। তখন অঙ্গনাথ অপরিচিত অসদৃশ যোদ্ধার বীর্য্যবল দর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? তুমি পরশুরাম, না পুরন্দর, না উমাপতি মহেশ্বর ছদ্মরূপী হইয়া আমার সহিত অলৌকিক অস্ত্রপ্রাজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছ। দ্বিজেন্দ্র! আমার শাণিত সুতীক্ষ্ণ শর ইন্দ্র অথবা ইন্দ্র-

নন্দন অর্জ্জুন ব্যতীত কেহই, সহ্য করিতে সক্ষম নন; অতএব তুমি অবশ্যই একজন প্রসিদ্ধ মহাবল; নতুবা এই বিজয়কারী বাহুবল কি দুর্ব্বলের পক্ষে সম্ভব ?

অর্জ্জুন কহিলেন, কর্ণ! আমি পরশুরাম, পুরন্দর বা মহেশ্বর নহি; কিন্তু ব্রহ্মতেজে এবং বিপুল ভুজবীর্য্যে পুরন্দরেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাকি; শক্তিধরকেও হীনশক্তি করি এবং সদানন্দকেও নিরানন্দ করিয়া জগতে মহারথি নামে বিখ্যাত হই। মহারথ অর্জ্জুন কর্ণকে এই কথা বলিলে সূর্য্যনন্দন ব্রহ্মতেজ অবিনশ্বর ভাবিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে অজেয় বীর ভীম, অর্জ্জুনের সহানুভূতি করিতে ঘোরতর অমানুষী যুদ্ধ করিয়া শত্রুদল বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৃক্ষপ্রহারে অগণন রাজমণ্ডল আহত হইতে লাগিল। তখন মহাবল শৈল্য তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনিও ভীমসেনের অসহ্য বীর্য্যবলে পরাভূত হইয়া বীরগৌরব পাঞ্চাল নগরীতে নষ্ট করিলেন। তখন ভীমসেন সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, দুর্ম্মদগণ! বীরহৃদয়ে বহুদিন হইতে সমরানল প্রধূমিত হইতেছিল, আজ পাঞ্চালী স্বয়ম্বরে তাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে. আর তোদের নিষ্কৃতির উপায় নাই; তোরা যেমন কালসর্পের মণিহরণ, কেশরীর কেশরাকর্ষণ এবং পতঙ্গ হইয়া দুস্তর প্রশান্ত মহাসাগর লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ তেমনি এই কাল বৃক্ষাঘাতে তোদের চিরগর্ব্ব ক্ষত্রিয় যশ একবারে লোপ করিব। নরাধমগণ! জলবিন্দু হইয়া জ্বলন্ত অনলকে নির্ব্বাণ করিবার শক্তি ধরিবি, ভেক হইয়া ভীমনিনাদী বজ্রের অনুকরণ করিবি? জানিস্ যে লক্ষ্যসন্ধানীর অক্ষয় ধমনীতে বীরশোণিত সতেজে বহমান হইতেছে। ভীমসেন এই বলিয়া বৃক্ষসঞ্চালন পূর্ব্বক রণভূমে ভৈরব নাদ করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও শরবর্ষণে পঞ্চাল নগরীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিলেন কিন্তু ভ্রাতাদ্বয়ের এইরূপ অনুপম পরাক্রমেও রাজগণ ভগ্নোদ্যম হইলেন না পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান বাসুদেব হিতগর্ভ মধুরভাষায় তাঁহাদিগকে ন্যায়প্রবোধ প্রদান করিলে তাঁহারা রণস্পৃহায়

বীতরাগ হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণা সহিত ভীমার্জ্জুনও কুম্ভকার ভবনাভিমুখে চলিলেন। দ্রুপদ কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল ভীমার্জ্জুন কুম্ভকারনিবাসে 'গমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লক্ষ্যকরত কুন্তীকে কহিলেন, মাতঃ! আমাদের ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করুন্।

কুন্তীদেবী কুটীরাভ্যন্তরে ছিলেন; সুতরাং ভিক্ষাশব্দের বিশেষত্ব না জানিয়া কহিলেন, বৎস! ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী পঞ্চভ্রাতায় বিভাগ করিয়া লও। অনন্তর তিনি বহির্ভাগে আগমনপূর্ব্বক রাজবালা কৃষ্ণাকে অবলোকন করত অব্যবহিত পূর্ব্বকথার (যুধিষ্ঠির কথিত পাঞ্চালী স্বয়ম্বর বিবরণের) স্বার্থকতা জানিয়া বিষণ্ণভাবে কহিলেন, বৎস! তোমরা কি কার্য্য করিলে? জয়লব্ধা পাঞ্চালকুমারীকে ভিক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিলে কেন? তোমাদের ধর্ম্ম ভীরু স্বভাব হইতে আজকি মাতৃবাক্য একান্তই লঙ্ঘন হইবে; বৎস যুধিষ্ঠির! আমি বৃদ্ধদশায় তোমাদিগকে কি মাতৃ-অবজ্ঞাপাপে নিমগ্ন করিলাম? তিনি এই বলিয়া যারপরনাই সন্তাপিতা হইলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির, লক্ষ্যভেদী অর্জ্জুনের মন ও ভ্রাতাগণের আন্তরিক ভাব পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, জননি! তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না; পাঞ্চালী আমাদের সকলেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে অনন্তভুবনপতি ভগবান রামকৃষ্ণ কুম্ভকার ভবনে উপনীত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আত্মপরিচয় প্রদান করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাসুদেব! তুমি আমাদের প্রচ্ছন্নবেশ কিরূপে পরিজ্ঞাত হইলে? কোন মহর্ষি, কোন ব্রহ্মর্ষি, কি কোন সর্ব্বজ্ঞ কর্ত্তৃক এই নিগূঢ় অন্বেষণ করিয়াছ? যাহাহউক ভ্রাতঃ! যদুবংশীয়দিগের মঙ্গলত?

কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! লক্ষ্যভেদই পাণ্ডুকুলের প্রধান পরিচয়। মহারথ ব্যতীত লক্ষ্যভেদ কি নির্বীর্য্য জনে সম্ভবে? বিশেষতঃ আমি একজন সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্ব-জ্যোতির্ব্বেদ আমার অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন আমি ধর্ম্মশীলগণকে অবলম্বন করিয়া থাকি; তজ্জন্য স্বভাবই

আমাকে তোমার ধর্ম্মশীল প্রকৃতির প্রাকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রাজন্! পিতামহের অনুগ্রহে আমি চিরসুখী; কিন্তু আত্মীয়ের মনঃকষ্ট হইলে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়া থাকি। বস্তুতঃ আপনার এই মহাকষ্টে আমার যারপর নাই কষ্টকর হইয়াছে। যাহাহউক, এক্ষণে দুঃখশর্ব্বরী অস্তমিত। হরি অবশ্যই আপনাদের এ বিপদ অপনীত করিবেন; আমরাও আপনার সহিত পুনর্ব্বার সুখসম্মিলন করিব। আর্য্য! এক্ষণে আমরা চলিলাম।" এই বলিয়া ভগবান্ রাম-কৃষ্ণ স্বশিবিরে গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া নৈশবিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

সূক্ষ্মদর্শী ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্তরালে ছিলেন; সুতরাং ছদ্মবেশে অজ্ঞাতসারে পাণ্ডবগণকে বিদিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করত রাজসদনে গমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পার্থ-অনুরাগী দ্রুপদ তাহাতে নিঃসন্দিহান না হইয়া লক্ষ্যসন্ধানীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। বিপ্রনিচয় পাণ্ডবপ্রবাস কুম্ভকার ভবনে উপনীত হইলেন। কিন্তু গভীর প্রকৃতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্পষ্টতঃ পরিচয় প্রদান করিলেন না; সুতরাং রাজপুরোহিতগণ আশাচরিতার্থকর বিবিধ প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজদূত উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহাত্মন্! মহারাজ দ্রুপদ আপনাদিগকে লইতে রথ প্রেরণ করিয়াছেন, গাত্রোত্থান করুন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির আর্য্যসুতগণকে বিদায় করিয়া দ্রুপদের আদেশানুসারে স্বজনসহিত পৃথক পৃথক রথারোহণে তথায় গমন করিলেন। এদিকে পাঞ্চালপতি প্রত্যাগত পুরোহিত নিচয়ের মুখেও জামাতৃ পরিচয় না পাইয়া সভাস্থলে কুলপরিচয়জ্ঞাপক বিবিধ কৌতুকপদার্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ রাজসভায় উপনীত হইলেন, কৃষ্ণা ও কুন্তী অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে ভাবী শ্বশুরভবনে আগমন করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক কুলোচিত অস্ত্রবিনোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাজর্ষি দ্রুপদ কহিলেন, মহাবল! আপনারা কে? এবং কোন কুল পবিত্র করিতে নরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নীতিবিশারদ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে কহিলেন, রাজর্ষে! আমি কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এবং এই আমার অনুজ চতুষ্টয় আপনার বিদ্যমানে রহিয়াছে, আর জননী কুন্তী যাজ্ঞসেনীর সহিত অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন।

তখন অধ্যবসায়ী দ্রুপদ অধ্যবসায় গুণে চিরবাঞ্ছিত জামাতৃলাভ নিবন্ধন আনন্দে বিহ্বল হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি চরিতার্থ হইলাম; আজ আমার প্রাক্তন কর্ম্মতরু প্রকৃতই সুফল প্রদান করিল; যে উদ্দেশ্যে লক্ষ্যভেদ পণ, সে আশা আজ সম্পূর্ণ হইল। নরপতি! এখন অনুমতি করুন—যাজ্ঞসেনীকে ফাল্গুনীর হস্তে সমর্পণ করি?

তখন তত্ত্ববিৎ যুধিষ্ঠির স্থবির ভূপতি দ্রুপদকে কহিলেন, রাজন্! আমরা পঞ্চভ্রাতাই রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিব। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমরা মাতৃবাক্যে অবরুদ্ধ হইয়াছি; প্রাণ সত্ত্বে মাতৃবাক্য কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিব না।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সেই অজনশ্রুত পরিণয় কাণ্ড শুনিয়া সপুত্রক পাঞ্চালনাথ চলচ্চিত্ত হইলেন এবং "কি উপায়ে এই নবব্রত ভঙ্গ হইবে" এই চিন্তায় সচিন্তিত হইতে লাগিলেন—নিয়ন্তার অবিনশ্বর নিয়ম—নিয়তি দূত স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সভ্যগণের অভ্যর্থনা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আজ আপনার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখিতেছি কেন? দিগ্বিজয়ী রাজগণ কি আপনার কোন দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে? না আপনি কোন দেশ করদরাজ্য করিতে রাজচক্র সমালোচনা করিতেছেন?

পৃষততনয় দ্রুপদ কহিলেন, ভগবন্! দাস কোন অরি কর্ত্তৃক অর্থনাশকর মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় নাই এবং আমিও রাজোন্নতিকর কোন ভবিষ্য আলোচনায় মনসংলগ্ন করি নাই। দুহিতৃ পরিণয়ই চিত্তবিকারের প্রধান কারণ ঘটিয়াছে। মহর্ষি! না হইবেই বা কেন? এক কামিনীর পঞ্চস্বামী হওয়া কতদূর অসম্ভব প্রস্তাবনা! অতএব ঈদৃশ লোকরহস্যকর এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাবে আমি নিরুৎসাহ না হইয়া কিরূপে স্বভাবের উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারি?

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! এক কামিনীর পঞ্চপতি হওয়া ধর্ম্ম-

বিরুদ্ধ নয়। ইহাও সনাতন ধর্ম্ম। সৃষ্টিকার্য্যের মূলে গৌতমকন্যা জটিলা সপ্ত ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ঋষিকুমারী বার্ক্ষীও দশপ্রচেতার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এ অধ্যায়ে মাতৃবাক্যের সহানুভূতিকর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অতএব অনভিজ্ঞ লোকাপবাদ ভয়ে আমরা কখনই মাতৃ-অসম্মান জনিত পাপগ্রস্ত হইব না।

তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া উভয় পক্ষ (দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী) সহিত নির্জ্জন স্থলে উপবেশন পূর্ব্বক দ্রুপদকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! যুবরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। বহুপরিণয় বস্তুতই পূর্ব্বতন প্রথা। বিশেষতঃ অযোনিসম্ভবা কৃষ্ণা জন্মান্তরীণ তপোপ্রভাবে ভগবান উমাপতি কর্ত্তৃক পঞ্চ পতিলাভের বর প্রাপ্ত হইয়া তৎপরজন্মে অমরলোকে কেতকীনামে পরিচিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু সে জন্মেও উহার কর্ম্মতরু ফলবান হইল না। শিবভাবিনী কেতকী ভৈরবী ব্রতেই কালক্ষেপ করিলেন; তথাচ বালার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পঞ্চ ইন্দ্র (বিশ্বভুক্, ভূতধামা, শিবি, শান্তি, তেজস্বী) আহৃত হইলে দেবকুল গর্হিত অনাচার নিবন্ধন ভগবান ভবানীপতির অভিশাপে তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং নবীন তপস্বিনী কেতকীও তাঁহাদের ভাবীপ্রণয়িনী সূত্রে কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজন্! লক্ষ্মীরূপিণী কৃষ্ণা কেবল পাণ্ডবমোহিনী নন্ এবং পাণ্ডবগণও কেবল কৃষ্ণাবিলাসী নন্। ভূভার হরণের জন্যই ইহাঁরা নরদেহ ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের পূর্ব্বতন কঠোর তপস্যা প্রভাবে ভগবান্ পুরাতন পুরুষ, পাণ্ডব সখারূপে বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধীমান্! হয় না হয় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি—সিদ্ধ সাধকের আশাতীত পাণ্ডবগণের দেবমাধুরী অবলোকন করুন।

মহর্ষি এই নিগূঢ়তম রহস্য ভেদ করিলে পাণ্ডবগণের জন্মান্তরীণ লব্ধ-জ্ঞানে বাসুদেবের প্রতি ঐশী অনুরাগ জন্মিল। মহাত্মা দ্রুপদও দিব্য চক্ষু প্রাপ্তে ঐ পুরাতন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করত কৃতার্থম্মন্য হইয়া শুভদিন পুষ্যা পৌর্ণমাসীতে যুধিষ্ঠির সহিত কৃষ্ণার পরিণয় প্রদান করিলেন; অনন্তর চারি দিবসে অবশিষ্ট ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত পাঞ্চালীর উদ্বাহ কার্য্যসম্পন্ন হইল।

কিন্তু দেবললনা কৃষ্ণা প্রত্যেক বিবাহের পর দিবস দৈবশক্তি প্রভাবে কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদিনে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিনী হইলেন। ফলতঃ মহাসমারোহ ও বিবিধ যৌতুকের সহিত বিবাহকার্য্য পরিশেষ হইলে সমাতৃক ও সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব মহানন্দে পাঞ্চাল রাজপুরে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অমাত্যমণ্ডলীর সহিত তাঁহাদিগের পুনরালাপ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ভগবান নারায়ণের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠিল। নারায়ণ পিতৃস্বস্রীয়গণের প্রীতি নিবন্ধন বিবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন এবং পাণ্ডবগণও ভক্তিপূর্ণ প্রেম শৃঙ্খলে তাঁহার ভক্তাধীন চিত্তকে চির আকর্ষণ করিলেন। ভক্তপ্রিয় বাসুদেব নিত্য ভক্তগত; প্রত্যুত পাণ্ডব বিরহ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি পরিণয় কাণ্ডের অনতিকাল পরেই পাঞ্চাল সাম্রাজ্যে আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সম্মিলন করিলেন।

এ দিকে গৃহাভিমুখী মহীপালগণ জনশ্রুতিতে পাণ্ডুকুলকীর্ত্তি বিদিত হইয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন যার পর নাই হতাশ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিহিংসুক হৃদয়ে পুনরায় পাণ্ডবচিন্তা আবির্ভূত হইল। যাহা হউক "পাণ্ডুবংশ ধ্বংশ হয় নাই" এই অশুভকর সংবাদ তাঁহাকে প্রচার করিতে হইল না। দুরভিজ্ঞ বিদুর ইতিপূর্ব্বে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া "দ্রৌপদী কুরুকুল-গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন" এই উদ্বাহ ব্যাপার ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট প্রকাশ করিলেন; এবং অনিত্য সুখী অন্ধরাজ ঐ সঙ্কেতে পুত্রোৎসবে মত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিদুর কর্ত্তৃক নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আত্মভাব সংগোপন করত বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পাণ্ডবদলিত দলভঙ্গ কৌরব রথীগণ হস্তিনায় উপনীত হইলেন; কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় বীরদর্প নাই, পাণ্ডবশঙ্কা একেবারে ম্রিয়মাণ করিল; সুতরাং দুর্য্যোধন আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া অবিলম্বেই মন্ত্রীসভার অধিবেশন করিলেন। তখন নব্য সম্প্রদায় একবাক্য হইয়া বলিল;—পাণ্ডবমিলন কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়; তাহাদিগকে পুনরাক্রমণ করাই ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য। কিন্তু মহারথী দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতি সভ্যগণ সেই বিঘ্নকর মন্ত্রনার পক্ষ সমর্থন করিলেন না, সুতরাং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাচীন মন্ত্রীগণের

আদেশানুসারে বিবিধ ধনরত্ন সহিত মহাত্মা বিদুরকে পাণ্ডবানয়নে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডব প্রিয়তম বিদুর বিমানারোহণে রাজ-উপহার সহিত পাঞ্চাল রাজভবনে উপনীত হইলেন।

যশস্বী বিদুর দ্রুপদরাজসভায় সমাগত হইয়া সামাজিক সম্ভাষণ বিনিময় পূর্ব্বক পাঞ্চালেশ্বরকে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজর্ষে! "কুন্তী সহিত কুমারগণ বহুদিবস দেশান্তরিত হইয়াছেন," এই বিষাদ তিমির হস্তিনাহৃদয় বহুকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু এখন পাঞ্চালভবনে ত্বদীয় জামাতৃ-পদের সহিত তাঁহাদের পুনরুদয় দেখিয়া অমাত্য নিচয়ের চিরনির্ব্বাণ পাণ্ডব আশা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, কৌরবগণ পাণ্ডবদর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন। মতিমন্! অতএব আপনি স্বপরিজনে পাণ্ডবদিগকে স্বরাজ্য গমনে আদেশ করুন; পাণ্ডবগণের পুনরাজত্বে গতশ্রী কুরুলক্ষ্মী আবার নব-সংস্কৃতা হইয়া কুরুবংশের অক্ষয় হিতবাসনায় কৃতসঙ্কল্প হউন।

ভগবান্ বিদুর এই কথা বলিলে দূরদর্শী দ্রুপদ তাঁহাকে কহিতে লাগি-লেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণ রাজকুমার, বিশেষতঃ বিশাল সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধিপতি, সুতরাং অতুল সম্পদ স্বরাজ্যলাভ ইঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর; কিন্তু দেব! বাৎসল্য স্নেহে আমি বৎসদিগকে বিদায় অনুমতি প্রদান করিতে পারি না; অতএব আপনি কুমারগণকে এবং ভগবান রাম-নারায়ণকে আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করুন; তাঁহাদিগের অনুমতি হইলে আমি অগত্যা অনুমোদন করিতে পারি।

মহারাজ দ্রুপদের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্বশ্রূদেব! দাস পাণ্ডবগণ আপনার একান্ত অধীন, সুতরাং আর্য্য আজ্ঞাই আমাদিগের স্বতঃ স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ অনাথ পাণ্ডবের নাথ রাম-হৃষিকেশ এখানে উপস্থিত আছেন; অতএব আপনাদের হিতৈষীসুযুক্তির উপর পাণ্ডবের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

উদার স্বভাব যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববিৎ বিদুর বাসুদেবের প্রতি প্রেমপূর্ণ সজল দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজ আমি চরিতার্থ হইলাম! সুরবাঞ্ছিত ঐশী করুণায় কুরুপ্রসূতিরাও পবিত্র হইলেন এবং মহা-

বংশ কুরুকুল গোলকবিহারীর দাস বলিয়া এবার চিরকালের জন্য বিখ্যাত হইল। অতএব হে ভবভয়ভঞ্জন! এখন অকিঞ্চনের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে আপনি প্রসন্ন হইয়া সুকুমার পঞ্চপাণ্ডবকে স্বদেশগমনে আদেশ করুন।

অনন্তর বিশ্বরাজ্যেশ্বর বিভু নারায়ণ বলিলেন, বিদুর! পাণ্ডবগণের দেশগমন আমারও বাঞ্ছনীয়, প্রত্যুত "ইহাঁরা পুনরায় লব্ধসর্ব্বস্ব হয়েন" ইহা সরল হৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রেত। অতএব স্বজন সহিত পাণ্ডবকে লইয়া আমরাও হস্তিনাগমনে প্রস্তুত হইতেছি। ভগবান দৈবকীনন্দন এই কথা বলিলে দ্রুপদ পাণ্ডবগমনোপযোগী দ্রব্যনিচয় ও অভূতপূর্ব্ব যৌতুক আয়োজন করিয়া পাঞ্চালী সহিত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক অনাদি ক্ষয়োদয় রহিত নারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

নমস্তে জগতপতি, নিরঞ্জন নিরাকৃতি,
অনন্ত ভুবন গতি, পরম নির্ব্বিকার ;
সত্যজ্ঞানী গুণময়, ত্রিগুণ তোমাতে লয়,
আগম পুরাণে কয়, তুমি সারাৎসার।
তুমি দেব চিরোদয়, নাহি তব ক্ষয়োদয়,
মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়, ভাবি ঐ শ্রীচরণ ;
কৈবল্য ধামে শ্রীপতি, লইয়ে পরা প্রকৃতি,
লভহে ব্রহ্ম সুষুপ্তি, অনাদি সনাতন।
তত্ত্বাতীত তত্ত্ব তুমি, অনাদি অন্তরযামি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বামী, ভব ভার হরণে ;—
গোলক-বিহারী হরি, ত্যজিয়া গোলকপুরী,
ধরিলা নব মাধুরী, বিনশ্বর ভুবনে।
নীলোৎপল প্রভাশ্যাম, নব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
করে বংশী অনুপম, রাধা নাম সাধিত ;
চূড়া শিখিপুচ্ছময়, গলে বনমালাচয়,
শ্রুতিতে কুণ্ডলদ্বয়, সৌদামিনী গঞ্জিত।
নয়ন আনন্দকর, বাল্যবেশ মনোহর,

তোজে ওহে গদাধর, চক্রধর এখন ;
ভব পার কর্ত্রী যিনি, শক্তিপরা রাধারাণী,
তাঁরে ক'লে অনাথিনী, হে পতিতপাবন !
জন মন মোহকরী, তোমার ঐশী চাতুরী,
বুঝিতে নারি মুরারি, অবিদ্যার ছলনে ;
কিন্তু এই জানি ধ্রুব, লইলে আশ্রয় তব,
রাখ তারে হে মাধব, পদাশ্রয় প্রদানে।
এই হৃদে করি আশ, তব পদে শ্রীনিবাস,
সঁপিল পাণ্ডবে দাস, সহ কৃষ্ণা কুমারী ;
ক্ষমি দোষ পদে পদে, দিয়ে স্থান রাঙাপদে,
ত্রাণ করিও বিপদে, হে বিপদনিবারি !

মহাত্মা দ্রুপদ এইরূপে বিবিধ স্তুতি করিয়া, ভগবান নারায়ণকে পাণ্ডবগণের অনুসঙ্গী করত স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান রাম-কৃষ্ণ ; বিদুর, পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী কৃষ্ণা ও প্রভৃত সৈন্য সেনাপতি সহিত রথারোহণে হস্তিনা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন ভীষ্ম প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় পাণ্ডবগণের পুনরাগমনে হর্ষাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের অমাত্য মণ্ডলীতে ঘোরতর বিষাদ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল ;—স্বভাবের ভাব ব্যবহারেই প্রকাশ পায় ;—সুতরাং দূরদর্শী কুরু-সভ্যগণ (ভীষ্ম দ্রোণাদি) দুর্য্যোধনকে একান্ত জ্ঞাতিহিংসুক জানিয়া সপরিজন পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সদাশয় যুধিষ্ঠির ভবিষ্য কুশলকর এই সুযুক্তিতে অনুমোদন করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থের নবপ্রস্তুত সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মহাসাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থকে ইন্দ্রনগরীর ন্যায় অতুল যশস্বী করিয়া তুলিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ নবরাজধানী খাণ্ডবপ্রস্থের ইন্দ্রপ্রস্থ নাম প্রদান করিয়া মহাত্মা বলরামের সহিত কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করত পরিশেষে উভয়ে দ্বারকানগরে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ পার্থিব বাসবের ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি

নারদ আসিয়া উপস্থিত—মহাজ্ঞানী নারদ উদারস্বভাব ও জনহিতৈষী ছিলেন; সুতরাং তিনি পাণ্ডবগণের ভাবী ভ্রাতৃভেদ (একস্ত্রীতে পঞ্চজনের সহবাস নিবন্ধন ঈর্ষা) অপনোদনের জন্য পরস্পরার স্ত্রীসঙ্গ নিয়ম (এক ভ্রাতার সহিত দ্রৌপদী গৃহ মধ্যে থাকিলে অন্য ভ্রাতা যদ্যপি অজ্ঞাতসারে দম্পতির বিলাস ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ সেই গৃহে উপবিষ্ট হন তাহা হইলে তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনগামী হইবেন) স্থির করিলেন। ভ্রাতাগণও সেই নিয়মে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিদায় হইলে পঞ্চ ভ্রাতা কৃত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কঠোর নিয়ম সহনা অর্জ্জুনের পক্ষেই পর্য্যবসিত হইল—একদা একজন দস্যু নাগরিক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করিয়া পলায়ন করিলে ব্রাহ্মণ ঐ দস্যু দলন জন্য অর্জ্জুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় অর্জ্জুন বদ্ধ পরিকর হইয়া দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির অস্ত্রাগারে থাকা নিবন্ধন অস্ত্র সংগ্রহ চিন্তায় সচিন্তিত হইলেন; কিন্তু সে চিন্তায় ভাবী বনবাসী অর্জ্জুনের কোন ফলোদয় হইল না। ইন্দ্রনন্দন অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা অস্ত্রভবনে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রগ্রহণ করত গোধনাপহারী দস্যু দিগকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের হৃত গোধন প্রত্যানয়ন করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাব্রত সত্যপালন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। তিনি যুধিষ্ঠির প্রভৃতি স্বজন বর্গের সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া বনচর্য্যায় দীক্ষিত হওত বনবাসে গমন করিলেন। যাত্রাকালে প্রভূত সিদ্ধর্ষিগণ তাঁহার অনুযাত্রী হইলেন। পাঠক! এক্ষণে দুর্য্যোধন কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত; অতএব "প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং" এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতে হস্তিনামশানে গমনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ ও অর্জ্জুনের বনবাস পর্ব্ব; কুরুবংশে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর নাম অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

নবম সর্গ।

হস্তিনা মশান—শাম্ব মোচন।

(ঐশী পরাক্রম)

"প্রাণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং।"

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই পুরাপ্রবাদ আর্য্যসুতের চির আদরণীয়—যদুকুলতিলক প্রধান পুরুষ বাসুদেব-কুমার শাম্ব, কৌরব-দুহিতা লক্ষণাহরণ উপলক্ষে হস্তিনাপ্রদেশীয় মহামশানে আর্য্যপালিত পুরা-প্রবাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন—অনঙ্গমোহিনী লক্ষণা দুর্য্যোধনের ঔরসে ভানুমতীর গর্ভসম্ভূতা হইয়া ক্রমে ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে কুরুনাথ তাঁহার স্বয়ম্বর দিন স্থির করিয়া আসমুদ্র পৃথিবীর সমস্ত রাজগণকে আমন্ত্রণ করিলেন—শুভদিনে স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন হইল—কুরুকুমারী সুরসুন্দরী-বেশ ধারণ করিয়া সভামধ্যে উপনীত হইলেন; ভানুমতী তনয়ার ভানুনিন্দিত মোহনকান্তি নৃপকুলকে মদনাহত করিয়া তুলিল। জাম্ববতী কুমার শাম্ব ও ফুলধনুর অব্যর্থ সন্ধানে অধীর হইয়া উঠিলেন;—তিনি মহর্ষি নারদের মুখে লক্ষণা বর্ণন শুনিয়া কন্যালুব্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। কামিনীর কমনীয় কান্তি তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলে সহায়শূন্য যাদব, জীবন সঙ্কল্প করত লক্ষণাকে রথে উত্তোলন করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন—অগণন অস্ত্ররাশি শাম্ববিদ্রোহে হাসিয়া উঠিল—রথীগণ চতুর্দ্দিক হইতে মহারথী কুমারকে আক্রমণ করিলেন। বলীশ্রেষ্ঠ যাদব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুহূর্ত্তেকে অরাতিগণকে পরাজিত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বীরকেশরী কর্ণের হৃদয়ে সেই শৈশব সিংহনাদ সহ্য হইল না।

বীরেন্দ্র, উপেন্দ্রনন্দনের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া মহাশর ইন্দ্রজালে তাঁহাকে পাশবন্ধন করত রাজসদনে আনয়ন করিলেন—অভিমানী হৃদয়ে ক্রোধের অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল—মহামানী দুর্য্যোধন যদুবংশীয় কর্তৃক লক্ষণাহরণ অবগত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি কন্যাপহারীর শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি করিলে নিষ্ঠুর দুঃশাসন কঠিন মুষ্টিতে শাম্বের কেশাকর্ষণ করত দক্ষিণ মশানে লইয়া উপনীত হইল।

বীরপ্রভ শাম্ব মশানে নীত হইয়া স্থানীয় ভীষণতা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—উঃ কি বিসদৃশ দৃশ্য! কি ভয়াবহ স্থান! মশান ভূমি যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত নগর! না হইবেই বা কেন? পুঞ্জ পুঞ্জ কবন্ধ স্তূপ কালশয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে। স্কন্ধহীন নরমুণ্ডমালায় রক্তধার বিগলিত হইতেছে! একি? পঞ্জর শেষ অর্দ্ধবিগ্রহের অদ্ভুত ধরাশয়ন এবং মাংসহীন শবশির-বিকৃতি দর্শন করিয়া হৃদয়শোণিত যে পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে! উঃ এদিকে আবার কি? একবারে যে রক্তপ্লাবন! না, সুধুই রক্ত প্লাবন নয়, অসংখ্য অসংখ্য শব খণ্ড রুধিরাক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! পূতিপ্রিয় কীট সকল গলিত মাংস ভেদ করিয়া উঠিতেছে! পলিত দেহ, খেচর-ভূচর মাংসাশীদের তাড়নে যেন দানবাকার ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে! আবার শিবাগণের অশিব নাদ যেন মৃত্যুদেবের জয়ধ্বনি করিয়া মশান ভূমি আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে! যাহা হউক, বিধিআমার প্রতি প্রতিকূল হইয়া একান্তই বুঝি আমাকে এই কবন্ধকুল প্রতিবেশী করিলেন! আমি রমণীনিধি হরণ করিতে আসিয়া জীবন নিধি হারাইলাম! লক্ষণার অলক্ষণ স্বয়ম্বর আমার বিরুদ্ধেই প্রতিপন্ন হইল! ভাল, তাহাতেই বা শঙ্কার কারণ কি? নশ্বর জীবন অবশ্যইত একদিন কাল শাসনে নিঃশেষিত হইবে। কাপুরুষেরাই আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া বীরব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া ভীরুতার কলঙ্ক স্তূপ বহন করে; এবং চরম কালের পরম পথ দেখিতে জন্মের মত অন্ধ হয়। কিন্তু যদুবংশীয় শাম্বের তাহা কর্ত্তব্য নয়। সাহসের অক্ষয় কবচ পরিধান করিয়া হাস্যমুখে কালের কঠোর দণ্ড আলিঙ্গন করা উচিত, এবং এ সময়ে শিবময়ী তারা আরাধনা করাই সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়স্কর। মহাত্মা শাম্ব এই

ভাবিয়া মনে মনে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে বরদে! হে মোক্ষদে! হে শক্তিপরা অব্যাকৃতগুণময়ি দেবি! হে ব্রহ্মাশ্চর্য্য স্বরূপিনি! হে ভবভয় নিবারিণি! হে দুর্গমে ত্রাণ কারিণি দুর্গে! হে হর-হৃদি-বিহারিণি! হে কুলকুণ্ডলিনি! হে শবশির শোভা ধারিণি কালিকে! তোমার চরণ প্রান্তে দাসের অসংখ্য নমস্কার। মাতঃ! তুমিইসতী, তুমিই জগদ্ধাত্রী, তুমিই ধরিত্রীরূপে ভবমণ্ডলের আধার রূপিনী হও; তুমি মূলাধারে, তুমি শতদলে, তুমিই সহস্রদলে নিত্যরূপিনী হইয়া চিদানন্দময় আত্মার সহিত বিরাজ করিতে থাক। তুমিই মহাসৃজন হইতে মহেশ্বরী মায়া প্রভাবে প্রকাণ্ড জগৎকে অখণ্ড বন্ধনীতে অবরুদ্ধ কর। তন্ত্র, মন্ত্র ও বেদান্ত প্রণেতারা তোমাকে ওঁকার রূপিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি ব্রহ্মকল্পে মহাসৃজনে, পাদ্মকল্পে মধুকৈটভ নাশনে এবং বরাহকল্পে ধরা উদ্ধারণে পরমব্রহ্মের সহানুভূতি করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর স্থূল রূপে প্রকাশ হও। তুমি আদি বিদ্যা হইয়া দশ মহা-বিদ্যারূপ ধারণ করিয়া থাক। সনাতনি! শক্তিরূপিনি! শিব সীমন্তিনী অম্বিকে! তুমিই চামুণ্ডে, তুমিই কৌশিকী তুমিই সাবর্ণীক মন্বন্তরে রক্তবীজ নাশিনী নাম ধারণ কর। ভববন্ধনে মুক্ত হইতে ত্রিতাপীগণ তোমারই আরাধনা করে; তুমি প্রণব রূপিনী হইয়া জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। অতএব দুঃশাসন হস্ত হইতে ভয়-ভীত যদুনন্দনকে ঐ অভয় পদে স্থান দাও। মাতঃ ভদ্রকালি! নৃত্যকালি! দক্ষিণাকালি! পরম কালিকে! লীলাস্থলে তুমিই একমাত্র মুক্তি প্রদায়িনী; ভবার্ণবের ভয়নিস্তারিণী বলিয়া ভব তোমাকে উপাসনা করেন। দীন হীন তোমার চরণ তরি আরোহণে ভীম বৈতরণী অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

মহাত্মা শাম্ব এইরূপ একান্তমনা হইয়া হৃদয়পদ্মে ভবকর্ত্রী ভগবতীর ধ্যান করিতে লাগিলে ঘাতকরূপী দুরাত্মা দুঃশাসন খড়্গ হস্ত হইয়া কহিতে লাগিল, রে দুর্জ্জন! রে কুল কজ্জল! তোর বীর্য্যহীন হৃদয়ে এতদূর সাহস! তুই মহীলতা হইয়া অহিকুল বাঞ্ছিত মণি, ভূষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলি? ভবদর্পদলী কৌরবগণ যে চিররণজয়ী তাহাকি তুই জনশ্রুতিতেও শুনিস্ না? পামর! কুরুবংশের অস্ত্রের মুখে ক্ষুধার্ত্তকাল চির লোলরসনা বিস্তার করিয়া

থাকেন; আমরা অমরগণকেও দমন করিয়া শমনের তৃপ্তি সাধন করি। তুই ক্ষুদ্রজীব হইয়া এমন অস্ত্রাজীবকুলরত্ন হরণ করিতে যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলি, তেমনই এই প্রচণ্ড খড়্গের আঘাতে তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর্।

ঘাতক বেশী দুঃশাসন এই বলিয়া অসিহস্ত হইলে অকুতো সাহসী শাম্ব গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রে অধম! রে কুরুকুল কিরাত! তোর বীরদর্পে, তোদের রাজকুল গৌরবে সহস্র ধিক্। যদুনন্দন আজ বদ্ধভুজ বলিয়াই তুই নির্ভয়ে অরিকুল ত্রাস বীর নিন্দায় কৃতকার্য্য হইলি। কিন্তু জানিস্? অদৃষ্ট চক্রের তীক্ষ্ণধারে শাম্ব বীর ইতিপূর্ব্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল শাম্ব বীরের প্রতিবিম্বই প্রিয়বন্ধু অসি বিনোদনের জন্য বধ্যভূমে বিদ্যমান আছে। পাপাশয়! বাসুদেব তনয় যদি নিশ্চয় জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সূতাধমের অস্ত্র, না তোর হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে? মূঢ়! নীচপ্রকৃতির ন্যায় বাগাড়ম্বর করিস্ কেন? আমাকে তৎপর বিনাশ কর, আমি অসি অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া লক্ষণা আলিঙ্গনের সুখানুভব করি; আর রাজপুত্রের কিরাত কলঙ্ক এবং প্রেয়সীর বৈধব্যসীমন্ত কুরুবংশে বহুকাল জাজ্বল্যমান করিয়া রাখি।

এদিকে ধর্ম্মনন্দন, লক্ষণা-হরের প্রাণদণ্ড আদেশ শুনিয়া দুর্য্যোধনের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রার্থনা করিলে কুরুপতি কৃষ্ণনিন্দার সহিত শাম্ব চরিত্র কহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কৃষ্ণ বিদ্রোহী হইতে নিবারণ করিলে মদগর্ব্বী কুরুকুমার তাহাতে অনুমোদন করিলেন না—কৃষ্ণগত পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠের পক্ষে কৃষ্ণ বৈরতা অসহ্য হইয়া উঠিল—তিনি শাম্ব মোচনের জন্য বৃকোদরকে আদেশ করিলেন। মারুতি ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তে মুহূর্ত্তেকে মশানভূমে উপনীত হইয়া লক্ষণাপ্রেমিকের অঙ্গপাশ ছিন্ন ভিন্ন করত তাঁহাকে দুঃশাসনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে পরিমুক্ত করিলেন। কিন্তু সহসা এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া উভয়-মনে অত্যাশ্চর্য্য সমুদ্ভূত হইল!

অনন্তর দুঃশাসন, পরাক্রমী ভীমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৃকোদর। এই কি তোমার কুলোচিত কার্য্য? গৃহকলঙ্ক অপনোদন করিতে তুমি আবার প্রতিবন্ধক? কুল মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতি বৈরতা স্মরণ

করিলে! ছাড়, সত্বর ছাড়, পাপাত্মাকে কৃতান্ত নগরে প্রেরণ করি।

মহাবীর ভীম, শাম্ব নিধনে দুঃশাসনকে পুনরুদ্যত দেখিয়া তাহাকে ভৈরব রবে কহিলেন, কি বলিস্? তুই কুমারকে বিনাশ করিবি? স্বপ্ন দেখিতেছিস্ নাকি? একে কৃষ্ণের কুমার, তাহাতেআবার আমার রক্ষিত। অতএব তুই কোন্ ছার, ত্রিসংসার বিপক্ষ হইলেও কি ইহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে? বর্ব্বর! ধন্য তোদের রাজবুদ্ধি! কুলকন্যাকে অন্যপূর্ব্বা করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিবার পরিচয় দিতেছিস্? তোদের বুদ্ধি বৃত্তিতে সহস্র ধিক্। এখন দেখ্, বলাধিক ভীমসেন কুমারকে লইয়া অগ্রসর হইল, ক্ষমতা থাকে আক্রমণ কর্। কিন্তু স্মরণ করিস্! বিগত পাঞ্চালী স্বয়ম্বরে এক বৃক্ষ সহায়ে লক্ষ রাজার কি দুর্গতি করিয়া তুলিয়াছিলাম!

মহাবল ভীম এইরূপে শাম্বকে মোচন করিয়া রাজভবনে উপনীত হইলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ নন্দনের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং অন্ধরাজনন্দন দুর্য্যোধন যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন—গৃহ বিচ্ছেদ আবার নবীভূত হইয়া দাঁড়াইল—কুরুকুল শেখর, বৃকোদরের নিকট হইতে শাম্বকে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিতে ভ্রাতৃগণের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু সে আশা অযত্নসুলভ হইল না; গদাপাণি ভীমের প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া কৌরবগণ বাহিনী সজ্জা করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি সুধীগণ শুভ কার্য্যে গৃহভেদ ভাবিয়া রণ সজ্জা নিবৃত্ত করত "সুকুমার যাদব আপাততঃ গাঙ্গেয় নিবাসে সুখপ্রদ শান্তিকারাগারে থাকিবেন" কুরুপাণ্ডবের সম্মান সূচক এই যুক্তি স্থির করিলে শাম্ববীর হস্তিনাভুবনে শান্তিকারাবাস আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

মহাত্মা শাম্ব এইরূপে কারাগ্রস্ত হইলে মহর্ষি নারদ দ্বারকাভুবনে দ্বারকাপতি কৃষ্ণের নিকট শাম্ববিবরণ বর্ণনা করিলেন। ভগবান্ কেশব, মহর্ষির মুখে শাম্ববন্ধন শ্রবণ করিয়া কৌরব বিনাশে কৃত নিশ্চয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অসংখ্য যাদব রথীগণ রণ সজ্জা করিতে লাগিল। তখন পুরুষোত্তম বলরাম, শাম্ব উদ্ধার উপলক্ষে নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রিয়তম দুর্য্যোধনের জীবনী অমঙ্গল জানিয়া শ্রীপতিকে সান্ত্বনা করত শাম্বমোচনে স্বয়ং গমন করিলেন।

অদ্বৈত পুরুষ বলদেব এইরূপে দ্বারকা হইতে হস্তিনা প্রান্তরে রথাবতরণ করিলেন এবং জনৈক সৈনিক পুরুষের প্রতি দৌত্যভার প্রদান করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি সত্বর হস্তিনা রাজভবনে যাও, এবং আমার আগমন জানাইয়া যদু-কুমার ও যদুকুলবধূ সহিত দুর্য্যোধনকে এখানে আসিতে অনুমতি প্রদান কর।

দূত যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত কুরু সভায় উপনীত হইয়া দুর্য্যোধনকে রাম-আদেশ জানাইলে কুরুপতি, যদুপতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক বীর দর্প প্রকাশ করিলেন। তখন বৃষ্ণি-দূত, অন্ধরাজপুত্র কর্ত্তৃক এই রূপে অপমানিত হইয়া বলরামের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! অন্ধরাজ তনয় কি জ্ঞানান্ধ! আপনার অনন্ত শক্তির বিরুদ্ধেও বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিল! নরাধম ত্বদীয় বাক্যে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল না। বরং এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, যেন একরথী দুর্য্যোধন দ্বারকানগর শাসনের জন্যই কৌরবরাজরূপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অনন্ত শক্তিমান বলদেব দূতমুখে আত্ম নিন্দা শ্রবণ করিয়া নিষ্কৌরবা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া উঠিলেন, ক্রোধ সহকারে তাঁহার রাজীব লোচন হইতে অনলকণা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বহন্তা হলায়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন—অধমের এতদূর অহঙ্কার! আমার বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন? আমি অকালে মহাকাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপ্রলয় করিতে পারি! দ্বাদশ ভাস্করের করাপেক্ষ্য না হইয়া ব্রহ্মতেজে ভূলোক সহিত ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে সক্ষম হই! নিশ্বাস প্রবাহে প্রবল প্রবাহিনীর গতিরোধ শক্তি ধারণ করিয়া থাকি! ঘর্ম্মজলে সাকার বিশ্বকে নীরাকার করিবার বীর্য্যবল ধারণ করি! যাহাহউক, এই মুহূর্ত্তে হলতাড়নে বিশাল ভূমি হস্তিনা সমুদ্রজলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তিনি এই বলিয়া হস্তিনাভূমে হল প্রবেশ করাইলে পঞ্চযোজন কুরু জাঙ্গল হলমুখে উৎপাটিত হইয়া উঠিল, এবং নাগরিকগণের মুখে হাহাকার শোকের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহাত্মা হলধর এইরূপে ঐশী পরাক্রম প্রকাশ করিলে দ্রোণ, কৃপ,

অশ্বত্থমা ও কুরু-পাণ্ডবগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ভক্তি সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং মহাত্মা ভীষ্ম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি জগৎপতি, আপনিই সর্ব্বশক্তিমান্। কেবল নরলীলা সাধনের জন্যই বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া দয়াময় নামের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব চিরদাসকুরুকুলের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করুন্। বিশেষতঃ হস্তিনাস্থিত ত্বদীয় পুত্র-পুত্রবধূর কল্যাণে নাগরিকগণকে নগর ভিক্ষা দিন্; কুমার শাম্বের সহিত বৎসা লক্ষণাকে সমর্পণ করিতেছি। সুধীবর ভীষ্ম এইরূপে স্তুতিবাদ করিলে কামপাল প্রসন্ন হইয়া অস্ত্র সম্বরণ করিলেন, কিন্তু মহানগর হস্তিনা তদবধি বক্রভাব হইয়া রহিল। যাহা হউক, মহারাজ দুর্য্যোধন মহাসমারোহে শাম্বকে কন্যা সমর্পণ করত বিবিধ যৌতুক সহিত যুবকদম্পতিকে বলরামের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন সলজ্জিত শাম্ব নতশিরে বলরামের নিকট দণ্ডায়মান হইলে নীলাম্বর, পীতাম্বরতনয়কে আলিঙ্গন করত কহিতে লাগিলেন;—

কেন বৎস মলিন বদন?
বীর ব্রতে রত যেই, ভারতে ভার ত সেই,
জয়াজয় দৈব নিবন্ধন।
রণদেবী নহে চিরকূল:
কেশরী বিক্রম নরে, বাধ্যকরে বন্যনরে
নিক্ষেপিয়া মৃত্তিকা বর্ত্তুল।
কিন্তু বৎস বীরের কারণ;
সেও বীরত্বের হার, যদ্যপি প্রকৃতি তার,
বীর ধর্ম্ম না করে হেলন।
হেন বীর তুমিহে বীরেশ!
করিয়া তুমুল রণ, রাখিলে কুলের পণ;
অস্ত্র না হেরিল পৃষ্ঠ দেশ।
আরো দেশে রহিল উপমা;
পড়ি মহাপাশ বাণে, পশিলে কুরুমশানে,

প্রকাশিলে তৈজস অসমা।
যে কুলের অসি কুলাচার;
অবশ্য সে জনভবে রণভূমিশায়ী হ'বে,
অসার বন্ধন কোন ছার।
সে ভীরু সহস্র ধিকতারে;
অস্ত্রের আগ্নেয় কোলে, বিরাম লইতে ভোলে,
ভয়ের দাসত্ব যেবা করে।
মহামূল্য স্বাধীনতা ধন;
সেরত্নে বঞ্চিত হ'য়ে, অকিঞ্চিত দেহ ল'য়ে
অপযশ বাঞ্ছে কি সুজন?
সে সাহসে তুমি হে সাহসী;
শৈশব বিক্রম ভরে, প্রবেশি কুরু নগরে;
হরি নিলে কৌরব রূপসী।—
যদু কুলে কুল কুণ্ডলিনী,
বীর পুত্রবল হেরি, বাজাইলা শান্তি ভেরী;
চল হরিকুল বীরমণি।

অনন্তর মতিমন্ বলরাম কুরুকুলের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রবধূ সংহতি দ্বারকানগরে গমন করিলেন। এদিকে হস্তিনা হইতে বিদেশীয় রাজগণ এবং পাণ্ডব নিচয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব ভবনে উপনীত হইলেন। পাঠক! এক্ষণে পাণ্ডব সংবাদে "বিনা যত্নেন কিং লভেৎ?" এই কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বারকা প্রান্তরে চলুন্।

ইতি; হরিবংশে উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় স্বত্রে কুরুবংশে
শাম্ব মোচন নাম নবম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

দশম সর্গ।

দ্বারকা প্রান্তর—সুভদ্রাহরণ।

(যৌবন বিকার)

" বিনা যত্নেন কিং লভেৎ ? "

ভবিষ্যফল চিরদূরস্থায়ী; স্বাভাবিক চেষ্টাই তাহার সাধারণ আকর্ষণা—তৃতীয় কৌন্তেয় অর্জ্জুন, যদুকুল কেশরী বাসুদেবের পরম প্রিয়তম হইলেও তিনি কুল ধর্ম্মের বন্ধনী অবলম্বন করিয়া বহুযত্নে বৃষ্ণিবংশ অলঙ্কৃতা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন—মহাবীর অর্জ্জুন বনচর্য্যা অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজেন্দ্রগণ সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহির্গত হইয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিলেন; এবং কতদিনে গঙ্গাদ্বারে উপনিবেশকরত অগ্নিহোত্র ব্রতী হইয়া রহিলেন—প্রকৃতির গতিই পৃথক—নবীন তাপস অর্জ্জুনকে দেখিয়া নাগবালা উলুপীর যৌবন বিকার আবির্ভূত হইল। অর্জ্জুন, অবগাহন কালে ঐরাবত বংশীয়া মহানাগিনী কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করিলেন, এবং অনঙ্গ পীড়িতা কৌরব নাগবালাকে সহধর্ম্মিনী করিয়া সর্পলোকে একরাত্রি অতিবাহিত করত বিদায় হইলেন। বিদায়কালে কৌরবনন্দিনী; "কৌরবনন্দন, জলচর মাত্রের অজেয় হইবেন এবং সকলেই তাঁহার বশীভূত হইবে " এই দুই বর প্রদান করিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ; বর, ও বর বর্ণিনীর অনুরাগ লভ্য করত একাই পুনরাবর্ত্তন করিলেন, এবং সহচরগণকে সকল অবস্থা বলিলেন—ক্রমে ভ্রমণ বাসনা অন্যদিকে পরিচালিত হইল—বহু সঙ্গী পার্থ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমাচল প্রদেশস্থ অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত, ও ভৃগুতুঙ্গপর্ব্বতে অনেক

ব্রহ্মবিত্ত প্রদান করিলেন, এবং হিরণ্যবিন্দু প্রভৃতি তীর্থ হইয়া পূর্ব্বদেশীয় তীর্থ (নৈমিষারণ্যবাহিনী উৎপলিনীনদী, নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, মহানদী, গয়া, গঙ্গা, ও অঙ্গ-বঙ্গ এবং কলিঙ্গ দেশস্থ সমস্ত তীর্থ) পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু সহচর ব্রাহ্মণগণ কলিঙ্গ রাজ্য হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুন্তীকুমার অল্পসঙ্গ্য হইয়া কলিঙ্গ প্রদেশ ও মহেন্দ্র পর্ব্বতাদি অতিক্রম করত সাগরসঙ্গম দর্শনানন্তর মণিপুরে উপনীত হইলেন—মণিপুর অপূর্ব্ব মণির আকর—মণিপুরপতি চিত্রবাহনরাজবালা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনের ইন্দ্রিয় নিচয় বিমোহিত হইয়া পড়িল, কৌরবশ্রেষ্ঠ, মণিপুর অধিপতির নিকট চিত্রাঙ্গদা প্রার্থনা করিলেন।

চিত্রবাহনের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ প্রভঞ্জন হইতে ভগবান্ মহাদেবের বর প্রভাবে এই বংশ ক্রমান্বয়ে একপুত্র প্রসবিনী; কিন্তু দৈব গতিকে রাজমহিষী এক কন্যা প্রসবিনী হইলে রাজা তাহাকেই পুত্রিকাকরিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইন্দ্রতনয়কে তাহা অবগত করাইয়া চিত্রাঙ্গদা সম্প্রদান করিলেন—প্রণয়ের প্রবল আকর্ষণী—চিত্রাঙ্গদাবিলাসী অর্জ্জুন তথায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া ঔরস্য পুত্রের বভ্রুবাহন নাম স্থাপন করত পুনরায় তীর্থ যাত্রী হইলেন এবং সমুদ্র-প্রদেশে "সৌভদ্র, আগস্ত্য, সুপাবনপৌলম, অশ্বমেধ ফলপ্রদ-সুপ্রসন্ন কারান্ধম এবং ভরদ্বাজ" এই পঞ্চ তীর্থে অবগাহন করত শতবর্ষব্যাপী গ্রাহরূপিনী "বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বদ্বুতা ও লতা" এই পঞ্চাপ্সরাকে শাপ বিমুক্ত করিলেন—চিত্রাঙ্গদার পুনরায় শুভদিন ফিরিয়া আসিল—ধনঞ্জয় ভ্রমিতে ভ্রমিতে আবার মণিপুরে উপনীত হইলেন এবং তথায় কিছু দিন প্রণয়িনীর প্রণয় উপভোগ করিয়া তীর্থ বিলাস পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন—বিরহ সতেজে বিচ্ছেদ করিল—ফাল্গুনী, প্রেয়সীর প্রেমবন্ধনী শিথিল করিয়া পুনরায় তীর্থবাসে চলিলেন এবং গোকর্ণ প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসতীর্থে উপনীত হইলেন। তখন ভগবান্ কেশব, "অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে আসিয়াছেন" এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে অর্জ্জুন-মিলন করিলেন—উভয়ে যারপর নাই আনন্দিত—কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভাস তীর্থে কিয়ৎকাল একত্র বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তরবৃষ্ণিবংশীয় উৎসব

ক্ষেত্র রৈবতকপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং অল্প সময়মধ্যে তথা হইতে মহাসমারোহের সহিত দ্বারকানগরে আগমন করিতে লাগিলেন;—অর্জ্জুন-বিনোদনের জন্যই নারায়ণ আদেশে দ্বারকা জনপদ সুসজ্জিত হইয়াছিল, সুতরাং ইন্দ্রনন্দন, বসুদেব নন্দনের অসীম সৌজন্যতায় অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত দ্বারকা ভবনে গমন করিলেন—শৈলোৎসব ইহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত হইল—দ্বারকা অধিবাসীগণ পার্ব্বতীয়-বিলাস সাধনের জন্য রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন, কৃষ্ণার্জ্জুনও তৎকালে তথায় উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহোৎসব পরিশেষ হইলে বৃষ্ণিভোজ ও যদুবংশীয়গণ সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, রাজীবলোচন পার্থ, জনার্দ্দনও দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন—যৌবন বিকার এই সময়েই উপস্থিত—গৃহ-গামিনী সুভদ্রার প্রতি অর্জ্জুনের প্রেমদৃষ্টি পড়িল। কুরুশ্রেষ্ঠ চিত্রপুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আদি অন্তহীন ভগবান্ কেশবকে ভদ্রার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—হাস্যরসের মৃদুতরঙ্গ উঠিল—বাসুদেব ধনঞ্জয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে ভণ্ডতপস্বী বলিয়া উপহাস করত সুভদ্রার প্রকৃত পরিচয় (চারণের সহোদরা ও তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী) বলিয়া অর্জ্জুনের অভিলাষ জিজ্ঞাসু হইলে সব্যসাচী তাহাতে সুভদ্রার পাণি-গ্রহণ সূচক সম্মতি প্রকাশ করিলেন;—জগবন্ধুর হৃদয়ে বন্ধুবিনোদন চিন্তার প্রকাণ্ড প্রতিবিম্ব পড়িল—তিনি অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণের উপদেশ প্রদান করিলেন, ফাল্গুনীও অগ্রজের নিকট হইতে সুভদ্রা হরণের অনুমতি আনাই-লেন—নিগূঢ় রহস্য কিছুদিন পর্য্যন্ত সাবধানের গভীর হৃদয়কন্দরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে রহিল।

অনন্তর সুভদ্রার স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত হইলে কুলোচিত শৈলার্চ্চনা নিবন্ধন বিশ্ববিমোহিনী ভদ্রা রৈবতক গিরির অর্চ্চনা করিতে গমন করিলেন—আশা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল—অর্জ্জুন, কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ত্বদীয় রথারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়াচ্ছলে দ্বারকাপ্রান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ভূখণ্ডের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—যদুপতির দ্বারাবতী কি

মোহনীয় প্রদেশ! ভগবান্ মর্ত্ত্যভূমে যেন একখানি চিত্র বিচিত্রিত নূতন উপদ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন! চতুর্দ্দিকে নীল তরঙ্গমালী অগাধ জলরাশি মধ্যে একখানি দূর বাহিনী ভূখণ্ড! প্রান্তভাগ রসময়ী নবদর্ভদলে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত; এবং মধ্যে মধ্যে শ্যাম লতিকার কুমারী মূর্ত্তি হরিন্ময়ীঅঞ্চল মৃদু মৃদু দোলাইতেছে, আরও দূরারোহ মহীরুহ সকল মেঘস্পর্শী প্রকাণ্ড জলস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে! তীরবাসিনী কণ্টকমালঞ্চ, এ আবার একপ্রকার চমৎকার! ঠিক যেন জলদখণ্ডে গঠিত জলদেবীর একটী প্রকাণ্ড দুর্গ! স্রোত সোহাগিনী পঙ্কিল ভূভাগ সকলও অসংখ্য ফেন রাজিতে বিকচ কমল কাননের শোভাধারণ করিয়াছে! আবার এদিকে কেমন সজলবালুকাদ্বীপ সিতাম্বরীশুক্তিনিচয়ে মধুরহাসি হাসিতেছে! কৈ? এপার্শ্বে ত কিছুই নাই? প্রকৃতি ঠিক যেন দিগম্বরীরূপিনী হইয়া অন্তরীপ যোজক ও প্রণালী সমূহের সহিত নিবিড় আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। না থাকিবেই বা কেন? হৈম নগরীর জলন্ত প্রতিভায় মুক্তভূমিও যেন মুক্তাহার পরিধান করিয়া রহিয়াছে। এই যে, সুভদ্রা শৈলার্চ্চনা করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন। তবে ত উত্তম সময় হইয়াছে। কিন্তু ইনি অযত্নসুলভানন্! এই উপলক্ষে শ্বেতাঙ্গিনী সরস্বতী হয়ত লোহিত সাগরের রূপ ধারণ করিবেন; প্রত্যুত আর্য্যপরিণয়ের এই প্রায় স্বাভাবিক নিয়ম, নতুবা আমার বনাশ্রমকালে সুকুমার শাম্ব লক্ষণাহরণ করিয়া অজেয় কুরুকুলে রক্তস্রোত বহাইয়া ছিল! আর বিলম্ব করা উচিত নয়, হৃদয়রঞ্জিনীকে এবার হৃদয় মন্দিরে স্থান দিই।

মহাবীর অর্জ্জুন এই ভাবিয়া রমণীবৃন্দ হইতে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রাননী সুভদ্রার কর গ্রহণ করত রথে উত্তোলন করিলে কামিনীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মধুসূদন!! হে যদুবংশীয়গণ! আপনারা শীঘ্র আসুন্। নারীচোরা অর্জ্জুন আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া সুভদ্রাকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিল!

মহাত্মা যদুসিংহগণ সুধর্ম্মানাম্নী সভাতে উপবিষ্ট থাকিয়া স্ত্রীগণের আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর করিলে পরস্পরের ক্ষত্রিয় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল

তাঁহারা মদকল মাতঙ্গের ন্যায় রণমত্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শানিত অস্ত্র সকল তাঁহাদের কটিদেশে শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবাহু হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বীরগণ! তোমরা কি আশায় রণ বিলাসী অস্ত্রবন্ধন করিতেছ? কেশব যে নীরব আছেন, কেহই সে পক্ষে লক্ষ্যপাত করিতেছ না কেন? যাঁহার ভুজবলে যদুকুল চিরজয়ী, আজ তাঁহার অসম্মতিতে কি ধনঞ্জয় জয় লাভ করিবে? বীরবর্গ! অগ্রে গৃহ ঐক্য কর; পশ্চাৎ বদ্ধপরিকর হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হও। রেবতীনাথ রণোৎসুক যদুগণকে এই কথা বলিয়া অনুজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি কুলকলঙ্কের প্রতিকার করিতে যত্নবান হইতেছ না কেন? দুরাচার অর্জ্জুন যে যদুশিরে পদার্পণ করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেচ না? বনসিংহ হইয়া নৃসিংহের সিংহাসন আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে! পঙ্গু হইয়া তরঙ্গ মালী অলঙ্ঘ্য সিন্ধু লঙ্ঘন প্রয়াশা হইয়াছে! হীনবীর্য্য হইয়া প্রচণ্ড সূর্য্য তেজকে অগ্রাহ্য ভাব ভাবিয়াছে! পতঙ্গ হইয়া জলন্তানলে সতেজ আলিঙ্গন দিয়াছে! তোমার অভিমানী ক্ষত্রিয় হৃদয়ে কিরূপে এ অপমান সহ্য হইল? মাধব! তুমি অধমের সহিত বন্ধুতা করিয়া চিরদুর্নাম গ্রহণ করিলে? তোমার জগবন্ধুহৃদয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। মিত্রতা স্থাপনের পূর্ব্বে প্রকৃতি নির্ব্বাচন করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। বন্ধুতার বিমলকীর্ত্তি দুষ্প্রবৃত্ত জনের নিকট স্থান পাইতে পারে না। কালসর্পকে দুগ্ধপোষ্য করিলে অবশ্যই তাহার বিষ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমন্! বিদ্বান্ হইলেই কি তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মে? না, প্রজারঞ্জন মহাগুণ সকল রাজার থাকে? মহৌষধি কুসুম উদ্যানে কি বিষবৃক্ষ উদ্ভব হয় না? পীতাম্বর! নব্য সমাজে সভ্যতা অতি বিরল। ধর্ম্মেরত কথাই নাই, উন্মত্ততাই কুলাঙ্গারদের কুলকর্ম্ম। অতএব অবশ্যই দুর্ম্মতির প্রতিকার করিব। যদি সে হিমাচলের হিমদুর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে, রসাতলের অনন্ততলে আত্ম সংগোপন করে, শূলপাণির অজেয় ত্রিশূলে জিবনী শরণ লয়, কিম্বা সহস্রাংশুর সহস্র কিরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখে; তথাপি তাহার আর রক্ষানাই। এই ভীষণ মুষলাঘাতে নিষ্কৌরবা করিবই করিব।

রোহিনীনন্দন এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলে জনার্দ্দন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আর্য্য! করেন কি? ? পতঙ্গ দলন করিতে কি আপনাকে বিশ্বম্ভর রূপ ধারণ করিতে হইবে? না, দাসের প্রতি অভিমান করিয়া অকালে প্রলয় প্রকৃতি ধারণ করিবেন? গোবিন্দ যখন পদার বিন্দে চির দাস, তখন স্বয়ং বল প্রকাশ করিতে হইবে কেন? আজ্ঞাকরুন, আপনার আজ্ঞা দ্বেষী পার্থকে আমি দৃঢ় বন্ধন করিয়া আনিতেছি। কিন্তু দেব! কুন্তীকুমার আর্য্য ধর্ম্মানুসারেই সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বীর পুরুষেরা বীর্য্য বল ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াই সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন ও মহা বীর্য্যবান এবং সকল সদ্গুণ তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব যোগ্যপাত্র কুন্তীসুতে সুভদ্রা উৎসর্গ করা কদাচ অযুক্তিকর নয়। বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ কুল গৌরব রক্ষার নিমিত্তই এই হৃত কাণ্ড করিয়াছেন।

ধীমান্ দামোদর, হলধরকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিলে অন্তর্যামী বলভদ্র, কৃষ্ণার্জ্জুনের নিগূঢ় পরামর্শ অবগত হইয়া অনুজকে অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন, ঘনশ্যাম! ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করাই যদি তোমার ভক্তাধীন হৃদয়ের কামনীয়; তবে কল্পনার অনিত্য প্রমাণ লইয়া আমায় ছলনা করিতেছ কেন? চক্রী! চিরদিনে ও কি তোমার চক্রী স্বভাব ঘুচিল না? ভ্রান্ত হইয়া ভ্রাতার সঙ্গেও চক্রান্ত? মধুসূদন! তোমার মুখে মধু, অন্তরে বিষ সর্ব্ব দিনই কি সমান রহিল? আমার সঙ্গে কি চাতুরী করা তোমার সম্ভবে? যদুমণি! হলপাণি-কষ্ঠী প্রস্তরে এখনও কি তুমি অপরীক্ষিত আছ? চির সঙ্গীবলাই কি তোমায় চিরকালের মধ্যে জানিতে পারিল না? দামোদর! তোমার উদরের কথা চরাচরের অগোচর বলিয়া কি ভ্রাতা হলধরের অগোচর হইবে? কৃষ্ণ! তুমিত আমার কনিষ্ঠ বটে! তবে শঠতা মন্ত্রে একাই দীক্ষিত মনে করিয়াছ নাকি? সুদর্শন ধারি! তোমার বহুদর্শনের দূরদর্শিতা কৈ? বাল্য বেশ অলকা তিলক ব্যতীত বাল্যবুদ্ধি সকলি রহিয়াছে। সত্য সনাতন! সত্যকথা তুমি ভুলিয়াও বলিতে শিখিলে না? তোমার চন্দ্রবদন চিরকাল সমান অভ্যস্ত! ইচ্ছাময়!

তোমার ইচ্ছায় যাহা আছে তাহাই হইবে। জীবের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র ; যাহা হউক, সুভদ্রা হর অর্জ্জুনকে সমাদরে আনয়ন করিয়া ভদ্রাকন্যা প্রদান কর।

মহাত্মা বলরাম এইরূপ অনুমতি করিলে কৃষ্ণ জনৈক সৈনিক পুরুষের প্রতি কহিলেন, বীর! মহাবীর ফাল্গুণীকে আমাদের সম্ভাষ জানাইয়া সত্বর লইয়া আইস। তখন দূত যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত প্রণয় বাক্যে ধনঞ্জয়কে আনয়ন করিলে ধীমান্ বসুদেব শুভদিন শুভক্ষণে পরমোৎসবে পরন্তপ অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার পরিণয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, নারায়ণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, পীতাম্বর! আপনার চরণ প্রসাদে দাস আজ কৃতকার্য্য। আমি চির জীবন শিরধার্য্য করিয়া ত্বদীয় কল্পতরু নামের মহিমাস্তূপ বহন করিব।

পতিতপাবন কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! সুর বাঞ্ছ্য ভদ্রারত্নের প্রলোভন তোমাকে প্রদান করিয়া চিন্তামণির নিশ্চিন্ত দেহ চিন্তাজ্বরে অবসন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তেকে সহস্রবার অচিন্তরূপিণী তারাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা-হউক, এক্ষণে নিরাপদ হও, এবং কুলাচার অনুসারে ভদ্রার সহিত বাসর শয্যায় গমন কর।

সুভদ্রাবল্লভ অর্জ্জুন, এইরূপে যদুবর নারায়ণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রা সহিত বাসর ভবনে গমন করিলেন ; সহচরী ও অন্যান্য কুলকামিনীরাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। জলদকান্তি অর্জ্জুন সৌদামিনী ভদ্রা ও নক্ষত্র রাশি যদুকুল বধূনিচয়ে সুসজ্জিত বাসর ভবন মেঘময়ী তারাবলী হার পরি-ধানা সর্ব্বরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নববধূ ভদ্রা অবগুণ্ঠনের অলঙ্কার পরিয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন—প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল—সুরসিক পার্থ যাদবী রসের নূতনত্ব আস্বাদনে ভদ্রার কর গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—হৃদয়রঞ্জিনি! লজ্জা দেবীর মানিনীহৃদয় রঞ্জনকরা কি যদু-বালাদের বাসর ব্রত? না—শ্রাবণের নদী যেন আপন লাবণ্যে আপনি মগ্ন, নববিকশিতা কলিকা যেন আপন সৌকুমার্য্যে আপনি কাতর, লজ্জাবতী লতিকা যেন লজ্জার সোহাগে সংকুচিত এবং কুসুমিত নবরঙ্গিনী যেন আপন

সৌন্দর্য্য ভারে আপনি বিব্রত; তেমনই নবযৌবনের প্রথম ভারে তুমি কি প্রবীন ভারিত্ব অবলম্বন করিয়াছ? স্বজনি! রমণীর মধুরকণ্ঠে ললিত রাগিণীর ন্যায়, গভীর রজনীতে বংশীধ্বনির ন্যায়, প্রভাত সময়ে প্রভাতী সঙ্গীতের ন্যায় প্রেমিক প্রেমিকার নব সম্মিলন এবং রমণী অধরের মধুর অর্দ্ধ-হাসি, কুটিল অর্দ্ধদৃষ্টি সুখভাণ্ডারের একমাত্র অমূল্যরত্ন। প্রিয়ে! অতএব আইস, এই শশীহীননিশায় ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, মানসিকসুখ স্মৃতিতে জ্যোৎস্না ক্রীড়া করি; অমৃতহ্রদে অবগাহন করি। এ সুখ চন্দ্রকরলেখায় নাই, বসন্তের পবনে নাই, প্রবাহিনীর প্রবাহ সঙ্গীতে নাই। এ সুখে চির-বসন্ত বিরাজমান, প্রেম প্রবাহিনী চির বহমান এবং সংসার বন্ধনের শিথিল গ্রন্থি সকল প্রবল হইয়া উঠে। আর নীলাকাশে যেন শরতের চন্দ্র, জাহ্নবীতীরে যেন বিকশিত মালঞ্চ এবং কমলিনীর কোমল বদনে মধুকর শ্রেণী যেন শোভা পায়; প্রেমিক প্রেমিকার গাঢ় সপ্রেম আলিঙ্গন ততো-ধিক শোভা ধারণ করিয়া থাকে। প্রণয়িনি! তুমি আমার জীবন মরুভূমের মায়াবী মরীচিকা, সংসার সাগরের বিলাসতরি, প্রমদ উদ্যানের স্নেহময়ী-সঙ্গিনী, হৃদয়াকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রণয় পথের নব পান্থশালা, অন্ধকারের মোহিনী চন্দ্রিকা, গৃহকুঞ্জের সুখ ব্রততী এবং চিন্তাসরোবরের প্রফুল্ল নলিনী। নতুবা ত্রিলোকবিজয়ী ফাল্গুনী কখন কি তোমার কটাক্ষ শরে পরাভব স্বীকার করে?

সুরসিক পার্থ এইরূপে সুভদ্রার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে নববধূ-ভদ্রা লজ্জার গভীর যবনিকা তুলিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, নাথ! বনবাসীর সহিত আলাপনে জনপদ বাসিনীরা কিরূপে সাহস প্রদর্শন করিতে পারে? বস্তুতই দেখুন—আপনার বন-প্রকৃতি আমার হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মানস ভাণ্ডারের সমস্ত ধন লুটিয়াছে, এবং স্নেহ পাখী-টিকে ভাবের উদ্যানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এক মাত্র লজ্জার অলঙ্কার ছিল আপনি তাহাও কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু প্রাণনাথ! আমি আরও শুনিলাম—আপনি এই ব্রহ্মচর্য্য উপলক্ষে নাকি আরও দুইটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছেন। অতএব আপনাকে আমার শত নমস্কার; আপনি অবলাকুল হরণের

জন্যই কপট যোগীবেশ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুলবালাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ে কিরূপে অতলস্পর্শ প্রেমবারি স্থান পাইতে পারে?

অনন্তর বাসর মন্দিরে ভদ্রার্জ্জুন ও বাসর কৌতুকী রমণীগণ পরস্পরা বিবিধ রসালাপ করিতে লাগিলেন—রসপূর্ণ প্রেমিক হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল—উষাদেবী আর দীর্ঘ বিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে পূর্ব্বদ্বার খুলিতে লাগিলেন—দম্পতীর প্রেম হাসি বিরহ সাগরে মিশিতে লাগিল—নায়কবর পার্থ, বাসর জাগরিণী গণের নিকট বিদায় লইতে দয়িতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রভাতী বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

হের চন্দ্রাননি! তুমি চন্দ্রানন;
যামিনী কামিনী মুদিল নয়ন।
উষার দেউটী জ্বলিল আকাশে;
নিশাকর কর তুলিল বিরসে।
যত জ্যোতিঃ রাশি ক্রমে জ্যোতিঃ হীন;
দীপাবলী প্রভা স্বভাবে বিলীন।
নলিনীর দল তটিনীর হৃদে;
উঠিছে ডুবিছে সোহাগের হ্রদে।
কুবলয় লয়পেতেছে জীবনে;
জাতী যূথী সতী জাগিছে কাননে।
অলিরাজ কলি আর ফুল দলে;
সমনে দলিছে সহলে সহলে।
শিরীশ মুঞ্জরী হেলি করে মানা;
মুকুলেতে রস পাবে না পাবে না।
কোকিল কোকিলা অখিল পুরিয়া;
মদনের জয় গায় কুহরিয়া।
হৃদয়ের দ্বার খুলিছে আপনি;
ভাসিছে বিরহে নব বিরহিনী।
চক্রবাকী আর নাহি মনাগুণে;

প্রেমের সঙ্গীত গায় কুঞ্জ বনে।
চাতক মিথুন হইয়া জাগ্রত;
জলদে জলদে ডাকিছে নিয়ত।
তারাবলী হার নাহি প্রকৃতির;
গরবে পূরবে সাজিছে মিহির।
নিহারের হার হৃদয়ে পরিয়ে;
খেলিছে সমীর হেলিয়ে দুলিয়ে।
দেখ নিদ্রাদেবী ছাড়িল অবনী;
উঠিল নায়ক নায়িকা স্বজনি!
অতএব প্রিয়ে! হইনু বিদায়;
হৃদয়ে ভাবিয়া বিভুশ্যামরায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষের অবশিষ্ট কাল দ্বারকা বিহার করিতে লাগিলে একদা জগৎপতি কৃষ্ণ আপাতঃলভ্য হৈমকুসুম সত্রাজিতসুতাকে প্রদানকরায় লক্ষ্মীস্বরূপিনী রুক্মিণীর হৃদয়ে সাপত্ন্য বিরাগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন বাঞ্ছাকল্পতরুনারায়ণকে প্রিয়ারঞ্জনের নববসন্ত আলিঙ্গন করিলে তিনি স্বর্ণপদ্ম আহরণে অর্জ্জুনকে অনুমতি করায় মহাবীর অর্জ্জুন পুষ্পোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে পুষ্প চয়ন উপলক্ষে "যোযস্যহৃদ্যম্ নহিতস্যদূরং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে সিন্ধুতীরে গমনে উদ্যত হউন্।

ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব,
কুরুবংশে সুভদ্রা হরণ নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

একাদশ সর্গ।

সিন্ধুতীর—শরসেতু।

(প্রিয়তা)

" যোযস্য হৃদ্যম্ নহিতস্য দূরং "

স্রষ্টার সৃষ্টি কার্য্য বিভাগে বন্ধুবিনোদন একটি পরম ব্রত; সুধীগণ সুদূরস্থ প্রিয়জনের প্রিয়মূর্ত্তি, কল্পনার শূন্য হৃদয়েও অঙ্কিত করিয়া থাকেন—অজ, পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণের অন্তর্যামী অন্তরে চিরসখা নরঋষি ধনঞ্জয়ের বিষণ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ঐশীতেজঃপ্রভাবে দূরদেশ ও দুর্গম সাগর সলিলে অবতীর্ণ হইয়া পার্থকে রামানুচর হনুমান বিদ্রোহে নিরাপদ করিলেন—বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বর্ণপদ্ম আহরণে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন—বীরহৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়োদ্গম নাই—ভীমানুজ ভীম বেগে বিবিধ বন-ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক হৈম কুসুমিত মনোহর কদলীবনে উপনীত হইয়া সুর-বাঞ্ছিত রত্নকমল আহরণ করিতে লাগিলেন—অদৃষ্টের বিস্তৃত ফলক হইতে অক্ষয় লিপির উজ্জ্বল পদাঙ্ক বাহির হইল—কদলী কুঞ্জ প্রহরী আঞ্জনেয়ের সহিত পুষ্প উপলক্ষে তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হইয়া উঠিলে উভয়তঃ আত্মগর্ব্ব প্রকাশ কালে ফাল্গুণী ভগবান রামচন্দ্রের পাষাণ সেতু কীর্ত্তিকে উপহাস করত "তিনি শরসেতু বন্ধন করিতে পারেন" এই বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—রামপ্রিয় হনুমান-হৃদয়ে রামনিন্দা অসহ্য হইয়া উঠিল—বীরপরম্পরা সেতুবন্ধন বীর্য্যবল দর্শন প্রদর্শন জন্য সত্বর সমুদ্রকূলে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবল মারুতি ও কুরুকুলরথী অর্জ্জুন এইরূপে সমুদ্র উপকূলে উপনীত হইলে কুন্তীনন্দন সরিৎপতির গম্ভীরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ;—উঃ ! জলনিধির কি ভীষণ মূর্ত্তি ! শৈলকায় সদৃশ ভয়ঙ্কর উত্তালমালা বিপুল প্রবাহে সতত নৃত্য করিতেছে ! 'স্রোতরাশির তরঙ্গ-বাহু উপকূল ভাগে সতেজ প্রহার করিয়া যাইতেছে ! ধ্বংস সহ প্রচুর উপলখণ্ড স্বভাবের ঝম্পদিয়া পড়িতেছে ! উঃ ! এ আবার কি ? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জল-চক্র (জলের পাক্‌না) গুলিন সাগরবক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিতেছে ! কূট-স্রোত (আড়জল) দ্রুত ও মন্থর গতিতে ঘন ঘন আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে ! সিন্ধুজল প্রপাত (ঢালা) কল্লোল কি ভয়াবহ ! যেন শতসহস্র বজ্রনাদ ! যাহাহউক, রত্নাকর যেমন ঘোর ভয়াকর ; তেমনই আবার অকৃত্রিম মাধুর্য্যের ভাণ্ডার ! স্থানে স্থানে সৈন্ধপ লহরীগুলি ঠিক যেন কল্পনার বিলাস ভবন হইতেই বাহির হইয়াছে ! আহা ! সুগভীর নীলজলে বীচি মালার কি মনো-হর নৃত্য ! যেন অসংখ্য জলকুসুম জল গর্ভ হইতে উঠিয়া জলেশ্বরীর আরা-ধনার জন্য আবার জলে লীন হইতেছে ! শ্বেতবর্ণ ফেণ নিচয় প্রসূন চাপের ন্যায় অগাধ বারিরাশিতে হাসির ঘট লইয়া মনের আবেশে ভাসিতেছে ! আবার সঙ্গে সঙ্গে সমীর চালিত কলকলধ্বনী ঠিক যেন সমুদ্র-সঙ্গীত তুলিয়া চলিতেছে ! এদিকে আরও কি চমৎকার দৃশ্য ! মৃদুতরঙ্গ সূর্য্য কিরণে উদ্ভা-সিত হইয়া হীরকময়ী শতেশ্বরী হাররূপে জলধির উজ্জলহৃদয়ে জলি-তেছে ! এবং জল সন্ধির (যোড়ার) উগ্র-সাম্য দ্বিবিধ চমৎকারিতায় জল-নিধি শ্বেত উত্তরীয় বিভূষিত নীলাম্বরীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন ! ওদিকে জল জন্তুগণের কি অপূর্ব্ব জল কেলি ! গ্রাহ, তিমী, মকর প্রভৃতির সন্তরণ এবং সিন্ধুঘোটক ও জল হস্তীগণের আস্ফালনে দুস্তর সিন্ধু সহস্রগুণে বিলো-ড়িত হইতেছে ! জলনিধি প্রকৃতই দুস্তর বটে। পারাবারের দূরপ্রসা-রতায় নীলাকাশ চতুর্দ্দিকেই যেন সাগরগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা-হউক, শরবন্ধন হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সামুদ্রিক শোভা বর্ণনা করিতে করিতে প্রতি-দ্বন্দীর সহ সিন্ধুতীরে সমাগত হইলে পবনাত্মজ, পার্থকে সম্বোধন করত কহি-

লেন, দুর্ম্মতি! এই দূরবিস্তৃত বারিনিধি কি শর সেতুতে বদ্ধ হয়? না—বানর বাহিনীর দুর্ব্বহভার অসার সেতু ধারণ করিতে পারে? নরাধম! তুই তত্ত্ব নাজানিয়া তত্ত্বাতীত রঘুমণির অনন্ত শক্তিকে অনাদর করিস্? নারায়ণ নরলীলা সাধনের জন্যই' লৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অবোধ! ভূলোক, ভবলোক, সুরলোকমান্য গোলোক যাঁহার নিবাস। ত্রিলোক-তারিণী, ত্রিতাপহারিণী, সুরধুনী যাঁহার চরণামৃত। দিবা, নিশি, রবি, শশী জ্যোতিঃরাশি যাঁহার বিভূতি। বৈতরণী প্রতরণে যাঁহার চরণতরি একমাত্র তরণী। সুরমণ্ডল, আখণ্ডল এবং কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মাও যাঁহার ব্রহ্মাণ্ডপাবন তারকব্রহ্ম নাম জপ করেন, মৃত্যুঞ্জয় যাঁহার অজের নামে জয়ধ্বনী দিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয়েন। তাঁহার পক্ষে শরবন্ধন কোন ছার? তিনি মুহূর্ত্তেকে মহাপ্রলয় সাধন করিতে পারেন। দুরাশয়! এখন তোর বীর্য্যবলের পরিচয় প্রদান কর্। কিন্তু জানিস্, আমার ভারে সেতু ভঙ্গ হইলে তোকে যম ভবনে নির্বাসিত করিব।

কপিকুল তিলক হনুমান এইরূপে সব্যসাচীকে তিরস্কার করিলে বাসব-নন্দন ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, বনচর! তুই তত্ত্ব বিষয়ের কি নিগূঢ়ত্ব জানিস্? বনসুলভ কন্দ ফলমূল তোর কেবলমাত্র সম্পত্তি। যাহাহউক, আমার বীর্য্যবল দেখ্। শরসেতুতে তোর সহ বিশালত্রিলোক পারাপার করিব। অর্জ্জুন এই বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মানসে প্রণাম করত শর চালনা করিলে বৃষ্টিবৎ অসংখ্যবাণ বর্ষিত হইয়া ক্ষণমধ্যে শত যোজন মহার্ণবে শরসেতু প্রস্তুত হইল। পার্থ, অঞ্জনাপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বানর! এখন শর সেতুতে আরোহণ কর্।

রুদ্ররূপী হনুমান অর্জ্জুন কর্তৃক এইরূপে সম্বোধিত হইয়া তাঁহার বাহুবল অবলোকন পূর্ব্বক অত্যাশ্চর্য্য অনুমান করিয়া কহিলেন, বীর! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি এখনিই তোমার বীর্য্যবল পরীক্ষা করিব। তিনি এই বলিয়া পার্ব্বতীয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক মেঘস্পর্শী দূরালক্ষ্য প্রকাণ্ড কায় ধারণ করিলেন; এবং হস্তে ও লাঙ্গুলে পুঞ্জ পুঞ্জ শৈল সংগ্রহ করিয়া দিবালোক অন্ধকার করত ইন্দ্রসুতের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, বীর! এখন সেতু বদ্ধ রক্ষা কর।

অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ অর্জ্জুন, কপীশ্বরের সেই ভয়ঙ্কর বেশ দেখিলে তাঁহার বীর-প্রসন্ন মুখে নীলাঙ্কপাত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে নীলকান্তি বাসুদেবের অভয়চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন—চিন্তামণি চিন্তার সময় নাই—অর্জ্জুন দয়াময় নাম স্মরণ করিয়াই হনুমানকে কহিলেন, কপীশ্বর! নির্ব্বিঘ্নে মহার্ণব পারহও।

এদিকে পাণ্ডুকুল বন্ধু অন্তর্যামীশ্রীহরি ভক্তপরম্পরার আত্মবিগ্রহ অবগত হইয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে যোগ দান করিতে অগাধ সলিল সাগরগর্ভে কুর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড শরসেতু ধারণ করিয়া রহিলেন।

এমন সময় মহাবীর পাবনি পার্থ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া মহাবেগে শর সেতুতে দক্ষিণ পদার্পণ করিলেন; কিন্তু শরসহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। লজ্জাও ধীরে ধীরে তাঁহার বীরগর্ব্বকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। মহাবল কেশরীকুমার সচিন্তিত হইয়া সেতুবক্ষে অপর পদ অর্পিত করত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমার দুর্বিসহ ভার ধরাও ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। আমি রুদ্রতেজে মহীমণ্ডলে একমাত্র রৌদ্ররসের আধার হই। আমিই রামময়ীজনকনন্দিনীর উদ্ধারকালে রক্ষকুল নির্ম্মূল করিয়া রক্ষকুলান্তক নাম ধারণ করিয়া থাকি। আমার আস্ফালন শেষ মতিমান ও সহ্য করিতে সক্ষম নন্। কিন্তু আজ মানুষী শরসেতু কি প্রকারে সেই মহাভার বহন করিতেছে। বানরেন্দ্র এইরূপ ভাবিতেই সহসা সিন্ধুনীর গভীর শোণিত স্রোতে পরিণত হইল। মহাযোগী হনুমান সবিস্ময়ে যোগালোকে কারণের অন্ধকার গর্ভ অন্বেষণ করত দেখিলেন—তাঁহার মহাভার নিবন্ধন কুর্ম্মরূপী বিশ্বম্ভরের বদন কমল হইতে শোণিত বমন হইতেছে—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কেশরীসুত দিব্যজ্ঞানে এই অদ্ভূত ব্যাপার অবগত হইয়া সত্বর সেতু হইতে অবতরণ করিলেন; এবং আপনাকে ঈশ্বরদ্রোহী ভাবিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

তখন সলিলোত্থিত ভগবান্ নারায়ণ স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বীরদ্বয়কে

সম্বোধন করত কহিলেন;—বীরযুগল! আত্মাভিমান পরিহার কর। তোমরা উভয়েই আমার প্রিয়ভক্ত, আমি ভক্তরঞ্জন কারণেই কেবল যুগে যুগে নানা মূর্ত্তি ধারণ করি। রামাবতারে রুদ্ররূপী হনুমান এবং দ্বাপরে নর-নারায়ণ পার্থ বই আমার আর পরমভক্ত দ্বিতীয় নাই। অতএব আমি প্রসন্নমনে এই অনুমোদন করি—তোমরা উভয়ে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হও।

নারায়ণের এই অকৃত্রিম ভক্ত-প্রিয়তা সন্দর্শনে অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইলেন; হনুমানও অনুগ্রহিত বিবেচনায় তাঁহার স্তবে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন:—

নমো নমঃ, নরোত্তম, ত্রিবিক্রম, রাঘব!
বিশ্বজন্য, বিশ্বগণ্য, বিশ্বধন্য, কেশব।
তুমি স্থূল, তুমি মূল, হে অতুল, অদ্বয়!
সকরুণে, কৃপাদানে, কর দীনে, নির্ভয়।
আমিমূঢ়, নহিদৃঢ়, হেতুগূঢ় কারণ;
করিপাপ, পাইতাপ, হে ত্রিতাপভঞ্জন!
নির্বিকার, তত্ত্বাধার, সারাৎসার, শ্রীহরি!
বিধি ভব, কি বাসব ভাবে তব, মাধুরী।
জগবন্ধু! তুমিবন্ধু, ভবসিন্ধু, তরণে;
মহাপদ, নিরাপদ, তবপদ, স্মরণে।
তুমি কাল, লোকপাল, এবিশাল, জগতে;
পুণ্যকর্ম্ম, যোগধর্ম্ম, তবমর্ম্ম, জানিতে।
সনাতন! চিরন্তন, ধ্যেয়তনমনস্কে;
কৃপাকরি, পদতরী, দাও হরি! ত্রিলোকে।
জগত্রাণ! তুমিধ্যান, তুমিজ্ঞান, বৈভব;
পুরাতন, নিরঞ্জন, যোগীজন, বান্ধব।
তত্ত্বাতীত, জ্ঞানাতীত, হেপতিত পাবন!
তুমিঈশ, হৃষীকেশ, নির্বিশেষ, নির্গুণ।
সদাশয়; দয়াময়; ভবভয় নিবারি!

পঞ্চবক্ত্র, করেন ব্যক্ত, তুমিভক্ত-ভিখারী।
তুমিশ্রেষ্ঠ, পরমেষ্ট, মায়াস্পষ্ট ভবেতে ;
পরমেষ্ঠী, পায় তুষ্টি, তব দৃষ্টি পাতেতে।
ক্ষিতিভার, নাশিবার, অঙ্গীকার, করিয়ে ;
রঘুপতি !—যদুপতি, দ্বারাবতী-আলয়ে।
বিধিমত, সুচরিত, যুগব্রত, পালিতে ;
শরধনু, ছাড়িকানু, নিলেবেণু, করেতে।
সীতাপতি ! দেহগতি, এদুর্ম্মতি, বানরে ;—
চিন্তামণি, নাহিচিনি, অভিমানী, অন্তরে।

মহাবীর হনুমান, ভগবান্ বাসুদেবকে এইরূপে স্তুতি করিলে নারায়ণ বায়ু নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভক্তদ্বয়ের বৈরভাব বিদূরিত করত পরস্পরার সৌহৃর্দা বদ্ধমূল করিলেন "এবং মহাবীর হনুমান অর্জ্জুনের হৈম কপিধ্বজে স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন" তিনি এই সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন—শরসেতুর উপসংহার হইল—হনুমান বনবিভাগে, কৃষ্ণার্জ্জুন দ্বারকাধামে গমন করিলেন— মহাত্মা পার্থবীর এইরূপে একবর্ষ কাল তথায় অতিবাহিত করিলে পরিশেষে পুষ্করতীর্থে বনবাসব্রত উদ্যাপন হইল। অনন্তর তিনি সুভদ্রা সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন—সাপত্ন্য অভিমানের সূত্রপাত হইল—দ্রৌপদী অর্জ্জুনের-প্রতি যাদবী বিবাহ জনিত অভিমান প্রকাশ করিলে কৃষ্ণাপ্রণয়ী অর্জ্জুন প্রণয়-গর্ভবাক্যে প্রণয়িণীর মানাপনোদন করিলেন এবং সপত্নীদ্বয়ও স্বস্ব-প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন। এদিকে আত্মীয় মমতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। কিছুদিন পরে বিবিধ ধনরত্ন লইয়া ভগবান্ বলদেব, বাসুদেবও প্রধান প্রধান বৃষ্ণিবংশীয়েরা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন—একতা অধিকদিন রহিল না—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যুপহার গ্রহণ করত কৃষ্ণব্যতীত ভোজবংশীয়গণ দ্বারকানগরে গমন করিলেন—কুরুবধূগণের পুত্রকাল সমুপস্থিত হইল—মহাভাগ্যবতী ভদ্রা অলোক সামান্য রূপবান্ ও মহাবলশালী একপুত্র প্রসব করিলেন। বালক, অভি-(নির্ভয়) মন্যু (ক্রোধবিশিষ্ট) বলিয়া তাঁহার অভিমন্যু নামকরণ হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার জন্মাবধি সর্ব্ববিধ জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন—পাণ্ডব

বংশ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে চলিল—পাঞ্চালীও এক এক বর্ষে যথাক্রমে পঞ্চপুত্র প্রসব করিলেন। মহর্ষি ধৌম্য তাহাদিগের জাত ক্রিয়া সমাধা করিতে লাগিলেন—অগ্নিতেই অগ্নি সম্ভূত হইল—ঋষিগণ, পর-অস্ত্র সহনে বিন্ধ্যগিরির ন্যায়, যুধিষ্ঠির-পুত্রের নাম প্রতিবিন্ধ্য; সহস্র সোম যাগ লব্ধ ভীমসেনের পুত্রের নাম সুতসোম, অর্জ্জুনের বহুবিধ বিশ্রুতকর্ম্মকাল উৎপন্ন পুত্রের নাম শ্রুত-কর্ম্মা, কুরুবংশীয় কোন পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে নকুলের পুত্রের নাম শতানীক, এবং কৃত্তিকানক্ষত্রজাত সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতসেন রাখিলেন—শৈশব কাল তিরোহিত হইল—ক্রমে সমস্ত বালকেরা বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষা করত অস্ত্র শস্ত্রে মহাধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। সুভদ্রা নন্দন বীর্য্য বলে কুরুকুলের সমস্ত বালক মধ্যে মহাযোধ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র সম্প্রদায়ও ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধন দুহিতা লক্ষ্মণা জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; অনন্তর দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র পদ্ম, উলূক ও অন্যান্য সহোদর গণের ঔরসে ও অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মিল; মহাবীর কর্ণের ঔরসে ও পদ্মাবতীর গর্ভে বৃষকেতু ও বৃষসেন জন্মগ্রহণ করিলেন। এই কালে কুরু-পাণ্ডবে সাধারণ সৌহার্দ্য ছিল। পাণ্ডবগণ; ধন, পুত্র, লক্ষ্মী ও স্ত্রী সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন; এবং অখিল-পতি কৃষ্ণের অনুগ্রহে তাঁহারা অতুল অনুগ্রহিত হইলেন—কৃষ্ণার্জ্জুনের পলক বিরহও প্রলয় হইয়া উঠিল—তাঁহারা প্রায় অধিকাংশকাল একত্রে সহবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালাতিপাত হইতে লাগিলে একদা নিদাঘ কালে অর্জ্জুন, অগ্রজের অনুমতি লইয়া দ্রৌপদী, সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও বন্ধু জন সহিত জল কেলি করিতে যমুনা তীরে (খাণ্ডব প্রদেশে) গমন করিলেন। পাঠক! এই উপলক্ষে "সাধবো যদি হন্তারং কোহত্র ত্রাতা ভবিষ্যতি" এই কথার পক্ষ সমর্থন করিতে খাণ্ডবারণ্যে চলুন্।

ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত হরণাহরণ পর্ব্ব,
কুরুবংশে শরসেতু নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

কৃষ্ণবংশ।

দ্বাদশ সর্গ।

খাণ্ডব কানন—অগ্নিতর্পণ।

(নিয়তি)

"সাধবো যদিহন্তারং কোঽত্র ত্রাতা ভবিষ্যতি"

সর্ব্বনিয়ন্তার অখণ্ডনিয়মে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, আত্মস্তুরীতা ও আত্ম চেষ্টা জীবের ভ্রম মাত্র।—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যদুবংশে বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাভাগ অর্জ্জুন সহ খাণ্ডবারণ্যেনিয়তি ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেন;—পুরুষ প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুন জলবিহার আসক্ত হইয়া খাণ্ডবতটিনী যমুনাতীরে উপনীত হইলে অনুচর গণ তাঁহাদের পান ভোজনের জন্য মধু সিক্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিল। বিনোদ-বিনোদিনী নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ তানলয়-প্রেমের সঙ্গীত আরম্ভ করিল। একদিকে কৃষ্ণার্জ্জুন, অপর দিকে কৃষ্ণা ও কৃষ্ণ-স্বসৃ সপত্নীদ্বয় জলকেলি করিতে লাগিলেন—ভাবের দ্বার খুলিয়া গেল—খাণ্ডববনের অনুপমরমনীয়তা দেখিয়া সুভদ্রা, দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! ঐ দেখুন, খাণ্ডবকানন কেমন অসীম সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার! ঠিক যেন বসুমতীর বিশালকবরী রত্নহার ধারণকরিয়া রহিয়াছে! প্রকৃত রত্নই বটে। নানা জাতি মহৌষধি সকল বনভূমির অসংখ্য বিভাগে অলঙ্কার স্বরূপ বিরাজমান হইতেছে। আর দেখুন, আকাশভেদী তরুরাজনিচয় স্থিরবায়ুকে স্পর্শ করিয়া কেমন চন্দ্র সূর্য্য কিরণ মণ্ডিত মণিময় পল্লবের ছত্র ধারণ করিয়াছে! লতা, গুল্ম, নব কিশলয় ঠিক যেন বনদেবীর শূন্য অট্টালিকায় বাস করিয়া আসিতেছে! মহিষি! এদিকে কেমন ফল তরু গণ ফল রাশি পূর্ণিত, এবং কুসুম জাতিরা নব বিকসিত হইয়া মালিনী বধূর

ন্যায় দণ্ডায়মান আছে! আবার শাখায় পক্ষীগণ ও জলদলে কলহংসগণ তাহাদিগকে স্বভাবেরডাক ডাকিয়া আহ্বান করিতেছে! উঃ! এদিকে আবার কি? বিবিধ হিংস্র জন্তু, বনরাজ্য-প্রহরীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে যে! নরশোণিতপিপাসু ব্যাঘ্রগণের ভৈরবগর্জ্জন, বনগজ গণের আস্ফালন ও সিংহগণের সিংহনাদে বনপ্রকম্পিত হইতেছে! কিন্তু মৃগকুল অব্যাকুল চিত্তে লতামণ্ডপের অন্তরালে রোমন্থন করিতেছে; বরাহ, মহিষও গণ্ডার প্রভৃতি উভয়চর ও জলচরজীব সমূহ পঙ্কিলজলে পড়িয়া শীতল সুখাস্বাদন লইতেছে। যাহাহউক, দেবি! খাদ্য-খাদক উভয় বিধ শ্বাপদ গণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া এবনকে প্রকৃতির রম্যতমচিত্র বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, ভগিনি! প্রকৃতির রম্যতম চিত্র কেবল এই খানেই নয়। সৌরব্রহ্মাণ্ডের বিপুলআয়তনে স্রষ্টা কতপ্রকার মাধুরী স্থাপন করিয়াছেন। এইদেখ, এখানে পর্য্যায়ক্রমে ষড়ঋতু বর্ষরাজকে বিভাগ করিয়া থাকেন; আবার কোন খানে হেমন্তের শাসনে লোক চিরসঙ্কোচিত হয়, এবং কোথাও বা ঋতুরাজ বসন্ত চির আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেশের সর্ব্ব শান্তি সাধন করেন; আরও দেখ, স্রোতস্বতীর আহ্নিক গতি উভয় দিকেই পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু কোনও খানে একবাহিনীপ্রবাহ ব্যতীত প্রত্যাবর্ত্তন করে না। এইরূপ নলিনীনাথও স্থানেস্থানে কতপ্রকার দৈনিক লীলা করিয়া থাকেন।

পার্থমোহিনীদ্বয় এই রূপ বনশোভা দেখিতে দেখিতে জলকেলি পরিহার পূর্ব্বক শান্তি নিকেতনে গমন করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনও যমুনা সলিলের শৈত্য সুখ অনুভব করিয়া নদী পুলিনে উপবেশন করত নানা বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এমনসময় অলৌকিক তেজঃপুঞ্জ জটাজিনধারী এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীরদ্বয়! আপনাদের কল্যাণ হউক। আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমাকে অন্নদানে পরিতুষ্ট করুন।

তাঁহার এইকথা শ্রবণ করিয়া জীষ্ণু-কৃষ্ণ বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! অনুমতি করুন, আপনি কিরূপ অন্নগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইবেন? বলুন, অবশ্যই আমরা প্রাণপণে তদ্দানে আপনার তুষ্টি সাধন করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বীরযুগল! আমি বিভাবসু, সাধারণ অন্নে আমার অভিলাষ নাই। এই মহারণ্য খাণ্ডব উপভোগ প্রদান করিয়া আমার চির-ন্তন ক্ষুধা নিবৃত্তি কর। কৃষ্ণার্জ্জুন! আমি শ্বেতকী রাজার শত বার্ষিকী যজ্ঞ প্রভাবে হবিরুগ্ন হইয়া মহৌষধি খাণ্ডব কানন সপ্তবার আক্রমণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই মহাবন, ইন্দ্রসখা তক্ষক-নিবাস বলিয়া মহেন্দ্র নিরন্তর বারি বর্ষণে আমাকে ভগ্নোদ্যম করিয়াছেন। অদ্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপদেশ পাইলাম—আপনারা নর নারায়ণ; আপনাদের নিকট অবশ্যই আমার চির আশা পরিপূর্ণ হইবে। অতএব হে নর ঋষে! হে পুরুষ পুরাতন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

মহাবীর অর্জ্জুন, পাবক দেবের এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা শতক্রতুর অননুমতিতে অবশ্যই আপনার বনভোগলালসা তৃপ্ত করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর যোগী শরাসন বা মহাশ্বযোজিত জ্যোতির্ম্ময় রথ আমাদের নাই। অতএব দেব! যদি দেব রণ-সহিষ্ণু ঐ সকল রণ সজ্জা প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে মহেন্দ্র কি? সুরবৃন্দ সহিত যোগেন্দ্রের বিরুদ্ধেও আমরা অস্ত্র ধারণ করিতে পারি।

অগ্নিদেব মহাযোধ পার্থের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয় সখা বরুণকে স্মরণ করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে প্রচেতঃ! হে জলেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি বশম্বদ হুতাশনকে এই ঘোর বিপদে সহায়তা করুন। জলাধিপ! আপনি আমার চিরবন্ধু, অতএব বন্ধু বিনোদনের জন্য একবার প্রসন্ন হউন। হে বারীন্দ্র! বিপদ কালই বন্ধু পরীক্ষার উপযুক্ত সময়, সম্পদকালে শত্রুগণপর্য্যন্ত উন্নতির সহানুভূতি করিয়া থাকে। মিত্র-বিনোদীরা জীবন সঙ্কল্প করিয়াও প্রিয়তমের প্রিয় সাধন করিয়া থাকেন, তজ্জন্যই বন্ধু রঞ্জন মহাব্রত বলিয়া চতুর্দ্দশ লোকে কীর্ত্তিত হয়।

ভগবান্ হুতাশন এইরূপে বরুণকে স্মরণ করিলে জলাধিপ আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আপনি কি জন্য আমাকে স্মরণ করিলেন? অনুমতি দকরুন। রাজ্যদানে, জীবন বিসর্জ্জনে কিম্বা অন্য কোন দুর্লভ উপকরণেও যদি আপনার ইষ্ট সাধন করিতে হয়; জলপতি তাহাতেও সঙ্কুচিত হইবেক না।

জ্যোতীশ্বর অনল কহিলেন, সখে! আমি আপনার নিকট রাজ্য ধন বা অপর কোন বৈভব প্রত্যাশী নহি, কেবল ত্বদীয় সোমদত্ত কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় তূণীর, গাণ্ডীব শরাসন এবং মহাপ্রভ সুদর্শন চক্র প্রদান করুন্। নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন ঐ সকল দুর্লভ উপকরণ সহায়দ্বারা আমাকে খাণ্ডবাহুতি প্রদান করিবেন।

• জলেশ্বর, পুরুষপ্রবর হুতাশনের এই প্রার্থনা কর্ণগোচর করিয়া সত্বর নিজা-লয়ে গমন পূর্ব্বক রণ সজ্জা আনয়ন করত প্রিয়সখার অভিলষিত সমরোপাদান ও কৌমোদকী গদা আনয়ন করিয়া কহিলেন, সখে! অরিকুল ত্রাস এই রণসজ্জা আপনাকে প্রদান করিলাম। আপনি মহারথগণের সহায়ে কৃতকার্য্য হউন।

বরুণদেব এই বলিয়া স্বভবনে গমন করিলে জ্যোতীন্দ্র, উপেন্দ্রকে সম্বো-ধন করিয়া বলিলেন, সুদর্শনধারি! আপনি মহাস্ত্র সুদর্শন এবং অরি বিমর্দ্দিনী কৌমোদকী গদা গ্রহণ করুন্। হে পাণ্ডুকুলভূষণ! আপনিও এই রত্নপ্রভ হৈম কপিধ্বজ অক্ষয়তূণীর ও মহাবেগশালী গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবদহনে বদ্ধ পরিকর হউন। আমি বীরবাহু অবলম্বনে এই বন দাহনে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সময়ে তির্য্যগরূপী মহর্ষিমন্দপাল তাঁহার দ্বিতীয়পত্নী লপিতার সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগ্নিদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুত্রগণের শুভময় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহাকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পাবক! হে অগ্নে! হে হুতাশন! আপনিই জ্যোতিঃরাশির আদি কারণ; এবং আদিমকাল হইতেই সূক্ষ্মরূপে স্থূলপঞ্চভুতে বিরাজ করিয়া থাকেন। শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি নববিধ রস আপনাতে সম-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব হে পবিত্রদেব! আপনি যে অনুগ্রহে রামময়ী জনকনন্দিনীকে পরীক্ষানলে রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অনুগ্রহে দৈত্য-শিশু দৈত্যর্ষি প্রহ্লাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং আপনি যে অনু-গ্রহে নহুষ যজ্ঞে কুশধ্বজের অক্ষয় কীর্ত্তিধ্বজ উত্তোলন করিয়াছিলেন; আজ নিজগুণে দাস পুত্রগণের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। ভগবন্! আমি তপোবলে স্বর্গলোক গমনকরত অপুত্রকনিবন্ধন স্বর্গসুখস্বাদে বঞ্চিত হইয়া অল্পকাল সুলভ পক্ষীদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক বনপক্ষিণী শার্ঙ্গিকাতে পুত্র-

চতুষ্টয় উৎপাদন করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতি সতী আমার হৃদিসরোবরের করুণ রস পরিশুষ্ক করিয়াছেন, লপিতার নবীনপ্রেম আমাকে সতন্ত্র পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন তির্য্যগসতী (শাঙ্গিকা) বিরহিণী, তাঁহার বিরহী অঙ্কে আমার সেই অপোগণ্ড পুত্রগুলিন বনজননীর শান্তি ছায়ায় নিবাস করিতেছে; অতএব দেব! অনুগ্রহ করিয়া আপনার ভীষণ কবলে তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

মহর্ষি মন্দপাল এইরূপ বলিলে ভগবান্ জাতবেদ কহিলেন, দ্বিজবর! আমি ভক্তি-স্তবে পরমপ্রীত হইয়া তোমার পুত্রকলত্রকে অব্যাহতি দিলাম। ঋষে! তুমি আনন্দ সহকারে যথাস্থানে গমন কর।

অনন্তর মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত গমন করিলে, মহাত্মা বিভাবসু খাণ্ডববনে প্রজ্জ্বলিত হইলেন, কৃষ্ণার্জ্জুনও অস্ত্রপাণি হইয়া বনরক্ষায় চিত্ত-সংযত করিতে লাগিলেন—অগ্নিদেবের প্রবলশিখা আকাশভেদ করিয়া উঠিল—স্বর্গধামে স্বর্গবাসীরাও কম্পমান হইতে লাগিলেন। জীবগণ কেহই বন বহির্গত হইতে পারিল না; কৃষ্ণার্জ্জুন নিশিত অস্ত্রপ্রভাবে অনলের অনন্তগর্ভে সকলকেই নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—খাণ্ডববাসীদের চরমকাল উপস্থিত—দয়াময়ের কোমল হৃদয়েও তাহাদের আর্ত্তনাদ প্রতিঘাত করিল না, বিভু, যমুনাতীরস্থ খাণ্ডবকাননে নিয়তি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন—চতুর্দ্দিকে অনলোচ্ছ্বাস উঠিল—স্বর্গলোকবাসীরা অমরনাথকে খাণ্ডব-দাহনের কথা অবগত করিলেন। স্বর্গরাজ্যেশ্বর সুসজ্জিত হইয়া আকাশ মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন, এবং অসংখ্য অসংখ্য মেঘদলও বারিসম্ভার লইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল—তৈজস গরিমার প্রায় উপসংহার—বারি-সংযুক্ত ভস্মধূম অনন্ত মেঘদলের ন্যায় মধ্যপথে বিচরণ করিতে লাগিল, অগ্নি-প্রহরী পার্থ-নারায়ণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিসংহার করিলেন, ফাল্গুণির শর কৌশলে বনভূমে আর বিন্দুমাত্রও বারিপতন হইল না। সর্ব্বভুক্ শরঅট্টা-লিকা মধ্যে খাণ্ডব গ্রাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নাগরাজ তক্ষকবধূ, পুত্র অশ্বসেনকে অনল হইতে রক্ষা করিতে তাহাকে ভুজঙ্গিনী মায়ায় গ্রাসকরত আকাশগামিনী হইলে অনল রক্ষক পার্থ

সুতীব্রবাণ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন—কাল, কালভুজঙ্গিনীকে শূন্য পথেই উদরসাৎ করিল—অশ্বসেন সেই অর্দ্ধকায় হইতে বহির্গত হওয়ায় বাসবের দিব্য মায়া অর্জ্জুনকে মোহিত করিলে স্বর্গলক্ষ্মী অবিলম্বে তাহাকে শান্তি ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইলেন—অন্তর্যামী বাসুদেব-অন্তরে সেই মায়াময়ী দেবকীর্ত্তি চিত্রিত হইল—তিনি রোষবশে কহিতে লাগিলেন, সর্পকুলগ্লানি! তুই বীর নন্দন হইয়া প্রাণভয়ে কুহকী আশ্রয়ে শরণ লইলি? মাতৃ শোকের নিমিত্ত তোর হৃদয়কি কিছুমাত্র দ্রবীভূত হইল না? অধম! জননীবিনা জগতে আর আরাধ্য বস্তু কি? দুর্ভাগ্য! তোর ভীরুজীবনে সহস্রধিক্। আমার শাপে তুই প্রতিষ্ঠাহীন হইয়া ঘোর কলঙ্ক বহন কর্।

অনন্তর পাণ্ডুনন্দন শরমোহতাজনা ইন্দ্রকে শক্র বিবেচনা করিয়া সহস্র-লোচনের উদ্দেশে শরচালনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অমরনাথ! এই কি আপনার বীরত্বের পরিচয়? ভাল, এক্ষণে আত্মরক্ষা করুন। নাগকুমার রক্ষার জন্য যেন নিজেই অরক্ষিত নাহন্। সুরেশ্বর! অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর-জালে তোমার বীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। তুমি কেমন বীরেন্দ্র, কেমন দেবেন্দ্র, কেমন মহেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে আজ তাহারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিব। অদীতিনন্দন! নন্দনানুরোধ পরিত্যাগ করিয়া সমরে মনোযোগ কর। এই নরঅস্ত্র, নর-প্রহরণ তোমার দেব শোণিত পান করিতে ঊর্দ্ধমুখ হইতেছে। বাসব! তুমি সামান্য বলশূন্য দানব পরাজয় করিয়া বড়ই রণ গর্ব্বিত হইয়াছ? কিন্তু আজ নিশ্চয় জানিও, নিশ্চয় ধারণাকরিও; গাণ্ডীবধন্বা এই খাণ্ডবসমরে তোমার চিরবীর যশঃ লোপ করিবে।

বলদর্পিত অর্জ্জুন ইন্দ্রউদ্দেশে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে দেবরাজ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রোধাকুল হইয়া উঠিলেন—সহস্রলোচনে সহস্রঅগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল—তিনি অর্জ্জুনাস্ত্রের প্রতিসংহার ও নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন, কুমার! তোর এতদূর বীরদর্প? আমার রক্ষিত খাণ্ডব-বন দাহন, আবার আমার বিরুদ্ধেই অস্ত্রচালনা করিতেছিস্? তোর দোষে তোর সহকারী রথীরও আর নিস্তার নাই। সুরঅস্ত্রেও সুরশক্তিতে আজ

নিশ্চিতই তোরা ধরাশায়ী হইবি। নির্ব্বোধ! আমি ত্রিদশেন্দ্র, ত্রিজগতের উপর ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করি। দণ্ডপাণি শমনও আমায় স্ব-মনে শঙ্কা করিয়া থাকেন। আমি বাহুবলে বিশাল ভূমণ্ডলকে ধূলি স্তূপে পরিণত করিতে পারি। আমি একমাত্র বজ্রাঘাতে ত্রিলোক নিপাত করিতে সক্ষম হই। অহিধর, মহীধর এবং শক্তিধর ষড়ানন পর্য্যন্তও আমার শরবেগ সহ্য করিতে পারেন না। খণ্ডপ্রলয়, যুগপ্রলয় প্রভৃতিতে আমিই প্রলয় কার্য্য নির্ব্বাহ করি। তুই বালক, আমার অলৌকীক বীরত্ব বিক্রম না জানিয়া রণ আস্ফালন করিতেছিস্। আমায় পুত্রশোকে চিরশোকাকুল হইতে হয় হউক, পিতৃশব্দ কলঙ্কধ্বনিতে চির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে থাকুক্ এবং পাণ্ডুমহিষীর শোক অশ্রু চিরকাল বহে বহুক্, কিন্তু শৈশববীরত্ব দেব হৃদয়ে কখনই সহ্য হইবে না।

ভগবান্ বজ্রী এই বলিয়া নর-নারায়ণের প্রতিকূলে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং সুরবৃন্দ, অপ্সরদিগের অষ্টাদশ কুল, অসুরদল, বিহগনিচয়, ভুজগসমুদয় ও শৈলশ্রেণীও তাঁহাদের বিপক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন—সৌর জগত কাঁপিয়া উঠিল—অস্ত্রাঘাতে দেবকুল কেহ নিহত কেহ বা হতপ্রায় হইয়া বীরোন্নতির উচ্ছেদসাধন করিলে অমরশ্রেষ্ঠগণ স্ব স্ব মহাস্ত্রগ্রহণ করিলেন—ইন্দ্র, বজ্র; যম, কালদণ্ড; কুবের, গদা; বরুণ, পাশ; কুমার, শক্তি; অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ঔষধি; ধাতা, ধনু; জয়, মুষল; ত্বষ্টা, পর্ব্বত; সূর্য্য, বর্ষা; মৃত্যু, পরশু; অর্য্যমা, পরিঘ; মিত্র, ক্ষুর; ও অন্যান্য দেবগণ নানাবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া কিরীটী-কৃষ্ণ বিনাশে তৎপর হইলেন—দেব নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রনিচয়ে বিশ্ব, প্রলয়-প্রকৃতি ধারণ করিল—কিন্তু বিশ্বম্ভরের ঐশী মায়ায় সকল মহাতেজঃ নিমেষ-লীন হইয়া গেল। দেব গরিমা লজ্জার ভীষণতম গহ্বরে লুকাইল। ভগবান্ করিবাহন পর্ব্বতমালা ও অবশেষে মন্দর শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক পার্থশিরে নিক্ষেপ করিলেন—দেবশক্তি তাহাতেও অপ্রতিভ হইল—মহাবাহু পার্থ তীক্ষ্ণশরে তাহা রেণুরূপে পরিণত করিয়া বজ্রপাণির বীর সৌকর্য্যের হ্রাস করিলেন।

এইরূপ মহাসমরে কৃষ্ণার্জ্জুন অপরাজিত ও অনলদেবও অনির্ব্বাপিত হও-

য়ায় দেবগণ পরাঙ্মুখ হইলেন শতক্রতু, কেশবও অর্জ্জুনের প্রবল পরাক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—অদৃশ্যপটের গর্ত্ত হইতে আকাশবাণী সমুদ্ভূত হইল—হে অরিনিস্থদন! হে সহস্রলোচন! তোমার সখা ভুজগরাজতক্ষক কুরুক্ষেত্রে নিরাপদে আছেন; তুমি রণলালসা পরিহার কর। নর-নারায়ণ পুরুষদ্বয় চির অজেয়, অজ শিব ইঁহাদের অপার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিয়তিদূত স্বরূপ জগতকে ফলাফল প্রদান করিয়া বিশ্বপরিচালনা করেন, এই খাণ্ডবদাহন অগ্নিকাণ্ডে তাহাই হইতেছে। পুরন্দর! তুমি দেবগণ সহিত অমরলোকে প্রস্থান কর।

সুরেশ্বর সুরগণ সহিত এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিজলোকে গমন করিলেন। বিষ্ণু-বিজয় নিরাপদে অগ্নি তর্পণ করিতে লাগিলেন। ইতি-পূর্ব্বে অর্জ্জুন দেবরণে, কৃষ্ণ বহ্নিরক্ষণ ও সুরসমরে ব্যাপৃত ছিলেন, এক্ষণে উভয়েই একমন হইলে তাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে বনবাসী জন্তুগণের অস্থি, মাংস, রুধির ও বসা সমূহ মুহুর্মুহুঃ অগ্নিমুখে বর্ষিত হইতে লাগিলে ক্রমে মহর্ষি মন্দপাল তনয় (অস্ফুটপক্ষ শাবক চতুষ্টয়) ও তাঁহাদের মাতার বিপদ কাল উপস্থিত হইল; জরিতা অগ্নিভয়ে ভীতা হইয়া পুত্রগণকে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলেন—শিশুতার প্রবোধ নাই—বাল্যভীত শাবকগণ ভূ-বিবরে মূষিক ভয় ভাবনা করিয়া মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিল, ভূগর্ভের অভয়-শরণ কোন মতেই তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইল না। জরিতা পক্ষিণী অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আত্মজীবন রক্ষণে স্থানান্তরে উড়িয়া গেল—দাবানলের প্রবল ক্ষুধানল তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তিনি মহারণ্য ভস্মস্তুপ করিয়াও শাবক নিচয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন—অন্তরস্থ ব্রহ্মজ্ঞান স্বভাবেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—ঋষিজাতবেদজ্ঞ জরিতারি, সারিসৃক, স্তম্ভমিত্র, দ্রোণনামিত শাবক চতুষ্টয় অগ্নিদেবের স্তব করিয়া অনলের উজ্জ্বল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। জরিতাও সতীত্বের শৈত্য আবরণীতে অব্যাহতি পাইলেন।

মহাত্মা অগ্নিদেব এইরূপে খাণ্ডবদাহন করিতে লাগিলে দানবরাজময় তক্ষকের বাসস্থান হইতে আকাশ পথে পলায়ন করায় মহাত্মা বাসুদেব চক্র ধারণ করিলেন এবং হুতাশনও তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন—সময়

শমনের সাজ সাজিয়া আসিল—দানবপতি বিকৃতস্বরে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! হে বিজয় ! হে অরি নিসূদন পার্থ ! আপনি আমাকে অগ্নিমুক্ত করুন। দানবরাজময় আপনার অভয়পদে শরণাগত।

অগ্নিভীত দানব এইরূপে অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে বিভূচক্রধারী চক্র সম্বরণ করিলেন, হুতাশনও তাহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন। নমূচী সহোদর ময় এক প্রকার পুনর্জীবিত হইয়া অর্জ্জুনের নিকটে গমন করিলেন—পঞ্চদশদিনে অগ্নিতর্পণ পরিশেষ হইল—প্রস্তাবিত জরিতা পুত্রশোকাকুলিত হইয়া ভস্মস্তুপে আগমন পূর্ব্বক পুত্রনিচয় দর্শন করত আনন্দে মগ্ন হইলেন। মহর্ষি মন্দপালও বাৎসল্য শোকে ব্যাকুলিত হইয়া তাঁহাদের সম্মিলন করত সপরিবারে বনান্তরে গমন করিলেন। এদিকে মহাত্মা নারায়ণ, অর্জ্জুন, দানবপতিময় এবং মহাদ্যুতি অগ্নিদের যমুনাতীরের সৈকতভূমে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় ভগবান্ ইন্দ্র, দেবগণ সহিত আকাশ মণ্ডল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহাভাগ কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, বীরদ্বয় ! তোমরা অদ্ভুত কর্ম্মা ! তোমাদের এই মহাকীর্ত্তিঅগ্নিতর্পণ ভবমণ্ডলে দর্পণের স্বরূপ বর্ত্তমান রহিল। তোমরা বর প্রার্থনা কর, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্ ! আমার অন্য বরে অভিলাষ নাই। প্রিয়তম অর্জ্জুনের সহিত চিরপ্রণয় থাকে এই আমার বাঞ্ছনীয়।

পুরন্দর তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, পিতঃ ! আমার প্রতি যদিই সুপ্রসন্ন হইলেন, তবে আপনার বিশ্ববিজয়ী মহাস্ত্র সকল আমাকে সংপ্রদান করুন্।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস ! আমি বর প্রদান করিলাম—যৎকালে উমাপতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তৎকালে তোমাকে দেবদুর্ল্লভ মহাপ্রভ দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিব। এক্ষণে সুরবৃন্দ সহিত সুরলোকে প্রস্থান করি। বলারাতি এই বলিয়া হুতাশনকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

মহাতেজাহুতাশন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, বীরদ্বয় ! আপনাদের দত্ত মেদ,মাংস, ও রুধির আহুতিতে আমি চিরআরোগ্য হইলাম। আপনারা চিরজয়ী ও সর্ব্বগামী হউন।

অনল দেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে দানবেন্দ্রময় আপন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

ধন্য বীরবর, কৌরব শেখর, সর্ব্ব গুণাকর
ভবমণ্ডলে ;
খাণ্ডব বিপিনে, অনন্ত আগুনে, স্বীয় সত্ব গুণে
দীনে তারিলে।
পেয়ে অগ্নি ভয়, লইনু আশ্রয়, হ'লে দয়াময়
ময় পাবন ;
পালি কুলব্রত, ক'র্লে উপকৃত, হ'ল চিরক্রীত
বীর জীবন।
অতএব দেব ! কিবা কার্য্য তব, করিবে দানব
বল নৃমণি !
প্রতিউপকার, সাধিতে তোমার, দনুজ কুমার
বদ্ধ আপনি।
সুধীর মণ্ডল, প্রাক্তনের ফল, হিতৈষী-শৃঙ্খল
পরি চরণে ;
থাকিতে জীবন, করে প্রাণপণ, হিতৈষীরঞ্জন
ব্রত পালনে।
ধর্ম্ম রূপ অসি, ভয়ে দিবানিশি, স্বধর্ম্ম বিলাসী
সুপথে যায় ;
নশ্বর জীবন, করি বিসর্জ্জন, পুণ্য উপার্জ্জন
বিরত নয়।
হের তরু দলে, জল সেক্ পেলে, করে ফল ফুলে
প্রত্যুপকার ;
ময় দেহ তবে, কেন না বহিবে, বন্ধুবিনোদন
সৌহার্দ্য ভার।
মূঢ় মতি যারা, নীচাশয় তারা, হ'য়ে জ্ঞান হারা

হয় গর্ব্বিত;
প্রতি উপকার, না ভাবে আবার, উপাদেয় ধার
চির বিস্মৃত।
কিন্তু কার্য্য কালে, বাক্য-স্রোত ফেলে, আশা-রত্ন দলে
করে প্রদান;
হয়ে কৃতকার্য্য, দেখায় স্ববীর্য্য, কালের সৌন্দর্য্য
হয় প্রমাণ।
কিন্তুহে রাজন! জেন' চিরন্তন, দানব নন্দন
নিল শরণ।
চন্দ্রকান্তাকরে, অন্য মণি বরে, প্রসব না করে
অরি সূদন।

অনন্তর স্বজন সহিত কেশব ও অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গমনকরিলেন, এবং দানব পতিময়কেও অনুসঙ্গী করিয়া লইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই খাণ্ডব দাহন সংবাদে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। মহাবল দানব শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রসভার ন্যায় সভা নির্ম্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।—সভা-চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল।—পাঠক! এক্ষণে খিলহরিবংশ পর্ব্বে "অহোমহত্ত্বং মহতাম পূর্ব্বং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে উত্তর কুরুবর্ষে চলুন্।

ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত খাণ্ডব দাহ পর্ব্ব,
কুরুবংশে অগ্নিতর্পণ নাম দ্বাদশসর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

উত্তর কুরুবর্ষ (নভোমণ্ডল)—ব্রহ্ম সম্মিলন

(ঐশী প্রতিভা)

"অহো মহত্বং মহাতাম পূর্ব্বং"

যিনি ভূঃ ভুবঃ স্বর্লোক প্রভৃতি নিখিল ভুবনের অধীশ্বর, সেই সর্ব্বশক্তিমান মহতের মহত্ব অপূর্ব্ব বিস্ময়কর।—কুরুবর্ষে তাহারই অন্বেষণা হইল;—সদা শান্ত, নিত্য, আনন্দস্বরূপ সনাতনপুরুষকৃষ্ণ তেজোময় বিগ্রহ হইতে হৃত শিশু চতুষ্টয়কে উদ্ধার করত প্রিয়তম অর্জ্জুনকে সেই ঐশী মহত্বের প্রাকৃত পরিচয় প্রদান করিলেনঃ—ভূতভাবন নারায়ণ অগ্নি তর্পণ পরিশেষ করিয়া স্বজন সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলে উপকৃত ময়দানব সভ্যতার দূর বিস্তৃত পথে দণ্ডায়মান হইয়া "পাণ্ডুকুলের প্রিয়সাধন করিবেন" এই ভাব পূর্ণ বিনয়-নম্র-বচনে কেশবের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—পাণ্ডবসখার অনুগ্রহ পাণ্ডুকুলের প্রতি চিরঅগ্রসর—তিনি অসুরেশ্বরময়ের প্রতি ইন্দ্র-প্রস্থে ইন্দ্রভুবন তুল্য একটি রাজসভা নির্ম্মাণের ভার প্রদান করত পঞ্চসহস্র বর্গহস্ত পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন—দানবপতির কঠোরতম ব্রত উদ্যাপন হইতে আরম্ভ হইল—এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ের স্মৃতিপটে সহসা মানুষীভাবের অবতারণা—চঞ্চলাপতিস্বজন বিরহে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুখময় আর্য্যনিকেতনদ্বারকানগরে গমন করিলেন—সাধুগণের স্মৃতিপট চিরস্বর্ণঅক্ষরিত—এদিকে (খাণ্ডবনগরে) পাণ্ডবপ্রিয় ময়দৈত্য ক্রমেই সত্যভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; কৌরব সভায় চিরগৌরবসূর্য্যোদয় করিতে রত্নাহরণ জন্য শৈলরাজ মৈনাক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন—আশা স্বহস্তে আয়োজন করিতে লাগিল—দানবেন্দ্রময় স্বর্গীয়

বৃষপর্ব্বা দৈত্য পুর হইতে রক্ষদল রক্ষিত তাঁহার (ময়দানবের) পূর্ব্ব সঞ্চিত ধনরাশি ও বিন্দুসরোবর হইতে বৃষপর্ব্বা দৈত্যপতির দিব্যগদা ও দেবদত্ত শঙ্খগ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—ধনেই ধন বৃষ্টি হইতে লাগিল—দৈত্যকুলনাথ, পাণ্ডুকুলনাথযুধিষ্ঠিরকে রত্নরাশি ও ভীমার্জ্জুনকে গদা ও শঙ্খদান করত অলোকদৃষ্ট মোহনীয় উপাদানে সভানির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন—অসুর পতির সুর শিল্পীতায় নির্ব্বাচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া চতুর্দ্দশমাসে সভা প্রস্তুত হইল—এমন কি তিমিরদলনী বিদ্যুৎ ঠিক যেন দানবী কুহকে পড়িয়া ধরাসন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পাণ্ডবগণ এই কালে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর শান্তিময় ক্রোড়ে গভীর সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষিগণ তাঁহার সভা এবং অপ্সরগণের অষ্টাদশ কুল তাঁহার উপাসনা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এইরূপে দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু করিয়া কিছুদিন গত হইলে গাণ্ডীবধারীঅর্জ্জুন চক্রধারীর একাহব্রতযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ভদ্রাসহিত দ্বারকাভুবনে গমন করিলেন—বন্ধুমিলনে প্রিয় পরস্পরার হৃদয় কেন্দ্র হইতে প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল—মহাবীর পার্থ শ্রীহরির প্রেমবদ্ধ হইয়া কিছুকাল দ্বারকাবিহার করিতে লাগিলেন—এমন সময় একটি নূতন রহস্যের আবিষ্কার—দ্বারকা বাসী এক ব্রাহ্মণের সদ্যজাত-পুত্র কোন অপহর্ত্তা কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে থাকিলে দ্বিজরাজ ক্রমান্বয়ে তিনপুত্রে বঞ্চিত হওয়ত ব্রাহ্মণীর চতুর্থগর্ভের আসন্ন প্রসব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন—ব্রাহ্মণের আশাতরি কল্পতরুর দৃঢ়তম শাখায় বন্ধন হইল—মধুসূদন স্বয়ং যজ্ঞব্রতী নিবন্ধনে, ব্রাহ্মণকে নিরাপদ করিতে বীরগণের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন—অর্জ্জুনের বীররস সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া বহিল—তিনি সদর্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন। দর্পহারী কুরুদর্প চূর্ণ করিতে এক্ষেত্রে আর অনুকূলতা দান করিলেন না; তিনি ঈষৎ হাস্য করত মহাযোধ বলদেব ও প্রদ্যুম্ন ব্যতীত অগণন রথ রথী প্রদান করিয়া সাধারণী সাহায্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কুন্তীনন্দন একে বীরাগ্রগণ্য তাহাতে আবার বৃষ্ণিবংশ সহায় পাইয়া মহাগর্ব্বে বিপ্রনিকেতনে উপনীত হইলেন; সতর্কতার অসংখ্য কুলাচল পিপীলিকারও গতিরোধ করিয়া রাখিল—মুহূর্ত্তেকে

সকল বীরত্বই সলিল রেখায় পরিণত—ব্রাহ্মণ মন্দিরে অমঙ্গলময় "হা পুত্র যো-পুত্র" শৌকিক আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, এবং আকাশমার্গে হ্রিয়মান বালকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে শোকবৃষ্টি করিয়া চলিল—বিজয়ের বিজয়াশা আজ অনন্তদূরে গিয়া—অন্তর্হিত তিনি সাহসের ভগ্নশৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া অগণন শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আনুযাত্রিকরথীগণও আকাশ প্রদেশকে শর-কুঞ্জ করিয়া তুলিলেন—অপহর্ত্তার কিছুই উদ্দেশ হইল না—পার্থবীর পরাজয়ের এই নূতনহার পরিধান করিয়া অধোমুখে কৃষ্ণ সম্মুখে উপনীত হইলেন, ব্রাহ্মণও পুত্রশোকের সহিত তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—দর্পহারীর সঙ্কল্পসিদ্ধ হইল—তিনি শৈব, সুগ্রিব, মেঘপুষ্পও বলাহক অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত গরুড়কেতনরথারূঢ় হইয়া অর্জ্জুন, ব্রাহ্মণ ও দারুক সহিত দ্বিজপুত্র আনয়নে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন—বিমানরাজ-অবিলম্বে সিন্ধুতীরে উপনীত—তথন ভগবান্ কেশব মহার্ণবকে আহ্বান করিয়া জলস্তম্ভন করত সিন্ধুপার হইয়া উত্তর কুরুবর্ষপারে মহাগিরি গন্ধমাদনে উপনীত হইলেন। অনন্তর দুর্গমপথ বলিয়া বাসুদেব শৈলগণকে স্মরণ করায় মায়ারূপী জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত, সুমেরু, কৈলাসও ইন্দ্রকূট এই সপ্তকুলাচল আগমন করত তাঁহাকে শৈলপথ পরিমুক্ত করিয়া দিলেন। পুরুষোত্তম তমসাবৃত সেই পর্ব্বতবিবরে বিমান যোগে গমন করিতে লাগিলেন—তিমির ক্রমেই ভীম হস্ত প্রসারণ করিয়া অশ্বগণের দৃষ্টি রোধ করিল—বিপদ ভঞ্জন সহসা এই বাধা ভঞ্জন করিতে চক্রধারী হইয়া বিশ্বরাজ্যেশ্বররূপ ধারণ করিলেন—তিমির মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলাইল—পার্থ, দারুক ও শোকার্ত্ত-ব্রাহ্মণ নির্ভয় হইয়া বসিলেন; অনতিবিলম্বে বিমানবর শৈল-বিবর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মতেজোরাশির নিকটবর্ত্তী হইল—সেই স্থানই আর্য্যধাম জ্যোতিঃভুবন—গোবিন্দ তদ্দর্শনে প্রফুল্লঅন্তঃকরণে আকাশপথে জ্যোতিঃ বিগ্রহধারী দিগন্তব্যাপী প্রজ্জ্বলিত তেজোরাশির মধ্যে সম্মিলিত হইলেন।

ভগবান্ হরি, ব্রহ্ম সম্মিলন করিলে মহামতি দারুক মহাতেজের প্রতিভা-প্রতিষ্ঠা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন:—ঈশ্বরের অনন্ত মহিমায় কি

অদৃষ্টচর স্থানেই আনীত হইলাম! এখানেত ভূলোকের কিছুই চিহ্ন দেখিতেছি না! একমাত্র জ্যোতিঃরাশিতে অনন্ত যোজন উদ্ভাসিত হইতেছে! দিগাঙ্গনারা জ্যোতির্ম্ময়ীহার পরিধান করিয়া হাসিতেছেন! মধ্যে মধ্যে পবনদেব কেবল এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। যাহাহউক, এ ভুবনে বিদ্যুৎ নিকেতন এবং কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যের অভ্যুদয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অহো! জলস্তাকার পুরুষ বিগ্রহই এই জগতের দ্বিতীয় দিবাকর, ইনিই এই আকাশের চিরপূর্ণচন্দ্রমা, না, সেতুলনাও অসদৃশ হয়: দিবাকর নিশাকর কখনই গিরিগুহার অভ্যন্তর সমুজ্জ্বল করিতে পারেন না। কিন্তু এ জ্যোতিঃতে হৃদয়কন্দরের মহান্ধকারপর্য্যন্তও অন্তর্হিত হইতেছে!

মহামনা দারুক মনে মনে এইরূপ নানা বিতর্ক করিতেছেন; এমন সময় দয়াময় বাসুদেব দ্বিজপুত্র চতুষ্টয়কে সংহতি করিয়া সুদূরব্যাপী জ্যোতিঃরাশি হইতে প্রকাশিত হইলেন; এবং অপহৃত পুত্র চতুষ্টয় প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি কহিলেন, দ্বিজবর! এই আপনার পুত্রগণকে গ্রহণ করুন্—ব্রাহ্মণ একবারে অপার আনন্দার্ণবে নিমগ্ন—সহসা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। পুত্রগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পরম তত্ত্ববিদ্‌অর্জ্জুন, দৈবকীনন্দনের ঈদৃশ অমানুষী কাণ্ড দেখিয়া বিনয় সহকারে কহিলেন, নারায়ণ! আপনার ধ্বজবজ্রাঙ্কিত চরণে আমার শত নমস্কার, ত্বদীয় ঐশীবীর্য্য অবলোকন করিয়া হৃদয়ে গভীর বিস্ময়রস সঞ্চার হইয়াছে। অতএব দেব! আপনি কিরূপে জল স্তম্ভন করিলেন? কিরূপেই বা শৈলকন্দরে বিস্তীর্ণ বিমানপথ প্রস্তুত হইল? কি কৌশলেই বা তিমির পূর্ণ গিরি গর্ভে অপূর্ব্ব সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইলাম? বসুমতী কোন্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহু দূরস্থ কুরুবর্যীয়পথের অঙ্গ সঙ্কুচিত করিলেন? কি জন্যে কোন্ মহাপুরুষ দ্বিজতনয়গণকে হরণ করিয়াছিলেন? এবং আপনি যে জ্যোতিঃবিগ্রহে প্রবেশ করিলেন; তাহাইবা কোন্ নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সৃষ্ট? দয়াময়! দাসের প্রতি সদয় হইয়া ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করুন্।

তত্ত্বলিপ্সু পার্থ বিনয়াবনত হইয়া ভগবান্ হৃষীকেশকে এই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করিলে মধুসূদন মধুরবচনে পার্থকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

সখে! তুমি উপযুক্ত শ্রোতা, তেজোবিগ্রহ আমার সম্মিলন জন্যই রাজনৈতিক অমোঘউপায় (বৃষ্ণিকুল রাজত্বে অকালে ব্রহ্মবধন) সৃজন করিয়াছেন। ঐ জ্যোতিই আমার ব্রহ্মময়তেজঃ। শাঙ্খ্য মতাবলম্বী যোগীগণ ঐ জ্যোতিরাশিকে আমার স্থূল সূক্ষ্ম স্বরূপ সনাতন প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করত উঁহাতেই নির্ব্বাণ মুক্তির বাসনা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন যেকিছু বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলে তাহা কিছুই অসম্ভবপর নহে। আমিই কর্ত্তা, আমিই কর্ম্ম, আমিই ক্রিয়ারূপে পরিচিত হইয়া অনন্তকাল অনন্তব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি লীলা করিয়া আসিতেছি। আমি প্রলয়কালে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করি, এবং প্রলয়ান্তে সূক্ষ্ম হইতে আবার স্থূলরূপে পরিণত হই। পার্থ! আমিই স্বর্গ, আমিই মর্ত্য, আমিই রসাতলরূপে গভীর জলধির একমাত্র আশ্রয়; পঞ্চভূতময় জগত এক আমা হইতেই প্রসব হইয়া থাকে, শাস্ত্রকারগণ আমাকেই তুরীয় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি জল, স্থল, সপ্তকুলাচল প্রভৃতি বিশ্বপ্রপঞ্চে বিদ্যমান; আমার ঐশীলীলা কালের মানদণ্ডস্বরূপ চির দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি সৎ (নিত্য) আমি অসৎ (অনিত্য) আমি জন্য (উৎপত্তির কারণ) আমিই চৈতন্যরূপে সহস্রদলপদ্মে বিরাজমান হইয়া থাকি। হৃদ্‌কেন্দ্রীভূত দ্বাদশদলপদ্মে জীবাত্মারূপে আমিই অধিষ্ঠিত হই। অতএব প্রিয়তম! সকল সংশয় অপনোদন কর। দিবাকর করযোগে তিমির বিনষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনের প্রতি এই কথা বলিলে তাঁহার মায়া প্রভাবে ব্রাহ্মণ ও দারুক প্রভৃতি কেহই তাহা অবগত হইলেন না। কিন্তু জ্যোতিঃদর্শনে ব্রাহ্মণ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুরুষপ্রবর কৃষ্ণের এই অসাধারণকর্ম্ম নিবন্ধন তাঁহাকে ভক্তি সহকারে কহিলেন, বিভো! আপনাকে শতধন্যবাদ, ত্বদীয় কৃপাবলে আমি আজ চরিতার্থ হইলাম; সংসার জনিত নির্জীব আশা আজ আমার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পূর্ণব্রহ্ম পুরুযোত্তমকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন:—

তুমি ব্রহ্ম সনাতন, তুমি ব্রহ্ম সনাতন;
ভূভার হরণে হও দৈবকী নন্দন।

যত সাধক মণ্ডল, যত সাধক মণ্ডল ;
একান্তে চিন্তয়ে তব চরণ কমল ।
তুমি ত্রৈলোক্যের পতি, তুমি ত্রৈলোক্যের পতি ;
তোমার ইচ্ছায় লয়, পালন-উৎপত্তি ।
তব কৃপা দৃষ্টি হ'লে, তব কৃপা দৃষ্টি হ'লে ;
পঙ্গুতে লজ্ঘায় গিরি স্বভাবের বলে ।
ভব তরঙ্গ নেহারি, ভব তরঙ্গ নেহারি ;
ভাবয়ে ভাবুক বৃন্দ তব পদ তরি ।
গত আয়ুদিবাকর, গত আয়ুদিবাকর ;
দাসেরে করুণাকর করুণাসাগর !
প'ড়ে সংসার বন্ধনে, প'ড়ে সংসার বন্ধনে ;
দিয়াছি ভ্রমের পুষ্প ও রাঙ্গা চরণে ।
ছিল পরমার্থ ধন, ছিল পরমার্থ ধন ;
সবলে হরিছে তাহা রিপু ছয় জন ।
তুমি সর্ব্ব অর্থ দাতা, তুমি সর্ব্ব অর্থ দাতা ;
বিতরি বিজ্ঞান-ধন দেখাও সততা ।
সৃষ্টি সৃজনের মূলে, সৃষ্টি সৃজনের মূলে ;
তুমিহে কৈবল্যময় কারণ সলিলে ।
শেষ সহস্র বদনে, শেষ সহস্র বদনে ;
নাহি পারে তব সীমা-মহিমা কীর্ত্তনে ।
আমি অতি মূঢ়মতি, আমি অতি মূঢ়মতি ;
কেমনে জানিব তব স্বরূপ প্রকৃতি ।
শুনি আগম নিগমে, শুনি আগম নিগমে ;
তুমিহে অদ্বৈত-রথী শমন সংগ্রামে ।
তবে ওহে কৃপাময় ! তবে ওহে কৃপাময় !
দাসেরে অন্তিমে যেন হওনা নিদয় ।
তব নামামৃত পানে, তব নামামৃত পানে ;

লভি যেন অমরত্ব অমর ভুবনে।

দিব্যজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ভগবান্ বাসুদেবের স্তবস্তুতি করিয়া সপুত্রক তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্বনিয়ন্তা রুক্মিণীকান্তও সর্ব্ব সহিত দ্বারকাপুরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন সময়ের মধ্যে তাঁহাদের গমনাগমন পরিশেষ হইল। অনন্তর শ্রীমান্ শ্রীপতি জগন্নাথ, সমভিব্যাহারী জনগণ সহিত মধ্যাহ্ল ক্রিয়া সমাপন করত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ ধনরত্নদানে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিলেন, এবং সভাস্থলে উপবেশন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত নানাবিধ কথোপকথন (পুস্তকান্তরে প্রস্তাবিত অর্জ্জুনসংবাদিত ব্রহ্মতেজজনিত পরিচয় প্রদান) করিতে লাগিলেন—সভাভঙ্গ হইল—মহাবীর পার্থ ভবারাধ্য শ্রীহরির প্রেম-বিমুগ্ধ হইয়া কিছুদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রবিহার উপলক্ষ্যে নিকুম্ভবিজয় ঘটনা উপস্থিত। অতএব পাঠক! এক্ষণে "চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ" এই কথার স্বার্থকতা দেখিতে ষট্পুরনগরে গমনে উদ্যত হউন্।

ইতি; মহাভারতীয় খিল হরিবংশ পর্ব্বান্তর্গত ১৬৯, ১৭০, ১৭১
ও দ্বিসপ্তত্যধিকশততমঅধ্যায়; কুরুবংশে ব্রহ্ম সম্মিলন নামক
ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

ষট্‌পুরনগর—নিকুম্ভ বিজয়

(মায়া-সমর)

" চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ "

চপলতা মানব প্রকৃতির পরম শত্রু, রহস্যখেলা করিতে করিতে একদিন বিপদকর হইয়া উঠে।—বৃষ্ণিবংশীয় ভানুদুহিতাভানুমতী যৌবনবশম্বদা হইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রতি ব্যঙ্গপ্রকাশ করত "অসুর-অপহৃতা হইবেন" এই শাপগ্রস্থা হইলেন;—সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল—মহাবীর অর্জ্জুন নারায়ণের সহিত দ্বারকা নগরে আনন্দবিহার করিতে লাগিলে একদা হৃষীকেশ স্বজন সহিত সমুদ্রসলিলে (পিণ্ডারক তীর্থে) জল কেলি করিতে বাসনা করিলেন—রাজ্যরক্ষণ রাজবংশীয়দের চিরব্রত—তিনি তীর্থযাত্রা কালে পিতা বসুদেব ও মাতামহ উগ্রসেনের প্রতি রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বীয় প্রিয়সীগণ, সুভদ্রা-অর্জ্জুন, সস্ত্রীক বলরাম, মহর্ষি নারদ এবং অন্যান্য যাদব-দম্পতী সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন; অসংখ্য নট-নর্ত্তকী ও অগণন রাজবাহিনী তাঁহার অনুগমন করিল। ত্রিবিক্রম জলযাত্রাক্রমে সিন্ধু বক্ষে উপনীত হইয়া সুরশিল্পী নির্ম্মিত পোতভবনে উপনিবেশ করত জলরাশির স্থলীয় মাধুরী সংসাধিত করিয়া তুলিলেন; রত্নাকর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সুধাসিক্ত প্রকৃত রত্নাকর হইয়া উঠিল। মাধব আরও যাদবরূপ রত্নমালা লইয়া জলদেবীকে প্র ভাতী অলঙ্কার পরিধান করাইতে লাগিলেন—দিবাপ্রকৃতি হাসিয়া হাসিয়া পশ্চিম গগণ পার হইয়া চলিল—তাঁহারা সকলেই কৃতবিশ্রাম হইয়া জলধি-শিবিরে উপবেশন পূর্ব্বক শান্তি সুখ-স্বাদ লইলেন—সুখতৃষ্ণা ক্রমেই বাড়িল—স্বর্গাগত রম্ভা ও উর্ব্বসী প্রভৃতি নর্ত্তকীগণও অভিনয় করিতে

আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ আজ্ঞায় ছালিক্যগীতির (সুরসঙ্গীতের) প্রথম অবতারণা করিলেন—কন্দর্পের পূর্ব্বতন স্বর্গীয়প্রকৃতি স্মরণপথে আসিয়া পড়িল—প্রথমতঃ কামরূপী প্রদ্যুম্ন স্বরব্রহ্ম আলাপ করিলেন; অনন্তর কৃষ্ণ, বলরাম, শাম্ব, অনিরুদ্ধ সহকারী সঙ্গীতে প্রবর্ত্ত হইলেন। ক্রমে অর্জ্জুন এবং প্রধানতম যাদবেরাও সঙ্গীতনিষ্ঠ হইলেএকটী নূতনযুগের আবির্ভাব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ নারদ, বীণা; কৃষ্ণ, বংশী; অর্জ্জুন, মৃদঙ্গ ও সুর-নর অভিনেতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত উপাদানে তাল, মান, লয়, সপ্তসুর (খরজ রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ) ত্রিগ্রাম, (উদারা, মুদারা, তারা) মূর্চ্ছনা সহিত ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীতে স্বর্গীয় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন—আর্য্যবংশীয়দের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিষ্যক্ষেত্রে তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়া রহিল—বর্ত্তমানক্ষেত্রে ভানুমতীর অভিশপ্তকাল উপস্থিত হওয়ায় ষট্‌পুরপতি-নিকুম্ভ দ্বারকানগরী বীরশূন্যপ্রায় দেখিয়া দানবারিযদুপতির ছিদ্রঅন্বেষণ করিতে লাগিলে দুর্ম্মতির পাপচক্ষে ভানুমতীর প্রতিবিম্বপাত হইল—পাপাত্মার ধর্ম্মভয় নাই—অবিলম্বে ভানুমতীহরণ করিয়া শূন্যপথে প্রস্থান করিল—ভয়ানক শোকের কথা—ভানুমতীবিরহে যাদব অন্তঃপুরে তুমুল শোকের ঝড় বহিল। স্ববীরপুরুষ বসুদেব ও আহুক ভানুমতী উদ্ধারে বীরবেশে বহির্গত হইলেন—দানবীমায়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল—তাঁহারা কিছুমাত্র না দেখিয়া তদবস্থায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন—হৃদয় অনুতাপের নবীন শিখায় জ্বলিতে লাগিল—দয়াময় এই যশঃক্ষয় বার্ত্তা শ্রবণে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া অর্জ্জুন সহিত গরুড়ারোহণ করিলেন; প্রদ্যুম্নও পিতৃ আজ্ঞায় রথারোহণে অনুগামী হইয়া চলিলেন—তেজোময়যান পবনের গতি পশ্চাৎ রাখিয়া চলিল—বীরগণ মুহূর্ত্তেকে গৃহ প্রবেশোন্মুখ অসুরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজপথ অবরোধ করিয়া রাখিলেন—এই সময় জগতে একটী নূতন দৃশ্যপট প্রকাশ—অসুরপতি ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রবৃত্ত হইল। বীরত্রয় স্ত্রীবধভয়ে দানবের প্রতি কঠোর অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলেন না, মৃদুগামী বাণসকল কেবল তাহার আসুরিক রৌদ্ররস পান করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ করিতে কা[illegible] দান-

বেন্দ্র অন্তর্হিত হইয়া হারীতপক্ষীরূপ ধারণ করিলে মায়াযুদ্ধবিৎ অর্জ্জুন বৈতস্তিক শরাঘাতে দানবীমায়ার উপসংহার সাধন করিলেন—অসুরদেহ কম্পমান হইতে লাগিল—দানবেন্দ্র বীরত্রয়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সপ্তদ্বীপাধরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোকর্ণ পর্ব্বতে উপস্থিত প্রায়—মহাশৈল গোকর্ণ শৈবতেজোময়—শৈবশক্তিতে অসুরশক্তি হ্রাস হইলে দুরাত্মা শৈল উল্লঙ্ঘন করিতে অপারগ হইয়া নভোস্থল হইতে চেলগঙ্গানীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মহাবল প্রদ্যুম্ন এই অবসরে ভানুমতী উদ্ধার করিয়া দ্বারকাভুবনে লইয়া গেলেন—হৃদয়ের আশাদীপ চিরকালের জন্য নিবাইল—দৈত্যবর ক্রোধ-অভিমানে স্বীয়পুরে প্রত্যাগমন করিলে রণাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণার্জ্জুন রাত্রিকালে দৈত্য দুর্গঅবরোধ করিয়া উষাদেবীর আশা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—অগ্নিতে অগ্নি সম্মিলিত হইল—মহাবীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্নও তাঁহাদের সহিত পুনঃ সম্মিলন করিলেন। তখন দৈত্যদ্বারে সেই ঘোর রজনীর নৈশভেরী ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

এইরূপে সুরাসুর পূজিত বীরত্রয় বীরবেশে অসুরদুর্গের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া রহিলেন; অসুর নগরীর অনুপম সৌন্দর্য্য আয়তহৃদয়ের দ্বার খুলিয়া অলগ্ন করিল। অর্জ্জুনবীর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন :—দানবেন্দ্রের সৌন্দর্য্যকারিতারুচি কি চমৎকার! তিমিরময়ী নিশাসতী আলোকমালা প্রভাবে যেন দিবাপ্রকৃতি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন! গৃহচূড়ে এক-একটী জ্বলন্ত গোলক ঠিকযেন দ্বিতীয় পৌর্ণমাসিচন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে! আবার শূন্যপথে ব্যোমচারী উল্কাপিণ্ড সকল রজনীকে তারার মালা পরিধান করাইয়া ভ্রমণ করিতেছে! আশ্রম বিভাগেও বেশ মনোহর দৃশ্য! দীপাধারে শ্বেত লোহিত অসংখ্য কাচ-সলাকা ঠিক যেন সর্পশিশু হইয়া মনিময় জ্বলন্ত ফণা ধারণ করিয়া রহিয়াছে! তদ্ভিন্ন অগ্নিবিদ্যাবিৎগণের কার্য্য কৌশলে কোথাও আগ্নেয়ফুল, কোথাও দীপ্তিমান্ বিহঙ্গম কুল, কোথাও আলোক মুদ্রিত উজ্জ্বল অক্ষর, বীর, করুণ, রৌদ্ররস প্রভৃতি নবরসপূর্ণভাব প্রকাশ করিতেছে! এদিকে আবার লৌহপত্রের মুদ্রাযন্ত্রে আলোকমালা মহারণ প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু সুধুই কৃত্রিম আলোকনয়, হীরকময়ী কুঞ্জ

বনপ্রতিমা সকলও স্বভাবের আলো লইয়া দণ্ডায়মান আছে!

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে দৈত্যরাজধানীর সৌন্দর্য্য প্রশংসা করিতেছেন; এমত সময়ে কালান্তক বেশধারী অসুরনাথ বহির্গত হইয়া বলিল, রে দুর্ব্বলগণ! রে নরকীটগণ! তোরা নিতান্তই কি আজ অসুরনাথের সমর শায়িত হইতে উপস্থিত হইয়াছিস্? দণ্ডপাণির কালদণ্ড একান্তই কি তোদের উদ্দেশে বাহির হইয়াছে? আমি দৈত্যপতি নিকুম্ভ, আমার বজ্রনখরে ঐরাবত করীকুম্ভ পর্য্যন্তও বিদীর্ণ হয়! আমি পদাঘাতে সহস্র সহস্র বজ্রাঘাত করিয়া থাকি। কিন্তু আজ্ কি লজ্জার কথা! তোরা মৃত্যু বশে সাহসের বল লইয়া এমন শমন ভবন অবরোধ করিয়াছিস্? রে ক্ষীণজীবীগণ! তোদের আর রক্ষা নাই। এখন শূলী শম্ভু কিম্বা সয়ম্ভু ব্রহ্মার স্মরণ লইলেও তোদিকে মৃত্যু গ্রাসে যাইতে হইবে।

দৈত্যপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিযোধগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইলেন; এবং ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া কহিলেন, রে অসুরকুলগ্লানি! এখন আত্মগরিমা পরিত্যাগ কর্। তোর তস্করতার উচিত পুরস্কার দিতে আমরা এই বিশ্ব ভয়ঙ্কর ধনুঃশর ধারণ করিয়াছি, এই উলঙ্গ অসির মুখ দর্শন করিতেছি; এই খড়্গ, এই ছুরিকা এই বর্শা বর্ষণ করিব বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান আছি। পাপি! বীররসের অমৃতাস্বাদ আজ আমার শরধারাই তোকে প্রদান করিবে। আমরা মুহূর্ত্তেকে বিজয়ভেরী ত্রৈলোক্য যুড়িয়া প্রতিধ্বনিত করিব।

কুন্তীনন্দন, দিতীনন্দননিকুম্ভকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, দানবেন্দ্র একমাত্র গদা সহায় করিয়া তাঁহার সকল অস্ত্রের প্রতি সংহার করিতে লাগিল, এবং অর্জ্জুনের শিরোভাগে সেই প্রকাণ্ডগদা গুরুতর প্রহার করিয়া তাঁহাকে বিচেতন করিয়া ফেলিল। মহাবল প্রদ্যুম্নও দানবের গদা প্রহরণে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তখন দানবারি-কৃষ্ণ, কর্ণঅরি ও শম্বরারিকে ধূলি লুণ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং গদাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন—বীর পরম্পরার শিক্ষা নিপুণতা মহাযোধগণের আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিল—নারায়ণ অপ্রমিতবলে অসুরশিরে কৌমোদকী গদাঘাত

করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী প্রহারে তৈজসবন্ধনী একেবারে নিস্তেজ। নিকুম্ভ বীর ধূলি উপাধান করিয়া ধরাতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন—এইখানে একটী নবভাবেরপট মায়ার গর্ভ হইতে বাহির হইল—সনাতন পুরুষকৃষ্ণ বিনা আঘাতেই মূর্চ্ছাদেবীর কঠোর শাসনে চৈতন্য সমর্পণ করিলেন—জগৎ কাঁদিয়া উঠিল—দেবেন্দ্র চিন্তাগ্রস্থ হইয়া অলক্ষিতে অমৃতসলিল সেচন করিলেন—মায়া-খেলা ক্রমে ক্রমে লুকাইল—বিশ্বজীবন, কমললোচন উন্মিলন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং চক্রায়ুধ গ্রহণ করত ভূপতিত মায়া নিকুম্ভকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রে দুরাচার! তোর বিরুদ্ধাচারের আজ্ উপযুক্ত ফল প্রদান করিব। আজ মুক্তি ফললোভী যোগী ঋষিগণের মনের কণ্টক দূর হইবে। নরহিংস্র! যদুকুলের হিংসা করিলে পরমহংস ব্রহ্মারও নিষ্কৃতি নাই; তুই দুর্ব্বল, তোকে অবিলম্বেই কালের বিষদন্তে দংশিত হইয়া নির্জীত লোক গমন করিতে হইবে।

বাসুদেব, মায়ানিকুম্ভকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে কামার্জ্জুন সচেতন হইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন, এবং প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আপনি ভূতভাবন ত্রিকালজ্ঞ হইয়া এই দানবী মায়ায় প্রতারিত হইতেছেন কেন? দৈত্যবর যে এই মূর্চ্ছিত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না? যদুকুলনাথ! দাসের কথায় কর্ণপাত করুন্, অসুরেন্দ্র এই মাত্র লুক্কায়িত হইয়াছে।

মায়া শাস্ত্রবিদ্ প্রদ্যুম্ন পিতৃ সমক্ষে এইরূপ মায়া কুশলতা জানাইলে নিকুম্ভের ভূমিসাৎদেহ অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং দানবেন্দ্র আসুরী মায়া বিস্তার করিয়া সেই ক্ষণেই দশ সহস্র নিকুম্ভ মূর্ত্তি এবং সহস্র সহস্র কৃষ্ণার্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সৃজন করিয়া নারায়ণকে নূতন ইন্দ্রজালের আবির্ভাব দেখাইল—নিকুম্ভের মায়াযুদ্ধই সর্ব্বোপর প্রশংসিত—মায়াবী অদ্বৈত মায়া-রথীগণ সত্ত্বেও মহামায়া প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনকে হরণ করত আকাশ প্রদেশে উত্থিত হইল। কৃষ্ণ-প্রদ্যুম্নও সহসা তাহার নিগূঢ় অন্বেষণ করিতে পারিলেন না। বীরেশদ্বয় যতই দানবেশের মায়াদেহ ছেদন করিতে লাগি-

লেন ততই তাহা, প্রতিখণ্ডে এক এক নিকুম্ভ হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিল—এখন ঐশী মায়ায় গূঢ়তম আসুরীমায়ার অন্তচ্ছেদ—জনার্দ্দন অর্জ্জুন উদ্ধার করিতে চক্রায়ুধে অসুর পতিকে বিখণ্ড করিলেন। মহাবল দৈত্য নভোস্থল হইতে পতিত হইতে থাকিয়া অর্জ্জুন বীরকে স্ববলে নিক্ষেপ করিল—নরলীলার প্রায় উপসংহার—ইন্দ্রনন্দন মহাবিপন্ন হইয়া অন্তরীক্ষ প্রদেশ হইতে কৃষ্ণের স্তব করত কহিতে লাগিলেন :—

রক্ষ রক্ষ যদুপতি, তব পদে করি নতি ;
ত্রৈলোক্য তারণ, ত্রৈলোক্য কারণ,
অগতি জনের গতি।
দয়াময় পীতবাস! পদাশ্রিত কুরুদাস ;
আজি কালগ্রাসে, যায় হে বিনাশে,
ছাড়িয়া সংসার আশ।
দূর দৃশ্য নভোস্থল, প্রকাশি প্রকৃতি-বল ;
বায়ু রাশি ভরে, ধরণী উপরে,
ফেলিছে করি বিকল।
ওহে পাণ্ডবের প্রাণ! কর দীনে পরিত্রাণ,
এ ঘোর বিপদে, বিনা রাঙ্গা পদে,
জগতে নাহিক স্থান।
গোলোক নিবাসী হরি! ভূলোক বিগ্রহ ধরি;
ধরা অধিষ্ঠান, করি ভগবান্,
দিলে ভবে পদতরি।
নর সিংহ নারায়ণ! ভব ভয় নিবারণ!
তুমি সর্ব্বময়, অক্ষয় উদয়,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
নরোত্তম হৃষীকেশ! —পরমাত্মা পরমেশ ;
বিভু পরাৎপর, অজর অমর,—
প্রকৃতি-পুরুষ বেশ।

স্বতঃ সিদ্ধ ঘনশ্যাম! ভক্তজনে নহ বাম—
চরাচর গুরু, চির কল্পতরু ;—
পতিত পাবন নাম।
বেদাগমে শুনি সার, তুমি ভব কর্ণধার ;—
জীবন মরণ মঙ্গল কারণ,
ডাকি এই অনিবার।
দেহ, জলবিম্ব প্রায়, যায় যদি শ্যাম রায়!
নাহি তাহে দুঃখ, দেখে চাঁদ মুখ ;
যেন প্রাণ বাহিরায়।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ স্তব করিতে করিতে নিপতিত হইতে থাকিলে বলাধিক প্রদ্যুম্ন পিতার আদেশানুসারে শূন্য পথেই পার্থ বীরকেধারণ করিলেন—পরমপিতার ঐশীসত্তায় কুন্তীসুতের কণ্ঠাগত প্রাণবায়ু পুনরায় স্বধামে প্রস্থান করিল—বীরগণ বিজিতমঙ্গল নিবন্ধন আহ্লাদের নব গভীর হ্রদে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে লাগিলেন—দ্বারকা ভুবনের অসংখ্য প্রতিমা স্মরণ-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে লাগিল—রণ জয়ী বীরত্রয় সত্বর বৃষ্ণিলোকে সম্মিলিত হইয়া রণবার্ত্তা প্রকাশ করত নব বালা ভানুমতী-হৃদয়ে পুঞ্জপুঞ্জ আনন্দের উপহার প্রদান করিলেন—বিরহিণী ভোজবালা স্বভাবের হস্ত হইতে আরও একটী পুরস্কার পাইলেন—মহর্ষি নারদ সেই ঘটনার একজন প্রধানতম নেতা ; তাঁহার উদ্যোগেই ভানুমতীর যৌবন-আকাশে সুখ-ভানু উদিত হইল। তিনি পঞ্চমপাণ্ডব সহদেবের সহিত রাজবালার পরিণায়ক সূত্রপাত করিলে যদুবংশীয়ভানু মহাবীর সহদেবকে আনয়ন করত বিবিধ রত্নরাজীর সহিত তাঁহাকে ভানুমতী মহারত্ন সমর্পণ করিলেন। অনন্তর কিছুদিনপরে অর্জ্জুন-সহদেব, পরস্পরের যাদবী প্রণয়িনী সহিত, দ্বারকা ভুবনে গমন করিলেন—পাঠক! এক্ষণে "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্" এই কথার সার্থকতা দেখিতে আবর্ত্তা নদী তীরে গমনে উদ্যত হউন্।

ইতি ; মহাভারতীয় খিল হরিবংশ পর্ব্বে ১৪৬, ১৪৭ ও অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়; কুরুবংশে নিকুম্ভ বিজয় নামক চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

পঞ্চদশ সর্গ।

আবর্ত্তা নদীতীর—দানবদলন

(মায়া-কারাগার)

"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্।"

সম্ভব পরতাই বিশ্বব্রত সাধনের সনাতন নিয়ম, সমধিক সংকল্প সততপরত অনর্থের কারণ হইয়া উঠে।—দ্বৈতমূর্ত্তি নিকুম্ভাসুর শিববরে ত্রৈলোক্যজিত বাহুবলে সৌরজগতের শান্তি ভঙ্গ করিতে থাকিয়া পরিশেষে নারায়ণের হস্তে ভগ্নদর্প হইয়া নিহত হইল;—পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জ্জুন ষট্‌পুরসংগ্রামে তৃতীয়মূর্ত্তি নিকুম্ভবিজয় করিয়া পরম্পরার রত্নগর্ভারাজধানীতে রাজধর্ম্ম লোক রঞ্জন কীর্ত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলে যাদব ও পাণ্ডবজয়স্রোত ভারত জননীর হৃদয় প্রক্ষালন করিয়া চলিল; বন্ধুগণের হৃদয়মধ্যে আশা ভরসার শতশত প্রতিমারপ্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। বাসুদেব মিত্র বিপ্রবর ব্রহ্মদত্ত সেই যাদবীআশার বহুকাল সেবা করিয়া মহাক্রতু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি কেবল তাঁহার মিত্র নন্; ত্বদীয় পঞ্চশতস্ত্রী (দুই শত ব্রাহ্মণী এক শত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা এবং একশত শূদ্রা) গর্ভসম্ভূত অনেকগুলি কন্যারত্নকে যদুবংশে সমর্পণ করিয়া অরিগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলে মাতৃভূমি ষট্‌পুরনগর আবর্ত্তা উপকূলে বৃষ্ণিকুলবন্ধুর যজ্ঞব্রত সংবৎসর ব্যাপিয়া হইতে লাগিল। পৃথিবীর বহুসংখ্যক রাজগণ ও নারদাদি সমস্ত ঋষিগণ ব্রহ্মদত্তের আমন্ত্রণে যজ্ঞভূমে উপস্থিত হইতে থাকিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সহকারী ব্রতীর ন্যায় যজ্ঞকার্য্যের নানা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—বর্ষচক্রের বার্ষিক গতি সম্পূর্ণ হইয়া আসিল—ষট্‌পুরনিবাসী দৈত্যগণ দৈত্যপতিনিকুম্ভের মন্ত্রনায় যজ্ঞভাগ গ্রহণোৎসুক হইয়া আবর্ত্তা-

উপকূলে গমনকরত যজ্ঞভূষণা আবর্ত্তাতটিনীর মাধুরী অবলোকন করত মনে মনে কহিতে লাগিল :—শান্তিরসসিক্তা আবর্ত্তা-উপকূল, মহর্ষি, রাজর্ষি আর রাজগণের সমাগমে কেমন বিরুদ্ধবেশ-ভূষণা হইয়াছেন! ঠিক যেন কুঞ্জ-ললনার বামাঙ্গে রাজমহিষীও দক্ষিণ অঙ্গে ভৈরবী বেশশোভাপাইতেছে! বৃক্ষ গুল্ম লতাবলীতে ও আর প্রাচীন মাধূর্য্য নাই! সত্য সত্যই যেন একটী নূতন যুগের অবতারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যে বৃক্ষের এক শাখায় কৃষ্ণাজিন, আবার সেই বৃক্ষের অপর শাখায় রাশি রাশি প্রভা লইয়া কতই রত্নবাস ঝলিতেছে! মূল দেশে কোথাও কমুণ্ডলু কোথাও স্বর্ণঘটে সিতগঙ্গাজল পরিপূর্ণ রহিয়াছে! ওদিকে আবার কেমন দৃশ্যপট! নবমালঞ্চের একদিকে ঋষিকুমারদের অক্ষমালা, অন্যদিকে রাজবালাদের বেণীবন্ধণী সকল সমীরণদোলায় দুলিতেছে! কোথায় সহস্র সহস্র স্কান্ধাবারে বীর কোলাহল পরিপূর্ণ, কোথায়ও নির্জনের সুখশান্তি লইয়া পর্ণকুটীর সকল গভীর নিদ্রায় নিঃশব্দ আছে। তদ্ভিন্ন গগণভেদী হোমাগ্নিকিরণে তটিনীতিমির বহুদিন হইল দেশত্যাগী হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহারা যজ্ঞস্থানে উপনীত হইয়া কহিল, ওহে যাজ্ঞিকগণ! তোমরা আমাদিগকে সমস্ত যজ্ঞের রত্ন প্রদান কর, ব্রহ্মদত্তের কন্যাদিগের সহিত আমাদের পরিণয় দাও; এবং এই যজ্ঞে আমরাই সোমপান করিব; তোমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সুরদল পরিবর্ত্তে অসুর কুলের জন্য যজ্ঞভাগ কল্পনা কর।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা কি যজ্ঞভাগভোগের যোগ্যব্যক্তি? না ব্রহ্মদত্ত দুহিতার উপযুক্ত পাত্র? ত্রিদশনাথ কৃষ্ণ আমাদের সহায় থাকিতে কখনই আমরা তোমাদের কথায় অনুমোদন করিব না। কিছু ধনরত্ন সহজে যাচ্ঞাকর, দিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মদত্ত এই কথা বলিলে দৈত্যগণ বিপুল বীরত্ব নাদ করিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করত ব্রহ্মদত্তের একশত অনূঢ়া কন্যাকে হরণ করিলে অসুরগণের বীরত্ব কোলাহল ও কামিনীগণের কল কণ্ঠস্বর বিপ্রবরকে ভীষণ শেল প্রহার করিয়া দৈত্যপুরে নিরুদ্দেশ হইতে চলিল—এইকালে আবর্ত্তা তটিনীর অন্তর বাহির উভয় জগতে দুইটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতে লাগিল—ভগবান্ বসুদেব, পুত্র

বাসুদেবকে উদ্দেশে স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন, কুমার! আজ ষট্‌পুর-সমরে মহাবিপদ উপস্থিত; যদুবংশের মানসম্ভ্রম সকলই তিরোহিত হইতেছে, সখা ব্রহ্মদত্তের দুহিতাগণ্ অসুরসঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। বৎস! তুমি এ সময় পতিত পাবন নামের প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর। রাজকুল বন্ধুতার উপযুক্ত পরিচয় দাও। কৃষ্ণ! তোমার নামে ভব অনিষ্ট দূর হয় বলিয়া ভবদেব নাকি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন; অতএব দেখ, ষট্‌পুর নগরে যেন তোমার সেই নিষ্কপট দয়ার তিরোধান না হয়।

মহাত্মা বসুদেব এইরূপে বাসুদেব, বলদেব এবং গদকে স্মরণ করিলে নারায়ণ তাহা অবগত হইয়া রণসজ্জা করিতে সেনাপতিগণকে আদেশ করত প্রদ্যুম্নকে মায়াবলে কন্যা উদ্ধার করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। বীরবর প্রদ্যুম্ন পিতৃবাক্যে নিমিষমধ্যে দৈত্যনগরে উপনীত হইয়া মায়া-কন্যাপ্রদান করত দ্বিজকন্যাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়া বসুদেবকে কহিলেন, পিতামহ! নির্ভয় হউন, এই আমি দ্বিজবালাদিগকে উদ্ধার করিয়া আপনার নিকট অর্পণ করিলাম। অনন্তর পিতৃদেব দানবকুল দলন করিতে পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন।

মহাবল প্রদ্যুম্ন এইরূপে কন্যা আনয়ন করিলে ঠিক ঐ সময় কুরুপাণ্ডব-প্রভৃতি নিমন্ত্রত প্রধানতম রাজগণ আগমন করত আবর্ত্তাউপকূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন—মহর্ষি নারদের হৃদয়ে দ্বন্দ্বপ্রিয়তা ঘনীভূত হইয়া-উঠিল—"কিপ্রকারে বসুন্ধরা ভার শূন্য হইবেন" তিনি এই চিন্তায় অসুর-গণের নিকট গমন পূর্ব্বক "যদুকুল বিদ্রোহ উপস্থিত" এই ভাবপূর্ণ উত্তে-জনা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রিত রাজগণকে পক্ষভুক্ত করিতে দানব-গণকে উপদেশ দান করিলেন—দৈত্য-শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তাহারা কতকগুলি অসুররূপসী এবং ধন প্রদান করত সমাগত ক্ষত্রিয়-বৃন্দকে (কর্ণ দুর্য্যোধন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, শাল্য, ভীষ্ম, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিকে) যাদব-বিদ্রোহে বরণ করিয়া রাখিলেন—মহর্ষি নারদ ভাবশূন্য দ্বন্দপ্রিয় নন্, অনেকগুলিন মহৎকার্য্য সাধনকরা তাঁহার অন্তরের প্রধানতম উদ্দেশ্য। তিনি একদিকে অসুরগণকে উত্তেজিত করিয়া দিলেন এবং অপর-

দিকে পাণ্ডবগণকে দৈত্য কূল সপক্ষতায় নিবারণ করিয়া রাখিলেন—ধর্ম্ম-প্রকৃতি, আরও উপদেশের সহানুভূতী লইল—পাণ্ডব ব্যতীত সমস্ত রাজগণ যদুবংশ ধ্বংস সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়া রহিলেন—আর বিলম্ব নাই—ষট্‌পুর গৌরবরবি এবার চিরদিনের জন্য অস্তাচলে চলিল; দানবারিহরি বৃষ্ণি-রাজ্যভার মহাবীর আহুকের প্রতি অর্পণ করিয়া বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করত গরুড়ারোহণ পূর্ব্বক অসংখ্য যদুবাহিনী সহিত ষট্‌পুরনগরে উপনীত হইলেন—সৈন্যগর্জ্জন-গভীর মেঘনাদে বিপ্রবর এবং অসুর পক্ষীয়েরা চাতক-পারাবত উভয় পক্ষীর ন্যায় একদৃষ্ট্যে হইয়া রহিল। কেশব আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে যজ্ঞ স্থলে, কুমার প্রদ্যুম্ন, ইন্দ্র সখা প্রবর ও ইন্দ্র নন্দন জয়ন্তকে নভোমণ্ডলে এবং অনিরুদ্ধাদি যাদবগণকে মকর ব্যূহ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন—অরিগণের হৃদয় কেন্দ্রে একবারে শত বজ্রপাত হইল—দৈত্যগণ সহিত দৈত্য নাথ ষট্‌পুর দুর্গ হইতে এবং দুর্য্যোধনাদি রাজবৃন্দ স্বীয় স্বীয় শিবির হইতে বহির্গত হইলেন—ষট্‌পুর নগরে সমর সিন্ধু উথলিয়া উঠিল—যাদবগণ মহা রণ পটু—ন্যায়-যুদ্ধে যদুকুল-বিজয় অসাধ্যকর দেখিয়া দানবরাজনিকুম্ভ দানবীমায়া প্রকাশ করত অলক্ষিতে অনেক যাদবগণকে ষট্‌পুর দুর্গ মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল—অন্তর্যামীর অগোচর কিছুই নাই—তিনি যদু-বন্ধন ব্যাপারে যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়া ঘোর রণে প্রবৃত্ত হইলেন, অধোতলে যাদব-পাণ্ডব, নভোস্থলে জয়ন্ত প্রবর, দানবগণকে অজেয় কাল ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী তনয় এই সময়েই মায়া কারাগারের অবতারণা করিলেন—শম্বরারীর মায়াগুহার আলাকসামান্য সৃষ্টি—প্রকৃতির অনন্ত কুক্ষীদেশ হইতে আবার যেন নুতন ভারত প্রসব হইল!

মহাবল প্রদ্যুম্ন এইরূপে মায়া-কারাগার সৃজন করিয়া শিশুপাল প্রভৃতি রাজবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজগণ! এখন সমরে বদ্ধ পরিকর হও, জীবনের আশা ত্যাগ কর, মীনকেতনের জ্বলন্ত অস্ত্র সকল তোমাদের মৃত্যু ভবনের পথ পরিষ্কার করিতেছে। শম্বরারি, অরি নয়নের উপরেই আজ মায়ার দুর্গ ভেদ করিয়া যদু-বন্দীগণের উদ্ধার সাধন করিবে। আমি

ষট্পুরে বিশাল ক্ষত্রিয় কুল আজ, কালের অন্ধতম কূপে নিক্ষেপ করিব।

কৃষ্ণ নন্দন এই কথা বলিলে চেদীরাজ শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, প্রদ্যুম্ন! তোর শৈশব পরাক্রমের এত গর্ব্ব? তুই বালক হইয়া ত্রিলোক বিজয়ী বীর যশঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? জানিস্ না যে দিকপালগণত্রাস বীরেন্দ্রশিশুপাল এ যুদ্ধে সেনাপতি! অবোধ! তুই ত অল্পমতি, আজিকার যুদ্ধে ত্রিদশপতি ইন্দ্রেরও নিষ্কৃতি নাশ হইবে। শিশুপাল এই বলিয়া বিবিধ শর বর্ষণ করিতে লাগিলে কৃষ্ণ-নন্দন অবলীলা ক্রমে তাহার প্রতি সংহার করিয়া আত্ম বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বীর কেশরী রতি পতি এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেবানুচর নন্দী পাশহস্ত হইয়া তথায় উপনীত হওত কহিলেন, যদু নন্দন! দেবাদিদেব বিল্বোর্দকেশ্বর বলিলেন—আপনি তাঁহার প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়া রত্নলোভী নরপতিদিগকে এই মহাপাশবন্ধন করুন। এবং বাসুদেবকেও এই সবিশেষ কথা বলুন। অনন্তর বন্দীগণকে মোচন করা আপনার ইচ্ছা। কুমার! আপনি দেব অবতার। অতএব দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া বীরললাটে বিজয় তিলক ভূষণ করুন্। দেবদূতনন্দী এই বলিয়া তাঁহাকে পাশাস্ত্র প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলে মকরধ্বজ দেবঅস্ত্র নিক্ষেপ করত অসুরপক্ষীয় রাজপুত বীরগণকে বন্ধন করিয়া মায়া গুহার নিবিড় অভ্যন্তরে কারাবাস প্রদান করিলেন, এবং বীর পুত্র অনিরুদ্ধের প্রতি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিলেন।

শাম্বরারি এইরূপে অরিকুলের ভয়োৎপাদন করিয়া ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মণ্! রণদেবী আজ আমাদের প্রতি অনুকূল, আপনি নিরাপদে মহাব্রত উদ্যাপন করুন্। বিশেষতঃ বীর শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যখন আপনার যজ্ঞরক্ষণে প্রহরী আছেন, তখন দেবাসুর, কি সমস্ত মানব কুল হইতে ও আপনার বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই। ভগবন্! আপনি আরও নিরুদ্বেগ হউন্; আমি পবিত্রাবস্থায় মায়াবলে আপনার কন্যাগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছি। বীরেন্দ্র এই বলিয়া সমরাভিমুখে গমন করিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি যাদবগণ এইরূপ কারা-

বন্ধনে এবং অস্ত্র প্রহরণে নৃপতি ও অসুর সেনাপতি দিগকে দলন করিতে লাগিলে দৈত্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল—দৈত্য হৃদয়ে আর ধৈর্য্য লেশ নাই—অসুর পতি নিকুম্ভ নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দানব সম্প্রদায়ে কহিলেন, বীরগণ! এই কি তোমাদের বীরকুলপদ্ধতি? পাঞ্চভৌতিক দেহমায়ায় জ্বলন্ত কুলগৌরবে জলের অঞ্জলি প্রদান করিতেছ? কলঙ্কের তিক্তস্বাদ আজ কি একান্তই অমৃতরসপ্রদান করিতেছে? অমরসন্ত্রাস অসুর দেহ কি কেবল মাংস-আবর্জ্জনার স্তূপ? বীরবৃন্দ! এস, দেশ-রিপু বিনাশ কর, না হয় অস্ত্রের অগ্নিময় কোলে জীবন বিসর্জ্জন দাও। আমাদের বীর-রক্ত, আমাদের বীর অস্থি অসার জরায় ধ্বংস হইবে? জীবনের চিন্তা জীবনের মমতা, জীবনেরভয় অভয়হৃদয়ে আশ্রয় করিবে? আমরা বীর-বাঞ্ছিত রণ-রঙ্গিনী অসি-লতা হার পরিত্যাগ করিব?

মহাবীর্য্যবান নিকুম্ভ এই কথা বলিবা মাত্র অসুর গণ পুনর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—রণদেবী একান্ত প্রতিকূল—তাহাদের জয় আশা ফলবতী হইল না; আবর্ত্তাতটিনী, দানবশোণিতে লোহিতসাগরের রূপ ধারণ করিলেন—রক্তবৃষ্টির তখনও প্রতিনিবৃত্তি নাই—দানবেন্দ্র নিকুম্ভের পক্ষে এই ব্যাপার আরও কষ্টকর হইয়া উঠিল; বীরবর অগ্রতঃ প্রবর বিজয় বাসনায় উর্দ্ধগামী হইলে উর্দ্ধ প্রহরী মহাবীর জয়ন্ত ও প্রবর বাণাঘাতে তাঁহার গতিরোধ করিলেন, অসুরপতি ও পরিঘাস্ত্র প্রহারে ইন্দ্রসখা প্রবরে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন—দেবশক্তি অপূর্ব্ব ঔষধির গুণ প্রদান করিল—দেবেন্দ্রকুমার জয়ন্ত গুরুতর পীড়িত প্রবরকে আলিঙ্গন করত সংজ্ঞাদান করিয়া নিকুম্ভকে কঠোর খড়্গাঘাত করিলেন। দানবেন্দ্র কম্পমান হইতে লাগিলেন, এবং জয়ন্ত-বিজয় তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক ভাবিয়া তিনি দ্রুতপদে ভগবান্ কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন। মহাবীর জয়ন্ত এইরূপে নিকুম্ভকে বিমুখ করিলে দেবেন্দ্র, কুমার জয়ন্তকে ও সখা প্রবরকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেব সুন্দরী সকল সুরবীরগণের মঙ্গল সূচক জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

রণ-দুর্জ্জয় নিকুম্ভ, জয়ন্ত সমর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যজ্ঞস্থলে বাসুদেবাদি সমীপে উপনীত হইয়া সিংহনাদ করত পাণ্ডবাদির সহিত মায়া যুদ্ধ আরম্ভ

করিলেন—নিত্য ব্রহ্মে অনিত্য ভাব স্পর্শ করিল—নারায়ণ মানুষী ছলনায় ভগবান্ ত্রিলোচনকে স্মরণ করিলেন। অন্তর্যামী মহাদেব বাসুদেবের মনের ভাব জানিয়া তাঁহাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলে মায়াবী দানব সকলের নয়ন গোচর হইল। তখন অর্জ্জুনবীর কোপাসক্ত হইয়া ষট্‌পুর নাথকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐশীবরের অপূর্ব্ব প্রতিভায় তাঁহার রক্ত-বিন্দু পাত হইল না—বীরহৃদয়ে লজ্জা সুন্দরীর সম্পূর্ণ ছায়া পড়িল—গাণ্ডীবী গাণ্ডীবগর্ব্ব বহু দূরস্থ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারা-য়ণ! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমার ভীম প্রহরণে ভূধরপর্য্যন্তও বিদীর্ণ হয়! সমনে শর নিক্ষেপ করিলে শমন পর্য্যন্ত জীবন আশঙ্কা করিয়া থাকেন! আমার শরবেগ বেগরাশি বারিনিধি সহ্য করিতে পারেন নাই! সুরাসুর বিজয়ী কর্ণ, তিনিও আমার বাণে ভগ্নদর্প হইয়া গিয়াছেন! কিন্তু নিকুম্ভ সমরে আমার আজ সকল বলবীর্য্য নষ্ট হইল, অসুর নাথের বজ্রদেহ হইতে একবিন্দু রক্ত-পাত করিতে পারিলাম না! দীননাথ! আমি পাঞ্চালনগরে একলক্ষ রাজ-দলন করিয়াছি! স্ববলে শরসেতু বন্ধন করিয়া অপার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছি! জগন্মণ্ডলের বীরযশঃ গ্রাস করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হই-য়াছি! কিন্তু দেব! সেই যশঃপ্রভা ষট্‌পুর গুহায় আজ অস্তমিত হইল কেন?

অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিলেন, পার্থ! নিকুম্ভের ভুজ বীর্য্য অসাধারণ; এমন কি, দৈত্যপতির বীরত্ব আস্ফালন বসুমতীও ধারণ করিতে সক্ষম নন্। দানবশ্রেষ্ঠ উত্তরকুরুতে শত সহস্র বর্ষ তপশ্চারণ করিয়া ভূতভাবন পশুপতির নিকট "বিষ্ণুতেজ ব্যতীত ত্রিলোকবিজয় বর ও ত্রিমূর্ত্তি ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" উহার একমূর্ত্তি অসুরজননী দিতীসেবায় চিরনিযুক্ত রহিয়াছে; অপর দুই মূর্ত্তি জগতের বিঘ্নপরতন্ত্র হইয়া উঠি-য়াছে। কিন্তু ভানুমতী হরণকালে আমি উহার এক মূর্ত্তি বিনাশ করিয়াছি। এখন দ্বিতীয় মূর্ত্তি কালের ভীষণকবলে চর্ব্বিত হইতে উপক্রম করিতেছে। কৃষ্ণার্জ্জুন পুরুষ পরস্পরার এইরূপ কথোপকথন সময়ে দানবেন্দ্র ষট্‌পুর গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাহার অনুগমন করিলেন—দয়াময় হৃদয়ে মানবীয় দয়ার উদ্রেক হইল—

কৃষ্ণ, গুহাশায়ী বৃষ্ণিকুল বন্দীগণের উদ্ধার সাধন এবং প্রদ্যুম্ন কর্তৃক মায়াগুহা হইতে বিপক্ষরাজগণকেও মোচন করিলেন। দৈত্যহৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন প্রায় হইতে লাগিল। মহাবলদৈত্য পুরুষপ্রবরকৃষ্ণকে ঘোররণে আহ্বান করিলেন—দেব-দৈত্য নরত্রাস মহাসমর আরব্ধ হইল—ত্রিদশেশ্বর নারায়ণ, নিকুম্ভকে গদাপ্রহার ও নিকুম্ভও তাঁহাকে বিষম পরিঘাঘাত করিল, উভয়ের প্রহারে উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; বিশ্বকর্ত্তা নারায়ণের অবসন্নতায় সৌরজগত হাহাকার করিতে লাগিল, ঋষিগণ সঞ্জীবনী মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন—পারিজাত মূলে জল সেচনে কণ্টকবৃক্ষও অঙ্কুরিত হইল—কৃষ্ণের উত্থানেই নিকুম্ভ গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর ভবানীপতি দৈববাণীকহিলেন;—

প্রকাশি অসীম তেজ দানব দলন হে
দানব দলন;
দেখাও ত্রৈলোক্য মাঝে বীরত্ব কিরণ হে
বীরত্ব কিরণ।
লভিতে স্বাধীন-রত্ন রত্নাকর তটে হে
রত্নাকর তটে;
বীরপুত্র আত্মবলি দেয় অকপটে হে
দেয় অকপটে।
তাই আর্য্যসুত রত দেশবৈরি নাশে হে
দেশবৈরী নাশে,
উষ্ণ রক্ত শৈত্যনহে অরিকুল ত্রাসে হে
অরিকুল ত্রাসে।
মরিব মারিব এই পুরুষের পণ হে
পুরুষের পণ;
বীরহিয়া নাহি মানে অসির শাসন হে
অসির শাসন।
বিশেষ বিমুখ যেবা দেশের মঙ্গলে হে
দেশের মঙ্গলে;

আর্য্যের সন্তান ব'লে কে তাহারে বলে হে
কে তাহারে বলে।
দেশের মঙ্গল হেতু মরণ মঙ্গল হে
মরণ মঙ্গল ;—
ন্যায়েতে নির্দ্দেশ করে নৈয়ায়িক দল হে
নৈয়ায়িক দল।
অতএব শুনবীর যাদব নন্দন হে
যাদব নন্দন !
বিনাশ ত্রিলোকী ত্রাস অসুর রাজন হে
অসুর রাজন।
ধর চক্রী চক্রায়ুধ দৈত্য বিনাশিতে হে
দৈত্য বিনাশিতে ;
ধরা নিরাপদ হ'ক দৈত্যভার হতে হে
দৈত্য ভার হতে।
অসুর নিকুঞ্জ হ'তে বিষলতা মূল হে
বিষলতা মূল ;
নির্ম্মূল করিয়াকর জগতে প্রতুল হে
জগতে প্রতুল।

বিঘোদকেশ্বর মহাদেব এইরূপে দৈববাণী বিদিত করিলে নারায়ণ অবিলম্বে সুদর্শন নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিকুম্ভাসুরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ভূতল শায়িত করিলেন—সুরলোকে সুখের প্রদীপজ্বলিয়া উঠিল—মহেন্দ্র কুসুম বৃষ্টি করিয়া নারায়ণের তুষ্টি সাধন করিলেন। বাসুদেব বিপ্রবর ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞসমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্রিত দিগকে বিদায় করত স্বজন সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" এই কথার সার্থকতা দেখিতে ইন্দ্রপ্রস্থে গমনোদ্যত হউন্।

ইতি ; মহাভারতীয় খিল হরিবংশে ১৪১, ১৪২, ও ত্রিচত্বারিং-
শদধিক শততম অধ্যায়, কুরুবংশে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ষোড়শ সর্গ।

অষ্ট বজ্র মিলন।

(নৈশ কামিনী)

"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি"

জগন্মণ্ডলে ধর্ম্মই একমাত্র চির সঙ্গী, ধার্ম্মিকগণ অটল ও অবিনশ্বর ধর্ম্মকে সহচর করিয়া চরম ক্ষেত্রের জনশূন্য দুর্গমপথ অতিক্রম বাসনা করেন।— ধর্ম্মরাজযুধিষ্ঠিরসহোদর মহাত্মাভীমসেন ধর্ম্মজ্ঞানউত্তেজনায় নৈশকামিনী-প্রস্তাবে বীরধর্ম্মের (শরণাগত রক্ষার) উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করত পরিনামে অপূর্ব্ব যশোলাভ করিলেন ঃ—দুর্ব্বাসা-উর্ব্বসী সংবাদ তাহার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল ;—শৈব তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা পঞ্চাগ্নি পরিখা ও দুর্ব্বাদল ভক্ষণ করিয়া বহু সহস্রবর্ষ মহাযোগ সাধনে আত্ম সংযম পূর্ব্বক দুর্ব্বাসা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল সন্তুপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট সুখ প্রার্থনা করিলেন—স্বভাব, চৈতন্য সম্পাদন করিল—ঋষি ইন্দ্রিয় নিচয়কে পার্থিব বিমল সুখী করিতে সমাধিবিরত হইয়া স্বভাবের বিনোদন দেখিতে বিশ্বভ্রমণে যাত্রা করিলেন—বিশ্বের অসংখ্য চিত্রপট তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিল না ;—তিনি শরীরীগণের সারশূন্য অলীক উল্লাস দেখিতে লাগিলেন—মন আরও দূরে চলিল—মহর্ষি ক্রমে ক্রমে অমর নিবাসে যাইয়া উপনীত হইলেন ; স্বর্গ নিবাস সর্ব্বশান্তিময় আশ্রম দেখিয়া হৃদয়ে সুখের মুকুল ফুটিল ; তিনি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রনগরে প্রবেশ করিলে ঠিক যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হইতে দ্বিতীয় যোগেন্দ্র পুরুষ মহাদেব আসিয়া অমর নগরে পদার্পণ করিলেন—কার্য্যও সেই ভাবের সহানুভূতি করিল—[illegible]

ঋষিরাজ দেবদত্ত মহার্ঘ্য আসনে কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন। দেববৃন্দ যোগেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে প্রভাময় রূপে উপবিষ্ট হইলেন— স্বর্গমাধুরী একাসনে খেলা করিতে লাগিল—দেবরাজ কৌতুকোৎসুক ঋষিরাজের শুষ্কপ্রায় আদিরসে নবতরঙ্গ তুলিতে সুরমোহিনী উর্ব্বশীকে অভিনয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। স্বর্গ নর্ত্তকী দীর্ঘ জটা ও নখশ্মশ্রুধারী মহর্ষিকে আদিরসানভিজ্ঞ (পশুপ্রায়) ভাবিয়া রূপ গর্ব্বে মনে মনে অনাদর করত অগত্যা নৃত্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন—এতদিনে উর্ব্বশীর বিষাদ-রজনী কালের কন্দর ভেদ করিয়া উঠিল—মহর্ষি যোগবলে দেবনর্ত্তকীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অহঙ্কার ও অসূয়াপূর্ণ প্রকৃতির অনুরূপ শাস্তি দিলেন। স্বর্গবারাঙ্গনা, তুরঙ্গিণী শাপগ্রস্থা হইয়া বহুকালের জন্য স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন—পদ্মিনীর পদ্মমুখ একবারেই শুষ্ক—কামিনী কেবল মাত্র শোকের বেশভূষা লইয়া ঋষিপদে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কোথায় সুখের দিন, না তিমির গর্ত্ত দুঃখসর্ব্বরী সকল আশা ভরসা দূর করিল, বামার কোকিলকণ্ঠের আর্ত্তনাদ তপঃলোক ভেদ করিয়া চলিল। মহর্ষি আর পাষাণস্তুপে হৃদয় বাঁধিতে পারিলেন না। "উর্ব্বসী দিবসে তুরঙ্গিণী ও রাত্রিকালে রমণী রূপ ধারণ করিয়া অষ্টবজ্র দর্শন পর্য্যন্ত মর্ত্তলোকে মর্ত্ত বিহারিণী হইয়া থাকিবেন" তিনি এইবর প্রদান করিলেন। বলিতে বলিতে সুর কান্তি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, সুরমোহিনী বিজন বিপিনে অভিশাপের তিক্ত আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নৈশকামিনী উর্ব্বসী এইরূপে বনবাসিনী হইয়া রহিলে প্রকৃতির অরণ্য রঙ্গভূমে একটি দৈবক্রীড়ার আবিষ্কার হইল—অবন্তীনাথ দণ্ডীরাজ তথায় মৃগ অন্বেষণ করিতে আসিয়া মৃগনয়না উর্ব্বসীর অশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন—মৃগতৃষ্ণা তিরোহিত হইল—মানসিক প্রলোভ পরমাণু সকল অশ্বলোভে লালায়িত হইতে লাগিলে মহাবল, সসৈন্যে অশ্ববেষ্টন করত বদ্ধ পরিকর হইয়া রহিলেন; আর "অশ্বিনী যাহার নিকট দিয়া পলায়ন করিবে তাহাকেই নিহত করিব" তাঁহার এই রাজাদেশটী অনবরতই সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া রাখিল—অশ্বিনীর উভয় সঙ্কট উপস্থিত—"ধৃত হইলে আত্ম প্রকাশ এবং পলায়ন করিলে

অন্যের জীবন নাশ হয়” এই ভাবিয়া সুরললনা অবন্তীনাথের অবরুদ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিল। দণ্ডীভূপতি যারপরনাই অপ্রতিভ হই-লেন—রাজ আশা নিবৃত্তি হইল না—সৈন্যগণ বনান্তরে পড়িয়া রহিল, ভূপাল একচিত্ত হইয়া তুরঙ্গারোহণে তুরঙ্গীর পশ্চাৎধাবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কমলিনীর কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া দিনকর অস্তশিখরে অন্তর্হিত হইলেন, উর্ব্বসীর হৃদয়ে “অপরস্বাকিং ভবিষ্যতি” এই প্রাচীন প্রবাদ ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—ব্রহ্ম বাক্য অলঙ্ঘনীয়—কামিনী যামিনীকালে ভুবনমোহিনী রমণীরূপ ধারণ করিলেন—দণ্ডীর অদৃষ্টে স্বর্গীয় সুখ নিতান্তই লিপিবদ্ধ ছিল-- মহারাজ তুরঙ্গিণী লোভে আসিয়া অনুপম তরুণী অবলোকন করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। রূপসীর রূপরাশি তাঁহাকে লাবণ্যকূপে টানিয়া ফেলিল। সুররমণী কমনীয় অঙ্গ কান্তিতে চন্দ্রমার উজ্জ্বল রূপ রাশি ও সৌদামিনীর মধু-মাখা হাসিকেও উপহাস করিতে লাগিলেন। না করিবেন কেন? তাঁহার মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জগৎ সৌন্দর্য্যের সারাংশ লইয়াই নির্ম্মাণ হইয়া ছিল, বিধি নির্জ্জনে বসিয়া এই রমণীনিধি সৃজন করিয়াছিলেন। বরবর্ণিনীর অপর সৌন্দর্য্যের তুলনা ইহ জগতে নাই, কল্পনার কল্পনা শক্তিতে নাই, সুরশিল্পীর বিশাল বিশ্বপটে নাই; কেবল চারুহাসিনীর চরণচুম্বিতকেশ-গুচ্ছ ঠিক-যেন বেণী-ভুজঙ্গিণী কুচ-শম্ভু প্রদক্ষিণে নিতম্ব-দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক শির-শিখরে উঠিয়াছিল, খগ-নাশা স্বভাবের ভয় দেখাইলে সর্পস্বজনী অভিমানে ফণার সহিত মৌন-সুপ্তি লইয়াছে। আর তাঁহার প্রেমপূর্ণ চঞ্চল নয়ন দেখিলে বোধহয়, হয়, মৃগ বধুগণ তাঁহার নিকট, না হয় একমাত্র তিনিই মৃগ-বালাগণের নিকট দৃষ্টি কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন—সহজেই রতিপতি স্বয়ং আসিয়া অবন্তীপতির ধৈর্য্যবন্ধনী গুলি খুলিয়া দিলেন—মহারাজ অধৈর্য্য হইয়া পরিচয় বি নিময় করত হৃদয় ভরিয়া রসালাপ করিতে লাগিলেন—প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল তাঁহার জ্ঞানচক্ষু চাপিয়া পড়িল—উর্ব্বসী প্রথমতঃ নারীকুলোচিত গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিয়া পরিণামে বিরহের ভয় দেখাইলেও কামোন্মত্ত দণ্ডী ভবিষ্য দণ্ডের দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন না—ইন্দ্রিয়গণ স্বর্গযাত্রী হইয়া দাঁড়া-ইল—নরবর অমর বাঞ্ছিত উর্ব্বসী রত্ন বনমধ্যে গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে গমন

করিলেন। চন্দ্রসূর্য্য অগোচর পুরকেন্দ্রভাগে উর্ব্বসী ভবন নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাজ এইরূপে কিছুকাল পরম সংগোপনে কাল হরণ করিতে থাকিলেন।

অনন্তর সুখের নিশাবসান হইলে অবন্তীপতির রতি সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইল—প্রেমকণ্টকবিধি প্রতিকূল হইয়া বসিলেন—মহর্ষি নারদের যোগশীল-হৃদয় দর্পণে তাঁহাদের বিরুদ্ধ নায়কতার (দেব ও নর সম্বন্ধেয়) সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িল। ঋষি দ্বন্দপ্রিয় ও ভূভার হরণে সহকারী নায়ক, এথানে ও ঠিক সহকারী নায়কতা করিতে দ্বারকা নিকেতনে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ কৃষ্ণকে দণ্ডী-অশ্বিনী সংবাদ জানাইলে বিশ্বম্ভর বিশ্ব-অন্তর্যামী হইয়াও নর লীলার অনুরোধে বিস্ময়রসাভিভূত হইলেন—সৌভাগ্য-ঈর্ষা জন্মিল—যতুমণি অশ্বিনী-আনয়নের জন্য দণ্ডী-নিকটে উরুবক নামক দূত প্রেরণ করিলেন। যাদব-দূত অনতিবিলম্বে অবন্তী নগরে উপনীত হইল—বহু দিনের পর আজ গূঢ় রহস্য ভেদের সূত্রপাত—বৃষ্ণিদূত দণ্ডী সভাস্থ হইয়া ভূপতিকে বিশ্বপতি বাসু দেবের অনুমতি ব্যক্ত করিলে ঠিক যেন বিনা মেঘে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! এই নিদারুণ সংবাদে দণ্ডীর রাজদণ্ড পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; রাজন্ কোন মতেই অশ্বিনী প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন না। বার্ত্তাবহ কেবল বিফল কথা মাত্র বহন করিয়া দ্বারকা নগরে প্রত্যাগত হইল—সুরপ্রকৃতির তবু অনুরাগ ঘুচিল না—দেবকী নন্দন দূত মুখে দণ্ডী সম্বাদ শ্রবণ করত তাঁহাকে জীবনী বিভীষিকা দেখাইয়া পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন—সুখ সিন্ধুতে দুঃখের তরঙ্গ উঠিল—দণ্ডীরাজ পূর্ব্ব দূতের পুনরাগমন দেখিয়া প্রাণের আশা ছাড়িয়া বসিলেন—বার্ত্তাবহও তাহারই পোষকতা করিল—"সহজে সম্প্রীত না করিলে নারায়ণ দণ্ডীবধ করিয়া অশ্বগ্রহণ করিবেন" প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, উরুবক মুক্তকণ্ঠে অবন্তী নাথকে এই সমাচার প্রদান করিল—প্রেমসিন্ধু বড়ই গভীর, প্রেমবন্ধনীবড়ই কঠিন, প্রেমজাল বড়ই টান সহিষ্ণু—অবন্তী নরনাথ ত্রৈলোক্য নাথকে বিপক্ষ দেখিয়াও উর্ব্বসীর প্রেমজাল ছিন্ন করিতে পারিলেন না। জীবন সত্ত্বে অশ্বপ্রদান করিব না বলিয়া দূতকে বিদায় করিলেন—অন্তর কাঁদিয়া উঠিল—আপনিও প্রাণভয়ে রাজপুরী হইতে বিদায় লইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীকে কৃষ্ণ-শত্রুতার সাধারণ কারণ (অশ্বি-

নীর বিষয়) বলিলেন—মহিষী পরমা বুদ্ধিমতী—কংসশত্রুর সহিত শত্রুতা শুনিয়া তাঁহার কমল মুখকান্তি শুকাইয়া গেল। তিনি বিধিমতে পীতাম্বরের ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করত তাঁহাকে তুরঙ্গিনী দান করিতে উপদেশ দিলেন—অতল স্পর্শ প্রেম বারিতে কিছুই স্থায়ী হইল না—নরনাথ পরমার্থ বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া অবন্তীর বিশাল সাম্রাজ্য ভার পুত্র হস্তে অর্পণ করত বীরদলের আশ্রয় লইতে তুরঙ্গিনী সহিত রাজপুর বহির্গত হইলেন—চিন্তাদেবী ক্রমেই দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন।

মহীপাল এইরূপে দেশান্তরিত হইয়া যথাক্রমে সাগর, নরেন্দ্র দন্তবক্র, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোধগণের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—কাল তুরঙ্গিণী সর্ব্বনাশ করিয়া তুলিল—তুরঙ্গিণীর জন্য "বিশ্বসংসারে জন্য" নারায়ণ দণ্ডী-রিপু হইলে কেহই তাঁহাকে স্থান দিতে পারিলেন না। মহারাজ আশা ভরসার চিতা স্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া "কাহার শরণ লইব, রসবতীর রস মাধুর্য্য কিরূপে চির কাল পান করিতে পাইব," এই ভাবিয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইলেন—মানসিক বৃত্তি সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—রাজা চতুর্দ্দিকে আশা শূন্য হইয়া এবার শেষ মন্ত্রণা স্থির করিলেন—সঙ্কুচিত হৃদয় প্রসারিত হইয়া উঠিল—অবন্তী অধীশ্বর পাণ্ডব গণের শরণ লইতে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া তথাকার যমুনাপুলিনে উপনীত হইলেন—শৈত্যমালঞ্চে ও বসন্তের ফুল ফুটিল—বীরবর যদুবর বিদ্রোহে ব্যাপৃত হইয়াও তরঙ্গিনী-উপকূলের শোভা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ঃ—

ইন্দ্র প্রস্থ প্রবাহিনীর শান্তিময়ী তটিনীতট কি অভিনব মাধুরী সম্পন্ন! পাষাণ গঠিত সোপানাশন কেমন আরোহিনী হার পরিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে! ঠিক যেন বসুমতীর ত্রিবলীবন্ধনী বলিয়া এক একবার মনে ভ্রমের পদাঙ্কমালা উদিত হয়! আবার সোপান বন্ধনী (নিম্নগা স্ফটিকের অবলম্ব) দেখিয়া অন্তরে শ্বেত ভুজঙ্গিনী বলিয়া কল্পনা জন্মে। কুলবতীর কুল-সীমন্তে ইহা আরও বড় মনোহর দৃশ্য!—রত্ন রচিত দেব ভবন ও বিলাস নিকেতন সিন্দূর বিন্দু-রাজির ন্যায় বিরাজিত হইতেছে। এদিকে কেমন পুষ্প পর্ণ কিশোর কিশোরী

তরু লতিকারা ভাবের ডালি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! আবার কেমন কতকগুলি নবপ্রসূন কোথাও দেব চরণে নিপতিত হইতেছে! কোথাও বা নায়ক নায়িকার কণ্ঠ-কবরী আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! যাহাহউক, অদৃষ্ট চক্রে আজ আমিও ঐ প্রেমিককুলের দলস্থ, আমার পাপ হৃদয়ে পরমার্থের পদ মাত্রও নাই; অন্তর বাহিরে কেবল একমাত্র উর্ব্বসী প্রেমের প্রতিমা নৃত্য করিতেছে। কিন্তু বিধাতা কি দারুণ বাদ সাধিলেন! নব বিকশিতা রস কলিকা অকালে শুষ্ক হইল! আর সসাগরা ধরার বীর পুত্রগণ কেহই আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন না! কি করি! কোথায় যাই! ভাল, একবার শেষ সংকল্প মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণ লই। পাণ্ডবগণ বীরশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা অবশ্যই বাহুবলে আমার মনোকষ্ট দূর করিবেন,—না; নারায়ণ পাণ্ডব কুল বন্ধু; অতএব বন্ধুজন বিরুদ্ধে পাণ্ডব কখনই অস্ত্রধারণ করিবেন না; বরং জগদ্বন্ধুর সহিত আমার সন্ধি সম্পাদন করিতে পারেন। আচ্ছা, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? উচ্চ হৃদয় পাণ্ডবগণের অনুরোধে হয় রমণীরত্ন লাভ করিব, নাহয়, হয়রূপিনী স্বর্গ প্রমদাকে রমাপতির অভয়চরণে প্রদান করিয়া চির নির্ভয় হইব। না, তাহা কখনই হইবে না! কৃতান্তভোগ্যলীলাময়জীবনের জন্যে অভিমানী আর্য্যরক্ত দূষিত করিব? প্রতিজ্ঞা যে কুলের মূল গৌরব, আজ সেই মহা মূল্য প্রতিজ্ঞা বিতরণ করিয়া কি তৃণতুল্য জীবন ক্রয় করিব? দশানন বৈদেহীপরায়ণ হইয়া দশ মস্তক বিসর্জ্জন করিয়াছেন! অবন্তীপতি এক মস্তক জন্য কি স্মৃতিপথের সেই সকল পুণ্যময়ী প্রতিভা গুলি লোপ করিবে? কখনই না! ভাগিরথীর বিমলসলিলে জীবনউৎসর্গ করিয়া কুলকলঙ্ক দণ্ডীনাম অতীতকালেরগর্ব্ভে প্রোথিত করিব!

মহারাজ দণ্ডী এই ভাবিয়া রত্নগর্ব্ভা জাহ্নবীর খরতর স্রোতগর্ব্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন—সুষুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইয়া উঠিল—রাজা বিবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া পবিত্র সলিলে অবগাহন করত বিধিমত গঙ্গাপূজা সমাপন করনানন্তর ভবভয়নাশিনী ভাগিরথীকে স্তব করিতে লাগিলেন—হে সুরধুনি! হে তরঙ্গিণি! হে ভবভয় নিবারিণি দেবি! হে কলুষ হারিণি! হে শিব শির বিহারিণি! হে হরিপদ নিঃসারিণি জগদম্বে! তোমার অভয় চরণে

আমি কোটী নমস্কার করি। মাতঃ! তুমি ব্রহ্মময়ী; তুমিই জড়ময়ী রূপে বিশ্ব জগতে ব্যাপৃত থাক; বিশ্বের অন্যতম উপাদান রসতন্মাত্র তোমার পরমাণুতে বিলীন হইয়া থাকে। তুমিই ভাগিরথী, তুমিই ভোগবতী তুমিই বৈতরণী এবং তুমিই স্বর্গধামে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীরূপে মন্দরপ্রবাহিনী হইয়া নিত্যানন্দময়ী নাম ধারণ কর। ত্রিতাপহারিণীমহিমা জানিয়া ভবানীপতি ভব তোমাকে মস্তকে আসন প্রদান করেন। হে-শিব ভামিনি! হে পতিত পাবনি! হে শান্তনু মনোহারিণি গঙ্গে! অপাঙ্গে দাসের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত কর। আমি গরলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া তোমার পবিত্র জীবনে জীবন সমর্পণ করিতেছি। জননি! যেন অশেষ পাপের পাপী বলিয়া দাসকে বঞ্চিত হইতে না হয়। হা মোক্ষদে! হা বরদে! হা নির্ব্বাণ-মুক্তি-প্রদায়িনি দেবি! হা ব্রহ্মাকমণ্ডলুনিবাসিনি জাহ্নবি! অন্তিম কালে কালের ভীষণদণ্ডে দণ্ডীকে যেন দণ্ডিত হইতে না হয়। আমি কংসারির অরিবলিয়া আমার মুক্তিপথ যেন না অবরুদ্ধ হয়। ত্রিলোকতারিণি! ত্রিলোচনমোহিনি! ত্রিপথ গামিনি বৈষ্ণবি! তুমি বিষ্ণুপদ সম্ভূতা বলিয়া পরমেষ্টি পিতামহ তোমার আরাধনা করেন। তোমার বিমলসলিলে জীবন উৎসর্গ করিলে অন্তর্জগৎ ব্রহ্ম-জগতে গিয়া লীন হয়। মহারাজ দণ্ডীএই রূপে গঙ্গার স্তব করিয়া পবিত্র সলিলে আত্ম বিসর্জ্জন কারণ তুরঙ্গিনী রূপা উর্ব্বসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আজ আমি নরলীলায় বীতরাগ হইয়া কালের নির্জ্জন মন্দিরে গিয়া নিশ্চিন্ত হই। তোমার ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদেরশেল হৃদয়কেন্দ্র হইতে একবারেই অপসারিত করি। হায়! হায়! প্রেমনিয়ন্তা সাধের প্রেমে কি বিষাদের বজ্রপাত করিলেন! যাহাহউক স্বজনি! এখন আসন্ন মৃত্যু অবন্তীপতির নিকট আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ কর। আমি তোমার প্রেমকলঙ্ক বহন করিয়া সসাগরা ধরা পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু দৈবদোষে আমার দুঃখের তরঙ্গ বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন হইল কৈ? অভাগা দণ্ডীর শান্তি নিকেতন, ভীরুতার অন্ধতম কূপে গিয়া নিমগ্ন হইল, সৌরজগতের ভূষণস্বরূপ রাজদণ্ড সকল দুরদৃষ্ট দণ্ডীর পক্ষ সমর্থন করিল না।

সুরপ্রমদা উর্ব্বসী অবন্তীপতির করুণরসার্দ্র আত্মবিসর্জ্জিনী কথা

শুনিয়া গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিল, হৃদয় রঞ্জন! এখন আর অনুশোচনার ফল কি? কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উত্তর দিকে দৃক্‌পাত করা উচিত ছিল। রাজন্! আমার নব সম্মিলনের প্রেমভরে তোমার অন্তরাত্মা যখন ভুলিয়াছিল, তোমার হৃদয় প্রস্রবণ হইতে আদিরসের অজস্রধারা যখন উদ্গত হইয়াছিল, তুমি ইন্দ্রিয় গণের অবিরামশাসনে যখন শাসিত হইয়াছিলে, ন্যায় শাসন অতিক্রম করিয়া যখন প্রেমরাজ্যে পদার্পণ করিতে লাগিলে; তখনই আমি বলিয়াছিলাম, প্রেমবনে বিরহ কণ্টক আছে, প্রেমসিন্ধুতে বিচ্ছেদ তরঙ্গ আছে, প্রেমমঠে কলঙ্কপ্রতিমা আছে। কিন্তু নাথ! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না, সাধারনের শাসন কর্ত্তা হইয়া ইন্দ্রিয় শাসনে অপারগ হইলে! আদিরসের অনিত্য স্বাদ গ্রহণ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলে, অবশেষে কুল অভিমান তোমার বিরুদ্ধে ভক্ষক বেশ ধারণ করিয়া বসিল। অবন্তী শিরোমণি! এখন আর দণ্ডী-প্রমদা দিবা-তুরঙ্গিণীর মুখাপেক্ষা করেন কি? আমি তোমার অনুগামিনী হইয়া পবিত্র সলিলে প্রেম ব্রত উদ্যাপন করিব।

অশ্বিনী এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে দণ্ডীরাজ দিবা-তুরঙ্গিনীকে সঙ্গিনী করত পবিত্র সলিলে অবতরণ করিলেন,—আকাশ কুসুম আপনাপনিই ছড়িয়া পড়িল—নাগরিকগণ এই বিস্ময়কর হত্যাকাণ্ড দর্শনে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। দণ্ডী, কাল-ভয়-দণ্ডিনীর পবিত্র প্রবাহে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন,—এমন সময় স্বভাবের আলেখ্য হইতে দণ্ডীর মৃত্যু নিবারিণী প্রতিমা দর্শন দান করিল—অর্জ্জুন ভামিনী ভদ্রা অবগাহন উপলক্ষে ভাগিরথীকূলে আগমন করিয়া দণ্ডী-উর্ব্বসীর কণ্ঠদেশে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন, এবং লোক পরম্পরা তাঁহাদের আত্মহা-সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া কৃপাপূর্ণ সুধাস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কোন্ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে এই পাপময় সঙ্কল্পে ব্যাপৃত হইয়াছেন? নরশ্রেষ্ঠ! কপটতার আবরণী খুলিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করুন, যদি মনুষ্যের আয়ত্তকর হয়, তাহা হইলে ত্বদীয় মানসিক গরল রাশি লক্ষ যোজন দূরে বিদূরিত হইবে।

দীনদরিদ্রের কল্যাণ রূপিণী ভদ্রা আত্মবঞ্চক দণ্ডীকে এই দয়াশীলতার

পরিচয় দিলে রাজা লোকারণ্যের ভৈরব ছবির মধ্যে সেই কুরু প্রতিমার সদয় কণ্ঠস্বর শুনিয়া গতায়ু জীবনীলালসার অন্যতর দিকে সরিয়া বসিলেন। এবং কহিলেন, দেবি! আমার নাম দণ্ডী, আমার সুবিশাল রাজদণ্ড অবন্তী-রাজ ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়, কিন্তু আমি কালের করে কপটদণ্ডনীয় হইয়া আত্মত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই তুরঙ্গিণীর মায়াডোরই আমার নিয়তিরআকর্ষণী হইয়াছে। সহৃদয়ে! আমি, বেগগামিনী তুরঙ্গিনী অরণ্য মধ্যে প্রাপ্ত হইলে দ্বারকাপতিকৃষ্ণ মহর্ষিনারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন, এবং "আমাকে নিধন করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিবেন" এই তাঁহার দৃঢ়তম উদ্দেশ্য হইয়াছে। মধুর ভাষিণি! আমি এই প্রবল শত্রুতায় নির্ভয় হইতে সৌর জগতের আশ্রয় লইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের শূন্য ভাগ্যপটে কেহই আশ্রয় রেখা অঙ্কিত করিলেন না; আমার হৃদয়াকাশে জীবন চিন্তার একটী প্রকাণ্ড ধূমকেতু উদয় হইল। অতএব দেবি! স্থির করিয়াছি—ভাগিরথীর প্রবাহে লীন হইয়া চিরশান্তি লাভ করিব। এখন আপনি কে? আমাকে পরিচয় দিন্।

সুভদ্রা কহিলেন, রাজন্! আমি কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিনী, এবং যদুনাথশ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয়াভগিনী হই। মহাবীর অভিমন্যু আমারই গর্ভজাত পুত্র। আমিবীরাঙ্গনা, বীরমাতা ও বীর দুহিতা বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং অবশ্যই আপনাকে শত্রু ভয়ে রক্ষা করিব। বিশেষতঃ আর্য্য ভীম-সেন অদ্বিতীয় বলবান, তিনি শ্রবণ মাত্রেই আপনার অনুকূলে কল্যাণ সাধন করিবেন, ধ্বংসপ্রায় রাজ-সুখ আবার ফিরিয়া আসিবে। রাজন্! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন্, বৃকোদরকে অবগত করাইয়া আপনার শুভময় কাল উৎপাদন করাইতেছি।

মহারাজ দণ্ডী ভবিতব্যের নূতন অভিনয় দেখিতে এতক্ষণ মানসিক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার ভাবসমুদ্রে পূর্ব্বের ঝড় বহিল। রাজা সঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, সুশীলে! যথেষ্ট হইয়াছে, পরিচয় শুনিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। প্রবল অরি মুরারি যখন আপনার ভ্রাতা, তখন আপনি যে আমার বিঘ্নহরারূপিনী তাহার আর সন্দেহ কি? যাহাহউক,

দেবি! অবন্তীপতির অন্তীমকাল দেখিয়া একবার ভ্রাতৃবৈরতা পরিত্যাগ করুন্। আমি অন্তকালে কৃতান্তদলনী তারা আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

নরনাথ এই বলিয়া সুভদ্রার অম্লান বদনের প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিলে পরহিতৈষিণীভদ্রা রাজার অশ্রুধৌত কপোলদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, মতিমন্! আপনি সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় বীরাঙ্গনা ক্ষত্রিয়বংশীয়ার প্রতি সন্দেহারোপ করেন কেন? তেজস্বিনী আর্য্যমহিলারা কি ধর্ম্মময় অমৃত নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থপর নরকভুবনে বাস করিতে ইচ্ছা করে? মহারাজ! হতাশ হইবেন না, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন্; আমি রাজপুরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দূত প্রেরণ করিতেছি।

বসুদেব-দুহিতা ভদ্রা, রাজাকে ভদ্রতায় প্রবোধ প্রদান করত রাজভবনে গমন পূর্ব্বক সখীগণ সহিত ভীমের মন্দিরে উপস্থিত হইলে মহাবল ভীম সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বালিকে! অভিমন্যু জননী কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?

তখন পরম গুণবতী ভদ্রা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃশ্বশুর! আর্য্যনারায়ণ অবন্তীপতি দণ্ডীর প্রাণদণ্ড করিয়া তাঁহার প্রিয়তুরঙ্গিণী লইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিলোকীতলে সকল লোকের নিকট দণ্ডী ভগ্নপ্রয়াশ হইয়াছেন, কৃষ্ণ-শত্রু বলিয়া কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন নাই। দণ্ডীরাজ, গোবিন্দের শাসন-কলঙ্ক লোপ করিতে যমুনায় জীবনউৎসর্গে আসিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনার অনুপম বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে আশ্রয়-ভরসা প্রদান করিয়াছি। অতএব আর্য্য! শত্রুভীত শরণাগতের প্রতি অনুকূল হইয়া আমার গর্ব্বকরী অম্লান বদন চির কালের জন্য সমুজ্জ্বল করুন্।

মহাবীর ভীম এই বাক্যশুনিয়া ভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসে! দণ্ডীরাজের পৃষ্ঠপোষকতা করা বড়ই দুঃসাহসিকতার বিষয়, পাণ্ডবসখা চক্রধারীই যখন তাহার অরি, তখন কিরূপে আমি অবন্তীনাথের পক্ষসমর্থন করিয়া দুগ্ধদানে কালসর্পের বিষবর্দ্ধন করিতে সম্মত হই? যাহাহউক মাতঃ! একেত শরণাগত রক্ষা করা আর্য্যজাতির কুলধর্ম্ম, তাহাতে তুমি

যখন তাহাকে আশা-ভরসা প্রদান করিয়াছ, তখন শত বিপদ হইলেও দণ্ডী সর্ব্বতোভাবে রক্ষনীয়। বৃকোদর ভদ্রাকে এই বলিয়া প্রতিহারীর প্রতি আদেশ করিয়া কহিলেন, প্রতিহারিন্! তুমি ভাগিরথীর কূলে যাইয়া অবন্তীশ্বর দণ্ডীকে আমার নিকট আনয়ন কর। দ্বারপাল শ্রুতমাত্রে তাঁহার আজ্ঞা বহন করিয়া তুরঙ্গিণী সহিত দণ্ডীরাজকে আনয়ন করিল। অবন্তীঅধিপতিদণ্ডী চিন্তার দুর্ব্বহভার স্কন্ধে বহন করিয়া ভীম-নিবাসে উপনীত হইয়া প্রণত হইলে বৃকোদর দণ্ডীদণ্ডধরকে আলিঙ্গন ও আসন প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধীমন্! আপনার সহিত নারায়ণের প্রতি দ্বন্দ্বীতার কারণ কি? এবং কি জন্যই বা আত্মোৎসর্গ করিতে পাপময়ী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন?

মহীপাল দণ্ডী ভীম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বিনীত ভাবে কহিলেন, বীরেন্দ্র! আমি যদুনাথ গোবিন্দের নিকট বিন্দুমাত্রও অপরাধী নই। এই বনঅশ্বিনী প্রতিকূলতার প্রথমসূত্র হইয়াদাঁড়াইয়াছে। আমি, ভীমরূপা-মহারণ্যে অশ্বিনীরত্ন প্রাপ্ত হইলে কিয়দ্দিনপরে আমার বনলব্ধ অশ্বিনী-সম্পদ নারদের চক্ষে সহ্য হইল না, ঋষি, হৃষীকেশকে অশ্বিনী-প্রলোভন দেখাইলে চক্রপাণি তুরঙ্গিণী হরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও আর্য্য শোণিতের তীব্রতাপে অশ্বপ্রদানে চিরবিরত হইয়াছি। বৃকোদর! সেই হইতেই কালপ্রতিজ্ঞা কালের পক্ষ সমর্থক হইয়া পড়িয়াছে। দেবকীনন্দন অশ্বিনী-গ্রহণ হেতু দণ্ডীর প্রাণদণ্ড-প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। অতএব বীর! আমি শ্রীহরির অন্যায় বৈরতায় অব্যাহতি লইতে বিশ্ববীর সম্প্রদায়ের শরণ লইলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে আশা-মন্দিরে বিন্দুমাত্রও স্থান পাইলাম না। সুতরাং মুক্তিপ্রদা পবিত্র সলিলে জীবনমুক্তির বাসনা করিয়াছি।

দণ্ডীর আত্মবিবরণ শ্রবণানন্তর বৃকোদর হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনার চিন্তা নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া তুরঙ্গিণী সহিত পাণ্ডব নিবাসে কালযাপন করুন্। আমি আপনার কারণ মধুসূদনের সম্মুখ শত্রুতায় তিল মাত্রও সঙ্কুচিত নহি। ভীমসেন এই বলিলে অবন্তীনাথের শুষ্কহৃদয় আনন্দ সলিলে আর্দ্র হইল। দণ্ডীরাজ ভীম-নিকেতনে অভয়াত্মা

হইয়া রহিলেন। ভদ্রাও দণ্ডীরাজের অপূর্ব্বআশ্রয় দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

শরণাগত-সখা পবননন্দন, হৃষীকেশ-ত্রাসিত দণ্ডীকে এইরূপে আশ্রয় প্রদান করিলে জনশ্রুতির সহস্রমুখে যুধিষ্ঠির এই নিগূঢ় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ বৈরতায় অস্থিরহইয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ অন্তঃকরণ হইতে চিন্তাগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। মহারাজ, দণ্ডীবর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করিয়া জননী কুন্তীকে ভীমের নিকট প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডুমহিষী ভীমের নিকট গমন করত কহিলেন, বৎস! শুনিলাম—তুমি নাকি বাসুদেবারি অবন্তী অধিকারীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ? কুমার! এটী তোমার কি ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করা হইয়াছে? নারায়ণের সহিত বৈরতা করা কি ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের সম্ভব? তুমি তত্ত্ববিৎ হইয়া তত্ত্বাতীতের নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিলে কেন? ভীম! যিনি মৎস্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ধ্বংস-প্রায় অপারপৌরুষ বেদের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি শ্বেতবরাহরূপে সুতীক্ষ্ণধার দশনে জলমগ্ন বিশাল বসুন্ধরাকে মহাবিপ্লব হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি মহাকায় কূর্ম্মরূপাবলম্বনে বসুমতীর পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, যিনি আনন্দময় নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অবতার হইয়া বিশ্বরিপু হিরণ্যকশ্যপের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি দানবেন্দ্র-বলিবিদলনে মোহনীয় বামন দেহ ধারণ করিয়া ত্রিপাদভূমি গ্রহণে পাতাল নিবাসী হইয়াছেন, যিনি পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া আর্য্যশোণিতে একবিংশতিবার তীব্র কুঠার ধৌত করিয়াছেন, যিনি রামাবতারে চতুরাংশে বিভক্ত হইয়া দেবশত্রুদশানন নিধন করিয়াছেন, যিনি পুণ্যময়ী ভূমি মথুরা নগরে রামকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভূভারহরণে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, যিনি বুদ্ধাবতার হইয়া বেদ-বিধির পক্ষ সমর্থনে সমুদ্রকূলে রম্য পুরীতে উপনিবেশ করিবেন, যিনি নবদ্বীপে চৈতন্যময় চৈতন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হরিনামের অসীম মাহাত্ম্য প্রকাশকরত জীবের মোক্ষপথ প্রদর্শক হইবেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ গৃহে কল্কী নামে বিখ্যাত হইয়া দেব-তুরঙ্গম আরোহণ ও ভীষণ করবাল ধারণ পূর্ব্বক দেব ও বেদবিদ্বেষী গণের প্রাণদণ্ড বিধান করত পুনঃ সত্য স্থাপন করিবেন। এমন পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব

বিরুদ্ধের সহানুভূতি করা কি রাজ নৈতিক ধর্ম্ম? মারুতি! মাতৃ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ডীরাজকে পরিত্যাগ কর। ত্রিদশ নাথ পুণ্ডরীকাক্ষ বিপক্ষ হইলে আমাদের আর রক্ষা নাই।

একজ্ঞায়ী ভীমসেন জননীর মুখে স্ব ইচ্ছার বিপরীত কল্পনা (দণ্ডী বর্জ্জন উপদেশ) শুনিয়া তাঁহার উদ্ধত স্বভাবের উপর কঠোর আঘাত হইলে তিনি ভক্তি মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, জননি! আপনি দণ্ডী বর্জ্জনের আদেশ করিবেন না, ভয়-ভীত বা আশ্রিত নিগ্রহ করা কি ক্ষত্রিয়কুলের কর্ত্তব্য-কার্য্য? মাতঃ! বরং অবন্তীপতির সহানুভূতি সম্বন্ধে কৃষ্ণ হস্তে জীবনোৎসর্গ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু ধর্ম্মরূপ অমূল্য মণি পরিত্যাগ করিয়া অসার আবর্জ্জনা স্তুপ বহন করিব না।

তত্ত্ব দর্শিনী কুন্তী ভীমের নিকট এইরূপে ভগ্নপ্রয়াশ হইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা অবগত করাইলে রাজেন্দ্র পুনরায় রাজনৈতিক প্রচুর শিক্ষা ভার লইয়া অনুজদ্বয়কে পাঠাইলেন। মহাবীর পার্থ ভ্রাতাগণের সহিত ভীম সদনে উপনীত হইয়া ভয়-মিত্রতা পরিপূরিত উপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এ আপনার কি মতিভ্রম? শমন দমন শ্রীরাধারমনের সঙ্গে বিসম্বাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যিনি বিশ্বপালয়িতা এবং বিশ্বসংহর্ত্তা, তাঁহার সহিত বৈরতা করিয়া কি বীরত্বযশঃ উপার্জ্জন করিবেন? যাঁহার প্রতিলোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং যাঁহার ইচ্ছায় প্রলয়পয়োধি জলে বিশাল জগন্মণ্ডল বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আপনি তাঁহার শক্রর পক্ষপাতী হইয়া মাতৃ ভূমির কোমলহৃদয়ে পাণ্ডব সমাধির মূল স্থাপন করিতেছেন কেন? যিনি সূর্য্য মণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র মণ্ডলে চন্দ্র, এবং নক্ষত্র মণ্ডলে গ্রহবৃন্দ হইয়া গ্রহরূপী জনার্দ্দন বলিয়া কথিত হন্, আপনি সেই পরমপিতার প্রতিকূলতা করিয়া সমর সিন্ধুতে কি কূলপ্রাপ্ত হইবেন? বীরবর! দণ্ডী দণ্ডধরকে পরিত্যাগ করুন, পাণ্ডবের শান্তি-সর্ব্বরীতে বিষ-বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করিবেন না, ভ্রাতঃ! স্বর্গ-নরক, সমুদ্র-গোষ্পদ, হিমাচল-বালুকা, বায়স-বৈনতেয়, এবং কেশরীও কেশকীটে যত অন্তর; পূর্ণ ব্রহ্মের কলার কলার সহিত অনন্তব্রহ্মাণ্ড ততোধিক অন্তরবলিয়া সৌর-জগৎ কল্পনা করে। আপনি কোন্ছার যে, ভবকর্ণধারের সহিত বৈরতা

করিতে প্রবৃত্ত হইবে? ভ্রাতঃ! আপনার চরণে ধরি, অজেয় পাণ্ডববংশকে কালাগ্নি শিখায় ধ্বংশ করিবেন না।

মহাবীরঅর্জ্জুন এইকথা বলিলে অনুজদ্বয় তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করায় মহাবল ভীম রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভাই! তোমরা আমার নিকট কি বিষয়নিস্পৃহবৈরাগ্যব্রতের পরিচয় প্রদান করিতেছ? "ধর্ম্ম অপেক্ষা জীবন মূল্যবান" একথা কোনশাস্ত্রকার বলেন? পার্থ! আমি ভয়ার্ত্তদণ্ডীকে পোষণকরিয়া আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃতপরিচয় প্রদান করিয়াছি। স্বয়ংব্রহ্ম নারায়ণ নরধর্ম্মআচরণে যদি ধর্ম্মশীলতায় প্রতিবন্ধক হন্, তবে তাঁহার চিরনির্ম্মল সত্যসনাতননামের অনন্তগুণ কে বর্ণন করিবে? তোমরা নির্ব্বোধ, তোমাদের হৃদয়মধ্যে পরমার্থের বোধ কৈ? "কংসারিরহস্তে ধ্বংস হইব" এই চিন্তাতেই অভিভূত হইয়াছ। ভাল, দামোদর সমরে তোমাদের সহায়তাপ্রার্থনা করি না, শ্রীকান্ত একান্তই যদি অমূলকবৈরতা প্রকাশ করেন, তবে গদাধরকে একাই আমি, রণরঙ্গিণী গদারঅভিনয় দেখাইয়া কালযবনিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব। অনিত্য দেহভারবহন অপেক্ষা নারায়ণহস্তে জীবন উৎসর্গকরা কাহার না বাঞ্ছনীয়?

ভীমসেন এই কথা বলিলে ভ্রাতৃগণ অসন্তুষ্ট হইয়া নরনাথ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন—রাজকর্ণে নিশাদূতী যেন কুস্বপ্ন কাহিনী বলিল—নরনাথ বিষণ্ণহইয়া ভীমের নিকট গমন করত কহিতে লাগিলেন, ভীমসেন! তুমি দূরদর্শী হইয়া সুদর্শনধারীর অপ্রিয়াচরণে যোগদান করিতেছ কেন? দীনবন্ধু যে পাণ্ডববন্ধু তাহা কি তুমি একে বারেই বিস্মৃত হইলে? আমরা যাঁহারনামে জয়ধ্বনিদিয়া ইহপরলোকে বিজয়পতাকা উড়াইয়া যাইব, আজ সংসারের কূট কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার বিরাগভাজন হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া অনন্তজগতে প্রকৃতিলীলা করিতেছেন, যাঁহার পবিত্র পরমাণ হইতে জগন্মণ্ডলের অক্ষয়বীজ রোপিত হইয়াছে, এবং তন্ত্র, মন্ত্র, বেদান্ত প্রণেতারা যাঁহাকে সনাতন পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কুমার! সারাৎসার সেই কৃষ্ণই জগতের মূল, তিনিই মহাকালরূপে আপন ব্রহ্মতেজে লীন-

হইয়া বিশ্বের সমাপ্তিঅভিনয় দৃষ্টি করেন; কমলাসনব্রহ্মা তাঁহার উদরেই সহস্র বৎসর শায়িত থাকেন; তিনিই চিদানন্দময় পরমাত্মারূপে দেহ চক্র পরিচালনা করেন; তাঁহার নাম সমনে স্মরণ করিলে শমন অনন্তদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। বৃকোদর! তুমি মায়াদেবীর কুহকাবরণ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ—দণ্ডধারী দণ্ডীকে পরিত্যাগ না করিলে চিরঅবধ্য পাণ্ডুবংশ কংসারির হস্তে ধ্বংস হইবে।

মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভীমসেন কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনারআজ্ঞা, দাস চির শিরোধার্য্য করিয়া বহন করিতেছে, কিন্তু আজ সত্যখনিধর্ম্মমুখ হইতে দণ্ডীবর্জ্জনের উপদেশ শুনিয়া দাসহৃদয়ের অবিচলিত আর্য্যভক্তি কে যেন বিপরীতদিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে, হৃদয়স্থ বিস্ময়রস মহাপ্লাবন করিয়া উঠিতেছে। না-উঠিবেইবা কেন? কালসর্পই বিষউদ্গীরণ করে, কিন্তু অমৃতভাণ্ডার হইতে গরল নির্গত হইলে কাহার মনে না আশ্চর্য্য বোধ হয়? ক্ষীরোদধী লবণ স্বাদু হইলে কে তাহার ক্ষীরত্ব গৌরব-করে? ধীমন্! অল্পবুদ্ধি অনুজগণ বলিতে পারে, ভীরু স্বভাবা জননী বলিতে পারেন, কিন্তু আপনার মুখে এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ কথা কিরূপে সম্ভবপর হয়? ধর্ম্মরাজ! "ধর্ম্মই নির্ব্বাণ মন্দিরের সোপান" এই জন্যই পুরাতন ঋষিরা মুখ্যধর্ম্ম (কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য) হরি সংকীর্ত্তনের প্রাধান্য করিয়া গিয়াছেন। দীননাথ হীন ব্যক্তির ন্যায় বৈরনির্য্যাতক নন্। পাপরূপ বীরজয়ে বদ্ধপরিকর থাকিলে অখিলেশ্বরকে সবলে বশীভূত করিব। অধার্ম্মিক আশ্রিতের প্রতি দীনবন্ধু ভ্রমেও কৃপা বিন্দু বিতরণ করিবেন-না। অতএব রাজন্! মহাব্রত শরণাগত রক্ষণে আপনি যদি এরূপ বিরুদ্ধ রাজনীতি প্রদান করেন, তবে চিরভৃত্য আপনার নিকট কি নীতিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে? মহাত্মা ভীম এই বলিয়া রঘুরাজের উপাখ্যান বলিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমবাক্যে নিরুত্তর হইয়া রাজ সভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হৃদয়ে অনিবার্য্য চিন্তাগ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল।

এদিকে ভগবান্‌বাসুদেব চর মুখে দণ্ডীর পলায়ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদূত অবন্তীপতির অন্বেষণে ভূ র্ভুব, স্বঃ,

মহ, জন, তপ, ও সত্য (সপ্তস্বর্গ) ও অতল, বিতল সুতল, তলাতল, রসাতল পাতাল (সপ্তপাতাল) এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও তাহার কোন অনুসন্ধান নাপাইয়া অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিল—আজ কৃষ্ণদূত দর্শনে ধর্ম্মনন্দনের যারপর নাই চিন্তার বিষয়—তিনি হর্ষবিষাদে দূতের সম্ভাষণ করিলেন। বার্ত্তাবহ সেবকের ন্যায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! একটী তুরঙ্গিণীর কারণ অবন্তীদণ্ডধর দণ্ডীর সহিত নারায়ণের শত্রুতা হইলে অবন্তীপতি, যদুকুলমহারথীর শাসনদণ্ডতাড়নে দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে; অতএব যদুপতির অনুমতি অনুসারে আমি তাহার সন্ধানে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোন ধামেই সেই নরাধমের সাক্ষাৎ হইল-না। রাজন্! আপনি মহাবিচক্ষন, "কোথায় গেলে দণ্ডী-উদ্দেশ সম্ভবপর হইতে পারে," দাসকে সেই উপদেশ দিন্।

দূতেরকথা সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয় রসনা বিরুদ্ধ সত্য প্রকাশে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি লজ্জাবনত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, দূত! অবন্তী অধিপতি দণ্ডী এই খানেই রহিয়াছেন; দণ্ডধর নিরাশ্রয়হইয়া মরণ-সঙ্কল্প করিলে সুভদ্রার অনুনয়ে ভীম তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া ভয়-পরিত্রাতার প্রকৃত কার্য্য দেখাইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণবিরোধী রাজধর্ম্ম-আমাদের পক্ষে অনিষ্ট মূলক হইলে আমরা দণ্ডী বর্জ্জনে ভীমসেনকে বহুতর উপদেশ প্রদান করিলাম; বুদ্ধিরূপহরি ভীমসেনকে কি বুদ্ধিই দিলেন, বৃকোদর কিছুতেই দণ্ডী পরিবর্জ্জনে সম্মত হইল না। অতএব দূত! তুমি বাসুদেবের নিকট বিনীত ভাবে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ কর—নারায়ণ চির-দোষী পতিত পাণ্ডবের যেন এ অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

দূতশ্রেষ্ঠ এইরূপে মহাযশাঃ পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মুখে দণ্ডীউদ্দেশ শ্রবণকরিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সকল কথা বিদিতকরিল। পুণ্ডরিকাক্ষ, ভীম-সেনকে শত্রু পক্ষপাতী জানিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহা র কমল-লোচন রোষদেবীর লোহিত করলেখায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণকে দণ্ডীবর্জ্জন আদেশ করিয়া কুমার প্রদ্যুম্নকে অবিলম্বে পাঠাইলেন। মকরধ্বজ মহাবিমান আরোহণ করিয়া পবনের অবিরাম গতিকে অতিক্রম

পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন—হর্ষ বিষাদ একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল—যুধিষ্ঠির কামবীরকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! যদুকুলের সমস্ত মঙ্গল ত?

মহাত্মা কামদেব কহিলেন, আর্য্য! যদুকুলের উপস্থিত মঙ্গল, কিন্তু বিনশ্বর গর্ব্ব ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সতত পরত বিচরণ করিতে দেখিয়া আমাদের সকল মঙ্গলালয় ধুলিসাৎ হইয়া পড়িতেছে। মহাশয়! শুনিলাম—আপনি নাকি পিতৃশত্রু কুলাঙ্গার দণ্ডী রাজকে আশ্রয়দান দিয়াছেন? কি সর্ব্বনাশের কথা! রাজন্! আপনার নবপ্রণীত ন্যায় দর্শন করিয়া সৌর জগতের নিদ্রাভঙ্গ হইল! আপনি নীচধর্ম্ম রক্ষাকরিয়া কিরূপে মোক্ষধর্ম্ম নষ্ট করিলেন? বহু মূল্য মাণিক পরিত্যাগ করিয়া মাখাল ফলের প্রতি আপনার প্রয়াশ জন্মিল কেন।

প্রদ্যুম্নের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! দণ্ডী সংবাদ ইতি-পূর্ব্বে অবগত নই; পরে ভীম-দণ্ডী বীরপরম্পরার এই নিগূঢ় রহস্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে দণ্ডীবর্জ্জনে সহস্র অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কালের কুটিল-গতিতে ভীমের মনেরগতি পরিবর্ত্তন হইল না। লজ্জাময় দুঃখের দণ্ড পাণ্ডব হৃদয়ে সতেজ প্রহার করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, রাজন্! আপনার ছলবাক্যে আমার মনে বিশ্বাসের বিন্দু-পাত হইতেছে না। বৃকোদর-উত্তেজনায় অবশ্যই আপনারাও উত্তেজিত হইয়া-ছেন; কিন্তু নির্ব্বাণকালে দীপশিখা যেমন প্রতিভা প্রকাশ করে, মৃত্যুকালে পিপীলিকা যেমন পাখা ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনারা চরমকালে পরমপিতার সহিত মর্ম্মবেদনী কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডুকুলের আর নিস্তার নাই। যদুবংশীয় শরস্রোতে ইন্দ্রপ্রস্থের নিশ্চিতই তিরোধান হইবে।

কৃষ্ণনন্দনের এই অন্তর্জ্জ্বলনীবাক্য শুনিয়া বৃকোদর পদ পীড়িত ভুজগের-ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং গম্ভীর স্বরে কহিতেলাগিলেন, কাম! তুমি ধর্ম্মরাজকে এত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ কেন? তোমাদের বংশ-বীরত্ব জ্বলদাক্ষরে ব্রহ্মাণ্ডফলকে চিত্রিত আছে। তোমরা মগধেরভয়ে মথুরা-ছাড়িয়া দ্বারকায় পলায়ন করিয়া আছ। বীরত্বের মধ্যে তোমার পিতা তোমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। যাহাহউক, বীর! ভীমসেনের এই

প্রতিজ্ঞা মনের শতগ্রন্থিতে ধারণ করিয়া রাখ,—দণ্ডধর দণ্ডী পাণ্ডুবংশের শোণিতবিন্দু সত্ত্বে কখনই যাদব হস্তগত হইবেন না।

মহাবীর ভীম, প্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিলেও যুধিষ্ঠির ও কামদেব তাঁহাকে পুনরুক্তি করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু কাহার কথাতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইল না। রতিমোহন, ক্রোধ সহকারে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বিদায় হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক সকল অবস্থা অবগত করিলেন—ঐশী কল্পনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিল,—নীলমণি নীল কান্তিতে ছলনা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোধের আভরণগুলি পরিলেন। রণভেরী ঊর্দ্ধমুখে বাজিতে লাগিল, মধুসূদন, পাণ্ডবগণের সহিত সমর করিতে মর্ত্ত্যনিবাসী কুরুবন্ধুগণ ব্যতীত একবারে ত্রিলোকবরণ করিয়া দূতপ্রেরণ করিলেন—উপাস্যদেবের উপা-সনায় মন প্রাণ একত্রেই অগ্রসর হইল—গোবিন্দের অনুরোধে পদ্মাসন, ত্রিলোচন, সহস্র লোচন, বরুণ, শমন ও ষড়ানন প্রভৃতি দেবগণ; অষ্টাদশকুল ভূক্ত অপ্সর-কিন্নর; নন্দী-ভৃঙ্গি-বীরভদ্রাদি প্রমথ গণ; নদ, নদী, বারিনিধি, পর্ব্বত প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী উপদেবগণ; স্বদল সহ কপীশ্বর হনুমান, লঙ্কানাথ বিভীষণ, খগেশ্বর গরুড়, ভুজগরাজ বাসুকি, এবং কৌরবস্বজন ব্যতীত অনেক মর্ত্ত্য ভূপতিগণও সসৈন্যে দ্বারবতী নগরীতে উপনীত হইলেন।—পুণ্যভূমি যাদব-নিকেতন ত্রৈলোক্য জননী রূপ ধারণ করিলেন—বীরত্বআস্ফালন পৃথিবীভেদ করিয়া রসাতলে গিয়া আঘাত করিল, মধ্যে মধ্যে সমর সন্দেহ আবার (প্রিয়তম পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ না হওয়া অনুভাবন) উৎসাহ ভঙ্গ করিতে লাগিল—ঐশী চাতুরী ত্রিলোকীসংশয়কে শতক্রোশদূরে লইয়া ফেলিল—মধুসূদন, পাণ্ডুবংশ বিনাশে দৃঢ়পণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় বলরাম, কামদেব অনিরুদ্ধ ও সাত্যকী প্রভৃতি বহু সংখ্যক যদুবংশীয় বীরগণ সমর যাত্রা করিলেন। তিনিও বিশ্বসম্প্রদায় সহিত অগ্রসারীদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। এই সময় শক্তিরূপা রুক্মিণী রণযাত্রীচক্রপাণীকে পশ্চাৎসম্বোধনকরিয়া তাঁহার আন্তরিক পরাজয়াশার মূলবর্দ্ধন করিলেন। চক্রপাণি পশ্চাতিকবাধা (পিছু ডাকা) জনিত কামজননীর প্রতি "অবলা" দোষারোপ করিয়া কমলিনীর বদন কমলে অভি-মানের কালিমারেখা আঁকিলেন—বিশ্বপতির চিরব্রত মানভঞ্জনের আজ

পুনঃ সংস্করণ—তিনি বহু যত্নে প্রণয়িনীর মানভঞ্জন করিয়া বন্ধুবিপ্লবের সাধারণকারণ তাঁহাকে অবগত করাইলেন—সরলার সরলহৃদয় অভিমান-সাগর হইতে উঠিয়া আবার বিস্ময়রসে ডুবিল—তিনি সকরুণে পাণ্ডব সাপক্ষে সহস্র অনুরোধ জানাইলেন—এতদিনেরপর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্কল্পনা ভীষ্মকদুহিতার নিকট প্রকাশ—তত্ত্বাতীত, পাণ্ডবদ্রোহীতার নিগূঢ়ত্ব তত্ত্বময়ীপ্রেয়সীকে বিদিত করত ত্রৈলোক্যবাহিনী সমভিব্যাহারে অষ্টাহেরপথ চারিদণ্ডে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত প্রায় হইলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মাযুধিষ্ঠির চরমুখে শ্রীকৃষ্ণের সসৈন্য আগমন শ্রবণ করিয়া চিন্তার উর্দ্ধতমসোপানে আরোহণ করত ভ্রাতাগণের অভিমত লইতে কুলপ্রদীপ নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই নকুল! আমারা কূলশূন্য বিপদসাগরে নিপতিত হইলাম। কৃষ্ণসখা, ত্রৈলোক্য সহায় করিয়া যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। তখন মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থ অবশ্যই প্রেতপুরীতে পরিণত হইবে। অতএব বৎস! এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় কি?

নকুল কহিলেন, আর্য্য! স্বকুলের কুশলবর্দ্ধনকরাই ইহজগতের প্রাকৃতিক কার্য্য; তজ্জন্ত আমরাও উভলোকের কল্পতরু কৃষ্ণপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াথাকি। কিন্তু দেব! সেই দেবারাধ্য কৃষ্ণই যদি পাণ্ডবকুলের আশা ভরসাভীমবিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন, তবে আমরা কি পাপময়ী ভীরুতার পদলেহন করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়পাণ্ডবের হত্যাকাণ্ড প্রদর্শন করিব? রাজন্! তাহা কখনই হইবার নয়। বরং জীবন যায়যাইবে, পাণ্ডুবংশ নির্ব্বংশ হয়হইবে, ইন্দ্রপ্রস্থ হিংস্র পশুর বিচরণ ক্ষেত্র হয় হইবে, তত্রাচ আমরা-ভ্রাতৃপক্ষসমর্থনজন্য পুণ্ডরীকাক্ষ সমরে কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না।

মহাবীর নকুল এই কথা বলিলে অপর ভ্রাতৃগণ তাহাতে অনুমোদন করায় যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভাই! তোমরা একবারেই ক্রোধান্ধ হইলে? পুরুষোত্তমের নিকট পুরুষত্বদেখাইয়া কিরূপে অক্ষয়যশঃ প্রাপ্ত হইবে? হায়! পাণ্ডবনামের উজ্জ্বললেখাগুলি এতদিনেরপর ভারতহইতে ধৌত হইল! এতদিনেরপর আমরা উন্নতির স্বর্গধামহইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম। সহদেব!

ভাল, তুমি একবার রাশিচক্র গণনাকর ; দেখি,—কোন গ্রহ আমার প্রতি নিগ্রহ করিয়া বিষাদের বিষময় ফল প্রদান করিতেছেন ?

জ্যোতির্বেত্তাসহদেব রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভূত, ভবিষ্যতের দর্পণ স্বরূপ জ্যোতিষাঙ্ক পরিচালনা করিয়া বলিলেন, আর্য্য ! কোনগ্রহই আপনার রাশিচক্রের গোচর বিরোধী নাই ! নবগ্রহ সকলেই সুপ্রসন্ন, বিশেষতঃ বর্ষচক্রের স্বর্গরেখায় আপনার জন্ম নক্ষত্র পড়িয়াছে। ভাবস্ফুটাদি সূক্ষ্মতম জ্যোতিষপদ্ধতিতেও আপনার শুভময় কাল দর্শন করিতেছি। এখন তবে একবার ভবিষ্য গণনা করিয়া দেখি।

তিনি এই বলিয়া ভবিষ্যবিজ্ঞাপক জ্যোতিষাঙ্ক পূর্ণকরত জগদ্বন্ধুর অকৃত্রিমবন্ধুত্ব জানিয়া ঈষৎহাস্য করিলে যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভাই ! এমন ঘোরবিপদে. তোমারমুখে হর্ষলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে কেন ? দীননাথ কি অনাথ পাণ্ডবের সাপক্ষে কোন সুমন্ত্রণা সংযোগ করিয়াছেন।

সহদেব কহিলেন, দেব ! জগদ্বন্ধু চির দিনই পাণ্ডব বন্ধু, ভগবান্ এই-মহাসমর উপলক্ষে কেবল আমাদের মান বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছেন। ভক্তাধীন এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আপনি হীনতা স্বীকার করিবেন। আর্য্য বৃকোদরের বুদ্ধি বলে আমাদেরকুলগৌরব চিরদিনের জন্য অমরত্ব লাভ করিয়া রহিবে। রাজন্ ! আমরা বীরেন্দ্রকে নিন্দা করিয়া বড়ই অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি।

রাজকুলেন্দ্রযুধিষ্ঠির ভ্রাতৃমুখে এই নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের অগাধ সলিলে মগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয়গত চিন্তার তীক্ষ্ণতম শূল অন্তর্জ্জগৎ হইতে উঠিয়া গেল। ধীমান, নকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই! তোমার এই গূঢ় রহস্য বিশ্বের কর্ণ গোচর করিও না। এক্ষণে সৈন্য সমাবেশ কর এবং হস্তিনাপতি ভাইদুর্য্যোধনকে সসৈন্যে বরণকরিয়া আইস। দুর্য্যোধন আমার চির শত্রু হইলেও জ্ঞাতি ; সমাজ নিয়ন্তা অন্যতর সম্বন্ধ হইতে রক্তসংস্রবীজ্ঞাতিত্বকে আত্মীয়তার উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন। প্রবল শত্রু জ্ঞাতিরা কখনই পরবলপ্রত্যাশা হয়েন নাই, কণ্টকতরু ঝড়ের তাড়নায় আপনাপনি ক্ষত বিক্ষত হয় বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে কাঠুরিয়ার কঠোর কুঠা-

রাঘাত অনায়াসে সহ্য হইতে পারে না, বিশেষতঃ দুর্য্যোধন রাজনীতিজ্ঞ; মুক্তকণ্ঠে অবশ্যই আমাদের পক্ষসমর্থন স্বীকার করিবে।

তিনি এই বলিয়া নকুলকে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের নিকট প্রেরণ করিলে অশ্বিনীকুমারতনয়, দুর্য্যোধনের নিকট যাদববিদ্রোহ বিবরিত করিলেন—হৃদয় চমকিয়া উঠিল—অন্ধনন্দন, ভীষ্ম দ্রোণাদি সভ্যগণকে আনয়ন করত মন্ত্রভবনে পাণ্ডবানুকুলতার যুক্তিস্থির করিতে লাগিলেন—সকলের হৃদয়-স্রোত একদিকেই বহিতে লাগিল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাশন ও শকুনি প্রভৃতি সভ্যগণ কৃষ্ণবিচ্ছেদ অশ্রেয়স্কর বলিয়া পাণ্ডব গণের পক্ষসমর্থনে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞবিদুর জ্ঞাতিত্ব পালনের পবিত্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিরুদ্ধভাব উঠাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাধ্যক্ষ ভার গ্রহণ করত নকুলকে বিদায় করিয়া শিশুপাল; ভগদত্ত, দন্তবক্র, জরাসন্ধ প্রভৃতি মিত্ররাজগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণাদি আত্মীয় স্বজন সহিত স্বয়ং যুদ্ধসজ্জা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। পাণ্ডব গণের মিত্ররাজ্য হইতে আরও অনেক সৈন্য সমাবেশ হইল। মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট উপনীত হইলেন; রক্ষঃরাজ ঘটোৎকচ প্রভৃতি অসংখ্য বীরগণও পাণ্ডবের সহিত মিলিত হইলেন—জগৎ কাঁপিতে লাগিল—ভগবান্ কৃষ্ণ ত্রৈলোক্য সৈন্য সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনাতীরে উপনীত হইয়া পাঞ্চজন্যের ভীম নিঃস্বনে রণরঙ্গ তুলিলেন।—শক্র-অসি নাচিয়া উঠিল—পাণ্ডবগণ সসৈন্যে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিমন্ত্রিত বীরগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্র যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। এইকালে পুত্রগণের অমঙ্গল চিন্তা কুন্তী দেবীর সরলান্তরে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবী সংগোপনে কৃষ্ণ দর্শন করিতে তাঁহার দাসী প্রেরণ করিলেন। দাসী, কৃষ্ণনিকটে গমন পূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ জানাইলে পুরুষপ্রবর শ্রীহরি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীর নিকটে গমনপূর্ব্বকপ্রণাম করত কহিলেন, পিতৃস্বসে! দাসকে কিজন্য আহ্বান করিলেন?

কুন্তী বাৎসল্য সম্ভাষে তাঁহার শিরোঘ্রাণ গ্রহণ করত কহিতে লাগিলেন, হাঁরে কমললোচন! তোর সরল হৃদয় কি এতই কঠিন? চির দুঃখী ভ্রাতাগণের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আসিয়াছিস্? তুই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়া সামান্য তুরঙ্গিনী-লোভ সংবরণ করিতে পারিলি না? শ্রীপতি! তোর

ভক্তাধীন প্রকৃতির এই বিকৃতি দর্শন করিয়া ভবতরঙ্গে আর যে কেহই ভব ভয় ভঞ্জন নামের জয়ধ্বনি দিবে না। তোর পতিতপাবন নামের অনন্তমহিমা অভাগিনীর চক্ষেরজলে মগ্নহইবে। বাসুদেব! পাণ্ডবের আশা-তরু-সেবার কি এই ফল? তুই চতুঃবর্গ ফলদাতা হইয়া বিষময়ফল লইয়া উপস্থিত হইলি! পাপিনীর পাপ জীবন কি তোর নিষ্ঠুরতা শেল সহ্য করিতেই জীবিত ছিল? হাঁরে! আমার ইহজগতের সুখ-সূর্য্য কি তোর বিশ্বম্ভর দেহেই লীন হইল? তোর হরিনামের অপারমাহাত্ম্য নিতান্তই কি অভাগীর বিরুদ্ধপক্ষসমর্থণ করিবে? সুদর্শনধারি! তোর সুদর্শনাস্ত্র একান্তই যদি পাণ্ডবশোণিত পিপাসু হইয়া থাকে, তবে আয়, অগ্রে আমার বিনাশসাধন কর্, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় করিস্।

শোকাভিভূতা কুন্তী কৃষ্ণের প্রতি এইরূপ অনুযোগ করিলে নারায়ণ সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, পিতৃস্বসে! দাসের প্রতি অভিমান পরিত্যাগ করুন্, প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবগণের মানবৃদ্ধির জন্যই আমি ত্রৈলোক্য-সমরের উপক্রম করিয়াছি, নতুবা তুচ্ছবস্তুতুরঙ্গিণী-প্রলোভ কি আমায় উন্মত্ত-করিতে পারে? ভারতরাজ্যেশ্বরি! আমি মানের ভিখারী নহি, স্বার্থের দাস নহি, একমাত্র ভক্তমনরঞ্জনেই প্রচুর মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকি; ভক্তজনকে ব্রহ্মপদার্পণ করিয়াও আমার মনের শান্তি লাভ হয় না। আমি সর্ব্বত্যাগী, অথচ সর্ব্বব্যাপী, বিশেষতঃ ভক্তজনের হৃদয়পুণ্যক্ষেত্রে অনন্তকাল বিরাজমান হই। "আমার আপনার আপনার নয়; ভক্তই আমারআপনার" এইজন্যই শাস্ত্মামতাবলম্বীরা আমাকে নির্ব্বিকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আর্য্যে! চিন্তা পরিহার করুন্, আপনার পুত্রগণ অচিরে ত্রৈত্র-আভরণ পরিধান করিয়া ত্রিলোক আলোকিত করিবেন।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে কুন্তীকে প্রবোধ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হও-য়ত রণসূচক পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি প্রধান-রথীগণ ভবিষ্যৎ দোষ প্রক্ষালন জন্য বিদুরকে সন্ধিদূত করিয়া পাঠাইলেন—বীর-কল্পনা তাহাতেও বলবতী হইল না—গোবিন্দ, অশ্বিনীপ্রাপ্ত ব্যতীত সন্ধি স্বীকার না করিলে কুরুগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—

উভয়পক্ষায় রণবাদ্য ও রথীগণের ভৈরবনিনাদ সৌরজগতের শান্তি ভঙ্গ করিতে লাগিল—চক্রধর-দ্রোণ, গঙ্গাধর-গাঙ্গেয়, হলধর-ভীম, প্রজাপতি-যুধিষ্ঠির, পুরন্দর-দুর্য্যোধন, শক্তিধর-অর্জ্জুন, দণ্ডধর-অশ্বত্থামা, অশ্বিনীকুমার-নকুল-সহদেব, শশধর-সুব্রত, দিবাকর-সুধন্বা, কামদেব-কর্ণ, অরুণ-শল্য বরুণ-শাল্য, গ্রহগণ-কৃপ, বিভীষণ-ঘটোৎকচ, দ্রুপদ-অনন্ত, অনিরুদ্ধ-জরাসন্ধ এবং বিরাট বেশী দৈত্যগণ ও বিরাটরাজ পরস্পরা ঘোররণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর হনুমান, কৃষ্ণ-পাণ্ডবে সম সম্বন্ধ নিবন্ধন অপক্ষপাতীতায় ত্রৈলোক্য-রণের ভৈরব ছবি দর্শন করিতে লাগিলেন। রঙ্গভূমিতে রক্তময়নেতৃ পরস্পরায় সাংঘাতিক অভিনয় করিতে লাগিল, প্রমথনাথের প্রমথগণ ভৌতিকপরাক্রম প্রকাশ করিয়া অপূর্ব্ব প্রহসন দিতে আরম্ভ করিল।

যাদব ও পাণ্ডবরথা সম্প্রদায় এইরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিলে রণরঙ্গ ক্রমেই বাড়িল, ভগবান্ বলরামের সহিত ভীমসেনের সমর গর্জ্জন ভৈরব যন্ত্র বাজাইয়া উঠিল। বীরদ্বয় সিংহনাদ, বাহুস্ফোট ও গদায় গদা প্রহরণে কালরণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—দেখিয়া শুনিয়া বাগদেবীরও অন্তরাবেগ জন্মিল—অনন্ত শক্তি বলদেব ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৌরবাধম! তোর কি অসীমসাহস! তুই শক্তিহীন মানব হইয়া সর্ব্বশক্তিমান মাধবের বিপক্ষে বৈরতাপাশে বদ্ধ হইলি? যদুবংশীয় প্রবলপরাক্রম তোর কি কিছুমাত্র-স্মরণ নাই? আমার হলপ্রবাহের অক্ষয়নিশান তোদের হস্তিনা প্রদেশে বিদ্যমান আছে, তবু সেই ভয়ঙ্কর বীরঘোষণা কি তোর স্বাভাবিক ভ্রমভঞ্জন করিয়া দেয় নাই? দণ্ডীরাজের অনুকূল শাসনদণ্ডে তুই ইচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ডিত হইলি? পামর! এবার জীবনী আশা পরিত্যাগ কর্, মুষলীর বিজয় মুষলের তীক্ষ্ণতম মূল তোকে কালেরগর্ভে প্রোথিত করিবে। তোর পিশাচকণ্ঠের আর্ত্তনাদ আজ আমি কর্ণভরিয়া শ্রবণ করিব।

বলদেবের এই বল দর্পিত কথা শুনিয়া মারুতি ঘৃতাহুতির তৃণের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, রাম! বিধি একান্তই তোমার প্রতি বাম হইয়াছেন। তুমি প্রাকৃত দেহে কখনই ঐশীগর্ব্বের সমতা সাধন করিতে পারিবে না। ভীমসেনের ভীম প্রহারে অবশ্যই তোমাকে কালের বিরাটআসন গ্রহণ করিতে

হইবে। দণ্ডীরাজের অনুকূল রণক্ষেত্রে যখন দণ্ডায়মান হইয়াছি, তখন দণ্ড-পাণিজীবন সঙ্কল্প করিলেও তাঁহার অমোঘাস্ত্র কালদণ্ড অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। বীর! যেনদী সাগরউদ্দেশে বাহির হয়, ভঙ্গপ্রবণ বালুকাসেতু কি তাহার গতি রোধ করিতে পারে? বৃকোদর যখন অবন্তীদণ্ডধরের স্বস্তিবাচন করিয়া আশা-রক্ষা বন্ধন করিয়াছে, তখন অবনীতলে কার সাধ্য যে সেই মহামন্ত্রের বিঘ্নসাধন করে? বীরবর! এখন দেখ, এই বিশ্ব বিমর্দ্দিনী গদাঘাতে রাম-রক্ত সঞ্চয়করিয়া রণযজ্ঞের মঙ্গল সাধন করি।

ভীম এই বলিয়া রামবিরুদ্ধে গদা উত্তোলন করিলে রেবতীপতি তাঁহার প্রতিরোধরূপে দণ্ডায়মান হইলেন, বীরপরম্পরা গদা চালন পূর্ব্বক পরস্পরের রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—চতুর্দ্দিকেই মহামারি শব্দ হইতে লাগিল—মহাবলদ্রোণের সহিত বাসুদেবও শস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আচার্য্য! মহাযোধ যদুবংশীয়ের সহিতরণ সমর-দুর্ব্বল কুরু-শিক্ষকের কার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমার অগ্রে অস্ত্রচালন, তোমার নিতান্তই মতি-ভ্রম। দ্রোণ! প্রলয়কালে আমিই একমাত্র প্রলয়-অভিনেতা হই; আমার অব্যয়তেজই বিশ্বসম্প্রদায় চিরসহায়তা করিয়াথাকে; ব্রহ্ম অস্ত্র, পাশুপত ও শক্তি প্রভৃতি মহাস্ত্রসকল আমিই সৃজন করি। আমার চক্রে জগতচক্র ঘূর্ণায়মান হয়। বীরেন্দ্র! তুমি জ্ঞানান্ধ হইয়া বৃদ্ধ দেহে বীর আভরণ পরিধান করিয়াছ, মুহূর্ত্তমধ্যে যে মহানিদ্রার জলদাঙ্কে শায়িত হইবে, তাহা কি ভুলিয়াও ভাবনা কর না? আমি পুতনারি, আমিই গোবর্দ্ধনধারী, আমি কংসধ্বংস পূর্ব্বক কংসারি হইয়া বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। বৃদ্ধ! তুমি কোন্‌বুদ্ধে আমারবিরুদ্ধে অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া আসিয়াছ? এবং কোন্ সাহসেই বা জ্রবন্ধন করিয়া নবপ্রহসন প্রদর্শন করিতেছ?

কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া দ্রোণ ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! ঐশী-অভিমান পরিত্যাগ কর, তুমি ত্রিদশেশ্বর হইলে কি এখন ত্রিদশ সহায়ে প্রাকৃত সমরে প্রবর্ত্ত হও? মধুসূদন! জন্মান্তরীন্ মধুপানের স্বাদ অদ্যকার নব উদ্গিরণে প্রতিপন্ন হইবে না, নারায়ণ! তুমি বৈকুণ্ঠেই নারায়ণ, দ্বারকা-ভুবনে বসুদেবনন্দন ভিন্ন তোমাকে অনাদিনিরঞ্জন বলিয়া কে স্বীকার

করিবে? তোমার বীরত্ব বীণা রণরঙ্গ ভূমে কে সপ্তসুরে বাজাইবে? শ্রীপতি! বিশেষতঃ তুমি বীর প্রসূতী সুত নও; নন্দঘোষের পুত্র বলিয়া সৌরজগৎ তোমাকে গোপ অপবাদ প্রদান করিয়াথাকে। নন্দনন্দন! তুমি চিরকাল নন্দের বাধাই বহন করিয়াছ, তোমাকে বীর-রত্ন অস্ত্রবিদ্যা কে কবে শিক্ষা করাইল? তুমি চিরব্রত গোচারণ ছাড়িয়া আর্য্যব্রত অবলম্বন করিলে কেন? যাহাহউক, হরি! আজ তোমার অনধিকার চর্চ্চার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া বিপদভঞ্জন হৃদয়কেন্দ্রে মহাবিপদ উদ্ভাবন করিয়া তুলিব।

দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শার্ঙ্গধনুতে গুণযোজনা পূর্ব্বক বিচিত্র বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলে মহাবীরদ্রোণ তাহার প্রতিসংহার করিলেন; বীরদ্বয়ের রণসৌকর্য্য দর্শকগণের অননুভাবনীয় হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সমর হইতে থাকায় কৃষ্ণ-সৈন্যগণের প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবদল ভঙ্গপ্রায় হইল। নারায়ণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি শোচনীয় ব্যাপার! আমি অমৃতলোভে সমুদ্রমন্থন করিয়া গরলরাশি উপার্জ্জন করিলাম! পাণ্ডবগণের বিজয়কারিতা দুর্ল্লভপ্রায় হইয়া উঠিল! বিধি, ভব, শমন পর্য্যন্ত যখন সমনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন কাহার সাধ্য ইঁহাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? যাহা হউক, আর সময়েরস্রোত অতিক্রমকরা উচিত নয়। এখন স্বদলের বল হরণ করিয়া পাণ্ডবকুলের যশোবর্দ্ধন করি।

ভগবান্ বাসুদেব এই ভাবিয়া স্বদলের বলহ্রাস করিলে পাণ্ডবগণের মলিনমুখ পুনরুজ্জল হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রলয় পয়োধির ন্যায় অরিকুলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবাসুরও চরাচরহৃদয়ে পরাজয়কলঙ্কের পূর্ব্বছায়া পড়িল। যাদবীসেনাগণ নিরানন্দের অনুকূল তরঙ্গে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন—সুরপ্রকৃতির বিকৃতিভাব হইল—ব্রহ্মা, শিব ও বাসবাদি দেবগণ মনে মনে কহিতে লাগিলেন—কি দুঃখের কথা! সুরশক্তি, সুরগর্ব্ব আজ পাণ্ডবহস্তে খর্ব্ব হইল! দেবকুল প্রাণপণে সমর করিয়াও উহাদের তেজোলাঘব করিতে পারিল না! বরং দৈবশক্তি অবশ এবং দেববিভাগে অযশের বিষময় জলপ্রপাত হইতে লাগিল! হায়! জগদ্বন্ধুর সাহায্যে আসিয়া

জগৎটা হাসাইলাম! যাহাহউক, একবার মূল অস্ত্র অবলম্বন করিয়া দেখি—পাণ্ডবগণ কোন্ দৈববলে আজ ত্রৈলোক্যজিৎ উপাধি লাভ করে।

দেবপরম্পরা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্ব স্ব আদি অস্ত্র সকল (ব্রহ্মা, দণ্ডকমণ্ডল; বাসব, বজ্র; যম, কালদণ্ড; বরুন, পাশ; কীর্ত্তিবাস, ত্রিশূল; নারায়ণ, চক্র) ধারণ করিলে ত্রৈলোক্যমণ্ডল কম্পমান হইতে লাগিল। মহর্ষি-নারদ সেই ভয়ঙ্করব্যাপার অবলোকন করিয়া নভোমণ্ডলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকলকে কহিতে লাগিলেন,—হে লোকপালগণ! আপনারা শক্তিভূত-আদিঅস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিবেন না। পাণ্ডবগণ চির অজেয়, ইঁহাদের পক্ষ-পাতীরথীগণও সাধারণী নিধনের অধীন নন্। প্রত্যুত দেখুন্—মহাবীরভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, বাসনাব্যতীত কাহার সাধ্য তাঁহার বধসাধন করিতে পারে? আপনারাক্ষান্ত হউন, উত্তরকাল না ভাবিয়া অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত করিবেন না।

দেবগণ এইরূপে নারদ-উক্তি শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। এদিকে বিশ্বরাজ্যেশ্বরী তারা চমকিত হইয়া উঠিলেন—অন্তর্যামিনীর হৃদয়-দর্পণে ত্রৈলোক্য সমরের প্রতিবিম্ব পাত হইল—শিবসীমন্তিনী শ্যামা পূর্ব্ব-কালের দৈত্যদলনী ভাবধারণ করত উগ্রচণ্ডা রূপে ডাকিনী, যোগিনী, পদ্মাবতী পরিচারিণী ও ব্রহ্মাণী-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তিগণ সহিত আকাশ মণ্ডলে আবির্ভূতা হইলেন—দাসী-অনুরোধ তাঁহাকে সহসা শান্তনা করিল—আদ্যাশক্তি-তারা, পদ্মা অনুরোধে কিয়ৎকাল শূন্যপথে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন—এবার উর্ব্বশীর স্বর্গভোগ সৌভাগ্য উপস্থিত—মায়াতুরঙ্গিণী মহাসমরের ভৈরবছবি দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল—এমন সমররঙ্গ ত কোনও যুগক্ষেত্রে হয় নাই! সুরাসুর ও ভূচর, খেচর প্রভৃতি বিশ্বদল ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে! এবং লোকপালগণের আদিঅস্ত্রচয় অনন্তআকাশপূর্ণ করিয়া শোভা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু অভাগিনীর শাপান্ত হইতেছে না কেন? অষ্টবজ্র কি এখনও উপস্থিত হয় নাই? মর্ত্ত্যযন্ত্রণা আমাকে আরও সম্ভোগ করিতে হইবে? কল্পান্তেও কি অভাগ্যবতীর শাপান্তকাল আসিবে না? নাআসার লক্ষণই বটে, ভবকর্ত্রীর অসিসম্মিলন ভিন্ন ত অষ্টবজ্র মিলন হইবে না। হায়!

দুর্ভাগ্যবতীর প্রতি জনয়িত্রী কি নিতান্তই প্রতিকূল হইলেন! হা মাতঃ ভগবতি! হা দেবিব্রহ্মময়ি সতি! তুমি দাসীর প্রতি কি কৃপাদৃষ্টি করিবে না? মন্দ ভাগিনী স্বর্গপরিচারিণী হইয়া কি চিরদিন মর্ত্ত্যনরক ভোগ করিবে? তারা! ভবদারা! ভবভয় নাশিকে! দাসীকে ভবকারাবাস হইতে পরিমুক্ত কর। অয়িজননি বিশ্বকর্ত্রি! অয়িজগদ্ধাত্রি! অয়ি পরাপ্রকৃতি দেবি! তোমার অভয়চরণে আমি প্রণাম করি। তুমি পার্ব্বতী তুমিই সাবিত্রী, তুমিই অরুন্ধতীরূপে সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। তুমিই অযপা-সাধনে আরাধ্যনীয়া হইয়া জগজ্জীবের ভবভয়ভঞ্জন কর, সাধকগণ কুণ্ডলিনী সদয় করিতে তোমারই আরাধনা করেন। তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিয়ন্ত্রিণী হইয়া বিশ্বলীলা প্রদর্শন করিয়া থাক, তুমি তন্ত্র প্রসবিনী, তুমি বীজমন্ত্র রূপিনী, তুমিই নিত্যানন্দ রূপা হইয়া মূলাধার বাসিনীহও; সাধকগণের স্বাধিষ্ঠানাদি ষটচক্রে তোমার চৈতন্যময়ী চন্দ্রিকা অক্ষয় আলোক দান করিয়া থাকে। পরমহংসগণ হংসমন্ত্রে সোহং হইয়া তোমারই সম্মীলন লাভ করেন। ভীমে! ভৈরবি! ছিন্নমস্তে! পদ্মহস্তে দাসীকে কালের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর। হে ক্ষেমঙ্করি। হে পরমেশ্বরি। হে মহেশ্বরবিলাসিনি দুর্গে। পাপময় দুঃখ তরঙ্গে তুমিই একমাত্র আধাররূপিণী, তজ্জন্যই নারদাদি মুণিগণ তোমাকে কুলকুণ্ডলিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মাতঃ! তুমিই পরা, তুমিই অপরা তুমিই পরাৎপরা শক্তিরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চের সমষ্টি, তুমিই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাদি সন্নাড়ীচক্রে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাক। ত্রিতাপহারিণি! রক্তবীজ নাশিনি! নিত্যসনাতনি অম্বিকে। তুমিই কারণসলিলে বৈষ্ণবীরূপে অব্যয়-বিশ্ববীজ প্রদায়িনী হও, এই প্রকাণ্ডবিশ্ব তোমার অব্যক্ত পরমাণু হইতেই স্থূল হইতে স্থূলরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

স্বর্গসহচরী উর্ব্বশী এইরূপে ভগবতী স্তব করিতে লাগিলে শিবমোহিনী-শিবা একান্ত ব্যথিতা হইয়া আকাশাসনে ভরকরত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! ভয় কি? এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, অবিলম্বে অসিনিষ্কাসন-করিয়া তোমার চির দুঃখের শীরশ্ছেদ করিব। ভগবতী এই বলিয়া পদ্মাবতীর মুক্তিগ্রহণ করত সদলে সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। রণমত্তা রণপ্রিয়া রণস্থলে

অবতীর্ণ হইলে ত্রৈলক্য-ভয় বিদূরিত হইল, তারা নামের গভীর জয়ধ্বনিতে জগৎ, প্রেমভরে দুলিতে লাগিল, অচিন্ত্যময়ী, সুরগণের জয়চিন্তা পদানত করিয়া সমর সাহসকে আবার শান্তি নিকেতনে ফিরাইয়া আনিলেন।

বরাভয় রূপিণী ভীমা এইরূপে আগমন করিলেই ডাকিনী যোগিনী আদি রণরঙ্গিণীগণ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে নৃত্য করিতে লাগিল—পাণ্ডবগণের এবার প্রায় মান ভঙ্গকাল উপস্থিত—তাঁহারা মনে মনে করিতে লাগিলেন—আমাদের আর নিষ্কৃতি নাই! রণমধ্যে রণচণ্ডী যখন আগমন করিয়াছেন, তখন পাণ্ডব-কুল একান্তই প্রলয় সমরার্ণবে মগ্ন হইল, যিনি সৃজনকালে বিশ্বের প্রসূতি হইয়া প্রকাণ্ড বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, যাঁহার উগ্রচণ্ডা প্রকৃতিতে রক্তবীজ শম্ভূ ও নিশম্ভূ আদি কালের অনন্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, যিনি প্রসূতিগর্ভে উদ্ভূত হইয়া সতীঅঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি হিমাচলে মেনকানন্দিনী হইয়া ধ্যানমগ্ন শ্মশানবাসী ঈশাণকে পুনঃ সংসারের যৌগিকশৃঙ্খলপ্রদান করিয়াছেন, যিনি রামচন্দ্রের অকালবোধনে প্রসন্না হইয়া লঙ্কেশ্বরের নিধন সম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই আজ মুক্তকেশী বেশে অবতীর্ণ। হায়! পাণ্ডবের বিশ্ব বিজেতা প্রসিদ্ধ নাম এত দিনেরপর ভারত বুঝি আজ গ্রাস করিল।

শৈলসুতার পদার্পণে উভয় দলে এই রূপ হর্ষ বিষাদ হইতে লাগিলে জয়-লক্ষ্মী পাণ্ডবদিগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিলেন। শিবময়ীশঙ্করী শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কান্ত! একি? মানব সমরে পরাজয় প্রায় হইয়াছেন কেন? আদ্যাশক্তির পতি হইয়া একবারে শক্তিহীন হইলেন!

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! শক্তি দাস কখন কি হীন শক্তি হয়, না বলশূন্য মানব মণ্ডলী ভবানীপতি ভবদেব কে কখন পরাভব করিতে পারে?

ভগবতী কহিলেন, ভগবন্! দাসীর নিকট আর বীরগর্ব্ব প্রদর্শন করেন কেন? অন্য অস্ত্রে ভগ্নোৎসাহ হইয়া যখন শূলধারণ করিয়াছেন, তখন স্বভাবই আপনার পরাভব কীর্ত্তি বিশ্বকর্ণে বলিয়া দিতেছে। নাথ! আপনার মৃত্যুঞ্জয় নামে সহস্রধিক্, মৃত্যু-অধীন নর সম্প্রদায়হইতে মৃত্যুঞ্জয়ী যশঃ একবারেই ডুবা-ইলেন! শূলপাণি! আপনি কেবল সিদ্ধিতেই নিপুণ, এবং শ্মশানে আসনগ্রহণ করিয়াই নিজগুণ ব্যক্ত করিতে পারেন। যাহাহউক, ত্রিপুরারীপরাজয় বিষম

লজ্জার কথা! আমি সেইলজ্জার মূলোৎপাটন করিতে দেবদ্বেষী পাণ্ডবগণকে স্বহস্তে বলি গ্রহণ করিব, এবং দেবতেজের প্রচণ্ড কিরণ জগতের অন্তর্জ্জগতে গিয়া উদিত করাইব। শিবমোহিনী শিবা এই বলিয়া ভদ্রকালীরূপ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বামহস্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গঅসি ও শ্রুতি মূলে শবশিশুদ্বয় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার ললাট ফলকে প্রলয়াগ্নি প্রচণ্ডবেগে উদ্গত; ত্রিনয়না; সিংহারূঢ়া, লোল রসনা ও নরমুণ্ডমালিনী হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে হুহুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ডাকিনী যোগিনীআদি রক্তপিশাচিনীগণ নরকপাল লইয়া অট্টহাসি হাসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। ব্রহ্মাণী নারায়ণী প্রভৃতি সপ্তসতিরাও সঅস্ত্রে ও স্ব স্ব বাহনে আবির্ভূত হইলেন।

এতদিনের পর নৈশকামিনীর কাল নিশা অবসান্ হওয়ায় দেবরামাউর্ব্বশী অর্দ্ধকামিনীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বর্গপ্রেমের অশ্রুভার লইয়া ঢলিয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয় সৌভাগ্য গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল। তিনি নর-নায়কের প্রণয় আকাশ হইতে মনকে অন্তর্জ্জগতে টানিয়া লইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এবার আমার আশা পরিত্যাগ করুন। মনের সাধ সকলই মনে রহিল, প্রেমশক্রবিধি প্রথম সংকল্পে বাদ সাধিলেন। কান্ত! আমার শাপান্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বিদায় দিন্; স্বর্গচারিণী অচিরে স্বর্গ সঙ্গিনী গণের সহিত সম্মিলন করুক্।

দেব নায়িকা উর্ব্বশী এই বলিতে বলিতে স্বদেহ প্রাপ্ত হইলে অবন্তী নরমণি উর্ব্বশীরমণীর সুধাময় কথা গুলিকে বজ্রময় বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমরসাল হৃদয়ে বিরহের সুদীর্ঘ শেল মূল প্রবেশ করিল। ধৈর্য্যবন্ধনী গুলি খসিয়া গেল। রাজা জ্বলন্তহৃদয়ে অশ্রুজল সেচন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! সেকি? তোমার শাপান্ত হইল, ভালই; গৃহে চল, এবং দণ্ডী রাজার হৃদয়-রাজ্যেশ্বরী হইয়া চির রাজকর গ্রহণ করিতে থাক। তদন্যথায় তোমার মুখ চন্দ্রমায় বিষক্ষরণ হইতেছে কেন? তুমি অবন্তী নাথকে অনাথ করিবে বলিয়াই কি এই সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলে? মনোরমে! আমি তোমার জন্যে জীবন সংকল্প করিলাম,

রাজকুলে পশু সাজ সাজিলাম, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলাম; তবু তোমার সুর-প্রকৃতিতে কিছু মাত্র দয়া হইল না! পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা সকল ভুলিলে! সকল প্রেমচিহ্ন মুছিয়া ফেলিলে! অবশেষে অবন্তীপতির সুখের সমাধি স্থাপন করিতে কোমলকর প্রসারণ করিয়া উঠিলে! প্রিয়ে! আমি তোমা বিনে আর কিরূপ ধ্যান করিব? আর কাহার নাম যপ করিব? আর কাহাকে আসিতে দেখিলে আমার উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইবে? আর কাহার অধরে মধুর হাসি খেলিতে দেখিলে বুকের ভিতর জ্যোৎস্না ফুটিবে? প্রেম বসন্ত উদয় হইবে, আর কাহার কণ্ঠ রব নীরবে শুনিয়া জগতের সুখ আমার চক্ষের উপর খেলিবে? আর কাহার অভিমানের শব্দটী অভিমানের মাত্রাটী পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয় ভিতরে প্রবেশ করিবে? অতএব সরলে! দাসের প্রতি প্রসন্ন হও; আমার শূন্যময় মন, আমার মরুময় হৃদয়, আমার আকাশ-ময় আশা, আমার জগৎময় চিন্তাকে প্রকৃতিস্থ কর; প্রেমভিক্ষা পরিপূর্ণ হাস্যময় দৃষ্টিতে আবার ফিরিয়া দেখ। বিধাতা সকলের শরীরে হাসি-কান্না, দয়া-নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ-শান্তি আর বিরস-বিলাসাদি সকল উপাদান দিয়াছেন, কিন্তু প্রিয়তমে! তোমার হৃদয় কি কেবল বিষাক্তকপট প্রেমবিন্দু দিয়াই গঠন হইয়াছিল! যাহাহউক, উর্ব্বশি! চল, স্বর্গসুখ বিস্মরণ হও, ইন্দ্রপ্রস্থ-প্রবাসী দণ্ডীকে আর শমনভবনের সন্ন্যাসীকরিয়া চিরকলঙ্ক গ্রহণ করিও না।

মহারাজ দণ্ডী এইরূপ বলিতে বলিতে ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে উর্ব্বশীর কুরঙ্গনয়নে মায়াঅশ্রু ঝরিল, দেবরামা সদ্গুণধাম দণ্ডীকে উত্থিত করিয়া মধু-স্বরে বলিলেন, রাজন্! অভিমান পরিত্যাগ কর, শোকে বীত-রাগ হও, পাপময়-পরদার-রত হওয়া কি ধর্ম্মভীরু লোকের কর্ত্তব্য? নরনাথ! পর-প্রণয় জলবিম্বেরন্যায়; পরকীয়-রসিক নায়কনায়িকারা প্রায় শঠতা মন্ত্রেই দীক্ষিত, তাহাদের মুখে মধু, এবং অন্তরে গরলরাশী পরিপূর্ণ থাকে, প্রত্যুত দেখুন, আপনার প্রতি আমার আর প্রেমঅনুরাগ নাই, স্বর্গীয়প্রেম পুনর্জ্জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বকর্ত্তাবিধি কঠিনমৃত্তিকা দিয়া আমাদের হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উর্ব্বশী এইবলিয়াঅন্তর্হিত হইলে মহারাজ দণ্ডী একেবারেই অধীর-

হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন—এবার নিগূঢ় রহস্য ভেদ—উর্ব্বসীর দিবাতুরঙ্গী শাপ সুপ্রকাশ হইলে সকলে সমরাঙ্গনে শিথিল প্রযত্ন হইলেন। অন্তর্যামী বাসুদেব উর্ব্বসীর শাপান্ত বিদিত হইয়া রণনিবৃত্তিকর শঙ্খনাদ করিলেন—স্বভাবের মুখ হইতে পাণ্ডবজয় প্রকাশ হইতে লাগিল—ধীমান্ যুধিষ্ঠির ভগবানের অচলঅনুগ্রহে যারপরনাই অনুগৃহিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম ও অন্যান্য কুরুবীরগণকে যথা যোগ্য সম্মান করিলেন—সুখসিন্ধুর সহস্রউচ্ছ্বাস উঠিল—মহারাজযুধিষ্ঠির ভক্তিভাবে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, দীন নাথ! আশ্রিত পাণ্ডবের প্রতি সুপ্রসন্ন হও, আমরা বেদপদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া তোমার সহিত মহা বৈরতাচরণ করিয়াছি; "যথা-ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ" এই বেদ বাক্যের সাপক্ষতায় শ্রীঅঙ্গে শরনিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইনাই। দয়াময়! প্রত্যুত বেদবাক্য-সার্থকতা জন্য নিজেই পরাজয় স্বীকার করিলেন, অকৃতী পাণ্ডবগণ কেবল নিমিত্তের ভাগী হইল। যাহা হউক, দামোদর! প্রাণাধিক বৃকোদর হইতে আমাদের এই বীর-ধর্ম্ম রক্ষা হওয়ায় সৌর জগতের অনন্তবদন হইতে বিজয়যশঃ প্রাপ্ত হইলাম। কুমার প্রকৃতই সুবুদ্ধিমান্। এমন কি, ভীমতুল্য সহোদর জন্মজন্মান্তরের-ও বাঞ্ছনীয়।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে নারায়ণ কহিলেন, রাজন্! আপনারা প্রকৃত ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম ভয়ে পরম বন্ধুবিদ্রোহেও সঙ্কুচিত হইলেন না; সুতরাং ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি অলক্ষ্যে আপনার পক্ষপাতী হইয়া ত্রৈলোক্য মণ্ডলে ত্রৈলোক্য-জিতবীরতা স্বর্ণঅক্ষরে উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিল।

যদুবীর ও যুধিষ্ঠির পরস্পরা এরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমত সময় দণ্ডীরাজ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীর বিরহ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন—হায়! হায়! আমার সুধার পাত্রে কেগরল ঢালিয়া দিল, প্রেমনাচনীর কে তালভঙ্গ করিল? হৃদয়াকাশের ইন্দ্রধনু, আঁধারঅন্তরের সৌদামিনী, মায়াকাননের বিকচকুসুম কে হরণ করিয়া লইয়া পলাইল; দুঃখেরতরঙ্গে কে সাগরমন্থন

আরম্ভ করিল, কে শোকের উৎস তুলিল, কে আমার সুখ শয্যায় অনলকণা ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইল? আমার প্রেমতরঙ্গের নবীনতরী মায়া-জল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেল? হা উর্ব্বশি! এই করিলি! তোর মনে এই ছিল! হৃদয়মরুতে বিষাদ অনল জ্বালিয়া দিলি? জানিতাম—সর্পেই গরল আছে, অরণ্যে কালকূট আছে, কিন্তু রমণীর কোমলহৃদয়ে যে বিষঃপূর্ণ গরল সিন্ধু আছে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। ভ্রমেও দেখিতাম না। সরলমনে প্রেম-জগতের ভিখারী হইয়া সর্ব্বনাশ করিলাম। মন-প্রাণ সকলই প্রণয়িনীর পদতলে প্রদান করিয়া বিন্দুমাত্রও প্রতিদান পাইলাম না। কে জানে পাষাণ-খণ্ডে, বজ্রাঘাতের আগুনে, লবণ সমুদ্রের জলে, স্ত্রী জাতি-উৎপন্ন হইয়াছে? কে জানে শত শত ডাকিনী যোগিনী, সহস্র সহস্র ভুজঙ্গিনী, এবং, লক্ষ লক্ষ রক্ষোবধূ তাহাদের স্বভাবের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছে। কে বলে তাড়িতে আকর্ষণী আছে, কুহকে মোহিনী আছে? রমণীর বক্ষে, রমণীর চক্ষে, রমণীর কথায়, রমণীর নিতম্ব দোলায়, মোহিনী, আকর্ষণী জগৎ শুদ্ধকে সবলেটান দিতেছে। উহাদের মৃদু হাস্যতায়, উহাদের কপটচক্ষুচালনায়, হৃদয়যন্ত্রের এক একটী করিয়া তারছিঁড়িয়া যায়; স্মৃতির ভূত ভবিষ্যৎ মুছিয়া যায়, মন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া যায়। যেমন দীপশিখা প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে নিবাইতে পারে, নীহার বিন্দু প্রতি রশ্মিতে শুকাইতে পারে, লতাবলী প্রতি-পদ প্রহারে ছিঁড়িতে পারে, ইন্দ্রধনু প্রতিপলকে মিশাইতে পারে, জল বিম্বু কথায়কথায় জল হইয়া যাইতে পারে; তেমনি উহাদের প্রতিকুহকে এমন শতশত জগৎ উদয় অস্ত হইতে পারে। নতুবা মানস সরোবরে, স্নেহ-সলিলে, আদর পবনে, সোহাগের বাদামে, মাধুর্য্যের ধ্বজা লইয়া যে প্রেম তরণী নাচিয়া বেড়াইত; আজ আপনা হইতেই সে ডুবিয়া গেল, সে হারাইয়া গেল, মানস-সরোবরকে শুদ্ধ দক্ষিণা লইয়া গেল! যাহা হউক, এখন ইচ্ছা হয়—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, গগণের উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্জগৎ পর্য্যন্ত, বিরহ-সঙ্গীত ভরিয়া দিই, আর বলিতে চাই—যদি ধর্ম্মেমতি থাকে, যদি পুণ্যসঞ্চয়ে

অভিরুচি থাকে, যদি ইন্দ্রিয়দমনে অভিলাষ থাকে, যদি স্বর্গে যাইবার বাসনা থাকে, তবে কামিনীর মুখ দেখিও না, কামিনীর কপট আত্মীয়তায় ভুলিও না, যাহার জন্য আমি চিরকাল রাবণের চিতা বুকে বহন করিতে রহিলাম।

মহীপতি দণ্ডী এইরূপে আত্ম বিলাপ করিতে লাগিলে শাপ মুক্তা উর্ব্বশীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সুরবালা ভগবান্ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, দেব! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি মধুকৈটভারি, আপনি ত্রিতাপহারী, আপনি গোলক-বিহারী হইয়া নর লীলা-সাধনের জন্য দ্বারকা বিহার করিতেছেন। অনন্ত, আপনার অনন্ত লীলা অনন্ত-বদনেও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েননাই। আপনি করুণা নিদান, আপনি ভক্ত জন প্রাণ, আপনি পতিতপাবন গুণে পতিতজনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। প্রত্যুত অভাগিনীর প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া দাসীকে মর্ত্ত্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন; নতুবা এই ত্রৈলোক্য সমারোহ করিয়া ত্রৈলোক্যে কে আমার পক্ষ সমর্থন করিত? অতএব ভগবন্! কৃপাকণা বিতরণ করিয়া দাসী কে যেমন উদ্ধার করিলেন, তেমনি অবন্তীপতি দণ্ডীরাজকে অশ্বিনী-শত্রুতা হইতে অব্যাহতি দিন্। আপনি দীননাথ, দীনবন্ধু; অতএব বন্ধুহীন দণ্ডীরাজ-প্রতি প্রসন্ন হউন্।

কৃষ্ণ কহিলেন, বৎসে! তজ্জন্য তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর; আমি অবন্তী-পতিকে অচিরে মুক্তি প্রদান করিলাম।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী আনন্দময় স্বর্গধামে গমন করিতে লাগিলে মহাত্মা কাম মনে মনে কহিতে লাগিলেন—কি পরিতাপের কথা! শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, এবং আমি অদ্ভুত কর্ম্মা কামদেব থাকিতেও পাণ্ডবগণই বিজেতা যশঃ উপার্জ্জন করিল, দেব-তেজের কিছুই সত্ত্ব প্রকাশ হইল না! আমার বাণে ভগবান্ ভব পরাভব স্বীকার করেন, কিন্তু দৈব দোষে আমি আজ মানুষীরণে পরাভব হইলাম! উঃ! কি কলঙ্কের বিষয়! যাহা হউক, প্রদ্যুম্ন হৃদয়ে এ অভিমান সহ্য হইবে না; অন্যতর প্রকারে অবশ্যই ইহার প্রতিকার সাধন করিব। তবে আর বিলম্ব কেন? এইসময় জৃম্ভণশর নিক্ষেপ করি।

রতিমোহন এইভাবিয়া ফুলধনুকে গুণপ্রদান পূর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ ব্যতিত পুরুষ সম্প্রদায় অধীর হইয়া উঠিলেন—চতুর্দ্দিকেই নূতন রহস্য বাহির হইল—সকলেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—রণভূমি বিলাসনিকেতন হইয়া দাঁড়াইল—নারায়ণ, প্রদ্যুম্নের অসাধারণ শরনৈপুণ্যতা দেখিয়া প্রশংসা করত ফুলশরের প্রতি সংহার করিতে আদেশ করিলেন—পঞ্চশরের পঞ্চশর গভীর প্রকৃতির অচলতা ভঙ্গ-করিয়া নিবৃত্ত হইল—ভগবান্ মহাদেবও উর্ব্বশীর প্রেমরসাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন; তাহার যোগসিদ্ধ দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে কামশরের সুতীক্ষ্ণ ধার প্রবেশ করিল, ভগবান্ ঈশাণ উর্ব্বশীর লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন—সুরকুমারী যার পর নাই বিপদ গ্রস্থ—সম্পদ নাহইতে হইতেই আবার বিপদের প্রচণ্ড ছায়া পড়িল—দেবরামা ব্যাকুলিত হইয়া ঈশাণীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

নমঃ শিব সীমন্তিনী শক্তিপরা;
শবআসনা জনা ত্রিতাপ হরা!
রাখ অভয়ে! ভয়ে পদ-আশ্রমে;—
তংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।
ভয়হারিণি, তারিণি, হৈমবতি!
করুণাকর করুণাময়ি সতি!
শুভদে, বরদে, শুভঙ্করি ভীমে!
ত্বংহি জগদম্বিকে!—ত্রাহি ত্রাহিমে।
মহেশ্বরি. ঈশ্বরি, লোল রসনা!
ভদ্রকালি, করালি, দিক-বসনা!
শিবা, স্বয়ম্ভবা, নারায়ণি, উমে!
ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।
অন্নপূর্ণা!—পূর্ণানন্দময়ী সদা;—
ধনদা, মানদা, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা;
গীর্ব্বাণি, সর্ব্বাণি, সর্ব্ব গরিমে!

ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।
ছিন্নমস্তে! নমস্তে পদারবিন্দে;
হ'য়ে মোক্ষদা মোক্ষদাও আনন্দে।
নাহি অন্য স্মরণ্য, জন্য অন্তিমে;
ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।—
কর পার অপার ভব সঙ্কটে;
দয়াময়ি! দয়া বিতরি নিষ্কপটে।
তব তত্ত্ব অনন্ত, উক্ত আগমে;—
ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।
অমলে, বিমলে, চন্দ্রচূড় কান্তে!
তন্নামে পরিণামে দমি কৃতান্তে।
তারা, সারাৎসারা, ত্রিপুরারি-রমে!
ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।
হও প্রসন্না ধন্যা প্রসন্নময়ি!
কালে কালে যেন হই কালজয়ী।
শিব সাধিনি, শিব ভাবিনি শ্যামে!
ত্বংহি জগদম্বিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে।

সুরমোহিনী উর্ব্বশী এইরূপে শক্তিপরা ভগবতীর স্তব করিলে অভয়া, সভয়া কামিনীর প্রতি অভয় প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ মহাদেবকে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। বিভুনারায়ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া জৃম্ভণাস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন—লোকারণ্যে শান্তিফল ফলিল—উভয় দলের বীরগণ স্বজন সহিত নিজ নিজ ভবনে চলিলেন। পাঞ্চজন্যধারী পঞ্চপাণ্ডবকে লইয়া হাস্যমুখে কুন্তীর হস্তে অর্পণ করত দয়াময় নামের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—ভক্তাধীনতা ত্রৈলোক্য যুড়িয়া ব্যাপৃত হইল—পাণ্ডববন্ধু, পাণ্ডবগণের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতায় তথায় আর কিছুদিন থাকিয়া পরিশেষে দ্বারকা নিবাসে গমন করিলেন—পাণ্ডব জয়ে ভারত ভরিয়া গেল—মহারাজযুধিষ্ঠির দানবী সভায় উপবেশন পূর্ব্বক বিশাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি,

দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের আবির্ভাবে সভা অমূল্য ভূষণ পরিধান করিতে লাগিল। এমন সময় মহর্ষি নারদ কতিপয় তেজঃপুঞ্জ তাপসগণ সহিত পাণ্ডব-রাজধানীতে পদার্পণ করিলেন—সাধুকামী যুধিষ্ঠির মহৎ প্রিয়—তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ববিদ্ নারদের আগমন দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন—হৃদয়কেন্দ্রে ভক্তিরসের প্রখর স্রোত বহিল—ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতাগণের সহিত সমনে ঋষির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঋষিরাজ, ধর্ম্মরাজের সাধু-প্রিয়তা দেখিয়া তাঁহাকে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি আদির বিবিধ উপদেশ প্রদান করত দানবী সভার প্রভাপক্ষপাতী হইয়া লোকপাল সভা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—বাক্‌দেবী কোন্‌স্থানের কথা কোথায় লইয়া ফেলিলেন—সভাবর্ণনা করিতে করিতে রাজসূয় যজ্ঞ প্রস্তাব হইল। অতএব পাঠক! এক্ষণে সভাপর্ব্বাধ্যায় রাজসূয় যজ্ঞের মঙ্গলাচরণে "প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাপি ভূপালৈঃ স্বচক্রং পরিচাল্যতে" এই কথার সার্থকতা দেখিতে মগধ রাজধানীতে গমনে উদ্যত হউন্।

ইতি; বৃহৎ কূর্ম্ম পুরাণান্তর্গত দণ্ডী-উর্ব্বশী সংবাদ,

কুরুবংশে অষ্টবজ্রমিলন নাম ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

—:—

কুরুবংশ।

সপ্তদশ সর্গ।

মগধ রাজধানী—জরাসন্ধ বিজয়।

(রন্ধ্রভেদ)

"প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাপি ভূপালৈঃ স্বচক্রং পরিচাল্যতে"

রাজচক্র পরিচালনা করা প্রধান রাজনৈতিক ধর্ম্ম, রাজগণ প্রাণপণে পররন্ধ্রভেদ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না।—নরনাথ যুধিষ্ঠির, ত্রিদশনাথ-শ্রীহরির মন্ত্রনায় রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের মঙ্গলশ্রী নষ্ট (রন্ধ্রভেদ) করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন নিমিত্ত দুর্গম মগধ রাজধানীতে চক্রপাণি সহিত ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিলেন;—রাজসূয় যজ্ঞজনিত সম্রাটপদবী লাভ তাহার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল—ইন্দ্রপ্রস্থ অধীশ্বর, ময়-কৃত মহাসভায় অধিবেশন করিয়া মহর্ষি নারদকে সভাসৌন্দর্য্য দর্শন করাইলে ঋষিরাজ, দানবী সভাকে মর্ত্ত্যলোকের একটী মোহিনী ছবি বলিয়া স্বীকার করত লোকপাল (ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম) সভা বর্ণনা করিয়া কহিলেন—রাজ হৃদয়ে বিস্ময়রসের প্রকাণ্ডউৎস উঠিল—না উঠিবেই বা কেন? সুরনাথ-সভা অজর ও অবিনশ্বর-আনন্দদায়িনী, ভগবান্ ইন্দ্র স্বকর্ম্মদ্বারা "পুষ্করমালিনী" মহাসভার অবতারণা করেন। সুরপতি সভা সার্দ্ধশতযোজন বিস্তৃত, শত যোজন প্রস্থ ও পঞ্চযোজন উন্নত, এবং প্রত্যেক অণুতে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সঙ্কলিত হইয়া দেবনগরীর গৌরবস্বরূপে নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ পুরন্দর, সুরসুন্দরী-শচীর সহিত উহার মহদাসনে উপবেশন করেন। তথা রোগ শোক, জরা-যন্ত্রণাদি পরিশূন্য; পরম সুখে পরম পুণ্যাত্মা সপ্তবিংশতিসংখ্যক পাবকগণ, তেজস্বী মরুদ্গণ; সম্বর্ত্ত, পুষ্কর, দ্রোণ, বলাহক মেঘ চতুষ্টয়; অপ্সরা

গণের অষ্টাদশ কুল, ওষধি সকল, স্বরস্বতী, শ্রদ্ধা, মেধা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, নক্ষত্রগণ, শ্বেতকেতু-পরাশরাদি মহর্ষি চয়, রাজর্ষিহরিশ্চন্দ্র ও বিবিধ পুণ্যাত্মাসমূহ তথায় উপবেশন করিয়া দেবরাজ-সভাসদরূপে অবস্থিতি করেন। সুরগর্ব্ব পারিজাতকুসুমিত নন্দনবন চিরকাল সমানশোভা সম্বর্দ্ধনকরে। তদ্ভিন্ন মহাত্মা বৈবস্বতশমন-সভাও অতি চমৎকার প্রভ। যম-সভা, প্রতিভায়.সূর্য্য তেজস্বিনী, এবং শত যোজনাধিক ব্যাস-আয়ত। তথায় কাম্যবস্তু সকলই অপরিয্যাপ্ত। যযাতি, নহুষ, পাণ্ডু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ; অগস্ত্য, মতঙ্গাদি মহর্ষিগণ; দুষ্কৃতিসমুদায়, মূর্ত্তিমান রোগ, মৃত্যু, কালচক্র, ধর্ম্মচক্র; এবং অগ্নিস্বাত, ফেনপ, উষ্মপ, স্বধাবান ও বর্হির্ষদ প্রভৃতি পিতৃগণ সহিত ধর্ম্মরাজ, বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত সঞ্জীবনী পুরস্থ "কামগামিনী সভা আশ্রয় করিয়া বিশ্বরাজ্যের উপর প্রভুত্ব করেন। অনন্তর বরুণ সভাও ঠিক কৃতান্ত সভা পরিমাণে গঠিত হয়। দেবশিল্পি প্রযত্নাতি সহকারে ঐ "পুষ্করতীর্থ মালিনী" সভা নির্ম্মাণ করেন। জলেশ্বরের অবিনশ্বরসভা শশাঙ্কের নিষ্কলঙ্ক কান্তিরন্যায় শুক্ল প্রাচীর বেষ্টিত, এবং ফলপুষ্প ওষধি আদি কৌমুদীময় উপকরণ তাহার ভূষণ স্বরূপ রহিয়াছে—সভা, চির সুখের আকর—অক্ষয় সুখী বাসুকিআদি নাগগণ, নরকাদি দানব নিচয়, গোমতী-ভাগিরথী আদি তীর্থ চয়, বিবিধ পুণ্যবানগণ ও জলচরমণ্ডলী লইয়া বরুণদেব সলিলসভা অলঙ্কৃত করেন। আবার ধনাধিপ কুবেরের "আকাশগামিনী" সভা অন্যতম প্রতিভায় জগতের মনোহরণ করিয়া থাকে। উহা ধনপতির তপস্যালব্ধ; সুতরাং মহানিয়ন্তার কৌশলক্রমে শূন্যমার্গে স্থাপিত হইয়াছে। সভা শতযোজন দীর্ঘ ও সপ্তিতি যোজন প্রসর। তাহার অনুপমগর্ভে কুবেরের বিলাসভবন নিয়ত নব বসন্তের সহিত আলিঙ্গন করিতেছে। সভার জ্যোতিঃরাশি শশী-গর্ব্বখর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষপতির সভাভবনে বিভীষণাদি পুণ্যাত্মা রাক্ষসগণ, প্রভূত গুহ্যকগণ, রাজর্ষি-মহর্ষিগণ, ভগবতীকমলালয়া, ভগবতীকাত্যায়ণী, প্রমথগণ সহিত প্রমথনাথমহাদেব ও হিমালয়াদি পর্ব্বতনিচয় অবস্থিতি করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মাসভার মনোহারিতার নিকট জাগতিকসভার গর্ব্ব লোপহয়। কল্পনা দেবীও তাহার বর্ণনাকরিতে পরাভব স্বীকার

করেন। ব্রহ্মাসভা অপার আয়তন, নিত্য আনন্দ-স্বরূপ, এবং উহা মু-মুর্হু অনন্তরূপ ধারণকরে। ভগবান্ কমলযোনির মানস-সরোবর হইতে স্বর্গীয়সম্পদ ব্রাহ্মীসভার অবতারণা হয়। বিশ্বনিয়ন্তার জ্যোতিঃরাশি ব্রহ্মদেশের অনন্ত গর্ভে বিদ্যমানথাকে। "শাশ্বত" সভার মহাসনে পিতামহ-ব্রহ্মা অধ্যাসীন হয়েন। প্রজাপতিগণ, দশপ্রচেতা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, চতুর্দ্দশ-মনু, চতুর্ব্বিংশতিতত্ব, নবগ্রহমণ্ডল; মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বাণ, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ব্রহ্মাপুত্র স্থাণু-স্বতমৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতী, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভগ, এই একাদশ রুদ্র; মনুজপ্রজাপতিরপুত্র ধব, ধ্রুব, সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাষ, এই অষ্ট বসু; চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রভৃত দেবগণ, ভগবান্ নারায়ণ, দিতি-অদিতি আদি দেবমাতৃগণ, রতি, সতি, অরু-ন্ধতী আদি শক্তিগণ, সনৎকুমার-যোগাচার্য্য আদি মহর্ষি নিচয় তথায় অধিষ্ঠান হয়েন, এমনকি মুর্ত্তিমান বিশ্ব সেখানে স্বভাবের ব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

এইরূপ লোকপাল গণের সভা যাদৃশীমনোরম, মহর্ষিনারদ কর্ত্তৃক ঠিক তাহাই বর্ণিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির "একমাত্র রাজর্ষিহরিশ্চন্দ্র কোন্ পুণ্যবলে পুণ্যধাম ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠান এবং পিতা পাণ্ডু তাঁহাদের অনুকূলে কোন সৌজন্য দান করিয়াছেন কি না" এই কথা ঋষিরাজকে নিবেদন করি-লেন—পূর্ব্ব কথা স্মরণ পথে আসিয়া দাঁড়াইল—"রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বর্গীয় পাণ্ডুরাজ মহাভাগ হরি-শ্চন্দ্রের সমকক্ষতা লাভ জন্য পুত্রগণকে মহাগতিরাজসূয় যজ্ঞ করিতে অনু-রোধ করিয়াছেন" ভগবাননারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট উত্তেজক ও লোমহর্ষক এই দুই বিষয় প্রকাশ করিয়া রাজসূয় মহাতরুর অব্যয় বীজ বপন করত দশার্হ নগরীতে গমন করিলেন।

মহর্ষি নারদ কর্ত্তৃক এই রূপ যজ্ঞ দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম নন্দনের উন্নতমন পুণ্যধামের শিখরদেশ হইতে রাজসূয় কল্পনাকে টানিয়া আনিল, তিনি ভ্রাতাগণ ও স্বজন মণ্ডলীর সহিত উচ্চব্রতের গূঢ় মন্ত্রণা করিয়া কল্প-লতিকার-মূল বর্দ্ধন করিলেন—এতদিনের পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যশঃ লক্ষ্মী মনে মনে

পাণ্ডব উপাসনা করিতে লাগিল—যুধিষ্ঠির অপূর্ব্বকীর্ত্তি রাজসূয় যজ্ঞের মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভক্তবান্ধব নারায়ণ দূতবাণী বিদিত হইয়া ইন্দ্রসেন সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন—অন্তর্জ্জগতে ব্রহ্মালোক জ্বলিয়া উঠিল—মহারাজ প্রেমময় সনাতনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে অগ্রসারী লইয়া বৈষ্ণবতার পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পচয়ন করত আদি বিগ্রহ নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন—সাহস, ক্রমে নিকটে আসিয়া হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিল—সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বীরব্রত রাজসূয়ের উৎসাহ কারিতা দেখাইলেন। তিনিও বীর-অনুকরণীয় গৌরব গরিমাস্পদ রাজসূয় মন্ত্রণার সহানুভূতী করিয়া বীর-বিলাসী স্বাধীনতাউৎসাহের সম্মতি দান করিলেন—শুদ্ধই সম্মতি নয়—রাজসূয় যজ্ঞের অন্যতর প্রবর্ত্তয়ীতা মহারাজ জরাসন্ধবিজয়করা যজ্ঞকাণ্ডের প্রথম সংকল্প হইয়া দাঁড়াইল।—"মহাবল জরাসন্ধ সম্রাটপ্রভুত্ব লইতে স্বমত বিরোধী ষড়শীতি সংখ্যক রাজবিজয় করিয়া কারাবন্ধনে রাখিয়াছেন; "অপর চতুর্দ্দশ জন শত্রু জয় করিয়া এককালে সকলের শিরঃচ্ছেদ করিবেন" এই কল্পনা তাঁহার রাজদণ্ডের ভবিষ্যপ্রহারের অন্তর্গত আছে" ভগবান্‌কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট এই ভাবী ঘটনা প্রকাশ করিলেন—হৃদয়ে দেশোদ্ধার কামনা বলবতী হইয়া উঠিল—বীরকীর্ত্তিমান্ ভীমার্জ্জুন অগ্রজের অনুমতি লইয়া সর্ব্বসমাদরনীয় চক্রপাণীর ভরসা অবলম্বন পূর্ব্বক তৎসহিত নরকুলেন্দ্র জরাসন্ধ বিজয় করিতে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করত মগধ (গিরিব্রজ) রাজধানী যাত্রা করিয়া যথাক্রমে কুরুদেশ, কুরুজাঙ্গল, পদ্মসর, কালকূট, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা, একপার্ব্বতীয় নদী সমুদয়, সরযু, পূর্ব্বকোশলা, মিথিলা, মালা, চর্ম্মণ্বতীনদী, গঙ্গা, শোণনদ, ও কুশাম্বুদেশ অতিক্রম করিয়া গোরথ পর্ব্বত-অধিত্যকা মগধ প্রদেশে উপনীত হইলেন।

বিশ্ব বিজেতা বীরত্রয় এইরূপে মগধপ্রদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীমান্ কৃষ্ণ পার্থকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পার্থ! বীরবাহু জরাসন্ধের রাজধানী কি অগম্য স্থান! ভারত মাতার রাজকোষ বলিয়া প্রকৃতির দিগম্বরী মূর্ত্তি যেন সহস্র হস্তে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে! ঐ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্ব্বত রাজপুরীর প্রাচীরের স্বরূপ চতুর্দ্দিকে

বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে; ঠিক যেন বিপুলাধরিত্রীর পাঁচ খানী হিরক মান-দণ্ড! আবার পার্ব্বতীয় লোধবনরাজি মগধবাসীর আরও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ-পোষক! যেন দূর হইতে রণ ধূলি পর্য্যন্ত আসিবে বলিয়া বনদেবী চাক্ষুষ-কেশ দ্বারা চক্ষু রত্ন-উজ্জ্বল অসির গাত্রাবরণী স্বরূপ করিয়াছেন। সখে! ইতস্তত: কণ্টকনিকুঞ্জের আবার স্বদেশ প্রিয়তা দেখ। এক একটী যেন শত বর্ষা ধারণ করিয়া দেশ প্রহরী হইয়া রহিয়াছে! প্রিয়তম! আর ঐ অর্ব্বুদ, শক্র, বাপী, আস্তিক ও মণী নাগের আলয়, যাহাদের ভীম গর্জ্জন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্তে গিয়া প্রতিধ্বনির হৃদয়োচ্ছ্বাস তুলে। এই দেখ, বিরাট বৃক্ষের ফল স্বরূপ তিনটী প্রকাণ্ড ভেরী! স্বর্গীয় রাজা বৃহদ্রথ বৃষরূপী দৈত্যবধ করিয়া দৈত্য চর্ম্মে পাশ্চাত্য মঙ্গল যন্ত্রের প্রতিরূপ ইহা নির্ম্মাণ, এবং পুষ্পমালী ও চন্দনরসসিক্ত ঐ চৈত্য গিরিশৃঙ্গও মগধের কুশলশ্রী বলিয়া কল্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; অতএব এস, আমরা অগ্রে মগধকুললক্ষ্মীর এই মহারাজশ্রীভগ্ন করিয়া চণ্ড-কৌশিকীর প্রিয়ভক্ত জরাসন্ধের অদৃষ্ট গগণে ধূমকেতুর অবতারণা করি।

তাঁহারা এই বলিয়া মগধের মঙ্গলশ্রী নষ্ট করত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজ-সমীপে উপনীত হইলে রাজা তাঁহাদিগের ছদ্ম পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ-সমাদর করিলেন—চক্রীর অনন্ত চক্র হইতে এখানে একটী নূতন চক্র উদ্ভব হইল—ভীমার্জ্জুন মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন, নারায়ণ তাঁহাদিগকে নিয়মস্থ জানাইয়া স্বয়ং রাজ সম্ভাষণ করত রাজাজ্ঞায় যজ্ঞাগারে অবস্থিতি করিতে গমন করিলেন—এমনসময়, সময়গ্রাস করিয়া কাল নিকট হইয়া আসিল—সত্যসন্ধ জরাসন্ধ আতিথেয়ব্রত পালনজন্য অর্দ্ধরাত্রে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত তাঁহাদের বিরুদ্ধবেশ দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, দ্বিজেন্দ্রগণ! আপনারা কে? এবং কি জন্যই বা ব্রহ্মকায় বিরুদ্ধ-বেশ ধারণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়-ভূষণ অস্ত্রেরঅঙ্ক আপনাদের পবিত্র অলঙ্কারের প্রতিবাদ করিতেছে কেন? এবং পূর্ব্বরাত্র অতীত হইল, তবু আপনারা অতিথিমর্য্যাদা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহারই বা কারণ কি? নরেন্দ্র গণ! আরও আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কোন্ উদ্দেশ্য

পদানত করিতে মগধের মঙ্গল শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেশবৈরতার পরিচয় প্রদান করিলেন?

ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, রাজন্! আমরা ব্রাহ্মণ নহি, অভ্যাগতও নহি, চির শত্রু দলন করিতে কপট ব্রহ্মত্ব অবলম্বন করিয়াছি। বীরবর! কোন্ বীর ধীশক্তির তীক্ষ্ণতর তাড়নে অরি কুলের মূলোচ্ছেদ করিতে রন্ধ্র-ভেদ না করে? সুতরাং আমরা অজাতশত্রু ব্রহ্মত্বকৌশলে দুর্গপ্রহরীগণের অসংখ্যহস্ত অতিক্রম করত মগধের চিরজয়শ্রী নষ্টকরিয়া রাজ সভায় উপনীত হইয়াছি। অতএব নরনাথ! তুমি যেমন চির সদাব্রত, তদ্রূপ আজ রণবিলাসী বীরগণকে সমর সৎকার প্রদর্শন কর।

জরাসন্ধ কহিলেন, সে কি? আমি চিরকাল তোমাদের সহিত অসম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ, তবু কোন্ যুদ্ধে তোমাদের বীরতার উজ্জল রত্ন অপহরণ করিয়া লইলাম? আমার বিজয়ী তরবারী ফলক কবে অপরিচিত রক্তে স্নান করিল? বীর বিদিত মগধ বাহুবলে কবে তোমাদের সুখোদ্যান নষ্ট হইল? কবে আশালতা ছিঁড়িল? বীর! তোমরা ভ্রম চক্ষে অবিবাদী অজেয় জরা-সন্ধতে কলঙ্ক বিন্দু স্পর্শ করাইও না, আমি কোন কালে, কোন দিনে, কোন মুহূর্ত্তে তোমাদের বীর্য্যবিক্রমের বিরুদ্ধে রণঅসি উত্তোলন করি নাই।

কৃষ্ণ কহিলেন, মহাবল! শত্রু না হইলে কোন্ কুলাঙ্গার শত্রুতা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? দুঃখ ব্যতীত কাহার মস্তিষ্ক দিবা রজনী বিলো-ড়িত হয়? তুমি কেবল আমাদের শত্রু নও, তোমার অবর্ণনীয় দেশ-বৈরতা ভারত প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। না তুলিবেই বা কেন? কোন্ ধর্ম্মে ষড়শীতি রাজবৃন্দকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছ? তুমি কোন্ গর্ব্বে সর্ব্বহৃদি বিদারক নরবলি সঙ্কল্প করিয়াছ? কেন? ভারত কি একবারে বীরশূন্য! বীরযোনি ক্ষত্রিয় কুলে কি স্বজাতি বৎসলতা নাই? বসুন্ধরা কি বীর বিরহে একবারে চিরবিরহিনী হইয়াছেন? তাহা কখনই নয়, সৌর জগতের শরচ্চন্দ্র রাজা যুধিষ্ঠির এখন বিদ্যমান, যাঁহার অনুজদ্বয় ভীমা-র্জ্জুন, ভৈরবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে প্রকৃতিস্থ করিতেছেন, এবং এই বাসুদেব যাঁহার সেবকত্ব স্বীকার করিয়া জীবন বিক্রয় করিয়াছে; অতএব বৃহদ্রথ

নন্দন! তুমি হয় রাজগণকে মুক্ত কর, নাহয়, স্ববাঞ্ছিত বীরের সহিত যোদ্ধৃ কার্য্যে অগ্রসর হও; অবশ্যই আমরা দেশরিপু জয় করিয়া মগধে বিজয় পতাকা উড়াইব।

জরাসন্ধ কহিলেন, কৃষ্ণ! ধন্য তোমার সাহস, তুমি কাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বীর গরিমা প্রদর্শন করিতেছ? আমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়া চির সঙ্কল্প নষ্ট করিব? কি আশ্চর্য্য! মগধের অসহ্য অসি পতন ভারতের কর্ণে এখনওকি গভীর ধ্বনি প্রকাশ করে নাই? আমি বীরত্ব অভিনয়ের এক মাত্র নায়ক হইয়া কৌরব শিশু বিগ্রহে সঙ্কুচিত হইব! আমার কঠোরতম উৎপীড়নে জগৎ কম্পবান, বাসব হৃতসর্ব্বস্ব হয়েন; মহাশক্তি সাধনার বীজ মন্ত্রে আমি একাই দীক্ষিত হই। আমার রৌদ্ররসের প্রবলস্রোতে অসংখ্য বীর-গতি হইয়া থাকে। যাহাহউক, বাসুদেব! দেবকুল আজ তোমাদের প্রতি প্রতিকূল, মুহূর্ত্তেকে দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে জন্মের মত অবরুদ্ধ হইবে। যুধিষ্ঠিরের নবীন সৌভাগ্য মগধ রাজদণ্ড হইতে আর প্রত্যাগমন করিবে না। তিনি এই বলিয়া অনিত্য জীবনের উপর সংশয় করত পুত্র সহদেবকে রাজ্য-ভার প্রদান করিয়া বীরবেশ পরিধান পূর্ব্বক সমযোদ্ধা ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৃকোদর! আইস, মগধের ভয়ঙ্কর লীলাক্ষেত্রে রণরঙ্গ প্রদর্শন কর। জরাসন্ধের ভীষণ প্রহারে শৈশব হৃদয় পাতিয়া দাও, কৃতান্তের মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি তোমার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতেছে; আমার সুপরিচিত মুক্তহস্ত তোমাকে কালের বিষময় ফল দান করিবে, তুমি সুধাময়ী স্বাধীনতার আরা-ধনায় এতদিনের পর উৎসন্ন হইলে। গোপালের গো-পাল বুদ্ধি আজ তোমাকে মগধ মাতৃভূমির অন্তস্তমণ্ডলে প্রোথিত করিল। বীর! এ দুর্ব্বল কৌরব লীলাক্ষেত্র নয়, এ পার্থিব সঞ্জীবন নগর; এখানে বিশ্বের গভীর বীর-মহিমা দিব্যগতি লাভ করে। আমি হত্যাকারিতার পূর্ণমূর্ত্তিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছি, এখন জাতীয় প্রেমে হৃদয় মিশাইয়া আইস, মাগধগণ তোমার নবীন বীর ছবির মৃত্যু অনুরূপ দেখিয়া গভীর আনন্দ নীরে ভাসুক।

ভীম কহিলেন, পরন্তপ! তুমি আজ জয়াভিলাষ পরিত্যাগ কর, যে সর্প মাটী কাটিয়া দংশন করে, লোকমাত্রে তাহার বিষে অব্যাহতি পায় না। আমরা

যথন অলক্ষ্যে রন্ধ্রভেদ করিয়া তোমার রাজকক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। তথন কালের হলাহলময় পাত্রে অবশ্যই তোমাকে জীবন ঢালিয়া দিতে হইবে। বিশেষতঃ স্বজাতির উদ্ধার সাধনে দেশরিপু নিধনে আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি, সুতরাং বিজয় লক্ষ্মী নিশ্চয় আমাদের পক্ষসমর্থন করিবেন, আমরা রাজ-গৌরবের ভস্মরাশির উপর আজমৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিব। রাজন্! এখন ও দিবারজনী বর্ত্তমান, এখনও মঙ্গলময় মূর্ত্তি ভগবান্ দ্বারকাধামে অধিষ্ঠিত, এখনও কুরুবংশ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের চতুঃসীমায় প্রহরী স্বরূপ রহিয়াছেন; তবু কোন্ সাহসে তুমি আর্য্যকুলের বীর্য্যবল গ্রাস করিতে মুখবিস্তার করিয়াছ? তুমি কোন নীতিতে জাতীয় সমাদর অনন্তদূরে নিক্ষেপ করিয়াছ? মাতৃভূমিতে দেশরক্ত প্লাবনকরা কোন্ জগৎপদ্ধতি? মগধ রাজ! তোমার কুট রাজনীতি আজ বজ্র গদাঘাতে চূর্ণ করিব, অমর-বাঞ্ছিত মগধ বিজেতা যশঃ অবশ্যই আমাদের পদ সেবা করিবে। মহাবীর ভীম প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বাহুযুদ্ধে ব্রতী হইলেন—উভয়ের বীরোচ্ছ্বাস সিংহনাদ ভারতের পূর্ব্বখণ্ডের প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিল—মগধ বাসীরা সেই অসদৃশ রণরঙ্গ দেখিতে রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। বীরদ্বয়ের ঘোরতর সমর কার্ত্তিক মাসের প্রথমদিবস হইতে চতুর্দ্দশ দিবস ব্যাপিয়া হইতে লাগিল। তাঁহারা পদাদি বন্দন, চিত্রহস্ত, কক্ষ্যা, বাহুপাশ, পূর্ণকুম্ভ, তৃণপীড়, পূর্ণযোগ, সমুষ্টিক, ও পৃষ্ঠভঙ্গ প্রভৃতি ন্যায় যুদ্ধ করিলেন; পরিশেষে চতুর্দ্দশ দিবস রাত্রে মগধনাথ অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—জয়শ্রী পাণ্ডবের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইল—মহাবল ভীমসেন ভগবান্ নারায়ণের সঙ্কেতানুসারে জরাসন্ধকে আকর্ষণ করত শতবার ঘূর্ণিত করিয়া মধ্যদেশ ভগ্ন পূর্ব্বক নিশীথ সময়ে তদীয় বধসাধন করিলেন। বধ কালে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ ও বিজেতার সিংহনাদ বসুন্ধরাকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল।

অনন্তর শত্রু বিজিত বীর ত্রয় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বন্দী গণকে মুক্ত করিয়াদিলেন—পরাজিত রাজনিচয়ের জীবনীকামনা এত দিনের পর জাগিয়া উঠিল—তাঁহারা ভব সংসারের অমীয়ময় জীবন ফল লাভ করিয়া পরিত্রাতা গণের স্বস্তি বাচন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বাসুদেবও তাহা-

দিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ জনিত আমন্ত্রণ করিলেন—মগধের বীর দর্প ধূলিসাৎ হইয়া গেল—জরাসন্ধ সুত সহদেব বহুবিধ রত্ন, এবং মহারথ দান পূর্ব্বক তাঁহাদের স্মরণ লইলেন। করুণানিদান করুণা পরতন্ত্র হইয়া রাজপুত্রকে তদীয় পিতৃ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মহারথে সমারূঢ় হইলেন—সুরবিমান আবার সুরপতির পদানত হইল—জনার্দ্দন দেবরথে মহালঙ্কার প্রদানে মহামতি গরুড়কে স্মরণ করিলেন—স্মৃতিদেবী হৃদয়ে সতেজ আঘাত করিল—খগপতি গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ বিদিত হইয়া মগধ রাজ্যে উপনীত হইলেন। বাসুদেব, পক্ষিরাজকে দৃষ্ট করত সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

যে বসুদা বসুধায়, সদাগতি সমধায় ;
সভাকরি স্বভাবের দশ দিগম্বর।
মণি কিঙ্কিণীর জাল, তেজস্বিনী হৈমমাল ;
চির বিতরয়ে যাহে চন্দ্রিকা ভাস্বর।
যে চক্র ঘর্ঘরধ্বনি, জাগাইয়ে প্রতিধ্বনি ;
উপহাসে শূন্যবাসী কাদম্বিনী দলে।
পুরাকালে পুরহুত, হ’য়ে যাতে আবির্ভূত ;
নাশিল অমর শত্রু সমর কৌশলে।
হে বীরেন্দ্র অবতার! এই সেই রত্ন সার ;
বৃহদ্রথ বৃহদ্রথ বিজয় ভুবনে।
বীর শূন্য বীরযোনি, বিঁধিতে বিমান মণি ;
শত শত বর্ষব্যাপী অস্ত্র বরিষণে।
হের বীরকুলকেতু! রথোপরে রত্ন কেতু;
নিরন্তর নিরীক্ষয়ে যোজনান্ত দেশে ;
ইন্দ্রধনু গর্ব্ব ছিল, সে নিমেষ-লীন হ’ল,
চকিতে লুকায় তাই কাদম্বিনী বেশে।
মহাকায় হরি হয়, না হইবে নাহি হয় ;
যারাহয় চির রত এ ভার বহনে;

কিন্তু ধ্বজ আজি শূন্য, অতএব হে সুপর্ণ!
বীরাসন অলঙ্কার দেহ ধ্বজাসনে।
স্বর্গ নাথ পুরন্দর, থাকি রথ-অধীশ্বর,
দ্বাপরে উপরিচরে কৈল প্রসাদন ;
বসু হইতে বৃহদ্রথ, তাহ'তে মগধ নাথ-
বলসিন্ধু জরাসন্ধ করিল গ্রহণ।
এবে তার নিধনেতে ইন্দ্ররথ উপেন্দ্রেতে ;
স্বভাবে স্মরণনিল হে নিলাম্বু কায়!
অতঃপর বীরবর! হ'ই সবে অগ্রসর
যথা চিন্তাবান্ মতিমান্ ধর্ম্মরায়।

ত্রিদশেশ্বর হরি বিহগরাজকে এইরূপে ধ্বজাসন প্রদান করিলে মহাত্মা-গরুড় জগৎগুরুশ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ধ্বজাসনে উপবেশন করিলেন—যজ্ঞ-রিপু নিঃশেষ হইল—কৃষ্ণ প্রভৃতি বীরত্রয় দেবরথে আরোহণ করিয়া নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন—বিজয়ীযশঃ ক্রমে রাজ কর্ণে প্রবেশ করিল—মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া জেতৃ বীরগণকে অগ্রসারী লইলেন। শত্রু নিসূদন কৃষ্ণ এইরূপে কুলশত্রু শাসন ও রাজসূয় যজ্ঞের মঙ্গলাচরণ করিয়া ধর্ম্ম নন্দনকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আজ্ঞাদান করত দ্বারকা নগরী প্রস্থান করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে ইন্দ্রপ্রস্থে গমনোদ্যত হউন্।

ইতি ; মহাভারতীয় সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপাল সভাখ্যান, রাজসূয়-আরম্ভ ও জরাসন্ধ বধ পর্ব্ব, কুরুবংশে জরাসন্ধ বিজয় নামক সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

—:—

কুরুবংশ।

অষ্টাদশ সর্গ।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসূয় যজ্ঞ।

(সার্ব্বভৌম ব্রত।)

"শীলেন সর্ব্বে বশাঃ।"

জগতের অসংখ্য কার্য্য ক্ষেত্রে শীলতা একটি পবিত্র উপকরণ; সুশীল-ব্যক্তিরা নম্রতার মুগ্ধকর মন্ত্রণায় দুরালব্ধ বিজিতযশঃ অযত্নসুলভ করিয়া থাকেন।—কুরুকুল-গৌরব পাণ্ডবগণ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সার্ব্বভৌম-যশঃপ্রদ রাজসূয় কল্পনা করিয়া সাধ্যায়ত্ত বহু সংখ্যক অধীন রাজ্যব্যতীত অজেয়-পররাজ্য হইতেও সুশীলতার ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে করসংগ্রহ করত সম্রাটী প্রভুত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের সত্বগুণে পূর্ণায়তসমাজ কৃতজ্ঞতার বিশাল জয়ধ্বনি করিতে লাগিল;—বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর কৃষ্ণার্জ্জুন সহায়ে জরাসন্ধ বধ করিয়া মহাযজ্ঞের মঙ্গলাচরণ করিলে বহুদূরস্থ যজ্ঞ-আশা পাণ্ডবউপাসনা করিতে লাগিল; ভগবান্ বাসুদেব কৌন্তেয়গণকে দিগ্বিজয়ী উপদেশ প্রদান করিয়া দ্বারকানগরে গমন করিলেন—রণভেরী সপ্তসুরে বাজিয়া উঠিল—ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব অখণ্ডধরিত্রীকে করদ রাজ্য করিতে পৃথক রূপে বহির্গত হইলেন, জয় পতাকা স্থির বায়ু স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল।

ভীম পরাক্রম ভীম পূর্ব্বদিক্ বিজয়ে চতুরঙ্গ সেনা সহিত বহির্গত হইয়া পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডকগণ; দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল ও অযোধ্যাধিপ যথাক্রমে সুধর্ম্মা, রোচমান্, সুকুমার, সুমিত্র, শিশুপাল, শ্রেণীমান্, বৃহদ্বল; দীর্ঘ যজ্ঞ, গোপালকক্ষ, উত্তরকোশল, মল্লাধিপ, হিমালয়-পার্শ্বস্থ জলোদ্ভব দেশ, ভলাট, শুক্তিমান্ পর্ব্বত কাশী-রাজ সুবাহু, সুপার্শ্ব-

পতিক্রথরাজ, মৎস্যঅধিবাসীগণ, পশুভূমবাসী মলদচয়, মদধার, মহীধর, সোমধেয়গণ, বৎসভূমি, ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি, মনিমৎ প্রভৃতি মহীপালগণ, ভোগবান্ পর্ব্বত, দক্ষিণ মল্ল সকল সর্ম্মক-বর্ম্মকনিকর, জগতিপতি-জনক, শক-বর্ব্বরগণ, ইন্দ্রগিরি সন্নিহিত সপ্তজন কিরাত রাজ, সুহ্ম-প্রসুহ্ম সকল মাগধনিচয় (দণ্ড, দণ্ডধার, জরাসন্ধ তনয় সহদেব) কর্ণ, পার্ব্বতীয় রাজগণ, মোদাগিরি নাথ, কৌশিকী-কচ্ছবাসী রাজা-মহৌজা ; বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রসেন; কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্ম-অধীশ্বর, পর্ব্বতবাসী নরপাল, এবং লৌহিত্য দেশীয় সমুদ্রতীরস্থীত জলপ্রধান দেশীয় ম্লেচ্ছরাজগণ প্রভৃতি প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল ও শীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কর গ্রহণ করত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাবল ভীমসেনের পূর্ব্বদিক্ বিজয় কালে রথীশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উত্তরদিক-বিজয়ে যাত্রা করিয়া কুলিন্দ মহীপালগণ, কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত্ত দেশ, বিন্ধ্যভূধর সন্নিহিত সাকল দ্বীপাধিপতিগণ, মহারাজ প্রতিবিন্ধ্য, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর-ভগদত্ত, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, উলূকাধিপতি বৃহন্ত, দেবপ্রস্থপতি-সেনাবিন্দু; মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুকুল, উত্তর উলূক দেশ সহিত তত্রত্য ভূপতি নিচয়; পৌরবরাজ বিশ্বগশ্ব, পার্ব্বতীয় দস্যুদল, সপ্তবিধ উৎসব সঙ্কেত নামক ম্লেচ্ছজাতি, কাশ্মীরদেশীয় ক্ষত্রিয়দল, দশজন ক্ষুদ্ররাজ সহিত লোহিত ভূপাল ; ত্রিগর্ত্ত, দারু, কোকনদআদি দেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ; অভিসারী নগরী, উরগদেশবাসী মহারাজরোচমান, সিংহপুর ; সুহ্ম-সুমালা, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ নিচয় ; পূর্ব্বোত্তরায়ণী দস্যুদল, বন্য মানব নিকর ; লোহ, পশ্চিম-কাম্বোজ, উত্তরঋষিকগণ ; নিষ্কুট পর্ব্বত, হিমাচল, ধবলগিরি, কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক দেশ ; মানস সরোবরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গান্ধর্ব্ব নগর এবং মহাস্থান উত্তর হরিবর্ষ আদি প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল ও শীলতা অবলম্বন পূর্ব্বক কর গ্রহণ করত মহার্ঘ রত্নরাজী সহিত খাণ্ডব প্রস্থে পুনরাগমন করিলেন।

এদিকে মহারাজের নিদেশানুক্রমে কুরুকুল গরিমা নকুল বীর ও পশ্চিম-দিক বিভাগে বহির্গত হইয়া রোহিতকপর্ব্বত ; সৈরিষক. মহেথ দেশাধিপতি আক্রোশরাজর্ষি, দশার্ণ, শিবী, ত্রিগর্ত্ত, অম্বোষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট ; মাধ্যমিক-

বাটধানদ্বিজগণ, পুষ্করারণ্য বাসী উৎসব সঙ্কেত নামক ম্লেচ্ছগণ, সমুদ্রতীর-বাসী গ্রামণীয়গণ, সরস্বতীতীরস্থ শূদ্র-আভির সম্প্রদায়, মৎস্যজীবী নিচয়, পার্ব্বতীয় মানব, সমন্তপঞ্চনদ, অমরপর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট, দ্বারপাল-নগর, রামঠ, হারহূণ, পাশ্চাত্য ভূপালবর্গ, যাদবগণ, মদ্রাধিপ শল্য; সাগর গর্ভস্থ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকআদি প্রস্তাবিতস্থলে সমর ও বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা স্বাধিনত্ব স্থাপন পূর্ব্বক ধনরাশি সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে পুন প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ধীমান্ সহদেব দক্ষিণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শূরসেনগণ, মৎস্যরাজ, অধিরাজপতি দন্তবক্র, সূর্য্যবংশীয়নরাধিপ সুকুমার-সুমিত্র, পশ্চিমমৎস্য-রাজ্য, পটচ্চর, নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত, শ্রেণীমান্ পার্থিব, নবরাষ্ট্র, কুন্তীভোজ, চর্ম্মণ্বতীনদী তীরস্থ জম্ভকাত্মজ, সেক, অপর সেক, নর্ম্মদা তটিনী-অবন্তীদেশসম্ভূত বিন্দ-অনুবিন্দবীরদ্বয়, ভোজকটপুরনাথ ভীষ্মক, কোশলা-ধিপতি, বেন্বা তটেশ্বর, কান্তারবর্গ, পূর্ব্বকোশলস্থ রাজগণ, নাটকেয়-হেরম্বক সম্প্রদায়, মারুদ, মুঞ্জগ্রাম, নাচীন-অর্ব্বুক রাজদ্বয় সহিত আরণ্যক নৃপতি বৃন্দ, বাতাধিপ, পুলিন্দ, পাণ্ড্যরাজ, কিষ্কিন্ধাধিপতি কপীশ্বর মৈন্দ-দ্বিবিধ, অগ্নিরক্ষিত মাহীষ্মতীনগর, ত্রৈপুররাজ, পৌরবেশ্বর, কৌশিকাচার্য্য সৌরা-ষ্ট্রাধিপ আকৃতি, ভোজকটস্থ রুক্মিণী-ভীষ্মক, ভগবান্ বাসুদেব; শূর্পাকর, তালী-কট, দণ্ডকগণ; সাগর দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছ ভূপতিচয়, নিষাদবর্গ, পুরুষাদ সমুদায়, তেজস্বী কর্ণ-প্রাবরণ সমস্ত, নররাক্ষসযোনীজ কালমুখ সকল, সমস্ত কোলগিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রদ্বীপ, রামক পর্ব্বত, তিমিঙ্গীলনরপতি, একপাদ পুরুষ নিচয়, বন্যকেরকগণ, সঞ্জয়ন্তী নগরী, ষণ্ড, করহাটক, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, কর্ণিক, আটবীপুরী যবনপুর, সমুদ্র তীরস্থ কচ্ছদেশ ও রাক্ষসপতি বিভীষণাদি প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল-বুদ্ধি-শীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইলেন।

ভ্রাতাগণ এইরূপে দিগ্বিজয় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিলে স্থিরচিত্ত যুধি-ষ্ঠিরের হৃদয়ে যজ্ঞ আশা সঞ্চারিত হইল। তিনি সার্ব্বভৌম প্রভুত্বোচিত প্রজানু-

রঞ্জন করিতে লাগিলেন। নরনাথ একে ধর্ম্মাবতার, তাহাতে আবার বিশেষ সততা প্রদর্শন করিলে তাঁহার তুরায়ত্ত বিশাল সাম্রাজ্য পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল—সম্রাট লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী-পদ প্রদানে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন—লক্ষ্মী-পতির হৃদয়েও সেই ভক্তাধীনতা ভাবের উদয় হইল। বাসুদেব, পিতা বসুদেবের উপর দ্বারকা ভার অর্পণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন—রাজ হৃদয়ের চিন্তা মেঘখানি অনন্ত দূরে গিয়া লুকাইল—সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির মূল্য-সম্ভার রাজসূয় দ্রব্যরাশী আহরণ করিতে লাগিলেন—শুভদিন সমুপাগত—ভগবান্ পীতবাসের আদেশ ক্রমে রাজা রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ করিলেন—যথাযোগ্যে যজ্ঞ ভার বিন্যস্ত হইল—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্ম-কার্য্যে ব্রতী, বেদপারগ ব্রাহ্মণ গণ ঋত্বিক, ধনঞ্জয় গাত্রাবতংস সুসামাঋষি উদ্গাতা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৈল, ধৌম্য হোতা এবং বেদজ্ঞ বেদ-ব্যাসের শিষ্য ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। বাদরায়ণী স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পুণ্য ভূমির শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ষড়াগ্নি সংস্কার করত শুভ সংকল্প করিলেন।

যজ্ঞস্থান মন্ত্রপূতঃ হইলে শিল্পীগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞাগার নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রস্থ একে পার্থিব ইন্দ্রনগর, তাহাতে যজ্ঞশালার অদ্ভুত নির্ম্মাণে অনন্ত লহরী-পবিত্র হার পরিধান করিল! দর্শক পরম্পরা কহিতে লাগিলেন—ইন্দ্রপ্রস্থ কি অনু-পম প্রদেশ! বক্ষঃস্থলে কস্তুভ মণির ন্যায় মাধুরী সম্ভার লইয়া কিরণমালা জোতিঃ বিতরণ করিতেছে! সভা নির্ম্মাতা কি অসাধারণ কারু দক্ষতাই প্রদর্শন করিয়াছেন! হিরণ্যদার হৈমহাসি যেন এইখানেই চিরদিন রহিয়াছে! সভাখণ্ড বিপুল-ধরিত্রীর মেরুদণ্ডের ন্যায় নগরীর কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত, পরিখা মালিনী রম্যনগরী তরঙ্গের কুম্ভ লইয়া তাহার ছায়া ধৌত করিয়া বেড়াইতেছে। আহা! প্রাচির-গুলি ঠিক শ্বেতবর্ণ মেঘমালা এবং কাচমণিমণ্ডিত বাতায়ন সকল তাহায় তারার মালা পরাইয়া দিয়াছে; এক একটী গৃহ যেন নবগ্রহ সহিত পৌর্ণমাসী-চন্দ্র মণ্ডল! অভ্যন্তরে আবার অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করিয়া কৃত্রিম বিদ্যুৎ স্বভাবের আলো ধরিয়া রহিয়াছে! এদিকে আবার কি নূতন রকমের উপদৃশ্য? না, কুলবধূরা ফুলের অলঙ্কার পরিয়া আনন্দের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে;

দানবেন্দ্র শূন্যইন্দ্রপ্রস্থে অখিলপুরিয়া দিয়াছেন। বনের পাখীও মনেরসুখে কর্ণভরা অমৃতস্বর ঢালিতেছে। আহা! ওদিকে আবার কেমন হিরণ্ময়ী সভা-তলে রাশিরাশি ভ্রমেরঢেউ উঠিতেছে, এবং পাষাণপ্রতিমার বেণীমূলে মণি-মুকুট শারদকমলের ন্যায় বিকসিত রহিয়াছে! অসুর পতি সভাটী যেন হর্ষ-বিস্ময় দিয়া গঠন করিয়াছেন!

দর্শকগণ এইরূপে যজ্ঞসভার পক্ষপাতী হইয়া হৃদয়কে আনন্দসাগরে ভাসাইয়াদিল। রাজাধিরাজ ধর্ম্ম নরোত্তম কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের উপদেশ লইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা করত সসাগরা ধরা নিমন্ত্রণ করিতে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং সুদর্শন নকুলের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাদের কি পূর্ব্বপুণ্য! আমাদের কি অপূর্ব্ব ভাগ্যফল! দেখ, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর হরি আমার যজ্ঞ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হইয়াছেন, বেদপারগ স্বয়ং বেদব্যাস মহাযজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যের দীক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ ক্রমে প্রায় সপ্তদ্বীপস্থ পার্থিবের আগমন হইতেছে; অতএব বৎস! এ সময় ভ্রাতা দুর্য্যোধনের সহিত মনান্তররাখা উচিতনয়। তুমি হস্তিনাপুরে গমনকরিয়া গুরুজন সহিত সভ্রাতৃক দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর নকুলের প্রতি এই আদেশ করিলে মাদ্রি-নন্দন হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক সকলকে আমন্ত্রণ করিলেন—প্রদর্শনী আশা সকলকে উৎসাহিত করিল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি কুরু-সভ্যগণ তথায় আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বীরশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি স্বজন বর্গকে আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। যজ্ঞকর্ত্তার শিষ্টাচার দেখিয়া তাঁহাদের মন অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপূর্ণ হইল। পাণ্ডবনাথ তাঁহাদিগকে সবীনয়ে কহিলেন, মহাত্মাগণ! আপনাদের আগমনে আমি চরিতার্থতা লাভ করিলাম, আন্তরিক বিরহ-তিমির সহস্রযোজন অন্তরে অন্তর্হিত হইল; এক্ষণে আপনারা এইকার্য্যভারাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরকে মহাযজ্ঞ হইতে কৃতকার্য্য করুন। যজ্ঞজাত ধনরত্ন সকলি আপনাদের অধীন, অতএব যে প্রকারে দীন, অদীনের তুল্যমর্য্যাদায় যজ্ঞসম্পূর্ণ হয়, আপনারা তদ্রূপ

শুভময় তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হউন্‌। ধর্ম্মাত্মা কৌন্তেয় স্বজন বর্গের প্রতি এইরূপে কার্য্যভার অর্পণকরিলে অমাত্যপরম্পরা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন; ভীষ্ম-দ্রোণ তত্ত্বাবধায়ক, কৃপাচার্য্যরত্নরক্ষক, সঞ্জয়রাজ-সেবক, এবং মহামতি অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ পরিচারক হইলেন। বিদুর ব্যয় কারিতা, দুর্য্যোধন উপহার গৃহীতা এবং দুঃশাসন ভক্ষ্য সংগৃহীতা ভারগ্রহণ করিল। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুধীবৃন্দ সভাকর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। জগৎগুরু শ্রীপতি দ্বিজাতিগণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। মহাত্মাগণ এইরূপে যজ্ঞ-কার্য্য-নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া রহিলেন—জনতা ক্রমেই ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিল—আসমুদ্র অধিবাসী অধিপতিগণ বিবিধ উপহার ও রাজকর লইয়া উপস্থিত হইলেন—নভোমণ্ডলে সুরবিমানচয় সুরগণকে হৃদয়ে করিয়া শূর-প্রভা প্রদর্শন করিতে লাগিল—ধর্ম্মরাজ, যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় পার্থিব ধনেশ্বর হইয়া মহাব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন; তাঁহার দান-দক্ষিণায় জগৎ অদীন হইল। ভোজ্যদানে বিশাল ইন্দ্রপ্রস্থ "দীয়তাং ভোজ্যতাং" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইরূপে বহুদিনে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞাবসানে অভিষিক্ত হইবার জন্য বেদী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—মহাউপাধি সার্ব্বভৌম এবার পাণ্ডব চরণে শির বিক্রয় করিল—রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির চক্রবর্ত্তী পদে অধিরূঢ় হইয়া রত্নময় মহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অলৌকিক-শ্রী আরও বিশ্বরঞ্জন বেশ ধারণ করিল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ বহুসংখ্যক রাজগণের একতা ও মহাশঙ্খধারী শ্রীকৃষ্ণের অমানুষিক সৌজন্য দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—বসুদেব সুতের কি অদ্ভুত লীলা! ইনি রজঃগুণে যেমন উৎপাদন করেন, তেমন তমঃগুণে আবার মহাবিপ্লব করিয়া বসুন্ধরার ভার শূন্য করিয়াথাকেন। ইঁহার অপারমহিমা ব্রহ্মার অগোচরমন্দিরে যুগাদি-কাল বাস করে। নতুবা ভগবান্‌যজ্ঞপতি বসুমতীকে বীরলোকারণ্য করিয়া আবার ভীরু লতিকার শুষ্ক কুঞ্জ অবলোকন করিতে সুরগণকে নরলোকে প্রেরণ করত অবশেষে আপনিও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "ভারতের ভৈরব জনতা কবে যে নির্ম্মূল হইবে" এই ইঁহার মহামন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ

জগদ্বন্ধু এইরূপে অপার জগতের হস্তে কেবল হর্ষবিষাদের ফল দিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

মহর্ষি নারদ এইরূপে ভবিষ্য আলোচনা করিতে লাগিলেন এদিকে মহাত্মা ভীষ্ম ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! যজ্ঞেশ্বর হরি যখন তোমার সাধু কামনা সিদ্ধ করিলেন, তখন আর অপেক্ষা কেন? সমাগত রাজবৃন্দকে সত্বর বরণ কর। আচার্য্য, ঋত্বিক, স্নাতক, সম্বন্ধী, মিত্র ও ভূপতি ইঁহারা অর্ঘ্যদানের পাত্র, অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বৎসর নিবাসী হইলেও অর্ঘ্যার্হ হইয়া থাকেন। অতএব রাজন্! ইঁহাদিগের মানসম্ভবতঃ এক একটী অর্ঘ্য প্রদান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার আজ্ঞাভার আমার শীর্ষ স্থানীয়, অতএব আজ্ঞা করুন, কোন্ মহাত্মাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করি।

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম কহিলেন, বংশধর! এই অখিল সংসারে সারাৎসার কৃষ্ণই প্রথম অর্ঘ্য-পাত্র। ভূধর মধ্যে যেমন হিমাচল, তেজঃরাশীর-মধ্যে যেমন দিবাকর, ভূজগের মধ্যে যেমন শেষ, এবং বিহগের মধ্যে গরুড় যেমন শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত হয়েন, তদ্রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে প্রধান তম হইতে পারে? কুমার! কৃষ্ণই যোগ, কৃষ্ণই যজ্ঞ, কৃষ্ণই শূরভোগ্য সৌর জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা হয়েন। বিশ্বের অনন্ত কাল চক্র ইঁহা হইতেই উদয়াস্ত হইয়া থাকে। অতএব দেবাদিদেব বাসুদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করা ন্যায় সিদ্ধ মন্ত্রণা। তিনি এই বলিয়া সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! নরোত্তম কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান কর।

ধীমান্ সহদেব পিতামহের আজ্ঞাধীন হইয়া মহাসন্মান রাজঅর্ঘ্য গ্রহণ করত জগন্নাথের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্তব করত কহিলেন, হে সুরেন্দ্র! আপনার চরণে আমি নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ধ্যান, আপনি জ্ঞান, আপনি প্রাণায়াম আদি যোগ পদ্ধতির একমাত্র কারণ, কারণাব্ধিতে আপনি কৈবল্যময় রূপে অনন্ত শয্যা করিয়া থাকেন। আপনি জলচর সঙ্কুল জলনিধি, আপনিই বিধির বিধি, প্রজাপতি আদি সকলই আপনার উৎপাদিত। হে জগৎপতি! আপনি অগতির গতি, পতিত পাবন নাম আপনার অনন্ত মহিমার সার্থকতা

সম্পাদন করে। আপনি বিশ্ব প্রপঞ্চের মূলাধার, আপনি সারাৎসার, আপনি ভূভার হরণ করিতে যুগে যুগে সাকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; ঋষিগণ আপনাকেই কৈবল্যময় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন কমললোচন! বংশীবদন! আপনার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিতচরণ বিশ্বপ্রপঞ্চের বাঞ্ছনীয়, দ্রবময়ী গঙ্গা আপনার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভব হইয়া ভবনিস্তারিণী হয়েন। গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন ব্যতীত কেহই আপনার আনন্দ মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারে না। পীতবসন! জলদবরণ! অতএব জ্ঞানান্ধ দাসের দোষরাশি মার্জ্জনা করিয়া নিজগুণে অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

মহাত্মা সহদেব এইরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিলে চেদীরাজ শিশুপালের বক্ষে যেন সহস্র কালসর্প দংশন করিতে লাগিল। নরপাষণ্ড ক্রোধাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভীষ্মের প্রতি প্রচণ্ডস্বরে কহিল, ভীষ্ম! এটা কি তোমার ন্যায়ানুগত কার্য্য করা হইল? বাসুদেবের প্রতি তোমার কি একবারেই দেবত্ব ভাব জন্মিয়াছে না—শ্রীপতিকে রাজচক্রবর্ত্তী বোধে তুমি একবারেই নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছ? গঙ্গানন্দন! ধন্য তোমার নির্ব্বাচন-শক্তি! উচ্চশ্রেণীর লোক সত্বে তুমি অধমপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হইলে কেন? নীচাশয় কৃষ্ণ কোন্ মহত্বতায় এই মহৎগৌরব লাভ করিল? ভাল, যুধিষ্ঠির! তোমারও মনেরগতি কি নিম্নগা সূতের মনের সহিত নীচগামী হইয়াছে? তুমি রাজসূয় যজ্ঞ কি রাজঅসম্মানেরজন্য করিয়াছিলে? বিপুল সমাজে রাখালপূজা করিতে একটুকুও লজ্জাবোধ করিলে না! রাজন্! তোমার সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশীলতা আজ রাজসূয় সভায় ধ্বংসহইল, তুমি কুরুবংশের উজ্জ্বল মুখে চির কালিমা ভরিয়া রাখিলে। আচ্ছা, কৃষ্ণ! তুমিও এই সভা মধ্যে কিরূপে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া অর্ঘ্য সম্মান লইলে? আপনার যোগ্যতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলে না! শিশু মতি পাণ্ডবের অর্চ্চনায় তুমি কি জগৎ-অর্চ্চনীয় হইবে? দ্বারকাপতি! ক্লীবের দার পরিগ্রহণ, বধিরের সঙ্গীত শ্রবণ, আর অন্ধ জনের রম্য বস্তু দর্শন, যেমন উপহাস্যাস্পদ হয়, তদ্রূপ এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহও তোমার পক্ষে উপহাসনীয় হইয়াছে। যাহাহউক, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরতা, ভীষ্মের বিজ্ঞতা, ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। এক্ষণে সমানে প্রস্থান করা উচিত।

শিশুপাল এই বলিয়া ভীষ্মাদি মহাত্মা গণের প্রতি তীর্য্যক দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কতিপয় রাজগণ সহিত সভাহইতে নির্গত হইতে থাকিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া তাহার গতিরোধ করত কহিলেন, মহীপাল! লোকপাল নারায়ণের অর্চ্চনায় পিতামহের প্রতি ভৎসনাকরা আপনার উচিত হয় নাই। পরম পিতা যে কি পরমবস্তু পিতামহ সেমর্ম্ম অবগত আছেন। আপনি তত্ব বিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া রাধাকান্তের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। রাজন্! ধৈর্য্য-ধরুন; জগন্নাথের সম্মানে যজ্ঞ কোন্ ছার, কোটী কোটী শিব-ব্রহ্মাও উঁহার পদারবিন্দ স্মার করিয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ এইরূপে শিশুপালকে সান্ত্বনা করিতে থাকিলে মহাবীর ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিদ্বেষী জনের সম্মান বর্দ্ধন করিতেছ কেন? ধর্ম্মবৈমুখ জন কি ভক্তি দানের পাত্র? যে মঙ্গলময় বাসুদেব সমস্তজগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের কারণ; যিনি চরাচর গতি, বিশ্বপতি, এবং ভূতনিচয়ের অনুষ্ঠাতা হয়েন; যিনি শক্তি বীজ হইতে বারম্বার অপারজগতের মূলস্থাপন করেন; তাঁহার নিগুড়ত্ব জ্ঞানান্ধ-ব্যক্তির কিরূপে গোচর হইতে পারে? বৎস! বেদমধ্যে অগ্নিহোত্র, বারিমধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র এবং ছন্দমধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত হয়েন; জগৎমধ্যে জগদীশ্বর তদ্রূপ মহাপুরুষ বলিয়া নির্ণীত। শিশুপাল নির্ব্বোধ, তজ্জন্যই ভুপাল-মান-গর্ব্বিত হইয়া পতিতপাবনের প্রতি বিরূদ্ধ ভাব প্রকাস করিতেছে।

মহাজন ভীষ্ম এই কথা বলিলে অর্ঘ্যদাতা সহদেব রোষ কষায়িত লোচনে কহিলেন, কি! কেশী নাশন কেশবের অর্চ্চনায় কে অবমাননা অনুভব করে? কোন্ নীচাশয় যমালয় গমনে অগ্রসর হইয়া থাকে? নরকের অগ্নিময়ভুবনে বাস কোন্ নর-প্রানীর বাঞ্ছনীয়? যাহাহউক, আমি কৃষ্ণবিদ্বেষী জনের মস্তকে এই পদ প্রহার করিতেছি, যাহার ক্ষমতা থাকে, সে সম্মুখীন হইয়া ইহার সমুচিত প্রতিশোধ প্রদান করুক্।

সহদেব এইবলিয়া ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিলে উপরিচরগণ উপর ধাম-স্বর্গ হইতে কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শূন্যবাণী আকাশ-যবনিকার

অন্তরাল হইতে সহদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন—বৈষ্ণব হৃদয়ে বিষ্ণু নিন্দা আর সহ্য হইল না—দেবর্ষিনারদ কহিতে লাগিলেন, কি পরিতাপের বিষয়! শ্রীপতিযে জগৎপতি ইহা কি এখনও মূঢ়মতিদের অবিদিত আছে! তাহাদের চর্ম্মচক্ষু কি কেবল অসার মৃত্তিকায় প্রস্তুত! যাহাহউক, যে দুরাত্মা, হরি-পরায়নতায় বৈমুখ, সে ভারত-লোকারণ্যে যে একটি বিষ বৃক্ষ, তাহার আর সন্দেহ কি?

দেবর্ষিনারদ এইবলিয়া ক্ষান্ত হইলে ধীমান্ সহদেব ক্রমান্বয়ে পূজনীয় ব্যক্তি নিচয়ের পূজা সমাপন করিলেন—শিশুপালের মর্ম্ম স্থলে লৌহ কণ্টক ফুটিতে লাগিল—মহাবল আরক্তনেত্র হইয়া রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভূপাল গণ! তোমরা কাহার মুখ অপেক্ষা করিতেছ? তোমাদের রক্ত-মাংস-অস্থি যদি আর্য্য শোণিতের বিন্দুমাত্র লইয়া গঠিত হইয়া থাকে, রাজ কলঙ্ক দূর করিতে যদি তোমাদের স্থিরমস্তিষ্ক আলোড়িত হয়, তবে বীরতায় বদ্ধ-পরিকর হও; আমি তোমাদের সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবসহিত যাদব দুর্ম্মতিকে ভবধাম হইতে নির্ব্বাসন করিব। শিশুপালের এইকথা শুনিয়া কৃষ্ণবিরোধী নৃপতিগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। শতশত শাখা সভা হইয়া দুষ্টরাজগণ কর্ত্তৃক রাজসূয়যজ্ঞ বিঘ্নতার মন্ত্রণা হইতে লাগিল।

যজ্ঞনায়ক যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ কার্য্যে এইরূপ রাজবিপ্লব দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ঐ দেখুন, দুষ্ট রাজারা দল বদ্ধহইয়া কুমন্ত্রণা করিতেছে; বোধহয়, রাজ-সাগর হইতে সমরের মহা তরঙ্গ উঠিবে। অতএব আর্য্য! বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যকার্য্য করুন, রাজসূয় ঘটনায় যেন দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, কুমার! চিন্তা পরিহার কর; যজ্ঞেশ্বর যখন এই যজ্ঞের ঈশ্বর, তখন তোমার আবার বিঘ্নশঙ্কা কেন? চরম কালে লোকের যেমন বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, মহীপাল শিশুপালও তেমন শমনের চির-নিরানন্দ ধাম গমনের পদ প্রসারণ করিতেছে। রাজন্! জগন্নাথই জাগতিক-ভূতবর্গের উৎপত্তি-বিনাশের কারণ, অতএব অনীশ্বরবাদী শিশুপাল এখনই কাল সদনে গমন করিবে।

মহাজ্ঞানী ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া শিশুপাল আঘাত প্রাপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধহইয়া উঠিল। নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র শান্তনবকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভীষ্ম! একেবারে মতিছন্ন হইয়াছ। ত্রিলোক বিজেতা রাজগণসত্বে হীনসত্ব উপাসক হইলেকেন? উচ্চ প্রকৃতি কুরুবংশে তুমি প্রকৃত কুল পাংশুল, তোমার বুদ্ধি বৃত্তির প্রত্যেক অংশ অধর্ম্মের সারাংশ দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ভাল, কৌরবাধম! তুমি কোন্ ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রাহীহইয়া কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়িলে? কংসারির কংস-বধাদি অপকীর্ত্তি নিতান্তই কি তোমাকে ঐষী শক্তি দর্শাইয়াছে? নির্ব্বোধ! তোমার হৃদয়ে আর্য্যভক্তির লেশমাত্র নাই বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের মণি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারনাই, নিজেওক্লীব এবং স্বভাবও তোমার ক্লীবত্ব পরিচয় দান করিতেছে। পাপীষ্ঠ! তুমিইত কাশীরাজের কন্যা অপহরণ করিয়াছিলে, তুমিইত ভ্রাতৃবধুর যৌবন তরঙ্গে তপস্বীর প্রেমতরী ভাসাইলে; সুতরাং বৃদ্ধ-দশায় তোমার এমন নীচ বুদ্ধির অভ্যুদয় না হইবেই বা কেন? যাহাহউক, দুরাত্মা! এখন আত্ম সাবধান হও, লোকপাল শিশুপাল হৃদয়ে ক্রোধের শিখা উদ্দীপন করিও না।

শিশুপাল ভীষ্মের প্রতি এই বলিয়া স্বপক্ষীয় প্রমাণ সম্পাদক একটি হংস উপন্যাস বলিলে মহাবল বৃকোদর সকোপ কম্পিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক আয়তলোচন লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল, ললাট দেশে ত্রিশিখাভ্রূকুটী ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পবননন্দন পবনের বেগ লাঘব করিয়া শিশুপাল সমীপে গমনোদ্যোগ করিলে ধীমান্ ভীষ্ম ভুজ প্রসারণ করত "ধৈর্য্য ধর" বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন—মহাতরঙ্গ কূলের অঙ্কে মিশাইল—কুন্তীনন্দন গঙ্গানন্দনের প্রবোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আসন্ন মৃত্যু শিশুপাল দেখিয়া শুনিয়া আরও কুপিত হইয়া কহিল, ভীষ্ম! ভীমসেনকে নিবারণ করিয়া শমনের উপস্থিত গ্রাস নষ্ট করিলে কেন? একবার ছাড়িয়া দাও, ভীম বীরের বীর গরিমা অপহরণ করিয়া বৃকোদর-বিজেতা পদ গ্রহণ করি।

মহাবীরভীষ্ম শিশুপালের এই গর্ব্বিত কাহিনী শুনিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, বৎস! কুলাধম শিশুপালের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ কর, দর্পহারী ইহার চিরদর্প হরণ করিবেন। দুরাত্মা, বিষ্ণুতেজস্বী বলিয়াই এত দূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভীম! জন্মকালে এই পাপাত্মা চতুর্ভুজ-ত্রিলোচন হইয়াছিল এবং "বিকৃতিনাশক ইহার বিনাশক হইবে" বলিয়া শূন্যবাসী অদৃশ্য ভূত অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন—দৈববাণী চন্দ্র-মসীতে অঙ্করিত হইয়া রহিল—শিশুপাল জননী দৈববাণী পরীক্ষা জন্য ঐ দুষ্টকে সমাগত রাজগণের অঙ্কে অর্পণ করিতে লাগিলেন—আকারগত বৈলক্ষণ্য তবু স্বভাবে আসিল না—বিকৃতি শিশুর পিতা মাতা সংশয়ের অগাধ সরোবরে ভাসিলেন। এমন সময়ে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত—বিকৃতি ভার বসুন্ধরার অসহ্য হইয়া উঠিল—বসুদেবকুমার বাসুদেব তথায় উপনীত হইয়া অদ্ভুতকুমারকে অঙ্কে ধারণ করিলেন—ভবিতব্য আপনি আসিয়া উহার বিকৃতি আকার লীন করিল—শিশুপাল-জননী দৈববাণীর পক্ষপাতী হইয়া চিন্তাভিভূত হইয়া পড়িলেন—হৃদয় ব্যাকুল হইল—বৃষ্ণিদুহিতা ভ্রাতুষ্পুত্র চক্রপাণীর নিকট পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন—দয়াময় চিরদয়ার অধীন—ভাবিয়া চিন্তিয়া "শিশুপালের শত দোষ মার্জ্জনা করিব" বলিয়া পিতৃস্বসার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন সেই মহাতেজই শিশুপালের প্রবলতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বীরবর! অপেক্ষা কর, বোধ হয় সময় পরিপূর্ণ; পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ এখনই উহার দর্প চূর্ণ করিবেন।

কৃষ্ণনিন্দুক শিশুপাল ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল, ভীষ্ম! তোমার প্রকৃতি কি ঘৃনাকর কুপথ অবলম্বন করিয়াছে! রসনা যে রূপেই হউক, কৃষ্ণ উপাসনা করিতে অকৃতাঞ্জলি নহে। স্তাবক! স্তুতিবাদই যদি তোমার স্বভাবসিদ্ধ, তবে সিদ্ধর্ষি-মহর্ষি গণ সত্বে অসৎ আরাধনা করিতেছ কেন? যদি বীর ভাবিয়া ভীরুতা করা তোমার স্বভাব সম্মত হয়, তবে কর্ণ-দ্রোণ-কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যোধগণ কি তোমার উপাসনার পাত্র নহেন। ভীষ্ম! ক্ষত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি এত চাটুতাপ্রিয় কেন? আর্য্য জাতির তেজস্বী প্রকৃতিতে তুমি সর্ব্ব প্রথমেই জলাঞ্জলি দিলে। বস্তুত দুর্ব্বল ব্যক্তি হীনতা

ভিন্ন কোথায় সম্মান লাভ করিতে পারে? তুমি চাটু গুণে এখনও জীবিত আছ, নতুবা এতক্ষণ মহাকালের বিকট বদনে প্রবেশ করিতে হইত।

শিশুপাল এই বলিয়া ভুলিঙ্গ পক্ষির উপন্যাস কহিলে ভীষ্ম বীর নিরন্তর কটূত্তর শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"আমি আৰ্য্য যুবাগণের করুণা প্রসাদে জীবিত আছি" প্রকৃত বটে, কিন্তু এই বীরপূর্ণ মহাসভায় অসাধু রাজাগণকে তৃণ তুল্যও বোধ করি না।

বীরসিংহ ভীষ্মের এই মৰ্জ্জাবিলোড়িনী কথা শুনিয়া দুষ্টগণের মর্ম্ম-স্থলে তীক্ষ্ণ ছুরীকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধানলে হৃদয়ের গভীর শান্তিরস শুকাইয়া গেল। ভীষ্মবিরাগী রাজগণ চতুর্দ্দিকে মার্ মার্ শব্দ করিয়া উঠিলেন— মহানলে ঘৃত কুম্ভ টলিয়া পড়িল—ভীষ্মবীর আরও অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহীপালগণ! শারদীয় মেঘমালার ন্যায় শুষ্ক গর্জ্জন করিতেছ কেন? বাহুতে বল থাকে, তূণীরে শর থাকে; সমরে অগ্রসর হও। তোমাদের আর্ত্ত-নাদ শুনিতে শমন উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বীরপুত্র ভীষ্মেরগণ জলবিম্বের প্রতিনিধি নয়, বাণী যন্ত্রের প্রধান সঙ্গীত বলিয়া ভারত পরম সঙ্গীত করিয়া থাকেন। বৰ্ব্বরগণ! আমি তোমাদের মস্তকে সহস্র পদ প্রহার করিতেছি, ত্বরায় কটিবন্ধন কর, অথবা আর্য্য পূজিত গদাধরের বিরুদ্ধে শর বর্ষণ করিয়া নর-লীলায় অবসর হও।

ভীষ্মের এইকথা শুনিয়া শিশুপাল স্বদলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, বীরেন্দ্রগণ! গঙ্গানন্দন নিরন্তর কেবল দুর্ব্বল যাদবের গুণকীর্ত্তন করিতেছে। দামোদরের প্রতি ঈশ্বরত্বভ্রম মৃত্যুকালেও ভঞ্জন হইল না। অতএব আইস, অগ্রে পঞ্চপাণ্ডব ও পঞ্চপাণ্ডবের ঈশ্বরবধ করিয়া পরে নিরীশ্বর দুর্ম্মতিগাঙ্গেয়কে শরবর্ষণে সংহার করিব। শিশুপাল ভূপালচয়কে এই বলিয়া কৃষ্ণকে বলিল, জনার্দ্দন! অগ্রসর হও, চেদীনাথ শিশুপাল তোমার শিরশ্ছেদ করিতে এই মুক্ত-অসির অৰ্চ্চনা করিতেছে। গোপাল! তোমার ইন্দ্রজাল আজ লোকপাল গণের হস্তে ছিন্ন হইবে, তোমার হৃদয়ের উপর শকুনি গৃধিণীর ভৈরব কলরব শুনিতে পাইব; কৃতদাস পাণ্ডবগণেরও আজ রক্ষা নাই, যজ্ঞশালার বিশাল বক্ষে মিত্রচিতা (কৃষ্ণ-পাণ্ডবের চিতাদ্বয়) প্রজ্জ্বলিত হইবে।

দুরাত্মা শিশুপাল বিশ্বলোকপাল কৃষ্ণকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মধুসূদন মৃদুমধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, নরেন্দ্রগণ! এই কুলাঙ্গার যদুকুলের চিরশত্রু, কিন্তু বিশ্ববিজেতা যাদব ইহার বিন্দুমাত্র অপকার করে নাই। নরাধম, নরোত্তম ভোজ ভূপতির রৈবতক বিহার কালে তাঁহার অনুচরগণকে বন্ধন-বিনাশ করিয়া ঘোর শত্রুতার সূত্রপাত করে। আরও দ্বারকাবাসী যদু-বীরগণের প্রাগ্জ্যোতিষপুর গমনকালে পুণ্যভূমি দ্বারবতীতে দুর্জ্জন, অগ্নি সংলগ্ন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আমার পিতৃযজ্ঞের বিঘ্নসাধনে যজ্ঞঅশ্বও অপহরণ করিয়াছিল। আবার পৌরবরাজ্য গামিনী অক্রূরমোহিনীকে পথি মধ্যে বলাৎকার করিয়া ধরাধামে পশুতার পরিচয় প্রদান করিল। মহীপালগণ! নরাধম শিশুপাল নিতান্ত ভূপাল কুল গ্লানি। করুষ রাজার পরিচ্ছদ পরিধানে করুষ-রতা বিশালাধিপতির ভদ্রা কন্যাকে হরণ করিয়াও যারপর-নাই পাপগ্রস্থ হয়। অনন্তর রুক্মিণী-পরিণয় রহস্য কে না বিদিত আছ? যাহাহউক, পিতৃস্বষার অনুরোধে অবোধকে বারম্বার অব্যাহতি দিয়াছি। অদ্য মূঢ়মতি শিশুপাল অবশ্যই কাল ভবনে যাত্রা করিবে।

আসন্নমৃত্যু দমঘোষকুমার বীরঅবতার হরির মুখে মর্ম্ম কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিল, বাসুদেব! তুমি কোন্ লজ্জায় রুক্মিণী-হরণ রহস্য এই সদস্য মণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিলে? ভাল, কৃষ্ণ! তুমি বৈদর্ভী-পরি-ণয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট যশঃ লাভ করিয়াছ নাকি? অন্যপূর্ব্বা বিবাহ করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিতেছ! হরি! হরণ কার্য্য তোমার বড় অভ্যস্ত, নতুবা দুরাচার পাণ্ডবগণ তোমার পরমভক্ত হইবে কেন? "সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়" বিধি ইহা চিরলিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাহউক, শ্রীপতি! তুমি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা আদি সকল দুষ্যতার নায়ক। তোমার মহা পাপের ভার বসুন্ধরা আর ধারণ করিতে পারেন না। অতএব পামর! আজ তোর দস্যুতার দুষ্যফল হস্তেহস্তে প্রদান করিব। আমার যদুবিজেতা মহাযশঃ নিজবংশ চির কাল বহন করিয়া আসিবে। মূঢ়! এখন আর চিন্তা করিস্ না, মৃত্যুকালে একবার মহিষ মর্দ্দিনী মহেশ্বরীকে স্মরণ কর্। ভূলোক, গোলোক চতুর্দ্দশলোক সহায় করিলেও তোর আর রক্ষা নাই; আমি সাগর শোষণ করিয়া, মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া, ভূধর

অধীর করিয়া তোকে সংহার করিব। জগতে কার সাধ্য আমার এই মহৎ প্রতিজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে? সদাগতি গতিরোধ কর, তেজঃরাশি সতেজ নয়নে চাও, প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ থাক; আজ আমি মহাসমরে পাণ্ডব সহিত পাণ্ডবমিত্রের প্রাণ বিনাশ করি।

শিশুপাল এইরূপ বীরত্ব আস্ফালন করিলে মধুসূদন অরি নিসূদন সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন—শিশুপালের আয়ু সূর্য্য অস্ত হইল—চক্রায়ুধ চক্রপাণীর পাণিদেশে অধিষ্ঠিত হইলে ভগবান্ কহিলেন,—শিশুপালের শত অপরাধ মার্জ্জনীয় বলিয়া পিতৃস্বষার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আজ সেই সংখ্যা সম্পুর্ণ, পুণ্যশীল-হিংস্নক শত্রুর অপরাধ এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আয়ুধরাজ! তুমি সত্বর শিশুপালের শিরঃচ্ছেদ কর। মহাচক্র সুদর্শন জনার্দ্দনের আজ্ঞা প্রাপ্তে শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন করিলে ছিন্ন শিরা শিশুপাল ভূতল শায়ী হইয়া পড়িল—তাড়ীতেই তাড়িতাকর্ষিত হয়—কৃষ্ণতেজের অপ্রমিত আকর্ষণে শিশুপালের দৈহিকতৈজস কৃষ্ণ পাদপদ্মে লীন হইয়া সভাজনকে বিস্ময়াভিভূত করিল—প্রকৃতিও ভয়ঙ্করী বেশ ধারণ করিয়া উঠিলেন—শিশুপাল নিধনেই বিনা মেঘে বারি বর্ষণ, ভীষণ বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ অলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল—তেজস্বীতাই দুষ্ট দমনের মূলমন্ত্র—বিষ্ণুতেজের ভৈরব কাণ্ড দেখিয়া যুবরাজগণ আপনাপনি নীরব হইল। ধর্ম্মাত্মা গণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পরস্পরা কৃতার্থন্মন্য হইলেন—শিশুপাল সংহারের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের উপসংহার—রাজরাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির সার্ব্বভৌমপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমেক্রমে আমন্ত্রিত নৃপতিগণকে সবিনয় ও যথা সৎকারে বিদায় করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটের; ধনঞ্জয়, যজ্ঞসেনের; ভীমসেন, কুরুকুলের, সহদেব, আচার্য্যত্রয়ের; নকুল, সপুত্র সুবল রাজের; অভিমন্যাদি কুমারগণ অপরাপর রাজ বৃন্দের এবং সর্ব্ব সহিত ধর্ম্ম নন্দন বসুদেব নন্দনের অনুশরণ করিলেন। কেবল মাত্র শকুনী-দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মনন্দনের প্রণয়ানুরোধে রহিলেন।

এইরূপে যজ্ঞ ব্যাপার সমাপ্ত হইলে একদিন মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাগত হওয়ায় যুধিষ্টির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! মহর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন—রাজসূয় যজ্ঞপরে দিব্য (বজ্র পতন) আন্তরীক্ষ (ধূমকেতু উদয়)

পার্থিব (ভূমিকম্প) এই ত্রিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবে। কিন্তু শিশুপাল কাল কবলে গমন করিতেই কি সকল উৎপাতের শান্তি হইল? তাঁহার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিতে লাগিলেন ;—

যশঃ কীর্ত্তিমান্, কুরুকুল কেতু,
শ্রবণ ভাণ্ডার ভরি ;
ভবিষ্য কাহিনী সযত্নে সঞ্চহ,
স্মৃতির চরণ ধরি।
জ্ঞান-কুঞ্জ ধাম, ব্রহ্মার নন্দন,
চির সত্যতার খনি—
দিব্য আন্তরীক্ষ্য, পার্থিব বিগ্রহ,
হ'বে ধীর শিরোমণি !
ব্যাপি অহর্নিশা, ত্রয়োদশ বর্ষ,
দুর্দৈব বিপ্লব রাশি ;
মাতৃ ভূমি কোলে, কাল খেলা খেলি
গ্রাসিবে সুখের শশী।
এরূপে কুবর্ষ, ধরা রাজ্য ছাড়ি,
প্রস্থানিলে শান্তিধাম ;
সেই সন্ধি কালে, সন্ধির শবদ,
ধরাতে ইহবে বাম।
কৌরব পাণ্ডবে, রণ রজঃ ছটা,
উঠিবে উৎস আকার ;
ভীমার্জ্জুন বলে, বীর প্রসূধরা,
বহিবে বৈধব্য ভার।
পরমান তার, তারাহার খুলি,
রজনী পশিলে ঘরে ;
স্বপ্ন যোগে তুমি, হেরিবে ত্রিশূলী,
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে।

বৃষে আরোহণ, শমন নিবাস-
দক্ষিণ নিরখে ঈশ ;
হেরি নরনাথ! ভয় পরিহর,
তিনি কাল জগদীশ।
তমোগুণে হর, বিহরয়ে বিশ্ব,
সেই মহাকাল রূপে;
জগতের জন, নীমগন হয়,
তাঁর অন্ধতম কূপে।

মহাত্মা পরাশর সুত এই অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশ করিয়া কৈলাশধাম প্রস্থান করিলে যুধিষ্ঠির একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধনের অভিমানাগ্নি ভবিষ্যৎ আকাশের ধূমকেতু স্বরূপ হইয়া উঠিল—শকুনীর সহিত দুর্য্যোধন ইন্দ্র প্রস্থে কাল হরণ করিতে থাকিয়া একদিন সভা ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের পরম কৌতূহল জন্মিল; কুরুনাথ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শকুনীর সহিত সভা দর্শনে বহির্গত হইলেন—অসুর শিল্পতা তাঁহাকে লজ্জার গভীর নীরে মগ্ন করিল—মহীপাল মহাসভার অপূর্ব্ব কৌশল প্রভাবে জলাশয়ে স্থল, স্থলীয়বিভাগে জল, ভীত্তিতে দ্বার এবং দ্বারদেশকে প্রাচীর অনুমান করত বড়ই অপ্রতিভ হইলেন—উপহাস এই খানেই পাণ্ডববিরুদ্ধে সর্ব্বনাশের কাজ করিল—ভীমাদি তরুণ যুবাগণ দুর্য্যোধনকে জলমগ্ন ও ভীত্তিতে পতন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—গভীর হৃদয় রহস্য ঘটনায় পরিচালিত হইল না—ধর্ম্ম-ভীত যুধিষ্ঠির তাহাতে দুঃখিত হইয়া ভৃত্যগণের দ্বারায় দুর্য্যোধনকে পদে পদে উদ্ধার করিয়া দিলেন—অভিমানী হৃদয়ে লজ্জার বর্ষামূল প্রবেশ করিল—দুর্য্যোধন সেইক্ষনে যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সৌবলের সহিত হস্তিনা রাজ্যে গমন করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "প্রায় সমাসন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োহি পুংশাং মলিনী ভবন্তি" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনানগরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পর্ব্ব রাজসূয়পর্ব্ব অর্ঘ্যাভিহরণ পর্ব্ব ও শিশুপালবধ পর্ব্ব; কুরুবংশে রাজসূয় যজ্ঞ নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

উনবিংশ সর্গ।

হস্তিনা—পাণ্ডব নির্ব্বাসন।

(অদৃষ্ট বিজয়)



"প্রায় সমাসন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োহি পুংষাং মলিনী ভবন্তি"

বিদ্যা-বুদ্ধি-বিক্রমাদি সবদিন সমভাবে থাকে না, কালবশে সকলি বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।—যুধিষ্ঠির অদৃষ্টচক্রকে কাল দুঃখের পথে ফিরাইয়া দিলেন, রাজা পরমজ্যোতির্ব্বেদ সহদেবের নিকট ভবিষ্যকাহিনী না জানিয়া কপটপাশায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন;—মহারাজ দুর্য্যোধন দানবী সভার কূট কৌশলে অপ্রতিভ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অসূয়াপরবশ হইয়া অভিমানপূর্ণ দূষিত অন্তরে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য! আমি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনা নগরীতে কি অবসাদ নিদ্রা লইতে আসিলাম! রাজসূয় যজ্ঞ দেখিয়া কি আমার সকল যোগ্যতা শক্তি কি অযোগ্য হইয়া পড়িল! আমি কাপুরুষ, আমার অনুরাগাগ্নির উজ্জ্বল শিখায় তৃণ মাত্রও নাই। পাণ্ডবরাজলক্ষ্মী আমাকে চিরদাস করিয়া তুলিয়াছে!

দুর্য্যোধন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার কঠিনতর প্রহারে বিবর্ণ হইয়া উঠিলে সৌবলেয় শকুনী স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! তোমার বদন কান্তি মলিন হইতেছে কেন? কি দুঃখে নিরানন্দ সাগরে হৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, মাতুল! আর জিজ্ঞাসা করেন কি! অন্তর্জগতের সুখ শান্তি ঈর্ষা প্রলয়ে ডুবিয়া গিয়াছে, কে যেন আমার সুধার পাত্রে গরল ঢালিয়া দিলে। উঃ কি অনুতাপের বিষয়! দুর্য্যোধন ধমনীতে কি কৌরবরক্ত বহমান

হয় নাই, কুরুবংশের গভীর অভিমান কি আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই, সমরক্তধারী সম পরাক্রমী হইয়া জ্ঞাতিত্বের দাসত্ব মূল্যে দেহ বিক্রয় করিলাম, চির জীবন্ত কৌরব রব পাণ্ডবশব্দে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল! যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই পাণ্ডব জয় শুনিয়া, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই বৈরবৈভব দেখিয়া আমি শূন্য মনে অন্ধকার দেখি; আমার হৃদয়শোণিত শুকাইয়া যায়। সে মূঢ়, সে বর্ব্বর, সে পামর, যে জ্ঞাতি উন্নতির জয়ধ্বনি করিয়া থাকে; সে ভীরু, যে জ্ঞাতি উন্নতিতে পদাঘাত করিতে না চায়। আর্য্য! বরং ভিক্ষা ভার বহন, বরং অনলে প্রাণ সমর্পণ, বরং জলধির অতলগর্ভে চিরশান্তি গ্রহণ মঙ্গল; তবু চক্ষুঃশূল জ্ঞাতি ঐশ্বর্য্য কখনই সহ্য কর নহে। অতএব আমি আত্ম জীবন উৎসর্গ করিয়া একান্তই চির নিরাপদের উপসংহার করিব।

দুর্য্যোধন এইরূপ খেদ করিলে গান্ধার সুত শকুনী সবিনয়ে কহিল, বৎস! তোমার ও অভাব কি? কুরুকুলের চির রাজলক্ষ্মী তোমার সাম্রাজ্য-ফলকে পূর্ণমূর্ত্তিতে দর্শনদান করিতেছেন, যুধিষ্ঠিরত উপরাজত্বের অধীশ্বর; অতএব সেই অজাত শত্রুর বিরুদ্ধে তোমার শত্রুতা চরণ করা উচিত নয়। তিনি তোমার অনুরক্ত এবং জ্ঞাতি, জ্ঞাতিরঞ্জন শান্তি মূলক বলিয়া জগৎ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করে। নদীতীরে প্রকৃতির ডাক শুনিয়া প্রতিধ্বনি যেমন জাগিয়া-উঠে, নিজকুলের ব্যাকুলতা দেখিলে জ্ঞাতি হৃদয় সেইরূপ আকুলিত হইতে থাকে। মহাশত্রু হইলেও বংশীয় প্রেমবন্ধনী অজ্ঞাতসারে বন্ধন করে। বীরবর! পর সর্ব্বদাই পর, জ্ঞাতিপর হইলেও আপন; যে পরম্পরার জল-পিণ্ড এক-পিতৃলোক আশা করিয়া থাকেন, যে পরম্পরার যশঃ-কলঙ্ক বংশ প্রসূতী স্বহস্তে বিভাগ করিয়া দেন। বস্তুতই দেখ—যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রভুত্ব নিবন্ধন কুরুকুল কি সম্রাট বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইবেন না? অতএব কুমার! অভিমান পরিহার কর; সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমাকেও অক্ষয় আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছেন! স্বার্থ-পর লোকেরাই আত্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া পরচর্চ্চা করিয়া থাকে, তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির সেইরূপ অপথ অবলম্বন করা উচিত নয়। হস্তিনানাথ! হস্তিনা-ঐশ্বর্য্যের ও ত্রুটী কি? তুমি রাজচক্ষের স্বার্থপর-যবনিকা উঠাইয়া

দেখ—অর্থের ত কথাই নাই, তদ্ভিন্ন কুরুলক্ষ্মী স্বাভাবিক মনোহারিতায় ও বিশ্ববিজয় করিয়াছেন। পৌর্ণমাসী মাসান্তরে পূর্ণচন্দ্র-বিলাস করিয়া থাকেন, হিরণ্ময় হস্তিনা রাজভবন অহর্নিশি যেন শারদীয় শশী লইয়া ক্রীড়া করিতেছে! গৃহভীত্তিতে হৈমমালী আলেক্ষ্য সকলও কতই ভাবের ঢেউ তুলিতেছে! আবার কাচআচ্ছাদিত প্রকাণ্ড বাতায়ন শ্রেণী জ্যোতি সম্ভার লইয়া বিশ্বেরগভীর বিস্ময় রস ছড়াইতেছে! বীরেন্দ্র! আর ওদেখ, স্বর্ণজলষিক্ত পাষাণী গৃহতল প্রভায় রাজধানী যেন একটী স্বর্ণ প্রসবিনী উপদ্বীপ! এবং প্রবাল স্ফটিকের উচ্চতম স্তম্ভ শ্রেণী দেখিলে বোধহয় মণিমস্ত অসংখ্য বিষধর যেন স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া উঠিলে গৃহছত্ররূপ অযুত ফণা স্বভাবের ছায়া বিতরণ করিতেছে! তদ্ভিন্ন মনমোহিনী রাজলক্ষ্মী অগণ্য রত্নকলস লইয়া কুরুকুলের চির মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহামহা রথীগণ তোমার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রহরী স্বরূপ রহিয়াছেন। অতএব বীর! মর্ত্তলোকে ঈদৃশ অতুল প্রভুত্ব সত্বে তোমার উদাসব্যঞ্জক কথা কথনই সম্ভব পর নয়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মাতুল! আপনি আর হস্তিনা প্রভুতার জ্বালাময়ী পরিচয় দিবেন না, পাণ্ডব বৈভবের সহিত ইহা তৃণ তুল্য নয়, বরং পাণ্ডু কুল-মহারথ অপেক্ষা কৌরব রাজ্যে অসংখ্য বীর প্রহরী নিযুক্ত আছে। অতএব সেই সুযুক্তিরই পক্ষ সমর্থন করুন, আমরা অবিলম্বে অভ্যুত্থান করিয়া পাণ্ডব বিজয়ে গমন করি।

শকুনী কহিলেন, দুর্য্যোধন! পাণ্ডব সমর কি জয়মূলক পরামর্শ? তাহা কথনই-নয়। যে ভীষ্মাদির সুপরিচিত হস্ত হইতে ধনুর্ব্বেদ প্রসূত হইয়াছে, তাঁহারা পাণ্ডব বিদ্রোহে ধীর বাঞ্ছিত কল্যাণ কামনার অপক্ষ পাতী হইতে পারেন নাই। তবে একান্তই যদি সার্ব্ব ভৌম উপাধি রাজ পদাঘাতে চূর্ণ করিতে চাও, তবে অক্ষ ক্রীড়ার অব তারণা কর, দ্যুত কিক্রমী শকুনী তোমার মহা মঙ্গলালয়ের দ্বার মুক্তকরিবে।

গান্ধার রাজ-তনয় এই কথা বলিলে দুর্য্যোধনের হৃদয় স্রোত অস্তিখণ্ডের দিকে বহিতে লাগিল। তিনি সেই পিশাচী মন্ত্রনায় পিতৃসাহায্য লইতে শকুনীর

সহিত অন্ধরাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশ ক্রমে দ্যুত-বিনোদী শকুনী, রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! দাসের কথায় কর্ণপাত করুন, কুমার দুর্য্যোধনের দৈহিক সত্ব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, বীরবর হৃদয় মন্দিরের কি অমূল্যপদার্থ যেন বহুকাল হইতে হারাইয়াছেন। হয় না হয়, সম্মুখীন্ কুমার কে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের সুখ-সলীল কি পরিতাপে শুষ্ক হইল।

শকুনীর এই কথা শুনিয়া কুরুপতি, পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! সে কি? তুমি হৃদয়-দর্পণে কি দুঃখের করালমূর্ত্তি দেখিতেছ? সংসারের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ চির সহচরী, তবু তোমার উন্নতি গামিনী যৌবন-প্রতিভা মলিন হইয়াছে কেন?

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিত! দাসের অনুকুলে সর্ব্ব সান্তি প্রসন্ন কৈ? পাণ্ডুবংশের তীক্ষ্ণতর স্বাধীনতা শক্তি আমার হৃদয় মুল ভেদ করিয়াছে, আমাদের ভাবী অভ্যুদয় কাল করাল মুখ মেলিয়া গ্রাস করিয়াছেন। বাহুতে বলনাই, হৃদয়ে তাপমান যন্ত্রনাই, কার্য্যে উদ্যম নাই, সাহসে উদ্দীপনা নাই, বিপক্ষের কুললক্ষ্মী সকলই পদতলে দলিত করিয়া দিয়াছে। হায়! অতীত জগতে রাজদ্বারে যাহারা অন্ন বস্ত্রের ভিখারী ছিল, অদ্য তাহাদের ভিক্ষুক প্রাঙ্গণের নূতন আবির্ভাব দেখিয়া, আজ তাহাদের রাজ্য-সাশনার বীজমন্ত্র শুনিয়া, আমি অবনতির সহস্র যোজন গভীর তলে গিয়া পড়িলাম। তাত! কি ভয়ঙ্কর কথা! ভারতবর্ষের চতুষ্প্রান্ত ভারতাধম পাণ্ডবের করদ রাজ্য হইল! হরিশ্চন্দ্রের যশঃলক্ষ্মী বন্যকিরাতের অঙ্কশায়িনী হইলেন! সৌভাগ্যের বিষুবরেখা ইন্দ্রপ্রস্ত দিয়াই পড়িল! বস্তুতই শুনুন—দুর্ভাগ্যক্রমে সভা ভ্রমণছলেও আমি যারপরনাই অপ্রতিভ হইলাম, সভা-সৌন্দর্য্য দাসের-চক্ষে যেন ইন্দ্রজালের আবরণী পরাইল। আমি জলে স্থলে, ভিত্তি ও দ্বারে সহস্র সহস্র ভ্রমের অভিনয় দেখিয়া তাহাদের ক্রীড়া পুতুলি হইয়া দাঁড়াইলাম, বিশেষতঃ ভীমসেনের ভীমহাসি আমার বক্ষে অনন্ত দুঃখের চিতা জ্বালিয়া দিল। অতএব জনক! যে উপায়ে পাণ্ডব বিজেতা হই, তাহার সহানুভূতি করুন।

দুর্য্যোধনের বাক্য অবসান হইলে অক্ষবিৎ "শকুনী পাশাক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে নিঃস্ব নির্ব্বাসিত করিতে পারেন" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সঙ্কেত বলিল। দুর্য্যোধনও অগ্রসর হইয়া তাহাতে একাগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—রাজহৃদয় তবু বিচলিত হইল না—অম্বিকানন্দন নন্দনের প্রতি প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! জ্ঞাতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। পর হিংসাই আসন্ন আপদের পূর্ব্বগামিনী ছায়া। আর্য্যসূত সম্প্রদায় জাতীয় প্রেম, জাতীয় অনুরাগকে দেশহিতৈষিণী সুভানুষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করেন। দেশ-বন্ধুরা ভারত-ভ্রাতাদিগকে ঐ পথে যাইতেই তর্জ্জনী হেলন করিয়া দেখান। মাতৃদুগ্ধের সহিত আমাদের হৃদয়ে কুল কৌরবের বীজ বপন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি চির সদয়, সুতরাং দেশ বিপ্লব, জ্ঞাতিবিপ্লব ও ধর্ম্ম প্রবনতায় অনুমোদন করা কুরুবংশীয়দিগের উচিত নয়।

বিজ্ঞতম ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন সকাতরে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! এই কি আপনার রাজধর্ম্ম, না—এই আপনার অসি বিলাসী ক্ষত্রিয়কুলের কৌলিন্য প্রথার পরিচয়? কোন রাজা রাজত্বের শাসনী শৃঙ্খল হস্তে করিয়া বিচারে পক্ষপাতিতা, সুখ দুঃখে উদাসীনতা এবং শত্রু শাসনে অবহেলা করিয়া থাকেন। দেশ বিপ্লব ভয়ে কে কোথায় মাতৃভূমির অচল মমতা বিসর্জ্জন দেয়? অন্য গৃহে সহস্র দীপ জ্বলিলে কাহার শয়নমন্দির উজ্জ্বল হইয়া থাকে, পর্ণ কুটীর বাসী তপস্বীদের পক্ষেই বৈরাগ্যব্রত সুভপ্রদ, বীরাচারি রাজপুতগণের জন্য উহা কখনই মঙ্গলকর নয়, রাজন্! সমাজ-স্বাধীনতা স্থাপনাই রাজশোণিতের অগ্রতম উদ্দেশ্য, করদরাজগণের নিস্তেজশরীরেও উন্নায়ক বীররস অন্তঃশীলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে। আর্য্যরক্তের নিস্তেজস্বীতায়, স্বাধীনতার অনিবার্য্য পিপাসায় ভীরুবীরত্বের (অক্ষ রণ প্রভৃতির) ভূরি ভূরি অবতারণা হইয়া থাকে। কৌরবেন্দ্র! মহীন্দ্র যুধিষ্ঠির স্বর্গ বিলাসী মহেন্দ্রের ন্যায় মহাসাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন, অতএব অনুমতি করুন—হয়, অক্ষ নিপুণ মাতুল কর্তৃক তাহার মহা সাম্রাজ্য হরণ করি, না হয় জলধির অতল গর্ভ শৈত্য নিকেতনে গিয়া নিশ্চিন্ত হই।

পাণ্ডব বিরাগী দুর্য্যোধন এইরূপে অভিমানের সহিত পাণ্ডব দ্রোহীতা অনুরোধ করিলে ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ মহাত্মা বিদুরের মুখাপেক্ষা করায় শকুনী-দুর্য্যোধন তাহার প্রতিবাদ করিয়া কুরুনাথের ন্যায়নিষ্ঠচিত্তকে আপনাদের দিকে টানিয়া লইলেন—কৌরবের উৎসন্নপতাকা ভবিষ্যৎগগণে উড়িতে লাগিল—অম্বিকানন্দন অক্ষরণের অনুমতি প্রদান করিলেন। অরিন্দমী দুর্য্যোধনের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তিনি অবিলম্বে তোরণস্ফটিকা নামক সভা (অক্ষরঙ্গ ভূমী) নির্ম্মাণ করাইলেন—স্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণী ধৃতরাষ্ট্রের প্রাচীন ইন্দ্রিয়কেও আকর্ষণ করিতে লাগিল—ধৃতরাষ্ট্র অক্ষমন্দিরের পরি সমাপ্ত শুনিয়া বিদুরকে আহ্বান করত কহিলেন, ভ্রাত বিদুর! দুর্য্যোধনের পাশ-ক্রীড়ার একান্ত উৎসাহ জন্মিয়াছে, অতএব ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতাকে পাশ সমরে বরণ করিয়া আনয়ন কর।

রাজার এই কথা শুনিয়া নীতিবিশারদ বিদুর ভবিষ্য দুঃখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনার এ মতিভ্রম কেন? অক্ষক্রীড়া বিষম-অনর্থের মূল; দুরাচার ব্যসনে বিলুপ্ত হওয়া রাজবিবর্জ্জীত ধর্ম্ম। রাজন্! দিবারাত্রি দণ্ডপলাদি করিয়া লীলাস্থলে সময়ের স্রোত বহিয়া যাইতেছে; "জ্ঞানদেবী সময় গেল সময় গেল" বলিয়া জগৎকে জাগাইয়া তুলিতেছেন; তবু প্রপঞ্চবিশ্ব মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত, মহানিদ্রার সুখশয্যার তৃণবিন্দুর সংস্থান করে নাই: অতএব নরনাথ! এমন মূল্যবান সময় অপব্যয় না করিয়া নিত্যচৈতন্য লাভ করুন, লীলাস্থলের স্থূলচিন্তা চিন্তামণির চরণে মন দিন্। অগ্রজ! ধনরত্ন কি চরম সঙ্গী, না দেহই অবিনশ্বর, অনর্থক নশ্বর জীবনে বৃথা আড়ম্বর কেন? আপনি কখনই দুর্য্যোধন মতে অনুমোদন করিয়া পাণ্ডব বিবাদে হস্ত প্রসারণ করিবেন না।

মহাত্মা বিদুর এই সকল কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিবেকের বিন্দুমাত্র ও উদ্ভাবন হইল না; তিনি প্রফুল্ল মনে বিদুরকে কহিতে লাগিলেন, বিদুর! আমি দুর্য্যাধন প্রার্থনায় অবহেলা করিতে পারি না, প্রাক্তনের উপযুক্ত ফল পূর্ব্ব জগৎ হইতে মুকুলিত হইয়া রহিয়াছে, মানব প্রকৃতি কেবল উপলক্ষ মাত্র। তুমি সত্বর পাণ্ডব প্রস্থে গমন কর।

ভগবান্ বিদুর এইরূপে অন্ধরাজ কর্তৃক অনুমিত হইয়া রথারোহণে পাণ্ডব রাজধানী গমন করত দ্যূত সংবাদ বিদীত করিলে সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির এই বিষয়ের নানান্দোলন করিতে লাগিলেন—কাল বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল—রাজা আসন্ন বিপদের অগ্রগামিনী ছায়ায় পড়িয়া জ্যোতির্ব্বেদ সহদেবের নিকট ইহার ভবিষ্য ফল জানিতে ভুলিলেন; অপর কাহার হৃদয়েও এই সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রণার প্রতিবিম্ব পড়িল না; আর্য্যভক্ত যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বপরিজনে কৌরবনগরে গমন পূর্ব্বক মহাভ্যর্থণার সহিত তথায় একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন—দুর্ভাগ্যের কঠিন আবির্ভাব আকাশ পথে উড়িয়া আসিল—পাণ্ডবগণ মধ্যাহ্ন ক্রীয়াদি সমাপন করিয়া অক্ষরণ করিতে সভাস্থ হইলেন—তোরণ স্ফটিকা সভা অসংখ্য সভ্যগণের সমাগমে অবর্ণিত জোতিহার কণ্ঠে তুলিয়া লইল।

অনন্তর কুরুহিতৈষী পাশানুষ্ঠাতাগণ ও ভীষ্ম দ্রোণাদি জ্ঞান প্রদাতা সভ্যগণ সভাধিবেশন করিলে ভবিষ্যতের অক্ষনায়ক শকুনী-যুধিষ্ঠিরে অনেক বাগ-বিতণ্ডা হইয়া দুর্য্যোধন সুবলনন্দনের প্রতিভূ হওত অক্ষরণ স্থির হইলে ধর্ম্ম-নন্দন ও সুবল নন্দনে সর্ব্বনাশকরি দ্যূতঅভিনয় আরম্ভ করিলেন—দুর্ভাগ্য দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাজ ভাণ্ডার লুটিতে লাগিল—যুধিষ্ঠির যথাক্রমে অমূল্য রত্নহার, স্বর্ণপুরিত একলক্ষ অষ্ট সহস্র হৈমস্থালী, অক্ষয় ভাণ্ডার, রাশীকৃতস্বর্ণ, অদ্বিতিয় রাজরথ, শত সহস্র দাসী, সহস্র দাস, সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, মাসিক সহস্র মুদ্রা গ্রাহী রথীগণ, চৈত্যরথ দত্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব, সাধারণ বিমান সকল, শকট সমুদয়, সহস্র বীর পুরুষ, লৌহ পাত্রাবৃত চারিশতমণি, পঞ্চ দ্রৌনিক (বত্রিস-সের স্বর্ণ দ্রব্য সম্ভার পাত্র) সর্ব্বস্বহারিণী দ্যূতের গভীর খর্পরে বিসর্জ্জন দিলেন আত্মীয়ের প্রাণদগ্ধ হইতে লাগিল—মহাত্মা বিদুর আর ছলনার মহোৎসব দর্শন করিতে না পারিয়া দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষ বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করি-লেন, সভ্যগণও বিদুর অভিমতের সহস্র প্রকার পোষকতা দিলেন—তবু ভ্রমের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল না—যুধিষ্ঠির শকুনীর কথায় উত্তেজিত হইয়া আবার বদ্ধাসন হইয়া বসিলেন। সৌবলেয় দেবল-বল প্রকাশ করিলে ধর্ম্মনরবর ইহার পর অসংখ্য পরাদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা, গোঅশ্বাদি জীবনী বৈভব; সিন্ধুনদীর পূর্ব্বতীরস্থ

সমস্ত ধন, রাজভবন, জনপদভূমি ব্রহ্মস্ব ব্যতীত সাধারণ অর্থ, কুমারগণের অলঙ্কার, সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি, যথাক্রমে পঞ্চভ্রাতা এবং পরিশেষে সতীলক্ষ্মী দ্রৌপদীকে ও পাশাপণে পরাজিত হইলেন—তোরণস্ফটিকা সভা এবার হর্ষ-বিশাদের নূতন কণ্ঠী গলায় ধারণ করিল—দুষ্টদল জয়োৎসাহে উম্মত্ত, শ্রেষ্ট দল শোকের শাসনে আহুত প্রায় হইলেন; ধৃতরাষ্ট্র "কিংজীত কিংজীত" বলিয়া স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে থাকিলেন।

সত্যপ্রিয় যুধিষ্ঠির এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিশেষে পাঞ্চালীকেও পরাজিত হইলে ধর্ম্মদ্বেষী দুর্য্যোধন লোকলজ্জার প্রাচীন আবরণী ঘুচাইয়া হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, বিদুর! আর কাহার মুখ অপেক্ষা কর, তোমার শতবৎসর স্বস্তি বাচনেও পাণ্ডবের অধঃপতন আর ঘুচিবে না; পাশার অন্তঃশিলা প্রহারে আজ উহারা আপনাদিগকে কাঁদাইয়া তোমাকেও কাঁদাইল। যাহা-হউক, ক্ষীণ মধ্যা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে শীঘ্র আনয়ন কর, পাঞ্চালীর পদ্ম-হস্তের দাসত্ব উপভোগ করিয়া নব যুবক কুরুবীরেরা একবার পরম তৃপ্তিলাভ করুন। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া দূরদর্শী বিদুরের গভীর মর্ম্মস্থলে কাল-বিষধরী দংশন করিতে লাগিল, তিনি শোক তাপে হৃদয় গলাইয়া দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন—মরুভূমে বিফল জল প্রপাত হইল—কর্ণসখা-সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাতিকামীকে কহিলেন, প্রাতিকামি! তুমি হস্তিনা পাণ্ডব প্রস্থ হইতে দ্রৌপদীকে ত্বরায় আনয়ন কর। এই অবসরে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শরণ লইতে উপদেশ দিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। এদিকে প্রাতিকামী ও যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত "আমাকে সভাস্থ করিতে সভ্যগণের অভিপ্রায় কি" দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন বহন পূর্ব্বক রাজ সভাতে ফিরিয়া আসিলেন—হৃদয়ে শত সূর্য্য অংশুবৃষ্টি করিল—রোষ-সন্তপ্ত দুর্য্যোধন তাহাকে তিরস্কার করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, দুঃশাসন! ভীরু-প্রাতিকামীর হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তি নাই, পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে ভয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। বীর! তুমি অবিলম্বে সেই বরাননীকে সভা মধ্যে লইয়া আইস।

দুরাত্মা দুঃশাসন রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশা-

কর্ষণ করত রসব্যঞ্জক উপহাস করিতে করিতে সভাস্থ করিলে যাজ্ঞসেনী হা ধর্ম্ম! হা অর্জ্জুন! হা ভীমসেন বলিয়া ঘোর চীৎকার করত সভামধ্যে আনীত হইলেন—শ্যামাপ্রতিমা পাণ্ডবললনা সাধুগণের পক্ষে চিন্তা স্বরূপিণী হইয়া দাঁড়াইলেন—অন্তরস্থ লজ্জাগ্রন্থি গুলি খসিয়া পড়িল, কৃষ্ণা সুধামুখে বিষরস কল্পনা করিয়া লইয়া সভ্যগণ সমীপে দুঃশাসনকে গালীবর্ষণ করিতে লাগিলেন—রে অধম! রে কুলাঙ্গার! তুই কি প্রকারে সমাজ-সৌজন্যতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুলবধূর প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলি! ন্যায় পদ্ধতি তোর হৃদয় হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে! পাণ্ডবের যশ অপযশে কুরুবংশ কি অংশ ভাগী নয়! নীচাশয়! আমার কেশাকর্ষণ করিস না, বস্ত্র সম্বরণে অবসর দে; কুলবধূর লজ্জা লোপ করিয়া গৃহ লজ্জা তুলিস কেন? পামর! তোর এই দোষে ভবিষ্য ভারতে কৌরব চিতানল প্রস্তুত হইবে, পরাক্রমী পাণ্ডুনন্দনেরা স্ত্রী-সন্তাপের ভার কখনই সহ্য করিবেন না। আমার দুরদৃষ্ট বলিয়া দেবের অযথা শৃঙ্খল তাঁহাদের হস্তবন্ধনী হইয়া রহিয়াছে, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি গুরুজনও অবলা দূর্গতির কালীময় মুখ দর্শন করিতেছেন; নতুবা একবস্ত্রা-রজস্বলা দ্রুপদ রাজবালা তোদের রহস্য পুতুলি হইয়া সভায় অনাথিনী বেশে দাঁড়াইয়া থাকে!

দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া স্বামীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহাদের ক্রোধ উদ্দীপন করিতে লাগিলে দুষ্টগণ তাঁহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল—কণ্ঠ যন্ত্র আর নীরব রহিল না,—মহাত্মা ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুভগে! আত্ম পরাজিত ব্যক্তির অপরাজিত ধনে অধিকার নাই, কিন্তু স্ত্রীজাতিতে স্বামী অধীনতা বহন ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তিতে প্রতিজ্ঞাপালন উভয় সম্বন্ধ থাকায় কোন সভ্যই তোমার সাহায্যে মুক্ত উত্তর দান করিতে পারিতেছেন না।

দ্রৌপদী কহিলেন, আর্য্য! মহারাজ যুধিষ্ঠির আর্য্য ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ-বশম্বদ হইয়া যখন পাশা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অনুষ্ঠাতাগণের কুটীল ভাব যখনস্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছিল, তখন পাণ্ডবপতিকে কিরূপে ইচ্ছা-প্রতিশ্রুত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে! তিনি এই কথা বলিতে

বলিতে দুঃশাসনের আকর্ষণে আকুলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার এক একটী অশ্রুবিন্দু পাণ্ডবগণের সর্ব্বশান্তিকে বহুদূরে ভাসাইয়া দিল। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনেক অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন—আর্য্যভক্তি তবু স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিল না—ভীমসেন অর্জ্জুনের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ধ্যানমগ্ন ভৈরবের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন-সহোদর বিকর্ণ এই কালে পাণ্ডবগণের অনুকূলে কিছু পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সভাজন সে কথায় কর্ণপাত করিল কৈ, কর্ণবীর তাহাকে আরও তিরস্কার করিয়া দুঃশাসনের প্রতি পাণ্ডবগণের বস্ত্রালঙ্কার গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন—দস্যু-হস্ত ইতিপূর্ব্বে হইতেই অগ্রসর হইয়াছিল—এক্ষণে আশুরী কার্য্যে উন্মুখ হইলে পাণ্ডবগণ তৎক্ষণাৎ মূল্যবান বেশ ভূষা পরিত্যাগ করত সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দীনবেশ ধারণ করিলে পাপাশয় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করত তাঁহাকে উপহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দ্রৌপদি! আর অরণ্যে রোদনের ফল কি? ধর্ম্মনন্দন তোমার নব যৌবন পাশামন্ত্রে উৎসর্গ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি মহামূল্য বস্ত্রখানি দিয়া পতি-ব্রতের দক্ষিণান্ত কর। শ্যামাঙ্গিনি! আমি তোমকে মুক্তকেশী করিয়াছি, তুমি এখন পাণ্ডবগণের মানময় শবের উপর একবার দিগম্বরী হইয়া দাঁড়াও।

পাপাত্মা দুঃশাসন এই বলিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলে দ্রৌপদী কাতরস্বরে ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন—হে গোবিন্দ! আপনার চরণ যুগে দাসীর অসংখ্য নমস্কার। ভগবন্! আপনি বিশ্বদর্পহারী, আপনি বিশ্বলোকবিহারী, আপনার তারকব্রহ্ম হরিনাম লীলা স্থলির মূলধন। সনাতন! পতিতপাবন! আপনি মহাজন অকিঞ্চনে সমপক্ষপাতী; অতএব অভাগির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আজ কৌরবহস্তে পরিত্রাণ করুন। হা কমলা-পতি! হা যদুপতি! পতিসত্বে এই মন্দ ভাগিনী শত্রু হস্তে অবসন্না, পীতাম্বর! একবার করুণাকর হইয়া পাণ্ডব সখার প্রকৃত পরিচয় দিন। হে মুরারি! হে মধুকৈটভারি! হে ভবভয় ভঞ্জন! স্ত্রীজাতির মহাভূষণ লজ্জাশীলতা আজ কৌরব চক্রে রক্ষা করুন! দীননাথ! আপনি ভিন্ন অনাথ রমণীর আর আসন্ন বন্ধু কেহ

নাই, দীনবন্ধুতায় জয়ধ্বনি দিয়া একবার প্রসন্ন হও। ত্রিতাপহারি! গোলক-বিহারি! যেনাম ভবপারের প্রধান যন্ত্র, যে নাম কালদংশনের মহামন্ত্র, যাঁর অন্ত অনন্ত বদনে দিতে পারেন নাই, আপনার সেই মঙ্গলময় নামের অক্ষয় আলোক যেন ঘোর তিমিরে পরিণত না হয়। জীবনকৃষ্ণ! কৃষ্ণারমণীর আজ কৃষ্ণা-রজনী সুপ্রভাত করুন। কৌরব পীড়িতা কৃষ্ণা কুলমান রক্ষা করিতে এইরূপে কৃষ্ণ পদাশ্রয় লইলে অন্তর্যামী নারায়ণ শূণ্যগর্ভঅন্তরীক্ষ প্রদেশে থাকিয়া সদাব্রতের আশ্চর্য্য ফলদান করিলেন—সতীত্বের জয় পতাকা উড়িতে লাগিল—দুঃশাসনের আকর্ষণে যাজ্ঞসেণীর শ্যাম অঙ্গ হইতে শ্যাম-লোহিত ও পীত রাগ-রঞ্জিত অসংখ্য অসংখ্য বস্ত্র বহির্গত হইতে লাগিলে কৃষ্ণাসতী সতীত্বের অক্ষয় পুরস্কার পাইলেন—হস্তিনানগরে বিস্ময় রসস্রোত কৃষ্ণানদী হইতে বাহির হইল—সুসভ্যগণ সতীত্বের গভীর জয়ধ্বনি দিয়া কোলাহলময়ী রাজসভার পুনঃ সংস্কার করিলেন।

দুরাচার দুঃশাসন এইরূপে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে লাগিলে মহাবাহু বৃকোদর কর নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠপ্রকম্পন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন—হৃদয়-ভূগোল শতখণ্ডে বিভক্ত হইল—বীরবর উষ্ণ-শোণিত প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা বিদুর তাহাকে নিবারণ করিয়া সভাসদগণকে কহিলেন, সভ্যগণ! আপনারা কি ভাবের ভার স্কন্ধে ধারণ করিয়া এই ভারত সভামধ্যে নীরব আছেন, পাঞ্চালীর করুণরসে আপনাদের হৃদয় মরু কি কিছুই আর্দ্র হইতেছে না? মহাত্মা গণ! আপনারা কীর্ত্তিবান দ্রুপদ সূতার প্রশ্ন পূরণ করিয়া অধম দিগকে প্রতি নিবৃত্ত করুন। অনাথ দুর্ব্বলের অপক্ষ সমর্থন করা কি ক্ষত্রিয় কুলের কার্য্য? সভ্যবৃন্দ! যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবাগ্নি কৌরব আহুতি লইতে না জ্বলিয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত আগ্রহ দান করিয়া কুরুবন্ধুতার পরিচয় দিন।

বিদুর এই কথা বলিলেও দুরাচার দুঃশাসন কর্ণের কথায় উত্তেজিত হইয়া সলজ্জ দ্রৌপদীকে সগৃহে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল—নিতান্ত নিরুপায়—আকুল হৃদয়া কৃষ্ণা সভাজনের প্রতি উপায় কারণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন—মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল—মহামতি ভীষ্ম দ্রৌপদীকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি আর কাহার নিকট প্রশ্নোত্তর আশা কর? সভ্যগণ কেহই জীবিত নাই, কেহই তোমার শান্তি বিধাতা নাই, একমাত্র ধর্ম্মনন্দন তোমার কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

দয়াময় ভীষ্ম দ্রৌপদীকে এইরূপ বলিলে পঞ্চালরাজবালা অভিমানের মাধ্যাকর্ষণে পড়িয়া যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবনাথ! দাসীকে রক্ষা করুন। আপনি সসাগরা ধরার রক্ষক হইয়া আজ স্বধর্ম্ম রক্ষায় বিমুখ কেন? অনন্য গতি অবলার পতিই একমাত্র গতি, প্রাণপণে দার পরিরক্ষণ পুরুষের ও পত্নীব্রত ধর্ম্ম; তবে বিধি বর্দ্ধিত কোন ধর্ম্ম আপনার রাজদণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? পৃথিবীপতি! এ দাসীত পৃথিবী মধ্যে অবস্থিতি করে, আপনার নিকট স্বামী ধর্ম্মে রক্ষিতা না হইলেও রাজধর্ম্মে রক্ষিতা কৈ। প্রজাপতি! শত্রুপীড়িতা দাসী রাজপদে শরণাগতা, তবু আপনি মহাধর্ম্ম শরণাগত রক্ষায় বীতরাগ কেন? রে দগ্ধঅদৃষ্ট! তোর কর্ম্ম বশে সরল পাণ্ডব হৃদয় কি শুষ্কমরু হইয়াছে! হা বীরেন্দ্র ভীমসেন! তোমার বিশাল ভুজবল কি আজ বলহীন হইয়া গিয়াছে! হা বিশ্ব বিজয়ী ধনঞ্জয়! তুমিও কি দিগ্বিজয় মহাযশঃ কৌরবশাসনে বিনষ্ট করিলে! হা বীরসিংহ নকুল-সহদেব! সিংহিনীকে শৃগাল কারাবাসিনী দেখিয়া তোমাদেরও কি বীররসের উদ্রেক হইল না! হা প্রাচীনকুরুসভ্যগণ! কুলবধুর আর্ত্তনাদে তোমরা ও কি ভুলিয়া কর্ণপাত করিলে না?

যাজ্ঞসেনী এইরূপে খেদ করিতে লাগিলে মহাবল ভীমসেন সেই অশনি বিশেষ গঞ্জনা আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বীরাভিমান জাগিয়া উঠিল—বীরবর বরবর্ণিনী কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজবালা! পাণ্ডবেরা কোথায়, এ সকল পাণ্ডুকুলের ছায়া মাত্র; কুন্তীসুত গণ জীবিত থাকিলে অধম দুঃশাসন কি তোমার কেশাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়! বরং অপরে জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ভীমসেন আর জীবিত নাই, ভীম শব্দ পর্য্যন্তও যুধিষ্ঠিরের চরণ প্রান্তে লীন হইয়াছে। যাজ্ঞসেনি! গদাপাণীর এই বজ্র পাণীতে যদি কিছু মাত্র স্বাধীনতা থাকিত, দাসত্বের অদূর কারাবাসে যদি চিরনিবাস না করিতে হইত, ভক্তি পারাবারের উত্তরকূলে যদি পাপের কণ্টক না ফুটিত; তাহা হইলে মুহূর্ত্তেকে মহীমণ্ডলে ভৈমী যুগ প্রলয় দেখাইতাম।

পাণ্ডব রাজলক্ষ্মি! পাণ্ডব মহারাজ শত্রুগণের প্রতি একবার বিষ দৃষ্টে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া মাতৃভূমির কলঙ্ক দূর করি। আমার বীরত্বে ব্রহ্মার অব্যাহতি নাই, কিন্তু ধর্ম্ম স্রোতে কলেবর ঢালিয়া এই উলঙ্গ অসীকে অন্তরের সহিত বিদায় দিয়াছি। ভীম এই কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে শান্তি বচনে ক্ষান্ত করিলেন। ভীমসেন ন্যায়পাশে বদ্ধ থাকিলে ধরাসন আবার তাঁহাকে পৃষ্ঠ প্রদান করিল। অভিমান মত্ত বৃকোদর এইরূপে অগত্যা শান্তি গ্রহণ করিলে কৌরব প্রিয়-কর্ণ দ্রুপদরাজকন্যাকে রসাভাসে বলিলেন, যাজ্ঞসেনি! আর বৃথা অশ্রু বিসর্জ্জন কেন? দাস ভর্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া বিজেতা আশ্রয় অবলম্বন কর, এবং পুনর্ব্বার পণ-পদার্থ না হও, এরূপ একজন পত্নী ব্রত পতীর অঙ্ক লক্ষ্মী হইয়া থাক।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপী দুর্য্যোধন সচিন্তিত যুধিষ্ঠিরকে উপহাস করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পঞ্চভাবিণী কৃষ্ণা সতীকে আর সভাপ্রতিমা করিয়া রাখ কেন? রাজসুতা জিতা কি অজিতা তাহা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ কর। দুর্য্যোধন এই বলিয়া উরু বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক পাণ্ডব মনমোহিণীকে কদলী দণ্ড ও করী শুণ্ড সদৃশ উরুদেশ প্রদর্শন করিলেন।

মদমত্ত দুর্য্যোধন সভ্যগণের অসংখ্য চক্ষুর উপর দ্রৌপদীকে এইরূপে পরিহাস করিলে মহাবল মারুতি সত্যের সুদৃঢ় বন্ধনে থাকিয়াও বীর্য্য ভার লইয়া উঠিলেন। ভীমসেনের ভীম গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিরা কোলাহল করিয়া উঠিল। বীরবর জলদ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন,—সভাতে সভাগণ শুনন্তু দিক্ বিভাগে দিগাঙ্গনারা শুনুন, আকাশ মণ্ডলে আকাশ নিবাসীরা শুনুন; যদি এই নিদারুণ গদা প্রহারে কুলাধম দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন করিয়া এই পশু প্রকৃতির সম্পূর্ণ শাস্তি নাদিই, যদি দুরাচার দুঃশাসনের হৃদয় শোণিত পান করিয়া শেষ ভাগে পার্ষতীর মুক্তকেশ প্রক্ষালন না করি, তাহা হইলে স্বর্গবাসী পিতৃলোকদের যেন চির অধোগতি লাভ হয়। কুরুগণের বহুবর্ষব্যাপী কঠোর নিগ্রহ এতদিন হৃদয় পাতিয়া সহ্য করিতে ছিলাম, এবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভারত বিকম্পন করিয়া পাণ্ডব হিংসার দীক্ষা শিক্ষাদাতা কুরুগণকে ও পদ তলে দলিত করিব। দুরাচার কুরু জ্ঞাতিত্বের মহাসম্বন্ধ অবহেলা করিয়া

যখন কুপথে অগ্রসর হইয়াছে, তখন অচিরে ঘোরতর সমরানলে হস্তিনাপুরী ছারখার হইবে। এমনকি যেদিন ভীমবাহু বলীকাষ্ঠ কুরুদলের জীবন বলীদান লইবে, যেদিন ভারত সমরের কৌরব চিতানল আকাশ যুড়িয়া জ্বলিয়া উঠিবে, যেদিন কৌরবাঙ্গনারা সতীত্ব অভিমানে কৌরব চিতায় কলেবর ঢালিয়া দিবে, সেই দিন আমি এই অঙ্গীকৃত বীরবাহুকে সুখশান্তি দান করিব, সেই দিন আমার ভয়ঙ্কর বীরকীর্ত্তন; গ্রামে, নগরে, অট্টালিকায় বিজয় ধ্বনি শুনাইবে।

মহাবীর ভীম এইরূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে সভাজন জ্ঞানচক্ষে ভবিষ্যতের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন—অমঙ্গলশ্রী আগমনী সজ্জা সহিত উপস্থিত হইল—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই অলক্ষ্মীর ভৈরব রব শুনিয়া সকাতরে কহিতে লাগিলেন, একি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! শিবাগণের দিবা চীৎকার! আবার গর্দ্দভ গণ দারুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে যে! আরও শুনিতেছি নাকি—উল্কাপাত ও রক্ত বৃষ্টি হইতেছে! উঃ কি ভয়ানক ভূমিকম্প! হায়! কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন আমার সর্ব্বনাশ করিল! তিনি এই বলিয়া সত্বর দুর্য্যোধনকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, কুলাঙ্গার! এই কি তোর মহৎ কুল পদ্ধতি? মতিচ্ছন্ন হইয়া সতী লক্ষ্মী কুলবধর প্রতি অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস। উৎক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবণ বিন্দু যে নিজের মুখে পতিত হয়, তাহা কি তুই জনিস না! পাতকী! সুধাময় লতিকা হইতে বিষ-ফলরূপে প্রসূত হইয়াছিস কুসন্তান! তোর শৈশবাস্থায় জীবন দীপ নির্ব্বাণ হইল না কেন? মন্ত্রীগণ সহিত ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করত কহিলেন, বৎসে! তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর জন্মান্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শিশুমতি কৌরবগণের অপরাধ মার্জ্জনা কর, কল্যাণি! তোমার সতী গুণের মহাপক্ষ পাতিতায় আমরা যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, মহাপাত্রীতে বর সম্প্রদান করিয়া অন্ধজীবন সার্থক করি।

ধৃতরাষ্ট্র এই বলিলে দ্রুপদ সুতা কহিলেন, দেব! অভাগির প্রতি যদি সুপ্রসন্ন হইলেন, তবে সপুত্র স্বামী গণের দাসত্ব মোচন করুন, অযথার অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল পাণ্ডব চরণ হইতে যেন স্খলিত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎসে! ভ্রাতষ্পুত্র গণকে দাসত্ব পণ হইতে অব্যাহতি দিলাম, তদ্ভিন্ন পাণ্ডব গণের পরাজিত বৈভব ও তাহাদিগকে সমর্পণ করা হইল।

অন্ধরাজ এইরূপে পাণ্ডবগণের দাসত্ব শৃঙ্খল উচ্ছেদ করিলে মহাবাহু কর্ণ "পাণ্ডব স্ত্রী কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেন" এই বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। বীরবর ভীমসেন এবার শত্রুশোণিতে মহাপ্লাবন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন—রাজাজ্ঞার মাধ্যাকর্ষণী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইল—মহারাজযুধিষ্ঠির বীর ভ্রাতাকে নিবারণ করত জ্যেষ্ঠতাতের নিকট যাইয়া কহিলেন, কুরুপতি! এক্ষণে অনুমতি করুন, আজ্ঞাধীন পাণ্ডবগণ আপনার কি আজ্ঞাভার বহন করিবে?

অন্ধরাজ তাঁহার এই কথা শুনিয়া লজ্জিত ভাবে কহিলেন, বৎস! তুমি ভ্রাতাগণের বিভৎস্য কীর্ত্তি মার্জ্জনা কর; অরণ্যের উচ্চতম বৃক্ষই প্রচণ্ড বায়ু সহ্য করিয়া থাকে, হিমালয়ের হৈমাহ্লদয়েই অজস্র তুষার বৃষ্টি হয়! কুমার! তোমায় ধর্ম্ম, বৃকোদরে পরাক্রম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, নকুলে সুশীলতা আর সহদেবে গুরু শুশ্রূষা থাকায় ভব যাত্রীর অসংখ্য দলের মধ্যে পার্থগণ পার্থিবদিগকে স্বভাবের আদর্শ লিপি দান করিতেছেন। যাহাহউক তাতঃ! জ্ঞাতিত্ব প্রেমের পুন সংস্করণ করিয়া খাণ্ডব প্রস্থে গমন কর, পরাজিত পাণ্ডবলক্ষ্মী আবার তোমায় ভজনা করুন। তিনি এই বলিয়া পাশা-বিজীত অতুল বৈভব প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রথারোহণে প্রেরণ করিলেন—দুরাশয়দের মনের ভিতর সমুদ্র মন্থন হইতে লাগিল—দুর্য্যোধন ভগ্ন সঙ্কল্পের পুনরুদ্ধার করিতে স্বজন সহিত জনকের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার মনের গতি ফিরাইয়ায়া দিলেন, অন্ধরাজ সুহৃৎ মণ্ডলীর সহস্র নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া গৃহাভিমুখী পাণ্ডবগণকে পুনরানয়ন করিলেন।

নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগকে আনয়ন করিয়া পাশাক্রীড়ার পুনরাদেশ করিলে ক্রীড়াপ্রিয় শকুনী পাশা হস্ত হইয়া কহিল, রাজন্! পাশা ক্রীড়ার আবার অবতরণিকায় আপনি ভীত হইবেন না, অদৃষ্টবাদী পুরুষেরা ভাগ্য পরীক্ষা করিতে এই অস্থি ক্রীড়ার নায়কতা করিয়া থাকেন; অতএব আসুন, দেবলের পুনঃ সংকল্প করি। মহানুভব! এইবার পরাভব হইলে পরাজিতব্যক্তি নিঃস্ব নির্ব্বাসিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বন এবং একবর্ষ অজ্ঞাত বঞ্চন পূর্ব্বক হৃতরাজ্য পুনপ্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রকাশ হইলে তাঁহাকে পুনরায় প্রতিজ্ঞার সুদৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। রাজন্! এখন আপনার অভিপ্রায় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শকুনী! সত্যপ্রিয় রসনা কখন কি মিথ্যার কটু আস্বাদন গ্রহণ করে, না স্বভাবের পবিত্র ব্রত রক্ষায় ভীত হয়? সৌভাগ্যের অনুকূলতা যদিও আমার প্রতি প্রতিকূল, তবু পাণ্ডুকুলের মনের গতি কখনই সত্যপথের বিপরীত দিকে ফিরিবে না; "আমি যুদ্ধে-দ্যূতে বিরত হইব না" চিরপ্রতিজ্ঞ আছি, সুতরাং মর্ত্ত্যরাজ্যে এমন কি কঠিন প্রহার আছে, যাহাতে সেই অচল পন ভঙ্গ হইবে? ভবমণ্ডলে এমন কি অমূল্য বস্তু আছে, যাহাতে সেই মহামূল্য সত্যধন বিক্রয় করিব? মিথ্যাবাদীর বাদানুবাদের ফল নরক, অতএব সত্য প্রচারকগণ উত্তরকালের সুখের দিকে চাহিয়া পুণ্যময় জীবন ফলকে পাপময় রেখা স্পর্শ করিতে দেন না! সুবল কুমার! তুমি অক্ষনিক্ষেপ কর, প্রতিজ্ঞার গুরুতর ভার অবশ্যই আমি স্কন্ধে ধারণ করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সুবলাত্মজ ছল-পাশা প্রক্ষেপ করিয়া জয় লাভ করিলে পাণ্ডবগণ আপনাপনি রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী বেশ ধারণ করিলেন—শত্রু হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল—দুঃশাসন তাহাদের অবনতি ও আপনাদের উন্নতি কাল জানাইয়া দ্রৌপদীকে রাজ প্রেমের লোভ দেখাইতে লাগিল, এবং "গরু গরু" বলিয়া ভীমের চতুর্দ্দিকে নৃত্য আরম্ভ করিল—পাণ্ডব প্রকৃতি সেদিকে দৃকপাত করিল না—তাঁহারা সভা হইতে নির্জ্জীত হইয়া চলিলে মদমত্ত দুর্য্যোধন বৃকোদর গমনের অনুকরণ করিতে লাগিল। মহাবল ভীম তাহা অবলোকন পূর্ব্বক অর্দ্ধকায় পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, পামর! ভীমবাহুতে আজ বল নাই, ভীম দেহে আজ শোণিত বিন্দু নাই, সেই জন্যেই শিবাদলের লীলাখেলা সিংহ হৃদয়ে সহ্য হইয়া গেল। কিন্তু জানিস, যেদিন ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে, যেদিন প্রতিজ্ঞা নিশা অবসান হইবে, সেই দিন যদি পাণ্ডব নাথের চরণ প্রান্তে কুরুকুল শিরবিক্রয় না করে, তবে তোদের এ আনন্দ এ সুখ সচ্ছন্দ নিয়তির ভয়ঙ্কর চিতায় টানিয়া ফেলিব। তোর গর্ব্ব দুঃশাসনের দুর্ব্বাক্য, কর্ণের কর্ণ কটূ বাক্য জ্বালা আর অক্ষশঠের শঠতা ভীম হৃদয়ে চিরদিন সমান জ্বলিবে; তবে যদি দিন পাই, তাহা হইলে দুঃশাসনের রক্ত পান আর তোর উরু ভঙ্গ করিয়া এই বিশাল হৃদয়ের চির শক্তিশেল উদ্ধার করিব; অর্জ্জুনবীর

সূতপুত্রের এবং সহদেব অক্ষশঠ শকুনীর শিরঃচ্ছেদ করিয়া বহুবর্ষ ব্যাপী শোকতাপের আগ্নেয় গিরিতে রক্ত বৃষ্টি করিয়া নির্ব্বাণ করিবেন! নরগ্লানি! নরপিশাচ! নরাধম! অন্ধের বংশ নির্ব্বংশ করিতে অকাল মৃত্যুর আরাধনা করিস কেন? সত্যশীল ধর্ম্মরাজ তোদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষ আয়ু দান করিয়াছেন, তজ্জন্যই নিয়তির অব্যর্থ আকর্ষণে বীরবাহু কুরু বিরুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদান করিয়া রহিয়াছে, নতুবা ভীম গমনের অনুকরণ করিতে তোর আবার পুনরুত্থান হয়! যাহাহউক, দুর্ম্মতি! অদ্য হইতে মৃত্যুবর্ষের দুর্দ্দিন গণনা করিতে থাক, ত্রয়োদশ বর্ষান্তে কৃতান্তধামে অবশ্যই গমন করিতে হইবে; আমি তোর ভগ্ন উরু দেহের উপর ঐরূপ করিয়া গমন করিব।

ভীমসেন এই বলিলে মহাবীর নকুল কহিলেন, দুর্ম্মতি! বসুমতি তোর পাপের ভার আর সহ্য করিবেন না। প্রতিজ্ঞা অন্তে অবশ্যই কৌরব হত্যাকাণ্ড হইবে, কুরুসেনার পাপময়মূর্ত্তি এই অসিবদনে উৎসর্গ হইয়া রক্ত ধারায় লৌহ পত্র নৃত্য কালীর লোল রসনা হইয়া দাঁড়াইবে। সতী পতি ছাড়িতে পারেন, ধার্ম্মিক ধর্ম্ম পথেও বীতরাগ হইতে পারেন, পরমহংসও পরমাত্মা সাধনে বিরত হইতে পারেন, তবু আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবেক না, কুরু সৈন্যের রক্ত ধারা লইয়া হৃদয়গত দুঃখময় চিতার উপর মহাবৃষ্টি বর্ষণ করিব।

অনন্তর সহদেব বলিলেন, সভা নিঃশব্দ হও, বীরগণ কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ কর, সহদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমি ত্রয়োদশ বৎসরান্তে খলমতি শকুনীর উচিত পুরস্কার দিতে পদাঙ্গুলি হইতে শির পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিব। অহি শিশু দংশন করিলে যেমন বিষদন্তের প্রখর তেজ হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব কনিষ্ঠ সহদেব অচিরে বীর কামনা পূর্ণ করিবে। বীরাত্মা সহদেব এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন কহিতে লাগিলেন;—

ওরেরে মহামূঢ় ক্রুর অল্পায়ু!
পণান্তে চিন্তিবি অস্তমিত আয়ু।
করি অক্ষ পাটী শক্তি-শূল রাশি,
কুরু পাণ্ডু কুলে হ'বে আহবাশী।—

দণ্ডী প্রতি দণ্ডে দণ্ডে রে দুর্ম্মতি!
করাইব স্থিরা কুরুরক্ত বতী।
শকুনী, গৃধিনী, রক্ত ভূক যারা,
কুরুমাংস গ্রাসী হ'বে তুষ্ট তারা।
ঝুরিবেক কুরু বধূ চির হেতু,
রহিবে বিশ্বেতে সত্যতার কেতু।
করিবাণবৃষ্টি দুরারিষ্ট নাশী,
করি দিব ভানুমতী, কৃষ্ণা-দাসী,
হৃদি মাঝ চিতাজ্বলিবে উচ্ছ্বাসে।
যদি না কিরীটি কুরুকুট নাশে।
কিন্তু হিমগিরি হইবেক ধূলি,
সদ্বীপা নির্ব্বিধি উঠিবে উথলি।
তবু মোর বাণী নহিবে অন্যথা,
ফাল্গুনীর তীরে মরিবি সর্ব্বথা।
যজ্ঞসেন সুতা ধ্বনিলা যদ্রূপে,
ধ্বনিবেক কুরুধনী তেনরূপে।
হস্তিনা পূরিবে ক্রন্দনের নাদে,
রবে সৌবলেই গভীরা বিষাদে।
ধর্ম্মসার বিনা সংসারের মাঝে,
প্রকৃতির হাতে সদা যেন বাজে।
ধরাধাম যুড়ি রবে চির খ্যাতি,
বিজেতা উপাধি সুধী পক্ষপাতি।
নির্ব্বাসিত এবে চলিনু বিপিনে,
রমানাথ শ্রীনাথ রক্ষ শ্রীহীনে!

সস্ত্রীক পঞ্চ পাণ্ডব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পৌর জনের নিকট বিদায় লইতে লাগিলে হস্তিনানগরী হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইল। কুন্তীদেবী পুত্র-শোকে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার রোদন শুনিয়া শত্রু গণের

পাষাণ হৃদয়ও গলিতে লাগিল। আত্মীয়-হৃদয় পাণ্ডবনিচয় বিরহানলে দগ্ধ হইতে থাকিল। মহাত্মা বিদুর ভ্রাতুষ্পুত্র বিরহ বীচুরিত, হইয়া শোক সাগরে মগ্ন হইলেন—ধীমান্‌গণ বিপদাপন্ন হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রম দৃষ্টিপাত করেন নাই—ত্রিকাল বেত্তা বিদুর বিরহের অগ্নিময় অঙ্কশায়ী হইয়াও যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পূর্ব্ব উপাস্যগণের (হিমাচলে মেরুশাবর্ণি, বারনাবতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভৃগুতুঙ্গে পরশুরাম, বৃশদ্বতী নদীতীরে ভগবন্ সম্ভু, অঞ্জনপর্ব্বতে অশিতদেবলের ও কল্মাশী নদীতারে ভৃগুর,) উপদেশ স্মরণ করাইয়া বর্ষীয়সী কুন্তীকে অরণ্য দুঃখ সহনে অপারক ভাবিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে রাখিতেই যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি চাহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাহা স্বীকার করিলেন—সত্যশীলতা আর বিলম্ব করিল না—সশস্ত্র পঞ্চ ভ্রাতা ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া যাজ্ঞসেনী অন্যান্য প্রণয়িনী, কুমার গণ, ও ইন্দ্রসেন প্রভৃতি স্বজনবর্গ সমভিব্যাহারে বৰ্দ্ধমান পুরদ্বার দিয়া উত্তরাভিমুখী হইলেন। মহর্ষি ধৌম্য কুশহস্ত হইয়া কুরুকুলের নির্ম্মূলজনক সামগান উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; "কুরুবংশ অস্ত হইলে তদীয় পুরোহিত গণ এইরূপ অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করিবেন" এই তাঁহার ভাবি অভিসন্ধি রহিল। শান্তশীল যুধিষ্ঠির "স্বীয় কোপ দৃষ্টিতে পাছে দুর্য্যোধনাদি ভস্মীভূত হয়" এই জ্ঞাতি প্রিয়তা হেতু তিনি বদনে বস্ত্রাবৃত করিয়া চলিলেন। ভীমসেন বাহুদ্বয়কে অরিকুলের অন্তিম কারালয় ভাবিয়া ভুজ যুগ্ম আন্দোলন করত যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। পার্থ বীর ভবিষ্যতের শর বৃষ্টির আদর্শরূপ বালুকাবর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। নকুল বীর স্বীয় উজ্জ্বল কান্তি আচ্ছাদনে অংঙ্গে পাংশু বিলেপন করিলেন। সহদেব অধোবদনে বন পথে পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী কৃষ্ণা "প্রতিজ্ঞান্তে কুরু বধূগণ আত্ম দুঃখিনীর ন্যায় অশ্রু নয়নেও দীন বেশে এই রূপ অনাথিনী সজ্জা ধারণ করিবেন" তিনি এই সঙ্কল্প করিয়া পতিগণের অনুগমনে রত হইলেন—অলক্ষ্মীর নব প্রাদুর্ভাব হইল—ধৃতরাষ্ট্র ঠিক সেই সময়ে বিদুরের দ্বারা পাণ্ডবগণের বন প্রস্থান ও দুর্দ্দৈবলক্ষণ সকল অবগত হইতে লাগিলেন। সেই বিপুল অমঙ্গল সময়ে ভীষণ ব্রাহ্মলক্ষ্মী বিরাজিত মূর্ত্তি দেবর্ষি নারদও সভামধ্যে উপস্থিত হওত "অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরে দুর্য্যোধনের অপরাধে

কৌরবেরা ভীমার্জ্জুনের বলদ্বারা বিনষ্ট হইবে," তিনি এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন—কৌরব হৃদয়ে জীবনী চিন্তা সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিল—দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীতার্ত্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সমস্ত রাজ্য ভার সমর্পণ করত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। মহারথী দ্রোণ "আপনি ধৃষ্টদ্যুম্নের-বধ্য এবং পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অবধ্য" এই গূঢ়তত্ত্ব কুরুদিগকে অবগত করাইয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি সূত্রে বদ্ধ হইতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন,—মুমূর্ষু রোগী ঔষধি সেবন করে না—দুর্য্যোধন সবিশ্বাস পরিণামের অমঙ্গল দেখিয়াও সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র চিন্তার বিপুল আবর্ত্তে পড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন—ভয়ে মৈত্রতার ইচ্ছা হইল—অন্ধরাজ নির্ব্বাসিত ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জন্য রথ পদাতি প্রেরণ করিলেন। এমন সময় সূতপুত্র সঞ্জয় অম্বিকানন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ সম্মান জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে নিকটস্থ করিয়া পাণ্ডব শত্রুতায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তিনি এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজ প্রসাদ রথ-পদাতি আসিয়া উপস্থিত হইল। আর্য্যভক্ত যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত অনুমতির অবজ্ঞা না করিয়া রথারোহণে অরণ্যের নির্জ্জন অধিবাসে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে "সম্পত্তৌচ বিপত্তৌচ মহতা মেকরূপতা" এই কথার সার্থকতা দেখিতে বনপর্ব্ব প্রস্তাবে মহাবট মূলে গমনোদ্যত হউন্।

ইতি; মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব অন্তর্গত দ্যুত ও অনুদ্যুত পর্ব্ব, কুরুবংশে
পাণ্ডব নির্ব্বাসন নামক উনবিংশ
সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

বিংশ সর্গ।

মহাবট মূল—দিবাকর ব্রত।

(অন্নকাণ্ড।)

"সম্পত্তৌচ বিপত্তৌচ মহতা মেকরূপতা।"

বিপদ-সম্পদ-জয়-পরাজয়াদি জগতের চিরন্তন অলঙ্কার, তজ্জন্য মহৎ গণের মহাব্রতের কখনই রূপান্তর হয় না।—সাধুকামী যুধিষ্ঠির নিস্ব-নিষ্কাসিত হইলেও তিনি ঐকান্তিক ব্রতপ্রভাবে দিবাকর বর লাভ করিয়া জনশূন্য গহন বিপিনে সদাব্রত অতিথী সৎকার করিতে লাগিলেন ;—দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ পাণ্ডব দ্যূত নির্জ্জিত হইয়া অরণ্যের পত্রময় ভবনে কালযাপন করিতে চলিলেন। সততার পক্ষপাতী হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। জাহ্নবী তীরস্থ বটবৃক্ষমূলে তাঁহাদের প্রথম রাত্রি বাস হইল। মহাত্মাগণ সেই কাল নিশায় কেবল গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া সুরধুনীর শূন্যময়তটে শান্তি গ্রহণ করিলেন—নিশা গভীর হইল—নিদ্রাদেবী রাজেন্দ্রের রাজনিকেতন হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পরিশেষে পাণ্ডব প্রবাস বটবৃক্ষ মূলে উপনীত হইলেন। নিশারাণীর শীতল করস্পর্শ দুঃখমগ্ন বৃক্ষতল বাসীও চৈতন্য দান করিলেন। ভারত রাজেশ্বরী কৃষ্ণার অশ্রুময় নয়ন দুটি কেবল অশ্রুসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। রাজমহিষি একবার শশীনিবাস আকাশমার্গে, একবার বারীবাহ্যের সীমা বিভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপাত করিতে রহিলেন, ক্রমে ক্রমে শ্যামললনা যামিনী সতীর মনোহর রাজত্বের প্রতি তাঁহার লক্ষ পড়িল ; কিন্তু কুরুকামিনীর সে দিকে দৃকপাত নাই, তাঁহার মনের গতি নিরন্তর বিষাদ নীর তরঙ্গের দিকে রহিয়াছে।

এমন সময় চক্রবাক মিথুন চীৎকার করিয়া উঠিলে তাঁহার ত্বখের ধ্যান ভাঙ্গিল। মুক্তকেশী কৃষ্ণা মেঘ মুক্ত দিগ্বিভাগে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

ভগবন্! এই কি তোমার নিত্য কর্ম্ম, না, এই তোমার ঐশী কীর্ত্তির নিগূঢ় পরিচয়? তুমি দিবালোকে যে চক্রবাক দম্পতীকে প্রেম সাগরে ভাসিতে দাও, রাত্রীকালে তাহাদিগকেই আবার গভীর বিরহে মগ্ন কর। দেব! তুমি কখন হৈমবতী রাজধানীকে শ্মশানরূপে পরিণত কর, আবার কখন শত ভগ্ন পর্ণকুটিরেও স্বর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাক। এই যে শ্যাম সলিলা প্রবাহিণী হেলিয়া ত্বলিয়া যাইতেছেন। এক দিন তোমার বিচিত্র গতিতে হয় ত কুশাঙ্কুর রাশীতে বিভূষিত হইবেন। দিবাভাগে এই অলিবৃন্দ কমল কাননে আচ্ছন্ন ছিল। তোমার নিগ্রহে এখন কুমুদিনীর বাসর গৃহে ঘুরিয়া আসিতেছে। জ্যোতি পুচ্ছ খদ্যোতিকাকুল ফল, ফুলে, শ্যামতূর্ব্বা-দলে উল্কাবিন্দু ছড়াইতেছে, ইহাও চিরস্থায়ী নয়; উষাসতী একবার পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিলে সকল ভাতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সরসীর নীল কলেবর কেবল অনিল দোলায় ত্বলিতেছিল, তোমার নৈশলীলার অপার মহিমায় এখন নক্ষত্রনিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দিননাথ! তুমি কুরুপাণ্ডবের ভাগ্য পটেও ঠিক এইরূপ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছ। নতুবা অপকারী ত্বর্য্যোধনকে ভারত ভাণ্ডার দিয়া ধর্ম্ম অধিকারীকে পথের ভিখারী করিবেন কেন?

যজ্ঞসেন সুতা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিনমণির কিরণজালে বিশ্ব উজ্জল হইলে পাণ্ডবগণ বনবাস ব্রতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজ ভক্ত ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের সহগমনে প্রস্তুত হইলেন—রাজ-হৃদয় দেখিয়া শুনিয়া শোক সাগরে ভাসিতে লাগিল—তিনি দীন ভাবে কহিলেন, বিপ্রর্ষিগণ! আপনারা অর্থহীন দরিদ্র ব্যক্তির সহিত কোথায় যাইবেন? বন বৈভব কন্দ-ফল-মূল যাহাদের একমাত্র উপাদান। তাহাদের সহিত কি সুখে মহা-প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন?

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, রাজন্! পুণ্যবান গণের সহবাসই ধর্ম্মশীল গণের চির বাঞ্ছনীয়? সাধু সেবা সাধু সম্মিলন মর্ত্ত্য ঐশ্বর্য্যের প্রধান বৈভব বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। অসৎ সংসর্গে স্বর্গ ভোগ অপেক্ষা নির্জ্জন কারাবাসও

সুখপ্রদ। অতএব মহীপাল! আপনি যখন লোকপাল ও ধর্ম্ম নিয়ন্তা, তখন আমরা কিছুতেই আপনায় পরিত্যাগ করিব না। তদ্ভিন্ন আপনি আমাদের পোষ্যচিন্তায় নিশ্চিন্ত হউন। আপনারাই জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন করিয়া আপনার সহচর ব্রতে নিযুক্ত হইব।

উচ্চমনা দ্বিজগণের এইরূপ সাধুপ্রিয়তা শুনিয়া পাণ্ডবপতি হৃদয়-ভেদী দারুণ যন্ত্রনায় "হা ভগবন্! হা পাপমতি দুর্য্যোধন! হা হীনতপা যুধিষ্ঠির" এই বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর মহাচেতা যুধিষ্ঠির চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের ভিতর সুখ-শান্তি হারাইয়া বসিলে মহর্ষি সৌনক তাঁহাকে সান্ত্বযোগ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সহিত প্রবোধ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি অদূরদর্শীর ন্যায় বিষয় চিন্তার বিষময় তরঙ্গে মগ্ন হইতেছেন কেন? অর্থই কি পরমার্থ লাভের আদিম তন্ত্র, না, অর্থ হীন ব্যক্তিরা মুক্তির অমৃত রস পান করিতে পায় না? যাহউক বীরবর! ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিরপক্ষে পার্থিব সুখের বশম্বদ হওয়া উচিত নয়। বিষয়-মুক্ত স্বভাবের সুখভোগ করাই জ্ঞানীদিগের পরম ধন। সাধারণধন, কালাগ্নী নরক নিকেতনে আকর্ষণ করিতে থাকে। রাজেন্দ্র! অর্থই অনর্থের মূল। অন্য তৃষ্ণার শান্তি হয়, ধন তৃষ্ণায় মন একবার আকৃষ্ট হইলে বিবেকের ভ্রমেও আগমন হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! বিষয়-বিমুখ উদাসীনব্রত জীবনমুক্তি সাধনার সঞ্জীবনী উপায়। কিন্তু নিষ্কামী সাধকেরপক্ষে অর্থ উপার্জ্জন নিতান্ত নিস্প্রয়োজন নহে। গৃহাশ্রম দীন দরিদ্রের শান্তি কুটির; গৃহস্বামী পিপাসুকে পানীয়, ক্ষুধাতুরকে অন্ন ও মুষ্টিভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে সংসার ধর্ম্মের প্রবেশিকা মন্দিরে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন প্রাত-সন্ধ্যায় বৈশ্বদেব বলিদান (পশু-পক্ষি, কিট-পতঙ্গ উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন বপন) করিয়া তাঁহাকে নিত্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়। আরও যাগ-যজ্ঞ তপ-দান প্রভৃতি নব-বিধ সদাচার গৃহীর স্কন্দভার হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মণ! অর্থ ব্যতীত কিরূপে গার্হস্থ ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে?

মহর্ষি সৌনক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গৃহধর্ম্মীর পক্ষে অর্থের অনুকূলতা-

গ্রহণ নিতান্ত বিধিবদ্ধবটে; কিন্তু অর্থাগমেরপথ বড়ই দুর্গম এবং সংসার-অভিনয় মন্দিরে অনেক বিষ দৃশ্য রহিয়াছে; পুণ্যপিপাসু সুসাবধানীকেও ভ্রমে উহার পাপময় পথে পদার্পণ করিতে হয়। শাস্ত্রকর্ত্তা এই জন্যই মহাধর্ম্ম গৃহাশ্রমকে সর্ব্বপর কঠিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধীমন্! উচ্চ-আশায় বিঘ্নসঙ্কুল দুর্গমপথে চলিলে হয়ত পূর্ব্বধন ও পাপের অপার বদনে চর্ব্বিত হইয়া থাকে; কিন্তু নিস্বার্থ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সে চিন্তার চিহ্ন মাত্রও নাই। নিকটে সহকার তরু না থাকিলে মাধবীলতা কি অবলম্বন করিয়া উঠিবে? ধর্ম্মাবতার! তপ, যপ, সত্য, দম, ক্ষমা, দান, অধ্যয়ন, এবং অস্পৃহা এই অষ্ট প্রকার ধর্ম্ম। অতএব আপনি সমাবলম্বী পরম ধর্ম্ম যোগ সিদ্ধির চেষ্টা করুন; সারাংসার নির্ব্বাণ মুক্তি আদি শক্তিরও বাঞ্ছনীয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র! আপনি যে অষ্ট প্রকার ধর্ম্মযাযন ব্যক্ত-করিলেন, ধর্ম্মশীলগণ তাহার প্রতিপদেই হৃদয় উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু চিরচঞ্চল মন ঐ সাধু নীতির অষ্ট প্রকারে সমশিক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। প্রকৃতি মুখ্য পদ উপভোগের জন্য একটি মূল মন্ত্র সাধনা করিয়া থাকে। ভগবন্! তদ্রূপ আমার ভক্তি রস স্রোত সাধু পদারবিন্দ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; অতএব উপদেশ দিউন্, কি উপায়ে সদাব্রতের অমরত্ব সাধন করিতে পারি?

অনন্তর ধার্ম্মিক প্রবর ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে একান্ত অতিথী অনুরক্ত দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! জীব জন্তুগণ প্রথমত উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধাতুর হইলে ভগবান্-সবিতা ভোজ্য চিন্তায় সচিন্তিত হইয়া উত্তরায়ণে গমন পূর্ব্বক রশ্মি দ্বারা তেজঃ রস উদ্ধৃত করত দক্ষিণ ভূখণ্ডে অংশ রূপে প্রকাশ হইলেন। রবী ক্ষেত্র ভূত হইলে চন্দ্রমাও আকাশী তেজ উদ্ধৃত করিয়া সলিল বর্ষণ করিলেন। তাঁহাদের উভয় সাহায্যে যৌগীক বীজ উৎপন্ন হইলে ভগবান্ সূর্য্য স্বরস-ওষধী রূপে প্রাণিগণের অন্ন স্বরূপ হইলেন। অতএব আপনি এক মনে দেব-ময়ূখ মালীর আরাধনা করুন, সহস্রাংশু সুপ্রসন্ন হইলে অনায়াসে অন্নদান-ব্রত সুরক্ষিত হইবে।

মহাত্মা ধৌম্য ধর্ম্ম নন্দনকে এই উপদেশ দান করিয়া ভগবান স্বয়ম্ভূ-

প্রচারিত করুণাময় সবিতার অষ্টোত্তর শতনাম বর্ণন করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, ঋষে! দিবাকর ব্রত আচরণ আমার বিশেষ কামনীয়, অতএব জগৎ পিতা সবিতার আরাধনায় আমি কৃতসংকল্প হই। তিনি এই বলিয়া পবিত্রাচারে অধ্যাসীন হইয়া কিরণমালীর অর্চ্চনা করত স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সবিতা! হে প্রসবিতা! হে অংশুমালী! তোমার ময়ূখ মালী কান্তি প্রকৃতির অলঙ্কার রূপক। ভগবন্! তুমি বহির্জগতে চক্ষু স্বরূপ, এবং অন্তর্জগতে পরমাত্মা রূপ হইয়া হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজমান হও। লোকলোচন! তুমি সাঙ্খ্য দিগের প্রধান অবলম্বন বলিয়া বালাখিল্যাদি সিদ্ধকামী সাধকগণ তোমার উপাসনা করিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন। তুমিই তৈজস পদার্থের মূল, তোমার পরমাণু হইতেই অসংখ্য জ্যোতিষ্ক কুল সৃষ্ট হইয়াছে। চক্রধারীর সুদর্শন চক্র ও তোমার তেজঃ উপাদানে নির্ম্মিত হয়। জ্যোতীশ্বর? তুমি জ্যোতি রাশীর অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তোমার প্রভাকরকিরণ বিরাটদিপ রূপে জগতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আদি ভাব সকলি তোমাতে অবস্থিতি করে। তোমার রশ্মি জাল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীগত হইয়া উত্তাপ, অনিল, আলোক ও জলীয় বিভাগে পরিণত হয়। তুমি ঘোর নিদাঘে পার্থিব রস গ্রহণ করিয়া বারিরূপে বরিষণ কর। দিনপতি! তুমি সৌর জগতের গতি। জীবগণ তোমার অংশ-উপজীব্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তুমি মনু, মানব, মন্বন্তর প্রভৃতির ঈশ্বর, তোমার সম্বর্ত্তক নাম ক্রোধাগ্নী প্রলয় কালে জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। শাস্ত্রকার তোমাকে ব্রহ্মদিবার আদি অন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি ঐশী তেজে বিভেদাত্মা হইয়া আকাশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দেবলীলা প্রকাশ কর। অতএব অন্নপতে! অন্নদান ব্রত রক্ষার নিমিত্ত আমি তোমার স্মরণ লইলাম, দাসের অনুকুলে সুপ্রসন্ন হইয়া আমার আতিথেয় কামনা সম্পূর্ণ করুন।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই রূপে ভগবান্ দিবাকরের স্তব করিলে সূর্য্যদেব শান্ত বিগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, দ্বাদশ সংবৎসর জন্য তদীয় আতিথেয় ভর গ্রহণ করিলাম। নরবর! এক্ষণে এই তাম্রস্থালী গ্রহণ কর, পাঞ্চালীর অনাহার

কাল পর্য্যন্ত মধুসিক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ইহায় অপরিমানে থাকিবে। পৃথিবীপতি! নিরতিশয় মনোদুঃখ ত্যাগ কর। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভারত রাজলক্ষ্মী আবার তোমার অঙ্ক শায়িণী হইবেন। জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ আদিত্যদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে সদাশয় যুধিষ্ঠির ভগবান্ মিহির প্রতিম পূর্ণঘট বিসর্জ্জন করিতে রবী স্তোত্র পাঠ করিলেন;—

সূর্য্য, সোম, ত্বষ্টা, অর্ক, সবিতা;
রবি, গভস্তিমান, সত্য, পিতা।
অজ, অর্য্যমা, ভগ, মৃত্যু, ধাতা;
তেজঃ, অংশ আকাশ, বায়ু, মাতা।
শুচি, সৌরি দিপ্তাংশু, শনৈশ্চর;
ইন্দ্র, স্কন্দ, পৃথিবী, প্রভাকর।
বুধ, শুক্র, পূষা, বিষ্ণু, বিশাল;
জঠরাগ্নী, যম, বেদাঙ্গ, কাল।
বৈদ্যুতাগ্নী, বিবস্বান্, তেজঃপতি;
কালচক্র, অশ্বথ, বৃহষ্পতি।
শ্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি;
ব্রহ্মা, রুদ্র, তামানুদ, ভূতাদি।
সাগর, অরবিন্দাক্ষ, জয়;
ধন্বন্তরী, অরিহা, ভূতাশ্রয়।
প্রজাধ্যক্ষ, প্রজাদ্বার, বরদ;
বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্মধ্বজ, কামদ।
ঐন্ধনাগ্নী, অনন্ত, প্রশান্তাত্মা;
বেদ বাহন, ভানু, বিশ্বআত্মা।
ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, আলোলুপ;
দেহ কর্ত্তা, মৈত্রেয়, ত্রিবিষ্টপ।
ভূতপতি, পিতামহ, জীবন;
সুপর্ণ, সিদ্ধগ, কপিল, মন।

মোক্ষদ্বার, মুহূর্ত্ত, দ্বাদশাত্মা ;
বেদকর্ত্তা, ত্রেতা, চরাচরাত্মা ।
কলা, কলি, কাষ্টা, ক্ষপা, দ্বাপর ;
বিশ্বতোমুখ, সংবৎসর কর ।
কালাধ্যক্ষ, ক্ষণ, যাম, বরুণ ;
আদি দেব, অঙ্গারক, অরুণ ।
স্বর্গ দ্বার, ধূমকেতু, জিমূত ;
শাস্বতযোগী, জল, দিতিসুত ।
বিভাবসু ! আশুতোষ অধীনে ;
তুমি নাথ দীননাথ এদীনে ।

প্রশান্তচেতা যুধিষ্ঠির এইরূপে দিবাকর ব্রত পূর্ণ করিয়া স্থির চিত্ত হইলে দেবদত্তস্থালি তদবধি তাঁহার অনুকূলে অক্ষয় সাহার্য্য দান করিতে লাগিল। পুণ্যশীল পাণ্ডবগণ পুণ্যবলে বিজনপদেও জনপদের ন্যায় তুমুল অন্নকাণ্ড করিলেন। নর-কিন্নর পুরুষ প্রবরগণ তাঁহাদের অদৃষ্টের ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিলেন—ত্রৈলোক্য ধর্ম্মসঙ্গীতে ভরিল—স্বজন সহিত যুধিষ্ঠির তথা হইতে কাম্যকবনোদ্দেশে চলিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুখানিচ সুখানিচ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়,
কুরুবংশে দিবাকরব্রত নামক বিংশসর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

একবিংশ সর্গ।

কাম্যক কানন—দ্রৌপদী বিলাপ।

(প্রিয়-দর্শন।)

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

বসু পূর্ণ বসুধায় সুখ-দুঃখ বসুধার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; প্রাণিবৃন্দ উহার গরল-অমৃত কটাক্ষে জগতে চিরকাল হর্ষ-বিষাদের স্রোত বহাইয়া থাকে।—দ্রৌপদী সহিত পাণ্ডবগণ ভয়ঙ্কর দুঃখের অগ্নি দৃষ্টিতে পড়িয়া ভগবান্ শ্রীপতির নিকট রাজসৌভাগ্য স্মরণ করত বন ভূমির তৃণাম্বরী হৃদয়ে শোক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন;—মহারাজযুধিষ্ঠির দিবাকর বর প্রভাবে অন্ন কাণ্ডের মঙ্গল আচরণ করিয়া কাম্যক বনবাস বাসনায় স্বজন সহিত বনপথের আর্দ্র-শুষ্ক ও কণ্টকিত ভূভাগ অতিক্রম করত তৃতীয় দিবসের নিশীথ সময়ে কাম্যকারণ্যে উপনীত হইলেন—অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে চলিল—তাঁহারা বন দেবীর নিরাপদ রাজত্বে উপনীত হইয়াও রাক্ষসী মায়ার ঘোরতর শাসনে পড়িলেন; সহচর গণ ভাবিতে লাগিল, কি দুর্ব্বিপাক! চতুর্দ্দিক একবারেই লক্ষ্য শূন্য! অন্ধকার যেমন বিকট মুখ বিস্তার করিয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে! শূন্য মার্গে দুইএকটী খদ্যোতিকা-খেলা দৃষ্ট হইতেছে মাত্র। ওদিকে আবার কি ভয়ানক শব্দ! বজ্রাঘাত, না—সকল বন সিংহ একেবারে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল; শব্দ শুনিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল যে! কি উৎপাত! একটুকু শান্তি ছিল, তাহাও নিঃশেষ, প্রবল বাতায় আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। একি! বিনামেঘে বিদ্যুতালোক! উঃ!! এ আবার কি একটা ভয়ঙ্কর আকার দেখিতেছি! একি রাক্ষস, না—দানব, না—কাল ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইল।

মায়াবী নিশাচর এইরূপে মায়া বিস্তার করিয়া বিজুলী খেলা খেলিলে ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে দুরাত্মা সকলের নয়ন গোচর হইল। মুক্ত কেশী দ্রৌপদী কালের সহচরের ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, পাপের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই পাপাত্মার বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলে পাণ্ডবগণ যত্ন সহকারে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন—রক্ষ-মায়া জ্ঞানগোচর হইল—মহাত্মা ধৌম্য রক্ষনাশক মন্ত্র প্রভাবে অবিলম্বে রাক্ষসী মায়া দূরীভূত করত সকলের ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন—সাহস অনায়াসেই শরীরে ফিরিয়া আসিল—মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কে? এবং কি জন্যই অরণ্য পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছ?

নিশাচর কহিল; আমি রক্ষনাথ বকের সহোদর, আমার নাম কির্ম্মির; দীর্ঘায়ত এই মহারণ্য আমারই শাসনাধীন। তোমরা আত্ম পরিচয় প্রদান কর, নর মাংসাশী রক্ষ কবলে আজ আত্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রক্ষনাথ! আমি চরাচর বিখ্যাত মহারাজ পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠির; সংপ্রতি হৃতরাজ্য হইয়া ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ সহিত অরণ্য প্রবাসে তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি অজাত শত্রুর সহিত শত্রুতা করিয়া নারকী বীরতা প্রদর্শন করিতেছ কেন?

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া রক্ষপতি সমধিক ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, কি! তোমরাই পাণ্ডু পুত্র? তোমরাই ভীম পরিবার! ভ্রাতৃবৈরী, প্রিয়বন্ধু হিড়িম্বঅরি, রক্ষবালা হিড়িম্বা অপহারী, সেই নরাধম ভীম তোমাদের দলস্থ! আহা! অদ্য কি সুপ্রভাত! যে শত্রু নিধনের জন্য আমি বিশাল বসুন্ধরা ভ্রমণ করিতেছি, যে বৃকোদরকে উদরসাৎ করিব বলিয়া উদ্যতায়ুধ হইয়া ফিরিতেছি, অনুকূল বিধি সেই রক্ষকুলকণ্টককে আজ সহজেই মিলাইয়া দিলেন! এখন নিশ্চিন্তই ভীমাধমের শোণিত সঙ্কলন করিয়া আত্মীয় গণের স্বর্গীয় তৃপ্তি দান করি।

রক্ষ শত্রুর এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীবে গুণ যোজনা করত বদ্ধ পরিকর হইলে মহাবল ভীম তাঁহাকে নিবারণ করিয়া দশ ব্যাম পরিমিত

এক বৃক্ষ উৎপাটন ও পত্র শূণ্য করত রাক্ষস পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধম! রাক্ষস কুল গ্লানি! দণ্ডপাণী-বজ্রপাণী-শূলপাণী-ত্রাস ভীমসেন বিনাশকরিয়া বৈর নির্য্যাতন অভিলাষ করিয়াছিস। রক্ষ কুলের অন্তক রূপে যে ভীমবাহু প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, তাহা কি তুই জানিস না? নীরব রজনীতে ব্যাঘ্র যেমন নিরস্ত্র পথিককে বিনাস করে, তদ্রূপ নিশা সতীর তিমির রাজ্য ক্ষেত্রে তোকেও আজ কালসদনে প্রেরণ করিব। কুরুকুলের দুর্গচূড়ায় চির লোহিত পতাকা বর্ত্তমান, কার সাধ্য সেই মহাবংশীয়ের অকল্যাণ সাধন করিতে পারে? পামর! তুই কি বীরবর মধ্যে গণ্য? তোর মত শত শত বীরবৃন্দ আমি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকি। আমার আয়ত নয়নে বিশ্ব বীর গণ অনয়ণুমেয় কীটানুকীট বলিয়া প্রতিফলিত হয়।

মহাবীর ভীম এই বলিয়া রক্ষরাজ মস্তকে বৃক্ষাঘাত করিলে বলবান নিশাচর তাহাতে আহত না হইয়া মারুতির প্রতি উল্কা অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। পবন কুমার বৈর প্রহরণ বাম পদাঘাতে বিদূরীভূত করিয়া রাক্ষস নাথকে পুনরাক্রমন করিলেন—উভয়ের হস্তেই তরু অস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল—বীরপরম্পরা আঘাত প্রতিঘাতে কাম্যকারণ্যের পাদপকুল উৎসন্ন এবং হুহুঙ্কার ও ভৈরব গর্জ্জনে পশু-কোলাহলময়ী অরণ্যকে রঙ্গ ভূমি করিয়া তুলিলেন। দুরাচার কিম্মীর এই রূপে তরু সংগ্রাম করিতে করিতে পাষাণী সমরের অবতারণা করিলে বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া তাহার সহিত বাহু যুদ্ধে ব্রতী হইলেন—মধ্যম পাণ্ডব বাহু রণে অদ্বিতীয়—মল্ল যুদ্ধে রক্ষনাথকে অবিলম্বে হীনবল করিলেন। রাক্ষস পতি মারুতীর কঠিন প্রহারে ভগ্ন মেরু হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তাহার মুমূর্ষ আর্ত্তনাদে নৈশ প্রকৃতি জাগিয়া উঠিলেন।

মহাবল ভীম এইরূপে কিম্মীর বধ করিয়া নির্ভয় অরণ্য করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তথায় আশ্রম গ্রহণ করিয়া রহিলেন। এমন সময় ভগবান্ বিদুর যাইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন—অগ্নিমুক্ত বৃষ লোহিতাভ্র দেখিয়া ভয় করে—পাণ্ডবগণ অন্ধরাজ মন্ত্রী বিদুরের আগমন দেখিয়া দেবলের পুনরাভিনয় ভাবিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সশঙ্কিত চিত্তে কহিলেন, খুল্লতাত! কি

অভিপ্রায়ে দীন-পর্ণকুটিরে পদার্পণ করিলেন? জেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র কি কোন আজ্ঞা করিয়াছেন, না, জননী কুন্তীর কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

বিদুর কহিলেন, বৎস! সে সকল কিছুই নয়, তোমাদিগের অরণ্য-নির্ব্বাসনেরপর দিব্য, আন্তরীক্ষ্য, ও পার্থিব অমঙ্গল উপস্থিত হওয়ায় কুরু-পতিঅগ্রজ আমাকে সদুপায় জিজ্ঞাসু হইলে আমি দুর্যোধন-বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করিলাম—অমৃতে গরল উৎপাদন হইল—অম্বিকানন্দন ক্রোধপরবশে "দূর হও" বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কুমার! আমি তাঁহার সেই "দূর হও" দুর্ব্বাক্য পালনে তোমাদের অনুসরণ করিয়াছি। মূর্খ সঙ্গে স্বর্গসুখ অপেক্ষা পণ্ডিতগণ সহিত অরণ্যনিবাস শ্রেয়স্কর। মতিমন্! নবীনাকামিনী যেরূপ প্রাচীন বল্লভের প্রতি অননুরক্ত হয়, অগ্রজের পক্ষে সদুপদেশ ও তদ্রূপ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

ধনঞ্জয় কহিলেন, আর্য্য! আপনার পদ প্রশ্রয় আমাদের স্বর্গীয় আস্পদের-স্বরূপ। রাজকুল-গৌরব কৌরবনাথ নিগ্রহে আপনি বিষণ্ণ না হইয়া প্রসন্ন মনে কাল যাপন করুন; আমরাও দুঃখ পূর্ণ অরণ্যআশ্রমে জনপদনিবা-সের সুখশান্তি লাভ করি।

ভগবান্ বিদুর এইরূপে কাম্যক প্রবাসী পাণ্ডব সম্মীলন করিয়া রহিলে মহামনাসঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হই-লেন—রাজ ভক্তি যুধিষ্ঠিরের নিকট বিশেষ নম্রতা স্বীকার করিল—পাণ্ডব নাথও তাঁহার সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধীমন্! আপনার আগ-মনের কারণ কি? পুরজনের মঙ্গল ত?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পৌর জনের সমস্ত মঙ্গল, কেবল রাজ-ভক্ত ভগবান্‌বিদুরের বিরহে অন্ধরাজ যারপরনাই ব্যাকুলিত হইয়াছেন। তিনি এই বলিয়া মহা প্রাজ্ঞ ক্ষত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! মতিমান্-কৌরব ভূপতির প্রতি অভিমান পরিত্যাগ করুন। আর্য্য-ভূষণ, তোমার বিরহে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত আছেন; তাঁহার কপোল দ্বয় নিরন্তর নীরধারায় ভাসিতেছে; অমরবাঞ্ছিত হস্তিনাবৈভব তৃণ তুল্যও জ্ঞান করেন-নাই; দিন যামিনী হতজ্ঞানে "হা বিদুর হা বিদুর" বলিয়া রোদন করিতে

ছেন ; অতএব প্রিয় দর্শন ! সত্বর গাত্রোত্থান করুন, আপনার বিলম্ব হইলে অম্বিকানন্দন দেহত্যাগ ব্রত অবলম্বন করিবেন।

স্বজনবৎসল বিদুর অগ্রজের এইরূপ ভ্রাতৃপ্রিয়তা শুনিয়া ধর্ম্মরাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনা পুরে আগমন করিলে অন্ধরাজ ভ্রাতৃস্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যেন স্বভাবের চক্ষু দান পাইলেন—মনান্তর অন্তর হইল—তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সৌভ্রাত্রপ্রেমের নববন্ধনীতে আবদ্ধ হইলেন। দুর্য্যোধন পিতৃপিতৃব্যের পুনরেকতা দেখিয়া পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় চিন্তায় সচিন্তিত হইলেন—কুমন্ত্রণার পুনঃ সংস্করণ হইল—কর্ণ প্রভৃতি যুবসভ্যগণ তাহাতে অনুমোদন করিলেন না "সত্যবাদী পাণ্ডব সত্যভঙ্গ করিয়া সমাগত হইবেন না" তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত ও বিশ্বস্ত প্রমাণ দ্বারা দুর্য্যোধনের মহাভ্রমের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন—লোকে আত্মবৎ জগৎ দেখিয়া থাকে—দুর্য্যোধন সেই বিকট সমস্যার হস্তে পড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ; পাণ্ডবগণের ভাবী-আগমন ভাবনায় তাঁহার গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। কর্ণবীর সেই অত্যাচারীর মনোভাব বুঝিয়া পাণ্ডব বিনাশে যুক্তি স্থির করিলেন—ক্ষত্রিয় দেহ স্ফীত হইয়া উঠিল—তাঁহারা অবিলম্বে রণ বেশে পাণ্ডব অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, রণবাদ্যের ভীষণ কল্লোলে প্রতিধ্বনীরা কোলাহল করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্যাস পৌত্রগণের এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন—ঋষিহৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল—তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়া সুরভী উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। মতিমান্ ধৃতরাষ্ট্র পিতৃ বাক্যে লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের অবাধ্যতা জানাইয়া তাঁহাকে দুর্য্যোধনের অনুশাসনভার প্রদান করিলেন—বাগ্‌দেবী পশ্চাৎ পদ হইলেন—"ভগবান্ মৈত্রেয়ঋষি তাহার অনুশাসন এবং অন্যথায় অভিশাপ দান করিবেন" তাঁহাকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন—অভিশপ্ত কাল নিকট হইয়া আসিল—মহর্ষির গমনের পর ভগবান্ মৈত্রেয়ঋষি আগমন করিলেন। তিনি স্বাভাবিক ঔদার্য্য গুণে দুর্য্যোধন নিকটে পাণ্ডবগণের পরাক্রম ব্যাখ্যা করত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে কহিলেন—কাল উপস্থিত—

দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উরুদেশে করাঘাত ও ভূমিতলে নখাঙ্কপাত করিতে লাগিলে ঋষিরাজ কুরুযুবরাজের উপেক্ষা সন্দর্শন করিয়া "ভীমসেনের গদাঘাতে তাঁহার উরু ভঙ্গ এবং সন্ধি করিলে শাপান্ত" এইরূপ শাপ-বর প্রদান করিয়া গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ঋষিকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের শাপ প্রাপ্ত ও বিদুর কর্ত্তৃক ভীমসেনের কির্ম্মিরবধ বৃত্তান্ত শুনিয়া বংশশূন্য চিন্তায় অধীর হইয়া রহিলেন।

এদিকে বিনয় নম্রশীল পাণ্ডবগণ সৌভাগ্যের কৃপাদৃষ্টি হারাইয়া অরণ্যবাস করিতে লাগিলে স্বজন সহিত জগদ্বন্ধু, চেদীশ্বর, ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ কৈকেয়গণ ও মহাবল পাঞ্চালেরা কাম্যকারণ্যে উপনীত হইলেন—বনকষ্ট মনের অগোচরে গিয়া বাস করিল—সপরিবারে যুধিষ্ঠির বন্ধুগণ সন্দর্শনে সুখসিন্ধুর প্রবল তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। নারায়ণ হরি তাঁহাদের বন-বেশ দর্শনে শোকে অধীর হইয়া কহিলেন, কি পরিতাপের বিষয়! পাপাত্মা দুর্য্যোধন যশোধন যুধিষ্ঠিরকে জটাচীর পরিধান করাইয়া রাজপিপাসা শান্তি করিয়াছে! তাহার সহযোগী বন্ধু বান্ধবেরাও কি পাণ্ডবসন্ন্যাসী দেখিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন! যাহা হউক, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই সনাতন ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মদ্বেষী দুরাচারকে কর্ম্মানুরূপ ফল দান করিব।

ভগবান্ বিভূ এই কথা বলিতে বলিতে রৌদ্ররসে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাঁহার শ্যামনয়ন লোহিতাভ রক্তকুবলয়রাগ মিশ্র হইল। ধীমান্ ধনঞ্জয় প্রাচীনপুরুষ হৃষিকেশের এইরূপ রৌদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া নিয়মের গভীরসিন্ধু পার হইবার জন্য তাঁহাকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি কিটাণুকীট কৌরব দমন করিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? আপনি স্বায়ংগৃহমুনি হইয়া মহামেরু গন্ধমাদনে দ্বাদশবর্ষ বসতি করিয়াছিলেন। আপনি পুষ্করতীর্থে একাদশ বর্ষ এবং বদরিকাশ্রমে অনশনে শতবর্ষ ঘোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক সুশিক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। আপনি পুণ্যসলিলা সরস্বতীতীরে দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞে দিক্ষীত হইয়া জগতে অতুলযশঃ লইলেন। আপনি নিয়মস্থ হইয়া দেবমানে সহস্র বর্ষ যোগাসনে সংযত ছিলেন। অখিলেশ্বর! অখিল নিয়ন্তা! আপনি কল্পান্তে জগৎ সংহার করিতে মহাকালরূপ ধারণকর, আবার কল্পারম্ভে

আদি প্রকৃতি হইয়া বিশ্ব প্রসবিনী হও। আপনার নাভিপদ্মে পদ্মাসন, ললাটে ত্রিলোচন, এবং ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী অবিদ্যা সমুদ্ভব হয়েন। পৌরাণিকেরা আপনাকেই ত্রিগুণাত্মক, আপনাকেই ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। সুরেশ্বরের সর্ব্বেশ্বরত্ব আপনারই ও পদ প্রসাদে হয়।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নীরব হইলে নারায়ণ উগ্রভাব সম্বরণ করিয়া বয়স্যভাবে কহিলেন, পার্থ! তুমি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; পুরাকালে তুমি নর ঋষিরূপে আমার প্রচুর সাহায্য করিয়াছ, এবং আমরা উভয়েই নরলীলা সাধনের জন্য নরলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। বীরবর! দেবলোকে দেবেন্দ্র যেমন সকল দেবের ঈশ্বর, তেমন মর্ত্ত্যলোকে নরশ্রেষ্ঠ বলিলে তোমাতেই সম্ভব পর হইয়া থাকে।

এই বলিয়া ভগবান্ কেশব প্রকৃতিস্থ হইলে সেই অমর্ত্ত্য মণ্ডলীর মধ্যে মুক্তকেশী কৃষ্ণা বদ্ধাঞ্জলী হইয়া কৃষ্ণের নিকট কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দাসী বলিয়া কি এতদিনের পর স্মরণ হইয়াছে? আপনার করুণাময় হৃদয় কি আজ্ আবার করুণরসে পূর্ণ হইল! চক্রী! আপনি জগৎ চক্র কি এইরূপ ন্যায় চক্রেই ঘূর্ণায়মান কর! বিশ্বের আনন্দময় দৃশ্য কি আপনার হৃদয় গ্রাহী হয় নাই! প্রত্যুত তুমি কোথাও সুখ প্রসূনের প্রবল কীটাণু, কোথাও দুঃখ সিন্ধুর নব সন্তরণী, কোথায় সৌভাগ্যকুঞ্জের ভীম ঝটিকা, কোথায় দুর্ভাগ্য ছায়ার শত সহস্রাংশু হইয়া জগৎকে হর্ষ-বিষাদের অভিনয় দেখাইয়া থাক। তুমি কখন সমাধী ভূমিতে অট্টালিকা, কখন রাজধানীতে মরু ক্ষেত্র পরিণত কর; নতুবা ধর্ম্ম নৃপতির হস্তে জগৎ সমর্পণ করিয়া আবার হরণ করিয়া লইবেন কেন? দুঃখনাশন! অধিনীকে দুদিনের জন্য কেন এ সুখ স্বপ্ন দেখাইলে? ভারতেশ্বরী না করিয়া আমায় ভারত ভিখারিণী করিলেনা কেন? তপস্বীর কমণ্ডলে যেন মণ্ডলেশ্বরের লোভ হয় না, তদ্রূপ দুঃখিনীপাঞ্চালী হইলে দুঃশাসন কি আমায় এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করিত?

মধুরভাষিণী দ্রৌপদী এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলে মহাত্মা মধুসূদন কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাবিনি! অভিমান পরিহার

কর। সাধারণ রমনীর ন্যায় শোকাভিভূতা হওয়া তোমার উচিত নয়। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম বশেই শুভাশুভ ফল ভোগ করে; অপার আয়তন বিশ্ব অনন্ত কাল হইতে কর্ম্ম-তরুমূলের আশ্রিত হয়। কিন্তু দ্যুতকাণ্ড কৌরবগণের সম্পূর্ণ চক্র জানিয়া আমার হৃদয় যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছে। অতএব দেবি! কিছুকাল অপেক্ষা কর, অর্জ্জুনের শরসন্ধানে কৌরবপক্ষ নিশ্চয়ই কাল ভবনে গমন করিবে। কুরুবধূরা আজীবন পথের ভিখারিণী হইয়া প্রখর শোক স্রোতে ভাসিবে।

ভগবান্ বাসুদেব দ্রৌপদীকে এইরূপ প্রবোধ দান করিলে শোকাতুরা কৃষ্ণা ধৃষ্টদ্যুম্নাদির প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করায় তাঁহারাও শত্রুগণের নিধন প্রতিজ্ঞা করিয়া যাজ্ঞসেনীর মনাগ্নিতে শান্তি জলসেক করিলেন—দোষ প্রক্ষালনের সময় হইল—নারায়ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহিপাল! পাশা ক্রীড়া সময়ে আমি দ্বারকাধামে থাকিলে আপনাদিগকে কখনই এ অরণ্য-বাস ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। বিনা আবাহনেও উপনীত হইয়া দ্যুত-নিবারণী মন্ত্রণা করিতাম। এমন কি, আমার উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে দুর্দ্দান্ত-দিগকে একান্তই কৃতান্তধামে গমন করিতে হইত। মহারাজ! আমি তৎ-কালে সৌভপতি শাল্ব অসুরের সহিত সমর সংলিপ্ত থাকায় আপনাকে নরা-ধম কৌরব চক্রে নিপতিত হইতে হইয়াছে।

জগন্নাথ হরি এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ইচ্ছাক্রমে শাল্ব বিজয় কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মরাজ যদুরাজ শ্রীহরিকে বিনীতভাবে কহিলেন, দামোদর! আপনি প্রপঞ্চ জগতের ঈশ্বর, এবং এক হইয়াও অনন্তরূপে বিশ্বক্ষেত্রে বিরাজমান হও। আপনার পক্ষে সৌভপুর-হস্তিনানগর সুদূর ব্যবধান নয়। চক্রপাণী! বস্তুত আপনি কটাক্ষে সমেদিনী স্বর্গ ধ্বংশ করিতে পারেন, কিটাণুকীট অসুর বিদ্রোহ কিরূপে দুর্ভার প্রতীয়মান হইবে। বনমালী! ভবদীয় লীলা রহস্য-ভেদ করা ভবদেবের অভাবনীয়, সুতরাং হীন বুদ্ধি যুধিষ্ঠির তাহার কি গভীর গবেষণা করিতে পারিবে?

অনন্তর ভগবান্ কেশব পাণ্ডবদিগকে যথা সম্মান করিয়া ভানুমতী সুভদ্রা ও অভিমন্যু সহিত সবান্ধবে দ্বারকানগরে, ধৃষ্টদ্যুম্ন কুমারগণসহিত

দক্ষিণ পাঞ্চালে, ধৃষ্টকেতু স্বস্থ সমভিব্যাহারে স্তক্তীমতী পুরে, ও কেকয়গণ আপনাপন মন্দিরে প্রত্যাগত হইলেন—বিরহ শক্তিশেল হৃদয়ে প্রবেশ করিল—মহীপতি অধৈর্য্য হইয়া প্রিয়ম্বদ অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাত! বহুদিনান্তে কুমারগণ অন্তর হওয়ায় এই মনোরম্য কাম্যক কানন অন্ধকার বোধ হইতেছে; অতএব স্থান পরিবর্ত্তন জন্য তোমরা বনান্তর নির্ব্বাচন কর। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে বিনয়ী অর্জ্জুন বিনীতভাবে অগ্রজকে কহিতে লাগিলেন;—

আর্য্যকুল পূজ্যতম, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়,
মতিমান্ নরকুল ইন্দ্র!
তুমি এ বসুধা মাঝ, ভূমিবেত্তা অদ্বিতীয়,
জিনী ভৌগলিক বুধবৃন্দ।
গতি শক্তি ধরি জীব, ভ্রমিধরা মহৎ আভ,
নাহি পায় ভুগোল বিজ্ঞান;
স্বগুনে সর্ব্বজ্ঞ রাজ, বীরমণি বীরপ্রভ!
লভিয়াছ সেগূঢ় সন্ধান।
তব গবেষণা দেখি, নারদাদি যোগী ঋষি,
করে আসি তব উপাসনা;
অজ্ঞাতম আমি দাস, কেমনে কহিব দেব!
অরণ্য-প্রবাস নির্ব্বাচনা?
তবে শুনিয়াছিমাত্র, কৌরব কুলের নাথ!
দ্বৈতবন মনোরম্য স্থান!
যথায় যোগী-অমর, আরযত পুণ্য শীল,
বিহরয়ে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
গণমাতা-বনদেবী, দিয়া সত্বগুণনিধি,
গঠিলেন সে নির্জ্জনধাম;—
মৃগ, মৃগপতি,করি, নিরাপদে নিরবধি,
সখ্যসূত্রেলভয়ে বিরাম।—
নহেস্থান রবিতপ্ত, নহে শীতে শিতাধিকা,

প্রকৃতির স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ;
ঋতু অধিপ বসন্ত, আকর্ষয়ে ত্রৈলোক্য,
লভিতে সে সুখ সঞ্জীবনী,—
কানন মাধুরী মাঝ, উজলে বিবেকালোক,
দেখায় জগতে নিত্যপথ ;
দ্বৈত বনবাসী জীব, না পরশে রোগ শোক,
জ্যোতির্ব্বেদা কহে মহারথ !
অতএব নরবর ! হেরিবারে দ্বৈতবন,
কর যাত্রা মম মনে লয় ;
আমরা সকলে মেলী, হ'ব তব অনুগামী,
পশিবারে সে রম্য আশ্রয়।

মহামতী ধনঞ্জয় এইরূপ দ্বৈতবন গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির স্বদলে ও স্ব স্ব অশ্বতরী আরোহণ করিয়া দ্বৈতবনোদ্দেশে গমন করিলেন। পাঠক ! এক্ষণে "নচলতি খলুবাকাং সজ্জনানাং কদাচিৎ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বৈতবনে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আরণ্যক পর্ব্ব, কির্ম্মীর বধ-
পর্ব্ব; কুরুবংশে দ্রৌপদীবিলাপ নামক
একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

দ্বাবিংশ সর্গ।

দ্বৈতবন—সিদ্ধবিদ্যা লাভ।

(আত্ম শাসন।)

"ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।"

সত্যশীলগণের অন্তর সত্যবন্ধনীর অধীন, জীবনান্তেও অনিয়ম তন্ত্র প্রণালীতে ইচ্ছা সমর্পণ করেন নাই।—সত্যসিন্ধু যুধিষ্ঠির শক্রশাসিত স্বজন মণ্ডলীর সহস্র উত্তেজনাতেও সততার গগন ভেদী চূড়া অতিক্রম করিতে পারিলেন না;—আত্মশাসন বলে সত্যের অন্যতম দিক হইতে মন নিবৃত্ত হইয়া রহিল;—স্বজন সহিত ধর্ম্মবীর প্রধান পাণ্ডব কাম্যক বন হইতে দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়া শ্বাপদগণের অচ্ছিন্ন সদ্ভাবে ও বন প্রতীমার মোহন মূর্ত্তি সন্দর্শনে যারপরনাই মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—পার্থবীর বনদেবীর প্রকৃত বর্ণনাই করিয়াছেন; দ্বৈতবন বিবেকের বিনোদ ভূমি, মাধুর্য্যের প্রশস্ত ভাণ্ডার আর বৈরাগ্যের চির নিকেতন বলিয়া মন স্বতই সন্তোষ হয়। বনছবি আমার নির্জ্জন কারাবাসী মনকেও যেন আনন্দময় কুঞ্জে আহ্বান করিতেছে। না করিবেই বা কেন? যেদিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই ললিত রাগিণীর মধুর আভাষ শুনিতে থাকি। যেই দিকে দেখি, সেই দিকেই সততার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাই; আহা! ঐ কাঞ্চনলতার অন্তরালে মৃগপতি যূথ নাথের সহিত কেমন সপ্রেম আলিঙ্গন দিতেছে। পলাশ তরু তলে কেশরী শাবকের সহিত মৃগ শিশুরাও সুখের খেলা খেলিতেছে। যে ব্যাঘ্রের সহিত ছাগদলের নৈসর্গিক খাদ্য খাদক সম্বন্ধ, তাহারাও বন দগ্ধা ঐ শ্যামকলঙ্কিনী ভূখণ্ডের উপর মহানন্দে রোমন্থন করিতেছে। মরি, এ

আবার কি চমৎকার! ফণীকুণ্ডলীর কোমল আসনে পক্ষী শিশুগণও গভীর সুখসুপ্তি লইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক দ্বৈতবন বিহারীদের লীলা-নাটকের সকল অঙ্কের অভিনয় দেখিতে নয়নের নিমেষ-যবনিকা চির উন্মুক্ত থাকিতে বাসনা করে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অমাত্য বৃন্দের সহিত দ্বৈতবনান্তর শাল তরু সঙ্কুল সরস্বতী তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডব গণের তপস্বীবেশ অবলোকন করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন—হৃদয়ে বিস্ময়রস উথলিয়া উঠিল—রাজ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির যোগেন্দ্র পুরুষ মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে দীনাবস্থ দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলে সহকারী তপস্বীগণ সকলেই লজ্জিত হইয়াছেন!

মহর্ষি কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে জটাচীর পরিধেয় দীনদশাগ্রস্ত দেখিয়া হাস্য করি নাই; অদৃষ্ট লেখনীর অভাবনীয় অঙ্কন শক্তি আমাকে বিস্ময় সাগরে মগ্ন করিয়াছে। নরনাথ! ভগবান্ বিধি এইরূপে প্রভু রামচন্দ্র, নাভাগ, ভগীরথ ও কাশীক রুশাধিপতি নৃপতি গণের মস্তক হইতেও রাজ মুকুট হরণ করিয়া জটাভার প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক ধর্ম্মরাজ! অরণ্য বাস দুঃখে দুঃখিত হইও না; তোমার ন্যায় সত্যশীল ব্যক্তি অবশ্যই বিপদার্ণবে পারপ্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলে অনন্তর এক দিবস সায়ং সময়ে বক নামে দালভ্য মুনি উপস্থিত হইয়া তারা দলস্থ তারাপতির ন্যায় ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী দেখিয়া কহিলেন, পার্থ! আমি তোমার দ্বিজ ভক্তি দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। বিপ্রসেবা গার্হস্থধর্ম্মের মূলব্রত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বসুন্ধরা দ্বিজসেবা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে ভজনা করেন নাই; এমন কি, যশোধন বলী দ্বিজরাজ চরণ প্রসাদে পৃথিবীশ্বর হইয়া দ্বিজশাপে আবার পৃথিবীর অধোতলে প্রবেশ করিলেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রকর্ত্তা একমাত্র ব্রাহ্মণকেই প্রসাদ বিধাতা বলিয়া কল্পিত করিয়া

থাকেন। নারায়ণ বিষ্ণুও ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভিখারী হয়েন। তিনি এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সৎকার করত গমন করিলেন—ধর্ম্মের মোহন বংশীস্বর জগৎ ভরিতে লাগিল—ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের সহিত সদালাপ জন্য সময়ে সময়ে দ্বৈতবন ভূখণ্ডে আগমন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্বৈতবনাশ্রয় লইয়া অরণ্যলীলায় কালহরণ করিতে লাগিলে একদা সায়ংকালে উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী দ্রৌপদী অসহ্য বনবাসিনী বেশ লইয়া স্বামিগণ সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক ভূত পূর্ব্ব ভারত-ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুরাচার দুর্য্যোধনের হৃদয় মরুর অন্তস্তলে করুণরসের বিন্দুমাত্রও নাই, পাণ্ডুকুলের বনকষ্ট নিতান্তই তাহার কঠিন হৃদয়ের তুষ্টি সাধন করিতেছে। বলিতে কি, আমরা পুর হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনদের অবিরল অশ্রুধারা ধরার মৃণ্ময়ী কপোলে পড়িয়াছিল, কুটিলাত্মারাও কাঁদিয়াছিল; কিন্তু পাপমতি দুর্য্যোধন কিছুমাত্র ম্লান হইল না! হায়, এই সোনারঅঙ্গ ভস্মলেপময় দেখিতে তাহার কিরূপে ইচ্ছা জন্মিল! দগ্ধবিধি কুলবধূর ভিখারিণী মূর্ত্তি দেখিতে কি রূপেই বা তাহার চক্ষে প্রীতির মহাভার দিলেন! যাহাহউক নরনাথ! স্ববংশের ঈদৃশ হীনতা দেখিয়া আপনার রাজরোষ একবারও প্রজ্বলিত হইতেছে না? জ্বলন্ত ক্ষত্রিয় শব্দ ক্ষমাগুণে লোপ করিতেছেন কেন? মহীপাল! তেজঃ-ক্ষমা উভয় প্রতিপালনই উন্নতিমূলক কার্য্য; জ্ঞানকৃত অপরাধীর শাসনদণ্ড ক্রোধ স্বহস্তে তুলিয়া লয় এবং উপকারী বা নির্ব্বোধের অপরাধ দেখিলে ক্ষমা সকল দোষ মার্জ্জনা করে। রাজন্! দুর্য্যোধন জ্ঞানকৃত অপরাধী, অতএব তাহার বিরুদ্ধে তেজঃ প্রদর্শন না করিলে আপনার নৈতিক অবনতির কার্য্য করা হয়।

ভগবতী কৃষ্ণা এই বলিয়া বলী-প্রহ্লাদ সংবাদ বলিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, মনোরমে! তেজঃ ক্ষমা এই উভয় পদার্থ পার্থিব গণের দৈহিক সত্ত্ব বটে, এবং সম্ভবতঃ ঐ সকলের প্রতিপোষণ করাও ন্যায় সঙ্গত কার্য্য; কিন্তু প্রিয়তমে! ক্রোধাংশের অণুপরমাণু ও তেজসম্ভূত নয়, বরং ক্রোধ-বিজেতাকে তেজস্বী বলিয়া ন্যায়বাদীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ভাবিনি! আমি

সেই তৈজস পদার্থের আশ্রয় লইয়া ক্রোধের পরম শত্রু হইয়াছি, আমার হৃদয়-দ্বীপান্তরে ক্রোধ নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে। ক্রোধই অনর্থের মূল, লোক ক্রোধ হইতেই সমূলক স্মৃতিশক্তি বিচ্যুত হইয়া পড়ে; মহৎ কাহিনী সদুপদেশ ও উহার পদতলে চূর্ণ হইয়া যায়। জগৎচক্রের অসঙ্খ্য ছিদ্র ক্রোধের অনুসরণ করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে কালপুরুষ নিকটবর্ত্তী হইলে জীব ক্রোধের অনুগমন করে। আসন্নমৃত মুমূর্ষু দেহে ক্রোধ আবির্ভাব হইয়া ঔষধে বীতস্পৃহা করায়। শুভে! এই সৌর জগতে ক্ষমাই মুক্তিলাভের অনুশীলনী, রত্নগর্ভা পৃথিবী ক্ষমাগুণে ধরণী বলিয়া কথিতা হয়েন। ক্ষমাপর ব্যক্তিরা চরমে পরম গতি লাভ করেন। ক্ষমা, তেজস্বীদিগের তেজ, তপস্বীদিগের তপ, এবং সত্যবাদীদিগের সত্য স্বরূপ; অতএব কিরূপে আমি, ক্ষমারূপ অপার জলধি বাহু সন্তরণে উত্তীর্ণ হইব?

মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিবাদ করিলে দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ! আপনার জ্ঞান প্রদাতাকে আমার নমস্কার, আপনার ধর্ম্ম বিধাতাকে আমার সহস্র প্রণাম। আপনি ঈদৃশ বিপদগ্রস্থ হইয়াও ধর্ম্ম বন্ধনীর বহির্ভাগে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। যাহাহউক জ্ঞানীগণের ধর্ম্ম যাজনার কি এই শেষ ফল ঘটিয়া থাকে? রাজন্! ভগবান্ বিধাতা ধর্ম্মশীল নিরীহ ভূতদিগকে দয়ার চক্ষে অবলোকন করেন নাই। তিনি স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত সম দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। দুষ্টগণ তজ্জন্যই আধিপত্য এবং শিষ্টগণ তজ্জন্যই সংসারের কূট আস্বাদ গ্রহণ করিয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবি! তোমার রসরঞ্জিত-নবপ্রবন্ধ আপাতঃ মনোহর বটে, কিন্তু নাস্তিকতার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক; স্বেচ্ছাচারীরা ঐ ধারণাকেই সিদ্ধসংস্কার বলিয়া কল্পনা করে। গুণবতি! সত্যতা যে অসার ব্রত এ কথা কোন শাস্ত্রকার বলেন? এবং তুমি রাজবালা ও রাজবনিতা হইয়া কিরূপেই বা ইহার সহানুভূতি কর? রাজপুত্রি! আমি কর্ম্ম ফলান্বেষী নহি, ফলপ্রার্থী হইয়া ধর্ম্মবনিকের কাজ করা আমার অভিপ্রায় নয়, সাধু পথে বিচরণ করাই আমার সনাতন ব্রত। প্রত্যুত পরম-পিতার পুরাণলেখনী জীবকে ঐ পথে যাইতেই নিত্য অনুরোধ করেন,

জীবাত্মাও শাস্ত্রকর্ত্তার বিজয় শঙ্খ ধ্বনি শুনিলে কালরণে চির নির্ভীক হইয়া থাকে। সরলে! বিশ্বকর্ত্তা বিধি পক্ষপাতী নন্, তিনি আমাদের হস্তে জন্মান্তরিন্ কর্ম্মফল দিয়া ঐশীখেলা খেলিতেছেন ; আমরাও সেই কর্ম্মফলের অসংখ্য স্তূপ লইয়া লোকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি ; অতএব ঈশ্বর অবমাননা করা তোমার উচিত নয়।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্মনিন্দা বা ঈশ্বর ভৎর্সনা করিতেছি না, শোক বিহ্বলা হইয়া এরূপ বিলাপ করত আপনাকে বীরকার্য্যে উত্তেজিত করিবার জন্য হৃদয় যবনিকা তুলিয়া বিষাদের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখাইতেছি। ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মই উন্নতির মূল, কর্ম্মই সঞ্জিবনী সুখতরু ; কর্ম্মঠ ব্যক্তিরা কর্ম্মরূপ নব সন্তরণী সঞ্চালন করিয়া উত্তমাশা-নদের অপরপারে উত্তীর্ণ হয় ; আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি কল্প কল্পান্তরেও আশা-সরিৎ অতিক্রম করিতে পারে না। মহীপতি! যদিও প্রাক্তন মূল, তথাপি ভুতগণ কে কোথায় কার্য্য পরায়ণতায় বীতশ্রদ্ধ হয়? কে কোথায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ থাকে? বস্তুতঃ ঈশ্বর কার্য্যকরী মনের পরিচারক নন্, এমন কি তাঁহার উপর মনের কর্তৃত্ব আরোপ করিলে আমাদের পাপ পুণ্যেরও কিছুই দায়ীত্ব থাকে না ; কিন্তু ধীমন্! ভগবান্ বিধি আমাদিগকে জ্ঞান-দর্পণ দিয়া অবসর হইয়াছেন, আমরা সেই মহাদর্পণের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যোগে, অনলে, মহাসাগরে, বিজন বিপিনে, জীবন সংশয় দেখিতে পাই এবং পাপ পুণ্যের সম্ভবতঃ ফলও আত্মার নিকট হইতে ভোগ করি ; অতএব রাজন্! জ্ঞান-দূত মন আমাদের কর্ম্ম-কর্ত্তা এবং কর্ম্মই আমাদের ফলবিধাতা বলিয়া আমি আপনাকে বীর কার্য্যে অনুরোধ করি, নতুবা ধর্ম্মের অবমাননা করা দাসীর ভ্রমেও ইচ্ছা নয়।

সাধুশীলা দ্রৌপদী এই বলিয়া বিষণ্ণ হইলে ভীমবাহু ভীমসেনের প্রধূমিত মনাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বীরবর, ধর্ম্ম নরবরকে গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য। আপনি পুরুষোচিত পৌরুষ পদবী অবলম্বন করুন। অতিথিধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া কুলধর্ম্ম অতিক্রম করেন কেন? যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে সদাশয়গণের শান্তিভঙ্গ হয়, নির্দ্দয়গণ প্রশ্রয় লাভ করে, তাহা এক প্রকার কুধর্ম্ম। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই রাজধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মরাজ!

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম" এই ত্রিবর্গ মোক্ষফলের আকর্ষণী, জীবগণ এই গুলির সমসঙ্কলন করিতে পারিলেই ভব-বৈভব কল্পতরুর ফললাভ করিতে সমর্থ হয়; মতান্তরে সন্ন্যাসব্রত ধারীরাও উহার অধিকারী হয়েন। কিন্তু রাজন্! আপনি পৃথিবীশ্বর, পৃথিবীর প্রচুরঅর্থ আপনার রাজভাণ্ডারে উন্নীত রহিয়াছে; অতএব আপনার পক্ষে ভৈক্ষধর্ম্ম অবলম্বন বা শত্রুশাসনে ভীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। যাহাহউক নরনাথ! রাজধর্ম্মে কটাক্ষ পাত করুন, পাণ্ডবপতি আমাদের গতিমূলক বলিয়াই বীরদেহে ভিখারি-সাজ সাজিয়াও আমাদিগকে নীরব রহিতে হইয়াছে।

অমিততেজা ভীম এইকথা বলিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাত! তোমার বাক্য বাণে আমি যারপরনাই ব্যথিত হইলাম, আমারই কর্ম্মদোষে বনবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ প্রকৃত বটে; কিন্তু এখন তাহার পুনরুক্তি করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সময়ে বীজ বপন না করিয়া অসময়ে ফল প্রত্যাশা করিলে কি লাভ হইবে? বৃকোদর! পাশা সমরে ত তোমরা নিকটস্থ ছিলে, তবু দেবলের উপর্য্যুপরি পরাভব দেখিয়া উপদেশ দান করিলে না কেন? সর্ব্বনাশী ক্রোধই আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিল। পাশা-শঠের ক্রীড়াশঠতা দেখিয়া আমি ক্রোধান্ধ হইলাম, তোমরাও দুর্ব্বিসহ ক্রোধ সহকারে আত্মসাবধান হইতে ভুলিলে, দুর্ভাগ্যের বিপুল বর্ষানীর আমার জ্বলন্ত সুখ শান্তি নিবাইল। বীরেন্দ্র! এখন এই অকাল অনুযোগ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যভিচারিতা (সুধর্ম্ম-কুধর্ম্ম) দোষারোপ করা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ভগবান্ বিধি ধর্ম্মপথের মানচিত্র এক লেখনীতে অঙ্কিত করিয়াছেন। যাহাহউক বীর! এক্ষণে কালের মুখাপেক্ষা কর। কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার সাধন হইবে।

যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন, রাজন্! মানব দেহ ফলবৎ পতনশীল আর ফেনবৎ অচিরস্থায়ী, এবং কাল সময়াপহারী ও নিত্যগামী, সুতরাং ঈদৃশ কালের মুখাপেক্ষা করা অমর জীবনের কার্য্য। আপনি বিনশ্বর নরদেহী হইয়া কিরূপে এই দুরাশা বশম্বদ হইয়াছেন? ইতিমধ্যে আয়ুস্সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে কাহার সোহাগে সুখের কমল প্রস্ফুটিত হইবে?

অতএব আর্য্য! এক্ষণে নর জীবনের অচিরস্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করিয়া সংক্ষিপ্ত বাদীদের মত গ্রহণ করুন। ত্রয়োদশ মাসে ত্রয়োদশবর্ষশেষ হইয়াছে, এখন শত্রুবিজয়ে অভ্যুত্থান করা যাউক।

ভীম-যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কথোপকথনকালে ভগবান্ ব্যাসদেব আসিয়া উপনীত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন—করুণরসে রসনার স্বর বিকৃত হইল—শোকার্ত্ত যুধিষ্ঠির স্থধী শিরোমণি দ্বৈপায়নকে গদগদ স্বরে কহিলেন, পিতামহ! আমিত বিপদ সাগরের গভীরতলে পতিত হইয়াছি, সত্যতার পুর্ণঘট আমাকে নতগ্রীব করিয়া রাখিয়াছে; এমন কি, ভবিতব্যের আশ্চর্য্যখেলায় আমি যে পুনরুদ্ধার হইব, এমত বোধ হইতেছে না। অতএব উপদেশ দিন্, কি উপায়ে ভ্রাতাগণের নিকট রাজঋণ হইতে মুক্ত হই?

ভগবান্ বাদরায়ণী কহিলেন, নরনাথ! শত্রু ভয় পরিত্যাগ কর, সর্ব্বশক্তিমান্‌ধর্ম্ম ধার্ম্মিক গণকে প্রতিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাঁহার অলৌকিক শক্তি ত্রিজগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। যাহাহউক ধর্ম্মরাজ! তুমি আমার নিকট প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে উপাসনা করাও, গাণ্ডিবধারী এই মন্ত্র প্রভাবে ভগবান্ শিব আরাধনা করিলে সর্ব্বদেবগণ তোমাদের বর বিধাতা হইবেন। তিনি এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে সমন্ত্রক সিদ্ধবিদ্যা দান করত কহিতে লাগিলেন;—

ভারত হইতে তুলি, সত্যের পদাঙ্কগুলি;
রেখ' রায় চিত্র করে প্রকৃতির ভবনে!
মানস-তুলিকা ধরি, আঁকিলে আকার তারি;
না উঠিবে কোটী বর্ষ ভ্রান্তি-বারি বর্ষণে।
কুনীতি কালিমা রাশি, হইলেও প্রতিবাসী;
আসিয়া মিশিবে শশী-সত্যতার আলোকে:
অপার সংসার স্থিত, অন্ধকার অপ্রমিত;
হাসি হাসি মিশে যেন ঊষা সতি পলকে।
সে রত্ন রহিলে হৃদে, পার হ'য়ে শত্রু নদে;
পরশিবে শান্তিকূল স্বভাবের আবেগে:

পেয়ে বাদামের দল, বিদারি তরঙ্গ দল,
যায় যেন জল যান বারিরাজ্য বিভাগে।
কিন্তু কাল মেঘ কোলে, যেমন বিজলী দলে;
নয়ন ঝলসি, ক্ষণে ডুবে নীল গগনে:
তেন কল্পনার রথ, ধরিয়া কালের পথ;
মুহুমূ হুঃ এসে যায় লোভময় উদ্যানে।
আশার ছলনা পুনঃ, সঙ্গোপনে অনুক্ষণ;
তাল দিয়া মন্দভালে কত হাসি হাসিয়া:
কভু স্বর্গলোকে তুলি, কভু সিন্ধু জলে ফেলি;
ভুলায় সুমতি পাখী নানা কথা বলিয়া।
অতএব ধর্ম্মরাজ! ধরি বিবেকের বাজ;
শাসিয়া আত্মার শত্রু বিহরহ মরতে:
হ'য়ে চির অনুকূল, দিবেন তোমারে কূল;
স্থূল মূলাধার যিনি বিশ্ব মহাধারেতে।
দিয়া বিশাদের ভার, ভব সিন্ধু কর্ণধার;
দেখেন ভূতের চিত ঐশী জ্ঞান দর্পণে:—
এ ভাবে ভাবুক যেই, তবু নিত্য ভাবে সেই,
কবে পাব পারযন্ত্র ভবসিন্ধু তরণে?
অতএব মহাবল, আমি যাই অন্যস্থল
তুমি পরিহরি চল এ দ্বৈতকানন;
এক স্থানে বহু জীব, নাশিলে ঘটে অশিব,
ক'ন ন্যায়বাদী যত শাস্ত্রবের্ত্তাগণ।

মহাত্মা ব্যাস এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে স্বজন সহিত পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ-মুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব,
কুরুবংশে সিদ্ধবিদ্যালাভ নামক দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

কাম্যক কানন—অর্জ্জুন বিদায়।

(তির্থ-বিজ্ঞান।)

" উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতী লক্ষ্মীঃ।"

উপযোগীতা কার্য্যের সাধক, উন্নতির দক্ষিণ হস্ত ; নর সম্প্রদায় উহার হেম-হার পরিধান করিয়া পরিণামে শ্রীমান্ হইয়া উঠে।—পুরুষ প্রবর ধনঞ্জয় অধ্যবসায়ে বসম্বদ হইয়া উঠিলেন, ভাবী উন্নতির দ্বার খুলিতে তপশ্চরণে প্রবৃত্তি জন্মিল ;—মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্যে দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিয়া কাম্যক কাননে পুনরাশ্রম করিলেন। সরস্বতীর মনোহর উপকূলে তাঁহার পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ হইল। দ্বিজাতীগণ পাণ্ডবনাথের পত্রভবন দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—শ্রীমন্ত পুরুষেরা যেইস্থানে থাকেন, সেইস্থানই শ্রীমান্ বলিয়া বোধ হয় ; প্রকৃতি সেথানকার ধূলি পুঞ্জেও হেমপ্রভা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রত্যুত পাণ্ডবগণের পত্র নিকেতন গুলি কেমন লতাবলী-হার পরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বন কুটীর নির্ম্মেতা অরণ্য দেবীর প্রধান সম্পত্তি লইয়া যেন আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন! দেখ, ঐ অশোক পত্র গুলি তরু শাথার উপর্য্যুপরি বিস্তৃত থাকিয়া দিবাকরের কিরণ রোধ করিয়া রাখিয়াছে, আরও পত্র ছাদের অগ্রভাগ কেমন সফুল-সজ্জিভূত, অঙ্গুলী প্রমাণ স্থলে রাশি-রাশি কাঞ্চন কেতকী একাসনে ক্রীড়া করিতেছে। আহা! পত্র মন্দিরে আনত চূড়ায় কেমন মকুল-পুষ্প-ঝালর! আবার তাহার পাশে অসংখ্য মধুকর মধুর ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছে। তাইত! রাশি রাশি কদম্ব পিণ্ড ও যেন স্বর্ণকলস রূপে বিরাজমান হইতেছে!

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া একদা অর্জ্জুনকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! শত্রুপক্ষীয় রথীগণ দৈব-মানুষী আদি সর্ব্ব-অস্ত্রে পারদর্শী আছেন, সুতরাং দুর্য্যোধনদমন শমনেরও অসাধ্য হইয়া রহিয়াছে। বীরবর! ক্ষুদ্র কীট সমুদ্র বাস করিলে যেন রাজঅবধ্য হইয়া থাকে, মহাবৃক্ষের পত্র চয়ন করা যেন পঙ্গুর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে, কেতকীর মধু হরণ করিতে মধুকর যেমন অপারক হয়, তদ্রূপ কৌরববিজয়ও আমাদের অযত্ন সুলভ নহে; এমন কি সেইসকল বৈরনির্য্যাতন করিতে দৈব প্রসাদন সাপেক্ষ্য। কুমার! পিতামহ এইজন্যই মোহবশত আমাকে সমন্ত্রক সিদ্ধ-বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। তুমি সেই সিদ্ধবিদ্যা শিক্ষিত হইয়া তপঃ সাধনে গমন কর।

তিনি এই বলিয়া অর্জ্জুনকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করিলে ধনঞ্জয় সেই জয়মূলক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঋষিবেশ পরিধান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আর্য্য! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তপস্যাযাত্রায় বহির্গত হইলাম; আপনি ইষ্ট কামনা করুন, চিরদাস পার্থ অবশ্যই দৈবঅস্ত্র লাভকরিয়া প্রত্যাগমন করিবে।

ফাল্গুনি এই বলিয়া তপোযাত্রী হইলে অন্তর্হিত ভূতগণ, দ্বিজগণ ও স্বজনবর্গ তাঁহাকে যথাযোগ্য স্বস্তিবাচন প্রয়োগ করিলেন এবং ভগবতী কৃষ্ণা তাঁহাকে সজল নয়নে কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি অচিরে ইষ্ট লাভ কর, জয়শ্রী তোমাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করুন, গণদেব ও দেব মাতৃকারাও সুপ্রসন্ন হউন।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে স্বজন ও ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজগণের নিকট বিদায় হইয়া পুণ্যধাম তপোবনে গমন করিলেন। এ দিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃনিচয় ও মহিষীযাজ্ঞসেনী অর্জ্জুনের বিরহ-একার্ণবে ভাসিতে লাগিলেন—মন-প্রাণের ছায়া মাত্র রহিল—তাঁহারা "হা পার্থ যো পার্থ" করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপনীত হইলে মহেন্দ্র-যুধিষ্ঠির বিষাদের মলিন মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়া ঋষিরাজের সাদর সম্ভাষণ করত সময়ান্তরে বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! ভূমণ্ডলে আমার ন্যায় আর দ্বিতীয় নরাধম নাই, এমন কি বিমল রাজকুলে কলঙ্কঘোষণা করিতে

কেবল আমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ; নতুবা রাজকুমার হইয়া কে কোথায় বনচরব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অদৃষ্ট চক্রে ঘূর্ণায়মান হয় ?

ঋষি কহিলেন, রাজন্! আপনি আত্ম অভিমান পরিত্যাগ করুন। পূর্ব্ব-কালে রাজর্ষি নল আপনা অপেক্ষাও অধিক দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যের কঠোর শাসন তাঁহাকে বহুবৎসর ধরিয়া প্রপীড়িত করিয়াছিল। নিষধনাথ রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট ও দারবিরহী হইয়াও নৈষধ রাজলক্ষ্মীর মলিন মুখ পুনরুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া যুধিষ্ঠির পরমাগ্রহে নলচরিত বর্ণনা করি-লেন—নৈশধ ইতিহাস শুনিয়া দুঃখ ভারের লাঘব হইল—ধর্ম্মরাজ দ্বিজরাজের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা ও গণিত বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। বৃহদশ্ব এইরূপে ভূপতিকে উপাসনা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

অতঃপর ধর্ম্মনন্দন একমাত্র অদৃষ্টকেই জীবন-নাটকের প্রধান অভিনায়ক ভাবিয়া কেবল অর্জ্জুনচিন্তায় সচিন্তিত রহিলেন, রাজপরিবারগণও মনো-দুঃখে নবীনসন্ন্যাসী পার্থের যৌবনেজটিল মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন—যোগশীল হৃদয়ে দয়া-দুন্দুভি বাজিল—অন্তর্যামী নারদ, যুধিষ্ঠিরের অনুকূলে করুণা পরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডব সমীপে উপনীত হইলেন। ভ্রাতৃগণ সহিত যুধিষ্ঠির মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া অভ্যর্থনা করত কৃতাঞ্জলীপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল লোকের পূজনীয় এবং এই চির কিঙ্করকে আত্ম শাসনাদির উপদেশ দান করিয়া কৃতার্থম্মন্য করিয়াছেন। অতএব বলুন—তীর্থতৎপর ব্যক্তি কোন্ কোন্ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আত্মাকে অক্ষয় পুরস্কার প্রদান করেন ?

নারদ কহিলেন, মহারাজ! এই পুণ্যকাহিনী মহাশ্রোতা তদীয় পিতামহ ভগবান্ পুলস্ত্যের নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনিও সেই মনোরঞ্জন তীর্থোপাখ্যান শ্রবণ করুন। ধীমন্! বিষয়ীগণ অর্থমূলক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যদ্রূপ ফল লাভ করে, নির্ধন বা বানপ্রস্থধর্ম্মীরা তীর্থবাসে ততোধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এইবলিয়া পুলস্ত্য কথিত " [নৈমিষ ক্ষেত্র, গোমতী, সূর্য্য, ব্রহ্মসর, মহানদী, গয়া, অক্ষয়বট, ফল্গু, কৌশিকী, ভাগীরথী, উৎপলাবন, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, অগস্ত্যাশ্রম, তাপসারণ্য, কালঞ্জর গিরিস্থ হিরণ্য বিন্দু, মহেন্দ্র গিরি, মাতঙ্গকেদার, দেব, বহুধা, নন্দা] গোদাবরী, বেণা, ভীমরথী, পয়োষ্ণী,

বরাহ, মাঠরবন, প্রবেণী, শূর্পারক, অশোক, আগস্ত্য, বারুণ, কুমারিকা, গোকর্ণ প্রভাস, পিণ্ডারক, উজ্জয়ন্ত গিরি, দ্বারাবতী] নর্ম্মদা, বিশ্বামিত্র নদী, পুণ্যহ্রদ, জম্বুমার্গ, কেতুমালা, মেধ্যা, গঙ্গাদ্বার, সৈন্ধবারণ্য, পিতামহ সরোবর, সর্ব্ব-প্রধান পুষ্কর] সরস্বতী, যমুনা, প্লক্ষাবতরণ, শরভঙ্গাশ্রম, দৃষদ্বতী, ন্যগ্রোধা, পুণ্যা, পাঞ্চাল্য, দালভ্যঘোষ, দাল্‌ভ্য, পলাশ, গঙ্গাদ্বার, কনখল, পুরুপর্ব্বত, ভৃগু-তুঙ্গগিরি, বদরিকাশ্রম] তণ্ডুলিকাশ্রম, আগস্ত্য সরোবর, কর্ণাশ্রম, যযাতিপতন, মহাকাল, রুদ্রবট, চর্ম্মন্বতী, অর্ব্বুদ, পিঙ্গ, বরদান, সাগর সঙ্গম, দমী, বসুধারা সিন্ধূত্তম, ভদ্রতুঙ্গ, রেণুকা, পঞ্চনদ, যোনি, শ্রীকুণ্ড, বিমল, তক্ষকধাম কাশ্মীর, বড়বা (সপ্তচরু) রুদ্রপদ, মণিমান্‌, দেবীকা, কামা, দীর্ঘসত্র, বিনাশন, চমসোদ্ভেদ, শীরোদ্ভেদ, নাগোদ্ভেদ, নানাযান, কুমার কোটী, রুদ্র কোটী, সরস্বতী সঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, মঙ্কণ, বিষ্ণুস্থান, পারিপ্লব, শালুকিনী, দশাশ্বমেধ, সর্প-দেবী, দ্বারপাল, পঞ্চনদ, কোটী, অশ্বিনীকুমার, সোম, একহংস, মুঞ্জবট, যক্ষিণী, রামহ্রদ, বংশমূলক, কায়শোধন, লোকোদ্ধার শ্রী, কপিলা, সূর্য্য দেবী, তরণ্ডক, ব্রহ্মাবর্ত্ত, সু, কাশীশ্বর, মাতৃ, শীতবন, মহৎ, স্বাবির্লোমাপহ, দশাশ্বমেধিক, মানুষ, আপগা, ব্রহ্মোডুম্বর, সপ্তর্ষিকুণ্ড, কপিল-কেদার, সরক, অম্বাজন্ম, পুণ্ডরীক, ত্রিপিষ্টপ, বৈতরণী, ফলকী, সর্ব্বদেব, পাণিখাত, মিশ্রক, মনোজব, মধুবট, ব্যাসস্থলী, কিন্দকূপ, অহঃ-সুদিন, মৃগধূম, বামনক, কুলম্পুন, পবনহ্রদ, অমরহ্রদ, শালিহোত্র, শ্রীকুঞ্জ, নৈমিষকুঞ্জ, সরস্বতী কুঞ্জ, বন্যা, সপ্তসারস্বত, ঔশনস, কপাল লোচন, অগ্নি, ব্রহ্মযোনি, পৃথূদক, মধুস্রব, অরুণা সঙ্গম, অন্ধকীল, শত-সহস্রক, সাহস্রক, পঞ্চবটী, তৈজস, কুরু, স্বস্তিপুর, পাবন, গঙ্গাহ্রদ, কূপ, স্থাণুবট, বদরীপাঁচন, আদিত্য, দধিচ, কন্যাশ্রম, সন্নিহতী-মধুচক্রুক, গঙ্গাহ্রদ, সমন্ত পঞ্চক (পিতামহের উত্তর বেদী) ধর্ম্ম, জ্ঞানপাবন, সৌগন্ধিকবন, ঈশানাধ্যুষিত, সুগন্ধা, শতকুম্ভা, পঞ্চযক্ষা, ত্রিশূলখাত, শাকম্ভরি, সুবর্ণা, ধূমাবতী, রথাবর্ত্ত, ধারা, সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ, শক্রাবর্ত্ত, কপিলাবট, ললিতিকা, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম সুগন্ধ, রুদ্রাবর্ত্ত, গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গম, ভদ্র কর্ণেশ্বর, অরুন্ধতী বট, সামুদ্রক সিন্ধু-প্রভব, বেদী, ঋষিকুল্যা, বশিষ্ঠী, বীরপ্রমোক্ষ, কৃত্তিকা, মঘা, বিদ্যা, মহালয়, বেতসিকা, সুন্দরীক, ব্রাহ্মণী, গঙ্গোদ্ভেদ, ক্ষীরবতী, বিমলাশোক, গো প্রত-

রণ সরযু, রাম-গোমতী, ভর্ত্তৃস্থান, বারাণসী, কপিলাহ্রদ, অবিমুক্ত, গোমতী-গঙ্গাসঙ্গম, মার্কণ্ডেয়, ধেণুক, গৃধ্রবট, উদ্যন্ত পর্ব্বত, যোনিদ্বার, ধর্ম্মপ্রস্থ, মতঙ্গাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, মণিনাগ, অহল্যাহ্রদ, জনককূপ, বিনশন, গণ্ডকী, বিশল্যা, অধিবঙ্গ, কম্পনা, মহেশ্বরীধারা, দেবপুষ্কর্ণী, সোমপদ, মহেশ্বরপদ, নারায়ণস্থান, জাতিস্মর, বামন, কুশিকা, চম্পকারণ্য, জেষ্ঠিলা, নির্ব্বীর, দেবকূট, কৌশীকহ্রদ, বিরাশ্রম, অগ্নিধারা, ব্রহ্ম সরোবর, কুমার ধারা, স্তনকুণ্ড, তাম্রারুণ, নন্দিনীকূপ, কৌশিকারুণা, কালিকাসঙ্গম, উর্ব্বসী, সোমাশ্রম, কুম্ভকর্ণাশ্রম, কোকামুখ, ঋষভ-সরস্বতী, ঔদ্দালক, ধর্ম্ম, চম্পা, সম্বেদ্য, লৌহিত্য, করতোয়া গঙ্গা-সমুদ্রসঙ্গম, গঙ্গার পশ্চিমতীর, মনুষ্যবিরাজ, জ্যোতিরথ্যা-শোণনদ বংশগুল্ম, কোশলাস্থ ঋষভ-কাল, মহাস্থান বদরিকাশ্রম, পুষ্পবতী, দণ্ড, লপেটীকা, মহেন্দ্র পর্ব্বত, শ্রীপর্ব্বত, দেবহ্রদ, পাণ্ড্য-ঋষভপর্ব্বত, কাবেরী, গায়ত্রীস্থান, সম্বর্ত্তবাপি, বেণাসঙ্গম, বরদাসঙ্গম, কুশপ্লাবন, কৃষ্ণবেণা দেবহ্রদ, জাতিস্মর হ্রদ, দণ্ডকারণ্য, পয়োষ্ণী বাপী, শূর্পাকর, সপ্ত-গোদাবরী, দেবপদ, তুঙ্গকারণ্য, মেধাবিক, কালঞ্জরীয়দেবহ্রদ, চিত্রকূটস্থ মন্দাকিনী, জ্যেষ্ঠস্থান, শৃঙ্গবপুর, প্রতিষ্ঠান, কম্বল, অশ্বতর, ভোগবতী, প্রয়াগস্থ বাসুকীতীর্থ,” মহর্ষি নারদ এই সকল তীর্থের নামোল্লেখ করিয়া কহিলেন, মহীপাল! মহর্ষি পুলস্ত্য তোমার পিতামহকে এই কয়েকটী তীর্থসংবাদ কহিয়া অন্তর্হিত হইলে ভীষ্মবীর তাহারই অনুসরণ করিয়া তীর্থযাত্রী হইলেন। ধর্ম্মরাজ! এই পুণ্যখণ্ড বসুন্ধরায় অসঙ্খ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তন্মধ্যে সত্যযুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র, এবং কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাই মুক্তি প্রদা বলিয়া কথিতা হয়েন। রাজন্! পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মলয়ে অগ্নি সমারোহরণ এবং ভৃগু তুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং প্রয়াগে স্নান করিলে ঊর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর নামানুকীর্ত্তনেও জীবের সর্ব্বপাপ ধ্বংশ হয়। ধীমন্! গঙ্গাবগাহন অতি সহজ, অন্যান্য তীর্থসকল সকলের পক্ষ্যে সুগম নহে; ফলতঃ তুমি পুণ্যবান ও পুণ্যকুশল ধৌম্যাদি ঋষিগণ সংযোগে সকল তীর্থে গমন করিতে পারিবে। গমন কালে মহর্ষি লোমশও

আসিয়া তোমার তীর্থ প্রদর্শক হইবেন; এমন কি, সময়ে সময়ে আমিও তোমার সহযাত্রী ব্রত অবলম্বন করিব।

মহর্ষি নারদ মহাত্মা ধৌম্যকে তীর্থ যাত্রার সহকারী নেতা সঙ্কেত করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দূরদর্শীধৌম্যকে বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদের মুখে তীর্থকাহিনী শুনিয়া যারপরনাই অনুগৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই পুণ্যভূমি সমূহের দিকনির্ণয় করিয়া বলুন। আপনার বিজ্ঞতার দিক্‌দর্শন যন্ত্র লক্ষ্যকরিয়া আমরা নিশ্চয়ই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হইব।

মহাত্মা ধৌম্য ধর্ম্মরাজের সকরুণ প্রশ্ন শুনিয়া দেবর্ষি নারদোক্তি তীর্থ-নামাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ বন্ধনী অনুসারে যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশীয় কতিপয় তীর্থস্থান বলিয়া কহিলেন;—

শুনহ নৃমণি আমার ভারতী,
স্বকার্য্য সাধিতে ক'র না হেলা!
গাঁথিতে গাঁথিতে আশা ফুল-হার,
ফুরায় যেন না জীবন বেলা।
নিশীথে নিবসী অবনীর হৃদে,
গণ'না আকাশে অনন্ত তারা;
তোমার বিহনে ভারত জননী,
আছয়ে হইয়ে জীয়ন্তে মরা।—
আশার ছলনে পাঠায়ে অর্জ্জুনে,
নির্জ্জন নিবিড় কানন বাসে;
আছ যেন চির বিষাদ মন্দিরে,
রাখিয়া বিষাদ প্রতিমা পাশে।—
ক্ষত্রিয় শোণিত মায়ার পরদা,
তুলিয়া সবলে ভাসায় দূরে;
নতুবা কাচের ব্যবসা হেতু,
কাঞ্চন ফেলিলে গভীর নীরে।

যে করে গঠিলা অশনি ভীষণ,
সে করে ক্ষত্রিয় গঠিল ধাতা ;
যার অভিমানে সোণার বরণ,
হ'য়েছে কালীয় মাখান লতা।
গ্রাসে যেন শূন্য একখণ্ড মেঘ,
ভাসিয়া নীলীম আকাশ ভালে ;
গ্রাসিয়াছে তেন কুল-অভিমান,
কপটী পাশার ঝঙ্কার কালে।
ভূলোক-আলোক হেরিলে আঁধার,
রাগেরি বালুকা নয়নে ভরি ;
হেরিলে আঁধার রবি শশী তারা,
আঁধার মাখান ভারত পুরী।—
এবার সুসার করিয়া রাজন,
প্রকাশ বিপুল বীরত্ব রাশি ;
তব শঙ্খনাদে ঘুমন্ত ভারত,
জাগিয়া দেখুক জ্বলন্ত অসি।
কাঁপু (ক) সিংহাসনে নির্ভীক নৃমণি,
কাঁপু (ক) পশুরাজ নিবিড় বনে ;
কাঁপু (ক) অরি দল বসুন্ধরা তলে,
কাঁপুক কৌরব নিজ ভবনে।

পুণ্যশীল পাণ্ডবগণ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া তীর্থনেতা ঋষি-রাজ লোমশ আগমন প্রতীক্ষায় কেবল রহিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "সৎ পুত্রঃ কুল দীপকঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হিমালয় গিরি গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব,
নলোপাখ্যান পর্ব্ব ও তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, কুরুবংশে অর্জ্জুন-
বিদায় নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চতুর্বিংশ সর্গ।

হিমালয় গিরি—কিরাতার্জ্জুন।

(যৌবনে জটিল।)

"সৎ পুত্রঃ কুলঃ দীপক।"

মানব কুলের তিমিরময় তুরদৃষ্টে সৎপুত্র একটি রত্ন দীপের স্বরূপ, সুসন্তান কায়মনে ধর্ম্মের আলোক ধরিয়া বংশীয়দিগকে সৌভাগ্যের উন্নত ধামে লইয়া যায়।—মহাতপা ধনঞ্জয় হিমাচলে তপশ্চারণ করিয়া শত্রুগণের মৃত্যুসঞ্চারিণী-মন্ত্র শিক্ষাকরত ভ্রাতাগণের সৌভাগ্য গগণে সুখতারার স্বরূপ হইলেন;—নরশ্রেষ্ঠ পার্থ মহাপার্থিবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হিমাচলে উপনীত হইলেন—শৈলরাজের মনোহর রাজত্বে মনপ্রাণ মুগ্ধ হইল—সুভদ্রা মোহন শৈল-বিভাগের স্বাভাবিক নির্ম্মাণ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—সৃষ্টিধর সকল মনোরম পরমাণু লইয়াই এই পার্ব্বতীয় কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছেন! ঋতু-পতির রাজভবন ও বিবেকের ক্রীড়া মালঞ্চ; রাজ মুকুটের উৎকৃষ্টরত্ন এবং যোগী গণের তরুবল্কল একক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। এদিকে আবার পুষ্প-ভারনত তরু রাজিরও কি অপূর্ব্ব সঙ্ঘটন! বনদেবী যেন নানাবর্ণের অসংখ্য রাজছত্র মন্দর রাজশীরে স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন! ফলবান বৃক্ষ সকল যোগ-মগ্ন জটিল তপস্বীর ন্যায় যোগ সাগরে মগ্ন রহিয়াছে! তরু শাখায় কোকিল-দম্পতিরা ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্ত্তমান করিতেছে! এমন কি, পিকরাজের সুমধুর ধ্বনীতে মনের শত সহস্র বন্ধনী খুলিয়া যায়। দিকে-দিকে রত্ন রাজিরও কি উজ্জ্বল প্রভা! প্রভাকর প্রভাতী হার পরিয়া যেন শৈল কারাবাসে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন! স্রোতস্বতী ও বেশ মৃদু বেগে প্রবাহ

দান করিতেছে; কলকণ্ঠীর কলকল নিনাদে প্রকৃতি গভীরনিদ্রায় অঙ্গ ঢালিতে বাসনা করেন, তদ্ভিন্ন শ্রুতিমধুর মধুপ ঝঙ্কারে মুহূর্ত্তের জন্যেও শুষ্ক-হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইয়া থাকে!

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শৈল বর্ণনা করিয়া জটাচীর ও কুশ মেখলা পরিধান করত ভগবান্ উমাপতির উদ্দেশে যোগাসনে মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্র্যন্তর দ্বিতীয় মাসে ষড়রাত্র্যন্তর ও চতুর্থ মাসে পক্ষান্তর ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনশন ব্রত তাঁহাকে কঠোর তপস্যায় নীত করিল। তাপসগণ তাঁহার উগ্রতপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; দিক্‌পালগণও ব্যথিত হইলেন—প্রকাণ্ড শৈল কম্পমান হইল—পুণ্যাত্মাগণ চরাচরাত্মা মহাদেবের নিকট অর্জ্জুনব্রত বিদীত করিলেন। ভগবান্ আশুতোষ তাঁহাদের বাক্য ও ভক্ত পক্ষপাতী হইয়া শৈল সুতা ভগবতীর সহিত কিরাত মূর্ত্তি পরিগ্রহ ও ভুতনারী পরিবেষ্টিত হইয়া মহাচলে উপনীত হইলেন—এমন সময় মূক নামক দানব উদ্দেশে কালের অনিবার্য্য পিপাসা বাড়িয়া উঠিল—দানবরাজ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। যোগ মগ্ন অর্জ্জুন, হৃদয় দর্পণে তাঁহার আন্তরীক ভাব জানিয়া ছদ্ম বরাহের প্রতি শর ধারণ করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা! তুই কি জন্য হিংসা পরায়ণ হইয়া আমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? কাল পুরুষের অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণী একান্তই কি তোকে আকর্ষণ করিয়াছে। অধম! তোর আর বিলম্ব নাই, আমার এই শরেই পাশব লীলা হইতে অবসর হও।

অর্জ্জুন এইবলিয়া শরাসন গ্রহণকরিলে কিরাতবেশী বিভু ত্রিলোচন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, তাপস! এই শৈলসদৃশ বরাহকে আমি লক্ষ্য করিয়াছি। ত্রিশূলী এই কথা বলিলেও ধনঞ্জয় বরাহ বিরুদ্ধে শরাঘাত করিলেন; মায়াকিরাতও মায়াবরাহের প্রতি বজ্রসার বাণ নিক্ষেপ করিলেন—প্রাণবায়ুর গতিরোধ হইল—ছদ্মবেশী বরাহ উপর্য্যুপরি শর প্রহরণে স্বদেহ ধারণ পূর্ব্বক কালের বিরাট মন্দিরে প্রবেশ করিল।

অনন্তর ধনঞ্জয় ত্রিপুর বিজয়কে গর্ব্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কে, কোন সাহসে আমার বধ্য বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিলে?

মহাপুরুষ কহিলেন, তাপসেন্দ্র! সেকি? মায়াবরাহ আমার শরাঘাতে নিহত হইয়াছে; তুমি আত্ম-মর্য্যাদা পরিত্যাগ কর। তবে বীতসংশয় হইয়া থাক, যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হও, মুহূর্ত্তেকে দৈত্যপতির অনুযাত্রী হইয়া কাল রাজ্যে গমন করিবে।

বীররঞ্জন অর্জ্জুন ভগবান্ ধূর্জ্জটির এই সমরসম্ভাষ শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার অনুপম সমরশিক্ষা অগ্রসর হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় শিবজয়ী যশোপার্জ্জন করিতে প্রাণপণে অস্ত্র প্রহার করিলেন। ঐশীকবচ দেবদেহে আচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর হতাশ করিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, মুখচন্দ্রমায় অর্জ্জুনের চন্দ্রপ্রভ অপার অস্ত্ররাশি গ্রাস করিতে লাগিলেন—ভুতনাথের এবার অদ্ভুত লীলা প্রকাশ—ধনঞ্জয়ের অক্ষয় তূণীর বাণ শূন্য হইয়া পড়িল; বীরবর অবশেষে অসি যুদ্ধ, বজ্রযুদ্ধ, অনন্তর গাণ্ডিব প্রহার আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ পিনাকী মায়াবলে গাণ্ডীবীর গাণ্ডীব-সম্পত্তিও হরণকরিয়া লইলে তিনি বাহু যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। শিবা-সঙ্গিনী শিবদূতী ও অন্তর্হিত ইন্দ্র আদি দেবগণ কিরাতার্জ্জুনীয় বাহুসমরে অনন্তশক্তির খেলা দেখিতে লাগিলেন—মল্ল রণের উপসংহার—সংহার-কর্ত্তা মহাদেব মহাবীর অর্জ্জুনের গাত্র নিপীড়ন করিলেন। কুন্তীনন্দন শিব-তেজে মৃয়মান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্যের বিশয়! আমার সমরে সুরাসুর পরাভব স্বীকার করে, কিন্তু আজ একজন বন্যমানবের হস্তে অপ্রতিভ হইলাম! আমার বাণে ভূধর কম্পমান হয়! কিরাতনাথ কিরূপে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল! বোধ করি, ইনি শূলপাণী ব্যতীত আর কেহই নন্! সাধারণ বীর ফাল্গুণীর সহিত এ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিত না। যাহাহউক, এক্ষণে ত্রিলোচনকে অর্চ্চনা করিয়া পুনঃ সমরে গমন করি। ত্রিপুরারী সুপ্রশন্ন হইলে ত্রিপুর জয় করিতেও সক্ষম হইব।

তিনি এই ভাবিয়া মৃণ্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ফুল-গঙ্গাজলে গঙ্গা-ধরের অর্চ্চনা করিলে ধনঞ্জয় পূজিত বনফুল মালা কিরাতের গলায় শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্রনন্দন যোগেন্দ্রকে মায়াকিরাত জানিয়া তাঁহার পদ-তলে লুণ্ঠিত হইলেন, দেবাদিদেব পশুপতিও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহি-

লেন, ফাল্গুনি! তুমি রণজনিত দৈব নিগ্রহ ভয় পরিত্যাগ কর। আমি ত্বদীয় পরাক্রমে ও কঠোর যোগ সাধনে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বীরেন্দ্র! এক্ষণে যোগলব্ধ দিব্যচক্ষু প্রভাবে আমাকে অবলোকন কর।

ভগবান্ ত্রিশূলী এই বলিয়া পুণ্যচক্ষু প্রদান করিলে সুভদ্রাপতি, হর-পার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধনার মধুরিম স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে ঈশ! হে মহেশ! হে উমেশ কপর্দ্দীন্! হে জটী, হে ধূর্জটি! হে জটাধর পুরুষ প্রবীণ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ভগবন্! তুমি ঐ ভবকর্ণধার, তুমি সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিতে বিশ্বের সংহার মূলক হও। কাল বাদীরা তোমাকে অনাদি অনন্ত ও অখণ্ড দণ্ডায়মান বলিয়া স্বীকার করেন। পশুপতি! তুমি বিশ্বের গতি, তোমার বিশ্বম্ভর দেহে চিরন্তন জগৎ বারম্বার উদয় অস্ত হইয়া থাকে। তুমি আব্রহ্ম কীটাণু কীটে শিবরূপে অধিষ্ঠান হও। চতুর্ব্বর্গের ফল তোমার করুণাভাণ্ডার হইতেই ভূতগণকে বিতরিত হয়। দিগম্বর! দিক্ সকল তোমার অম্বর, ব্যোম তোমার কেশ; উমেশ, মহেশ, ব্যোমকেশ নাম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। জগতের নিয়তীচক্র তোমা হইতেই ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। তোমার উচ্চ বেদ ধ্বনিতে মায়াঘুমন্ত জীবের গাঢ় নিদ্রাভঙ্গ করে। হে ত্রিশূলী! হে অস্থিমালি! হে শঙ্কর! দাসের অপরাধ ক্ষমাকর। হে বিরূপাক্ষ! দাসের বিপক্ষ দলনের ভারগ্রস্ত হও। ভ্রান্তদাস তোমার পদারবিন্দ অভাবে যেন বৈর-তরঙ্গে মগ্ন না হয়।

ধনঞ্জয়ের এই মহান্ স্তবে ভবদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, পার্থ! তুমি অনিত্যপুরুষ নও। পূর্ব্বজন্মে নারায়ণের সহিত কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ। বিষ্ণুতেজের পবিত্র পরমাণুতে তোমার নীলকলেবর গঠিত হইয়াছে। বীরেন্দ্র! এই তোমার জন্মান্তরিন্ গাণ্ডীবধনু। পূর্ব্বকালে ইহার প্রভাবে অপূর্ব্ব বীরকির্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছ। এক্ষণে অপহৃত সেই মহাধনু পুনঃ গ্রহণ কর, তোমার অক্ষয় তূণীরও শর পূর্ণ হউক, তদভিন্ন তুমি অন্যতম বর গ্রহণ করিয়া সমাধি সাধনে বিরত হও।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যদি বরদাতা হইলেন, তবে সমন্ত্রক ব্রহ্ম শিরোনামক ত্বদীয় পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন।

ভগবান্ পিনাকধারী ভক্তাধীনতায় বলীন্দ্র ফাল্গুনীকে মহাশর প্রদান করিলেন—সাগর মেখলা ধরা কম্পমান হইয়া উঠিল—শুভানুধ্যায়ী দেবগণ অর্জ্জুনের প্রতি আশুতোষ সন্তুষ্ট দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন—শৈব লীলা সমাপ্তী হইল—সর্ব্বশক্তিমান শম্ভু কুন্তীসুতকে এইরূপে বরদান ও স্বর্গারোহণে আজ্ঞা প্রদান করিয়া জগন্মাতা পার্ব্বতি সহিত অন্তর্হিত হইলেন—অদৃষ্ট ফলকের অশুভ আবরণী উড়িয়া গেল—সচী সহিত সচীকান্ত ও বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ পার্থের অভ্যর্থনায় তথা উপনীত হইলেন—পাণ্ডুনন্দন এইঅভাবনীয় অমর-অনুগ্রহ সন্দর্শন করিয়া অদৃষ্টের প্রতি শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মন্দররাজ এইরূপে মুহূর্ত্ত কালের জন্য অমর নিকেতন হইয়া দাঁড়াইলে ভগবান্ যম, বরুণ, ও কুবের তাঁহাকে যথাক্রমে দণ্ড, পাশ, ও প্রস্বাপণ অস্ত্র দান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি পুরাতন নরঋষি। বস্তুতঃ ঋষি জনোচিত অপার পুণ্যবলে দেব দুর্ল্লভ মহৎ ফল লাভ করিলে! এক্ষণে সুরপুরে গমন করিয়া সুরঅস্ত্রে অধিকারী হও। কুমার! তৎপর দেববিমান প্রেরণ করিতেছি। তুমি অবিলম্বে স্বর্গযাত্রী হইয়া বীরবর্গের উচ্চতম ফল গ্রহণ কর। তিনি এইবলিয়া নিজালয়ে গমন করত মহাত্মা মাতুলী সহিত রথ প্রেরণ করিলে সব্যসাচী শুচী হওনান্তর পর্ব্বতরাজ সমীপে বিদায় সূচক স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

নমী তোমায়, পর্ব্বত পতি!
কল্যাণ দান, করহ দাসে:
নিরখি যেন, ত্রিদশ গতি;
ত্রিদশ মান্য অমর বাসে।
তব বৈভব, ফুল চন্দনে;
পূজিয়া হর, অমর পতি:
লভিয়া বর, সুর বিমানে;
যাই এবার, অমরাবতি।
হইয়া তব, ভবন বাসী;
করিনু লাভ, অতুল ফল:—

ধরিল শিশু, গগণ শশী ;
পঙ্গু লঙ্ঘিল, সপ্ত অচল।
বোবার মুখে, বাণীর বীণা ;
বাজিল অতি, মধুর স্বরে :
অপার জগৎ, জনম কাণা।
হেরিল দুই, নয়ন ভরে।—
মন্দর রাজ ! তব চরণে ;
রহিল সদা ঋণী এ দাস :
প্রসূতি ঋণে, প্রসূত জনে ;
পরয়ে যেন, জীবনীপাশ।—
নিদাঘে ভোগি, প্রখর তাপ ;
লভিনু শৈলে, শীতের লেশ :
দারুণ শীতে, নহিল কাঁপ ;
পশিয়া তব, নিবিড় দেশ।—
কহিতে পারি, নক্ষত্র গণ ;
উঠয়ে কত, আকাশ ভালে :
বালুকা রাশি, হয় গণন ;
নিবসে যত, জলধি কূলে।
বলিতে পারি, সলিল ভার ;
বহিছে কত, ধরা ভিতর :
তবু গণনা, না হবে ধার ;
দানিলে কত, দাসের' পর।

ধীমান্ অর্জ্জুন এইরূপে পর্ব্বতবর্ণন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দেবনগরে প্রস্থান করিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে "আকরে পদ্ম রাগানাং জন্ম কাচ মণেঃ কুতঃ" এই কথার স্বার্থকতা দেখিতে ইন্দ্রসভায় গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত কৈরাত পর্ব্ব, কুরুবংশে কীরাতার্জ্জুন নামক চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

ইন্দ্র-সভা—অর্জ্জুনোর্ব্বসী।

(ইন্দ্রিয়-বিজয়।)



"আকরে পদ্ম রাগানাং, জন্ম কাচ মণেঃ কৃতঃ।"

মহৎ উপাদান হইতেই মহতের উদ্ভব হয়, পাংশু ভূমে কখনই সারবান্ তরু অঙ্কুরিত হয় না।—মহামনা ধনঞ্জয় স্বর্গলোকে উর্ব্বসী আলাপে ইন্দ্রিয়-বিজয় করিয়া কুলোচিত অপার মহিমা জগচ্চক্ষুর উপর দেখাইলেন;—শৈলরাজ হিমাচল হইতে সিদ্ধপুরুষ অর্জ্জুন দেবরথে অমর নিকেতনে আগমন করিতে লাগিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেন। সুর সারথি মাতুলী অতুল অশ্ববিদ্যা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে আকাশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বর্গলোকে উপনীত করিলেন—সুর-সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ উৎস উঠিল—ইন্দ্র-সূত মাতুলি, মহাবলী ফাল্গুনীকে সুর-সভা বর্ণনাচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, কুমার! অমরাবতী কি মনোহর স্থান! ঋতুরাজ প্রকৃতির ক্রীতদাস হইয়া এখানে বিরাজমান হইতেছেন, পবনদেবও চিরদিন দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিয়া পারিজাত সৌরভ ছড়াইতে থাকেন; সুরপ্রকৃতির অম্লান সীমন্তে মুহূর্ত্তের জন্যও নিদাঘের দাগ পড়ে নাই। বীরবর! ঐ দেখুন, পথঘাট সকলি প্রবালপুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বর্গের রেণু পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় পরমাণুতে পরিপূর্ণ; এমন কি, চন্দ্রকান্ত-সূর্য্যকান্ত মণিমালায় অপার অমরাবতী জ্বলিতেছে। বৎস! পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর মন্থর প্রবাহ অবলোকন করুন, ইনিই পরিণামের পরমাপদ নিস্তারিণী হয়েন। অদূরে ঐ দেবকুঞ্জ

নন্দন বন, কুসুমরাজ পারিজাত এই উদ্যান খনির অমূল্য রত্ন। অর্জ্জুন! মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণী গণের মধুর কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করুন, মহীমণ্ডল ইহার কণা-মাত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয়-মঠে আনন্দ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। বীরেন্দ্র! মহেন্দ্র সভার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখুন;—চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি ঐ মূর্ত্তি-মান্ এবং চপলা দেবীও নিশ্চলা হইয়া স্বভাবের ধ্যান করিতেছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি আদি দেবগণ এই সভার সভ্য এবং দেবরাজ পুরন্দর ইহাতে সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন; অনন্তকাল হইতে ইহার দৈনিক অধি-বেশন হয়।

মহাভাগ অর্জ্জুন এইরূপে স্বর্গ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে সুরপুরে উপনীত হইলে তুম্বুরু ও হাহা-হুহু প্রভৃতি দেব গায়কগণ এবং অপ্সর-কিন্নর সকল তাঁহার সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন—নর দেহ পুলকিত হইল—নর ঋষি-অর্জ্জুন অনন্তর দেবরাজ সমীপে উপনীত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন; দেবরাজও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করত সস্নেহে নিজাসনের অন্যতম পার্শ্বে উপ-বেশন করাইলেন, এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ংপ্রভা, উর্ব্বসী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরুথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, ও সহা প্রভৃতি কামিনীগণের দ্বারা অপ্সরা-অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ভাবিনীরা হাব-ভাব ও বঙ্কিম কটাক্ষ পাতে অপার স্বর্গ টলাইতে লাগিলেন—কবি কল্পনার নিরাকার চক্ষু অন্তরের সহিত চাহিয়া দেখিল—মুখচন্দ্র সন্দর্শনে কুচ-কমল প্রস্ফুটিত হইবে না বলিয়া তাহারা এক একবার পয়োধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এই রূপে অভিনয় সমাপ্ত হইলে পার্থ বীর পিতৃ আজ্ঞায় স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন, এবং বাসব-অনুকম্পায় পঞ্চসংবৎসর মধ্যে মন্ত্রমূলক বিবিধ দৈব অস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর একদা অমরপতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! "সঙ্গীতান্ পরংবিদ্যা" বলিয়া শাস্ত্রকার উল্লেখ করেন; অতএব সঙ্গীত-গুরু চিত্রসেনের নিকট গীতবিদ্যা অধ্যয়ন কর; প্রত্যুত সঙ্গীতবিদ্যা সকল-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এমন কি গীতবাদ্যের মোহকরি আকর্ষণীতে লোকে পুত্র-

শোক বিস্মরণ হয়; গীতগুণে দুর্জ্জন ব্যক্তিও জন সমাজে আসন পাইয়া থাকে। তিনি এই বলিয়া অর্জ্জুন-চিত্রসেন পরস্পরায় বন্ধুত্ব বিধান করত সঙ্গীত শিক্ষাদেশ করিলে পার্থবীর অল্পকাল মধ্যে গান্ধর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে অপ্সরার অভিনয় কালে উর্ব্বসীর প্রতি অর্জ্জুনের কটাক্ষ নিবন্ধন তাঁহাকে উর্ব্বসীপ্রেমিক ভাবিয়া দেবরাজ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গন্ধর্ব্বনাথ! তুমি অমর-বারাঙ্গনা উর্ব্বসীর নিকট গমন করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর; তিনি মহাবীর ফাল্গুনীর সহিত যেমন অনঙ্গ বিলাস করেন। চিত্রসেন! কুমার অর্জ্জুনকে তুমি যে রূপ সঙ্গীত বিদ্বান্ করিয়াছ, তদ্রূপ উর্ব্বসীর দ্বারায় তাঁহাকে রতি-শাস্ত্র বিদ্ করা আমার সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয়। কিশোর কালই রসিকত্ব লাভের প্রথম দ্বার, এবং বারবিলাস ও ঐ লাভের মূলযন্ত্র; এমন কি রতিরসে চির বিমুখ ব্যক্তিকে নায়ক-নায়িকারা ক্লীব বলিয়া উপহাস করে। অতএব ধীমন্! শ্রীমান্ অর্জ্জুনের সেই অনভিজ্ঞতাখণ্ডন করাইয়া দিন্।

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ইন্দ্রাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে উর্ব্বসীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বরাননে! ত্রিদশ নাথ ইন্দ্র আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। "কুরু-ভূষণ অর্জ্জুনের মনস্তুষ্টি কর" সুরপতির এই প্রার্থনা। ফাল্গুনী প্রকৃতই স্বর্গীয় রতিভোগের উপযুক্ত পাত্র, অতএব তুমি সত্বর হইয়া তাঁহার সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর।

উর্ব্বসী কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! সুররাজাজ্ঞা আমার শীরোধার্য্য এবং পার্থ বীরের সহবাস করাও আমার প্রার্থনীয়। আপনি গমন করুন, আমি অগৌণে তাঁহার নিকটে গমন করিব। তিনি এইবলিয়া চিত্রসেনকে বিদায় করত নিশীথসময়ে নিশাপ্রকাশিনী চন্দ্রিকা-বেশ ভূষণা ও মেঘাবৃত চন্দ্রলেখার ন্যায় নীলাম্বর পরিধানা হইয়া অর্জ্জুনের শয়নাগারে গমন পূর্ব্বক আত্ম-গমন জানাইলেন।

সুষুপ্ত অর্জ্জুন উর্ব্বসী আগমন শুনিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি। দাসমন্দিরে কি জন্য পদার্পণ করিয়াছেন?

সুরমোহিনী উর্ব্বসী অর্জ্জুনের এই বিনীত সম্ভাষণে অবাক হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! আপনার আজ এরূপ বৈষম্য ভাব কেন? উর্ব্বসী যে আপনার প্রেমাধীন তাহা কি একবারও স্মরণ করেন নাই? অভিনয় দিনে অধিনীর প্রতি যে সপ্রেম কটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? এমন কি, ত্রিদশনাথ ইন্দ্রও আপনার সেই আশক্তি-লক্ষণ বুঝিয়া আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বীর! আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া পূর্ব্বভাবের উদ্দীপন করুন। অভিসারিকার আশা-সলিলে মরুময় দ্বীপ ভাসাইবেন না।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেবি! আপনি বয়োধিকা এবং বংশ প্রসূতি, তবু আপনার প্রাচীন যৌবনের নব লাবণ্য দেখিয়া সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন পাপচক্ষে আপনার মোহন কান্তির প্রতি দৃষ্টি সমর্পণ করি নাই। মাতঃ কুল জননি! ইন্দ্রাসন বিলাসিনি! দাসকে দুষ্প্রবৃত্তি দিবেন-না। পরকিয়া প্রণয়ে উপগত হওয়া যারপর নাই অধর্ম্ম, প্রত্যুত জীবন কলুষিত হয়, জগৎ অপবাদে পরিপূর্ণ হয়, এবং পরিণামে মহানরকে স্থান হইয়া থাকে। উঃ কি পরিতাপের বিষয়! ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের জন্য মহা-জিতেন্দ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে কালীর অঙ্ক মাখাইব? অনন্ত নরকে ডুবিব! কর্ণ বধির হও, ইন্দ্রিয়গণ নিস্পন্দ হও, এ পাপপ্রবন্ধ পুনরায় যেন কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়।

উর্ব্বসী কহিলেন অর্জ্জুন! তুমি কি কেবল সৌরভ শূন্য সিমূল ফুল? তোমার হৃদয় কি কেবল রসহীন মরুভূমি? বীরবর! যে মনে প্রেমের অনুরাগ নাই, সে কিসের মন? যে চক্ষে কটাক্ষ নাই, সে কিসের চক্ষু? যে হাসিতে রস নাই সে কিসের হাসি? কিন্তু পার্থ! তোমার নিকট সকল অভাব গুলি একত্র আছে, আরও ধর্ম্মশাস্ত্রের আবর্জ্জনা স্তূপ বহন করিয়া তুমি চির নীরস হইয়া রহিয়াছ। নতুবা পরকিয়া রসকে মহা পাপের অংশ বলিয়া উল্লেখ করিবে কেন? ইন্দ্রনন্দন! উপপ্রেম যদি পাপ মূলক হইত, তাহা হইলে পবিত্র স্বর্গধামে কখন বেশ্যা নিকেতন হইত না। অর্জ্জুন! স্বার্থগ্রাহী নায়ক নায়িকারাই পাপের ভার বহন করে। চির কুমারি অথবা

লোভহীনা বারনারীরা তাহার ছন্দাংশও গ্রহণ করে নাই। যাহাহউক, এক্ষণে স্বর্গবেশ্যার স্বর্গীয় তেজ দেখ। দুঃখ সিন্ধুর গভীর তলে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ কর। আমার সহিত ক্লীব আচরণ করিয়া যেমন প্রেমতরুর উৎসন্ন মুকুল দেখাইলে, তদ্রূপ তুমিও ক্লীবঅঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া দুরপনেয় অনঙ্গ নিগ্রহে আহত হও।

উর্ব্বসী এইবলিয়া গমন করিলে বীর অর্জ্জুন চিত্রসেনের সহিত শক্র সমীপে উপনীত হইয়া নৈশ সংবাদ বিদীত করিলেন—অদৃষ্ট চক্র তীর্য্যক ভাবে ফিরিতে আরম্ভ করিল—আখণ্ডল পুত্রকে কহিলেন, কুমার! চিন্তা পরিহার কর, উর্ব্বসীশাপ তোমার অজ্ঞাত নিবাসের উপকরণ হউক, তুমি দেব বরে ত্রয়োদশ বর্ষান্তে পুনর্ব্বার স্বদেহ প্রাপ্ত হও। যাহাহউক, বৎস! তুমিই ধন্য, তুমি ইন্দ্রিয় বিজেতা গুণে জগতের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিলে, এবং তবাদৃশ সুপুত্র লাভে আমি ও আজ কৃতার্থ্যম্মন্য হইলাম।

অনন্তর একদা ভ্রমণশীলযোগী লোমশ, ফাল্গুনীকে ইন্দ্রাসনে অধ্যাসীন দৃষ্ট-করত ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কুন্তীপুত্র ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে ত্রিদশ মান্য অমরসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন? ইনি এমন কি পুণ্য কর্ম্ম অথবা এমন কি পরমধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন? তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কহিতে লাগিলেন;—

শুন ব্রহ্মন্! শ্বেতবাহন;
নহে অন্য নর:
অতীত কালে, ছিলা ভূতলে;
নর ঋষিবর।—
দীন বান্ধব, অংশ উদ্ভব;
ঋষি পুরাতন:
বিভুর সনে, বদরী বনে;
নিল যোগাসন।
সেই অজয়, পুরুষ দ্বয়;
হরিতে ভূভার:
অবনীতলে, ক্ষত্রিয় কুলে;

হৈলা অবতার।
কিন্তু সেকাল, ঘটিতে কাল;
হেরি দুর দিন :
দিয়া অসুরে, আশু এ সুরে ;
করিলেন হীন।—
পরম পিতা, বিভু বিধাতা ;
বিশ্ব সৃষ্টি করি :
কাল কবলে, জগন্মণ্ডলে ;
দেন যে বিচারি।
সেই সুবিধি, ভাবিয়া বিধি ;
প্রেরিলা অর্জ্জুনে :
হ'বে নিশ্চয়, অসুর ক্ষয় ;
ধনঞ্জয় বাণে।—
হে দেব ঋষি ! দয়া প্রকাশি ;
সততা বিতরি :
কাম্যক বনে, পাণ্ডব সনে
মিলি ত্বরা করি।—
"কহিবা ধর্ম্মে, সমর কর্ম্মে ;
ব্রতী ধনঞ্জয় :
হও নৃপবর ! তীর্থ তৎপর ;
পুণ্যের সঞ্চয়।"

ভগবান্ বাসব এই বলিলে অর্জ্জুনও তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-নেতা হইতে অনুরোধ করায় ঋষিরাজ সম্মতি দান করিয়া কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন। পাঠক ! এক্ষণে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" এই কথার সার্থকতা দেখিতে প্রভাস তীর্থে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্ব,
কুরুবংশে অর্জ্জুনোর্ব্বসী নামক পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ষড়বিংশ সর্গ।

প্রভাস তীর্থ—যাদব সংবাদ।

(কৌরব সন্ন্যাসী)

" যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী। "

দেহীগণ সম্ভবতঃ যে ফল অন্বেষী হইয়া জগৎ-সিংহ দ্বারে অতিথি হয়, স্বভাব সংসারের অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে প্রায় তাহাই অর্পণ করিয়া থাকে।—ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির পূর্ণ ব্রহ্মের মিলন রূপ মহৎফলানুসন্ধানী হইয়া প্রভাস তীর্থে আগমন করিলে দৈবকীনন্দন যাদবগণ সহিত অচিরে দর্শন দান করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ;—ঋষিরাজ লোমশ ইন্দ্র আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব মিলন করিলে কৌন্তেয়গণ মহর্ষিমুখে অর্জ্জুন বিবরণী শুনিয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন—মহানেতার আগমনে তীর্থ উৎসাহ বাড়িল—সম্প্রদাগত কতিপয় ব্রাহ্মণকে হস্তিনা প্রেরণ করত রাজর্ষি-যুধিষ্ঠির অল্পসংখ্যক দ্বিজাতিগণ সহিত তীর্থগমন কামনায় কৃতনিশ্চয় হইলেন—শুভময় উদ্দেশ্যে শুভসংযোগ হইল—যাত্রাকালে সুমন্ত্রণা দীক্ষাগুরু মহর্ষি নারদ, পর্ব্বত, ও ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে প্রচুর সৎশিক্ষা দিয়া গমন করিলেন। মহারাজ আত্মীয়গণ সহিত মার্গশীর্ষের পুষ্যাপৌর্ণ মাসী নক্ষত্রে পূর্ব্ব মুখে বহির্গত হইয়া ভগবান্ লোমশ কর্তৃক তীর্থবিজ্ঞাপনী শ্রবণ ও স্থানে স্থানে তপঃ, দান, যাগ, যজ্ঞ করনানন্তর যথাক্রমে নৈমিশারণ্য, গোমতী-নিচয়, কন্যা, গো, কালকোটী, বিষপ্রস্থগিরি, বাহুদা, প্রয়াগ, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম, প্রজাপতিবেদী, মহীধর, গয়শীরপর্ব্বত, মহানদী, ব্রহ্মসর, অক্ষয়বট, অগস্ত্যাশ্রম, দুর্জ্জয়া, ভাগীরথী, বধূসর নদীস্থ দীপ্তোদ, নন্দা, কৌশিকী,

গঙ্গাসাগর সঙ্গম, পঞ্চশত নদী, কলিঙ্গ দেশস্থ বৈতরণী, সংস্থান লক্ষণা বেদী, প্রসন্তানদী, গোদাবরী, দ্রাবিড়স্থ আগস্ত্য-নারী, মহাতীর্থ সাগর, ও শুর্পারকে অবগাহন করিয়া পুণ্য সলিলা প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলে পবিত্রহৃদয়-নরবর পুণ্য প্রদেশের সুচারু নির্ম্মাণ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রভাসতীর্থ কি নয়নানন্দকর! এইস্থানে ভারত মাতার তপস্বিনী বেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। সুবিমল বারি রাশি বিশদ শয্যারূপে বিস্তৃত, তীর নিবাসী অসংখ্য বনস্পতি সমীরণের আলিঙ্গন রূপ শত সহস্র তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছে! আবার অক্ষমালা কমুণ্ডল এ ভূমণ্ডলের অলঙ্কার এবং কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ইহার সন্ন্যাসিনী সম্পদ বলিয়া অনুমিত হইতেছে!

পুণ্যবান্ কৌন্তেয়গণ এইরূপে মহাস্থান প্রভাস তীর্থে আগমন করিলে নীতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির তথায় পঞ্চতপা করিয়া দ্বাদশ দিবস যোগ সাগরে মগ্ন রহিলেন—পুণ্য কাহিনী বহু দেশ ব্যাপিয়া চলিল—বৃষ্ণিবংশধর রাম-নারায়ণ এই সংবাদ অবগত হইয়া সসৈন্যে প্রভাস ধামে পদার্পণ করিলেন—যুধিষ্ঠিরের মহৎ কামনা সিদ্ধ—তাঁহারা পরস্পর অভ্যুত্থিত হইয়া উপবেশন করিলে ধর্ম্মরাজ ভক্তাধীন রামকৃষ্ণের প্রভাতী চন্দ্রমার ন্যায় ম্লান মুখ দেখিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! অধীনের অনুকূলে আপনাদিগকে ঈদৃশ কৃপাবান দেখিয়া আমি আশাতীত ফল লাভ করিলাম। মরুভূমি পুষ্প মালঞ্চ নাহইলেও জলধর যেমন বারি বর্ষণ করেন, সরসীতে কুমুদধাম না থাকিলেও শশধর যেমন কৌমুদী দান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমি ঐশী-অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নাহইলেও আপনাদের অসাধারণ স্বজন প্রিয়তা দেখিয়া আমার চিরম্লান হৃদ-কুবলয় জ্যোৎস্না ভার লইতে বিকসিত হইয়াছে।

অনন্তর বিপুলবিক্রমী বলরাম পাণ্ডবদিগের দারুণ বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া প্রভু নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! কি ভয়ঙ্কর দুঃখের বিষয়! ধর্ম্মযাজনার এই চরমফল দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুণ্যপথে এই রূপ বিষবৃক্ষ দেখিলে সাধু হৃদয় হইতেও বিবেক ভক্তি উড়িয়া যায়। হরি! মহানারকী দুর্য্যোধন কি কুহুকে বিধির সরল মন ভুলাইয়া প্রচুর সৌভাগ্য

লাভ করিয়াছে। যাঁহাদের বাহু অরিগণের শ্মশান ভূমি, যাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্মের জন্ম নিকেতন, যাঁহাদের রসনা সত্যের ক্রীড়া সরোবর, তাঁহারা আজ অধম কিরাতের ন্যায় অরণ্য ভ্রমণ করিতেছেন!

সাত্যকি কহিলেন, রেবতী নাথ! এখন অনুতাপের সময় নয়, বরং দুষ্টের দমন করিতে শমর নৈতিক আলোচনা করুন। যে বৃষ্ণিবংশ কোটি-দেশে অসি বন্ধন করিলে বাসব কম্পমান হয়েন। আজ এমন প্রধান সম্পত্তি থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে বৈরী ষড়যন্ত্র ভোগ করিতে হইল। যাহাহউক, বীরবর! এক্ষণে যদি ক্ষত্রিয় রুধিরের পরিচয় দিতে ইচ্ছা থাকে, বন্ধু বিনোদিনী প্রবল মায়ায় হৃদয়ন্তর যদি ভেদ করে, আর কুরুগণের ছিন্নমস্তক দেখিতে বীরদৃষ্টি যদি তৃষ্টাতুর হয়; তবে কৌরব সংগ্রামের ভৈরব শঙ্খনাদ করুন। সত্যশীল যুধিষ্ঠির কঠোর সত্যের অনুরোধে ভারত-রাজ্যভার না লইলেও আমরা শত্রু জয় করিয়া কুমার অভিমন্যুকে বিশাল বসুন্ধরা প্রদান করি।

ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, বীরেন্দ্র! আমাদের ন্যায় আত্মীয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভবতঃ ন্যায় পরতাই বটে, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাণ্ডবগণ কখনই পর-বিজিত রাজ্য গ্রহণ করিয়া সত্য ভঙ্গ করিবেন না; প্রতিজ্ঞার পরিণাম পর্য্যন্ত আমাদিগকে একান্তই দুর্ব্বিসহ সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর আমরা পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অকৃত্রিম বন্ধুতার পরিচয় দান করিব। ত্রিদশ নাথ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে মহাত্মা ধর্ম্ম, শিনিনন্দন সাত্যকির মুখে সত্যরক্ষার কপট প্রণালী শুনিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন;—

যদু বীরবর! করহ গোচর;
অনিত্য সংসারে সত্য নিত্য ধন:
চরমের কালে, সত্য সখা বলে;
ভবের তরঙ্গ করি অতিক্রম।
কিন্তু লীলাস্থলে, মায়া মোহে ভুলে;
বিনশ্বর বিষয়ে আশয় ক'রি:
ভ্রান্ত জীব পাপে, পুড়য়ে ত্রিতাপে;
হইয়া ইন্দ্রিয় শ্রীচরণ সেবি।—

অশ্রুজল ভার, বহিলে কুমার ;
ঘোর অন্ধকার দেখে এজগত :
নারী মুখ ভার, নহে সহিবার ;—
জীয়ন্তে করায় শবের স্বরূপ।—
দিয়া শত আঁখি, নিজ স্বার্থ দেখি ;
পরার্থে পরয়ে দুই চক্ষু নাশ্ :
দুঃখী নিবেদন, করিতে গ্রহণ ;—
সদাই বধির কর্ণের দুয়ার।
রসনা সদত, রসে অবিরত ;
সইতে হইলে অপর বৈভব :
সত্যের মূরতি, হেরিলে প্রকৃতি ;
মুদয়ে নয়ান নিদালু মত।
প্রতিগ্রহ কালে, দুই হাত মিলে ;
নাপুরে হৃদের আশা নিকেতন :
মহাব্রত দান, করিতে পরাণ ;
জাগিয়া নিরখে দুঃস্বপন ভ্রম।
কিন্তু দীন দাস, নাহি করে আশ ;
ধরিতে সে ধার এ ধরা পরে :—
যা'ক ধন-মান, যা'ক এ পরাণ ;
যা'ক রাজস্থান কাল-সলিলে।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে মহাবীর সাত্যকিকে প্রবোধ দান করিয়া আগন্তুক বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বিদায় করত তীর্থ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে গন্ধমাদন শৈলে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, কুরুবংশে যাদব সংযোগ নামক ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

সপ্তবিংশ সর্গ।

গন্ধমাদন পর্ব্বত—ভীম বিক্রম।

(অচ্ছিন্ন সম্ভাব)

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।"

সংসারে কখন সুখের উপর দুঃখ, কখন দুঃখের উপর সুখ সম্ভোগ ঘটিয়া থাকে।—ভ্রাতৃবৎসল পাণ্ডবগণ পঞ্চম বৎসর ভ্রাতৃ বিরহের গভীর দুঃখ ভোগ করিয়া পুনরায় মহাশৈল গন্ধমাদনে সৌভ্রাত্র একতা সুখে পরমসুখী হইলেন;—রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির পুণ্যস্থান প্রভাসতীর্থবাস করিয়া প্রধান নেতা মহর্ষি লোমশের মুখে তীর্থ-আখ্যায়িকা শুনিতে শুনিতে যথাক্রমে পয়োষ্ণী, বৈদুর্য্য-পর্ব্বত, নর্ম্মদা, চব্যন-সরোবর, সৈন্ধবারণ্য, কুল্যাসকল, পুষ্কর, যুগসন্ধী, আর্চ্চিকশৈলস্থ চন্দ্র সর, যমূনা, মহেন্দ্র পর্ব্বত, সোমক, ইষ্টাকৃত, রামহ্রদ, নারায়ণাশ্রম, বাতিকখণ্ডস্থ রামসরোবর, উর্জ্জানক, কুশবান্ হ্রদ, রুক্মিণী-আশ্রম, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বত, বিতস্তা, জলা, উপজলা, তরঙ্গিনী, শ্বেতকেতু আশ্রম সঙ্গমা, কনখল, পুণ্যা, উষ্ণীগঙ্গ ও রৈভ্যাশ্রম তীর্থ হইয়া উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতগিরি, ও কালশৈল অতিক্রম পূর্ব্বক সপ্তগঙ্গ ও গঙ্গাদ্বারে অবগাহন করনানন্তর সুবাহুরাজ পুলিন্দের নিকট ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকগণকে সমর্পণ করিয়া আকাশ গঙ্গাও মহানদীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করত মহাশৈল গন্ধমাদনে উপনীত হইলেন—পাণ্ডবগণের শৈল পদার্পণ মাত্রেই পবনদেবের সকোপ দৃষ্টি পড়িল—বৃষ্টি সহিত তুমুল ঝটিকায় সকলে অভিভূত প্রায় হইয়া পরস্পরা কহিতে লাগিলেন, উঃ সমীরণের কি অসাধারণ মহিমা! সুদৃশ্য শৈলরাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন মহাকালের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ঘনঘটার ভৈরব-

সাজে জগৎ আচ্ছন্ন, অশমির ভীষণ স্বরে অন্তর্জ্জগৎ কম্পমান হইতেছে! সৌদামিনীর মধুরিম হাসিতেই এক একবার সংসার আছে বলিয়া বোধ হয়। উঃ তরঙ্গিনীর কি উত্তাল তরঙ্গ! যেন দশ কোটী হস্ত তুলিয়া নাথের সহিত আলিঙ্গন করিতেছেন! তরু লতাও উৎসন্ন, ফল ফুলের শত শত ভার ও আদরের সহিত ভূধরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে! আবার শিলা বৃষ্টির শিল-স্তূপ স্থানে স্থানে কুসুম কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে!

অনন্তর দৈবদুর্যোগ নিবৃত্ত হইলে দৃঢ়ব্রত পাণ্ডবগণ শৈল পথে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিতেই কোমলাঙ্গি কৃষ্ণার চরণকমল পাষাণ কঙ্করে ক্ষত বিক্ষত হইলে সুকুমারী সহসা ভূতল শায়িনী হইয়া পড়িলেন—মর্ম্মস্থলে নিদারুণ আঘাত লাগিল—পাণ্ডবনাথ তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পাদনের সহিত খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি সুখে এই কাল-ভুজঙ্গকে আশ্রয় করিয়াছিলে? তোমার জোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি একদিনের জন্যও সুখ শরতে পরিণত হইল না, ভারতেশ্বরী হইয়া তোমার ভাগ্যে সন্নাসিনী-দুঃখের অশ্রুপাত হইল! এই কথা বলিতে বলিতে রাজসুতা সচেতন হইলে রাজাজ্ঞায় ভীমসেনের স্মরণরূপ গগণ বিদারিণী ধ্বনিতে নিশাচর বৃন্দ সহিত বীরেন্দ্র ঘটোৎকচ উপনীত হইয়া অসঙ্খ্য সহচর সহিত পাণ্ডব সমূহকে বহন পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিপ্রেত গন্ধমাদন প্রদেশ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত করিলেন—নারায়ণাশ্রম দর্শনমাত্রে হৃদয়ে নারায়ণ ভক্তির উদয়—তাঁহারা সেই পুণ্য-ভূমে আশ্রম নির্ণয় করিয়া ক্রমশঃ ষড়রাত্রি অতিবাহিত করিলে সপ্তদিনের প্রাতঃ সমীরণ একটি সহস্রদল পঙ্কজ পঙ্কজ নয়না দ্রৌপদীর দৃষ্টি-পথে নীত করিল—শ্রীসুলভ স্বামী-সোহাগের উত্থান—নারীকুল ভূষণা-কৃষ্ণা সহস্রদল পদ্মমালা গাঁথিতে মারুতীর নিকট পুষ্প প্রার্থনা করিলেন। পবন কুমার অনুমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে স্থূলচক্ষু বসাইয়া কুসুম সরসীসন্ধানে প্রিয়ভ্রাতা হনুমানের বিরাম প্রদেশে উপনীত হইলেন—কাচের বানিজ্যে কাঞ্চন লাভ হইল—অঞ্জনানন্দন তাঁহাকে দূরে নিরীক্ষণ করত সকৌতুকে স্নেহ সম্প্রদানে শৈলগত মানুষীঅগম্য স্বর্গপথে মায়ানিদ্রিত হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় গিরিপৃষ্ঠে লাঙ্গুল আঘাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন সেই শব্দানুসন্ধানী হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পাবনীর নিকটস্থ হইয়া সিংহনাদ করিলে কপি কুলতিলক হনুমান কহিলেন, বীর! তুমি কে? কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে, এবং মৃত্যু কামনা করিয়া এই সিদ্ধ মার্গে গমন বাঞ্ছা করিতেছ কেন? যদি নিশ্চয়ই কাল পূর্ণ হইয়া থাকে তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাও।

বৃকোদর কহিলেন, আমি পাণ্ডুক্ষেত্রে বায়ুর অংশসম্ভূত ভীমসেন। ঐ-সিদ্ধপথ প্রবেশই আমার উদ্দেশ্য। তোমার নিকট জীবনী পরামর্শ চাহি-না, কিন্তু "কি প্রকারে ব্যক্তিগত নির্গুণ পরমাত্মাকে লঙ্ঘন করি" এই আমার বিশেষ ভাবনার বিষয়। বানর! আমি শাস্ত্রকুশল না হইলে স্বীয় ভ্রাতৃবৎ প্রভাপে তোমার সহিত পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেও সঙ্কুচিত হইতাম না।

তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রশ্নানুসারে অগ্রজভ্রাতা হনুমানের জীবন-কাহিনী বলিলে কেশরীকুমার মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! আমি জরাতে উত্থানশক্তি রহিত, তুমি আমার লাঙ্গুল উৎসারিত করিয়া গমন কর।

বলগর্ব্বিত ভীমসেন তাঁহার অনুজ্ঞামাত্রে লাঙ্গুল আকর্ষণ করিলে সুমেরু-সারবান্ লাঙ্গুল অঙ্গুলী মাত্র সরিল না। কুন্তীনন্দন এই ঘটনাকে দৈব বিড়ম্বনা ভাবিয়া স্বীয় ভ্রাতার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়! দাসের অপ-রাধ মার্জ্জনা করিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কেশব—না, বাসব না, স্বয়ং মহারুদ্র আসিয়া আমাকে ছলনা করিতেছেন?

পবনাত্মজ, অনুজের এই বিনীতবাণী শুনিয়া কহিলেন, অরিন্দম! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই জগৎপ্রাণ বায়ুর ঔরসে কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার অসারদেহ বিভু রামচন্দ্রের চরণ প্রান্তে অনন্ত কালের জন্য বিক্রীত আছে। কুমার! "সিদ্ধ মার্গে গমন জন্য পাছে দৈব কোপে পতিত হও" আমি এই শঙ্কায় মায়া করিয়া তোমার গতিরোধ করিয়াছি।

মহাবাহু ভীম, কপীশ্বরের ঈদৃশ ভ্রাতৃপ্রিয়তা দেখিয়া সপ্রেমস্বরে কহিলেন, আর্য্য! আপনি পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির তুল্য আমার পূজনীয়। বস্তুতঃ তদ্রূপ কনিষ্ঠ স্নেহানুরাগ দেখিয়া এত দিনে পাণ্ডবকুল সনাথ বোধ করিলাম। অত-

এব মতিমন্! আপনি ভবিষ্যৎ ভারত সংগ্রামে দাসকে সহায় দান করিবেন, এক্ষণে লঙ্কাসমর সাময়িক রূপ প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ করুন।

হনুমান কহিলেন, বৎস! আমি অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করিয়া তোমার ভীষণ হুহুঙ্কারে শক্তি সঞ্চার করিব। আমার অলক্ষিত সিংহনাদে অসংখ্য রিপুর বল হ্রাস হইবে। সম্প্রতি আমার দুর্নিরীক্ষ্য পূর্ব্বরূপ অবলোকন কর।

তিনি এই বলিয়া স্বদেহ ধারণ করিলে ভীমসেন সুমেরু সদৃশ সেই প্রকাণ্ড-কায় দর্শন করিয়া কহিলেন, বীরেন্দ্র! আপনি মহামূর্ত্তি সম্বরণ করুন। আপনার বিরাট দৃশ্য দাসকে চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি এই বলিয়া তাঁহার নিকট নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করিয়া বলিলেন, মহাবল! আজ আমার নয়ন দ্বয় সফল হইল, আজ আমি মহা সৌভাগ্য অর্জ্জন করিলাম।

এইরূপে ভ্রাতৃ পরস্পরা সম্ভাষ করিলে অঞ্জনানন্দন অন্তর্হিত, কুন্তীনন্দন বৈশ্রবণের সৌগন্ধিক উদ্যানের দিকে চলিলেন—কুসুমিত সরোবর নয়ন পথে পড়িল—ভারত সন্তান ভীম পুষ্পচয়ন উপলক্ষে উদ্যান প্রহরীদের সহিত বিরোধ বাধাইয়া বসিলেন। তাহার বিভীষণ পরাক্রমে ভীষণ ভীষণ রাক্ষসরক্ষী সকল কালের উদরে গিয়া শয়ন করিল। অন্তর্যামী কুবের অন্তর বাহ্যে ভীম-বিক্রম জানিয়া শুনিয়া ও পবননন্দন অনুরোধে তাঁহাকে শাস্তিদান করিলেন না—রণ বিলাস পরিশেষ হইল—দূরদর্শী যুধিষ্ঠির বিপুল সমর শব্দ শুনিয়া অনুমান রূপ সূক্ষ্মতর অনুবীক্ষণে ভীমসেনকে কলহমত্ত জানিয়া রক্ষঃযানে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সজ্জিত তথায় উপনীত হইলেন। পবনাঙ্গজের জয়-বৈজয়ন্তি তাঁহাকে শুভদৃশ্য দেখাইল, ধর্ম্মরাজ হৃষ্টচিত্তে অনুজকে অনুশাসন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! অকারণ রণসাগরে ঝম্প দান কি ন্যায়ানুগত কার্য্য হইয়াছে? মহাশক্তির বরপুত্র হইলে কি এইরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতে হয়? কুমার! রণ দেবীর চির কৃপাদৃষ্টি থাকে না. তাঁহার অপার মহিমায় পশুরাজ সিংহ ক্ষুদ্র পশু কর্ত্তৃক ও পরাভব হয়েন।

তিনি এই বলিয়া তথায় কিয়দ্দিন বিচরণ করত একদা সিদ্ধ মার্গ দিয়া কুবের ভবন গমনোদ্যোগ করিলে আকাশ বাণী সমুদ্ভূত হইল, রাজন্! এ পথ অতি দুর্গম, আপনি বদরিকাশ্রম হইয়া অন্যতর পথে যক্ষধাম গমন করুন।

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির স্বকর্ণে অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া সম্প্রদায় সহিত বিশাল বদরীতে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতুষ্পুত্র ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়া কিছুদিন বদরী-নিবাসী হইয়া রহিলেন—দেখিতে দেখিতে জটাসুরের আয়ু সূর্য্য অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইল—দুরাত্মা একদা ভীমসেনের অনুপস্থিত কালে সতীকন্যা দ্রৌপদী সহিত পাণ্ডবত্রয় ও অস্ত্রনিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে ধর্ম্মবল এ সময় বীর্য্যপ্রকাশ করিতে পশ্চাৎ পদ হইল না। ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির আপন গুরুত্ব বর্দ্ধন করিলেন। দুরাত্মা রাক্ষস অন্ধের ন্যায় সেই খানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। বলীন্দ্র সহদেব সবলে তাহার নিকট হইতে অসি মুক্ত করিয়া অগ্রজের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—কালের ভেরী ঘনঘন বাজিতে লাগিল—দৈববশতঃ ভীমসেন তথায় উপনীত হইলেন। রাক্ষসাধম ভীমের পদার্পণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইলে অসম সাহসী পাবনী তাহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন, পিশাচ! এই কি আশ্রিতোচিত আচরণ? আমি কপটবেশী রক্ষঃ-ব্রাহ্মণ জানিয়াও অতিথি অনুরোধে তোর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। আজ আর নিস্তার নাই। বিলুপ্ত রাক্ষস বিজেতা যশঃ জটাশোণিতে সমুজ্জ্বল করিব।

অসুর কহিল, পামর! আমারও তাই ইচ্ছা। হয়, জাতীয়সত্ব রক্ষার জন্য প্রাণদান করি, নাহয়, বাহুবলে রক্ষকুল-কণ্টককে ইহ জগৎ হইতে বাহির করিয়া দিই। তাঁহারা এই বলিয়া মহাসমরে মত্ত হইলে উন্মত্ত কেশরী-করে, করীশিশুর ন্যায় অসুরাধম অবিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতঃপর পাণ্ডবগণ পার্থ সম্মিলন জন্য আকাশবাণী অনুসারে তথা হইতে বৃষপর্ব্বার আশ্রম দিয়া আষ্টিষেণাশ্রমে উপনীত হওত উপনিবাস করিলেন। ইতিমধ্যে সর্প হরণ সাময়িক গরুড়ের পক্ষপবনে তথায় পঞ্চবর্ণ কুসুম বৃষ্টি হইতে লাগিলে বরাননা কৃষ্ণা পার্ব্বতীয় শিখরভাগে অগ্রসর হইয়া সেই সকল প্রকৃতি প্রদর্শনী দেখিতে ভীমসেনকে অনুরোধ করিলেন। বৃকোদর, প্রেয়সীর প্রিয় সাধন জন্য অগ্রতঃ শিখরদেশকে নিরুপদ্রব করিতে চলিলেন—শৈল শিখর ধনেশ্বরের বিলাস ভুবন—সেখানে পদার্পণ মাত্রেই রণচণ্ডীর আরাধনা হইতে লাগিল। যক্ষ-রক্ষগণ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে নর ভৈরব ভীমের সহিত সমর

করিয়া পরম্পরা সহমরণ লাভ করিলেন—বিলাস নিকেতন একবারেই জন-শূন্য—দুই এক জন ভগ্ন পাইক যাইয়া যক্ষপতিকে এই দুঃখের কথা জানাইল।

এদিকে সাধু মহাত্মা যুধিষ্ঠির সংগ্রামের কর্কশ ধ্বনী শুনিয়া রণরঙ্গী ভীম-বীরের সমরানুভব করত দ্রৌপদীকে আষ্টিষেণাশ্রমে স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সহিত তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরেই ভগবান্ ধনপতি বহুসংখ্যক যক্ষ পরিবৃত ও মহারথে আরোহণ করত তথায় পদার্পণ করিলেন—পবিত্র মাধুরী দেখিয়া দেবআত্মা সন্তুষ্ট হইল—সাধু অবতার যুধিষ্ঠির অমূল্য বিনয় উপহার দিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে যক্ষরাজ কহিলেন, নরেশ্বর! তুমি পবিত্র আত্মা, ত্রিকালবেত্তারা তোমাকে জগজ্জীবনের হিতৈষী বলিয়া প্রসংশা করেন। অতএব ইচ্ছানুসারে এই সুরবিহার স্থানে বিচরণ কর। যক্ষ-সংহার নিবন্ধন ভীতি প্রদর্শন করিও না, উহারা মনুষ্য সমরে আত্মহারা হইবে বলিয়া বহুকাল হইতে মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহা-রাজ! আপনি এই অত্যাচারী ও অপরিণত বয়স্ক যুবাকে অনুশাসন করুন। অতি শব্দই পাশ্চাত্য জীবনের বিঘ্ন বিপত্তির মূল হইয়া দাঁড়ায়।

তিনি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত মহাপ্রস্থান করিলে সেই নির্ব্বিঘ্ন সময়ে ও নিরুপদ্রব স্থানে মহাত্মা ধৌম্য ও আষ্টিষেণ প্রভৃতি ঋষি-নিচয় গজেন্দ্রগামিনী যাজ্ঞসেনী সহিত উপনীত হইলেন—অর্জ্জুনের আগমন কাল নিকট হইয়া আসিল—তাহারা সেই পুণ্যধামে ধনঞ্জয়ের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য তৃষিত চকোর-চকোরীর ন্যায় রহিলেন—বলিতে বলিতে বর্ষ চক্রের বার্ষিক গতি সমাপ্ত—চন্দ্রকুল চন্দ্র অর্জ্জুন পঞ্চম বৎসরের পর সুর বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রাতাগণের নিকট অবতরণ করিলেন। পাণ্ডুকুল হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ, আনন্দের লহরী, সুখের উৎস অনিবার্য্য বেগে ঝাঁপিয়া উঠিল। সারথী-মাতলি স্বর্গলোকে ফিরিয়া গেলেন। কৃষ্ণাসহিত ভ্রাতৃগণের শ্রুতিরূপ চাতক-চাতকী ধনঞ্জয়ের স্বর্গ বিবরণীর অমৃত জল পান করিতে লাগিলে যশস্বী অর্জ্জুন আসমাপ্তী সমস্ত বর্ণনা করত অগ্রজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! দাসের স্বর্গীয় কাণ্ডের মধ্যে দানবদলনই অতিশয় কৌতুকাবহ, এমন কি, সেই অবর্ণনীয় রণসাগর তদীয় চরণ তরী বলেই উত্তীর্ণ হইয়াছি!

ভগবন্! দানবারি ইন্দ্র এই কিরিট-কবচ ও মহাশঙ্খ দানকরিয়া দানবসংহারে অনুমতি করিলে আমি মাতলি সারথি সহ মহারথে অধীরোহণ করিয়া পাতালতলে অসুর পুরী আক্রমণ করিলাম। উঃ! আমি অনেক বীরত্ব সন্দর্শন করিয়াছি। কিন্তু অসুরদল তুল্য বীরতা কখনও দৃষ্টিগোচর করিনাই! বীরগণ কি শুভক্ষণেই খড়্গাধারণ শিখিয়া ছিল! বলিতে কি, মৃগরাজের ভীম গর্জ্জন শুনিয়াছি, সাগর কল্লোলেও কর্ণপাত করিয়াছি, ঘন ঘটার গভীর নিনাদেও শ্রবণ পাতিয়া দিয়াছি। কিন্তু দানবদের তুল্য সিংহনাদ স্বপ্নাবেশেও শুনিনাই! আরও চক্রধারীর সুদর্শনচক্র সতেজে দর্শন করিয়াছি, ইন্দ্রশরকেও পবন পথে ছুটিতে দেখিয়াছি, বিজুলী রাজিতেও নয়ন ঝলসাইয়া দিয়াছি, কিন্তু এমন অস্ত্রপুঞ্জে কখন দৃষ্টি দান করি নাই। মতিমন্! কেশরী যেমন করি কুম্ভে লম্ফ দিয়া পড়ে, তদ্রূপ সাগরদুর্গে নিবাত-কবচগণ, অনন্তর আকাশপুরে কালকেতু সকল রণরঙ্গে আস্ফালন করিয়াছিল! তাহাদের রথচক্র-ঘর্ঘর, রথীর হুহুঙ্কার ও ধনুষ্টঙ্কারে পাতাল বাসী সর্প-যোদ্ধারাও কম্পমান হইয়া ছিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সমর তরঙ্গ যেন জগৎ গ্রাস করিতে প্রস্তুত! কিন্তু দেব! আমি কায়মনে পরাশক্তির পদসেবা করিয়া মহারিপু দিগকে সমূলে সংহার করিলাম। অনন্তর প্রভাতে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয় স্বজনবর্গকে দেবাস্ত্র সমূহ দেখাইয়া তাঁহাদের আশা স্থল হইয়া দাঁড়াইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও সুসন্তান প্রিয়তায় অমর ঐশ্বর্য্যে যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন পূর্ব্বক অসীম সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে মানব জন্মের উচ্চতম যশঃ ক্রয় করিয়া সেখানে চারি বৎসর যাপন করিলেন। এক বৎসর একত্র বনবাস, পঞ্চবর্ষ অর্জ্জুন বিরহ, চারি বর্ষ পুনর্মিলন; সর্ব্বসমেত দশবর্ষ পূর্ণ হইলে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাত্রাকালে মহাত্মা যুধিষ্ঠির পর্ব্বতরাজকে বন্দনা করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

হে নগেন্দ্র প্রণমি তোমারে!
লভি তব পদতলে মহামূল্য নিধি,
চলিল ভিখারি কুরু ভারত ভিতরে।

মণিহারা যেন বিষধর:

খুঁজিয়া পাইলে মণি গহন বিপীনে,
কভু না অলসে আর পশিতে বিবর।

কিম্বা সতী শ্রীমস্তিনী মেলা :
সাথে করি নিরুদ্দেশী প্রিয় পুত্র ধন,
আবাসে আইসে যথা হইয়া চঞ্চলা।

গিরিবর করহ কল্যাণ !
পরিহরি নর লীলা পরিজন সহ,
তোমার চরণে যেন পুনঃ পাই স্থান।

সংসারের মায়া আকর্ষণী :
পুণ্য ক্ষেত্র শৈল হ'তে করে আকর্ষণ,
শ্যামের বাঁশরী যেন ডাকে কমলিনী।

বীর বাঞ্ছা রণ জয় ভেরী :
আহ্বানি ভৈরব রবে সেনানি মণ্ডলে,
আকর্ষণ করে যথা রণ রঙ্গ' পরি।

মনে জানি মায়া ময় ভব :
তবু জঞ্জালের জালে রহিতে না পারি,
টানয়ে ধীবর কাল মীন ময় জীব।

কিন্তু দেব এই বাঞ্ছে দাস !
কালের কাননে মায়া কেশরিণী করে,
পড়িয়া পতিত যেন না হয় নিরাশ।

গেল দিন হইনু বিদায় :
বাহ্য জগতের রবী পশি অস্তাচলে,
"দিন গত দিন গত" বলিয়া জানায়।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শৈলরাজকে অভিনন্দন করত বন বিভাগে আবর্ত্তন করিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে "সহায়ো বলবত্তরঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হিমালয় শৈলে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা, জটাসুরবধ, যক্ষযুদ্ধ, ও নিবাত-কবচ যুদ্ধ, কুরুবংশে ভীম বিক্রম নামক সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

হিমালয়শৈল—নহুষউদ্ধার।

(সর্প বন্ধন)

"সহায়ো বলবত্তরঃ।"

শারীরিক বলেরন্যায় সৎসহায়বল ও প্রার্থনীয়, গতসত্ত্ব বিপন্ন পুরুষেরা সহায়কর্ত্তার সাহায্য বলে ও মহাপদে নিষ্কৃতি লাভ করেন।—বীর তেজা ভীম নাগপাশে নিস্তেজ হইয়া যুধিষ্ঠিরের স্থিরবুদ্ধি প্রভাবে হিমালয়ে মহামুক্তি লাভ করিলেন;—ভারতভুষণ যুধিষ্ঠির শৈলরাজকে বন্দনা করিয়া অমাত্যবৃন্দ সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহর্ষি লোমশ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুরসদনে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ পরিচিত পথ লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে আষ্টিষেণাশ্রম, কৈলাস উপত্যকা, বৃষপর্ব্বাপুরী, কুবের সরসী, বদরিকাশ্রম, চীন, তুষার, দরদ, ও পুলিন্দ দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক সুবাহুর রাজপুরীতে উপনীত হইয়া ইন্দ্রসেনাদি সহচর বর্গকে আনুষঙ্গী করত ভীম সন্ততি ঘটোৎকচকে বিদায় দান ও হীমাদ্রী সানুতে পত্র নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে একবর্ষ যাপন করিলেন। ইতি মধ্যে নহুষ রাজর্ষির সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটন হইল।

বীরব্রতাবলম্বী ভীম সবিক্রমে শৈলারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা চিত্তহারী পার্ব্বতীয় চিত্র দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ভূধর পতির কি প্রকৃতি রঞ্জন দৃশ্য! যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি সহস্র বাহুপ্রসারণ করিয়া আত্মাকে আলিঙ্গন করিতেছেন! কোথাও করেণুগণের মৃদুকর্ণতাল, কোথাও কোকিলকোকিলার কল নিনাদে নিস্তব্ধতার তিরোধান হইতেছে! শীত প্রধান নিবিড় তরুছায়ায় পশুদল দলে দলে বিচরণ করিতেছে। আবার হরিচন্দন মিশ্রিত

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি মস্তক পাতিয়া অজস্র তুষার অর্ঘ্য লইতেছে! দিকে দিকে হিম লেখা সকলও রজত উত্তরীয়ন্যায় বিদ্যমান এবং অমর গৌরব, ওষধী সকল অক্ষয় চন্দ্রিকাদান করিতেছে! গিরিগুহায় এ আবার কি প্রকাণ্ড ভুজঙ্গম! পবননন্দন এইকথা নাবলিতে বলিতেই নাগরাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অযুতনাগ বলশালীভীম অসীমকায়সর্প তেজে নির্জীবেরন্যায় হইয়া মুক্তি-লাভ জন্য তাঁহার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিলে সর্পনাথ তাঁহার প্রার্থনা পুর্ণ না করিয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিল। পবনাত্মজ এই অভাবনীয় বিপদ গ্রস্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, রে কুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এবার নিশ্চিন্ত হ, পাণ্ডবসিংহ হিমাচলের গভীর গুহায় চিরকালের জন্য লুকাইল! হামাতঃ কুন্তি! আজ কাল সর্পের করাল কবলে তোমার হৃদয়-কুসুম উৎসর্গ হইতে চলিল! হা আর্য্য যুধিষ্ঠির! তুমিও আজীবনের জন্য অনিবার অশ্রু সাগরে ডুবিয়া রহিলে, তোমার আশৈশবের রণতরী আজ কাল ভূজঙ্গের বিষে দগ্ধ হইল!

নাগপাশ বদ্ধ ভীম এই প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলে মহামনা যুধি-ষ্ঠিরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি নিতিবান ধ্যৌমের সহিত বহু অন্বেষণ করিয়া ভীমের সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহার হৃদয় হইতে ভ্রাতৃ জীবনী আশা এক-বারে লোপ হইয়া গেল। মহারাজ অনুজের মুখে বন্ধন বিবরণী শুনিয়া সর্প-রাজকে কহিলেন, নাগেন্দ্র! তুমি কে, কি জন্যই বা আমার ভ্রাতাকে আক্র-মণ করিয়াছ এবং কোন্ বস্তু প্রতিদান করিলে ইহাকে অব্যাহতি দিতে পার।

সর্প কহিলেন, তাত! আমি তদীয় পুর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি নহুষ। জন্মান্তরে ত্রৈলোক্যের উপর আমার আধিপত্য ছিল। দর্শন মাত্রে সকল প্রাণীর তেজঃ হরণ করিতে পারিতাম। সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন। একদা শিবিকা বাহী ঋষিরাজ অগস্ত্যকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিলে সেই ব্রহ্ম-শাপে আমি ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। রাজন্! এক্ষণে অধিকারগত বস্তুই আমার ভক্ষ্য; তবে যদি আমার কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহাহইলে ভীমসেনকে অবশ্যই প্রতিদান করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, নাগরাজ! আপনার যদি বেদবিশেষে অধিকার থাকে, তাহা হইলে বলুন, প্রাপণ সমস্যার উচিত প্রত্যুত্তর দান করিব।

সর্প কহিলেন, বৎস! বাক্য বন্ধনীতে তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হই-তেছে; অতএব বল—ব্রাহ্মণ কে, বেদ্য কি, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বিশেষ কি, সুখ-দুঃখ-রহিত পদার্থ আছে কিনা, আর জাতি বিভাগের প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধীমন্! যাহা অবগত হইলে জীব শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই ব্রহ্ম জ্ঞানই বেদ্য; "সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা" সদ্গুণ সকলই ব্রাহ্মণ; যে ব্রাহ্মণ উক্ত মহৎ গুণ বিহীন, সে শূদ্র; যে শূদ্র ব্রহ্মভাবাপন্ন, সেইব্যক্তি ব্রাহ্মণ; বিশ্বচক্র পরিচালনা জন্য জ্ঞেয় ও সুখ-দুঃখ-বর্জিত বস্তুর (পরব্রহ্মের) স্থায়ীত্ব সম্ভব; আর স্বায়ম্ভূব মনুর মতে "সুসংস্কৃত ও বেদবের্ত্তা' 'ব্রাহ্মণ,' সংস্কার ও বেদাচার রহিত ব্যক্তি 'শঙ্কর' এই দুই জাতি" অতএব বৈদিক আচরণের উত্তেজনাই জাতি ভেদ; তদ্ভিন্ন সাধারণ জাতিবিচার সমাজবন্ধনীর অনুরোধ। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে মহৎ প্রশ্ন পূরণ করিলে সর্পরাজ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিল। প্রধানকৌন্তেয় তাঁহাকে অমিয়স্বরে কহিলেন, আর্য্য! কিকর্ম্ম করিলে সদ্গতি হয়, দান-সত্য উভয়ের মধ্যে কি প্রধান, অহিংসা ও প্রিয় ব্যবহারের মধ্যে কাহার গৌরব অধিক? মনুষ্য দেহাবসানে স্বর্গাগত হইয়া কি রূপে স্বকর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করে, কি রূপেই বা শব্দস্পর্শাদি বিষয় ভোগ হয়, আত্মা কিরূপে "শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ," এই সকল পৃথক পৃথক বিষয়ে অধিষ্ঠান করেন, এবং মন-বুদ্ধির লক্ষণ কি প্রকার, আর আপনি এককালে সকল বিষয় উপভোগ করিয়াছেন কি না?

সর্প কহিলেন, কীর্ত্তিমান্! দান, সত্য ও অহিংসা দ্বারাতেই স্বর্গলাভ হয়; স্থল বিশেষে সত্যঅপেক্ষা দানের গৌরব এবং স্থানান্তরে দান অপেক্ষা সত্যের প্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে; কখন প্রিয় বাক্য হইতে অহিংসা, কখন অহিংসা অপেক্ষা প্রিয়তা প্রধান বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা নির্ণয় করেন; আর মনুষ্য জন্ম, স্বর্গ বাস ও তির্য্যক যোনি এই ত্রিবিধ গতিই দেহাবসানের পুনঃ সংস্কার; ফলতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি দেবদেহ, পাপীজীব তির্য্যকযোনি

মিশ্র স্বভাবীরা কৃতকার্য্যের ন্যূনাধিক্য বশতঃ নর-তির্য্যক উভয় জন্মই পরিগ্রহ করে; কিন্তু নিষ্কামী সাধক হইলে নির্ব্বিকার পরমাত্মাতে লীন হয়; জীবাত্মা; জ্ঞান, বুদ্ধি ও মনের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; তদ্ভিন্ন বিষয় বিশেষের সহিত ইন্দ্রিয় মিলনই বুদ্ধি, করণশক্তিই মন; এবং আত্মাব্যাপিনী-জ্ঞাননিয়োজিত বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিয়োজিত মন; এই জন্য এককালে সকল বিষয় উপভোগ হয় না। বৎস! ভগবান্ অগস্ত্য তোমাকেই আমার শাপান্তকারী স্থির করিয়াছিলেন। তোমার সমাগমে আমার অমা রজনী প্রভাত হইল।

আয়ুষ্মন্! আমি যারপরনাই বাধিত হইয়াছি; অতএব যদি আরও কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর। তিনি এই বলিয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেব! আমার অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কিন্তু আপনি ঈদৃশ মহাশয় ব্যক্তি হইয়া কি নিমিত্তে ব্রহ্মঅসম্মান রূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইলেন? তাঁহার এই কথা শুনিয়া মহাত্মা নহুষ কহিতে লাগিলেন;—

শুন রাজা যুধিষ্ঠির, হৃদয় করিয়া স্থির;
বিষয়ে আসক্ত হৈলে মতি!
চির দুরাযুক্ত, ধনমদে মত্ত
হ'য়ে হয় অধোগতি।

নাভাবে তাহার চিত, অতীত কি ভবিষ্যত;
বর্ত্তমান অনিত্য লীলায়:
বিভব গরবে, তুচ্ছ দেখি সবে;
উচ্চভাবে নাহি ধায়।

না দেখে উর্দ্ধেতে তার, আছে কত সারাৎসার;
পারশূন্য প্রপঞ্চ জগতে:
মহীতলে হেরি, নাচের ভিখারী,
নাচয়ে ভারত খেতে।

অপার জলধি গায়, সফরী সঞ্চার প্রায়;
কাঁপায় অধীনে ধনদাপে;

হৃদি দ্বার খুলি, সদা কুতূহলী ;
অসতীর প্রেমালাপে ;

তাহার মানস পাখী, শিয়র-পিঞ্জরে থাকি,
শরাবৎ দেখে ধরাখান ;
প্রভুভক্ত বিনে, সে বিষ নয়নে,
কেহ নাহি পায় স্থান।—

অখণ্ড অদৃষ্ট লিপি, খণ্ডন নহে কদাপি,
আমি হ'এ ত্রিলোক ঈশ্বর
পড়িনু বিভোলে, গরবিনী কোলে,
যে ভুলায় চরাচর।

প্রকৃতি সরব নাশী, গ্রাসিল সুখের শশী,
সর্প যোনি হৈল পরিণাম :
এবে শাপান্তরে, যাই স্বর্গ পুরে ;
লভিতে পূর্ব্বীয় কাম।

শাপমুক্ত রাজর্ষি নহুষ এইরূপে আত্মভ্রান্তী প্রকাশ করিয়া সুরলোকে গমন করিলে ধর্ম্মরাজ বৃকোদরের সহিত গিরি আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন—বর্ষা প্রকৃতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল—কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পাণ্ডবগণ হিমগিরি হইতে বাসোত্থান করিয়া চলিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যককাননে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগর পর্ব্ব, কুরুবংশে
নহুষ উদ্ধার নাম অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

কাম্যক কানন—মিত্র মিলন।

(কাননে কাহিনী)

"নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।"

ফলবান বৃক্ষ যেরূপ ফলভরে অবনত হয়, গুণবান্ ব্যক্তি ও তদ্রূপ সৎগুণ-ভূষণে বিনীত হইয়া থাকেন।—বিশ্বমূলাধার হরি জগৎপ্রকৃতির অধিনায়ক হইয়াও প্রাকৃত মানব পাণ্ডবপ্রিয়তায় সত্যভামা সহিত কাম্যকবনে আগমন পূর্ব্বক অতুল শিষ্টতা প্রদর্শন করিলেন ;—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্পকবল হইতে ভীমসেনকে উদ্ধার করিয়া কার্ত্তিকমাসের পৌর্ণমাসী রজনীযোগে হিমাচল নিবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাম্যকারণ্যে উপস্থিত হইলেন—বনদেবীর শারদীয়মূর্ত্তি-দেখিয়া মানস-সরোবরে কল-হংস ক্রীড়া করিতে লাগিল—তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শারদীয় শোভা কি লোচনানন্দকর! জগতের জ্বলন্ত সুবেশ ভূষায় হৃদয়-কন্দর ভেদ করিয়া রোমাঞ্চ ভাবের উদয় হয়! আহা, মহীতলের কি মনোহর দৃশ্য! এই কুসুমকুন্তলা বনদেবীও ঠিক যেন মুক্তাহার পরিধান করিয়াছেন! ভূভাগ শ্যাম-শুভ্র ও হরিৎ তৃণজালে আচ্ছন্ন, এবং নিম্নগা সকল প্রসন্ন রূপে গমনাগমন করিতেছে! সরসীতে কুমুদ-কহ্লার সলিল কুসুম্ সুশোভিত, আর কল্যাণ প্রদা সরস্বতী তীরে তরুদলের স্বাভাবিক বৈজয়ন্তী-মৃদু অনিলে আন্দোলিত হইতেছে। এসময় ভেকনিচয়েরও আর জাতীয় কোলাহল নাই! শ্রেণীবদ্ধ বনবিহগদল অখিল সংসার পূরিয়া কণ্ঠ-স্বর ছড়াইতেছে!

প্রত্যাগত পাণ্ডবগণ এইরূপে কাম্যকবনে উপস্থিত হইলে নক্ষত্রপূর্ণ গগনের ন্যায় বনভূমি অপরিসীম শোভা ধারণ করিল—কাম্যক নিবাসীরা মহোৎসবে মগ্ন—কোন ব্রাহ্মণ প্রধান কৌন্তেয়কে কহিলেন, নরনাথ! নর-দেব কৃষ্ণ সর্ব্বদাই আপনাদিগের দর্শন-মঙ্গল উভয় কামনা করিয়া থাকেন, অতএব বোধ করি, ত্রিদশ নাথ পুণ্ডরীকাক্ষ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ত্বরায় এখানে আগমন করিবেন।

তাঁহারা এইরূপে অতীত আলোচনা করিতে লাগিলে ভবিষ্যবাণী বর্ত্ত-মানে পরিণত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ প্রধানপ্রেয়সী সত্যভামার সহিত তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি দর্শনে সকলকে মহাপুলক আকর্ষণ করিল। ত্রৈলোক্যনাথ হরি নরআচরণের পক্ষপাতী হইয়া সকলের সহিত সম্মান বিনিময় করত মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট অমরপুর কাহিনী শুনিয়া মহাশয় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! রাজ্যলাভ হইতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং সেই সনাতন ধর্ম্মের অপার মর্য্যাদা আপনি উৎকৃষ্ট রূপ জানিয়াছেন। তজ্জন্যই সৌরজগৎ আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন, এবং আপনার সেই অকপট ধর্ম্ম বলেই ধনঞ্জয় ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষ্ণ! ধর্ম্ম পরম পদার্থ; তাঁহার দিব্যচক্ষু জলচর-পূর্ণ জলধিতলে, মনুষ্য নিকেতন মহীমণ্ডলে, উদয়গিরির উচ্চচূড়ায় এবং কুমেরু-সুমেরুর গভীর গুহায়ও দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ-অপ্রকাশ কার্য্য সকল অবলোকন করে; এবং ভগবান্‌ধর্ম্ম বিচারণার পরমশক্তি ধরিয়া পুণ্য-বানে মহানির্ব্বাণ ও পাপাত্মকে নরকপুরীতে কঠোর যন্ত্রণা দান করিয়া থাকেন। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ধর্ম্মার্জ্জন ব্যতীত আর কি ঊর্দ্ধ-কাম হইতে পারে?

অনন্তর ভগবান্ হরি, দ্রৌপদ কুমারীকে তাঁহার পুত্রগণের মঙ্গল বিবরণী শুনাইয়া তপ্ত হৃদয়ে অমৃত জলসেক করিলেন—সুদিনে সুযোগ প্রাপ্ত হইল—কৃষ্ণমিলন সময়ে ঊনবিংশতি পূরাণের স্বরূপ ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আগমন করিলে তাঁহারা চরিতার্থ হইয়া তাঁহার নিকট মধুর পুরাবৃত্ত সকল শুনিতে লাগিলেন। দেবাদিদেব হৃষিকেশ মার্কণ্ডেয় সংবাদ অর্দ্ধ সমাপ্তীর সময়

পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণ করিয়া স্বস্থানে গমনোদ্যোগ করিলে ভগবতী সত্যভামা, কৃষ্ণাকে কৌতুক পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! তুমি একা হইয়া পঞ্চ স্বামীর প্রতি কি রূপে সম সম্প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাক, পাণ্ডবগণই বা কিরূপে তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে নিরপেক্ষ থাকেন! অতএব যদি তুমি কোন যাদু বিদ্যার আরাধনা করিয়া এরূপ শূন্য সূত্রের পাশ নির্ম্মাণ করিয়া থাক, তাহা হইলে উপদেশ দাও, আমিও সেই রূপে মুরারিকে প্রেমনিগড়ে বদ্ধকরি।

কৃষ্ণা কহিলেন দেবি! তুমি ধর্ম্মত্যাগী অসতী বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তন্ত্রে মন্ত্রে স্বামী বশীভূত করা কি পতিব্রতা কুল কার্য্য? ভাবিনি! ভক্তি ব্যতীত জগতে এমন কি বন্ধনী বন্ধন আছে, যাহাতে পতিদেবের আরাধ্য চরণ হৃদয়-কারাবাসে বন্ধন করিতে পারি! যাদব কুললক্ষ্মি! আমি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে পিতার ন্যায় দেখিয়া থাকি, স্বামীগণের দুঃখ সুখে হৃদয় মিশাইয়া দিই। অসঙ্খ্য দাস দাসী সত্ত্বেও স্বহস্তে পতির পদ সেবা করি। আমি অঙ্গরাগ বিলেপনকরি—নাথের মনোরঞ্জনের জন্য, নিশাসজ্জায় সুসজ্জিত হই—কেবল প্রিয় বিলাসের কারণ; ফলতঃ পাণ্ডব প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়া গৌরব অর্জ্জন করাই আমার জীবনী প্রার্থনা। সত্যভামে! বলিতে কি, যে দুঃখের ভার পৃথিবীর মধ্যে ধরেনা; পতিপদ আরাধনা করিয়া তাহাও বিনায়াসে ধারণ করিতেছি। তাঁহার এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন;—

চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে, ছায়াময়ী শান্তি ল'য়ে,
হর বলি হরকাল বনভূমি বিহারিণি!
বিধির বিচার তুলি, সব দিন যায় ভুলি,
আঁকিতে সাধুর ভালে ভালবাসা সুখরাশি।
দেখিলে পাপের ভরা, বিধাতা করিয়া ত্বরা,
আবরে দুঃখেরঢেউ দেহ-তরী প্রতিকূল;—
প্রকৃতির হাটে আসি, তাঁহার প্রকৃতি হাসি,
খেলায় এরূপ খেলা—অখিল জনার দুঃখ।
সে রাজ ধানীতে ধনি, নাহি সুধী শিরোমণি,

শিখাতে তাঁহার চিতে সরলতা সদাচার !
চন্দনে কুসুম হরি, দেখা'ন ঐশী চাতুরী,
লুকা'ন ইক্ষুরফল ভূলোকের সুখ আশ।
বিধাতা বিধান বলে, মৃণালে কণ্টক পেলে,
কিংশুখ অসুখী হ'ল হারায়ে ফুল গরিমা;
অর্ণবে লবণ খনি, করিল সে বিশ্বমণি,
হরিল ফল্গুর দৃশ্য সুস্বাদু বারি পশরা।
এইরূপে সুধাননি, সময় স্রোতের খনি,
বেগে যায় জগচ্চক্র করি সদা প্রদক্ষিণ !
তপন তনয় আসি, তপন প্রতাপে রুষি,
লয় শুষি গতায়ুর জীবনী সুধা সলিল।—
সুখ দুঃখ থাকে পড়ি, দেহ যায় গড়াগড়ি,
ধায় বেগে সূক্ষ্মদেহ নির্দয় কালের পাশ।
তখন অবোধ বিধি, সদ্ভাবে হৃদয় বাঁধি,
পাপাত্মাকে বিষচক্ষে দেখি দেয় ঘোরতাপ।
অতএব সুবদনি ! না ভাব দিবা রজনী,
অসার সংসার দুঃখ বাজীকর বাজীখেলা,
সর্ব্ব কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর, ভাব বিভু পরাৎপর,
প্রদানিয়া লীলাস্থলে সদা শান্তি যবনিকা।

সতী কন্যা সত্যভামা এইরূপে দ্রৌপদীকে প্রবোধ দান করিয়া জগৎপতি পতির সহিত দ্বারকা ধামে গমন করিলেন—পাণ্ডবগণের এবার স্থান পরিবর্ত্তন—অতএব পাঠক ! এক্ষণে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বৈত-সরসীতে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমস্যা ও দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ, কুরুবংশে মিত্রমিলন নামক উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ত্রিংশ সর্গ।

দ্বৈত-সরসী—গন্ধর্ব্ব সমর।

(অপূর্ব্ব করুণা)

" অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং "

জগচ্চক্রের গতি অনুসারে জীব আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগকরে, অদৃষ্টদত্ত ক্ষমতার উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।—কুরুপতি দুর্য্যোধন স্বক্ষমতার গুরুত্ব নাজানিয়া দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্ব শত্রুতায় যারপর নাই অপমানিত হইলেন ;—পাণ্ডবগণ অসম্পূর্ণ মার্কণ্ডেয়-সমস্যা শুনিয়া কাম্যকবন পরিত্যাগে দ্বৈতসরসী তীরস্থ পত্রনিকেতন প্রস্তুত করিয়া রহিলেন—অখিল সংসারের প্রতিস্তরে গুণগ্রাম অঙ্কিত হইতে লাগিল—কোন আগন্তুক ব্রাহ্মণ স্বনয়নে তাঁহাদের যশঃ প্রতিভা দেখিয়া কুরুপতি-ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবগণের যথাযথ সুখ দুঃখের অবস্থা বিদিত করিলেন—নিদ্রিত পাপাশয় জাগিয়া উঠিল—মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাণ্ডব নাম শ্রবণে কুমন্ত্রীগণের পরামর্শে দ্বৈতবন প্রদেশ আভীর পল্লিতে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে গো-বৎসাদির বয়োস্থিরতায় ঘোষ যাত্রা উপলক্ষে দ্যূত-নীর্জ্জিত শত্রুগণকে অতুল প্রভুত্ব দেখাইতে অসঙ্খ্য বাহিনী সহিত যাত্রা করিলেন—শঠমন্ত্রীরাও রাজ-ভক্তি বহন করিয়া চলিল—নরনাথ প্রথমতঃ আভীর পল্লিতে অনন্তর দ্বৈতবন সরোবর তীরে উপনীত হইয়া অসঙ্খ্য ভৃত্যবর্গকে পাণ্ডব নিবাসের অন্যতম দিক্ দ্বৈত সরসীতটে কেলি গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন।

বাস নির্ম্মেতাগণ গন্ধর্ব্ববিলাস জলাশয়ের সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাইত! আমরা কোন্ স্থানে নীত হইলাম! একি

কৈলাস, না বাসবের বিলাস ভূমি অবলোকন করিতেছি। চতুর্দ্দিকেই সৌরভ-পরিপূর্ণ বিকসিত কুসুম নিকুঞ্জ অজস্র পরিমল দান করিতেছে। যদিও সন্ধ্যামুখী, রজনীগন্ধা ও কামিনী কুসুমাদি তটিনী তটের সম্পদ, কিন্তু ইহাদের চিরপ্রফুল্ল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনে স্বর্গীয় ভাবের আবেগ হয়! তদ্ভিন্ন জলদলে রাজীব রাজি ও মহীতলে শ্বেতাঙ্গী জাতী যুথি মধুকরের সহিত মধুর হাসি হাসিতেছে! আবার তিমি তিমিঙ্গিল প্রকাণ্ড মৎস্যগুলি এই বারি-ভাণ্ডারের প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান আছে! রত্নময় সোপান গুলি অনন্তলহরি-হার রূপে জলদেবী কণ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! দাসসমূহ এইরূপে দ্বৈতবন-সরসীর যশোগান করিয়া উদ্যান প্রহরীদিগকে কহিল, গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা অবিলম্বে স্থানান্তরে গমন কর, কৌরব নাথ দুর্য্যোধন এখানে বিলাস বাটিকা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

সেনা নিচয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহারা হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমরা নির্ব্বোধ, আর তোমাদের রাজপুরুষের এখনও চৈতন্যোদয় হয় নাই; কুআশা-কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! নতুবা শশক হইয়া কেশরীর সুতিকা গৃহে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিবে কেন?

খেচরগণ এই বলিয়া তাহাদের উদ্যম ভঙ্গ করিলে কর্ণসখা তাহাতে কর্ণপাত করিয়া ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া পড়িলেন; শিরায় শিরায় কুল গর্ব্বের গরল সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া সৈনিকগণকে গন্ধর্ব্ব দলনের অনুমতি করিলেন—সমরপটু নর-কিন্নরে তুমুল রণ বাধিয়া উঠিল—কর্ণ-দুর্য্যোধনাদি মহারথী গণও বিপক্ষের জয়সিংহনাদ রূপ তাড়িত বার্ত্তা শুনিয়া অস্ত্রধারণকরত প্রতিকূল বীর-গৌরবকে ফিরাইয়া আনিলেন। গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেনের চিত্তে সে বীরত্ব আর সহ্য হইল না। বৈরিগণের বীর পরি-বাদে জলাঞ্জলি দিতে তিনি স্বয়ং সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কুরুকুল-ভরসা কর্ণ চিত্রসেন সমরে অগ্রযোধ হইলেন—যশোভাগ্য মুখোন্নত করিয়া রবিসুতের দিকে দৃকপাত করিল না—গন্ধর্ব্ব পতির দুর্জ্জয় মায়া সমরে তিনি পশ্চাৎপদ হইলে চিত্রসেন মহারণজয়ী হইয়া দুর্য্যোধনকে অস্ত্র বন্ধনীতে বন্ধন করিলেন—স্ত্রীগণ সহিত কুরুপতি মহাবিপন্ন—বীরাঙ্গনাদের হাহাস্বর আকাশ

বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ "পাণ্ডবনাথ রক্ষা করুন বলিয়া" যুধিষ্ঠিরের স্মরণ লইলেন।

কুরুগণ এইরূপে বিপদাপন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরের স্মরণ লইলে ভীমসেন আক্রোষ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আমাদিগকে যেমন বনবাস যন্ত্রণার অতল সমুদ্রে মগ্ন করিয়াছে, ভগবান্ বিধি তাহাকে তদ্রূপ ফল দান করিয়াছেন! কুৎসিত রুচি শূন্য কাক যেমন মধুকর প্রমদা মধু-মালতীর মধুর মুখচুম্বন করিতে ইচ্ছাকরে, তেমন দুরাচার কুরু আপন গুরুত্ব না জানিয়া গন্ধর্ব্বরাজউদ্যানে বিলাসনিকেতন করিবার বাসনা করিয়াছিল! সেই অধমের পক্ষগণ এখন কোথায়? তাহার প্রাণের সখা কর্ণ কুরুকুলের মানসম্ভ্রম উৎসন্ন করিয়া এখন কোথায় গেল?

তাহার এই কথা শুনিয়া মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কহিলেন ভ্রাতঃ! গৃহ ভেদিনী গঞ্জনা প্রদানের এই সময় নহে, স্মরণাগতের সঙ্কটমোচন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে! বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মানাপমান বংশীয়দিগকে আশ্রয় করে, সুতরাং গন্ধর্ব্বগণের কৌরব বিজয়ী যশঃ কিরূপে আমাদের কর্ণে সুখের অমৃত ঢালিবে? মতিমন্! বর্ত্তমান-সাক্ষী লইয়া দুর্য্যোধনের মুক্তি দানে আমরা মুক্তহস্ত হইতে বাধ্য, প্রকৃতির করুণস্বর সকাতরে আমাদিগকে খড়্গাবন্ধন করিতে অনুরোধ করিতেছে। অতএব আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না, অবিলম্বে গাত্রোত্থান কর।

প্রথমতঃ তাঁহার এইকথা শুনিয়া অনুজগণের অরি-ভাব বহু দূরে গিয়া পড়িল। পাণ্ডব চতুষ্টয় রথ-অস্ত্রে সজ্জীভূত হইয়া প্রথমতঃ খেচর সৈন্যগণের সহিত সৎব্যবহার করত দুর্য্যোধনের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন—বহু মূল্য প্রার্থনা পাত্র বিশেষে পতিত হইল না—গন্ধর্ব্বচরগণ ইন্দ্রসুতের আবেদন অগ্রাহ্য করিলে পাণ্ডবসমূহ শরজালে তাহাদের গতিরোধ করিলেন—অধোঊর্দ্ধগামী ভূচর-খেচরের অস্ত্রাবলি, বিজলী চমকিতে লাগিল—দেব-সেনা সকল পাণ্ডব-গণের কঠোর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া পড়িলেন। গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনও সকৌ-তুকে যোগদান করিয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি আত্ম প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, মিত্র! কাহার বিরুদ্ধে রণবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ? যাহার জন্যে

দস্যুতা করি, সেই দস্যু বলিয়া বন্ধন করে! দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঘোষ যাত্রাচ্ছলে পাণ্ডব হিংসা করিবে বলিয়া অমরেন্দ্র আমাকে তোমাদের শান্তি রক্ষার ভারদান করিয়াছিলেন; এখন এ নরাধমকে শাসন করিয়া পাকশাসনের হস্তে সমর্পণ করত অমর হৃদয় শীতল করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

তাঁহার এইরূপ প্রিয় কামনা শুনিয়া বীরবর ফাল্গুনী লজ্জিত হইয়া কহিলেন, সখে! আমরা পাণ্ডবপতির চিরদাস। আজীবন নতশিরে তাঁহার আজ্ঞাভার বহন করিয়া থাকি। সুতরাং দুর্য্যোধনের মুক্তি ভিক্ষা আমাদের বাঞ্ছনীয়, অতএব মহারাজের নিকট চলুন। পার্থ এই কথা বলিলে তাঁহারা একত্র হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শিষ্টাচারে গন্ধর্ব্বনাথকে বিদায় করত দুর্য্যোধনকে উপদেশ সূচক বাক্য কহিতে লাগিলেন;—

এ সংসার লীলা-রঙ্গালয়;
কুমতী সুমতী করে অভিনয়।
কভু তুলে প্রহসনের ধ্বনী;
কভু শান্তিরসে সুরসায় ধরণী।

অতএব নৃপ ধৈর্য্য ধর!
সম্পদের কালে সাধু ব্রত কর।
নাহি থাকে চির মঙ্গল উষা;
আবরয়ে পুনঃ ঘোর দুঃখ তমসা।

এক যায় এক আসে ভবে;
আজি হাসি কালি কাঁদি নীরবে।
দিবসেতে আলো কমল ধাম;
নিশার আদেশে বিধাতা তায় বাম।

সন্ধ্যাকালে সাজে সন্ধ্যামুখী;
গরজিলে নিশা পুন মুদে আঁখি।
পৌর্ণমাসী-চন্দ্রমা পূর্ণ কলা;
অমা আগমনে নিরখিয়ে বিকলা।

ঘন মাঝে নহে স্থায়ী সদা;
মুচকি হাসিয়া লুকায় ক্ষণদা।

হৃদয়-পিঞ্জরের সুখ-পাখী ;
কভু উড়ি যায় দুঃখ-শারীকা রাখি।

তুমি মহা মহীপতি মণি ;
পালি রাজনীতি দিবস যামিনী।—
জয়-বৈজয়ন্তী উড়াও নিতি ;—
বাণীবরপুত্র রহিবেক খেয়াতি।

অপার জগতে গুণ-গ্রাম বিনে।
নাহি বাজে বিণা সুমধুর তানে।।

ধীমান্ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া বিদায় দান করিলে সলজ্জিত দুর্য্যোধন মৌনভাবে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিলেন। মালিনী পতি কর্ণ পথ মধ্যে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া "দুর্য্যোধন বাহুবলে সমর জয়ী হইয়াছেন" এই-কথাতে তাঁহার প্রভুত্ব বর্দ্ধন করিলে তিনি পাণ্ডবগণ কর্তৃক উপকৃত হওয়া প্রকাশ করিয়া অভিমানে আত্মত্যাগ সঙ্কল্প করিলেন। অমাত্যগণের সহস্র সহস্র অনুনয়েও তাঁহার বিরাগ ভঙ্গ হইল না—স্বজনের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল—পাতাল বাসী দানবগণ পূর্ব্বজগতের সহচর দুর্য্যোধনকে আত্ম-হত্যায় কৃতনিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে আনয়ন নিমিত্ত অগ্নিবিস্তার যজ্ঞারম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে মহীশ্বরকে পাতালপুরে আনয়ন পূর্ব্বক তিনি, "নরকাসুরের-প্রতিমূর্ত্তি কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবজয় করিবেন, এবং ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা দুর্য্যোধনের দৈহিক ঊর্দ্ধভাগ ও পার্ব্বতী কর্তৃক পুষ্প উপাদানে তদীয় অধোদেহ নির্ম্মাণ" বলিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করত অসুরগণ তাঁহাকে যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয় আসুরিক বাণীর বিশ্বাসে কৃতসঙ্কল্প ত্যাগ করত সসৈন্যে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা উপাধির জন্য যজ্ঞ বাসনা করিলেন। অতএব পাঠক! কাচঃ কাচো মণি মণিঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনা নগরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষ যাত্রা পর্ব্বাধ্যায়
কুরুবংশে গন্ধর্ব্ব সমর নামক ত্রিংশসর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

একত্রিংশ সর্গ।

হস্তীনা নগর—বৈষ্ণব যজ্ঞ।

(আসুরীব্রত)



" কাচঃ কাচো মণি মণিঃ "

ব্যক্তি গত সাধুশীলতাই সংসারখনির মহার্ঘ্য রত্ন, লোকে পাংশুপুঞ্জ-বাহুলক্ষণে সমাজ উচ্চতার পবিত্র আসন স্পর্শ করিতে পারে নাই—সদ্গুণ-বঞ্চিত দুর্য্যোধন সুযশঃ পরায়ণ হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেও পুণ্যবান্ মণ্ডলীতে তাঁহার দুরপনেয় দুরাপবাদের শান্তি হইল না;—মহারাজ দুর্য্যোধন, গাণ্ডীবীহস্তে মুক্তি লাভ করিয়া স্বরাজ্য গমন করিলে ভগবান্ ভীষ্ম পাণ্ডব সৌজন্য দেখাইয়া বিবিধ হিতোপদেশ দিলেন—স্বভাব গত কুটিলতা হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দূর হইল না—পাণ্ডবদের ধর্ম্মময় যশের উপর গৌরব বৈজয়ন্তী উড়াইতে একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। অতুল বলশালী কর্ণ সৎ-কার্য্যের সিদ্ধিদাতা স্বরূপ দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিলেন—সূর্য্যসুত-বাহু তরুতলে কৌরব আশা ভরসা স্থান লইল—দুর্য্যোধন সমবয়স্ক সভ্যবৃন্দ লইয়া রাজসূয় মন্ত্রণা করত যজ্ঞযাচক ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণকরিলেন;—"মহাগুরু পিতা-মাতা ও প্রবল শত্রু পাণ্ডবগণ সত্ত্বে তিনি মহাযজ্ঞের অধিকারী নহেন।" নীতিজ্ঞ সম্প্রদায় এই নৈতিক প্রবোধে দুর্য্যোধনের উচ্চআশা উন্মূলিত করিয়া পুণ্যপ্রদ বৈষ্ণব যজ্ঞের দিকে তাঁহার মনের গতি টানিয়া আনিলেন—যশোলুব্ধ মনঃ স্বতই স্বীকার করিল—মহাযজ্ঞের কল্পারম্ভ হইলে বিধিমত বিজিত সুবর্ণে হল প্রস্তুত করিয়া দুর্য্যোধন ভূমি কর্ষণ করত রাজব্রত আরম্ভ করিলেন; নিমন্ত্রণে নবখণ্ড পৃথ্বী একত্র হইল।

অনন্তর দর্শক গণ যজ্ঞধাম দর্শনে আপনাপনি কহিতে লাগিলেন ;—যজ্ঞ-শালা যারপরনাই সজ্জিত হইয়াছে, মহারাজ বিজলী খণ্ড লইয়া যেন এই মহামণ্ডল প্রস্তুত করিয়াছেন! বৈদ্যুতিক পদার্থের ও অভাব নাই, দিকে দিকে রাশিরাশি তাড়িৎযন্ত্র আলোকভার লইতে দাঁড়াইয়া আছে! কাচমণি-মন্দির আবার চিরবিস্ময়ের বিলাস ভূমি; এক পদার্থ কখন শ্যাম, কখন গৌরাঙ্গী খেলা খেলিতেছে! এদিকে আবার কি চমৎকার! যজ্ঞবেদী অসঙ্খ্য যোগীবৃন্দে যেন চন্দ্রমাহার পরিধান করিয়াছে!

অতঃপর দুরাত্মা দুঃশাসন কোন দূতকে কহিল, দূত! তুমি দ্বৈতবনে যাইয়া পাপপুরুষ পাণ্ডবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। তাহারা চারি-ভ্রাতায় আত্মসঙ্খ্যা করিয়া দিগ্বিজয়ী যশার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু কুরুনাথ-কর্ণ একাই ভূলোকবীরবৃন্দের সৌর্য্যরাশি হরণ করিয়া তাহাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। সে এই বলিয়া দূতপ্রেরণ করিলে বার্ত্তাবহ বৈষ্ণব-যজ্ঞের আমন্ত্রণ-লিপি মানসাঙ্কে রাখিয়া পাণ্ডবগণকে গোচর করাইলে ধর্ম্মরাজ রাজ দূতকে ভূতপূর্ব্ব কঠোর সত্য-শুনাইলেন, ভীমসেন কৌরব সংহার যজ্ঞে যাইব বলিয়া মেঘ গম্ভীর রবে উত্তর করিলেন।

প্রিয়ম্বদ দূত এইরূপে পাণ্ডব সমাজ হইতে বিদায় হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট যথাযথ নিবেদন করিল। কুরুনাথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অমাত্যগণ সহিত মহাযজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র হর্ষ সহকারে প্রিয়ানুজকে কহিলেন, বিদুর! অন্নদানই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধানতম অঙ্গ, দান-দক্ষিণা রহিত কার্য্য সকল বিফলে পরিণত হয়; অতএব ভ্রাতঃ! তুমি যত্ন পরায়ণ হইয়া নিমন্ত্রিত কি অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির তুষ্টি সাধন কর। মহাব্রত বৈষ্ণব যজ্ঞে কেহই যেন না রুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করে।

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাপ্তি হইলে কুরুরাজ দ্বিজাতিগণকে আশাতীত ধন দান করিলেন। স্তাবকগণ হৃদয় খুলিয়া কৌরব যশোগান করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন, সুত মাগধগণ কর্তৃক আত্ম গৌরব শুনিতে শুনিতে এবং নাগরিক-জন নিক্ষিপ্ত লাজ-চন্দনে বিভূষিত হইয়া পুর প্রবেশ পূর্ব্বক গুরুবর্গকে প্রণাম করত প্রিয়সখাকে আলিঙ্গন করিলেন—পুলকের নব নব আবির্ভাব হইতে

লাগিল—বীরবর, অঙ্গ অধিকারীকে কহিতে লাগিলেন, সখে! তোমার অনুগ্রহে কৌরব আজ কৃতকার্য্য, দুরাত্মা পাণ্ডব বিধ্বংশ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে আরও আমি কৃতার্থতা অনুভব করিব। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সূর্য্য-নন্দন দুর্য্যোধনের প্রীতি সম্পাদন চ্ছলে কহিতে লাগিলেন ;—

কেবলে যুগল নাহি চন্দ্রমা ?
কুরু-আকাশে যিনি তার সমা !
চির পূর্ণকলা নহেন শশী ;
সদা সমুজ্জ্বল কুরু বিলাসী !
আছে শশ-অঙ্কে কলঙ্করেখা ;
সখা অঙ্গে নাহি কালিমা মাখা !
পদ্মিনী মুদিত সুধাংশু হেরি ;
হরিষ পদ্মিনী প্রিয় নেহারি !
সুধাকর করে চাকোরে সুখী,
কুরুবংশ চাঁদে জগৎ অদুঃখী !
প্রভাতে নিষ্প্রভ সে জ্যোতিঃ রাশি ;
এ জ্যোতিঃ জাগ্রত দিবস নিশি !—
ধন্য হ'ল আজি প্রাক্তন মোর ;
কৃতকার্য্য হেরি কুরুকিশোর !
আরো ধন্য হব পশি আহবে;
পাণ্ডুবংশ ধ্বংশ করিব যবে !
আজি হইতে তাই আসুরী ব্রতঃ
ধরিনু, স্বচক্ষে দেখু(ক্) ভারত।
না ধুব চরণ না পিব বারি ;
যাবত না নাশি কিরীটী অরি
আর বীর হিয়া রাখিয়া পণে ;
হব কল্পতরু আতুর জনে।
জয় বৈজয়ন্তী উড়াব আমি ;

নিষ্পাণ্ডবা হবে এ আর্য্য ভূমি।
রাজসূয় টিকা দিয়া রাজনে ;
নিব অবসাদ ভারত রণে।

অনন্তর কর্ণ, অর্জ্জুন পরাজয় নিবন্ধন দ্বিজবেশে মহেন্দ্র শৈলে ভগবান্ পরশুরামের নিকট অস্ত্রলাভ জন্য গমনকরত অচিরে শিক্ষাদাতার ন্যায় হইয়া উঠিলেন—শ্রেয়াংশে বহুবিঘ্ন ঘটিল—একদা মৃগয়ানুসন্ধানে এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় গোহত্যা করিয়া "যাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে তদীয়রথচক্র প্রোথিত হইবে" শাপগ্রস্থ হইলেন! তদ্ভিন্ন ক্ষত্র-কুলান্তক রাম, কর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব জানিয়া "তিনি মহাসমরে মহাস্ত্র সকল বিস্মৃত হইবেন" সকপট পাপের এই মহা প্রায়শ্চিত্ত বিধি করিলেন—কর্ম্মের উপযুক্ত ফল ফলিল; তিনি অসম্পূর্ণ কৃতী হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিকতেজঃ উপদেশ সহকারে তেজোরাশির ন্যায় হইয়া উঠিল—তখন ভগবান্ ইন্দ্র, অর্জ্জুনের মঙ্গল কামনায় দ্বিজ মূর্ত্তিধারণ করত বিকর্ত্তনের স্বভাবজাত অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল দানপরিগ্রহচ্ছলে গ্রহণ করিয়া স্বপরিচয় প্রদান করিলেন এবং কর্ণের প্রার্থনায় স্বীয় একঘাতী অস্ত্র অর্পণ করত "সাধারণ সমরে নিক্ষেপ করিলে উহাই নিক্ষেপকারীর মৃত্যুর কারণ হইবে" এই বলিয়া অর্জ্জুনের আয়ুমূল বর্দ্ধনকরিয়া স্বর্গগামী হইলেন। উচ্চমনা কর্ণ সমসুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা-যুধিষ্ঠির চরমুখে ঐ সকল বিবরণ শুনিয়া হর্ষ-চিন্তার অতল মহার্ণবে মগ্ন হইলেন—দেখিতে দেখিতে নিশীথচিন্তায় হৃদয় ব্যাকুল হইল—পাণ্ডবগণের মৃগয়া ধর্ম্মে মৃগকুল নির্ম্মূল দেখিয়া স্বপ্নদেবি মৃগবেশধারণ পূর্ব্বক নিদ্রাগত যুধিষ্ঠিরকে বনান্তরগমনানুরোধ করিলে মহাত্মা ধর্ম্ম, ভ্রাতাগণকে স্বপ্নকাহিনী বলিয়া স্বজন সহিত কাম্যকারণ্যে গমন করিলেন। পাঠক! এক্ষেণে "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং" এইকথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তগত মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব, কুরুবংশে-
বৈষ্ণব যজ্ঞ নামক একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত!

কুরুবংশ।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

কাম্যকারণ্য—সঙ্কটে সতী।

(ত্রিতাপ বিজয়)

" ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"

লীলাস্থলী সংসারে ধর্ম্ম তরু-মূলই প্রধান আশ্রম, তাঁহার জগদ্ব্যাপিনী-ছায়া ধর্ম্মশীলগণকে স্বতত: পরতঃ আশ্রয় দানকরে।—পুণ্যবান্ যুধিষ্ঠির সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে চির আশ্রমী থাকায় অনায়াসে ত্রিতাপ (দুর্ব্বাসা-আক্রোষ, দ্রৌপদীহরণ, ফলসঙ্কট,) জয়করিয়া মনোহর কাম্যকারণ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন;—সাধুপ্রকৃতি যুধিষ্ঠির মৃগস্বপ্ন দেখিয়া দ্বৈতবন হইতে কাম্যকারণ্যে পুনরাশ্রম করিলে ভগবান্ ব্যাস পৌত্রগণের নিকট আগমন পূর্ব্বক সদুপদেশের সহিত মহর্ষি মুদ্গলের জীবনীআখ্যায়িকা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বৈষ্ণব যজ্ঞের জয়দুন্দভি ধীরে ধীরে তপোবনে প্রবেশ করিলে উগ্র প্রকৃতি মহর্ষি দুর্ব্বাসা যজ্ঞ-সংবাদে দুর্য্যোধনকে পবিত্রমনা ভাবিয়া হস্তীনা রাজপুরীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। দুর্য্যোধন জীবন সংকল্প করিয়া তদীয় প্রীতি সাধনা করিতে লাগিলেন। ঋষিরাজ রাজদত্ত প্রচুর পূজা পাইয়া দুর্য্যোধনের বরদাতা হইলে স্বার্থপর দুর্য্যোধন ইহ জগৎ হইতে পাণ্ডবশব্দলোপ কামনায় দ্রুপদনন্দিনীর দৈনিকব্রত পারণার পর তাঁহাকে পাণ্ডব প্রবাসে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করিল। ঋষিবর তাহাই অঙ্গীকার করত সশিষ্য কাম্যকারণ্যে প্রবেশ করিলে বনদেবীর নৈশসজ্জা শিষ্য বৃন্দের তরুণ নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল; যুবক পরম্পরা কহিতে লাগিলেন—বনদেবীর কি মোহিনী সজ্জা!

একে সিতরাত্রি, তাহাতে আবার নিশিথ মাধুরী একত্র হইয়া চন্দ্রকান্তমণি খনিতে যেন চন্দ্রপ্রভা ক্রীড়া করিতেছে! পত্রপ্রান্তে হিমবিন্দু মুক্তা ঝালরের ন্যায়ঝলিতেছে! কুমুদিনীও কৌমুদীর আলিঙ্গনে অলিরূপ সলিল চক্ষে দিয়া জাগিতেছেন। চকোরীরও দিবা তন্দ্রা অবসান, প্রাণনাথের অধর সুধা লইতে বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিদ্রাদেবী নিশাযন্ত্রে গান্ধার রাগিনী তুলিয়া ইহজগৎকে বিরাম দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

এইরূপে সশিষ্য ঋষিরাজ দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণের সুষুপ্তি সময়ে তথায় উপনীত হইয়া বীরনর-নারীর সাদর সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট আতিথেয় সৎকার গ্রহণ জন্য পুণ্যসলিলা সরস্বতী-অবগাহনে গমন করিলে মহাসতী-কৃষ্ণা দুর্ব্বাসাপারণে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া বিপদ হারী বাসুদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ, হে পরমেষ্ঠ, হে দৈবকীনন্দন! হে অব্যয়, হে পতিতপাবন! হে বিশ্বম্ভর, হে বিশ্বনিস্তারণ! তুমি আকূতি ও চিত্তি নামক মনোবৃত্তি সকলের প্রবর্ত্তক, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত, হেবরদ, হে অনাদি! তুমি অগতির গতি, তুমি মনোবৃত্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গণের অগোচর, অথচ চরাচর বিহারী হইয়া অপার জগতে অধিষ্ঠিত হও; বিপন্ন ব্যক্তি তলশূন্য বিপদার্ণবে তোমার বিপদভঞ্জন নামে জয় ধ্বনি দিয়া পার হয়। বস্তুতঃ তুমি তত্বাতীত, তুমি জ্ঞানতীত, তুমি পরাৎপর পুরুষপ্রবর; তুমিই চতুর্দ্দশ রসের আধার হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে বিরাজ কর। নির্ব্বাণমুক্তি আকাঙ্ক্ষীরা তোমাকে মহানির্ব্বাণ কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন! অতএব ভগবন্! বিপদাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দাস পাণ্ডবগণে আজ রক্ষাকরুন!

ভগবতী পাঞ্চালী এই বলিয়া ভগবতারাধনায় মনোসংযোগ করিলে ভগবান্ হরি বিদর্ভকুমারীর বিনোদশয্যা পরিত্যাগ করিয়া কাম্যকবনে পদার্পণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীর নিরন্ন পাকস্থালী হইতে শাকান্ন কণিকা ভক্ষণ করত ইহার দ্বারা "বিশ্বাত্মা ও যজ্ঞভুক্ দেবতা পরিতৃপ্ত হউন" এই বলিয়া ভীমসেনকে দুর্ব্বাসা আনয়নে অনুমতি করিলেন। বৃকোদর দেবনদীতেগমন পূর্ব্বক "অকস্মাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য তাঁহার পলায়ন" সংবাদ রাজস্থানে আনিয়া দিলেন—আতিথেয়ভয়ের একবারে অভাব—রাজকুমারী কৃষ্ণার মনে কৃষ্ণপ্রিয়তা-গর্ব্বের আবির্ভাব হইল। তিনি মনেমনে করিলেন—আমার তুল্য

সৌভাগ্যবতী অতি বিরল, ভগবান্ যদুপতি আমার স্মরণশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বনভূমে পদার্পণ করিলেন! এবং সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ সতী বলিয়া যোগী ঋষিগণ আমার প্রচুর গৌরব করিয়া থাকেন; এমনকি, লক্ষ্মী স্বরূপিণী বলিলে একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য হইয়া থাকে!

পাণ্ডব প্রিয়তমার উদারহৃদয়েও এই আত্ম অহঙ্কার স্থান পাইলে বিভু. দর্পহারী, দ্রৌপদীর দর্পচুর্ণ করিতে অটলযুক্তি স্থির করত একদা সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ সহিত বনবিহারে বহির্গত হইলেন—মায়াচক্র ঘূরিয়া ঘুরিয়া পার্ষতীর দর্পনাশ করিতে সম্মুখীন হইল—ভারত-ললনা মায়াতরুতে অম্রফল দেখিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাহা আহরণ করিয়া লইলে ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত কালরূপী ঐ মধুরফল আহরণ করিলে? মহর্ষি সন্দিপনের যোগবলে এই বৃক্ষে দৈনিক মুকুলিত একটিফল প্রত্যহ পরিপক্ক হয়, ঋষিরাজ সায়ংকালে সেই যোগলব্ধ ফলভক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আজ্ সেই যৌগিক ফলের অপচয় জন্য তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ঋষি কোপানলে পতিত হইতে হইবে! অতএব বীরবর! তোমরা এক্ষণে নিষ্কপট হইয়া পরস্পরের মনোগত ভাব প্রকাশ কর। ধর্ম্মের অলৌকিকশক্তিতে যৌগিক ফল অবশ্যই শাখাগত হইবে।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া "সকলেই শত্রুজয় করিয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিব" এই ভাবগত আত্মইচ্ছা প্রকাশ করিলে যথাক্রমিক ভ্রাতাগণেরসত্য-উক্তিতে অমৃতফল উর্দ্ধগামী হইয়া ছিল, কিন্তু দ্রৌপদী সকপটহৃদয়-কাহিনী বলিলে মায়াপূর্ণফল আবার ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল—সকলেই যারপর নাই বিমর্ষ—ধর্ম্মভীত যুধিষ্ঠির বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাচক্রী নারায়ণকে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, রাজন্! রাজনন্দিনী সত্য-গোপন করিলে উর্দ্ধগামী ফলের আবার অধোপতন হইল! তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া পক্ষান্তরে কহিলেন, পাঞ্চালি! তুমি সত্য প্রকাশ না করিয়া পাণ্ডবগণের অমঙ্গল কামনা করিতেছ কেন?

সর্ব্বনিয়ন্তার এইকথায় দ্রুপদ দুহিতা সলজ্জিত হইয়া কহিলেন, গোবিন্দ! রাজসূয় যজ্ঞস্থলে অঙ্গরাজকে দেখিয়া আমার অন্যতর ভাবের উদয় হইয়াছিল, "বীরবরকর্ণ কুন্তীর গর্ভজাত হইলে আমার ছয়জন পতি হইত" ইহা

ভাবিয়া ছিলাম। যাহা হউক নারায়ণ! কালবশে সেই কলুষময়ী ধারণা এখনও আমার মনোমধ্যে রহিয়াছে—মায়াচক্র কুলবালার মর্ম্মভেদ করিয়া ক্ষান্ত হইল—দর্পহারী বীরনারীর দর্প চূর্ণ করিয়া অলক্ষিতে অমৃত ফল পুনরায় শাখাসংলগ্ন করিলেন!

ঔদ্ধত স্বভাব বৃকোদর পাণ্ডব মোহিনীর মুখে এই পাপ প্রসঙ্গ শুনিয়া পদদলিত কাল ফণীরন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পাঞ্চালি! তুই এই গুণেই কি সৎসমাজে সতীবলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিস্! ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ স্বামীতেও তোর মনোরঞ্জন হইল না, হৃদপদ্মের পতিভৃঙ্গ সত্বে উপপতিরূপ মধু-মক্ষিকার প্রণয় আশক্তা হইলি? "কুৎসিতরুচিশূন্যকাক মধুকরের সহিত একই কুসুমে বসিয়া মধুপান করিবে" এই অসম্ভাবে হৃদয় গলাইয়া দিলি!

বলীশ্রেষ্ট ভীম এইবলিয়া তাঁহার প্রতি গদা লইয়া ধাবমান হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভীম! সতী-স্বরূপিণী কৃষ্ণার প্রতি ভ্রান্তিমূলক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাজবালার সাধুমনোবৃত্তি কোন গূঢ় কারণে বিচলিত হইয়াছে। পাঞ্চালী, ভারত উদ্যানের একটি পুণ্যময়ী লতিকা, এমনকি, ইহাঁর ছায়া স্পর্শেঅসতীকুল কণ্টকীরা নিষ্কণ্টকে পবিত্র হইয়া যায়। ইনি ত্রেতাযুগে ছায়া সীতা হইয়া পৌলস্ত্যেয়ের কঠিন শাস্তিতেও সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই স্বর্গলক্ষীরূপে যুগ-যুগান্তর কৌমার ব্রত ধারণ করিয়া রহিলেন। অতএব বীর! পাঞ্চালীর প্রতি প্রসন্ন হও, সাবিত্রীর সতীত্ব-সিংহাসনে কৃষ্ণাই একমাত্র অধীশ্বরী।

অনন্তর পাণ্ডব সহিত বাসুদেব সায়ং সময় মহর্ষি সন্দিপনের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আমন্ত্রনানন্তর দেশাগমন করিলেন—কালে এক যায় এক আসে—কালক্রমে কৃষ্ণার অদৃষ্ট আবার দুঃখের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল; পাণ্ডব নিচয় একদা সকলেই মৃগয়া যাত্রা করিলে তাহার কিয়ৎকাল পরে সিন্ধুরাজ তনয় জয়দ্রথ তথায় উপনীত হইলেন। পাণ্ডব মনোহারিণীর মনোহর দৃশ্য ঠিক সেই সময়ে তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। রাজকুমার কৃষ্ণারূপ সাগরে ধৈর্য্য-হারাইয়া প্রিয়তম কোটীকাস্যকে কহিলেন, কোটীক! দেখ—কে আলোক সামান্যা বামা ঐ কদম্বতরুতলে দণ্ডায়মানা আছেন! আহা, ললনার

রূপের তরঙ্গ জগতের তীরে প্রহার করিতেছে! কামিনীর মুখ মণ্ডলে শশহীন শশী যেন চির পৌর্ণ্য মাসী ক্রীড়ায় মগ্ন রহিয়াছেন! যাহা হউক, কোটীকাস্য! তুমি শীঘ্র জানিয়া আইস—ইনি প্রকৃত মানবী, না কোন মায়াবিনী ভুবনভুলাইতে ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন? তাঁহার এইকথা শুনিয়া মহাবীর কোটীক বিনীত ভাবে দ্রোপদীর নিকট পরস্পরের পরিচয় বিনিময় করত কামপীড়িত জয়দ্রথকে আসিয়া নিবেদন করিলে সিন্ধুনন্দন অনঙ্গশরে অধীর হইয়া উন্মত্ত হৃদয়াবেগে পাণ্ডবাশ্রমে গমন ও কুশল সম্ভাষণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপ্রিয়সীকে প্রিয় বাক্যে কহিলেন, কৃষ্ণে! আমি বিবাহার্থে রাজগণ সহিত শাল ভূমিতে গমন করিতে ছিলাম, পথমধ্যে তোমার প্রেমময় কটাক্ষ আমায় পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছে। মনোরমে! তুমি সত্বর আমার অনুগামিনী হও, তোমার ন্যায় পরম সুন্দরীকে এই অরণ্য নিবাস সম্ভবেনা। চারুহাসিনি! বিশাল সৌবীর রাজ্যের অধীশ্বরী হইবে, অসঙ্খ্য বীর-নারী সভয়ে তোমার পদধূলি গ্রহণ করিবে, আমিও ত্বদীয় যৌবনরাজ্যে প্রজা হইয়া চির রাজ কর প্রদান করিব।

কাম-বিমোহিত জয়দ্রথ এই রূপে ধৈর্য্যচ্যুতি প্রদর্শন করিলে রমণীকুল গরিমা কৃষ্ণা সেই অসৎ উপদেষ্টাকে তীব্রস্বরে কহিলেন, পামর! এই কি তোর রাজনৈতিক আচরণ! পরদার পিপাসু হইয়া বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিস কেন? স্ত্রীজাতির যৌবনধন স্বামীপদে বিক্রীত, রমণীরা যক্ষিনীর ন্যায় নাথের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। মূঢ়! তুই সকল গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াও কেন পরস্ত্রীকাতরতা দেখাইতেছিস্? বিশেষতঃ সিংহ নিকেতনে "তোর শৃগাল বিক্রম যে কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিবে" তাহা একবারও ভাবিস না!

তিনি এই বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে জয়দ্রথ সবলে তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিল। রাজবালা বলপূর্ব্বক তাহা প্রত্যাকর্ষণ করায় সৌবীরপতি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পুনরুত্থান করত তাঁহাকে গ্রহণ করিলে আকুলহৃদয়া কৃষ্ণা উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বৈররথে আরোহণ করিলেন—স্বভাবের দূত সংবাদ দিতে চলিল—প্রত্যাগত পাণ্ডবগণ বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিয়া দ্রুতবেগে আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত

বিদিত হইয়া অবিলম্বে শত্রু গণের নিকটস্থ হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। ন্যায়যোদ্ধা পাণ্ডবগণের দ্বারা মুহূর্ত্তেকে কোটীকাস্যাদির পতনে বিপক্ষ-বহ্নি নির্ব্বাণ হইল। পাঞ্চালীহর জয়দ্রথ ক্রমেই জীবনী বিপদ দেখিয়া দ্রৌপদীকে সৈন্য সঙ্কটে অবতরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। যুধিষ্ঠির; পাঞ্চালী, ধৌম্য ও অমজ ভ্রাতাদের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভীমার্জ্জুন জয়দ্রথ উদ্দেশে গমন করত তাহার অন্বেষণ করিলে অসামান্য বীর মারুতি, পদব্রজেই জয়দ্রথের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে সৌবীর! কোন্ মুখে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, মারুতিকে রুধির দান না করিলে কি রূপে তোর এই পাপ সঙ্কল্প পূর্ণ হইবে? অধম! কোন্ সাহসে কৃতান্ত ভবনে আসিয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন করিলি, এখন কৃতান্তেরও সাধ্য নাই যে তোকে এই অন্তিম বিপদ হইতে উদ্ধার করে! এই আমি বীর পদাঘাতে এই বজ্রময় মুষ্টি প্রহরণে তোর চৌর প্রকৃতির উচিত শাস্তি দিব। ভীম এই বলিয়া হস্ত পদ দ্বারা তাহাকে গুরুতর আঘাত করায় জয়দ্রথ অর্দ্ধাহত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ভীমসেন ভ্রাতৃবাক্য ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া স্বস্বপতি নিবন্ধন তাহার জীবন রক্ষা করত অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে তাহাকে পঞ্চচূড় করিয়া মহাত্মা ধর্ম্মের নিকট আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক পাশবন্ধন জয়দ্রথ শান্তশীল যুধিষ্ঠিরের নিকট আনীত হইলে ধর্ম্মরাজ করুণার সহিত তাহাকে কহিতে লাগিলেন, অবোধ! তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি না হইলে কেন এদুর্গতি ভোগ করিবে! জীব আপনাপন কর্ম্মফলেই সুখদুঃখ ভোগ করে। তিনি এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন;—

ব্যক্তিগত কর্ম্মফল রায়!
সুখ-শশী দুঃখ-রাহু কার্য্য-ক্ষেত্রে রয়।
ভাগ্য চক্র ফিরি অবিরল;
বিতরে অপার বিশ্বে স্বকর্ম্মেরফল।
নাহি কেহ সুখ-দুঃখ দাতা;
স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মহয় ফলের বিধাতা।
কর্ম্ম-ফল দেখ নৃপবর!
সহস্র ভগাঙ্গ ইন্দ্র ত্রিদশ ঈশ্বর।

কর্ম্ম দোষে বিভু দ্বিজ রাজ ;
বিহরে হৃদয়ে ধরি কলঙ্কের সাজ !
ছায়া কান্ত স্বকর্ম্মের বশে ;
সভয় থাকেন সদা রাহুর তরাসে।
অতএব শুন মতিমান !
পাপছাড়ি পাপহরা তারা কর ধ্যান।
গেলে কাল পাপ আরাধনে ;
কি ফল লভিবে জীব ভবিষ্য জীবনে ?
জল সেক না হ'লে সকালে ;
কভু কি অঙ্কুরে বীজ ধরণীর কোলে ?
গগণেতে ঘন হৈলে লুকি ;
কেমনে লভিবে জল চাতক চাতকী ?—
কল্পতরু নাহি অন্য স্থানে ;
সদত সফল বৃক্ষ মনের উদ্যানে।
আন্ চিন্তা ত্যজিয়ে নৃপতি !
একান্তে চিন্তহ সেই চিন্তাময়ী সতী।
দিলে কূল কূল কুণ্ডলিনী ;
বাজা'ন বিজয় শঙ্খ প্রকৃতি নাচনী।

অনন্তর জয়দ্রথ অপমানিত অধোবদনে প্রত্যাগমন করত ভগবান্ শিবারাধনা করিয়া "একদিবসের জন্য অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন" বৈর নির্য্যাতন সূচক এই বর লাভ করিলেন। পাণ্ডবগণ কাম্যকারণ্যে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত আর ও কিছুকাল বাস করত সাবিত্রী চরিত ও রামায়ণাদি শ্রবণ করত তথা হইতে দ্বৈতবন সরসী তীরে শেষাশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসেচ মুর্খতা" এই কথার সার্থকতা দেখিতে মায়া সরোবর গমনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহি দ্রৌনিক, দ্রৌপদী হরণ, জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, রামোপাখ্যান, পতিব্রতা মাহাত্ম্য ও কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব, কুরুবংশে সঙ্কটে সতীনামক দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ।

মায়া সরোবর—দৈব চক্র।

(মানস পরীক্ষা)



"স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসেচ মূর্খতা।"

লোকের সতেজ বুদ্ধি বৃত্তিই অনভিজ্ঞতায় স্বকার্য্য সাধন করে, অব্যবস্থিত চিত্ত হইলেই কার্য্য ধ্বংস ও মূর্খতা প্রকাশ পায়।—ধীশক্তি সম্পন্ন যুধিষ্ঠির মায়া সরোবরে স্বজনশোকার্ত্ত হইয়াও ধৈর্য্য বলে রহস্যভেদ করত গতায়ু আত্মীয় গণকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন;—মহাভাগ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে শত্রু-সঙ্কটে পরিত্রাণ করিয়া দ্বৈত কাননে পুনরাগমন করিলে তাপসোচিত পর্ণ-কুটীর তাঁহাদের বিশ্রাম মন্দির হইল। তাঁহারা মৃগয়া প্রভৃতি রাজনৈতিক সদনুষ্ঠান করত বর্ষচক্রের উত্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন—মানস-পরীক্ষার অদ্ভুত পর্য্যাপড়িল—ভগবান্ ধর্ম্ম স্বপুত্রের ধর্ম্মবিজ্ঞতা জানিতে মৃগমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পাণ্ডবপ্রতিবাসী কোন ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থন-দণ্ড শৃঙ্গদ্বারায় হরণ করত সবেগে পলায়ন করিলেন—অগ্নিহোত্রের মূল ধ্বংস হইল—অগ্নিহোত্রী দ্বিজরাজ হরিণহৃত অরণী-দণ্ড প্রত্যানয়নের জন্য রাজগণাগ্র-গণ্য যুধিষ্ঠিরের স্মরণলইলেন। পাণ্ডবনাথ ব্রহ্মবাক্য বশম্বদ হইয়া ভ্রাতাগণ সহিত গমন করত দৈব বিড়ম্বনায় অকৃতকার্য্য হইয়া পিপাসাবশত জলাহরণে অনুজ সহদেবকে প্রেরণ করিলেন।

ধীরবর সহদেব বারি অন্বেষণে বর্ণনীয় মায়া জলাশয় মাধুরী দেখিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন—সরোবরের কি মনোরম শোভা! জলহংসগণ গ্রীবা তুলিয়া দলে দলে সন্তরণ করিতেছে! কমলিনীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল বায়ুহিল্লোলে

সলিল দোলায় দুলিতেছে। কুমুদিনীর মুদিত আঁখি অন্যতম দিক, উষানুরূপ ম্লান করিয়াছে। বারি-রঙ্গস্থলে অমা-পৌর্ণমাসী যেন যুগল অভিনয় করিতেছেন! এবং জলকেলিমত্তকরী-কর্ণতাল জয় দুন্দুভি বাজাইতেছে। মহাত্মা সহদেব এইরূপে রমাসরসীর মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে জলস্পর্শ করিলে অদৃশ্য ভূত অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তৃষ্ণাতুরসহদেব সেকথায় কর্ণার্পণ না করিয়া জলপান পূর্ব্বক প্রাণ বায়ু হারাইলেন।

সুকুমার সহদেব এইরূপ কালচক্রে পড়িলে পরাগত ভ্রাতৃগণ ও সমকারণে তাঁহার অনুগামী হইলেন—বিষম সন্দেহে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—উদার মতি যুধিষ্ঠির সসন্দেহে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ভ্রাতৃ অন্বেষণে গমন করত মায়া সরোবর কূলে উপনীত হইলেন—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—পাণ্ডব নাথ অকস্মাৎ এই ঘোর বিপত্তি দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন—হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! দারুণবিধি আমার জন্যই কি আজ কালরাত্রি প্রভাত করিয়াছিলেন! চিরভিখারী পাণ্ডব নিধন একান্তই কি তাহার মনোরঞ্জন কার্য্য হইল! হা বৎসগণ! তোমাদের অভাগ্য অগ্রজকে আজ কাহার নিকট অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে! আর্য্যভক্তির ঘৃণিতভার জন্মের মত আর বহন করিলে না! তোমরা নীর শয়নে নীরব হইয়া কি নিরীক্ষণ করিতেছ, কৃতান্তের দুরন্ত ভেরী একান্তই কি তোমাদিগকে তন্মনস্ক করিয়া রাখিয়াছে! বীরগণ! বিজন বিপিনে এই তোমাদের বীরব্রত উদ্যাপন! বীরাঙ্গনার বেণী বন্ধন করিয়া কৌরব যজ্ঞের দক্ষিণান্ত করিলে না! আজ হইতে সকল আশা ভরসা ঘুচিল। অরি শোণিতে মুক্ত অসির পারণা করিয়া জাতীয় সত্ত্বরক্ষা করিলে কৈ?

ধর্ম্মরাজ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করত দিব্য জ্ঞানে দৈববিড়ম্বনা অনুমান পূর্ব্বক মায়া পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া কালজলে অবতরণ করিলে অদৃশ্যভূত অন্তরীক্ষের অন্তরালে থাকিয়া কহিল, রাজন্! তুমিও পূর্ব্বগামী ভ্রাতাগণের ন্যায় আত্মবঞ্চনা করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? এই সরসী আমার অধিকৃত, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নত্তোর না করিয়া বারিপান করিলে একান্তই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। বৎস! আমি বারিবিহারী মৎসভোজী

বক। তুমি আমার বাক্যে অনাদর করিয়া শব সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির শূন্য-রসনা হইতে এই গভীর উত্তর শুনিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি পক্ষী নহেন। পক্ষীরাজ কোন্ পুণ্যবলে আমার ধার্ম্মিক ভ্রাতাগণকে বিনাশ করিবে? ভগবন্! আপনি কোন মহাশক্তিমান হইবেন, অতএব আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কৃতপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর গ্রহণ করুন।

তিনি এই কথা বলিলে মহাপুরুষ ভয়াবহ যক্ষমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শনদান ও অবিকল পাশ্চাত্য বিবরণী বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যদেব কাহার দ্বারা উদয়, অস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং কে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে? লোকে কোন্ বস্তু দ্বারা শ্রোত্রিয়, মহৎপদার্থ-লাভবান্, পুত্রবান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, মনুষ্য, সাধু, এবং অসাধু ভাব কি? যজ্ঞীয় সাম, যজু, ও ঋক্ কি, এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে? আবপনকারী নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান্ ও প্রসবকারীর শ্রেষ্ঠ কি? কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখী, বুদ্ধিমান্, পূজিত, ও সর্ব্ব প্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে? পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, বায়ু হইতে শীঘ্র গামী, এবং তৃণ অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক কি? কে অমুদ্রিত নয়নে নিদ্রিত, জন্মিয়া স্পন্দিত, ও বেগে বর্দ্ধিত হয়, এবং কাহার হৃদয় নাই? প্রবাসী গৃহবাসী আতুর, ও মুমূর্ষুর মিত্র কে? সনাতনধর্ম্ম, অমৃত ও জগৎ কি? এবং সর্ব্ব ভূতের অতিথি কে? কে একাকী বিচরণ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে? কে প্রধান বপনক্ষেত্র হয়? এবং হিম কোন মহৌষধে বিনাশ হইয়া থাকে? ধর্ম্মের ও যশের চরমস্থান, স্বর্গের এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? মনুষ্যের আত্মা, দৈব কৃত সখা, উপজীবিকা এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি? ধন্যের, ধনের, লোভের ও সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান কি? কোন ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকেনা এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না? কি ত্যাগ স্বীকার করিলে সকলের প্রিয়, শোক শূন্য, অর্থবান্ ও সুখী হয়? ব্রাহ্মণ, নট, নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা ইহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি? সমুদয় লোক কিসের দ্বারা আবৃত, কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত

থাকে, এবং কি জন্য মিত্র পরিত্যাগ এবং স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়? মৃতরাষ্ট্র মৃতশ্রাদ্ধ, আর মৃত যজ্ঞ কি? এবং মৃত পুরুষ কে? দিক্, জল, অন্ন, বিষ, এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? তপ, দম, ক্ষমা, ও লজ্জার লক্ষণ কি? জ্ঞান, সম, দয়া, এবং আর্জ্জব কাহাকে বলে? দুর্জ্জয় শত্রু, অনন্ত ব্যাধি, এবং অসাধু কে? মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে কহে? স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান, এবং দানের লক্ষণ কি? পণ্ডিত, মূর্খ, নাস্তিক, কাম, এবং মৎসর কে? অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব, এবং পৈশুন্য কাহাকে কহে? ধর্ম্ম, অর্থ কাম, পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহাদের একত্র সমাবিষ্ট কেন? কি কার্য্য ফলে অক্ষয়-নরকে গমন হয়? ব্রাহ্মণ কে? প্রিয় বাক্য, বিবেচিত কার্য্য বহুমিত্র এবং ধর্ম্মানুরক্ত থাকায় লাভ কি? সুখী কে? আর আশ্চর্য্য, পথ এবং বার্ত্তা ই বা কি? আর পুরুষ কে, এবং সকলের মধ্যে ধনী কে?

বহুদর্শী যুধিষ্ঠির, ভগবান্ ধর্ম্মের এই একশত পঞ্চদশ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যোগে কহিলেন, পুরুষোত্তম! আদিত্য, ব্রহ্মকর্ত্তৃক উদিত, ধর্ম্মের দ্বারা অস্ত ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হএন, এবং দেবগণ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে বিচরণ করেন। শ্রুতিতে শ্রোত্রিয়, তপস্যায় মহত্ব, যজ্ঞে পুত্রবান্ ও বৃদ্ধসেবা দ্বারা বুদ্ধিমান্ হয়। ব্রাহ্মণগণের স্বাধ্যায় দেবত্ব, মৃত্যু মনুষ্যভাব, তপস্যা সাধুতা এবং পরিবাদ অসাধুভাব; ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র-সস্ত্র দেবত্ব, যজ্ঞ সাধুত্ব, ভয় মনুষ্যত্ব এবং পরিত্যাগ অসাধুতা হয়। প্রাণ যজ্ঞীয়সাম, মন যজ্ঞীয়যজু, ঋক্ যজ্ঞীয় বরণকর্ত্তা হয়; যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না। আবপনকারীর বৃষ্টি, নিবপনকারীর বীজ, প্রতিষ্ঠ মানের ধেনু এবং প্রসূতির পুত্রই শ্রেষ্ঠ। যে-ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক, এবং আত্মার নিমিত্ত নির্ব্বাপণ না করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতে অজীবিত। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু হইতে শীঘ্রগামী, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর। মৎস্য মুক্তচক্ষে নিদ্রিত, অণ্ড জন্মিয়া অবিচলিত, নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়। প্রস্তরের কেবল হৃদয় নাই। সঙ্গি প্রবাসীর, ভার্য্যা গৃহবাসীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান মুমূর্ষুর মিত্র হয়। অগ্নি সর্ব্বভূতের-অতিথি, গোদুগ্ধ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম, এবং বায়ু সমস্ত জগৎ।

সূর্য্য একাকী বিচরণ ও চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি হিমের ঔষধ, আর পৃথিবী প্রধান বপন ক্ষেত্র। দাক্ষ্য ধর্ম্মের এবং দান যশের চরম স্থান হয়। সত্য স্বর্গের এবং শীল একমাত্র সুখের আশ্রয় হইয়া থাকে। পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যাদৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা, দান প্রধানআশ্রয়। দাক্ষ্য সমুদায় ধন্যের ও শাস্ত্রজ্ঞান সমুদায় ধনের শ্রেষ্ঠ, এবং লাভের মধ্যে আরোগ্য আর সুখের মধ্যে সন্তোষও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। অনিষ্ঠুরতা প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, মনসংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না। অভিমান ত্যাগে সর্ব্ব প্রিয়, ক্রোধ ত্যাগে শোক শূন্য, কামনা ত্যাগে অর্থবান্ ও লোভ ত্যাগে সুখী হয়। ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণকে যশার্থে নট নর্ত্তকিকে, ভরণার্থে ভৃত্যকে, ও ভয়ের নিমিত্তে রাজাকে দান করিতে হয়। লোক সকল অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, তমোগুণ দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে ; লোভবশতঃ মিত্রতা রক্ষায় এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গ গমন করিতে অসমর্থ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিই মৃত পুরুষ, অরাজক রাজ্যই মৃতরাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃতশ্রাদ্ধ, এবং দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ। সাধুগণ দিক্, আকাশ জল, ধেনু অন্ন, প্রার্থনা বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল। স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তন তপ, মনের দমন দম, শীতোষ্ণাদির দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা ক্ষমা, এবং কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া লজ্জা। তত্ত্ববোধ জ্ঞান, প্রশান্ততা সম, পরসুখাভিলাষ দয়া, এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব। ক্রোধই দুর্জ্জয় শত্রু, লোভই অনন্ত ব্যাধি, সর্ব্ব হিতৈষীই সাধু, নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু। ধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্ম্মাচরণ না করা আলস্য, এবং অজ্ঞানই শোক। স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য ত্যাগ স্নান, প্রাণী পরিরক্ষণ দান। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিকই মূর্খ সংসারের হেতু কাম, ও হৃত্তাপই মৎসর। অজ্ঞানরাশি অন্ধকার, ধর্ম্ম-ধ্বজ-উত্তোলনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব, ও অন্যের প্রতি দোষারোপণই পৈশুন্য। ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশীভূতই ধর্ম্ম-অর্থ কামের একত্র সমাবেশ। আশয়ী ব্যক্তিকে নৈরাশ, ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিদ্বেষ, ধনসত্ত্বে কৃপণতা ও কষ্ট ভোগ করাই অক্ষয় নরক বাসের লক্ষণ। ক্রিয়াবান্ ও অগ্নিহোত্র পরায়ণই যথার্থ

ব্রাহ্মণ। প্রিয়ম্বদ ব্যক্তির প্রিয়তা, বিমৃষ্যকারী ব্যক্তির জয়, বহুমিত্র ব্যক্তির সতত সুখ এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তির সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চ বা ষষ্ঠ ভাগে শাকান্ন ভক্ষণ করে, সেই সুখী; জগতে আহ্নিক মৃত্যু-লীলা দর্শন করিয়া ও ভূতগণের নিয়তী চেতনা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তর্কের ঐক্য, বেদের একতা, মুনিগণের মত-স্থিরতা নাই; এবং ধর্ম্মের তত্ত্বও অজ্ঞান-গুহাতে বিলীন রহিয়াছে; অতএব মহাজনের গমনপথই পথ। কাল; সূর্য্যরূপ অনলে, রাত্রি-দিবা রূপ কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মোহ-কটাহে মাসঋতুরূপ দর্ব্বী পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রাণীগণকে যে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা। সৎকার্য্য দ্বারা যাহার নাম পরিব্যাপ্ত হয়, তিনিই পুরুষ। যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ, সুখদুঃখ ও প্রিয়-অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করে, সেই সকলের মধ্যে ধনী।

ভগবান্ যক্ষ কৃতপ্রশ্ন সকলের উত্তর শুনিয়া তদীয় এক ভ্রাতার জীবন দানে স্বীকৃত হইলেন। যুধিষ্ঠির মাতাবিমাতা উভয়কেই পুত্রবতী রাখিতে নকুলের প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তাঁহার ধর্ম্ম প্রিয়তা দেখিয়া ধর্ম্মরাজ পাণ্ডব-চতুষ্টয়কে পুনর্জীবিত করিলেন। সকলেরই ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তী সুদূর বিগত হইল। মহৎ কৃতী যুধিষ্ঠীর অপরাজিত ও একপদে দণ্ডায়মান যক্ষকে বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আপনিকে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হই-তেছেনা; আপনি লোক পাল গণের অগ্রগণ্য, এবং পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী হইবেন। পক্ষান্তর হইতে ঈদৃশ অসামান্য বিপদ-সম্পদ উপস্থিত হইত না।

যক্ষ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা সত্য পরাক্রম ধর্ম্ম। যশঃ সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মশ্চর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা শান্তি, তপ, অমৎসরই আমার ইন্দ্রিয়। কুমার! তুমিও আমার ন্যায় সদনুরক্ত; এবং কৈশর অবধি "লোভ, মোহ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য" রিপু দমন করিয়া পঞ্চ যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছ। অতএব এক্ষণে তোমার অটল সত্যের সমতা দর্শনে প্রীতিলাভ পূর্ব্বক বরদানে উদ্যত আছি। মনোনীত বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতঃ! হরিণ-হৃত, ব্রাহ্মণের অরণি সহিত মন্থনদণ্ড প্রাপ্ত

এবং অজ্ঞাতকালে কেহ যেন আমাদিগকে অবগত না হয়, এই বরদান করুন।

প্রেতপতি ধর্ম্ম কহিলেন, সত্য কুশল! আমা কর্ত্তৃক অপহৃত অরণিদণ্ড গ্রহণ কর এবং তোমরাও নির্ব্বিবাদে বিরাটনগরে অজ্ঞাত বৎসর উত্তীর্ণ হও। ছদ্মরূপী না হইলেও এই ত্রিলোক মধ্যে কেহই তোমাদের সত্যমূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিবে না। প্রিয়দর্শন! এক্ষণে তুমি তৃতীয় বর গ্রহণ করিয়া অন্যতম তৃপ্তী লাভ কর। তাঁহার এইকথা শুনিয়া বিষয়-বীতরাগী যুধিষ্ঠির-ভগবান্ ধর্ম্মকে কহিতে লাগিলেন ;—

অচলা আশীষ কর দাসে দান :
ষড়রিপু বশ করি,
ধরি তব পদ তরী;
ভবার্ণবে পাই যেন পরিত্রাণ।
এ মানব লীলা ইন্দ্রজাল প্রায় :
পরিণাম নাহি সার,
সার মাত্র হাহাকার;
কর্ম্ম অনুসারে জীব আসে যায়।
করি শিরো রত্ন এভব জঞ্জাল :
আমার আমার বলি,
অনিত্য কল্লোল তুলি ;
হ'য়ে রহি মায়া মুগ্ধ চির কাল।
ভ্রান্তমন অচেতনে অনিবার :
না ভাবি কালের খেলা,
হারায়ে জীবন বেলা;
অন্তকালে দেখে ঘোর অন্ধকার।
বিশ্বরাজ্যে পরমার্থ নিত্যধন :
সে ধনে নির্ধন হ'য়ে,
ইন্দ্রিয় সাধন ল'য়ে;
নাহি করে সার পাথেয় গ্রহণ।

দেহ দীপে জ্ঞানালোক নিবাইলে :
কালের বিষম অসি,
অজ্ঞাতে প্রহারে আসি ;
পড়ে প্রাণী অগতির অধোস্তলে ।—
সুখ-স্বপ্ন হয় চির অন্তর্দ্ধান :
দুঃখনিশা জাগরণে ;
অনন্ত কালের সনে,
পায় মহা রৌরবেতে অধিষ্ঠান।
কিন্তু কহি তোমা অ'হে প্রেতপতি !
কালের শাসন লাগি,
নহে দাস চিন্তা ভাগী ;
ধর্ম্মেরত থাকে যদি এ প্রকৃতি।
অতএব এ সেবক ইচ্ছা করে :
কলুষ বিষয়-বিষে
হৃদয় যেন না মিশে ;
মগ্ন হয় বৈতরণী পারাপারে।

সত্য প্রিয় যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনানুসারে ধর্ম্মরাজ বরদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে পাণ্ডবগণ আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সকলকে দৈব বিড়ম্বনা বিদিত করিলেন—অজ্ঞাতবর্ষ তাহার কিছুদিন পরে আসিয়া উপস্থিত ইইল—ধর্ম্ম নন্দন সেই পাপ দিবসে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পুরোহিত ধৌম্যের শান্ত্বনা, ভীমের বীরত্ব প্রবোধ ও তাঁহার নিজ বুদ্ধিবল তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ধৌম্য ও স্বজন সহ তথাহইতে কামরূপাভিমুখে চলিলেন। পাঠক ! এক্ষণে "মনঃ পুতং সমাচরেৎ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কামরূপ গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্ব, কুরুবংশে দৈবচক্রনামক ত্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

কামরূপ—কুণ্ডলিনী সদয়।

(আত্মগোপন)



" মনঃ পূতং সমাচরেৎ "

মনের সুদ্ধি সম্পাদনই আরব্ধ কার্য্যের শুভানুষ্ঠান, সাধুগণ কার্য্য সিদ্ধির অনুরোধে অগ্রেই মানস পবিত্র করিতে ইচ্ছা করে। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির নিরাপদে অজ্ঞাতবাস বাসনায় সর্ব্ব অগ্রে মানস-নির্ম্মল ব্রত তারা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ;—সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ বনবাসে দ্বাদশবর্ষ পরিসমাপ্তি করিয়া দ্বৈতবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বররূপ বিপুল কাণ্ডারের অন্তরালে পুরোহিত সহ কামরূপ জনপদে আসিয়া সুদৃষ্টি দান দিলেন—কামিক্ষা নিকেতন কামরূপ শোভা নির্ভর আলিঙ্গন করিল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন ;—কামরূপ প্রকৃতই পুণ্যপ্রদ স্থান, ভগবতী ভবানী এখানে অহর্নিশি বিরাজমান হইতেছেন! এমন কি, দেবালয়ের প্রতিস্তরও অপরিচিত লোককে এই মহৎ পরিচয় দান ক'রিতেছে! আবার বেদমন্ত্রের উচ্চধ্বনি এই বৃহৎ মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে! এ আবার আরও প্রীতিকর—জননীর জয় বৈজয়ন্তী অষ্টাদশ মহাবিদ্যা নামাবলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া উড়িতেছে! এবং গৃহচূড়ায় প্রকাণ্ড ত্রিশূল গগণ ভেদ করিয়া গিয়াছে! রাশি রাশি নির্ম্মাল্য স্তূপও বিন্ধ্যাচলের অনুরূপ হইয়াছে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে দেবী সদনে উপনীত হইয়া মহা যাপক ধৌম্যের উপদেশানুসারে চির প্রসন্না দেবীকে সুপ্রসন্ন করিতে মহাব্রতেব্রতী হইলে তাঁহার পূজা-প্রকরণ সুদর্শী পূজক গণের আদর্শ লিপি হইয়া দাঁড়াইল। নরবর পূজা শেষ করিয়া শিবপ্রদা শিবসুন্দরীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন,

হে ভুবনেশ্বরি! হে ভগবতি! হে ভবভয় নিস্তারিণি শিবে! হে নির্গুণে! হে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে! হে মহিষমর্দ্দিনি জগদম্বে! হে অপরাজিতে! হে অসিতে! আপনার শ্রীপদে প্রণাম করি। আপনি করালী, আপনি নিত্য-কালী, আপনিই মহাকালী রূপে গোলোকে অবস্থান করেন। জগতের বিরাট-চক্র আপনার অনন্ত শক্তি হইতে পরিচালিত হয়। আপনার অপার মহিমা বিশ্বকে মহানির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া থাকে! হে দিগম্বরি! হে ক্ষেমঙ্করি! হে শঙ্কর হৃদয় বাসিনি দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে রক্ষাকরেন বলিয়া দুর্গানামে প্রসিদ্ধা হয়েন! তন্ত্রকর্ত্তা মহেশ্বর আপনাকেই পরাৎপরা প্রকৃতি পরমেশ্বরী বলেন। আপনি ব্রহ্ম-রাত্রে যোগনিদ্রা রূপে তুরীয়ব্রহ্মে আচ্ছন্ন থাকেন। হে সতি! হে সাবিত্রি! হে চামুণ্ডে! আপনি অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের প্রসূতি, জয়-মঙ্গলাদি সকলই আপনার হস্তগত। অতএব হে জয়ে! হে বিজয়ে! হে জয় প্রদে! জন্মদুঃখী পাণ্ডবগণ অনায়াসে যেন অজ্ঞাত প্রবাস উত্তীর্ণ হয়।

স্তাবক প্রবর যুধিষ্ঠির এইরূপে মহাবিদ্যার স্তব করিলে শিব সীমন্তিনী শ্যামা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্। তুমি অচিরে অজ্ঞাত-সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবে। ধার্ম্মিকের প্রতি দেব কুল চির-প্রসন্ন থাকেন, এবং সমুদ্র মধ্যে, বিজন বিপিনে ও শত্রু সঙ্কট প্রভৃতিতে আমি তাহাকে প্রকৃতি রূপে রক্ষা করিয়া থাকি। বৎস! নিরাপদে অজ্ঞাত কাল অতিবাহন কর।

ভগবতী দুর্গা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যকে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে বিদায় দিন্। সর্ব্বমঙ্গলা কালী শুভকাল উপস্থিত করিলে পুনর্বায় শ্রীচরণ দর্শন করিব। তিনি এই বলিয়া স্বজন সহিত প্রণত হইলে শুভানুধ্যায়ী ধৌম্য সস্নেহে কহিতে লাগিলেন;—

অজ্ঞাত বাস নিবাসে যাহ কুরুকুল রবি!
অভয় হৃদয়ে অভয়ার পদ ভাবি।
ভাগ্যাকাশে সুখ-সূর্য্য না উজলে চিরকাল;
বিবাদ বারিদ ঘন, ঘটায় জঞ্জাল।
ব্যাপিয়া বিশ্ব সুখ দুঃখ সঁপেন বিশ্বপতি;
নহে কেন শুক্ল নিশা পরে কৃষ্ণা রাতি?

কেন দিনে কুমুদিনী থাকে দীন, নীরাসনে?
কেন বা চাঁদিমা চারু পোড়ায় নলিনে?
বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি কেন চির নহে ধরা?
কেন ঘন হয় ঘন সৌদামিনী হারা?
নাহি অন্ত অনন্ত কাল মহাকাল শাসনে!
সুখ দুঃখ ফিরে হেন, অদৃষ্ট ভুবনে।
যশোজীবন ভারতেন্দ্র, হ'য়ে অদৃষ্ট বাদী!
রাজ গৃহে রহ সহ ভ্রাতৃ কলত্রাদি।
প্রকৃতি পুঞ্জের প্রিয় করি নিত্য আকিঞ্চন;
রসনা প্রকাশে যেন সত্যের ঘোষণ।
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি ক'র কার্য্য হ'য়ে ত্বরা;
প্রভু ভক্ত বলি যেন বলে বসুন্ধরা।
প্রকাশি শূর সুশীলতা ল'য়ে যশঃ ভার!
সুদূর বিদেশে ক'র অজ্ঞাত বিহার।
পরিহরি আত্মাভিমান, মানসে কিবা ভ্রমে;
ধীরতায় হর কাল মৎস্য রাজ্য ভূমে।
কি কব আর কৌরব নাথ আকুলিত হিয়া;
নিরন্তর হইলাম অন্তর হইয়া!
পাণ্ডব প্রকাশ উষা হেরি আজ অবসান;
তাপস হৃদ-কুমুদ মুদিল নয়ান!

ভগবান্ ধৌম্য এই বলিয়া তাঁহাদের অগ্নিহোত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চালে, ইন্দ্রসেনাদি সহচরগণ দ্বারকায় এবং পাণ্ডবগণ আপনাদিগের যথাক্রমে "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, ও জয়দ্বল" এই গুপ্ত নামকরণ করত মৎস্যদেশাভিমুখে চলিলেন। পাঠক! এক্ষণে বিরাটপর্ব্বাধ্যায় "সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে মৎস্যদেশগমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভাগবত পুরাণান্তর্গত অধ্যায়, কুরুবংশে
কুণ্ডলিনী সদয় নামক চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মৎস্যদেশ—বিষাদে বিহার।

(অজ্ঞাত বাস)

"সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং"

কার্য্য গতিকে সম্ভ্রমপর হীনতা অবলম্বন সর্ব্ববাদী সম্মত, কৃতবিদ্য বিপন্ন ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য সম্মানের অপক্ষপাতী হইয়া উপস্থিত বুদ্ধি অবলম্বন করেন।—মহামহিম পাণ্ডবগণ সেই নৈতিক অভিজ্ঞতা বশতঃ রাজর্ষি বিরাটের দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সংবৎসর অজ্ঞাত প্রবাস করিলেন ;—সত্য বিনোদী যুধিষ্ঠির কাম রূপে নৃমুণ্ডমালিনী কালীর অর্চ্চনা করিয়া অনুচরদিগকে বিদায় করত "লুব্ধক" পরিচয়ে ক্রমে ক্রমে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও সুরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবেশ করিলেন। মৎস্য দেশীয় সমীবৃক্ষতলে তাঁহাদিগকে ছলনার আশ্রয় লইতে হইল। বীরবর নকুল, অর্জ্জুনের উপদেশ ও অগ্রজের আদেশে ভ্রাতৃ পরম্পরার অস্ত্র-শস্ত্র ঐ সমী তরুর অত্যুচ্চ শাখায় বন্ধন করিয়া একটি শব দেহে আবৃত করিয়া রাখিলেন—পাণ্ডব রসনা সেই অজ্ঞাত বিপত্তে পড়িয়া মিথ্যাবাক্যে অগত্যা সম্মত—তাঁহারা আপনাদের কপট কুলকার্য্য (মৃত স্বজনের দেহ বৃক্ষে বন্ধন) তত্রত্য গোপাল সকলের নিকট প্রচার করিয়া বিরাট নগরাভিমুখে গমন করিলেন—মৎস্য দেশের মনোহর মাধুর্য্য তাঁহাদের নয়নানন্দ দান করিল—তাঁহারা বিরাট প্রদেশের মধুরিম মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—মৎস্যদেশ প্রকৃতই পুণ্যজনপদ, অসংখ্য দেববিগ্রহ দর্শনে, জলদলে বিচিত্র পোত ও ভূতলে প্রচুর অশ্বতরী অগণ্য যাত্রী, অঙ্কে তুলিয়া ভ্রমণ করিতেছে!

এবং মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ ঘণ্টার মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় লোমাঞ্চিত হইতেছে! আবার পঞ্চপল্লব শিরে পূর্ণঘট কদলীতরুবালার সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে মগ্ন হইয়া জগৎকে পবিত্রপ্রেম শিখাইতেছে! আরও মৎস্য অধিপতির বড় চমৎকার রুচি!—আহা, পঙ্কজকুন্তলা ঐ সরসী সকল কেমন কেলী গৃহ গুলিকে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে। তথায় শাখামৃগ নাই। শাখায় শাখায় শিখী-গণ সচন্দ্রক কলাপ মেলিয়া নৃত্য করিতেছে! এদিকে আবার নীরব-স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে কূলকুঞ্জ লতিকার চরণ ধুইয়া দিয়া যাইতেছেন!

ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ এইরূপ বিদেশ মাধুরী দেখিতে দেখিতে মৎস্য-রাজধানীতে উপনীত হইয়া পৃথক্‌রূপে বিরাটের বিরাট সমিতীতে গমন করিলেন—সত্যধাম রসনাতে অগত্যা মিথ্যা সাজিল—তাঁহারা নরেশ্বর যুধিষ্ঠিরের চিরদাস পরিচয় দিয়া যথাক্রমে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কঙ্ক, সভাসদ; বল্লব, মল্ল-সূপকার; বৃহন্নলা, নৃত্যগুরু; গ্রন্থিক, অশ্ব-বিদ্বান্; বৈশ্যবর অরিষ্টনেমি, সর্ব্বজ্ঞ-গো তত্ত্ববিদ্ ও রাজমহিষী সুদেষ্ণার সমীপে দ্রৌপদী মালিনী নাম্নী সৈরিন্ধ্রী হইয়া রহিলেন; ছদ্মরূপী ভারত-নরনারীর রূপ গুণে বিশাল বিরাট পুরী চমৎকৃত হইল। মহাবাহু ভীম চতুর্থমাসে ব্রাহ্মউৎসব উপলক্ষে ব্যায়াম সমরে মহামল্ল জিমূতের প্রাণসংহার ও সময়ে সময়ে পাশব সমরে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া সমাতিশয় সম্মান লাভ করিলেন—অতি শব্দই সর্ব্বনাশের মূল—অতিশয় সুরূপা কৃষ্ণা অচলা সৌদামিনী রূপে রাজভবনে কালহরণ করিতে লাগিলে একদা তাঁহার আয়ত লোচনের ভাব-শূন্য দৃষ্টিও ফুলশর রূপে রাজসেনাপতি কীচকের বিশাল হৃদয়ে বাজিল। দুরাত্মা ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া প্রিয়ভগিনী সুদেষ্ণার নিকট অনঙ্গবেদনা প্রকাশ করত পাণ্ডব মোহিনীকে কহিল, মনোরমে! তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়া এই মহানগরী পবিত্র করিয়াছ? বালে! তোমার শশহীন মুখশশী, তোমার কুরঙ্গ নয়নের তরল তরঙ্গ, তোমার চরাচর মোহিনী মাধুরী, তোমার শ্যাম রূপরাশি, তোমার উচ্চকুচ দ্বয়, তোমার বিপুল নিতম্ব আমার হৃদকম্প করিয়া তুলিয়াছে! আমি গোধূলি আকাশে তোমার সীমন্তের সিন্দূর দেখিতে পাই, আমি ভুজঙ্গিনী দেখিয়া তোমার বিগলিতবেণী স্বপ্ন দেখি।

আর কালিন্দী লহরী দেখিয়া তোমার প্রেম লহরীতে কল্পনা করিয়া ভাসি; অতএব চন্দ্রবদনে! একবার চন্দ্রানন তুলিয়া একবার সুগোলগ্রীবা হেলাইয়া একবার বঙ্কিম নয়ন বাঁকাইয়া দাসের প্রতি কটাক্ষ কর, আর প্রেমিকের অন্তরে অন্তর মিশাইয়া দেখ—তোমাবিনা আমার হৃদয়-বিশ্ব শূন্যময়, আমার হৃদয়-জগতে ঘোরা রজনী, আমার হৃদয়াকাশে নিবিড় কৃষ্ণমেঘ; কিন্তু সে মেঘে ডাকু নাই, কেবল এক একবার আশা-সৌদামিনী হাসিতেছে এক একবার নিরাশার নিবিড় ধুমপুঞ্জ কালিমায় কালি লেপন করিয়া দিতেছে।

প্রণয় পিপাসু কীচকের এই সপ্রেম উক্তি শুনিয়া পতিপ্রাণা দ্রৌপদী কহিলেন, সূতনন্দন! আমি মহাবংশীয়-ঘৃণাস্পদ বেশকারিণী সৈরিন্ধ্রী; আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হওয়া তোমার উচিত নয়; বিশেষতঃ দাসীকার্য্য-কারীতায় আমি সকলেরই অনুগ্রহ ভাজন, আমাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিওনা। সেনাপতি! পরদার-অনুরাগ মহাপাপ-সাগর; কামুক নর-নারী কোটিকল্প নরকের গর্ভে বাস করে। লোকে পুণ্য উপার্জ্জন কারণ তুষার মালী হিমালয় পাদমূলে, বনদেবীর নির্জ্জন নিকেতনে, নিত্য অন্ধকারের গভীর গুহায় ঈশ্বর উপাসনা করে, এবং বিষয় বিপিন হইতে মানসহরিণ ধরিয়া হরিপদ পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া রাখে। অতএব ঈদৃশ মূল্যবান্ মানব লীলায় অন্ধ হইয়া পাপের দ্বার খুলিতেছ কেন? তুমি দুরাগত মনকে আকর্ষণ কর, নতুবা এই অসৎলক্ষ্য অধর্ম্মের ভার লইয়া তোমার অনন্ত তিরোধান হইবে।

সাবিত্রী স্বরূপা কৃষ্ণা এই কথা বলিলেও মতিচ্ছন্ন কীচক রসালাপের পুনরুক্তি করায় পাণ্ডব প্রমদা তাহাকে অনাদর করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন। সেনানী একান্তই তাঁহার প্রিয়ানুরক্ত হইতে রাজগৃহিনী সুদেষ্ণার সহিত পরামর্শ করিল। সুদেষ্ণা সময় বুঝিয়া সুরানয়নজন্য, একদা পাঞ্চালীকে ভ্রাতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। পরাধীনা সৈরিন্ধ্রী অনিচ্ছায় অগত্যা সম্মত হইয়া ভগবান্ সূর্য্যকে স্মরণ করত বহির্গত হইলে লোকনাথ আদিত্য, অপ্রকাশে একজন সতীত্ব রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্রী সুরা-পাত্র হস্তে ধীরে ধীরে কীচক সমীপে উপনীত হইলেন।

পাণ্ডব প্রিয়তমা এইরূপে তথায় গমন করিলে উন্মত্ত প্রেমিক কীচক সসব্যস্তে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, প্রিয়ে! আইস, মধুকরী রূপে আমার হৃদয় কমলে উড়িয়া আইস। আমার প্রেমদীপ উজ্জ্বল করিয়া দাও। তোমাবিনে চন্দ্রমণ্ডল অন্ধকার দেখি, অন্তরে সহস্র সহস্র রাবণের চিতা নিরীক্ষণ করি। আর নয়নের অশ্রুজলে ত্রৈলোক্য মণ্ডল লইয়া ভাসি। অতএব রসবতি! বিরস বদন পরিহার কর। তোমার যৌবন-মালঞ্চে প্রেমের ফুলহার গাঁথিব, মদনের জয়বংশী বাজাইব। রতিরসের সখাদ সরোবরে ডুবিব। হৃদয়েশ্বরি! তুমি মৃগবালাদের নয়ন লুটিয়া লইয়াছ, পিকবধুর মধুর কণ্ঠ ধ্বনি আত্মসাৎ করিয়াছ, ক্ষণপ্রভার অঙ্গপ্রভা সবলে হরিয়া লইয়াছ। কিন্তু আজ যৌবন প্রতি দান ভিন্ন আমার মূল্যবান্ মন বিনামূল্যে হরণ করিতে পারিবে না।

দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীকে এইরূপ প্রেমপ্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কর গ্রহণ করিলে ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরী তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, নরাধম! তুই সরোজ ধাম বিবেচনায় অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিস্ কেন? ভববিজয়ী আমার পঞ্চগন্ধর্ব্ব স্বামী তোকে কাল সাগরে মগ্ন করিবেন। তুই পিঞ্জরকীট হইয়া পশুরাজ কেশরী বধূর প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করিস্। যে বিদ্যুতে নয়ন তৃপ্তি করে, সে বিদ্যুৎ স্পর্শ করিলে মৃত্যু আহ্বান করা হয়, তাহা কি তুই জানিস না? চন্দ্রমা স্পর্শ করিতে গেলে হীম তরঙ্গে মগ্ন হইতে হইবে, তাহা কি তোর জ্ঞান নাই। তিনি এই বলিয়া সবলে হস্ত মোচন করিলে ইন্দ্রিয়ক্রীতদাস কীচক পুনরায় তাঁহার উত্তরীয় বসনাঞ্চল ধারণ করিল—সতীর দারুণ চিন্তা উপস্থিত—তিনি যারপর নাই সচিন্তিত হইয়া পিতাম্বরীয় বাস প্রত্যাকর্ষণ করত পুনরাক্রমণ ভয়ে সমীতিস্থলে উপনীত হইলেন; কীচকও অনুধাবন করিয়া কেশকলাপ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ সমক্ষেই তাঁহাকে ধরাতল শায়িনী ও পদাঘাত করিল—সূর্য্য দূতের আর সহ্য হইল না—সে অলক্ষিতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিচেতন করিল।

সভাস্থ ভীম যুধিষ্ঠির প্রত্যক্ষে এইরূপ প্রিয়সী-অপমান দেখিলে মহামনা বৃকোদর তাহার প্রতিশোধ লইতে গাত্রোত্থান করিলেন—সত্য সাবধান

হইতে বলিল—ধীমান্ যুধিষ্ঠির সত্য ভঙ্গ ভয়ে তাঁহাকে চাক্ষুস সঙ্কেত দ্বারা নিবারণ করিলেন। বীরপত্নী, ধর্ম্মবীরের অটল সহিষ্ণুতা দেখিয়া অশ্রু-সিক্ত শ্যামকপোল অবনত পূর্ব্বক কহিলেন, হায়! আমার শূরগর্ব্ব গন্ধর্ব্ব স্বামীগণ এসময়ে কোথায় রহিলেন, তাঁহাদের বল বীর্য্য ও অতুল পরাক্রম কি পশ্চিম জলধীজলে মগ্ন হইয়া গেল! প্রমদার এই পরম দুর্গতি তাঁহারা কি- জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলেন না? না পাইবার কারণই বটে, যখন রাজ চক্রবর্ত্তী বিরাট স্বচক্ষে দেখিয়াও দুষ্টের দণ্ড বিধান করিলেন না, তখন অজ্ঞাত প্রবাসী পতিগণকে কে আমার এই দুঃখের সংবাদ জানাইবে!

তাঁহার এই কথায় মৎস্যনাথ বিরাট, বীরসেনানী-অনুরোধে কলহীদের মূল বিবরণ অজানত জনিত চাতুরালী প্রবোধ দিলে ধৈর্য্যবান্ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে কহিলেন, কল্যাণি! অন্তঃপুরে যাও, তোমার বীর ভর্ত্তা গণ সময়ান্তরে অবশ্যই ইহার ফলদাতা হইবেন। তুমি নটীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া সভ্যগণের পাসা-উৎসাহ ভঙ্গ করিও না।

অনন্তর ক্রোধাকুলিতা কৃষ্ণা পুর প্রবেশ করিয়া দিবা অতিবাহন করত গভীরা নিশায় সুষুপ্ত ভীমসেনের নিকট উপনীত হইলেন—অভিমান সিন্ধু উথলিয়া উঠিল—মানিনী প্রাণ নাথকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক জাগ্রত করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তম! এই বিপুল বসুন্ধরায় আমার ন্যায় দ্বিতীয় দুঃখিনী আর কেহ নাই! বিধাতা দুঃখ-সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে কি আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন? কাঠুরীয়া যে রূপ শাখা-পল্লব ছেদন করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করে, ভগবান্ তদ্রূপ আমার রাজাধন হরণ করিয়া অবশেষ লোকের ক্রীড়া পুত্তলি করিলেন! নাথ! তোমাদের পাণিগ্রহণ করিয়া চির সুখী হইবার আশা, কিন্তু বিষাদের বিশাল তরঙ্গ সুখের তীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল! উঃ! সুমেরু লেখনী, মহা সমুদ্র মসী, সপ্তদ্বীপ পত্রিকা, এবং ভাগ্য-লিপিকর্ত্তা স্বয়ং যদি লিপিকর হয়েন, তাহা হইলেও পার্ষতীর বিষাদ-গীতি বর্ণিত হইয়া শেষ হয় নাই। প্রথমতঃ কুরুগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের দাসত্ব, এখন আবার কীচক হইতে আমাকে অনাথার ন্যায় পদাঘাত সহ্য করিতে হইল! হা ধর্ম্মরাজ! তুমি ভাল ধর্ম্মের

আবিষ্কার করিয়া ত্রি সংসার টা হাসাইলে! যাহা হউক, মহাবল! এক্ষণে হয়, কীচকের হস্তে রক্ষাকরুন; না হয়, দাসীর চির তিরোধান দেখিতে উদ্ধনের দিকে নয়ন পাতিয়া দিন।

তিনি এই বলিয়া তমাল তরু জড়িত কুসুম লতিকার ন্যায় ভীমসেনকে বাহু বল্লী দ্বারা বেষ্টন করত রোদন করিতে লাগিলেন। মহাবলী বৃকোদর সমুদ্র মন্থন কালীন ফণীবর গর্জ্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াকে কহিলেন, প্রেয়সি! শোক সম্বরণ কর, তোমার পাষাণ ভেদী বিলাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! কীচক বধ কোন্ ছার, ত্বদীয় প্রিয় সাধন জন্য অমর ভুবনকে ভূতলে আনয়ন করিতে পারি। নিতম্বিনি! আমি আজ সভামধ্যেই পদাঘাতে অধমের আপাদ মস্তক চূর্ণ করিতাম, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিবারণে হস্ত উত্তোলনও করিতে পারিলাম না। মনের অগ্নি মনে, নয়নজল নয়নে, আর বাহুর বল বৈরাগ্য-বিপিনে লীন হইয়া রহিল। কিন্তু দেবি! তোমার উত্তেজনায় এখন আর নিবৃত্ত নহি, ধর্ম্ম যায় যাউক, অজ্ঞাত প্রকাশ হয় হউক, আগামী নিশায় নিশ্চয়ই আততায়ী দুরাত্মা কীচক বধ করিব।

তিনি এই বলিয়া বিরাটের নাট্যশালাতে শর্ব্বরী-সমর হইবে সঙ্কেত করত তাঁহাকে প্রবোধদানে বিদায় করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে কীচক রাজবাটীতে গমন পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিল, ভীরু! আমার প্রতাপ পরীক্ষা করিলে? সভোরা তোমাকে কি সহায় দান করিল? প্রলয়ের অগ্নি জ্বলিলে কাহার সাধ্য তাহা নির্ব্বাণ করে? কামিনি! শতযুগ পশ্চিম দেশ অনুসন্ধানে যেমন উদয়-গিরি দৃশ্য হয় না, উত্তর মহাসাগর দেখিতে দক্ষিণ দিকে গেলে যেমন কার্য্য দেখে না, আর বিজ্ঞান বিষয়ের বিজ্ঞতা জন্মিতে দর্শনশাস্ত্র দেখিলে যেমন ফল দর্শে না, পাতালমূলে অনন্তকাল অন্বেষণ করিলে যেমন ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমন আমার বিগ্রহের শান্তি আমার নিকট ভিন্ন অন্য কোথায় পাইবে! যাহাহউক, বরাননে! এক্ষণে যদি তোমার গ্রহ শান্তি হইয়া থাকে, তবে আমার অনুগ্রহের স্মরণ লইতে কামের পুষ্পক রথে চড়িয়া বিচ্ছেদসাগর পারে চল, এবং নব যৌবন উৎসর্গ করিয়া বীরহৃদয়ের অধীশ্বরী হও।

তাহার এইকথা শুনিয়া দ্রৌপদী কহিলেন, বীর! তোমার প্রেমপাত্রী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু গন্ধর্ব্ব স্বামীগণের ভয়ে আমি সর্ব্বদাই ভীত থাকি। অতএব বিরাটের নির্জ্জন নাট্যশালায় তুমি নিশাযোগে গমন করিবে, সেই জনশূন্য বিলাস নিকেতনে তোমায় রতিদান করিয়া জীবন চরিতার্থ করিব।

সুচতুরা দ্রৌপদী এইরূপে তাহার নিকট চতুরতা করিয়া ভীমসেনকে বিদিত করিলে ভীম-কীচক উভয়েই মহৎ কষ্টে সেই মহা দিবস অতীত করিল। বৃকোদর শর্ব্বরী সমাগমে মৃগপতির ন্যায় নৃত্য ভবনে উপনীত হইয়া রত্নময় পালঙ্কে অদৃশ্য ভাবে শয়ান রহিলেন। কালপ্রাপ্ত কীচকও দ্রৌপদীর কপট প্রেমপাশ না জানিয়া সাক্ষাৎ কালের পার্শ্বে যাইয়া সমদ স্বাধীনভাবে গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। প্রিয়ে! আজ আমার বিরহ বিলাপ অবসান। এবার ভৃঙ্গ রূপে তোমার হৃদয় কমলে মধুর ঝঙ্কার করিব, মানভিক্ষা লইতে তোমার দয়ার দ্বারস্থ হইব, রতি সঞ্জাত নূপুর রুণ্ রুণু ধ্বনিতে কর্ণদ্বয় পাতিয়া দিব। কামিনি! আমি প্রেম সমুদ্রের প্রধান নাবিক, অতএব এস, নিষ্কণ্টকে তোমার যৌবন তরীতে সোহাগের বাদাম উড়াইয়া আশা-উপদ্বীপে গমন করি।

কামান্ধ কীচক মারুতির গাত্রস্পর্শ করিয়া এইরূপ প্রেম কাহিনী বলিলে পবননন্দন তাহাকে রোষ-রহস্য ভাবে কহিলেন, সেনাপতি! তুমি যেরূপ সুপুরুষ, সেইরূপ রতি পণ্ডিত। আমি ভাগ্য বলেই ঈদৃশ রসিক উপপতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বিপুল রুধির রাশি শিরাতলে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, অধম্! তুই ভেক হইয়া ভুজগ বালার প্রণয় লালনা করিস্। সৈরিন্ধ্রীর সতীত্ব রত্নে মূর্ত্তিমান্ কাল প্রহরী আছেন, তাহা জানিস না? পামর! তোর বহু শতাব্দীর সুখ ভোগ আমার হাতে আজ ধ্বংশ হইবে। তুই সতী পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণে যেমন মত্ত হইয়াছিলি, তুই যৌবন উৎসাহ যেমন দুষ্কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলি, তোর হৃদয়গিরি চূড়া হইতে প্রেম-নির্ঝরিণী যেমন অপথে আসিয়াছিল, তেমন তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ কর্। আমার বীরবাহু অনন্ত বলে বলিত,

আমার পাষাণ দেহ অসংখ্য প্রহারে সুশক্ত, আমার কঠোর মন ক্রোধাগ্নি কারাগারে ত্রয়োদশ বর্ষ অবরুদ্ধ; অতএব তোর রক্ষা নাই, তুই প্রকৃতির নিকট আজ বিদায় লইয়া কৃতান্ত লোকে যাত্রাকর্।

বীর প্রভাময় ভীম এই বলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে বলশালী কীচকও তাঁহার বিরুদ্ধে অসীম বিক্রম প্রকাশ করিল। তাঁহারা সুদীর্ঘ বিভাবরীর একচতুর্থাংশ সমান সংগ্রাম লীলা করিলেন। সেই নিরস্ত্র সমরে সহসা কেহই পরাস্ত হইল না। ক্রমে নিদ্রাদেবীর পরিবর্ত্তে কীচকের অদূরে মহানিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইলে সেনানীর আজন্ম পালিত শক্তি অদর্শন হইল। বৃকোদর সুযোগ পাইয়া জানু দ্বারা তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন, করযুগে গলদেশ মর্দ্দন ও হস্ত পদাদি উদরস্থ করাইয়া কুষ্মাণ্ড আকারে সংহার করিলেন—সতীত্ব-তস্কর সংসার ছাড়িয়া চলিল—ভীমসেন যাজ্ঞসেনীকে তাহার মৃত মূর্ত্তি দেখাইয়া পরিতুষ্ট করত গমন করিলেন। রাজকুমারী অবিলম্বে পুরীরক্ষকগণকে কীচক বধের কপট মন্ত্র শুনাইলেন—গন্ধর্ব্ব বীরতা দেশ ব্যাপিত হইল—সবান্ধবে সূত বংশীয়েরা আত্মীয় হত্যা শুনিয়া শব সদনে আগমন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন—বিলাপে বিরাগ উদ্ভব—উপকীচকগণ সম্মুখে পাঞ্চালীকে দেখিয়া শত্রুতা সাধন জন্য চিতানলে সতী দাহ করিতে রাজাজ্ঞা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে শবশয্যায় বন্ধন করিয়া লইল—বিপদের আবার অবতারণা—বিপন্নাকৃষ্ণা ঘোরবিপদে উদ্ধার হইতে পতিগণের গুপ্তনাম লইয়া চীৎকার করিতে লাগিলে তন্দ্রাবিগত ভীমসেন প্রণয়িনীর আর্ত্তনাদে জাগ্রত হইয়া এক লম্ফে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মহাতরু উৎপাটন করত দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় সবেগে চিতাভূমে উপনীত হইলেন। সূতবৃন্দ তাঁহাকে অদ্ভুত পরাক্রমী গন্ধর্ব্ব ভাবিয়া নগরাভিমুখে পলায়ন করিল—বৃকোদর প্রেতপতির প্রতিভূ—তিনি অন্বেষণ করিয়া পলায়িতগণের অস্থি-মজ্জা চূর্ণ করত মহিষীকে সান্ত্বনা করিলেন। রাজ দুহিতা ছায়ার ন্যায় নাথের অনুগতা হইয়া রাজপুরে প্রবিষ্ট হওত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে নৈশ হত্যাকাণ্ড শুনাইলেন; নাগরিক গণ দ্রুপদ কুমারীকে কালরূপিণী দেখিতে লাগিল—জীবনী চিন্তার সবেগ আবির্ভাব—তাহারা ভবিষ্যতে আপনাদের অমঙ্গল ভাবনা

ভাবিয়া নৃপতি সমীপে সৈরিন্ধ্রী নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিল। প্রজারঞ্জন বিরাট তাহাতেই সম্মত হইয়া মহিষীর প্রতি সৈরিন্ধ্রীকে বিদায় দান অনুমতি করিলেন। ভ্রাতৃ শোকাকুলা সুদেষ্ণা পতিআজ্ঞায় অনুমোদন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পতিগণের অমানুষী শক্তি! তোমারও অসামান্য রূপ!—বিধাতা চন্দ্রমা খণ্ড লইয়া তোমার মুখচন্দ্র, মৎস্য বালা লইয়া তোমার নয়ন যুগল এবং সৌদামিনী আদি রমণীয় পদার্থের সার সার অংশ হরণ করিয়া তোমার মোহিনী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কামিনীরাও ত্বদীয় লাবণ্যের কমনীয়তা দেখিয়া পলক পতন করিতে পারে নাই; অতএব সুন্দরি! তুমি অন্যত্র গমন কর, তোমার প্রেমরূপ মহাজলধিতে পাছে জ্ঞান-অগোচরে মানস মকর প্রবেশ করে বলিয়া রাজা, প্রজা, বন্ধু, বান্ধব সকলেই ভীত হইয়াছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজ্ঞি! আপনি ত্রয়োদশ দিবস অপেক্ষা করুন। নিরূপিত সময়ান্তে আমি গন্ধর্ব্বপতি গণের নিকট গমন করিব। দেবি! পতিপ্রাণা কামিনী কমলে গরল-মধু উভয়ই রহিয়াছে, অতএব কান্তরূপ মধুকর ভিন্ন মধু মক্ষিকা উড়িয়া বসিলে কি জন্য না সে জীবন বিসর্জ্জন দিবে?

তিনি এই বলিয়া সকলকে প্রকৃতিস্থ করিলে অন্যতম দিক্ হইতে আবার বিরাট রাজ্যে শান্তিভঙ্গ হইবার উদ্যোগ হইল। কৌরব প্রেরিত চরগণ দেশ বিদেশে পাণ্ডব অন্বেষণে নিরাশ হইয়া কীচকের মৃত্যু সংবাদ বহন পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলে শত্রুগণের অস্থায়ীত্ব সংবাদে রাজমন্ত্রীরা অনেক বাদানুবাদ করিলেন। কীচক পরাজিত ত্রিগর্ত্তপতি শত্রুনাশ সমাচারে আহ্লাদিত হইলেন; তাঁহার কৃপাণ কোষ যেন নাচিতে লাগিল। মহাবাহু সুশর্ম্মা কুরুগণকে বিরাট আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন—রাজ্য সীমা বিস্তার করিতে ইচ্ছা হইল—ভাগ্যবান্ দুর্য্যোধন গোধন হরণ চ্ছলে বীরশূন্য বিরাট নগরী আত্মসাৎ করিতে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে সসৈন্য মহাযোধ সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করত আপনিও চতুরঙ্গ সেনা ও দিগ্বিজয়ী সেনাপতিগণ সহিত তাহার পরদিনে (অষ্টমী তিথিতে) বিরাট রাজত্ব মৎস্যভূমির উত্তর বিভাগে গমন করিলেন।

পরন্তপ সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের সহায়-সম্পত্তি লইয়া বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিলে গোপালগণ সেই নিষ্ঠুর সংবাদ মহীপালের নিকট নিবেদন করিল। নরনাথ গোপমুখে সুশর্ম্মা কর্ত্তৃক গোধন হরণ শুনিয়া রণপণ্ডিত সেনানী সমুদয় ও অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডব নিচয়কে সহযাত্রী করত সুশর্ম্মা সংগ্রামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার হয়, হস্তী ও বীরদল দাপে মেদিনী দুলিতে লাগিল। তিনি রথী পূর্ণ হিরকমালী শত সহস্র রথ সহিত শত্রু সমীপে দর্শন দান করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শতানিক, মদিরাক্ষ, অমাত্য সূর্য্যদত্ত, ও জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্খ সরোষে রিপুদলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিগর্ত্তনাথ, সুশর্ম্মা ও মৎস্যনাথ বিরাটে ন্যায়যুদ্ধ হইতে লাগিল—যশঃ-লক্ষ্মী আজ বিরাটের প্রতি অপ্রসন্ন—বহুক্ষণ সংগ্রামেরপর ত্রিগর্ত্তপতি তাহাকে বিরথী করিয়া স্ববিমানে নীত করিলেন; বিরাট বিজয় স্বচক্ষে দেখিয়া অনাথ বন্ধু যুধিষ্ঠির আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতাগণ সহিত একতা হইয়া সায়কসমর করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির সহস্র, ভীম সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্তশত, ও সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। যুদ্ধ-বেত্তা সুশর্ম্মাও বলক্ষয় আক্রোষে ভীমের সম্মুখীন্ হইয়া মুহূর্ত্তেকে তদীয় গদা প্রহারে ভগ্নরথ হইলেন—এক উদ্দেশ্যে উভয় ফল লাভ—ভীমসেনের প্রতাপে বিরাট-মোচন ও সুশর্ম্মা পলায়ন লক্ষিত হইল; মহাবাহু বৃকোদর শত্রুর অনুধাবন করিয়া ধৃত করত তাহাকে যথোচিত শাস্তিদান পূর্ব্বক ধর্ম্ম নৃপবর ও মৎস্যঅধীশ্বরের নিকট অর্পণ করিলেন। দয়াশীল যুধিষ্ঠির তাহাকে মৃত্যুকল্প দেখিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! পাপাত্মাকে অব্যাহতি দাও, ভীতার্ত্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলে রাজপুত ধর্ম্মে দোষ স্পর্শ করিবে, বিপক্ষেরা বীরত্ব হারাইলে স্বভাবত প্রশ্রয় ভিখারী হইয়া থাকে।

অগ্রজের এই দয়া শীলতা দেখিয়া মহারণ অভিনায়ক ভীম বন্দীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, দুর্ম্মতি! তুই জীবন প্রাপ্তির বিনিময়ে মৎস্যনাথের দাসত্ব স্বীকার কর্ এবং চিরস্মারক দাস উপাধি মানস গ্রন্থিতে বান্ধিয়া রাখ্। অযুত অযুত সমুদ্র লহরী শত বৎসর প্রহার করিলেও কি পর্ব্বত ভেদ করিয়া যাইতে পারে? তোর দুর্ব্বল দেহে অমানুষী মানসিক শক্তি চালনা কেন?

মারুতী এই বলিয়া বন্ধন মোচন করিলে অপরাধীর মনে পুনর্জ্জন্ম ধারণা হইল। তিনি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনারাজ্যে চলিলেন। মৎস্য-ভূপতি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীরবরগণ! আপনাদের বাহুবলে আজ আমি পুনর্জীবন পাইলাম। অধীনতার কঠোর নিগড় আপনাদিগের হইতে ছিন্ন হইল। বহুশতাব্দীর জন্য মৎস্য দেশকে অক্ষয় ঋণে বদ্ধ করিলেন। বীরবৃন্দ! এক্ষণে এই বিশাল রাজত্বের শাসন প্রণালী আপনাদের উপর নির্ভর, আপনারা অধীশ্বর পদে অধিরোহণ করিয়া আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে অঋণী করুন।

তাঁহার এই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সম্ভাষে পাণ্ডব গণ বাধিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা প্রভুভক্তির নূতনত্ব আবিষ্কার করি নাই, অন্নদাতার মঙ্গল লাভই সেবকের সর্ব্বাঙ্গীন্ কামনা, অতএব আপনি শত্রুবিজয়ী হইয়াছেন, ইহাই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। প্রভুর জয় কামনা ভৃত্যের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। মহীপাল! দাসত্বধর্ম্ম পালন করিতে আমরা আপনার নিকট বাধ্য আছি। নিঃস্বার্থ উপকারীর তুল্য ভৃত্য কখনই সম্মান উপার্জ্জনের পাত্রী নয়।

অনন্তর মৎস্যনরনাথ তাঁহাদিগকে অর্থ পুরস্কার করত নগরে জয়পত্র পাঠাইয়া সেই বিমল বিভাবরীতে রণভূমে পান্থ নিবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে উত্তর গোগৃহে আবার বিষম বিভ্রাট পড়িল। কৌরব বাহিনীরা বিরাটের অগণিত গো হরণ করিয়া বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে লাগিলেন। গোরক্ষক গণের কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল। তাহারা দ্রুতবেগে রাজ অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক কুমার উত্তরকে কৌরব বিদ্রোহ জানাইল। রাজকুমার স্বভাবতই হউক, বাল্য ভাব বশতই হউক, গোধন আক্রমণ শুনিয়া বীরত্ব আড়ম্বর করত সুশর্ম্মা সমরে সকল রথী সারথি যাত্রা করিয়াছে বলিয়া প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দয়াশীলা দ্রৌপদী সারথি অভাবে উত্তরের উৎসাহ-ভঙ্গ দেখিয়া বিরাটের কল্যাণদায়িনী রূপে অর্জ্জুনকে সারথি কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দিলেন—রাজকুমার সংসার বিজয়ী সারথি পাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রা কালে "জয় চিহ্ন স্বরূপ রিপুগণের বসন ভূষণ আনিবেন" নবীনাদের এই দুর্লভ প্রার্থনা তাঁহাদিগকে শূন্য অক্ষরে হৃদয়ে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইল।

অনন্তর মহারণী পার্থ সারথি পদের সার্থকতা দেখাইতে নব যুবকের মনের স্বরূপ বিমান চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জলদ বরণ ও রথচক্র নিস্বনে ময়ূর-ময়ূরী জলধর উদয় বোধে নৃত্য আরম্ভ করিল। মহাভুজ অর্জ্জুন নিমেষ মাত্রে সমী তরুতলস্থ হইয়া তাঁহাকে ভীষণ জনতা দেখাইলেন—সাহস এই পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিল—সুকুমার উত্তর রথের গতিরোধ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, সারথি! তুমি সত্বর রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি পতঙ্গ হইয়া অম্বুরাশি পার হইবার জন্য আশা করিয়াছিলাম! কে জানে অসঙ্খ্য কুরুসৈন্য আসিয়া আমার গোষ্ঠলুণ্ঠন করিতেছে? বৃহন্নলে! তুমি এখনও ফিরিলে না! হায়! প্রতিপালনের প্রতিফল দিতে তুমিও কি মুক্ত হস্ত হইলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, রাজকুমার! আপনি বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দিতেছেন কেন? শরীরে শেষ রক্তবিন্দু সত্বেও সমর পরাঙ্মুখ হওয়া কি বীর বংশীয়ের কার্য্য? ছি! ছি! চৈতন্য থাকিতে কোন্ রাজপুত আপনার ন্যায় প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হয়? বংশধর! ধরা নিবাসীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা কালের হস্তগত হইয়াছেন, পরাগত পুরুষ সকলও নিঃসন্দেহ রূপে সেই পিতৃপিতামহের পথে গমন করিবেন; অতএব এমন অনিবার্য্য নিয়তি স্রোত দেখিয়া কোন্ চক্ষুহীন ব্যক্তি কালের কুঠারকে ভয় করে? কোন্ ভীরু সংসারের মায়ামুগ্ধ হইয়া জীবন লুকাইয়া রাখিতে চায়? মাতৃভুমি রক্ষার জন্যই ক্ষত্রিয় রুধির মূল্যবান্, কিন্তু তাহার গুণের অপচয় করিলে কতদূর লজ্জা সঞ্চয় করা হইবে? রাজপুত্র! তুমি ভার-তকুসন্তান হইয়া জগৎবাসীকে হাসাইওনা; আমি অকাতরে তোমাকে সমর ক্ষেত্রে লইয়া যাইব।

বৃহন্নলার এই কথা শ্রবণ করায় সশঙ্কিত উত্তর রথ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন—পরন্তপ পার্থের লোহিত অধরে মৃদু হাস্য চুম্বন করিয়া গেল—তিনি অনুধাবন করত একশত পদ অন্তরে উত্তরের কেশপাশ গ্রহণ করিলেন; গমনকালে কাল সাপিনীর ন্যায় তাঁহার পৃষ্ঠ বেণী দুলিতে লাগিল। তখন কৌরবগণ সঠিক এই ঘটনা অনুমান করিয়াও নিঃসন্দেহ না হইয়া বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

রণ বিনোদী ফাল্গুনি, উত্তরের উদ্যম ভঙ্গ করিলে রাজ তনয় নয়নজলে ভাসিয়া কহিতে লাগিলেন, সারথি! তুমি শিশু হত্যা করিও না, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও ; তোমাকে শত স্বর্ণ মুদ্রা, অষ্ট খণ্ড মণি ও বহুতর হয়-হস্তী-সম্প্রদান করিব। হায়! আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম!

সমর অপটু উত্তরের ভগ্নসাহস দেখিয়া অসীম সাহসী পার্থ তাহাকে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন, উত্তর! তোমার ভয় নাই ; কিন্তু ক্ষত্রিয়-দেহে জীবনপ্রিয়তা যারপর নাই অপযশের বিষয়! যাহা হউক, তুমি অশ্ব-চালনা কর, আমি বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গোষ্ঠ আক্রমণ রক্ষা করিব।

তিনি এইরূপ অভয়প্রবোধ দিয়া রথ রোহণে উভয়েই সমী সমীপে গমন করিলে অর্জ্জুন-ভীতি, কুরুমণ্ডলে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিল। দ্বিজরাজ-দ্রোণ ফাল্গুনী-নক্ষত্র উদয়ের সহিত অমঙ্গল-গ্রহের আবির্ভাব দেখিয়া সৈন্যগণকে সাবধান হইতে আদেশ করিলেন। কর্ণের কর্ণে সেই হিতোপদেশ অগ্নি শিখার ন্যায় প্রবেশ করিল। তিনি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন, শত্রুগণের প্রতিজ্ঞার দিনগণনা করিতে গণিত বিদ্যার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে সমীতলস্থ মহারথ ধনঞ্জয় বৃক্ষ শাখা হইতে অস্ত্র শস্ত্র আহরণ জন্য ভূমিঞ্জয়কে আদেশ করিলে বিরাট কুমার ঐ বিশাল বস্ত্রগুণ্ঠনীকে শব বলিয়া স্পর্শ আপত্তি করায় ইন্দ্রকুমার তাহা অমূলক বলিয়া আপত্তি খণ্ডন করিলেন। উত্তর তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বন্ধনস্তূপ অবতরণ করত অস্ত্রাবলীর আবরণ মোচন পূর্ব্বক সবিস্ময়ে তাহার পরিচয় এবং অস্ত্রাধিপ পাণ্ডবগণের স্বায়ীত্ব বিবরণী শুনিয়া ভক্তি সংকারে কহিলেন, আমি আজ চরিতার্থ হইলাম, আমার ভয় জাল বিচ্ছিন্ন হইল, এক্ষণে আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া আপনার দশনামের এবং ক্লীবত্ব পরিচয়দানে কৃতার্থ করুন।

উদার মতি অর্জ্জুন কহিলেন, উত্তর! ধনপতিকে জয় নিবন্ধন আমি ধনঞ্জয়, বীরবৃন্দের পরাজয় বশতই বিজয় ; শ্বেততুরঙ্গম বিমানারোহী বলিয়াই শ্বেতবাহন, এবং উত্তর ফাল্গুণি নক্ষত্রে জন্ম জন্য ফাল্গুনী নামে

পরিচিত হই ; আর ইন্দ্রদত্ত কিরীট লইয়া কিরীটী, উভয় হস্তে সমবল প্রযুক্ত সব্যসাচী, এবং বীভৎস কর্ম্মে বিরত বলিয়া বীভৎসু নাম ধারণ করি ; তদ্‌-ভিন্ন লোকালয়ে আমার ন্যায় অন্য জন নাই বলিয়া অর্জ্জুন, দেবরাজের নামানুক্রমে জিষ্ণু এবং কৃষ্ণবর্ণ হেতু পিতৃ দত্ত কৃষ্ণনামে আশৈশব সম্বন্ধ রাখি। বীরবর ! আমি এই রূপে চরাচর বিখ্যাত হইয়াও অজ্ঞাত যাপনের জন্য এখন বাৎসরিক ক্লীবত্ব ব্রত আচরণ করিয়াছি।

অনন্তর বিরাট পুত্র ভূমিঞ্জয় পাণ্ডব চতুষ্টয়ের অস্ত্রাদি সমী শাখায় স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয় মনে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিলে ইন্দ্রনন্দন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহাকে আদিত্যের ত্রয়োদশ, রুদ্রের দ্বাদশ ও অষ্টবসুর নবম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি যোগবলে জয় পতাকা সহিত কপিরাজ ও ভূতগণকে নীত করিয়া ধ্বজাসনে স্থান দান করত গাণ্ডীব টঙ্কার,শঙ্খনাদ দ্বারা সাগর মালিনী বসুন্ধরাকে আন্দোলিত করিলেন।

ভুবন বিদিত বীর অর্জ্জুন এইরূপে সমরাভিনয়ের প্রথমদৃশ্য দেখাইলে গুরু দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, অ'হে কৌরবগণ ! ইনি নিঃসন্দেহ ই ধনঞ্জয়, এবং ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যশোলোপের কারণও প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ দেখ—ঘোটকগণ বিষন্ন, মৃগগণ সূর্য্যমুখী হইয়া ঘোরনাদ করিতেছে ! শকুনি-গৃধিনী ও বায়স সকল কোলাহল করিয়া ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে ! শিবাকুল আকুলিত হৃদয়ে আমাদের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া যাইতেছে ! অতএব বোধ হয়, সমঙ্গল রণক্ষেত্রে অসঙ্খ্য ক্ষত্রিয়ের রক্ত বৃষ্টি হইবে !

অনন্তর দুর্য্যোধন ভীষ্মপ্রভৃতি মহারথীদিগকে কহিলেন, অক্ষ-সমর সময়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন ; সুতরাং অর্জ্জুনের আগমন হওয়া স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ; হয়,স্বয়ং মৎস্যরাজ, কিম্বা তাঁহার প্রধান রথী, নাহয় ত্রিগর্ত্ত পতিই দক্ষিণ গোষ্ঠ জয় করিয়া আসিতে-ছেন। তদ্‌ভিন্ন কাল প্রেরণ বশতঃ নিতান্তই যদি অর্জ্জুনের সমাগম হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল, কি না, ইহা আমাদের অনুমেয় ; বোধ করি—পিতামহ তাহা অবগত আছেন। যাহা হউক, "অপাণ্ডবা বসুমতী" যখন আমার প্রতিজ্ঞা, তখন ফাল্গুণী হইলেও তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি ?

আচার্য্য অহর্নিশি কেবল অর্জ্জুনভয়ের উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। ইনি কৌরবের সর্ব্বস্ব ভোগী হইয়াও পাণ্ডবের শান্তি স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত। অতএব বীরগণ! ইহাঁর কথায় কর্ণপাত না করিয়া শত্রু শাসনে প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর সুর-নর বিজয়ী কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! বীরগণকে যেন ঘোর নিদ্রিত দেখিতেছি! অর্জ্জুনের ভয়জাল কি সকলের প্রতি লোমকূপে জড়িত হইয়াছে! দেখ, বেলাভূমি যেরূপ মকরালয়কে রুদ্ধ করিয়া রাখে, আমি ও সেইরূপ উহাকে অবরোধ করিব! বসুসেন কাহারও অনুকূলতা গ্রাহী নহে, তোমরা দূর হইতে বীরত্ব অবলোকন কর, আমি বিজয়কে পরাজয় করিয়া মিত্রঋণে উদ্ধার হই।

অস্ত্র শস্ত্রবেত্তা কৃপ কহিলেন, কর্ণ! অমূলক বাগ্মিতা পরিহার কর। ধনঞ্জয়-বিজয়ী রথী এখনও প্রকৃতির গর্ভে উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা হইয়া পশুপতির প্রতিযোধ, কালকেয়গণের নিহন্তা, এবং নিবাত কবচ আদি অসঙ্খ্য বীরনেতাদের সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন। তুমি অসহায়ে কোন যুদ্ধ করিয়া তাঁহার বীরত্ব লোপ করিতে ভরসা কর। বলিতে কি,মৎস্য দেশে ইহাঁর অধিষ্ঠান জানিলে ভ্রমেও আমরা বিরাট আক্রমণে আসিতাম না।

বিপুল পরাক্রমী, অশ্বত্থামা কহিলেন, কর্ণ! গোধন এখনত নিজ সীমার বহির্ভূত হয় নাই, বিরাট-বিজেতা উপাধির বর্ণমাত্রও সংগ্রহ কর নাই; তবু তুমি কোন্ গর্ব্বে আত্মশ্লাঘা করিতেছ? না করিবেই বা কেন? যাহার অধীশ্বর অক্ষ উপার্জ্জিত সম্পদে অধিরাজ, তাঁহার সহচর ঘৃণিত লজ্জা ক্রয় করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? যে অর্জ্জুনকে কালের কাল আর ধনুর্ব্বেদের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আচার্য্য তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া কি দোষ অর্জ্জন করিলেন? আজ কেবল কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলে যশঃ পাইবে না। সব্যসাচীর শর বৃষ্টিতে অঙ্গ পাতিয়া দিতে হইবে। তিনি এই বলিয়া পক্ষান্তরে বলিলেন, দুর্য্যোধন! আপনি যে বুদ্ধিবলে পর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই বুদ্ধি, আর সেই অক্ষমন্ত্রীদিগকে লইয়া যুদ্ধ করুন, স্বেচ্ছানুসারে অন্যান্য যোদ্ধারাও প্রবৃত্ত হউন। আমি ফাল্গুণীর সহিত যুদ্ধ করিব না, যদি মৎস্যরাজ আগমন করেন, তাহা হইলে প্রস্তুত আছি।

তাঁহার এইরূপ মনোভঙ্গ দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, গুরুপুত্র ক্ষমা করুন। এক্ষণে আত্ম কলহের সময় নহে। উহাদের সৈন্য-উত্তেজনা-ভাষা-সংঘটন-দোষে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। বীরেন্দ্র! ক্ষত্র-ব্রহ্ম, উভয় তেজই আপনার এবং উভয় আচার্য্য মহাশয়ের পদানত; আপনারা ব্যতীত কৌরবতরী নিশ্চয়ই পার্থ জলমগ্ন হইবে। দুর্য্যোধন! তুমি স্রস্তর হইয়া ভারতভূষণ ব্রহ্মতেজস্বী বীরত্রয়ের স্মরণ লও, ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে পারে।

ইন্দ্রিয় বিজয়ী ভীষ্ম তাহাদিগকে এই বলিয়া, দুর্য্যোধন ও কর্ণ সহিত বীরত্রয়কে সান্ত্বনা করত ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক সুসজ্জ হইলে অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত প্রথম শরদ্বয় গুরুপদে প্রণত হইল, অন্য দুইটী নক্ষত্রবেগে আসিয়া তাঁহাকে সুসংবাদ দিয়া ফিরিয়া চলিল। অনন্তর বীর অবতার পার্থ যুদ্ধ ভূমিতে দুর্য্যোধন ও গোধন সকল না দেখিয়া গো সমস্ত সহিত তাহার প্রত্যাগমন বিবেচনায় তিনি শঙ্খধ্বনি, গাণ্ডীবটঙ্কার, রথনির্ঘোষ এবং রথস্থ ভূতগণ ও ধ্বজস্থ বানরপতির দ্বারা অননুমেয় ভৈরব নাদের আবিষ্কার করিলেন। সেই প্রকৃতি-প্রতিধ্বনীত শব্দে অপহৃত গোবৎস দল মহাতঙ্কে রক্ষীগণকে অতিক্রম করিয়া উত্তর পশুশালায় প্রস্থান করিল। সুসন্ধানী পার্থ এইরূপে গো-বিমুক্ত করত রণদেবীর উদ্দেশে নর বলি প্রদান করিতে করিতে দুর্য্যোধনের অভিমুখে চলিলেন—কেশাকর্ষণে কর্ণ উপস্থিত হইল— দুর্য্যোধনের সাহায্যে সমস্ত সেনাপতি মৃত্যুপতির ন্যায় অর্জ্জুনের উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লঘুহস্ত অর্জ্জুন অক্লেশে তাহা নিবারণ এবং স্বকীয় বাণে তাঁহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তিনি এক বাণে কর্ণভ্রাতা বিকর্ণের মস্তক এবং অন্যান্য বাণে ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণী, কৃপ, কর্ণ, দুঃশাসন, দুঃসহ, বিবিংশতি, ও বিকর্ণ প্রভৃতির রথ-সারথী ছেদন করত তাঁহাদের বহুল আক্রমণ নিবারণ করিলেন। তদীয় অব্যর্থ সন্ধানে ধূলিআচ্ছাদন অদৃশ্য হইলে—বিরাটের মাতৃভূমি অশ্ব হস্তী ও সৈন্য-সেনাপতির শোণিত সরোবরে অবগাহন করিয়া উঠিলে অন্তরীক্ষে দেবদর্শকেরা অর্জ্জুনের প্রশংসা গীত গাইতে লাগিলেন।

অজেয় যোদ্ধা পার্থ এইরূপ শত্রুদমন করত ক্ষতদেহ উত্তরকে সাহস দান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবাহু কর্ণের সম্মুখীন্ হইয়া কহিলেন, কর্ণ! তুমি বীরকুলাগ্রগণ্য বলিয়া সভামধ্যে যে আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়াছিলে, আজ তাহার পরিচয় দাও। একবার উন্নত মনে যুদ্ধ করিয়া ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখ। পামর! তুই আমাদের অবনতির মূল, তুই দুর্য্যোধনের প্রিয়পাত্র হইয়া আত্মবিপ্লব উপস্থিত করিলি। দুরাচার! আজ্ আর পাশার সহায়তা নাই। একমাত্র শক্তির সহায়তা লইয়াই এই কৃপাণের মুখে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। কিন্তু জানিস্, আকাশভেদী গিরিচূড়া যদি পতঙ্গের মস্তকে নিপতিত হয়, তবে শত শত সহায় সত্ত্বেও তাহাকে কালের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

সমশক্র কর্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! তোর বীরগর্ব্ব সর্ব্বত্র বিদিত, কোটী কোটী চক্ষের উপর অবাধে প্রেয়সীর বস্ত্র হরণ দেখিয়াছিস্। তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দাসত্ব-মূল্যে দেহ বিক্রয় করিয়াছিস্! বীরগ্লানি! আমি তোর মত ভীরু নয়। জাতীয় তাপমান যন্ত্রে আমার প্রত্যেক ধমনী নৃত্য করিতেছে। "কতক্ষণে অপাণ্ডবা পৃথ্বী করিব" এই চিন্তা ত্রয়োদশবর্ষ আমার হৃদয়-বিশ্বে ভ্রমিতেছে। তুই অর্দ্ধ কলসী সলিলের ন্যায় অসম্পূর্ণ বীররসে চঞ্চল হইস্ না, বামন অমিয় বাঞ্ছা করিলে সে দুরাকাঙ্ক্ষা কি তার সিদ্ধ হয়?

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিয়া বীরমদে হৃদয় মাতাইলে তাঁহাদের অস্ত্রকোষ হইতে বহুলশরজাল তাড়িতের ন্যায় রণস্থলে ছুটিতে লাগিল। কখন কর্ণ, কখন অর্জ্জুন, সিংহনাদে স্বর্গদ্বার বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন—নিঃসহায়কে দৈব সখা—কর্ণ যতই আড়ম্বর করুন, ধনঞ্জয়ের জয় লাভ হইল। বসুসেন, অর্জ্জুনের দারুণ শরাঘাতে রণস্থল ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। কুরুদল উত্তরোত্তর নিস্তেজ হইতে লাগিল, অর্জ্জুন রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও রৌদ্ররসে ক্রমশঃ সবল হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভীষ্মের সহিত তাঁহার আবার ঘোর সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বলীন্দ্র সে ক্ষেত্রেও তাঁহাকে পরাভব করায় দুর্য্যোধন স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অমোঘ সন্ধান অলক্ষিতে যাইয়া পার্থের ললাট ভেদ করিল;

তিনিও মুহূর্ত্তের পরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। কুরুনাথ শরাঘাত যন্ত্রনায় পলায়ন করিতে লাগিলে ইন্দ্রনন্দন পরিহাসের অঙ্কুশ প্রহার করিয়া তাঁহার মনমাতঙ্গকে ফিরাইলেন—অঙ্গের সহিত ছায়ারও আবর্ত্তন—তাঁহার পুনরুদ্যম দেখিয়া সকলেই আবার নবীনভাব ধরিয়া দাঁড়াইলেন—তদ্দণ্ডে তাহাও অপনীত হইল—ইন্দ্রনন্দন সম্মোহন বাণ প্রয়োগ করত সকলকে ধরাশায়ীত করিলেন। এই অবসরে উত্তরার প্রার্থনা পূর্ণ হইল; ধনঞ্জয় ভূমিঞ্জয়ের দ্বারা কর্ণ দুর্য্যোধনাদির পীত, নীল মূল্যবান বসন গ্রহণ করত সমর ক্ষেত্রের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিগতমোহ দুর্য্যোধন স্বভাবপ্রাপ্তবীরগণকে কহিলেন, আপনারা অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন কেন?

তখন ভীষ্ম, সহাস্য বদনে কহিলেন, দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বল বুদ্ধি কোথায় ছিল। পার্থ তোমাদের অচেতন অবস্থায় নিষ্ঠুরতা করেন না বলিয়া এই কি তাহার প্রতিশোধ দান হইবে? রাজন্! এক্ষণে অনর্থক বিবাদে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে চল। তিনি এই বলিয়া সকলকে প্রস্থানোদ্যত করিলে ধনঞ্জয় শরদ্বারা পূজনীয় গণের পূজা বিধান, ও দুর্য্যোধনের মুকুট ছেদন করিয়া দেবদত্ত শঙ্খনিনাদন পূর্ব্বক সারথির দ্বারা রথাবর্ত্তন করিয়া চলিলেন। বিমানরাজ সমী সমীপে উপনীত হইলে ধ্বজারোহী বানর ও ভূতগণকে বিদায় করিয়া উত্তর কর্ত্তৃক অস্ত্রসকল পূর্ব্বভাবে রাখিয়া অঙ্গনা বেশ ধারণ করিলেন। বিরাট কুমার সেই গুপ্তরহস্য সঙ্গোপন করিয়া রাখিতে অঙ্গীকার করত স্বয়ং রথীবেশে রথারূঢ় হইলেন। বার্ত্তাবহ এই সুসংবাদ বহন করিয়া রাজভবনে অগ্রসর হইল।

এদিকে ত্রিগর্ত্ত বিজেতা বিরাট রাজ অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া উত্তরের যুদ্ধ যাত্রা শ্রবণে তদীয় কুশললাভে হতাশ হইয়া আক্ষেপ সহকারে সৈন্য প্রেরণোদ্যোগ করিলেন। সেই সময় উত্তর প্রেরিত দূত রাজসমীপে জয়-বার্ত্তা নিবেদন করিল—নরনাথ যারপরনাই আহ্লাদিত—সংবাদ দাতাকে পুরস্কার এবং পুত্রের অভ্যর্থনাজন্য নগর সজ্জায় আদেশ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে আরও আনন্দের ঊর্দ্ধতম সোপানে উঠিয়া পাশা আনয়ন

করত যুধিষ্ঠিরের সহিত ক্রীড়াবাসনা ও স্বপুত্রের গুণ গান করিতে আরম্ভ-করিলে নরেন্দ্র যুধিষ্ঠির পাশাক্রীড়ায় অনিচ্ছা এবং উত্তরের যশঃ গীতির পরিবর্ত্তে বারম্বার বৃহন্নলার পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—ভাগ্যফল অপরিহার্য্য—মৎস্যপতি মুখ্যসভাসদ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বৃহন্নলার সুখ্যাতি শুনিয়া তদীয় মুখ মণ্ডলে অক্ষপ্রহার করিলেন। প্রহারগত আঘাতে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত পাত হইতে লাগিল। তিনি স্বর্ণপাত্রে সেই প্রবাহিত রুধির ধারণ করিলেন। এমত সময়ে দ্বার-প্রতিহারী সমুত উত্তরের শুভাগমন জানাইলে—"প্রবাহিতরক্ত পার্থের নেত্রগোচর হইলে তিনি প্রহারকের বংশধ্বংশ করিবেন" তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ধর্ম্মরাজ প্রতিহারীকে বৃহন্নলার. প্রবেশ নিষিদ্ধ সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে কেবল উত্তরই পিতৃপ্রসাদ লইতে তথায় উপনীত হইলেন—শোণিত দেখিয়া হৃদয় শুকাইয়া গেল—রাজকুমার পিতৃমুখে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মশাপের ভয় প্রদর্শন করিয়া ভূপতির সহিত তাঁহাকে সবিনয় সান্ত্বনা করত অর্জ্জুন ভীতি সাগরে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন—বৃহন্নলা উপস্থিত হইল—মৎস্য-নরনাথ তাঁহাকেও সম্ভাষণ পূর্ব্বক উত্তরের প্রচুর সম্মান করত পুত্রকে সংগ্রাম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অকপট সত্যকে গোপন করিয়া "কোন দেবকুমারের দ্বারা কৌরব বিদ্রোহে উদ্ধার হইয়াছেন এবং সময়ান্তরে তদীয় দর্শন প্রাপ্ত হইবেন" পিতৃপদে ভূত ভবিষ্যতের এই দুইটী সংবাদ প্রদান করিলেন—ভূপতির মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় হইল—রাজনন্দন এমতে পিতার নিকট বিদায় লইয়া বৃহন্নলার সহিত অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক উত্তরাকে বিজিত ভূষণ প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

তদনন্তর তৃতীয় দিবসে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজবেশ পরিধান করিলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্টির রাজাসনে উপ-বেশন করিলেন। চতুর্দ্দিকে অনুজগণ এবং বামপার্শ্বে মহারাণী পার্ষতী উপবিষ্টা হইলেন—মৎস্যদেশে অজ্ঞাত মেঘ অদৃশ্য—ধর্ম্মরাজ মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় সিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন। মহীপতি বিরাট সভামধ্যে আসিয়া

এইব্যাপার অবলোকন করত রাজাসনে উপবেশন জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলে অর্জ্জুন ও উত্তর কর্তৃক তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহার মনে গভীর প্রেমোদয় হইল। তিনি কৌন্তেয়গণকে শ্রদ্ধা সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহোদয়গণ! অজ্ঞানজনিত আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। চন্দ্রকুলচন্দ্র মৎস্যদেশে যে আত্মগোপন করিয়াছেন ইহা কিরূপে জ্ঞান-গোচর হওয়া সম্ভব। ফলতঃ আপনাদের বাৎসরিক অধিবেশনে বিরাট-পুরী পবিত্র হইল এবং পদে পদে শত্রুহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া আপনারা আমাকে যারপর নাই উপকৃত করিলেন। যাহাহউক ঈদৃশ প্রিয়তা বদ্ধমূল হইতে পরম্পরার কুলবন্ধনী থাকা আবশ্যক, অতএব হে ধনঞ্জয়! আপনি উত্তরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

তাঁহার এইকথা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির তদীয় নিবাসে প্রবাস নিবন্ধন বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন এবং ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি তাঁহার পিতৃকল্প সংগীতশিক্ষাগুরু; অতএব আপনার সহিত প্রণয় স্থাপন জন্য রাজকুমারিকে পুত্রবধূ করিতে অঙ্গীকৃত হইলাম। সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মদীয় পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পাদন করিব। ফাল্গুনীর এই চিন্তাশীলতা ধারণায় সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডব-সূর্য্যোদয়ে ভারত-রজনী প্রভাত হইল। ভগবান্ বাসুদেব কৌন্তেয়গণের আত্ম প্রকাশ সংবাদের সহিত অতি মধুর বৈবাহিক নিমন্ত্রণ পাইয়া সুভদ্রা, সৌভদ্রেয় এবং বৃষ্টি, অন্ধক, ও ভোজ বংশীয়ের সহিত তথায় আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইলেন। পাণ্ডব দর্শন ও উত্তরা-পরিণয় উপলক্ষে রাজপুরে তুমুল জনতা হইল। মহীপতি বিরাট বহুমূল্য যৌতুকের সহিত দুহিতাকে অভিমন্যুর হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

উত্তরা-পরিণয় সমাপ্তি হইলে একদা সমাগত বীরবৃন্দ সভাসীন হওয়ায় ভগবান্ বাসুদেব ও বলরাম কুরু পাণ্ডবের সন্ধিসূচক মঙ্গলদায়ক প্রস্তাব করিলেন—দেশকাল পাত্রভেদে মধুচক্রে গরল লক্ষিত হইল—মহাবাহু সাত্যকি

দুর্য্যোধনের চরিত্র-সাক্ষি লইয়া প্রার্থনীয় সন্ধি-আন্দোলন পণ্ডশ্রম প্রমাণ করিলেন। তখন রাজর্ষি দ্রুপদ প্রাচীন বিধি আলোচনা করিয়া বলিলেন, পাপাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে অবিবাদে রাজ্যদান করিবে না; বীর-গর্ব্বধারিণী ধরা অবশ্যই বহুপুত্রহীনা হইবেন। অতএব সন্ধি প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, ইহাঁরা উভয় উদ্যমেই থাকুন, হয় শান্তি রক্ষা, নাহয় সংগ্রামের অবতরণীকা হইবে। রাজাগণ যখন অগ্রিম বরণে বাধ্য, তখন অনিশ্চিত সন্ধির আশ্বাসে কিরূপে চেষ্টাশূন্য থাকা যাইতে পারে। বৃদ্ধরাজা দ্রুপদ এই কথা বলিলে তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ বাক্য সর্ব্ববাদী সম্মত হইল। ভগবান্ হরি বীরবরণ সময়ে আগমন করিবেন স্বীকৃত হইয়া স্বজন সহিত দ্বারকা রাজ্যে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ, হস্তিনা নগরে শান্তি ব্যবস্থাপক জনেক ব্রাহ্মণ প্রেরণ এবং দিগ্‌দিগন্তর হইতে বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

গুপ্তচরের দ্বারা এই সকল যুক্তি চালনা হইলে সেপক্ষেও বীরবরণ আরম্ভ হইল। একদা অর্জ্জুন দুর্য্যোধন উভয়েই ত্রিদশনাথ কৃষ্ণকে বরণ করিতে দ্বারবতী পুরে উপনীত হইলেন--বিশ্বচক্রীর মায়াচক্র চিরদিন ঘূর্ণায়মান—তিনি বীর দ্বয়ের আগমন জানিয়া যোগনিদ্রা আরম্ভ করিলেন। অগ্রগামী দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শিরোভাগস্থ হেম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, পরাগত অর্জ্জুন তদীয় পাদমূলে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন—ভক্তাধীনের ভক্তপ্রিয়তা সুসিদ্ধ—তাঁহার মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হইলে অগ্রে ধনঞ্জয় তদীয় প্রথম দৃশ্যে পতিত হইলেন। অতঃপর কুরুরাজ কমলাপতির নয়ন-পথিক হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ, অগ্রজের আজ্ঞানুসারে যাদবগণ ভারত যুদ্ধে সাহার্য্য করিবেন না বলিয়া তিনি কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন। দুর্য্যোধনের অনুকূলে ফাল্গুনীর বধ্য মহাযোধ অর্ব্বুদ সঙ্খ্যক নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন। কুরুপতি তাঁহার নিকট এক অর্ব্বুদ এবং কৃতবর্ম্মার নিকট এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে বিরাটরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের আরও মহৎফল

লাভ হইল, তিনি মৎস্যদেশগামী মহারাজ শল্যকে পথিমধ্যে বরণ করিলেন। মহাত্মা শল্য তাঁহার সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়া মৎস্যভূমে যুধিষ্ঠিরাদি ভাগিনেয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করত ধর্ম্মরাজের প্রার্থনানুসারে "কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে কটুবাক্যে কর্ণের তেজ হরণ করিবেন" তাঁহার নিকট এই প্রতিশ্রুত হইয়া কুরুগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন।

এদিকে পাণ্ডব প্রেরিত নীতিবিশারদ ব্রাহ্মণ হস্তিনানগরে উপনীত হইলে ভীষ্ম বিদুরাদি দ্বিজভক্তগণ তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। পাঞ্চাল-রাজ-পুরোহিত তাঁহাদের উক্তি অনুসারে পাণ্ডবগণের কুশলকাহিনী বলিয়া সন্ধি বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তখন সেই শুভময় প্রস্তাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, ও ধৃতরাষ্ট্রাদি প্রাজ্ঞগণের অভিমত হইল। মদগর্ব্বিত দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করিল না—কৌরবের মঙ্গলভানু নিতান্তই অবসান—দ্বিজরাজ বহুযত্নেও ভগ্নপ্রয়াশ হইয়া মৎস্যধামে গমন কবিয়া প্রেরকগণকে দুর্য্যোধনের অবাধ্যতা বিষয় বিশেষরূপে জানাইলেন। বিরাটধাম ও হস্তিনাভুবনে দিবানিশি সামরিক আলোচনা হইতে লাগিল। জ্ঞানবান্ ধৃতরাষ্ট্র সমর উৎসাহধ্বনি শুনিয়া ভবিষ্যভারতে মহাশ্মশান দেখিতে পাইলেন—তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল—"সন্ধির পুনরুল্লেখ হউক" তিনি এই ভাবিয়া সততা প্রদর্শন জন্য পাণ্ডবগণের নিকট মহাত্মা সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলেন। সুত নন্দন অম্বিকানন্দনের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া বহুদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মৎস্যরাজ সভায় পদার্পণ করত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহরাজ! আমি ভাগ্যবলে আপনার পুনঃ সন্দর্শন পাইলাম। আর্য্য ধৃতরাষ্ট্রও আপনাদের অভ্যুদয় শুনিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। অতএব আপনি এই মহানন্দে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করুন। রাজন্! আপনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তা, আপনার পক্ষে জ্ঞাতি-বধ-মন্ত্রণা কখন যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে মহাত্মা শান্তির সূতিকাগার, তাঁহার নিকট শান্তিভঙ্গ হওয়া কতদূর দুঃখের বিষয়! কৌরবগণ লব্ধরাজ্য প্রতিদান করিতে অপ্রস্তুত বটে, কিন্তু তজ্জন্য কি আপনার ধর্ম্মমন্ত্রণায় অসঙ্খ্য প্রাণী হত্যা করিয়া অনিত্য বিষয় ভোগ করা সম্ভব? বিশেষতঃ কুরু-পাণ্ডব

উভয় পক্ষই রণসাগরে অবতীর্ণ হইলে কে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবেন? অতএব এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করাই আপনার শ্রেয়স্কর। অর্থ লোভে অসঙ্খ্য প্রজা ক্ষয় করিলে দূরদর্শিতার মর্য্যাদা ভঙ্গ হইবে। ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্রিয় শাসন করা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তবে লোকলজ্জায় উত্তেজিত হইয়া মোহজালে বিজড়িত হইতেছেন কেন? নরনাথ! যে বিষয়-বিষ হইতে ধর্ম্মের মধুরত্ব লোভ হয়, আপনি যোগোপাসকের উপদেষ্টা হইয়া আবার তাহাই আকর্ষণ করিতেছেন!

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সঞ্জয়! ধর্ম্মব্রত প্রতিপালন করাই জগতের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব আমাদের কুলনৈতিক সমর অবতারণা করিলে কিরূপে ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়? বরং অশাস্ত্র মতে অনধিকার চর্চ্চা করিলে অবশ্যই পাপের ভার বহিতে হইবে। ধীমন্! ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যশাসন, বৈশ্যেরা বাণিজ্য, এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। অতএব আমার এ উদ্যম কিরূপে ন্যায় বহির্ভূত? প্রথমতঃ কুলধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ আপদ্ধর্ম্ম রক্ষাকরিবার জন্য ইহা অপরিহার্য্য বলা যাইতে পারে! সঞ্জয়! আমি পরিণাম না ভাবিয়া কর্ম্মের প্রবেশিকা মন্দিরে গমন করি নাই। কর্ম্মকাণ্ড অতি সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়; সারগর্ভ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতেই আত্মা নিমিত্ত মার্গে নীত হয়েন। যাহাহউক এক্ষণে আমার কথিত বিষয়ে যদি কোন বক্তব্য থাকে, তবে কৃষ্ণই তাহা বলুন। তিনি এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে দেব বাসুদেব কহিতে লাগিলেন;—

ঊষাতে উঠিয়া সুমেরু শিখরে,
এসৌর জগতে দিন মণি ফিরে;
উপগ্রহ যত ধায় বেগভরে;
আপন করমে আপনি তারা।
অমাতে চন্দ্রমা অদৃশ্য গগণে,
মলিনা যামিনী প্রাণ-নাথ বিনে;
কর্ম্মফল বিনা আছেকি ভুবনে?
স্বকরমে, বিশ্ব—বহিছে ধরা।

নিবসে অনল অর্ণবের কোলে,
নাচে জল নিধি সদা বাহুতুলে ;
নবঘন মাঝে ক্ষণ প্রভা দুলে ;
করমের বশে করিয়া ত্বরা।
সদা সদাগতি ভ্রমে বিশ্বমাজ,
বর্ষচক্র ধরি ফিরে ঋতুরাজ ;
কমল জাগিলে কুবলয়ে লাজ ;
করমের পাশ হৃদয়ে পরা।
যুগ যুগান্তর জাগিয়া প্রকৃতি,
গভীরা নিশায় গায় নিশা গীতি ;
হিমের ঝরণা ঝরে নিতি নিতি ;
করমের লিপি ললাটে ভরা।
নিদাঘে চাতক চাতকী জলদে,—
বলিয়া আহ্বানে নবীন জলদে ;
জলধি থাকিতে তবু তারা কাঁদে ;
করমের পাকে জ্ঞানের হারা।
অতএব ধীর কর্ম্ম হীন হলে !
কে যোগাবে ফল এজগতী তলে ?
জ্ঞান প্রাপ্তি হয় কর্ম্মতরুতলে—
জ্ঞানবলে মুক্ত এ ভব-কারা॥

ভগবান্ কৃষ্ণ প্রাকৃতিক উদাহরণে মহাত্মা ধর্ম্মের পক্ষসমর্থন করিয়া "দুর্য্যোধন রাজ্য প্রদান না করিলে অবশ্যই মহাসমর হইবে" এই নিগূঢ় বিবরণ বলিয়া সঞ্জয়কে হস্তিনা-বিদায় করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "প্রাপ্তোকালোনজীবতি" এইকথার সার্থকতা দেখিতে হস্তীনারাজধানীতে গমোনদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডব প্রবাস, সময় পালন, কীচকবধ, গোহরণ ও বৈবাহিক পর্ব্ব ; এবং উদ্যোগ পর্ব্বীয় সেনোদ্যোগ ও সঞ্জয় যান পর্ব্ব ; কুরুবংশে বিষাদে বিহারনামক পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গ।

হস্তিনা রাজধানী—উপগীতা।

(হিতোপদেশ)



"প্রাপ্তকালো ন জীবতি।"

কালের ঔষধ নাই, গতায়ু জীব চরমকালে নিত্যরূপিনী প্রকৃতির বিকৃত মূর্ত্তি সন্দর্শন করে।—মহারাজ দুর্য্যোধনের কালপূর্ণ হইলে তিনি সাধুগণের সদুপদেশকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারত সমরের বিরাট জনতা করিলেন ;—বেদ বিশারদ ধীমান্ সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া হস্তিনা রাজ্যে আগমন করিতে লাগিলে দুর্নিমিত্ত কুলক্ষণ সকল তাঁহার পুণ্য চক্ষে পতিত হইল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন—এতদিনের পর স্বাধীনপ্রিয়া ভারত জননীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হইল! আদিত্য উদয়াস্তকালে কবন্ধ পরিবৃত এবং সায়ং সময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেত লোহিত প্রান্ত ও বিজলী সংযুক্ত পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত হইতেছেন! দারুময় দেবপ্রতিমূর্ত্তি সকল অট্টহাসি হাসিতেছে! অরণ্য মধ্যে তরুনিচয় অকাল ফল কুসুম প্রসব করিতেছে! এদিকেও আবার গোগর্ভে গর্দ্দভ, গর্দ্দভ হইতে গোবৎস এবং শিখণ্ডিনী প্রভৃতিতে শুক-শারীকাদি শঙ্কর জাতি উৎপাদন দেখিয়া দেহ কণ্টকিত হইতেছে! স্বভাবের এইরূপ অনেক বিভাবই দেখিতেছি—ভূজগ-দল শৃঙ্গ বিশিষ্ট, শৃঙ্গীচয় শৃঙ্গহীন হইয়া বনে নগরে বিচরণ করিতেছে!

মহাজ্ঞানী সঞ্জয় এই সমস্ত দুর্লক্ষ্য নিরীক্ষণ করিয়া রাজপুরে গমনপূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করত "আগামী প্রত্যূষে পাণ্ডব সংবাদ সবিশেষ বর্ণন করিব" বলিয়া অন্ধরাজকে অভিবাদন করিয়া গৃহা-

গমন করিলেন—চিন্তা উৎকর্ণ হইয়া রহিল—শর্ব্বরীসুখদা নিদ্রা ভ্রমেও রাজচক্ষু স্পর্শ করিলেন না; অম্বিকাকুমার সৎপ্রসঙ্গে রজনী যাপন করিতে ভগবান্ বিদুরকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! জ্ঞাতি বিপ্লব দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রগণের দাম্ভিক ভাব দেখিয়া আমি যারপরনাই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছি; অতএব কিরূপে শান্তিপাদমূলে প্রশ্রয় পাইতে পারি, এমন যুক্তি মূলক কিছু সদুপদেশ প্রদান কর?

ভগবান্ বিদুর কহিলেন, রাজন্! নিঃস্ব, তস্কর, কামুক, রোগী ও বিপন্ন ব্যক্তিরা কখন প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না। তাহাদের মন পলকে শত শত বার আকাশ পাতাল প্রদক্ষিণ করে। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইলেও আপদের অগ্রগামিনী ছায়া আপনার হৃদয়াধারে পতিত হইয়াছে; তজ্জন্যই সুখের পরিমল সৌরভ কোনরূপেই আঘ্রাণ করিতে পারিতেছেন না। মহারাজ! দুরাচার ব্যক্তিরা পরমন্দ করিয়া মনকে অপ্যায়িত করে; কিন্তু জীবাত্মা তন্নিবন্ধন গভীর অনুতাপ করিয়া সুখের হস্তচ্যুত হইয়া যায়; অতএব বীরবর! কুরু-পাণ্ডবে সন্ধিস্থাপন করিয়া সুখের অঙ্কে বাস করুন। সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ হইয়া অশাস্ত্রিকের ন্যায় আচরণ করিতেছেন কেন? আর্য্য! লোভরহিত আত্মা নদীস্বরূপ; পুণ্য স্রোত, সত্য জল, ধৈর্য্য কুল এবং দয়া তাহার তরঙ্গ। ধার্ম্মিকগণ ঐ তরঙ্গিনীতে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। অতএব আপনি ধৃতিরূপ তরণী আরোহণে মকররূপ রিপুনিবাস ইন্দ্রিয় পারাবারে গমন করুন।

মহাত্মা বিদুর অগ্রজের উক্তিমতে বহুল রাজনীতি নিবেদন পূর্ব্বক তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাঁহাকে অটল বৈরাগ্য প্রদর্শন জন্য মহর্ষি সনৎসুজাতকে ধ্যান করিলেন। ঋষিরাজ বৈষ্ণব চূড়ামণি বিদুরের স্মরণে তথায় আগমন পূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, ভগবন্! আপনার দ্বারা কতকগুলি আধ্যাত্মিক সন্দেহ ভঞ্জন হইবে এই আমার একান্ত ইচ্ছা, অতএব প্রথমতঃ দাসের এই সন্দেহ মোচন করুন—ব্রহ্ম-ভাবুক যোগীগণ মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; তবে দেবাসুর সকলেই কিজন্য মৃত্যুহস্তে পরিত্রাণ লইতে ব্রহ্মচর্য্য

করেন, এবং যজ্ঞই যদি মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ, তবে সাধকেরা কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিরত হন কেন ?

তপোধন সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! মৃত্যুর নাস্তিকতা সাধুদিগের অভিমত ; কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ-মাৎসর্য্য আদি রিপুগণ-হইতে পাপ এবং পাপ হইতে মৃত্যুর বীজবপন হইয়া থাকে। মৃত্যু স্বতই উদ্ভব হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত সিদ্ধগণ পরমাত্মার সহিত কিরূপে অনন্ত জাগরণ করিতে পারেন! প্রত্যুত যোগবলে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়, ও সপ্তম পুরাণ-কার মার্কণ্ডেয় আদি, ব্রহ্মদিবার আদি অন্তও দর্শন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ড পক্ষে সকামযজ্ঞ অনিত্য সুখদানে নিরন্তর সুসম্না নাড়ী দ্বারা জীবকে দেহান্তরে পরিচালিত করিয়া ক্রম-মুক্তি উৎপাদন করে। অতএব যোগেন্দ্র পুরুষ জগৎকে সকাম কর্ম্মক উপদেশ প্রদানে বিরত হইয়া নিষ্কাম যজ্ঞকে মহাগতির কারণ স্বীকার করেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, ঋষে! যে জীবাত্মা অনুপ্রবেশ দ্বারা সুসম্না নাড়ী পথে প্রপঞ্চবিশ্বে সঞ্চরিত হন্, তিনি কোন্ মহাপুরুষ কর্তৃক নিয়োজিত, এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, পাপদ্বারা প্রতিহত না ধর্ম্মবলে পাপ বিদূরিত হয় ?

সনৎসুজাত কহিলেন, অনাদি প্রকৃতিযোগ সম্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম দেহে ক্ষেত্র-যোগ সহকারে নিত্য পরমাত্মাই জীবাত্মা হয়েন। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বয়ংভূ ; অতএব আত্মার ভেদ-যোগ জ্ঞান এবং আত্মারূপী নির্ব্বিকল্প নিত্য পরমেশ্বরের নিয়ন্তার অনুসন্ধান করিলে অদ্বৈত ধারণার হানি হইয়া পাপ সঞ্চার হয়। আর "উপাসনা যুক্ত কামশুন্য কর্ম্ম এবং মহাসাধন সন্ন্যাস" এই উভয়েরই চরম ফল সমান ; কিন্তু একবারেই ইন্দ্রিয় চর্চ্চা ত্যাগকরা সন্ন্যাস বলিয়া তদ্দ্বারা পাপের ধ্বংস এবং কর্ম্মিদিগের কর্ম্ম সহকারে পাপার্জ্জন সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় সকর্ম্মকধর্ম্ম পাপসংযোগে লোপ হওয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে। ফলতঃ ধীমান্ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও বেদাভিমানী ব্যক্তি প্রায়ই কর্ম্মকর্ত্তা হন।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে পুণ্যবান্‌গণের স্বর্গীয় সুখের তারতম্য বিবরণ প্রকাশকরুন। "কিরূপ ধর্ম্মপথিক চরমে কোথায় অবস্থান করেন" এই গূঢ় বার্ত্তা শ্রবণে আমার বিশেষ উৎসাহ হইতেছে ?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! সংযতাত্মা মৌনী যোগীগণ চরমে পরব্রহ্মে লীন হন্; কর্ম্ম যোগিরাও অন্তিমে শাশ্বতলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। সকামী পৌত্তলিকাদি ধর্ম্মযাজক ও জড়োপাসকেরা কালক্রমে কিছুকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! মৌন কিরূপ? এবং তাহার লক্ষণ, প্রয়োজন ও আচার কেমন; আর তদ্দ্বারা নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয় কিনা?

সনৎসুজাত কহিলেন, যাঁহাতে মন ও বেদ সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেনা; যাঁহাতে প্রণব রূপ বেদশব্দ, জীবাত্মারূপ ভূতত্ব, এবং তন্ময়ত্ব প্রকাশমান্; সেই পরমাত্মা প্রাপ্তিই মৌনের প্রয়োজন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তর বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমই মৌন। ভাণ না থাকাই মৌনের লক্ষণ; গুরুআজ্ঞাক্রমে প্রণবময়ত্ব রূপে পরব্রহ্মের ভাবনাই তাহার আচরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! শাস্ত্রকার বলেন—জ্ঞানময় বেদই সৎপথের প্রদর্শক। অতএব যদি তাহাই হয়, তবে বেদবেত্তাগণ পাপ করিলে তাঁহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় কিনা?

ঋষি কহিলেন, বেদ ছলজীবী ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন নন্। মহাবেদজ্ঞ হইলেও পাপ কাতরতাজন্য চরমকালে তাহার বৈদিকস্ফূর্ত্তি থাকে না।

রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম ভিন্ন বেদই যদি বেদ বেত্তাদের পৃষ্ঠ পোষকনন্, তবে বেদমন্ত্রপুত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে কিরূপে দেব মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয়।

সনৎসুজাত কহিলেন, ধর্ম্ম প্রকাশ জনিত ব্রহ্মের অয়ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ জগৎবাসীর শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হন; কিন্তু সেই আর্য্য ধর্ম্ম বিচলিত হইলে কিরূপে তিনি মুক্তিদাতা বেদের সহায়তা পাইবেন! একমাত্র নিষ্কাম তপস্যাই যে কুলের সম্পদ, তাহাতে ব্যভিচার দোষ স্পর্শিলে আদৌ ব্রহ্মত্বই রক্ষা হয় না। কিন্তু হে ভারত! তাপসদিগের ঐ তপস্যাও দুই প্রকার; কৈবল্য সাধন হেতুক তপস্যা সমৃদ্ধ এবং অনিত্য স্পৃহতায় যে তপস্যা তাহা অসমৃদ্ধ বলিয়া কথিতহয়। ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ দোষ ঐ সমৃদ্ধ তাপসদের চরিত্রে লিপ্তথাকে; অতএব সেই সকামী তপস্বীরা নিত্য সুধা ছাড়িয়া অনিত্য গরল পান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা

একেশ্বর ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাতে দৃকপাত করেন না। বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্মই বেদ্য ও সত্যস্বরূপ; তিনি বেদ বেত্তাদের জ্ঞেয়, কিন্তু অনন্ত চক্ষুরও দ্রষ্টব্য নহেন। মহাসাধকেরা ধ্যানধারণা দ্বারাই মূলাধারে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন; যাহাতে সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হইয়া ঐ চিন্তনীয় ব্রহ্ম-চিন্তা আবির্ভূত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ব্রহ্ম-প্রাপিকা বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গুরুকৃপায় জ্ঞানপিপাসু শিষ্য সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মী বিদ্যার প্রকাশ, অব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্মচর্য্য গুণে ইহপর-লোকে তাঁহাদের ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে পুরুষ হৃদয়ে সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম অবলোকন করেন, তাঁহার নেত্রে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার কিরূপ রূপ প্রতীয়মান হয়।

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মের রূপ অননুমেয়; তাহা শৈলকন্দরে সমুদ্রগর্ব্ভে, তারকাপুঞ্জে কি বিভাসমান্ কোন তৈজস পদার্থে দৃশ্যহয় না। কারণ, তিনি তত্ত্বাতীত, আনাময় ও কৈবল্যপুরুষ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্বারূপ্য সৃষ্ট নাই। যোগীরাই কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগদ্বারা সনাতন পরমাত্মার অব্যয়রূপ অবগত হন্। ব্রাহ্মী বিদ্যাহীন মূঢ়ব্যক্তিরা কোটি কল্প যাগ যজ্ঞ করিয়াও তাঁহাদের সমতা লাভ করিতে পারেনা। হে কৌরব! বিশ্বের অব্যয়বীজ অব্যাকৃত গুণময় ব্রহ্ম সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অথৈওকরস ও নিত্যবস্তু হইয়াও আনন্দময় চৈতন্য-প্রতিবিম্ব শুক্রযোগে জগজ্জন্মাদি কার্য্যে সমর্থ। পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল পঞ্চভূত একরস ব্রহ্মেতে অবস্থিত, অথচ সেই পরমপুরুষ দ্যোতমান জীবরূপে পঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান করেন। সুষুপ্তি কালে জীবত্মারূপে ও প্রলয়কালে নিশ্চেষ্টভাবে তিনি তন্দ্রাযুক্ত হন। বাক্, শ্রবণ ও শ্বাসাদি সম্পন্ন অবিদ্যারূপ দুস্তরনদী ইন্দ্রিয় গণের অধিষ্ঠাতা দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, প্রকৃতি-পুরুষ পরম্পরা তাহার অমৃতরস নামক জলপান করিয়া রত্নময় পুত্রাদি প্রাপ্ত হয়, এবং শুক্ররূপ অধিষ্ঠানে বারম্বার সঞ্চরণ করিয়া ইহ পর লোকে কৃতকার্য্যের সমাংশ-ফলভোগ করে; কোন ভাগ্যবান্ জীব ইন্দ্রিয়রূপ তুরঙ্গম যোজিত দেহরূপ কর্ম্মাধীন নশ্বররথে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ পরমার্থ-পদে গমনকরেন। তাঁহার

অপানবায়ু প্রাণে,প্রাণবায়ু মনে,মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ (ভাব) চতুষ্টয়বিশিষ্ট হংস (পরমাত্মা) সংসার-সাগর উর্দ্ধে পাদত্রয় দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট তুরীয়াখ্য শিবময় অদ্বৈত পাদ অপ্রকাশিত রাখেন ; অতএব বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপক উর্দ্ধতন উক্ত পাদত্রয়ের পরিচালক সেই তুরীয় পাদকে যাঁহারা অবলোকন করেন, এবং যাঁহারা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গশরীর যোগে নিত্য অভিনায়ক পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহারাই চিরনির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হন। মহারাজ! কি মুক্ত কি বদ্ধ উভয়ের পক্ষে তিনি সমান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তিরা অধ্যাত্ম ক্রিয়াগুণেই ব্রহ্মরসের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব আপনি সংযতাত্মা হইয়া জীবন্মুক্ত যোগীজন গন্তব্য পথে উপনীত হউন।

তাঁহাদের এইরূপ শাস্ত্রালোচনায় বিভাবরী তিরোহিত হইলে কিরণ-মালী অরুণোদয়ের ন্যায় সমরোদ্যত বীরনিচয় সঞ্জয় আগমনের পর-পূর্ব্বে সভাস্থ হইলেন। যশোরাশি সঞ্জয় বিরাটএকতা নিরীক্ষণে সন্ধি-বিগ্রহ-জনিত পাণ্ডবগণের নীতি নম্রতা ও বীর আবেগ পূর্ণ বক্তব্য বিষয় সকল নিবেদন করিলে তাঁহার সেই সত্যস্তূপ উক্তি সকল বিশাল জনতাকে কম্পমান্ করিয়া তুলিল। দুর্য্যোধনের উত্তেজিত মন লক্ষিত পথ হইতে পদমাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। ভবিষ্য চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্র খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়, কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন হইতে আমার কুলক্ষয় হইল! পাণ্ডব-গণের কোপানলে হস্তিনাপুরী একান্তই শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে! যতই বল সংগ্রহ হউক, কাহার সাধ্য পাণ্ডব জলধিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে! কাহার সাধ্য বাসুদেবের বাসনার জয়স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিবে! কোন্ বীর ভীম-বাহু-তরঙ্গে কৌরবের ধ্বংসশীল তীর রক্ষা করিবে! কোন্ বীর বিজয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিয়া জয় পতাকা উড়াইবে! খাণ্ডব দাহনাবধি ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, যে অর্জ্জুন নিত্য নবীন্ উন্নতি করিয়া জয়শঙ্খনাদ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য তদীয় বীর গতির প্রতিরোধ করিয়া আমাদের মসীময় মুখ উজ্জ্বল করিবে ?

ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বিলাপ কাহিনী শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতঃ! আপনি ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছেন কেন? পাণ্ডবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক। আমার পক্ষে প্রধান প্রধান একাদশ অক্ষৌহিণী জীবন প্রদানে উদ্যত আছেন। কিন্তু ঐ সকল মহাবাহুগণের বাহুবলের উপর নির্ভর না করিলেও আমি এবং কর্ণ এই উভয় বীরেই রণযজ্ঞ সমাধান করিব। মহারাজ! আমরা রথ-বেদী, খড়্গ-শ্রব, গদা-স্রুক্, কবচ-যজ্ঞভূমি, অশ্ব-হোতা, শর-দর্ভ, তেজ-ঘৃত এবং যুধিষ্ঠিরকে পশু স্বরূপ করিয়া মহা যজ্ঞ পূর্ণান্তে অচলা রাজলক্ষ্মীর বর লাভ করিব।

দুর্য্যোধন এই মত আত্মদম্ভ প্রকাশ করিলে মহাবীর কর্ণ তাহার সহানুভূতি করায় দেব-নর বিজেতা ভীষ্ম তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া বারম্বার অনাদর করিলেন। বীরপ্রভ সৌরী তদীয় কূট তিরস্কারে "ভীষ্ম বীরের জীবন সত্বে মহাসমরে অস্ত্রগ্রহণ করিবনা" বলিয়া ধনুস্পর্শকরত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন—মনান্তরে অন্তর দগ্ধ হইল—কর্ণগত প্রাণ দুর্য্যোধন সখার কঠোর সত্য শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। ভগবান্ বিদুর বৃদ্ধরাজার দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া যুবরাজকে সন্ধি ব্যবস্থাপক বিবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন—দস্যু শুনেনা ধর্ম্মের কাহিনী—ধর্ম্মচ্যুত দুর্য্যোধন সেকথায় কর্ণপাত করিলনা। নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কুসন্তানকে একান্ত অবাধ্য জানিয়া সঞ্জয়ের উপদেশানুসারে ভগবান্ ব্যাস ও সতীরূপা গান্ধারীকে আনয়ন করত সঞ্জয় সংবাদ বিদিত করিয়া পুত্রের দোষ কীর্ত্তন করিলে গান্ধারী দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রেদুরাত্মন্! তুমি বৃদ্ধগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ঐশ্বর্য্যের সহ জীবন বলিদান দিতে উদ্যত হইয়াছ; জরা-জীর্ণ জনক জননীকে শোকার্ণবে নিমজ্জন করাই কি তোমার পিতৃ ঋণ পরিশোধিনী? কুলাঙ্গার! যদি তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই ভীমসেনের হস্তে নিহত হইয়া তোমাকে পিতৃবাক্য স্মরণ করিতে হইবে।

কুল গৌরব স্বরূপা গান্ধারীর হৃদয়ে এইরূপ ক্রোধের অগ্নি জ্বলিলে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র পুণ্যকথার স্নিগ্ধ জল লইয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিতে ভগবান্ বেদব্যাসকে বাসুদেবের মহিমা-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কবীশ্বর

সত্যবতীনন্দন কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মপাশে আকর্ষণ করিয়া জগতের উদয়াস্ত পর্য্যন্ত জীবকে মায়াচক্রে ঘূর্ণায়মান করে। কিন্তু জ্ঞানযোগে ঐশী অনুরাগ জন্মিলে অনিত্য মায়াজালে আর বিজড়িত হইতে হয় না, অতএব তুমি সাধুস্পৃহ ভগবৎ গুণানুবাদ অবগত হইয়া অনিত্য বিষয় হইতে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত কর; নতুবা মহাবংশ নিশ্চয়ই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে।

তিনি এই কথা বলিয়া প্রিয়শিষ্য সঞ্জয়ের শাস্ত্রীয় বাক্পটুতা দর্শনে তাঁহাকে ঐশী মাহাত্ম্য বর্ণনে আদেশ করিলে ধীমান্ সঞ্জয়, পঞ্চম বেদ বিশেষ মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের অভিমতে জ্ঞানপিপাসু ধৃতরাষ্ট্রকে আপন মন্তব্য বিষয়ের পোষকতায় কহিতে লাগিলেন, রাজন্! অপরিসীম জগন্মণ্ডলের সূক্ষ্ম বিভাগে অণুবীক্ষণের অগোচর বস্তু এবং স্থূল পক্ষে পরাৎপর অননুমেয় বিরাট পদার্থের স্থায়ীত্ব যেমন অনুমিত হয়, তেমন পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কোন প্রবল পরাক্রমীর স্বত্ত্বা স্বীকার করিয়া ভবিষ্য সংগ্রামে কৌরবজয় কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অনন্তকাল অন্বেষণ করিলে অনাদি নারায়ণ ব্যতীত কোন প্রধান পুরুষ জ্ঞান সীমায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আর্য্য! পূর্ণাবতার হরি,—তিনি সর্ব্বভূতের বসন (মায়া আবরণী) ও তেজোময় দেবাদিদেব বলিয়া বাসুদেব; তিনি বিশ্বহারী বলিয়া বিশ্বক্ষর; তিনি অবিদ্যা মায়া (আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধিবৃত্তি) কে ধবন (দূরীকরন) জন্য মাধব; তিনি মধু (চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় চরাচর) সংহার করেন বলিয়া মধুসূদন; তিনি সত্ত্বাবাচক "কৃষ" ও আনন্দ বাচক "ন" শব্দের আধার বলিয়া কৃষ্ণ; তিনি পুণ্ডরীক (পরমধাম) ও অক্ষ (অব্যয়) পদের কর্ত্তা বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ; তিনি দুর্জ্জন অর্দ্দন (দলন) করেন বলিয়া জনার্দ্দন; তিনি সত্ত্বগুণময় বলিয়া সাত্বত; তিনি বৃষভ (বেদ) ঈক্ষণ করেন বলিয়া বৃষভেক্ষণ; তিনি অযোনিজ বলিয়া অজ; তিনি দম (দান্ত) ভাব উদরস্থ (অভ্যস্থ) করিয়াছেন বলিয়া দামোদর; তিনি হৃষ্ট ও ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া হৃষিকেশ; তিনি বাহু (ভাববাচ্যে সৃজন অর্থে হস্ত) হইতে মহত্তত্ত্বের আবিষ্কার করেন বলিয়া মহাবাহু; তিনি

অধোপতনে লিপ্ত (ক্ষয়) নহেন বলিয়া অধোক্ষজ ; তিনি নারের (জলের) অয়ণ (মূলাধার) বলিয়া নারায়ণ ; তিনি প্রধান বলিয়া পুরুষোত্তম ; তিনি সমগ্র কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ জন্য সর্ব্ব ; তিনি সৎ (নিত্যবস্তু) বলিয়া সত্য ; তিনি বিশ্বের উৎপাদক বলিয়া বিষ্ণু ; তিনি জয় শীল বলিয়া জিষ্ণু ; তিনি অন্তহীন বলিয়া অনন্ত ; তিনি গো (জগৎ) হইতে শ্রেষ্ঠ নিমিত্ত গোবিন্দ ; এবং কাল (সময়) রূপে জগতের আয়ুহরণ করেন বলিয়া তিনি মহান্ হরিনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু মহারাজ ! এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ সেই বিশ্বমূলকর্ত্তা যখন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তখন রাজ্য স্পৃহ পুত্রগণকে স্ববশে না আনিতে পারিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বংশশূন্য পরিতাপ ভোগ করিতে হইবে।

ঈশ্বর প্রেমিক সঞ্জয় এইরূপে পরমার্থ কাহিনী বলিয়া নিরস্ত হইলে মহানগরী হস্তিনায় কোথায় শান্তিসূচক কোথায় উত্তেজক মন্ত্রণা হইতে লাগিল। অন্তর্যামী নারায়ণ তাহার পরিণাম ফল জানিয়াও কুরুপাণ্ডবের সন্ধিস্থাপন জন্য পাণ্ডব সমাজ হইতে হস্তিনা রাজ্যে যাত্রা করিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি বহুল রথী এবং অগণ্য রথ পদাতি তাঁহার অনুগামী হইল। ভগবান্ বাসুদেব গরুড়ধ্বজ রথারোহণ পূর্ব্বক বৃকস্থলে পান্থনিবাস করিয়া পরদিবস কুরুদেশ হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সম্মান বর্দ্ধনের জন্য রত্নসম্ভার নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। দুর্য্যোধনও বাহ্য ভক্তি প্রদর্শন জন্য সুসজ্জিত রাজভবনে প্রচুর মঙ্গলময় দৃশ্য স্থাপন করিয়া রাখিলেন—পাপ কতক্ষণ গোপন থাকে—রাজকুমার মনের পাপময় ভাবকে আর গোপন রাখিতে পারিলেন না ; ভীষ্মাদি মহাত্মাগণের নিকট দীনবন্ধু হরিকে বন্ধন করিবার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধুগণ সেই অযুক্তিসঙ্গত বাক্য অনাদরেও শুনিলেন না ; তাঁহারা দেশী বিদেশী রাজসমূহ সহিত অগ্রসর হইয়া নারায়ণকে আনয়ন করিলেন। জগজ্জীবন বাসুদেব আগমন পূর্ব্বক কৌরবদত্ত উপঢৌকন না লইয়া কেবল ভক্তগণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করত প্রিয়জন সহিত চির প্রিয় বিদুরের মন্দিরে গমন করিলেন—বৈষ্ণব কুটিরে কোটি

চন্দ্র উদিত হইল—বিভু সত্যবিভাসন মূর্ত্তিতে বিদুর ও পুত্রবিরহ বিধুরা পিতৃস্বসার হৃদয়ান্ধকার পর্য্যন্ত দূর করিয়া নানা কথা প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন।

অনন্তর প্রত্যূষে সনাতন পুরুষ মাধব, দুর্য্যোধন ও শকুনি কর্ত্তৃক আনিত হইয়া কৌরবের বিরাট অধিবেশনে পদার্পণ পূর্ব্বক সভাজন কর্ত্তৃক মহা সম্মানে রত্নাসনে উপবেশন করত রাজর্ষি প্রবর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি উভয় কুলের হিত কামনায়ই দূতত্ব অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি। আর্য্যধাম শূন্য না হইয়া শুভময় সন্ধিস্থাপনাই আমার উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ যেরূপ আমার বাধ্য, দুর্য্যোধন যখন তদপেক্ষাও আপনার আয়ত্ত কারাগারে বাস করিতেছে, তখন পক্ষগণের দুরভিপ্রায় থাকিলেও কর্ত্তৃকুলের বশতা প্রযুক্ত ইহাদিগকে অবশ্যই শিরোনমন করিতে হইবে; আরও পাণ্ডবেরা কেবল আমার অধীন নয়, ন্যায় বন্ধনীতে আজন্মকাল রাজপদে বিক্রীত রহিয়াছে, এবং সেই আর্য্যধর্ম্ম প্রতিপালনেই ধর্ম্মরাজ অবিবাদে অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আর্য্য! কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষই আপনার অনুগ্রহভাজন; বাৎসল্য মমতার ইতর বিশেষ করিলে পবিত্র ভারতকুলে অকীর্ত্তি সঞ্চয় করা হইবে; আপনি পক্ষপাত শূন্য হৃদয়ে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সন্ধিস্থিরতা করুন। বিশেষতঃ এরূপ প্রবল বন্ধুলাভ প্রার্থনীয়; কারণ, ইন্দ্রতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বাধ্য থাকিলে ইন্দ্রও আপনাকে শঙ্কা করিবেন।

চৈতন্যময় বাসুদেব কুরুপতিকে এই কথা বলিলে ভগবান্ পরশুরাম, মহর্ষি কণ্ব, ও দেবর্ষি নারদাদি তাপসগণ নিত্য পুরুষের উক্তিতে সম্মতিদান করিলেন—সভা নিস্তব্ধ হইল—ধৃতরাষ্ট্র অপার্য্য পক্ষে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ! সমরোন্মুখ পক্ষদের সন্ধিব্যবস্থা অবশ্যই মঙ্গলময় মন্ত্রণা; সেই জন্য প্রাচীন মন্ত্রীগণের সহিত আমিও দুর্য্যোধনকে আত্মবিপ্লব ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু কুমন্ত্রীদের পরামর্শ শুনিয়া কুমার হিতৈষী উপদেশে একবারও মনোযোগ দেয় নাই। বাসুদেব! আমি ভারতকুলের কর্ত্তা হইলেও অন্ধতা নিবন্ধন কিছুই আমার

আয়ত্ত নহে, সন্ধি বিগ্রহ সকলই পরহস্তগত। অতএব স্বয়ং আপনি দুরাত্মাকে অনুশাসন করিয়া অবনতির হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার করুন।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া যাদবেন্দ্র হরি কহিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি রাজনীতিজ্ঞ হইয়া এরূপ অনভিজ্ঞতার কার্য্য করিতেছ কেন? মাতৃভূমির বীররত্নগুলি কালের অগাধ জলমগ্ন হইলেই কি তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হয়? না—পাণ্ডবগণের নিত্য ভিখারীবেশ দেখিলে তোমার মন প্রাণ প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকে? বিধাতা কি তোমার শরীরে এক বিন্দু করুণা দানের বিধি করেন নাই? তুমি ঘোর স্বার্থপরতায় শান্তিদেবীর নিত্যষোড়শী মূর্ত্তি না ভাবিয়া কালের ধ্যান করিতেছ! কিন্তু বীরবর! তোমার আশা তরুতে কখনই সুফল ফলিবে না, হিতবাক্য অবহেলা করিলে অচিরে উৎসন্ন মুকুল দেখিতে হইবে।

সর্ব্বশক্তিমান কেশব এই কথা বলিয়া অবশেষে পাণ্ডবদের অনুকূলে "ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ (খাণ্ডবপ্রস্থ) মাকন্দ (কুশস্থল) বারণাবত ও হস্তিনা" এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সম্প্রদায় দুর্য্যোধনকে বিবেক শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং বীরপ্রবর ভীষ্ম তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে কহিলেন, বৎস! তুমি দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইও না। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যখন তোমাদের একতা স্থাপনে যত্ন করিতেছেন, তখন তুমি অসঙ্খ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইহাঁর মহান্ মর্য্যাদা রক্ষা কর। বিশেষতঃ সচ্ছন্দ রক্ষা প্রভূত মঙ্গলের কারণ, এবং হিংসামত্ততা যাবতীয় দুঃখের নিদান হইয়া উঠে। অতএব তাত! সৎকীর্ত্তির অমরতা কামনায় লক্ষিত পথ হইতে অপসৃত হও। আমরা যুধিষ্ঠিরের সহিত তোমাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করি।

অভিমানী দুর্য্যোধন বারম্বার এইরূপ আত্ম প্রবোধ শুনিয়া পদাহত ভুজগের ন্যায় ক্রুদ্ধভাবে ভবভাবনীয় ভগবান্‌কে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি অকারণে পাণ্ডব সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছ। আমি ভিক্ষুক গণের প্রতি কখনই মহারাজ্যের অংশ দান করিব না। রাজলক্ষ্মী যখন কুল প্রসূতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুগামিনী, তখন কিরূপ ন্যায়ের আলোচনা করিয়া অম্বালিকা

নন্দন রাজমুকুট লইয়াছিলেন? পক্ষান্তরে পিতার অন্ধতা প্রযুক্ত যদি তাহাই স্বীকার্য্য হয়, তাহাহইলে ঐ বিধি পুরুষগত নাহইয়া বংশগত হইবার কারণকি? ইতিপূর্ব্বে আমার শিশুতা বশতঃ পিতা অনায্য সত্বদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার প্রাণ যায় যাউক, চিতাধূমে ভারত অন্ধকার হয় হউক, কুলবালাদের আর্ত্তনাদ গগণ স্পর্শ করে করুক, তবু পাণ্ডব দিগকে সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি অর্পণ করিয়া হীনতার ঘৃণিত শক্তিশেল বীরহৃদয়ে ধারণ করিব না!

তাঁহার এইকথা শ্রবণে জগৎপতি কৃষ্ণ, কোপদৃষ্টে অবলোকন করায় দুর্য্যোধন সভাহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমন করিলে বিজ্ঞবর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে পুনরানয়ন করিলেন—চিন্তাগ্নি ক্রমে ক্রমে সহস্রশিখ হইয়া উঠিল—বীর গর্ভধারিণী গান্ধারী চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদি বৃদ্ধগণ সমবেত পুত্রকে কহিলেন, বৎস! উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে জ্যেষ্ঠক্রমে রাজ-মুকুট অধোগামী হয় প্রকৃতই বটে, কিন্তু আর্য্যপুত্রের ইন্দ্রিয় বিকারবশতঃ পাণ্ডুরাজ পৈতৃক বৈভবের অধিপতি হইয়াছেন, সুতরাং মতিমান্ যুধিষ্ঠির ব্যতীত তুমি রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য নও। পৈতৃকধন পিতাকে না অর্শিলে কিরূপে তাহার পুত্র অধিকারী হইবে? কিন্তু উদারমতি ধর্ম্মরাজ যথন তাহাও সহ্য করিয়াছেন, তখন তুমি কিরূপ ন্যায় পরতায় ন্যায্যসত্ব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাও?

তাঁহার এইকথা শুনিতে শুনিতে দুর্য্যোধন অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া গমন করত ভগবান্ বাসুদেবের বন্ধন পরামর্শ করিতে লাগিলে বীরবর সাত্যকি তাহা অবগত হইয়া মহাসমিতিতে সেই গূঢ়রহস্য ভেদকরিয়া দিলেন। কংশারির প্রতি অরিভাব শুনিয়া সকলের হৃদয় ব্যাকুল হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনকে পুনঃ সভাস্থ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান্ বিদুর তদীয় পাপগর্ত্ত মনের স্বেচ্ছাচারী ভাব অপনীত করিবার জন্য জ্ঞান যোগ কহিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন! এ তোমার কি দুর্বুদ্ধি? তুমি জগতের সিদ্ধদাতা কৃষ্ণের প্রতি নিগ্রহ করিতে ইচ্ছাকর! তাত! যিনি মহাপৌরুষের কারণ, যিনি প্রলয়ান্তে প্রপঞ্চ বিশ্বের অব্যয় বীজ বপন করেন;

যিনি পরমাত্মারূপে পুরুষ-প্রকৃতি তে অবস্থিত আছেন, যাঁহার অনুজ্ঞায় অতল বারি রাশি বসুন্ধরাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন; তুমি সেই নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প কৃষ্ণের অপ্রিয়াচরণে উদ্যত হইও না। জ্ঞানাঞ্জন চক্ষে ধারণ করিয়া কমলা পতির শ্রীপাদ পদ্মে শরণাগত হও। কুমার! ত্রৈলোক্যতলে কেহই উহাঁর বন্ধন কর্ত্তানাই, পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য বলে ভাগ্যবতী যশোদাই কেবল উহাঁকে বন্ধন করিয়া ছিলেন।

ভগবান্ বিদুর এইরূপ জ্ঞান যোগ বলিলেও অন্ধরাজতনয় তাহাতে হৃদয় দান করিল না। ভবভয়পরিত্রাতা কেশব কৌরব সমিতিতে ঐশীলীলা প্রদর্শন জন্য বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষস্থলে রুদ্র, মুখমণ্ডলে বিশ্বদেবগণ, দক্ষিণ হস্তে বলরাম, বামহস্তে অর্জ্জুন পৃষ্ঠ-ভাগে অপর পাণ্ডব এবং সম্মুখে বৃষ্টি-অন্ধক ও ভোজবংশীয় প্রভৃতিপ্রতীয়-মান হইতে লাগিলেন—সভাস্থলে উত্তর-মহাসাগরের কল্লোল উঠিল—ভগবান্ দত্ত দিব্য নেত্র প্রভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরাদি সুধী বর্গ ব্যতীত সাধারণ সমাজ সেই মহামূর্ত্তিতে বিরাট বিভিষিকা দেখিতে লাগিলেন; দীননাথ হরি, ধৃতরাষ্ট্রকেও কিয়ৎ ক্যালেরজন্য পুণ্যচক্ষু দান করিয়া দেব লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

ত্রিদশেশ্বর কৃষ্ণ কোটি চক্ষুর উপর ব্রাহ্মী তেজের অভিনয় ও যবনিকা পতন করিয়া বিজ্ঞ গণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিদুর বাটিতে পিতৃস্বসা সমীপে গমন করিলে বীর প্রসূতি কুন্তী ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা পুত্রগণকে বীরাঙ্গনা কুলোচিত উত্তেজক উপদেশ দানকরত শিরোঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। নারায়ণ সহযাত্রীদের ন্যায় কর্ণ বীরকেও আনুসঙ্গী করিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কর্ণ! আত্ম বিবরণী জানিয়া শুনিয়াও কু আশায় আকৃষ্ট হইতেছ কেন? তুমি পিতৃস্বসা কুন্তীর অনূঢ়া অবস্থার পুত্র, পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ স্বত্ব একমাত্র তোমারই পদানত; অতএব ইন্দ্রতুল্য সহোদর গণকে ত্যাগকরিয়া শত্রুর উন্নতি বাঞ্ছা করাকি তোমার উচিত? বীরবর! তুমি সরলান্তরে ভ্রাতৃমিলন করিয়া পুত্রবিরহিণী কুন্তীর অভাবনীয় হর্ষ উৎপাদনকর, এবং পাণ্ডবগণ সহিত

আমিও ত্বদীয় উপাসনা করিয়া তোমাকে বিশাল বসুন্ধরার উপর একাধিপত্য প্রদান করি।

কর্ণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমি ধর্ম্মতঃ মহারাজ পাণ্ডুর সন্তান। কিন্তু জননীর বিসর্জ্জন জনিত গোত্রান্তরে থাকিয়া এখন ভ্রাতৃমিলন করিলে আমার যুদ্ধভীতি অপবাদ জগৎগ্রাস করিবে। মাধব! একেত দুর্য্যোধনের প্রিয় সাধনজন্য ভ্রাতাগণকে যন্ত্রণা দিয়া যারপরনাই অনুতাপ ভোগ করিতেছি। তাহাতে আবার শৈশব বন্ধুতায় জলাঞ্জলি দিলে হৃদয় কিরূপে পরিতৃপ্ত হইবে? দীননাথ! রণভূমিতে মহাশয়নই যখন বীরকুল-ধর্ম্ম, তখন দুর্য্যোধনের প্রণয় শৃঙ্খল কাটিয়া মিত্রদ্রোহী হইতে পারিব না! বিশেষতঃ প্রজাক্ষয় জন্য দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি, অবিলম্বে সমস্ত বীরবৃন্দ সহিত আমাদিগকে ইহলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে; মহাত্মা ধর্ম্মরাজই এই সমগ্র ভারতের অধিপতি হইবেন। স্বপ্ন দেবীর ছায়াময় জগতেও দেখিয়া থাকি—ভ্রাতৃগণ শুভ্রবর্ণ বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রসাদ উপরি আরোহণ করিতেছেন, এবং আমরা উষ্ট্র যোজিত যানারোহণে নিরানন্দের বাসস্থল দক্ষিণদিক্ ভ্রমণে যাত্রা করিতেছি।

অঙ্গ অধীশ্বর এই বলিয়া হস্তিনাভুবনে এবং ভগবান্ হরি মৎস্য দেশাভিমুখে চলিলে ভাবীভারতের চিরদুঃখিনী-লক্ষণ এক একটী করিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল। ধীমতি পাণ্ডব জননী স্বভাবের কুলক্ষণে "অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি" এই সন্দিগ্ধ প্রবাদে হৃদয় ডুবাইয়া অক্ষয় মঙ্গল লালসায় পুত্রগণের একতা বন্ধন নিমিত্ত একদা কর্ণের অবগাহন কালে যমুনাতীরে উপনীত হইলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে বাৎসল্য-প্রেমসলিলের বিন্দুপাত হইতে লাগিল। কর্ণ বীর সেই নির্জ্জন তটিনী-তটে তাঁহাকে অবলোকন করত প্রকৃতির চিরদত্তা মাতৃভক্তির প্রেমাবেশে আভূমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, জননি! হীনবংশীয় রাধেয়ের প্রণাম গ্রহণ করুন।

সূর্য্যনন্দনের এই সকরুণ সততায় মহাভাগা কুন্তী তদীয় কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাধাগর্ত্ত-সম্ভূতনহ, ধীমান অধিরথ ও

তোমার পিতা নহেন। ভগবান্ দিনকরের ঔরষে আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তিনি এই বলিয়া তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন—শূন্য হইতে দৈববাণীও সতী বাক্যের সহায়তা করিল—ভগবতী পৃথা সমধিক সাহসি কা হইয়া পুত্রকে কহিলেন, কুমার! তুমিএই নিগূঢ় বিবরণ অবিদিত থাকিয়াই শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভ্রাতাগণের সহিত একমিল হওত মাতৃ অঙ্ক অলঙ্কতকর।

কর্ণ কহিলেন, মাতঃ! আমি সূতনন্দন বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, এবং কিশোর কাল অবধি দুর্য্যোধনের রাজ্যধন ভোগ করিয়া আসিতেছি। অতএব উপস্থিত সমরসাগরে আশ্রিতদিগকে কিরূপে নিমর্জ্জন করিব। প্রসূতি! মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনীয় হইলেও ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অনুরোধ রক্ষণে দাস অপারক; ত্বদীয় আদেশ সার্থকতার জন্য বরং অর্জ্জুন ব্যতীত অপর ভ্রাতাগণের সহিত সমর করিব না। আপনি বীরকুল সম্ভবা, দুঃখ পরিহার করুন। আমার সহিত কিম্বা ফাল্গুণীর সহিত আপনার পঞ্চপুত্র ধরাধাম উজ্জ্বল করিয়া রহিবেন।

তিনি এই বলিলে তাঁহারা হর্ষবিষাদে আপনাপন গৃহাগমন করিলেন। সতী কন্যা ভানুমতী প্রিয়তম দুর্য্যোধনকে একান্তই সকলের অবাধ্য এবং স্বপ্নে-জাগরণে প্রচুর অমঙ্গল দেখিয়া একদা দয়িতকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! ভগবান্ কৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত রাজ-সভায় আগমন করিলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় নাই। জ্ঞাতি বিপ্লবে মগ্ন হইলে নিঃসন্দেহ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। প্রত্যুত নিদ্রানুচরী স্বপ্নদূতীর ছায়াময়ী চিত্তপটে অমঙ্গল প্রতিমা দেখিয়া আমার হৃদয়ও ব্যাকুলিত হইতেছে! প্রত্যাদেশ প্রলাপ মূলক নহে, জীব নৈতিক সীমা হইতে স্বপ্ন দর্শন করিলে শাস্ত্র সম্মত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ সায়ং প্রহরের স্বপ্ন দর্শনফল সংবৎসরে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়ও চতুর্থ প্রহরের স্বপ্নফল যথাক্রমে সপ্তম, তৃতীয়, ও অর্দ্ধমাস মধ্যে কার্য্যে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন ঊষা-স্বপ্নফল দশদিনে আর প্রভাতী স্বপ্নফল সেই দিবসে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দিবা-স্বপ্নদর্শক, পাপমতি, স্বাস্থ্য বিহীন, বিবসন-নিদ্রিত,

ও স্বপ্নানন্তর তন্দ্রাবিভূত ব্যক্তির স্বপ্নে কিছুই সার উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ সেইরূপ স্বপ্ন হইতে শূন্যে অট্টালিকা ও জলধি তরঙ্গে মহাদুর্গ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। কান্ত! নীতিভূত স্বপ্নদর্শকেরা স্বপ্নযোগে শ্যামবৃষ দেখিলে যথা সময়ে স্বীয় পুত্রনাশ, যতি দর্শন করিলে তদীয় সগৃহে কি অমাত্য গৃহে গর্ব্বপাত হইবে; গাভী, ঘোটক, অট্টালিকা, শৈলশিখর, তরুরাজ, বীণাযন্ত্রধারণ, নৌকারোহণ, ভোজন, মূত্রেতে অভিষিক্ত, নরক প্রবেশ, রক্তপান আর মৃত্যু দর্শন করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থলাভ করিবেন; সরোবরে মৎস্যও সরোজ পত্রে পায়সান্ন ভোজন দেখিলে সম্রাট; আবার, মৃগযান, উষ্ট্র, মহিশ, ও ছাগারোহণ এবং কাক-শুক পক্ষীর মাংস ভক্ষণ দর্শনে অচিরে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন; অস্থি, ভস্ম, তুলা ও কল্পব্যতীত সকল শুভ্র পদার্থেই শুভময় ফললাভ, আর কৃষ্ণকায় গো-হস্তী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কৃষ্ণাভ দর্শনে তাঁহারা যার-পর-নাই দুঃখ ভোগ করিবেন। মহারাজ! প্রত্যুত এইরূপ বিবিধ স্বপ্নদর্শনে জীবের নানা প্রকার সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে; অতএব আমি নিরন্তর দুঃস্বপ্ন দর্শনে আর্য্য বাণী স্মরণ পূর্ব্বক আকুলিতা রহিয়াছি, আপনি ধর্ম্ম রাজের সহিত একতা বর্দ্ধন করিয়া দাসীর হৃদয়ময়ী চিন্তাকে সুদূর তিরোধান করুন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, প্রিয়ে! বীরপুত্রগণের জন্যই ধনুর্ব্বেদ সৃষ্ট হইয়াছে। আর্য্য প্রসূতিরা স্বাধীনতা রত্ন লাভ করিতেই বীর প্রসবিনী হইয়াছেন। অতএব এরূপ মহত্তি উদ্দেশ্য লোপ করিয়া জীবন-ভীতি প্রদর্শন করিব না! হয়, বাহুবলে পাণ্ডব বিজেতা হইয়া হয় প্রচুর যশার্জ্জন করিব, না হয়, বীর বিক্রমে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির আনন্দময় ধামে অনন্তকাল কাটাইব। দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে বিদুষী ভানুমতী কুরুনাথের এই সকাম কর্ম্ম কাণ্ড (রাজ্যলোভে ক্ষত্রধর্ম্ম প্রিয়তা) হইতে জ্ঞান কাণ্ডের উচ্চতা প্রদর্শনচ্ছলে কহিতে লাগিলেন;—

ইন্দ্রিয় পূজিতে নাথ মায়া ফুল তুল'না!
পাপ শিলা প্রহারিয়া বিকে হারা'ওনা।
জ্ঞানের ঔষধি করি চিন্তা থলে স্থাপনা;

ভব রোগে প্রদানিতে তিলমাত্র ভুল'না।
বিষয় পাশে আশা পাখী ক্ষণমাত্র বেঁধ'না;
হরিপদ হ্রদ জলে কর চিত্ত মার্জ্জনা।
কিছার অনিত্য ধন বিনা নিত্য বাসনা;
যে ধনে সদত ধনী শিব, শব আসনা।—
করি রায় অনুনয় অন্য কথা তুল'না!
বৈরাগ্য বিপিনে কর শান্তিতরু স্থাপনা।
ধর্ম্ম পক্ষ কর লক্ষ ছাড় মিথ্যা বঞ্চনা;
করুন প্রকৃতি সতী কুরু জয় ঘোষণা।
অহিংসা পরমহংস সহ করি মন্ত্রণা;
বেদের আদেশে ভাব পরের বেদনা।
রাখিতে কুলের মান করি উচ্চ ভাবনা;
পতি যার জগৎ পতি তারে তুচ্ছ ভেব'না।
হৃদি কারাগারে করি ষড় রিপু শাসনা;
বিদুরে করহ দান অচলা করুণা।
অসার সংসার মাজে ধর সার ধারণা;
কালের জলধি জলে পড়'না পড়'না।
পাপ নিদ্রা আকর্ষণে অহর্নিশি থেক'না;
জ্ঞান বারি চক্ষে দিয়া মুক্তি পথ দেখনা।
আজি আছে কালি নাই কালের খেলনা;
একমাত্র থাকে ভবে যশঃ কীর্ত্তি নিশানা।
ভারত মাতার কোল বীর শূন্য ক'র'না;
পতির বিরহ চিতা সতী হৃদে জ্বেল'না।
কি আর কহিব কান্ত এ নিতান্ত বাসনা!
অবলার এ মিনতি রাজপদে ঠেল'না।

পতিব্রতা ভানুমতী রাজপদে এইরূপ বৈরাগ্য পূর্ণ নিবেদন করিলেও গান্ধারীনন্দন তাহা কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন না, হিতৈষিনীর দারুণ মনো-

কদম্ব পিণ্ডেরন্যায় পৃথ্বী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, তন্মধ্যে গোলাকার ও লবণ-সমুদ্রমালী জম্বু অথবা সুদর্শন দ্বীপের উত্তরার্দ্ধ পিপ্‌পল ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাশশ স্থান বলিয়া কথিতহয়। ঐ উত্তর খণ্ডের সহস্র সহস্র যোজন ব্যবধানে পূর্ব্ব-পশ্চিম সমুদ্র-বিস্তৃত যথাক্রমে "হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্" এই ছয় পর্ব্বত আর হিমালয়ের দক্ষিণে ভারত-বর্ষ, তদভিন্ন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যথাক্রমে হৈমবত বর্ষ, হরি বর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, ও ঐরাবতবর্ষ অবস্থিতিকরে। ঐরাবতবর্ষ ও ভারতবর্ষের আকৃতি অর্দ্ধগোল এবং অন্যান্যবর্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে পর্য্যবসিত হয়। অপিচ ইলাবৃতবর্ষে ষোড়শসহস্রযোজন ভূগর্ব্ভে নিহিত চতুরশীতি যোজন উর্দ্ধে উন্নত মণ্ডলাকার সুমেরু এবং "মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন" দুই সমকোণ শৈল আছে, তদ্‌ভিন্ন এই সপ্তবর্ষে প্রভূত গণ্ডশৈল, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে "মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, গন্ধমাদন, বিন্ধ, পারিপাত্র" এইসপ্ত কুলাচল জগতের কিশোরকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ণ সপ্তবর্ষ ব্যতীত "সুমেরুর উত্তরে উত্তরকুরু, দক্ষিণে জম্বু, পশ্চিমে কেতুমালব, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব" এই চারি মহা-দেশ খণ্ডবর্ষ বলিয়া কথিত, এবং শতসহস্র যোজন উচ্চ ও দুইসহস্র পাঁচশত অরত্নি পরিমাণ প্রত্যেক ফলভারবহ ঐ জম্বুখণ্ডের একটী জম্বুবৃক্ষ জম্বুদ্বীপের অভিধান মূলক বলিয়া বিখ্যাত হয়। শশস্থান পিপ্‌পলীস্থানের দ্বীগুণ, তাহারও দক্ষিণে মলয়গিরি, উত্তরে তাম্রপর্নি শিলা; এবং কিম্পুরুষ, ও রম্যক দুই বর্ষ আছে; তদুত্তর শাকদ্বীপে কৌমারবর্ষ, মণি কাঞ্চনবর্ষ, মোদকীবর্ষ; পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে যথাক্রমে "উদ্ভিদ, বেণু মণ্ডল, সুরথাকার, কম্বল, ধৃতিমৎ, প্রভাকর, কাপিল" এই সপ্তবর্ষপূর্ণকুশদ্বীপ ও বর্ষহীন ক্রৌঞ্চ-শাল্মলী এবং মধ্যভাগে দিগ্‌গজ চতুষ্টয়ের আবাস শ্বেত ও পশ্চিমে ভগবান্ নারায়ণের বিহার ধাম পুষ্করদ্বীপ অধিষ্টিত হয়। এমতে এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরায় অসঙ্খ্য নদ-নদী পর্ব্বত, কানন ও জনপদ বর্ত্তমান এবং ইহাতে পরিখারস্বরূপ লবণ, ইক্ষু, সলিল, সুরা, ঘৃত, দধী, দুগ্ধ, এই সপ্ত মহাসমুদ্র বিরাজমান আছে। ঐ দ্বীপ সকল যথাক্রমে

ক্রম দ্বৈগুণ্য, সমুদ্র সকল ও পরিমাণে তদ্রূপ; শাস্ত্রকর্ত্তা জম্বুদ্বীপের পরিমাণ ১৮,৬০০ যোজন ও লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ৩৭,২০০ যোজন নির্ণয় করিয়া সমুদ্র বিভাগে ৪৭,০৪,৪০০ যোজন এবং দ্বীপবিভাগে ২৩,৫২,২০০ যোজন গণনা করত সর্ব্বসমেৎ ৭০,৫৬,৬০০ যোজনে পৃথিবীর পূর্ণতা শেষ করেন। আরও সত্যযুগভিন্ন ভারতবর্ষীয়েরা পাপ-পুণ্য সংমিশ্র হয় এবং সত্যে চারিসহস্র, ত্রেতায় তিন সহস্র, দ্বাপরে দুই সহস্র এবং কলিযুগে অনির্ণয় আয়ুধারণকরে। অন্যান্য বর্ষীয়েরা চির পুণ্যবান্ এবং সর্ব্বযুগেই সমদীর্ঘজীবী হয়েন। পুরাবৃত্তবিদ্ সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদে মণ্ডলাকার "রাহু ও চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহত্রয়ের স্থূলত্ব নিরূপণ ও অতি চমৎকার! মহাগ্রহ রাহুর পরিধি ষট্ত্রিশৎ যোজন, ব্যাস দ্বাদশ সহস্রযোজন; মতান্তরে তদীয় পরিমাণ ষট্সহস্র বর্গযোজন বলিয়া কথিত হয়। শর্ব্বরিকান্তশশী ত্রয়োস্ত্রিংশৎ যোজন পরিধি, একাদশ সহস্রযোজন ব্যাস ধারণ করেন; মতান্তরে তিনি একোনষষ্টি বর্গযোজনাকার বলিয়া উক্ত হন। সূর্য্য দেবের পরিমাণ ফলও একমতে অষ্টপঞ্চাশৎ বর্গযোজন, অন্যমতে দশসহস্র যোজন ব্যাস ও ত্রিংশৎ সহস্র যোজন পরিধিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ভগবান্ মরিচিমালী জগৎকেন্দ্রে নিত্য বিহার করেন।

সুধীপ্রবর সঞ্জয় মহাযশা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে গ্রহগণের আকার নিরূপণ ও ভূগোল বিবরণ শুনাইতে লাগিলে যুদ্ধসজ্জার দূরাগত বীরভেরী নিস্বন এক একবার তাঁহার ধৈর্য্যভঙ্গ করিতে লাগিল। ভগবান্ বলদেবও সেই মহাবিল্পব অবতরণিকায় বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সহিত পাণ্ডব শিবিরে আগমন পূর্ব্বক পক্ষদ্বয়েরপ্রতি অপক্ষ পাতিতা প্রদর্শনে যদুকুল ধুরন্ধর দিগকে মহাসমরে ব্রতী হইতে নিবারণকরত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন। ইহার অব্যবহিতপরে অতুল তেজস্বী রুক্মী সাগরোপম সৈন্যগণ সহিত আগমন পূর্ব্বক সাহায্য করিতে পক্ষদের সহিত সমদ সম্ভাষণ করিলে তাঁহারা তদীয় আত্মশ্লাঘা শুনিয়া প্রত্যাখ্যান করায় শূরাভিমানী রুক্মীও তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন। সোমকগণ মহাভূমি স্যমন্ত-পঞ্চকে সৈন্য বিভাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণীতে

"বীর বিখ্যাত দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, ও মগধাধিপ সহদেব" এই সপ্ত সেনা পতি এবং ফাল্গুনীকে মহাসেনানী স্বীকার করিলেন। রথাতিরথ গনণায় ধীমান্ যুধিষ্টির, নকুল, ও সহদেব দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, বিরাট, দ্রুপদ, উত্তর, ক্ষত্রদেব, জয়ন্ত, অজ, ভোজ, কেকয় গণ, কাশিক, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি সমযোধগণ রথী; দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী; শ্রেণিমান্, ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন, চেকিতান ও সেনাবিন্দু আদি দৃঢ়ব্রত যোদ্ধারা মহারথী; সাত্যকি, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, দ্রুপদ নন্দন সত্যজিৎ; ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন প্রভৃতি অজেয় বীর পুরুষেরা অতিরথ; ধৃষ্টদ্যুম্ন নন্দন অর্দ্ধরথী এবং বীরপ্রবর অর্জ্জুন অদ্বৈত রথী বলিয়া নির্ণীত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণীতে "মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শকুনি, বাহ্লিক ও কর্ণ" এই একাদশ সেনাপতি, এবং মহাবাহু ভীষ্ম মহা সেনানী পদে গণ্য হইলেন। রথাতিরথ সঙ্খ্যায় দুঃশাসন, শকুনি, লক্ষ্মণ, নীলবর্ম্মা, ও সত্যশ্রবা প্রভৃতি সমবলিষ্ঠ বীরগণ রথী; রাক্ষসরাজ অলম্বুষ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভগদত্ত, কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধন আদি বলাধিক বীরগণ মহারথী; দ্রোণ, কৃপ, শল্য এবং জীবন প্রিয়তা জন্য অদ্বৈত রথীত্ব সত্ত্বেও অশ্বত্থামা অতিরথ; নিত্যভ্রান্তিও জীবন প্রিয়তা নিবন্ধন কর্ণ অর্দ্ধরথী; এবং ভীষ্মবীর রথীকুল অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইলেন। তদ্‌ভিন্ন মহাবল ভীষ্ম-দ্রোণ একমাসে, কৃপ দুইমাসে, অশ্বত্থামা দশ দিবসে এবং কর্ণ বীর পাঁচ দিনেই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা নির্ম্মূল করিতে পারেন, এইরূপ আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন একদিনেই একাদশ অক্ষৌহিণী বিনাশ করিতে সক্ষম হয়েন, এইরূপ আত্মবিক্রম জানাইলেন। পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন, কৌরব পক্ষে ভীষ্ম অগ্রযোধ (অভিষিক্ত সেনাপতি) হই-লেন। অর্জ্জুনবীর ভীষ্ম বধের এবং স্থবির ভীষ্ম স্ত্রীপূর্ব্বা (পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল এক্ষণে পুরুষ হইয়াছে) শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যহ অযুতসৈন্য বিনাশের প্রতিজ্ঞা করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে স্ব স্ব দলের সঙ্কেত নাম, চিহ্ন, যুদ্ধ বিশ্রামকালে সখ্যতা, যুদ্ধকালে ন্যায় পরায়ণতা ও বাদ্যকর বাহক

গণের প্রতি হিংসাদি বিবিধ বিষয় বিধিবদ্ধ করা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উদ্যোগ পূর্ণ হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষ-উত্তেজনার জন্ত বিড়ালতপস্বীর উপাখ্যান ও “আগামী কল্য যুদ্ধারম্ভ হইবে” বলিয়া দূত-প্রবর উলুককে মহাত্মা ধর্ম্মের নিকটপ্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণও তাহার উচিত উত্তর দান এবং পর দিনে মহারণ ঘটিবে অঙ্গীকার করত বলাহককে বিদায় দিলেন।

অনন্তর (মহা সমরের প্রথম দিবসে) ভগবান্ তারাপতি কুমুদিনীর প্রেমপাশ কাটিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণে অঙ্গ লুকাইলে পিকরাজ প্রিয়ার সহিত ঊষাদেবীর আগমনী গাইয়া জগৎকে জাগাইতে লাগিল, বায়বীয় মৃদুমন্দ বারি হিল্লোলে অন্তরীক্ষের আভাময়ীছায়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতির শতশ্চল ঘটিকা যন্ত্রের চিহ্ন স্বরূপ দিননাথ সূর্য্যদেব সুমেরুর মণিমন্দির হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। কুরু-পাণ্ডব উভয়দল নিদ্রা দেবীর স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম করণানন্তর জপ, মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা কৃত স্বস্ত্যয়ন এবং গন্ধ, মাল্য, বসন, ভূষণ ও অভেদ্য কবচে বিভূষিত হইলেন। রথী, সারথি ও পদাতিগণ শেল, শূল, গদা, ধনুঃ,শর ও অসি আদি প্রচুর অস্ত্ররাশি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। রত্নভাণ্ডকেতু রথে যুধিষ্ঠির এবং নাগকেতু রথে দুর্য্যোধন রাজোচিত শ্বেতচ্ছত্র শীরে ধারণ ও দ্বিজগণকে গো-নিষ্কদান করত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। “ভীষ্ম সত্ত্বে যুদ্ধ করিবেন না” এই প্রতিজ্ঞা বশতঃ কর্ণ ব্যতীত সকল বীর পুরুষই বদ্ধ পরিকর হইলেন। পাণ্ডবের অভিষিক্ত সেনাপতি অর্জ্জুন বজ্রাখ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করত ভগবান্ বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া বিমানরাজ কপিধ্বজে আরোহণ পূর্ব্বক বাহির হইলেন। ঊর্দ্ধরেতা ভীষ্ম মনুষ্য-বারণ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তালকেতু রথারোহণে স্বদলের সর্ব্বাগ্রে পাদক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের পার্শ্ব পার্ষ্ণি ও চক্র রক্ষায় মহামহা রথী সকল নিযুক্ত হইলেন। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাদ্যকরগণ বিবিধ যন্ত্র এবং বীর সমূহ বিশাল শঙ্খধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। ভগবান্ হৃষিকেশের পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড, যুধিষ্ঠিরের

অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, এবং সহদেবের মণিপুষ্পক শঙ্খনাদে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিনাদিত হইল। স্বর্গবাসী দেবগণ এই মহারণ দেখিতে নিরীক্ষ দেশে আসন গ্রহণ করিলেন। সৌম্যগণ এইরূপে প্রথমহৈমন্তমাসী শুক্ল ত্রয়োদশীস্থ ভরণী নক্ষত্রে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন। অলক্ষী অলক্ষ প্রদেশ হইতে কুলক্ষয়ের কুলক্ষণ জাল নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে ভারতের ভবিষ্যভাগ্যপট দেখাইলেন।

ভীষ্ম দ্রোণাদি যোগ কুশল অতিরথবৃন্দ দৈব সঞ্জাত অমঙ্গল সকল দেখিয়া পরস্পরা কহিতে লাগিলেন—কি ভয়ানক ব্যাপার!'এই পবন দেবের অনন্ত শক্তি সম্ভূত ধূলিরাশি দিঙ্মণ্ডলআচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, এই জলদ জাল চতুর্দ্দিকে রুধির বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিল,এই দেখ—সূর্য্যদেব পূর্ব্ব রাজ্য হইতে কালাগ্নির ন্যায় বাহির হইলেন! উঃ কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উল্কাপাত! কি বিষম ভূমিকম্প! কি বজ্র পতন! মেঘশূন্য শূন্য দেশও কি গভীর মেঘনাদে বিদীর্ণ হইতেছে! আরও গ্রহমণ্ডল সহিত নক্ষত্র সকল দিবসে অমানিশার ন্যায় জ্বলিতেছে! সুদ্ধ ইহাই নয়, গ্রহমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভারতের চির জাগ্রত সৌভাগ্য অনন্ত কালের জন্য মহা নিদ্রায় পড়িল বলিয়া বোধ হয়! না হইবে কেন? পুষ্যা নক্ষত্রে ধূমকেতু উদয় এবং সিংহিকা নন্দন অযোগে অর্ক সমীপে গমনোদ্যত হইয়াছেন! আবার শশী-শনৈশ্চরের সহিত সূর্য্যদেব রোহিণীর পীড়ন করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভগবান্ শনি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রতি পীড়ক এবং বৃহস্পতির সহিত বিশাখার নিকট সংবৎসর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। মহাগ্রহ মঙ্গল প্রথমতঃ মঘানক্ষত্রে দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ ও পরিক্রমণ কালে তেজোময়ী উত্তরভাদ্রপদকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। উপগ্রহকেতু জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ পূর্ব্বক ধ্রুবতারার দক্ষিণ দিকেআসন লইয়াছেন; অথচ সকল পাপ গ্রহই তির্য্যক ভাবে ত্রিপূর্ব্বা নক্ষত্রগণের শীর্ষভাগে নিপতিত রহিয়াছে। বুধ গ্রহ চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্যভাগে অধিষ্ঠিত আছেন! এদিকে ভগবতী অরুন্ধতী সপ্তর্ষি মণ্ডল কর্ত্তা ভগবান্ বশিষ্ঠের অগ্রবর্ত্তী এবং মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিত হইয়া আর্য্যা-

বর্ত্তের অদ্ভূত পূর্ব্ব অমঙ্গল প্রদর্শন করিতেছেন। তদ্‌ভিন্ন পার্থিব কুলক্ষণেরও অভাব নাই! সহস্র সহস্র কঙ্ক কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণমুখে যাইতেছে। কাক-বক ও শকুনি-গৃধিনী পক্ষীবৃন্দ উৎকণ্ঠ হইয়া ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে! পতঙ্গ পাল আবার করী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণস্থলকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে! নিশা নিনাদী শিবাদল দিবসে শর্ব্বরী ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে!

যোধগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সমরাঙ্গনে অর্ণব কল্লোলের ন্যায় রণ-বাদ্য সমুত্থিত হইলে ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে মহারথী পার্থ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবতী কাত্ত্যায়নীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সিদ্ধসেনানি! হে মন্দর বাসিনি! হে কুলকুণ্ডলিনি কালি! হে আর্য্যে! হে কপিলে! হে কৃষ্ণপিঙ্গলে করালি! হে দিগম্বরি! হে শাকম্বরি! হে ক্ষেমঙ্করি কৌষিকি! আপনাকে দাসের অসংখ্য নমস্কার; আপনি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং গতায়ুদিগের মধ্যে মহানিদ্রা স্বরূপা, আপনার স্বরূপ আখ্যান কেবল কৈবল্যময় পরব্রহ্মেরই গোচর;—মাতঃ! আপনি চরাচর প্রসবিণী, আপনি স্বাহা-সরস্বতী প্রভৃতি বেদমাতা;—আপনি সাবিত্রী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেব-মাতৃকা হয়েন;—বিশ্বনাথ এই প্রপঞ্চ বিশ্বের শীর্ষ স্থানে একমাত্র আপনারই আসন কল্পনা করেন;—হে উমে! হে রমে! হে নিস্তারিণি মহাভাগে! শৈশব জগতের অগ্রে আপনি আদি প্রাদুর্ভূতা, এইজন্য অনাদি প্রসূতি বলিয়া আদিম কাল হইতে কীর্ত্তিতা হয়েন এবং আপনি সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আপনার নিকট জয় মঙ্গল ভিক্ষা করেন; অতএব হে জয়ে। হে বিজয়ে! হে জয়প্রদে! দাসকে বিজয় বিতরণ কর; —বিজয়ের বিজয়ী যশতরি যেন জগতের তীরে চিরবন্ধন থাকে;—মাতঃ! শিবময়ি সতি! আপনি সাধকগণের একমাত্র আনন্দ কেন্দ্র।

মহাস্তবক অর্জ্জুন এইরূপে দুর্গার স্তব করিলে ভগবতী প্রসন্না সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিজয়ী বরদান করত অন্তর্দ্ধান হইলেন;—ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অভিমতে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে সচল সুমেরুর ন্যায় মহারথ নীত করিলেন—লোকের মনের গতি সব দিন সমান থাকেনা—অর্জ্জুনের মনের গতি ঠিক সেই পথে চলিল; তিনি সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বজন

মণ্ডলীকে দর্শন করত মায়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ; সুতীক্ষ্ণশর ও সুদৃঢ় শরচাপ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল ;—ত্রিদশ নাথ কৃষ্ণ তাঁহার এইরূপ বিবিধ প্রকার মোহবিকাশ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, পার্থ! সায়ং পুণ্ডরীকের ন্যায় তোমার মুখপুণ্ডরীক ম্লান হইল কেন ?—ধনুর্মুষ্টি অসার বাহুর ন্যায় শিথিল হইয়া পড়িল, ইহারই বা কারণ কি ? সখে! উপস্থিত সমরে তোমার সতেজ মনের উপর কে নিদারুণ আঘাত করিল ?

পার্থ কহিলেন, নারায়ণ! আমার মনের উপর কেহই প্রহার করে নাই ; কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা দেখিয়া প্রাণে যার পর নাই আঘাত পাইয়াছি। হরি! যে পূজ্যপাদ পিতামহ আমাদের পিতৃহীন আশৈশব কালের আশ্রয় ; বিশ্ব বিদ্যার শিক্ষাগুরু যে আচার্য্য একাদশস্থগুরুর ন্যায় আমাদের উন্নতির মূলাধার ;—যে মাতুল শল্যরাজ দেবরাজের ন্যায় আমাদের পূজনীয় ; আজ অসার রাজ্যলোভে কিরূপে তাঁহাদের উপর কঠোর প্রহার করিব ? দেব-দ্বিজ ও গুরু অর্চ্চনাই অর্থার্জ্জনের কারণ ; কিন্তু সেই অর্থলোভে গুরুহত্যা করিলে কিরূপ ন্যায়ানুগত কার্য্য করা হয় ? অথবা এই মহাসমরে প্রচুর হত্যা নায়ক হইয়া অসংখ্য সতীদাহ দর্শন এবং বিধবা পূর্ণ বসুন্ধরায় বর্ণ-শঙ্কর উৎপাদনের বীজ স্থাপন করিলে কিরূপেই বা সনাতন ধর্ম্মে আস্থা থাকে ? বিশেষতঃ পুত্র, মিত্র, আত্মীয়গণ যখন প্রাণপণ করিয়া এই যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছেন, তখন দুরাশা প্রসূত ফল লইয়া আমি কাহার হস্তে সমর্পণ করিব ? কৃষ্ণ! জীবন সত্ত্বে এই নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না ; দুরাচার দুর্য্যোধন ত্রৈলোক্য অধিকার করে করুক ;—আমি নর-ঋষি, সুতরাং ঋষিব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিব।

ভগবান্ মাধব কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি মহামায়ার মোহজালে জড়িত হইওনা,—ভ্রমের প্রখর স্রোতে হৃদয় ভাসাইওনা ;—বীরতায় বীতশ্রদ্ধ হইলে বীরদলে তোমার অযশ গীত গাইবে এবং ধর্ম্মের মণিময় মন্দিরে তুমি আশ্রয় পাইবে না। ধনঞ্জয়! তোমার প্রাকৃতিক পাপভয় পাপমধ্যে পরি-গণিত নহে, বরং বীর কার্য্যে বিরত হইলে মহাপাপ অর্জ্জন হইবে। বীরবর! বিধি প্রণীত সাধুব্রত চিরনির্দ্দোষ ; কিন্তু তাহার ফল লাভ কামনা করিলে

অসংখ্য গোল যোগের কারণ হইয়া উঠে। হৃদয়াগারে স্বার্থ পরতার অধিবেশনই কামনা এবং ন্যায়সঙ্গত পররঞ্জনই নিষ্কাম ব্রত বলিয়া বিধি-কর্ত্তা শৈশব জগৎ হইতে কল্পনা করেন। অতএব তুমি রাজ্যোদ্ধারের দুরাশা দূরে রাখিয়া ভূভার হরণের অধিনায়ক হও;—অত্যাচার পক্ষপাতী-দের স্বর্গদ্বার অসি প্রহারে মুক্ত কর। ফাল্গুন! জাগতিক জীবের নিঃস্বার্থ যাজনাই কর্ম্মযোগ, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সুদৃঢ় একতা ইহাতে বিশেষ আবশ্যক হয়; অন্তরে কুটিলতার কুটীর থাকিলে কর্ম্মবন্ধন কখনই খণ্ডীকৃত হইবে না। বীরেন্দ্র! বেদবাণী সকাম কর্ম্মের অনুগত, অবিবেকী ব্যক্তিরাই বৈদিক ব্রত ধারী হইয়া চতুর্ব্বিধ মুক্তি কামনা করে। অতএব তুমি ভ্রমময় চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত না হইয়া নিষ্কাম ব্রতের আচরণ করত মায়ার বিষবীজ জ্ঞানবলে ধ্বংশ কর। পার্থ! জীবাত্মা; নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অজর, অব্যয়, নির্ব্বিকার এবং জন্ম, স্থিতি, হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও রূপান্তর পরি-রহিত। বিশ্বরাজ্যে কোন উপাদান নাই, যাহাতে তাঁহার ধ্বংশ কি বিকল্প হইতে পারে। তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রকাশ কালে আবির্ভূত এবং বিনাশ কালে অন্তর্হ্হিত হইয়া থাকেন; বিষধরের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় দেহপরিত্যাগ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। হে অর্জ্জুন! আত্মার এইরূপ অলৌলিক সঞ্জীবনী ক্রিড়ায় জগতের অবতারণা হইতে লোক জন্ম মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করে, সুতরাং লোক সংহারের সহিত নিরাময় জীবন-বিনাশ পাপের কিছুই সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে আত্মাকে যদি কালের বশ স্বীকার করিতে হয়, তবে ব্রহ্মাদিরও পতন জানিয়া সাধারণ ব্যক্তির জন্য চিন্তাপ্রিয়তা প্রদর্শন কর কেন? পার্থ! অকূল সমুদ্রের পাদমূলে, অগ্নির প্রকাণ্ড শিখায়, জরাদি যে কোন প্রকারে একদিন যখন প্রাণবায়ুর নিশ্চয় তিরোধান হইবে, তখন তোমার এই ন্যায় পরতা কতকালের জন্য ইহা-দিগকে অমরতা দান করিতে পারে? বরং এই সূত্রে ক্ষত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অনেকেই অনায়াসে প্রকৃতির সদানন্দ ধাম প্রাপ্ত হইবেন! অতএব বীরবর! তুমি তত্ত্বপ্রকাশকদের কালভয় নিস্তারিণী নীতিতে কর্ণপাত কর। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরা অনিত্যমূলক কারণে কখনই বিচলিত হয়েন না।

অর্জ্জুন কহিলেন, নারায়ণ! ছায়াদেবীর ছায়া দান, জলধরের জলপ্রদান যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম; আপনিও তদ্রূপ পতিতপাবন নামের স্বভাবগত-ধর্ম্ম দাসের অনুকূলে প্রদর্শন করুন। আপনার শ্রীমুখে শান্তির উদ্দীপনা আদিকবির কল্পনা, তত্ত্বদর্শীর চিন্তা, এবং ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক ভাবনার উপযোগী নির্ব্বাণ প্রকরণ শুনিতে দাসের একান্ত ইচ্ছা; অতএব বলুন, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ, ভাষা, অবস্থা ও আচার-ব্যবহার কিরূপ?

ভগবান্ ত্রিদশেন্দ্র কহিলেন, অর্জ্জুন! যিনি আকাশনন্দিনী কল্পনার সহচরী বাসনাকে লইয়া বিবেকের পাদমূলে বন্ধন করেন, যিনি আজন্ম-বন্ধনী মায়া-জাল জ্ঞান-অসিতে ছেদন করেন,—যিনি পাপরাজ্য হইতে ইন্দ্রিয় গণকে নির্ব্বাসিত করিয়া পুণ্যধামে স্থাপন করেন; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। পার্থ! সর্ব্বনাশকর ইন্দ্রিয়স্পৃহ বিষয় চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। অতএব প্রকৃতির সাধু পুত্রগণ ভগবচ্চিন্তায় (তন্মনস্কে) ব্রহ্মময় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হন। মহাবাহো! যোগীদিগের ব্রহ্মনিষ্ঠা, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের নিশা স্বরূপ এবং তাহাদের প্রাকৃত চেষ্টা যোগীদের অমার-জনীর অনুরূপ হইয়া থাকে। শত শত প্রবাহিনী যেরূপ প্রবাহময় জলধিকে কলুষিত করিতে পারে না; বশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাও বিষয়ভোগে তদ্রূপ কলুষিত হয়েন না। তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হন।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! আপনার মতে দিব্যজ্ঞানই যদি মহানির্ব্বাণ ব্রহ্ম সম্মিলনের মূল, তবে আমাকে শোকতাপ মূলক হত্যাকাণ্ডে নিয়োজিত করিতেছেন কেন? শ্রীপতি! আপনি কখন জ্ঞানের এবং কখন কর্ম্মের গুণাধিক্য প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে সুনিশ্চয় করিয়া বলুন, কিরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে আমার সার্ব্বজনীন শ্রেয়ঃ হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মভাবময় নিষ্ঠা "জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ" এই দুই প্রকার। কিন্তু কর্ম্ম হইতে জ্ঞান; জ্ঞান হইতে বিবেক; বিবেক

হইতে সিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে কামনা রহিত কর্ম্ম হইতে লোকে সিদ্ধ হইতে পারে। অনিত্য ফলপ্রিয় পৌত্তলিকাদি সকাম ধর্ম্ম যাজকের কর্ম্ম হইতে উক্তরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না! ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত কর্ম্মের অনুগত; কিন্তু সাধারণ কর্ম্ম হইতে বিশেষ কর্ম্মকে নিষ্কাম অমরাসন প্রদান করা যুক্তিমূলক কার্য্য। অতএব বেদ বেদান্তাদির বহু অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল জগতের আধার আধেয় একমাত্র বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হও। হে অর্জ্জুন! তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক জিতেন্দ্রিয়তা শক্তিতে জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ করস্থ বটে; কিন্তু সংসারকে সকর্ম্মক করিতে কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরপ্রিয়তা রূপ এক মহৎ কারণ আছে। এমন কি জগৎকে উত্তরোত্তর ক্রিয়াবান্ করিতে আমিও যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেননা যজ্ঞ-হোমাদি দ্বারা অগ্নি, অগ্নি হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্র-বীজ সহকারে জগতের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করা হয়। অতএব বীরবর! আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ না করিয়া স্বভাবের অনুরোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করত স্বধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হও। কুসংস্কারের উপর বিশ্বাস করিয়া মহাপাপ অর্জ্জন করিও না।

অর্জ্জুন কহিলেন, দামোদর! অধোপতন হেতুক পাপ অনন্ত সুখের বীজ ধ্বংশ করে; অতএব দৈহিক কোন্ পদার্থ জীবকে উহার স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করিয়া থাকে?

বাসুদেব কহিলেন, ধীমন্! রজোগুণময় কামই ক্রোধের উদ্দীপনা ও পাপের আবিষ্কর্ত্তা। যেরূপ ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ত্ত আচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ কামরূপ জলদ-জাল জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় কামের চির প্রসূতি হয়। অতএব অর্জ্জুন! তুমি ইন্দ্রিয় দমন চ্ছলে পাপপ্রসূ কামের পরিনাশক হও এবং দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন; মন অপেক্ষা বুদ্ধি আর বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আত্মা, তাহা তুমি অচিরে পরিজ্ঞাত হইয়া পরমপ্রিয় নির্ব্বাণ সুখ উপভোগ কর। বীরেন্দ্র! মহামন্ত্র অব্যয় জ্ঞানযোগ ভগবান্ আদিত্যকে আমি বলিয়াছিলাম; আদিত্য মনুকে—মনু, ইক্ষাকুকে এবং ইক্ষাকু

নিমি আদি রাজর্ষিগণকে বলিয়াছিলেন। কালধর্ম্মে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে সেই চিরন্তন জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অদ্য তোমার নিকট পুনরুল্লেখ করিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, কেশব! ভগবান্ ভাস্করের জন্মের পর যখন আপনার জন্ম হইয়াছে, তখন কিরূপে আপনি সেই পরম জ্যোতিরাশির যোগশিক্ষা-দাতা হইলেন? দীননাথ! দয়া করিয়া আমার এই মহান্ সন্দেহ ভঞ্জন এবং আপনার নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি অজ, অব্যয়, অনাদি ও অবিনশ্বর; আমার উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই। আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব কালে যোগ-আত্মা পরিগ্রহ করি। অতএব যিনি আমার অলৌকিক মহতী লীলায় অভ্রান্ত হইয়া মদীয় অব্যক্ত রূপ চিন্তা করেন, তিনি মহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। তদ্ভিন্ন প্রার্থী উপাসকগণ সালোক্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য এই ত্রিবিধ গতি লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ সমস্ত সকাম লভ্য ফল সীমাবদ্ধ, কালে উহারও পতন, কেবল শাশ্বত গতি প্রাপ্ত জীবের পুনরাবর্ত্তন হয় না। তজ্জন্যই জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগীগণ সংযতাত্মা হইয়া কেহ আত্ম নিষ্ঠায় হৃদয়কেন্দ্রে জগৎ-ব্রহ্মধারণা; সুখ দুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ও শীতোষ্ণাদিতে সম জ্ঞানে নিত্য যজ্ঞ, কেহ দান-ব্রত ও শাসন-পালনাদি গার্হস্থ্য যজ্ঞ, কেহ অগ্নিষ্টোমাদি যাগ দৈবযজ্ঞ, কেহ তপ জপ তাপস-যজ্ঞ, কেহ মৌনরূপ সমাধি যজ্ঞ, কেহ বেদাধ্যয়নে বৈদিক যজ্ঞ এবং কোন তীক্ষ্ণ-ব্রতী অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে হোম জনিত প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভকরূপ যৌগিক যজ্ঞ করত কৈবল্য ধামে গমন করেন। অতএব তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট শাশ্বতগতি গুহ্যযোগ শিক্ষা কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, প্রভো! আপনি অগ্নিষ্টোমাদি সকর্ম্মক যোগ এবং সন্ন্যাসাদি অকর্ম্মক যোগ উভয়ই কহিতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক যোগ উভয়ই সমফল প্রদ। তবে কর্ম্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইলে অপেক্ষাকৃত অচিরাৎ ব্রহ্মগতি লাভ করেন। সংসারী ব্যক্তি কর্ম্মযোগে অব্রতী হইয়া সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে ইন্দ্রিয় জনিত মহাশঙ্কায় ভীত থাকিতে হয়। কারণ অবিদ্যা প্রকৃতিই

জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং ক্রমান্বয়ে তাহার শাসন না করিয়া একবারে অকর্ম্মক যোগ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনে জীবের সিদ্ধতা লাভ দুষ্কর! অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া যোগারূঢ় হও। হে অর্জ্জুন! কাম নিস্পৃহ যোগীগণ শব্দব্রহ্ম, জগৎব্রহ্ম দেখিয়া থাকেন; মান অপমানে তাঁহারা দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা এক চিত্ত হইয়া কুশাজীন আসনে অবক্র ও অচলভাবে উপবেশন পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ অবলোকন (নেত্র যুগল ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন) করত অভ্যন্তরীণ প্রাণ ও অপান বৃত্তিকে তুল্য করিয়া জীবন মুক্ত ব্রত সাধন এবং নিয়মিতাচারে দেহ রক্ষা করেন। চিত্ত প্রক্রিয়া দর্শী যোগজ্ঞ অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষেরা উহাকেই যোগারূঢ় ব্রত বলিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেব! যিনি যোগাসক্ত হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, "চরমে তাঁহার কিরূপ গতি হয়" ইহা বিশেষ রূপে বিদিত করুন।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কখনই দুর্গতি লাভ হয় না। যোগভ্রষ্ট পুরুষ পরজন্মে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ প্রকৃতি পুনর্ব্বার তাঁহাকে সৎপথে নীত করিয়া থাকেন। মহাসাধক যোগী সর্ব্বসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা সর্ব্বভূতে পরমেশ-প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া সনাতন গতি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! বস্তুতই আমি জগৎ; ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকার আমার নিকৃষ্ট এবং জীবাত্মা আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি; এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে বিশ্ব পরিচালিত করি; সুতরাং আমিই বিশ্বের চরমকালে সংহর্ত্তা, উৎপত্তি কালে কর্ত্তা—অথচ আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই। বেদমধ্যে প্রণব, জল মধ্যে রস, আকাশ মধ্যে শব্দ, পৃথিবী মধ্যে গন্ধ, তেজোমধ্যে রূপ, বায়ু মধ্যে স্পর্শ, কবিদিগের মধ্যে শুক্র, ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, বিদ্যা সকলের মধ্যে মহাবিদ্যা প্রভৃতি তেজোপুঞ্জ ভূত সকল আমার মহা বিভূতি; তদ্ভিন্ন এই প্রপঞ্চ বিশ্বের অধিকরণ স্বরূপ আমার অনন্ত সাধারণ বিভূতি হয়। আমি ঐ বিভূতীয় লীলা করিতে গুণময়ী প্রকৃতির উৎপাদন করি। সেই গুণাত্মিকার তমোগুণী আসুরী-

ভাবুক ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করে না; রজোগুণে সকাম নিষ্কাম জনিত লোকের মিশ্রভাব হইয়া থাকে;—সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি যে পথে হউক আমারই উপসনা করেন। কিন্তু হে বীরবর! যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচিন্তায় অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অধিভূত সহিত আমাকে অবগত হন, তাঁহা-রাই সনাতন পরমাত্মা দর্শন করেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! ব্রহ্ম কে? অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধি-দৈব ও অধিযজ্ঞই বা কি? আর নিয়ত চিত্ত ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে আপনাকে অবগত হন?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! যিনি অনাদি অক্ষয়, নিত্য ও অব্যক্ত রূপ তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ জীব অধ্যাত্ম। যে কামনা পরিশূন্য যজ্ঞ হোমাদি সৎকার্য্যদ্বারা প্রাণীগণের স্থিতি বৃদ্ধি এবং যাহা দেবোদ্দেশে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহার নামই কর্ম্ম। প্রাণীগণের নশ্বর দেহ অধিভূত। সর্ব্বদেবের প্রভু হিরণ্যগর্ভ অধিদৈব হন এবং আমি সর্ব্ব যজ্ঞে-শ্বর বলিয়া অধিযজ্ঞ অভিহিত হই। পূর্ব্বকথিত যাজ্ঞিকেরা প্রতিনিয়ত আমাতেই রত থাকেন। হে পার্থ! নিদ্রাকালে দিবালোচিত বিষয় ক্বচিৎ স্বপ্নাবেশে দৃষ্ট হয় কিন্তু মহানিদ্রার পূর্ব্বে চিরবাঞ্ছিত বিষয় সকল স্মৃতিপথে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। অতএব তুমি তদ্গত চিত্তে আমার স্মরণে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্ম-লোক হইতে সমুদায় লোকই বিনাশশীল, একমাত্র ব্রহ্ম-সম্মিলনই অনন্ত বিশ্রামের আশ্রয়; ভগবান্ ব্রহ্মাও ব্রহ্মদিবার শত বর্ষে প্রপঞ্চ বিশ্বের সহিত প্রলয় শয্যায় শয়িত হয়েন। কৈবল্যময় পরব্রহ্মই অনন্ত জাগরণে কালক্ষেপ করেন। হে ফাল্গুনী! আমিই সেই অদ্বৈত ও অনাময় পুরুষ। ভক্তিযোগে আমাকে ঐকান্তিক ভজনা করিলে জীব আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। যে জ্যোতির্ম্ময় স্থানে পিতৃলোকের ছয়মাস উত্তরায়ণী দেবদিবা অপেক্ষা চিরন্তনদিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নিপ্রভ হয়, ব্রহ্ম-বিদ্গণ সেই কৈবল্যধামে কৈবল্যময় অমূর্ত্তব্রহ্মে লীন হন। যে চন্দ্রপ্রভ স্থানে পিতৃলোকের ষাণ্মাষিক দক্ষিণায়ণ ধূমল কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং তৎ কালো-চিত মহা দিবা; সকামী পুণ্যাত্মা পুরুষ তথায় গমন করিয়া আমার (কূটস্থ

অক্ষর বিষ্ণু অর্থাৎ মূর্ত্ত ব্রহ্মলৌকিক) ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই সনাতন গতি। পূর্ব্বোক্ত শুক্ল (অনাবৃত্তি) গতিতে জীবের ব্রহ্মপ্রাপণ এবং পরোক্ত কৃষ্ণ (আবৃত্তি) গতিতে জীবের পুনরাগমন হয়। ফলতঃ হে ফাল্গুণী! আমিই গতিমূলক অনন্ত বিশ্বের মূল। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা বুঝিতে পারিলে জীব আমাতেই আসক্ত হয়েন। দেবতান্তরের উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা করা হয়। অতএব বীরেন্দ্র! তুমি দান, পুণ্য, আহার, ব্যবহারাদি আমাকে সমর্পণ কর। তোমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া সনাতন গতি লাভ হউক। হে পাণ্ডব! তুমি আমার প্রিয়-জন্য তোমার নিকট শ্রুতিবাক্য ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে উহার পরিপোষক আমার বিশ্বরূপ দর্শন কব।

যোগেশ্বর হরি এই বলিয়া দিব্য নেত্র প্রদান করত সব্যশাচীকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলে ভাগ্যবান্ অর্জ্জুন আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! হে মাধব! হে পুরুষপ্রবর! দেবর্ষি নারদ, অসীত, দেবল, ব্যাস আপনাকে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শাশ্বত পুরুষ বলিয়া যেরূপ কীর্ত্তন করেন, আজ আপনার প্রসাদে সেই অব্যক্ত মহতী মাধুরী অবলোকন করিলাম। হে ভূতভাবন! ভূতেশ! হে বিশ্বরূপ পরমেশ! আমি আপনার শরীরে দেবশরীরী অমরকুল ও জরায়ুজ-অণ্ডজ প্রভৃতি সমুদয় ভূত এবং অপ্রেমের বিরাটরূপ দর্শন করিতেছি। হে পুরুষ প্রধান! হে অনন্ত! আপনার সম্মুখেশতশত শিব-ব্রহ্মাকে কৃতাঞ্জলি দেখিয়া আমার অন্তরে বেদান্ত-চিন্তা উপস্থিত হইতেছে। হে অব্যক্ত! হে পুরুষোত্তম! আপনার আস্য-বিবরে কুরুপাণ্ডবের অসংখ্য বাহিনীর প্রবেশ দেখিয়া বহির্জ্জগতে আমার দিক্‌ভ্রম ঘটিতেছে। হে মহাকায়! হে মহাত্মন্! হে মহত্তত্ত্ব! আপনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও নিত্য এবং সৎ-অসৎ-আত্মা বলিয়া সদাসদাত্মক নামে বিখ্যাত। আপনি বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেববৃন্দ; আপনার ঊর্দ্ধ ব্রহ্ম, অধঃ অনন্ত, পৃষ্ঠদেশ ক্ষেত্রপাল। আপনার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নমস্কার করি। বিভো! আপনি ভূ,র্ভব, স্ব; আপনাকে না জানিয়া সরূপ সাধারণ প্রেম প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নির্ব্বিকল্প!

হে নিরঞ্জন! এক্ষণে আপনি কিজন্য এই মহাসমরের অনুষ্ঠাতা এবং আপনার কোন রূপ জীবের মুক্তিদাতা, তাহা ব্যক্ত করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে আশ্বস্ত করুন।

অনন্তর ভগবান্ স্বরূপ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! প্রকৃতির হিতার্থে মহাকালরূপে এই জীব সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লীলার অনুরোধে তোমাকে ইহার পূর্ণ সহায়তা করিতে হইবে। বসুমতি পাপভারাক্রান্ত হইলে আমি কালধর্ম্মে এইরূপ মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়া ঐশী সংকল্প সিদ্ধ করিয়া থাকি। বীরবর! লোকে আমার এই লীলাময় সাকারত্ব ধ্যান করিলে ত্রিবিধ গতির ইচ্ছানুরূপ একতর প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত পরব্রহ্ম সাধক যোগী বৃন্দ ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। অতএব হে ধনঞ্জয়! দুর্ল্লভ সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাস যোগদ্বারা মন আমাতে সংযত কর। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফল বিচ্যুত হইয়া মনের একাগ্রতা হউক। অভ্যাস অপেক্ষ্যা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষ্যা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষ্যা নিষ্কাম ব্রতারূঢ় হওয়া শ্রেষ্ঠ; কারণ নিষ্কাম চিন্তাহইতেই দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানীগণ প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় বিষয়ের নিগূঢ়ার্থ অবগত হইয়া শাশ্বত গতি লাভ করেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রকৃতি নাথ! আমি আপনার নিকট প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এই কয়েক বিষয়ের সরল সত্য বিদিত হইতে বাসনা করি। আপনি পূর্ণ ও চৈতন্যময়, অতএব চিন্তা জগতের স্বেচ্ছাচার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে সচেতন করুন।

আদিদেব পুরুষোত্তম কহিলেন, অর্জ্জুন! এই পঞ্চোভৌতিক শরীর ক্ষেত্র; ক্ষেত্রময় সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ; এইক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের নিগূঢ়ার্থ বোধই জ্ঞান; অনাদি পরব্রহ্মের অচিন্তনীয় রূপই জ্ঞেয়; ইন্দ্রীয় গণের পরিচালকই প্রকৃতি এবং পুরুষই সুখ-দুঃখের আধার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের সক্রিয় ভাবই প্রকৃতি-পুরুষ; তজ্জন্য তিনি প্রকৃতি পুরুষাত্মক বলিয়া কথিত হয়েন। প্রকৃতিই নিখিল জীবের গর্ত্তধানস্থান, পিতারূপে পুরুষ তাহাতে বীজ প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রকৃতি সমুদ্ভুত সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ে জীব সুখ-দুঃখে বর্দ্ধিতহয়। লোক-সকল সত্ত্বগুণে সাত্বিক সুখের, রজোগুণে সুখ-দুঃখের এবং তমোগুণে অজ্ঞানতায় পাপময় দুঃখ ভার বহন করে। কিন্তু সংসর্গীয় প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহার হ্রাষ-বর্দ্ধমান্ ও একত্রেদৃষ্ট হইয়া থাকে। চরমকালে রজোগুণে আবৃত্তি, তমোগুণে অধোগতি, এবং সত্ত্বগুণে গুণত্রয়কে অতিক্রম করত অনাবৃত্তি (গুণাতীত ব্রহ্মপদ) প্রাপ্তহয়। পরম মঙ্গলময় ব্রহ্ম সৎ অসৎ নহেন, অথচ সদ সদাত্মক রূপে জগতে বিদ্যমান; তিনি নিরাকার, অথচ সকলের আধার স্বরূপ বিরাজমান, তিনি সূক্ষ্ম ও দূরস্থ হইয়া ও স্থূল এবং নিকটস্থ হয়েন। অতএব যিনি জ্ঞানযোগদ্বারা তাঁহাকে সমবিদ্যমান দেখেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভের অধিকারীহন; তাঁহার সৃষ্টি কালে জন্ম ও প্রলয় কালে সংহার হয় না।

তত্ত্বপিপাসু বিভৎসু কহিলেন, হে অচ্যুত! জীব কোন্ চিহ্ন ও আচরণ দ্বারা প্রকৃতির অঙ্গীভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে, দাসকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

জগৎপতি মধুসূদন বলিলেন, হেকিরিটীন্! যিনি দ্বেষাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য, হইয়া শুভা শুভ কার্য্যে বিচলিত হন না, যাঁহার মন অন্যত্র নিরপেক্ষ হইয়া ব্রহ্মচিন্তার বহির্ভাগে বিচরণ করে না। তিনিই গুণাতীত; তিনিই মহামুক্তি লাভের পাত্র। অপিচ হে সব্যসাচি! এই সংসাররূপ অশ্বত্থতরুর মূল ঊর্দ্ধ, সাখা অধঃ বেদপত্র, গুণ ত্বক—এবং বিষয়াদি রাসায়নিক ক্রিয়াবল উহাকে জীবিত রাখে, কিন্তু উহার আদি অন্ত অদৃশ্য; অতএব বিবেকের কুঠার প্রহারে মহাতরু কর্ত্তন করিয়া মূল বস্তু অন্বেষণ করিতে পারিলে অন্বেষকের আর প্রত্যাবর্ত্তন হয়না। আমি সদাসান্ত ও চিৎশক্তিমান রূপে তাঁহাকে চন্দ্রসূর্য্য ও পাবকাদির অগম্য শাশ্বত লোকে নীত করি। পরন্তু হে মহাবাহো! জীবলোকে সনাতন জীবাত্মা আমার অংশ। তিনি গন্ধবহ সমীরণের ন্যায় প্রকৃতিস্থ পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনকে দেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া বাস করেন। আমি ওজঃগুণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত গণকে ধারণ ও রসাত্মক সোমরূপে ঔষধি সমস্তের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকি। আমিই

জঠরাগ্নি স্বরূপে প্রাণ ও সমান বায়ুর সহিত দৈহিক চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করি। মদ্গত চিন্তাতেই স্মৃতি-জ্ঞান উভয়ের উদয় হইয়া থাকে। বেদান্তে সাধারণ পুরুষ ক্ষর, কূটস্থ পুরুষ অক্ষর ও পরমাত্মারূপী ব্রহ্মকে অব্যয় ঈশ্বর কহে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক লোকেরা সেই তত্ত্ব কাহিনীতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন; তামসিক মূঢ়েরা মহাব্রত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়না।

ধীমান্ কৌন্তেয় কহিলেন, বিভো! যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞব্রত ও তপ-দানাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই সকল অনুষ্ঠিত বিষয়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে কি না?

লোকনাথ জনার্দ্দন কহিলেন, পার্থ! ঐ সকল সৎকার্য্য কিম্বা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়েও গুণ বিচার আছে। ফলতঃ শ্রদ্ধাই সকল গুণের প্রয়োজক; শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে ত্রিবিধ লোকের ক্রিয়াকলাপ সিদ্ধ হয়। হে নরঋষে! ভক্তি মহাগতির সত্যমূল এবং কপটের হস্তগত নহে। প্রেম বিকারে ভক্তির উদ্গম হইয়া বাহে স্বেদ, পুলক, কম্প ও কাকু প্রকাশ হয়। ভক্তিমান্ যোগীরাই যোগসিদ্ধ হয়েন। মানব দেহে ক্ষণভঙ্গুর ভক্তির আবেগ হইলেও ইন্দ্রিয়গণ মুহূর্ত্তকালের জন্য নত শীরা হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় হইলে কায়াগত ছায়ার ন্যায় যোগমার্গেস্থিতভক্তি আকর্ষণ করে। ভক্তিযোগ একাঙ্গ বলিয়াই শাস্ত্রকর্ত্তা বহুলতা ত্যাগ করিয়া যোগশাস্ত্রে ভক্তির সংক্ষেপ সমালোচনা করিয়াছেন। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সকলি নিস্ফল, অনুগামী ভক্তিই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল সাধন করে। ভক্তদত্ত পুষ্পজল আমি মহানন্দে গ্রহণ করি। অতএব ভক্তি সহকারে ঐ সমস্ত নিঃস্বার্থ কার্য্য সাত্ত্বিক, স্বার্থপর কার্য্য রাজসিক, আর পর-পীড়ন কি প্রাকৃত বিলাসে যে কিছু সৎকর্ম্মের অবতারণা করা হয়, তাহা তামসিক বলিয়া পরিগণিত। তদ্ভিন্ন বলকর লঘুপাক ভোজন সাত্ত্বিক আহার, গুরুপাক ভোজন রাজসিক আহার এবং গত রস ও মাংসাদি কুখাদ্য তামসিক ব্যক্তিদের আহারোপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ পার্থিব সকল বিষয়েই গুণত্রয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষতা থাকায় সকল গুণ অতিক্রম ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্গণের নিত্য উপাসনা সিদ্ধ হয় না। অপিচ হে ফাল্গুন! অমূর্ত্ত অনাদি

ব্রহ্মের "ওঁ, তৎ, সৎ" এই ত্রিবিধ নাম। এই মহান্ নামাবলী দ্বারা আদিম কালে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া পবিত্র শব্দ "ওঁ" বেদের শীর্ষক, নিষ্কামী কর্ম্মীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মরণীয় পবিত্র শব্দ "তৎ" এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে "সৎ" শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সাধুগণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া ঐ সকল মঙ্গলময় নাম জপ করিলে মহানির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হন্।

অর্জ্জুন কহিলেন, উপেন্দ্র! আপনার শ্রীমুখে সন্ন্যাস ও ত্যাগ স্বীকারের বিশেষত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করি। প্রসন্ন হইয়া দাসের প্রতি বর্ণন করুন।

জগৎপতি দামোদর কহিলেন, হে বীরবর! কর্ম্ম ত্যাগই সন্ন্যাস এবং গুণভেদে ত্রিবিধ ত্যাগ জাগতিক ভূতগণ হইতে অপসৃত হয়; কিন্তু আমার মতে সাত্ত্বিকী ত্যাগই ত্যাগস্বীকার বলিয়া গ্রহণীয়। পরমার্থপ্রিয় সাত্ত্বিকগণ কর্ম্মফল ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ রূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া মহাপথে উপনীত হয়েন। রাজসিক জীব নিষ্কাম ধর্ম্মের ত্যাগ স্বীকার করত কর্ম্ম পাশে আকৃষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ গতায়াত করেন। তামসিকেরা কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করে। অতএব বীর! তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্ত্বিকতা প্রদর্শন করত জ্ঞানীদিগের গন্তব্য পথে গমন কর।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে তাঁহার নিকট সাংখ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, কর্ম্মসন্ন্যাস, আত্ম-সংযম, বিজ্ঞান, মহাপুরুষ, রাজগুহ্য, বিভূতি, সন্ন্যাস, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ, গুণ বিভাগ, পুরুষোত্তম, দৈব-আসুর, শ্রদ্ধাবিভাগ ও ভক্তিযোগ প্রকাশ করায় অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞানের আবেশ হইল। তিনি ভগবান্ ত্রিদশেশ্বরকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দেব! আমি অনুগৃহীত হইলাম; ত্বদীয় মহানুগ্রহে আমার সকল সন্দেহের অপনয়ন হইল। এক্ষণে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। তিনি এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন;—

জাগ জাগ অসি বীর মদে মাতি!
হড়পি খুলিলে কেন ফণীপতি;
পাসরি আপনা, পাসরয়ে ফণা
ঘুচাইতে স্বীয় কুলের লাজ;
ভৈরব আরাবে নাচে বীর হিয়া,

রাজপুত আশা কৃপাণ-ভরসা
সাধিতে উদ্যত আপন কাজ।
ক্ষত্রীয় মরমে বান্ধিয়া পাষাণ,
টান দিয়া দূরে মায়ার কল্যাণ;
চির শত্রু নাশি, কর শব রাশি
বীর প্রসবিণী বসুধা মাজ;
পূরি দশ দিশা বাজি রণ ভেরি,
মাভৈঃ মাভৈঃ বলে ত্বরা করি;
ভয় কি মরণে, চল রিপু রণে
অসি লতাহার তোমারি সাজ।
বিশেষে বিজয় বিপুল প্রতাপ,
অজেয় গাণ্ডীব চির বীর দাপ;
কি ছার মানব, করিবে আহব
সভয়ে কম্পিত অমর রাজ!
গ্রাসি বেলা ভূমি জলদল পতি,
ছুটিলে আবেগে কে রোধে সে গতি;
কালের শাসনে, জিয়ে কোন জনে
স্বভাবের শীরে হানিয়ে বাজ;
অমানুষী বল চালিয়ে হৃদয়ে,
আনন্দে ধমনী উঠিল নাচিয়ে;
নাশিব এবার, রিপু অনিবার
পশিয়া সমরে না সহি ব্যাজ।

বীরবর অর্জ্জুন এই বলিয়া রুদ্রভাব ধারণ করত মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক! এক্ষণে "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কুরুক্ষেত্র ভ্রমণে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্গীতা পর্ব্ব, কুরুবংশে ভগবদ্গীতানামক সপ্তত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

অষ্টত্রিংশৎসর্গ।

কুরু-ক্ষেত্র—মহা সমর।

(রাজলক্ষ্মীউদ্ধার)

—∘∘✲∘∘—

" যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ "

ধর্ম্ম সঞ্চয়ই জয়লাভের মূল, দুরায়ত্ব অসাধ্য বিষয়ও ধর্ম্মবলে সংসাধিত হয়।—সত্যশীল পাণ্ডবগণ দেবারাধ্য ধর্ম্মবলে প্রবল তেজস্বী হইয়া মহা-সমরের দুর্ল্লভ জয়লাভে রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিলেন ;—নরঋষি ধনঞ্জয় ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত অগ্নি-চাপ পরিগ্রহ করিলে পক্ষগণ তাঁহার হৃদয় কেন্দ্র হইতে বিবেকের সুদূর তিরোধান দেখিয়া অভ্র-ভেদী বজ্র পতনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বদ্ধপরিকর বীর-দাপে ও অস্ত্র শস্ত্রের ভৈরব আরাবে প্রকৃতি যেন রক্ত-বীজ নাশিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক ধরারূপ খর্প্পর হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাদের সামরিক সুসজ্জা দেখিয়া পরস্পরা কহিতে লাগিলেন—উভয় পক্ষ কেমন বীর নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন! জগতের বিপুল স্মৃতি-ফলকে চিরকাল ইহার পাণ্ডুলিপি থাকা উচিত; দেখ—ধুর-সমীপ-অশ্ব-দ্বয়ের একজন রক্ষক এবং অগ্রবর্ত্তী তুরগ রক্ষণে দুইজন হয়-তত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থূলকায় রণগজ সকল দুই দুই অঙ্কুশধারী, ধনুর্দ্ধারী, খড়্গাধারী, এবং শূলপাণী সদৃশ জনেক শূলপাণী বীরের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। রথ-বিভাগে প্রত্যেক রথের দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ অশ্ব এবং প্রতি অশ্বে দশজন অসিচর্ম্মধারী নিযুক্ত আছে; আবার মহারথের প্রতি পঞ্চাশৎ মাতঙ্গ, প্রত্যেক মাতঙ্গে একশত তুরঙ্গ এবং সেই সেই তুরঙ্গমের পাদ-

রক্ষায় সাতশত বীরসেনা দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেগগামী সমর তুরগেরা দশচর্ম্মী ও একশতপদাতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে; তদ্ভিন্ন রণরঙ্গীদের বসন-ভূষণ ও অস্ত্র-শস্ত্রের বিমল জ্যোতিতে মহাভূমি কুরুক্ষেত্র লক্ষ সচন্দ্রক নক্ষত্রমণ্ডল হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

সৈন্যগণ এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের রণসৌকর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে সেনাপতিগণের অভয় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির শত্রুগণের সেই ভীষণ জনতার মধ্যে নিরস্ত্র ও নিষ্কবচ হইয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অনুজগণ তদীয় অসম সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবান্ কেশব সহিত তাঁহার অনুগমন করিলে উভয় পক্ষ তাঁহাদের গন্তব্য বিষয়ের কারণানুসন্ধায়ী হইয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজর্ষি ধর্ম্ম অরিদলের মধ্যেগিয়া বিনীতভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহীপাল শল্যকে বন্দনা করিলেন। তাঁহারা তদীয় সমোচিত বিজ্ঞতা দেখিয়া সমরানুকূলতা ব্যতীত বরদানে অঙ্গীকৃত হইলে মতিমান্ কৌন্তেয় বিজয়ী-মন্ত্রণা প্রার্থনা করায় দেবব্রত স্ত্রীপূর্ব্বা শিখণ্ডীর দ্বারা আপন বধোপায়, দ্রোণাচার্য্য শোকজনীন নিরস্ত্র অবস্থাই স্বীয় রন্ধ্র ভেদ উপদেশ, কৃপাচার্য্য স্বীয় অমরতা নিবন্ধন জয়কল্যাণ এবং মদ্রপতি তদীয় প্রার্থনানুযায়িক "অর্জ্জুনের সহিত তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রতিযোধ কর্ণের তেজোহ্রাস করিবেন" এই বরদান করিলেন। মহামনা প্রধান পাণ্ডব এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে পরদলের মধ্যে সাধারণ আহ্বান করিলে মহাবীর যুযুৎসু ভ্রাতৃপ্রেম সুদূর বর্জ্জন করিয়া অচিরে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময় প্রভু মাধব কর্ণকে সহোদর-পক্ষতা গ্রহণে পুনরুক্তি অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইয়া কুরুপতির প্রিয় কামনায় রত রহিলেন।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বজন সহিত স্বদলে প্রবিষ্ট হইয়া রথারোহণ ও বীরবেশ পরিধান পূর্ব্বক সমর সঙ্কেত শঙ্খধ্বনি করিলে উভয় পক্ষীয় বীর বৃন্দের শঙ্খনাদ, সিংহনাদ, বাহুস্ফোট, জ্যাঘোষ, হুহুঙ্কার ও বাদ্যকরগণের তূরি, ভেরী, জয়ঢক্কার বিপুল শব্দ এবং করী বৃংহিত আর অশ্বের হ্রেষারবে সসাগরা মেদিনী নিনাদিত হইতে লাগিল। ভীমসেনের ভীমগর্জ্জন সফরী-

হিল্লোলের নিকট ভীষণ জল প্রপাতের ন্যায় সকল শব্দ অতিক্রম করিয়া উঠিল। বীরবর সর্ব্বপ্রথমে রণদেবীর অভয়পদ অর্চ্চনজন্য রক্তরূপ চন্দন সংগ্রহ করিতে গদা ধারণ করিলেন। মহীপতি দুর্য্যোধন মারুতিকে গদা-পাণী দেখিয়া দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ ও কৃতব্রহ্মা এবং সোমদত্ত নন্দন সহিত তদীয় বিপক্ষে শরচালনা করিতে লাগিলেন—শত্রু-হিংসায় শত্রুর লক্ষ—প্রবল বৈরির একতা বন্ধন দর্শনে পার্ষতীর পঞ্চপুত্র,সুভদ্রাসুত, নকুল-সহদেব এবং অযোনিজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের উপর মুহুর্মুহুঃ শরবৃষ্টি করিলেন—রণ-রঙ্গ ক্রমেই বাড়িল—ধনঞ্জয়-ভীষ্ম, অভিমন্যু বৃহদ্বল, ভীম-দুর্য্যোধন, নকুল-দুঃশাসন, সহদেব-দুর্ম্মুখ, যুধিষ্ঠির-শল্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণ, শঙ্খ-সোমদত্ত, ধৃষ্ট-কেতু-বাহ্লিক, ঘটোৎকচ-অলম্বুস, শিখণ্ডী-অশ্বত্থামা, বিরাট ভগদত্ত, দ্রুপদ-জয়দ্রথ, বৃহৎক্ষেত্র-কৃপ, চেকিতান-সুশর্ম্মা, প্রতিবিন্ধ-শকুনি, শ্রুতসোম-বিকর্ণ, ইরাবান্-শ্রুতায়ু, শ্রুতকর্ম্মা-সুদক্ষিণ, অনুবিন্দ-কুন্তীভোজসুত, উত্তর-বীরবাহু, চেদিপতি-উলুক, এবং সমযোধ সমযোধের সহিত মহাযুদ্ধ সঙ্ঘ-টিত হইল। তাঁহারা পরস্পরার প্রতি শর, পরশু, গদা, মুষল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, তোমর, খড়্গ, শেল, শূল, শক্তি, বর্ষা, প্রহার পূর্ব্বক বিজয় চিন্তা হৃদয়ে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই মার্ মার্ শব্দ, চতুর্দ্দিকেই অসির ঝন্ঝন্ এবং চৌদিকস্থ শরচাপের আকাশ ভেদী নিস্বন শ্রবণে নিরক্ত ধমনী সরক্ত হইয়া উঠিল। সুকুমার বীর বালকেরাও মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কটিতটে উলঙ্গ অসি, করতলে শাণিত অস্ত্ররাশি যেন জয়ধ্বনি করিতে মুখরিত হইল—আর্য্য-শোণিতের অটল বীরত্ব—আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই সমনির্ভীকতা প্রদর্শন করিলেন। কৃপাণের নির্ঘাত প্রহারে কোথাও রক্ত বৃষ্টি, ছুরিকার তীক্ষ্ণ-বেদে কোথায় রুধির সলিলের উৎস উঠিল। শান্তনব ভীষ্ম বিবিংশতি ও শল্যাদি মহারথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদল দলিত করিতে লাগিলেন। মহাবাহু অভিমন্যু প্রপিতামহ হইতে আত্মসৈন্য ধ্বংস দেখিয়া ঘাত প্রতি-ঘাতে প্রথমতঃ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষকগণকে আহত করত তদীয় বক্ষস্থলে নয় এবং ধ্বজদণ্ডে এক তীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিয়া ক্রমাগত অন্যতম বহুবিধ সাজ্ঘা-

তিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। বীরেন্দ্র ভীষ্ম অসদৃশ বলে তাহা নিবারণ ও একভল্ল নয় বাণে সারথি সমবেত তাঁহাকে বিদ্ধ করত অন্যতর তিনভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন; চক্র প্রহরীরাও এই সময় মূলরথী ভীষ্মের পশ্চাৎ ভাগ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ শর নিক্ষেপ করিলেন। কুমার অভিমন্যু অনায়াসে তাহা নিবারণ করিয়া নব শরে মহাশূর ভীষ্মের তালকেতু ছেদন করত অতুল শিক্ষা নৈপুণ্য দেখাইলেন—সমুদ্রের সহিত সমীরণের সংযোগ—বীরতার মহাসাগর অভিমন্যুর সহিত সহসা ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি দশজন মহাযোধ যোগদান করিলেন। তাঁহারা আগমন করিলে অরিকুলান্তক ভীষ্ম তীক্ষ্ণবাণে অন্য সকলের মর্ম্মভেদ এবং একবাণে ভীমের রথধ্বজ শতচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ভীমসেন সেই অপমানের প্রতিদান করিতে তিনবাণে ভীষ্ম, একবাণে কৃপ ও অন্যবিধ আট শরে কৃতব্রহ্মাকে প্রপীড়িত করিয়া তুলিলেন—কালদূত সমরের চির সহচর—এইকালে দিগন্তরে শল্যের নিশিত শল্য প্রহারে কুমার উত্তর গতায়ু হইয়া পড়িলেন। মহাবলশ্বেত ভ্রাতার বিনাশে বৈর নির্যাতন করিতে করিতে শল্যের অভিমুখী হইয়া বহু বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন—দূরদর্শীদের চিরকাল দূরদর্শন—গঙ্গানন্দন পাণ্ডবদল দলন কালে শ্বেতকর্ত্তৃক স্বপক্ষ সংহার ও মহাবল শল্যের শঙ্কটকাল অবলোকন করত তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিলেন—শ্বেতের শল্য-জাত ক্রোধ ভীষ্মের উপর পতিত হইল —তাঁহারা উভয়েই রোমাঞ্চকর মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বলশালী শ্বেত দশ বাণে ভীষ্মের শরাসন একবাণে তদীয় রথধ্বজ খণ্ড করিয়া অজস্র শরস্রোত বহাইলেন—ইচ্ছামৃত্যুর মৃত্যু ভয় উপস্থিত—তিনি শ্বেত কর্ত্তৃক বিরথ ও শরাবৃত হইয়া বিমনায়মান হইলে দুর্য্যোধন শ্বেত সমর সাগরে পারতরীর ন্যায় অরিন্দমী ভীষ্মের সাহায্যে কৃপকৃতব্রহ্মাদি বীরগণকে নিযুক্ত করিলেন। পরাক্রান্ত কুরুবংশধর শিশু বীর শ্বেত দ্বারা ক্রমশঃ অপ্রতিভ হইয়া সুতীক্ষ্ণ সাতভল্ল দ্বারা তাঁহার রথচক্র ধ্বংস এবং আট বাণে শক্তিশেলের ন্যায় তদীয় কালনাগিনী বিশেষ শক্তি নষ্ট করিলে মৎস্য যুবরাজ আবার গদা প্রহার করিয়া তাঁহার রথ সারথি চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলিলেন—শ্বেতের

আয়ু রজনী উষা—তিনি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ ভীষ্মের সাক্ষাতেই অদূর সৈন্যচয় ও তদীয় জয় উপার্জ্জক ধনু ক্ষয় করিলে শূন্যবাণী অদৃশ্য কলেবরে লোক-লীলা পরিশেষ জনীন শ্বেতের আসন্নকাল বলিয়া ভীষ্মকে উপদেশ দান করায় দেবব্রত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধানে তাঁহার মস্তক ছেদন করত শরানলে পরপক্ষ দগ্ধ প্রায় করিলেন—পাণ্ডবদলে নিরানন্দ কুরুদলে আনন্দের জয়-ধ্বনি পড়িল—মহাবল শঙ্খ প্রিয়ানুজগণের পতন দেখিয়া উন্মত্ত হৃদয়াভাবে কুরুসৈন্যগণকে যম-যাত্রী করত শল্যকে আক্রমন করিলেন। মদ্ররাজ ও মৎস্যরাজ কুমারের দ্বৈরথ সমরে উভয়দলের প্রধান প্রধান বীরগণ আত্ম-পক্ষের অনুকূল হইলেন। এমত সময় ভগবান্ সহস্রাংশু সহস্র করে জগতের প্রভামালা হরণ করিয়া সন্ধ্যাদেবীর বিনোদ মাধুরীতে গিয়া অর্পণ করিলে রজনী জনিত অবহার শঙ্খনাদ হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্যে শিবির নিকেতনে গমন করিয়া পিতামহের অতুল পরাক্রমে অসঙ্খ্য রথী ও মহারথী শ্বেত বিয়োগে ভাবীকালে আত্ম পরাভব সম্ভবপর বলিয়া ভগবান্ বাসুদেবের নিকট বিষয়বিতৃষ্ণ বিরাগপ্রিয়তা প্রদর্শন করিলেন—মুহূর্ত্তেকে আবার তাহার অপনোদন—জনার্দ্দন "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই নৈতিক প্রবোধ দানে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। দুর্য্যোধন বিজয় লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ পদাশ্রয় পাইবার আশাপক্ষপাতী হইয়া রহিলেন। উভয় পক্ষ এইরূপে সুখ-দুঃখের ছায়াময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে শান্তিলাভ করিলেন।

অনন্তর (দ্বিতীয় দিবসে) সুর সুন্দরী উষা লোহিতাভ প্রবাল পুঞ্জের ন্যায় পূর্ব্বদিকে মনোহর দৃশ্য দেখাইলে কৃষ্ণানিশার তামসী মূর্ত্তি উদয়াচলের অন্তরালে গিয়া লুকাইল। জনতার গতিস্রোত নগরীর পূর্ণ যৌবনের উপর অল্পে অল্পে বহিতে লাগিল। নিশিথে কুশাসনে নিমীলিত চক্ষে বেদান্ত-চিন্তায় যাঁহারা নিশা অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই দৃঢ়ব্রত তাপসেরা বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায়, হিমালয়প্রস্থের বদরি মূলে কলবাহিনী তটিনী তটে তপ সাগরে মগ্ন হইলেন। কুরু পাণ্ডব পক্ষদ্বয় মহাশক্তির অভিনয় জন্য সমরাঙ্গনে অবতরণ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ হইতে ক্রৌঞ্চারুণ ও কৌরব পক্ষ হইতে মহাব্যূহ নির্ম্মিত হইল। তাঁহারা পূর্ব্ব দিনের ন্যায়

নববীরত্ব আস্ফালনে বসুধা প্রকম্পিত কবিতে লাগিলেন। শত্রুহন্তা ভীষ্ম প্রাচীনতার শুষ্কমস্তিষ্ক বীররসে প্রফুল্ল করত প্রহরণের সতেজ আঘাত প্রদর্শন করিলে বিপক্ষের সাহস ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল। মহাবাহু পার্থ পিতামহ কর্ত্তৃক আত্মপক্ষে কালের বিষদৃষ্টি দেখিয়া পরদল বিধ্বস্ত করিতে করিতে প্রচণ্ড শূরবিক্রমে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন—বীরতার বিপুল আবির্ভাব—ভীষ্মার্জ্জুন বীরদ্বয় অসুর ভাব ধরিয়া মহাহবে রত হইলেন। রণারম্ভে রণপটু ভীষ্ম নয়শরে পার্থকে, পার্থ সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন—উভয়েই রণদক্ষ—সতর্কতার সহিত শরচাপে মনোসংযোগ করিলে তাঁহাদের লৌহবর্ম্ম কুশলে থাকিয়া অবিরত নক্ষত্র পাতের ন্যায় শরখণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। আর্য্য জননী ভারত মুহূর্ত্তেকে বীরদত্তা শররূপ চিন্তামণি রত্ন খচিত মহামূল্য কিরিটী শীরোভূষণ করিলেন; সনিমেষ মনুষ্য চক্ষু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দিব্যনেত্রের ন্যায় অনিমিষে তাঁহাদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকেই হত্যাকাণ্ড—ধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে যারপরনাই হত্যাকারী দেখিয়া ভল্ল দ্বারা সারথি ও চারি শরে তাহার বাজী চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অবিলম্বে সরথ হইয়া নবতিশরে তাঁহাকে বিদ্ধকরত ধন্যবদার্হ হইলেন। পরক্ষণে সেই অতুল সম্মান আকাশ কোলে মিশিল। অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ অল্পসঙ্খ্যক ঘাতপ্রতিঘাতের পর তাঁহাকে বিরথ ও নিরস্ত্র করিলেন—সহসা অদ্বিতীয় সহায়—পার্ষতকে বিরথ দেখিয়া প্রথমতঃ ভীম অতঃপর মৎস্য-পাঞ্চাল ও কুরুসৈন্যেরা আসিয়া তাঁহার শান্তি রক্ষক স্বরূপে দাঁড়াইলেন; প্রতিপক্ষের সহায়তা সাধন করিতে নৈসধ ও স্বদেশীয় সেনা সহিত কলিঙ্গ নরনাথ উপনীত হইলেন—বলাধিক কলিঙ্গনাথ বৃকোদর-বিজেতা প্রতিষ্ঠা লব্ধ বাসনায় দ্রোণের পুরোবর্ত্তী হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলে ভীমের পরাগত পাঞ্চালাদি সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হইল; মহাবাহু ভীম বাহুমাত্র অবলম্বন করিয়া জলধিবৎ কলিঙ্গ-নৈসধদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন শর, কখন অসি, কখন গদা এবং কখন চপেটাঘাত করিয়া প্রতিকূলবাহিনীদিগকে পরাভূত করিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে পদ্মবন দলী মদকল করীর

ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিল। তদীয় গদাঘাতে কলিঙ্গরাজ তনয় সক্রদেব গজদন্তাঘাতে নৈষধ ভানুমান্, নারাচ প্রহারে কেতুমান্ ও সপ্ত শরে কলিঙ্গেশ্বর শ্রুতায়ু বিনষ্ট হইলেন—কলিঙ্গ সৈন্যে ভয়ানক মহামার—নিস্তারের সহিত পুনরালাপ হইবে না ভাবিয়া তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অরিসূদন ভীষ্ম দূর হইতে কলিঙ্গ বিদ্রোহ দেখিয়া তথায় আগমন করিলেন। অসহায় ভীমের পক্ষেও সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমাগত হইলেন। ভীম-ভীষ্ম বীর পরম্পরার দ্বৈরথ যুদ্ধে হতশেষ কলিঙ্গেরা শান্তির মুখ দেখিল। ভীমসেন দেবব্রতের উপর্য্যুপরি বাণবর্ষণে এবং দেবব্রত, সাত্যকির সহিত দুর্ব্বিষহ রণে সংজ্ঞাহীন হইয়া বিমুখ হইলেন। অভিমন্যু ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তত্রস্থ কৌরব রথীদের তুমুল রণ আরম্ভ হইল। অভিমন্যু সমরে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষণ অবসন্ন প্রায় হইলে সেই অপরাহ্ণে অভিমন্যু বিজয়েই সকলে যত্নশীল হইলেন। তখন পরন্তপ অর্জ্জুন দিগন্তর হইতে আগমন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বীরকাণ্ডে জয়লিপ্সুদের সঙ্কল্পভঙ্গ ও সৈন্য সাগরে শোণিত তরঙ্গ উত্থিত করিলেন। এমন সময় জ্যোতির্ম্ময় দিনমণি অস্তশিখরে গমন করিলে ন্যায়বিদ্ ভীষ্মের অবহার সূচক শঙ্খনাদ শুনিয়া উভয় পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিয়া শান্তির সুখময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলেন।

অনন্তর (তৃতীয় দিবসে) শর্ব্বরী তিরোহিত হইল। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি উদিত কালের ন্যায় খদ্যোতিকার বেশধরিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইলে কে যেন স্বভাবের শোভাময় চন্দ্রাতপ খুলিয়া লইল। অনন্ত বারি সমুদ্রে প্রাণী বৃন্দেরন্যায় প্রকৃতির দৈনিক লীলাতরঙ্গে অসীম জগৎ ভাসিল। বিভুঅংশুমালী কিরণমালা দোলাইয়া আপন অয়নমণ্ডলে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরু-পাণ্ডব পক্ষদ্বয় যথাক্রমে অর্দ্ধ-চন্দ্র ও গারুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করত পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার মহাসমরে প্রবৃত্তহইলেন। চতুর্দ্দিকে মার্ মার্ শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাযোধ ভীমার্জ্জুন, আর্জ্জুনী ও সাত্যকি-ঘটোৎকচ কৌরব সেনাগণকে সমধিক প্রপীড়িত করিয়া ফেলিলেন—কুরুদলে হাহাকার পরিপূর্ণ—অপক্ষপাতী কৃতান্ত যেন পাণ্ডব পক্ষহইয়া অসংখ্য বাহিনী গ্রাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই তৃতীয় দিবসের রণে

মহাশক্রর ক্রমোন্নতিদেখিয়া যুদ্ধ-শিথিলতা দোষারোপকরত পিতামহকে অনুযোগ করিলে ভীষ্ম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধহইয়া উঠিলেন; তদীয় হস্ত লাঘব কৌরব পতির বিষণ্নবদন পুনরুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তিনি ধনুর্ব্বেদবলে কোথাও বারিবর্ষণ কোথাও শৈলপতন কোথাও অগ্নিকাণ্ড উৎপাদন করিয়া পাণ্ডববল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তদীয় চাপমুক্ত বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বৈর জনতাকে উৎসন্ন করিয়া দিল। যৌধিষ্ঠিরী মহারথী গণ কোনক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না; তাঁহারা আত্মীয় দিগকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণপণে কৌরবীয় চমূধ্বংস করিতে লাগিলেন—অচিন্ত্য-হৃদয়ে চিন্তার আবেগ পড়িল—ভগবান্ মাধব অনাথের ন্যায় পাণ্ডব দলকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া পার্থকে উত্তেজিত করত শান্তনু অঙ্গজের অভিমুখীন্ করিলেন। হিমশৈল ও মলয় ভূধরেরন্যায় বীরদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইলে বীরেন্দ্র ভীষ্ম সধূম অনলের ন্যায় অর্জ্জুনকে অগ্রাগত দেখিয়া সমধিক বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হিমস্তূপে হেমসৌধ কিরিটিনী ভূভাগ আচ্ছাদনের ন্যায় শরস্তূপে প্রকাণ্ড কপিধ্বজ আচ্ছন্ন হইয়াগেল। মহারথ অর্জ্জুন সুস-ন্ধানে সেই শরাচ্ছাদন অপনীত করিয়া পিতামহের প্রতিকূলে শর বর্ষণ ও অপূর্ণ শশীমেয় চাপ বারম্বার ছেদন করিলেন। তখন রণপ্রবীণ ভীষ্ম ফাল্গুনের নবীন শিক্ষার যশোগান করিয়া অন্যধনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক অমানুষী শরচালনা প্রদর্শন করিলে ঘর্ম্মাক্ত অর্জ্জুনের শ্রমজল ও রাজপুত গণের ছিন্নমস্তক নিক্ষিপ্ত হইয়া সচন্দন কুসুমরূপে বাসুদেবের চরণে নিপতিত হইতে লাগিল। ভগবান্ কমলাক্ষ স্বচক্ষে ভীষ্ম হইতে পাণ্ডবদের জীবনী হিংসা প্রচুর পরিমাণে দেখিয়া অসহ্য ক্রোধভার বহনপূর্ব্বক চক্রায়ুধ ধারণ করত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভীষ্ম! তুমি আত্মরক্ষার স্বাধীনতা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। সুদর্শনের অব্যর্থ আঘাতে আজ তোমাকে প্রেতপুরী দর্শন করিতে হইবে। তুমিই কুলক্ষয়ের মূল, তুমি দুরাচার পৌত্র গণকে দমন না করিয়া ভারত নির্ম্মূল করিতে পৈশাচিক উৎসাহে নিয়োগ করিয়াছ। সমগ্রভারত যখন তোমার অধীন, তখন কায়মনে অনুজ্ঞা করিলে কে তোমার ব্যাক্যে অনাস্থা করে, মহীতলে কোন্মহীপতি তোমার

বিজয়ী বীরত্ব স্মরণ না করিয়া অবাধ্য হয়? গাঙ্গেয়! কুরু-পাণ্ডব তোমার সমান প্রিয় পাত্র, তবু তুমি কৌরব মনোরঞ্জনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া রহিয়াছ; কিন্তু আজ তোমার সেই প্রাকৃত নীচবৃত্তির অবসান, এখনি প্রিয় পৌত্র গণের সহিত কালনগরী গমন করিতে হইবে।

তিনি এইবলিয়া বেগ সহকারে গমন করিতে লাগিলে কোপ সূর্য্যোদয়ে তদীয় নীলকান্তি-সরসীর মৃণাল বাহুতলে প্রভমান সুদর্শন বিকশিত পুণ্ডরীকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ব্রহ্মবিদ্ ভীষ্ম রুদ্রভাবে ত্রিদশপতির আগমনে প্রেমানন্দে গলদশ্রু হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! হে পীতবসন! হে ভুবনেশ্বর! সত্বর বিনাশ করিয়া দাসকে নির্ব্বাণগতি প্রদান করুন। আজ জননী জাহ্নবী, জন্মভূমি হস্তিনা, পিতা শান্তনু ধন্য হউন। হে কেশব! হে মাধব! হে যাদবকুলনাথ! আমি আপনাকে প্রণিপাত করি, সত্ত্বগুণে সুপ্রসন্ন হইয়া আমার আজন্মের কালরাত্রি সুপ্রভাত করুন। হে গোবিন্দ! বৃন্দারক বৃন্দ মধ্যে আপনিই প্রধান, বৃন্দাবন মধ্যে আপনি নিত্য বিরাজমান; উপাসকগণ তন্মনস্ক হইয়া আপনারই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির ধ্যান নিরত হয়েন। হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপনাকে তূরীয় ও কূটস্থ পুরুষ বলিয়া বাখ্যাকরেন।

ধীমান্ ভীষ্ম এইরূপে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। বীরবর পার্থ সবেগে গমন পূর্ব্বক অখিল পতির পদতলে পতন এবং স্বীয়, ভীষ্মবধ প্রতিজ্ঞা জনিত তদীয় কোপ শান্তির প্রার্থী হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন বাক্যে মুহূর্ত্তেক স্তম্ভিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত পুনরায় অশ্বরশ্মী গ্রহণ করিলেন। তখন উদাস মনা কৌরবদের মন আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। মহাবীর জিষ্ণু যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়া স্ববলের হৃদয়ের উপর আনন্দমঠ নির্ম্মাণ করিবারজন্য দৈব-মানুষী ও গান্ধর্ব্ব্য অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত পরপক্ষ সংহার করিতে লাগিলেন। বরিষার জল প্রপ্রাতে আপাত নদীর ন্যায় রণভূমে শোণিত নদী বহমান হইল। এইরূপে ভারত যুদ্ধের ত্রাহিক লীলা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ রবি নৈশ বিশ্রামে গমন করিলে কুরুপাণ্ডব পক্ষগণও অবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর (চতুর্থ দিবসে) ভগবান্ দ্বিজরাজ পৌর্ণমাসীর সহিত রজনী বিহার করিয়া পশ্চিম গগণে অদর্শন হইলে নিসর্গের প্রভাতী অলঙ্কার শুক্রদেব ক্রমে অদৃশ্য হইলেন। সাধুগণ প্রসূতির পতিপ্রাণা তনয়ার পবিত্র তারানাম স্মরণ করিয়া নিদ্রাদেবীকে বিদায় দান দিলেন। মহানিশার স্থিরজগৎ বালরবির মোহন মাধুরী দেখিয়া আবার চঞ্চলভাব ধারণ করিল। চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডব-ধার্ত্তরাষ্ট্র যাথাক্রমে গজকর্ণ ও প্রতিব্যূহনির্ম্মাণ করত সমর ভূমে অবতীর্ণ হইলেন। রথী-সাদি-পদাতি নিকরের প্রাস, পরশু ও খড়্গাদি অস্ত্র সকল অচলা চপলার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বিপক্ষের রুধির রূপ লোহিত জলধি জলে অবগাহন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন-অভিমন্যু নির্ধূম-পাবকেরন্যায় শরসমূহে রিপুদল দলন করিতে লাগিলেন—আর্য্য সন্তান অসীম সাহসের জন্মভূমি—সেনাগণকে মৃত্যুর গলগ্রহ দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষাব্যতীত জীবন পরিবর্ত্তন দিতে অশ্বথামা, শল্য, ভূরিশ্রবা ও সাংযমনীর পুত্রাদি তথায় আগমন করিলেন। অর্জ্জুন-অভিমন্যুর পৃষ্ঠপোষক হইয়া এপক্ষ হইতে মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন উপনীত হইলেন—দক্ষতার পূর্ণ আদর্শ—পাঞ্চাল-যুবরাজ আগমন করিয়াই তিনবাণে কৃপ, দশবাণে মদ্রকগণকে পীড়িত এবং গদাঘাতে সাংযমনীর পুত্রকে নিহত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরতায় এই মহৎ কার্য্য সাধন করিলে স্বপক্ষে জয়শব্দ হইল; প্রতিপক্ষেরা তদীয় বধ-বাসনায় প্রাবৃট কালীন বৃষ্টিধারার ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহারথী অভিমন্যু মাতুলকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহার প্রতিকূল শরের উপসংহার এবং তিনবাণে মদ্রনাথের মর্ম্মভেদ করত শর শ্রেণীতে সেনানী গণের মস্তক তালফল পতনের ন্যায় নিপতিত করিতে লাগিলেন। দিগন্তরে মহাবাহু সাত্যকি কুরুসেনা গণকে বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সিংহনাদ উভদলকে বিজয় সম্বাদ জানাইল। বীরবর রণাঙ্গনে আদিত্য স্বরূপ হইয়া কৌরব কুবলয় ম্লান করিতে লাগিলে সোমরূপ সোম-দত্তী শর্ব্বরী-শরচাপ সহিত তথায় উপস্থিত হওয়ায় সৈন্যগণ শান্তি প্রদর্শনী দেখিল। ভূরিশ্রবা-সাত্যকি সংগ্রাম-পরায়ণ হইয়া অদূরস্থ যোধগণের একাগ্রতা ভঙ্গ করিলেন—সমর-শব্দে জনতার স্রোত ক্রমে বাড়িল—

দুর্য্যোধন সেইস্থলে তাঁহার চিরশত্রু ভীমকে অবলোকন করিয়া নয়বাণে তদীয় বক্ষস্থল বিদ্ধকরিলেন—অর্ণবে অনিল সংযোগ—বৃকোদর শরাঘাতে উত্তেজিত হইয়া গদাগ্রহণ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মারুতীর রাজদ্রোহী উদ্যম দেখিয়া অযুত গজারোহী তাঁহাকে বেষ্টন করিল। বৃকোদর, পরিবেষ্টক গজযোধ দিগকে পাষাণ পাতের ন্যায় গদাঘাত ও বজ্র-বিশেষ মুষ্টির আঘাত করত কুঞ্জর মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তদীয় সিংহ বিক্রমে অসংখ্য করী-কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া রণভূমি শোণিত নিমগ্না হইল। মহাবাহু এইরূপ অপরিসীম বাহুবলে অরাতি গণের করীযুদ্ধে জয়ী হইয়া ত্রিপুরদলী ত্রিশূলীরন্যায় গদাহস্তে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পার্শ্ব, পশ্চাৎ, সম্মুখ; সর্ব্ব দিকে তাঁহার লক্ষ চলিল; তিনি কখন গদা, কখন অসি, কখন ধনুর্দ্ধর হইয়া অনিবার্য্য কালাগ্নির ন্যায় প্রদাহ-শক্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি রণ সূত্র অবলম্বন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল পরাক্রমী দশপুত্রের নিহন্তা হইলেন। তখন কুরু সৈন্যেরা ভীমসেনকে নর-কৃতান্ত জানিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরব রথীগণ আপনাপন চক্ষের উপর রাজপুত্রদের পতন দেখিয়া ভীমসেনকে মৃতস্বজনের সহযাত্রী করিতে নীর বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীম অচলের ন্যায় নিশ্চল ভাবে প্রতিপক্ষীয় অস্ত্র রাশি ধ্বংসকরত পুনরায় সৈন্য সাগরের নবমন্থন আরম্ভ করিলেন। গজারোহী ভগদত্ত পুনঃ পুনঃ তাঁহার অটল বীরত্ব দেখিয়া প্রাগ্জ্যোতিষী গজরাজকে সৈনিক বিপক্ষে চালিত করিয়া তাঁহার উপর উপর্য্যুপরি অস্ত্র প্রহার করিলে পাণ্ডুকুল পরাক্রম ভীম দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসপতি ঘটোৎকচ পিতার মূর্চ্ছা ও মহাগজের অতুলস্পর্দ্ধা দেখিয়া অমানুষী মায়া রণের অবতরণিকা করিলেন। তাঁহার মায়াবলে ঐরাবত, অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই চতুর্দ্দন্তী দিগ্গজ চতুষ্টয় সৃষ্ট হইল। রক্ষোনাথ জাতীয় সেনা সমবেত মায়াগজ অবলম্বন করিয়া সসৈন্য প্রাগ পতির সহিত রণারম্ভ করিলে প্রাগজ্যোতিষী বারণ মায়াগজের দন্তাঘাতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল;

ভগদত্তও রাক্ষসীমায়ায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া সচিন্তিত হইলেন। রক্ষো। রথীরা নরমাংস চর্ব্বণ করিতে করিতে শূন্যদেশ ব্যাপিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম নিশাচর বৃন্দের বিপুল জয়নাদে সন্দিহান হইয়া দ্রোণাদি বীরবর্গ সহিত ভগদত্তের সহায়তা পথে আগমন করিলেন; পাঞ্চাল-সঞ্জয়-সোমকেরাও ঘটোৎকচের শান্তিরক্ষায় উপনীত হইলেন। হিড়ীম্বা কুমার যৌধিষ্ঠিরী সাহায্যের বিন্দুমাত্র না লইয়া মায়াময় দিক্‌হস্তী, ও স্বকীয় বাহুবল, এবং রাক্ষস নিকর দ্বারা পিতৃশত্রু দলন করিতে লাগিলেন। তদীয় করীবৃংহতি শূর-গর্জ্জন ও তূর্য্য ধ্বনিতে কুরু বাহিনীরা ভয়ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এমত সময় দেব দিবাকর স্বভাবের চক্ষুহরণ করিয়া আকাশের পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হইলে অবহার জনীন শঙ্খনাদ হইল। ভারতী সেনা রণভূমে শান্তি যবনিকা পতন করিয়া স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে শান্তির সুখময়ী কৃপা হারাইয়া সায়ংকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পিতামহেরনিকট গমন করত মনোদুঃখে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! এই পারশূন্য ত্রিভুবন মধ্যে আপনি অদ্বিতীয় বীর এবং দ্রোণ, কৃপ অশ্বত্থামাদি অজেয় পরাক্রম শালীরাও আপনার উপযোগীতায় ব্রতী আছেন; তবু পাণ্ডবগণ কোন্ দৈববলে বলীয়ান হইয়া আপনাদের ভব-বিজয়ী যশঃ লোপ করিতেছে; কোন্ দেব প্রসন্ন হইয়া তাহাদের নিত্য-বিজয় বিধান করিতেছেন?

ভীষ্ম কহিলেন, দুর্য্যোধন! যিনি অমিত, অসঙ্খ্যেয়, সৎক্রিয় ও আত্ম-যোনি, যিনি জয়, যোগাত্মন্, এবং আত্মভূত ব্রহ্ম; সেই পরম গূহ্য, পরম-পদ শাশ্বত পুরুষ হরি আপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রিয়তা গুণে পাণ্ডববন্ধু হইয়া-ছেন। পাণ্ডবেরা হরিপদ পারসেতু অবলম্বন করিয়া ভারতীয় অকূল সমরার্ণবে কূল প্রাপ্ত হইতেছে। "যতোধর্ম্ম স্ততোকৃষ্ণ, যতোকৃষ্ণ ততোজয়ঃ" এই সনাতন নিয়ম। আমরা সেই নিয়ামক বেদবাণী স্মরণ করিয়াই তোমাকে পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি। রাজন্! মহামহিম প্রকৃতি নাথ তৎপদবাচ্য, তিনি ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভূমিভার হরণে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বাদে ব্রহ্মকল্পের আদিতে

তদ্দ্বারা প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে প্রজাপতি উদ্ভব হয়েন। ভগবান্ বিধি তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত ও অজর বলিয়া বর্ণনা করেন। বৎস! জগৎপতি কৃষ্ণ জগতের আধার আধেয়। রসাতল তাঁহার পদতল, পৃথিবী মধ্যদেশ, দিক্ বাহু, অন্তরীক্ষ মস্তক, মহল্লোক কেশ, ব্রহ্মা মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্র-সূর্য্য চক্ষু, সত্য বল, ধর্ম্ম আত্মা, অগ্নিতেজ, বায়ু নিশ্বাস শিশির স্বেদ, অশ্বিনী-কুমার শ্রবণ, সরস্বতী জিহ্বা, বেদ সংস্কার, মেরু অস্থি, তরু শিরা, সলিল শোণীত, প্রকৃতি কর্ম্ম, পাপ মল এবং পুণ্যই তাহার সনাতনরূপ হয়। অতএব হে তাত! তিনি শাস্তা, বিশ্বপিতা, ও ধ্রুব; তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রীয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে ভূতভাবন, ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে অধিযজ্ঞ, ভগবান্ ভৃগু তাঁহাকে দেবাদিদেব, মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাঁহাকে অতেন্দ্রিয়, মহর্ষি প্রচেতাগণ তাঁহাকে প্রজাপতি, সপ্তর্ষিবর অঙ্গিরা তাঁহাকে বিশ্বরূপ, মহামুনি দেবল তাঁহাকে অব্যক্ত এবং তপোধন সনৎসুজাতাদি যোগীবৃন্দ তাঁহাকে ওঁ-তৎ-সৎ, নামধেয় অমর্ত্তব্রহ্ম নির্দ্দেশ করেন। কুমার! নিরীন্দ্রিয়, নিয়ন্তা সেই দেবারাধ্য বিশ্ববিভু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের ধর্ম্ম-সখা, কৃষ্ণার্জ্জুন পুরুষ পরম্পরা ছায়াময়ী কায়ার ন্যায় ধর্ম্ম বিপ্লবকালে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মহাকাণ্ডাবলী সংসাধিত করেন। অতএব কাহার সাধ্য নিষ্পাণ্ডবা করিয়া মহীতলে জয়-ঘোষণা প্রচার করিবে! তিনি এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে নিসর্গের অবশ্যম্ভাবী গতিকে বিবেক একবার মাত্র আসিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় স্পর্শ করিল। মহারাজ মুহূর্ত্তেকেই আবার পূর্ব্বভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পাণ্ডবের পরাজয় ধ্যান করিতে করিতে বিশ্রাম মন্দিরে গমন করিলেন।

অনন্তর (পঞ্চম দিবসে) পূর্ব্বাকাশ লোহিতাভ হইয়া অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ধারণ করিলে পুণ্যময় বেদগাতৃ মহর্ষিরা বেদধ্বনি উচ্চারণ করিয়া প্রকৃতির মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ময়ূখমালীর আরক্তিম নবীন মূর্ত্তি আকাশের প্রান্তে শোভা ছড়াইতে লাগিল। পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা যামিনীর বিহনে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গগণ পথে বিরহ ভার লইয়া চলিলেন। ভারত-বীরগণ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সমরের দুর্ব্বিষহ ভার স্কন্ধে লইলেন।

কৌরব পক্ষে মকর ব্যূহ পাণ্ডব পক্ষে শেন্য ব্যূহ রচনা হইল। পক্ষদ্বয়ের মহা মহা বীর সকল ব্যূহ প্রবেশনে গমন করিয়া কুল জননী শক্তির অভিনয় করিতে লাগিলেন। পরস্পরের তীক্ষ্ণ কৃপাণ ও নিশিথ বাণ দ্বারা অরাতি-গণের উষ্ণীষাবরণ ভূতলে নিপতিত হইয়া নীহারময় হিমাদ্রি চূড়া খণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রথীগণ কেহ জয়ী কেহ পরাজয়ী হইয়াও পুনঃ পুনঃ অভিনব বিরোধীর সহিত প্রতিকূলতায় দীক্ষিত হইলে ধর্ম্মের অনন্ত শক্তি প্রসাদে পাণ্ডবগণ অপেক্ষাকৃত প্রবল হইতে লাগিলেন। শূরজেতৃ ভীষ্ম ভীমসেনকে প্রধান বীরনেতা দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও সুশাণিত সায়ক দ্বারা তদীয় মহাশক্তি ছেদন করিলেন—আশ্চর্য্য রণ শিক্ষা—দেবব্রত মুহূর্ত্তেকে অন্যবিধ অসহনীয় শর সন্ধানে সাত্যকি আদি রথী সমবেত তাঁহাকে প্রপীড়ন পূর্ব্বক অবাধে বিজিত সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে লাগি-লেন। তাঁহার শরস্রোতে কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার সর্ব্বাঙ্গ শত-খণ্ড হইয়া রক্ত সাগরে গিয়া মিশিল। পাণ্ডবগণ কুরুসৈন্য অধিপতিকে আপনাদের পরাজয়ের কারণ ভাবিয়া প্রাণপণে তাঁহাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন—রণ যজ্ঞের চারিদিকেই রক্তের পূর্ণাহুতি—ভীমধন্বা অশ্বত্থামা উহার অন্যতম ঋত্বিক ধনঞ্জয়কে লক্ষ করিয়া ছয় শরে তদীয় মর্ম্মভেদ করত প্রতিশোধরূপ তাঁহার পঞ্চবাণে তিনি খণ্ড শরাসন ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়ি-লেন—জাতক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল—বীর শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা অন্য ধনু ধারণ করত সপ্ততি শরে বাসুদেব এবং নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন—উভয়েই সম শিক্ষিত—তাঁহাদের অস্ত্রপ্রয়োগ-প্রতিসংহার এবং রন্ধ্রভেদ সমানভাবে চলিতে লাগিল। দিগন্তরে মহাবীর অভিমন্যু আদর্শ শূর হইয়া তুমুল যুদ্ধ করত ক্ষুরবাণে চিত্রসেনকে সপ্তবাণে পুরুমিত্রকে অন্যতম সপ্ত-শরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন প্রচুর সৈন্য সংহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেম। তাঁহার শরানলে বিশাল কুরুদল পতঙ্গপালের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে মহাবাহু সাত্যকি গৃহীত শরাসন হইয়া ধারাবর্ষী জলদ জালের ন্যায় শরপাতন করত কুরুসৈন্য নিহত করিতে করিতে প্রচুর জনতার মধ্যে চলিলেন। মহাবলী ভূরিশ্রবা সাত্যকির এই অসীম

নির্ভীকতা দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অভিমুখীন্ হইলেন—রণরঙ্গে নূতন প্রহসন—সম শত্রুকে আগত দেখিয়া সাত্যকির রথও সেই পথে ধাবমান হইলে আপাতু সঙ্ঘর্ষণে রথদ্বয় চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা বিরথ হইয়া অসি চর্ম্ম ধারণ করত আক্রমণ পরিক্রমণাদি অসি প্রাজ্ঞতা সহকারে পরস্পরার রন্ধ্রান্বেষণ করত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। তখন ভীমসেন ভীমবাহু সাত্যকিকে এবং দুর্য্যোধন অসীম সাহসী ভুরিশ্রবাকে স্বরথে নীত করিলেন। এমন সময় দিবা প্রকৃতির জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মলিন হইলে সন্ধ্যাজনিত অবহার হওয়ায় উভয় পক্ষ সমর কাহিনী বলিতে বলিতে স্ব স্ব শিবিরে চলিলেন।

অনন্তর (ষষ্ঠ দিবসে) শর্ব্বরী পরিশেষ হইলে প্রকৃতির বংশীধ্বনি স্বরূপ কোকিলার কণ্ঠস্বরে জগৎ জাগিয়া উঠিল। কুসুম কুলের অদৃশ্য অনুগুলি শীতল বায়ুতে চাপিয়া দিগ্ দিগন্তরে উড়িয়া চলিল। সুবিমল পূর্ব্ব গগণে চিন্তামণি রত্নের ন্যায় দিনমণি আবির্ভূত হইলেন। কবিগণ কায়মনে নিদ্রাদেবীর নিরাকার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া রামময়ী ধরিত্রী সুতার, শিব মোহিনী গিরিজার ও শক্তি রূপিণী রাধিকা আদির গুণগান গাঁথিতে কল্পনার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ভারতীয় পক্ষদ্বয় ভারতের সর্ব্বনাশকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষে মকর ব্যূহ কৌরব পক্ষে ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ হইল। যোধগণ জীবন উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কালপুরুষের অট্টহাসী স্বরূপ অবিরত অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শ্রুতি-গোচর হইতে থাকিল। পাণ্ডুকুল সহায় বৃকোদর ভয়ভঞ্জিনী শক্তির স্মরণ লইয়া ভুজবেগ ও চরণ প্রহারে সৈন্য দলন পূর্ব্বক রক্তমাংসময় পথ প্রস্তুত করত লোকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদীয় উন্নত কিরিটী রথবাজী পরি-বেষ্টিত শত্রু সঙ্কুল স্থলে অদৃশ্য হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তদীয় অনুগমনচ্ছলে কালের করাল বদনে শত সহস্র নরবলী দান দিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন বৃত্র-বাসবের ন্যায় বীরদ্বয় একত্র হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দিক্ বিদিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন—বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভ—চিত্রযোধী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশেষ যুদ্ধ না করিয়া দৃষ্টিমাত্র মোহনাস্ত্র পরিসন্ধানে তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন—তাঁহারা একবারে নিস্তব্ধ—

দ্রোণাচার্য্য আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের সংজ্ঞা দান করত কৌরবজেতৃ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মহারণে মত্ত হইলেন। মহাচার্য্য দ্রোণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন এবং নিশিথ শত শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খণ্ড চাপ হইয়া অন্যতম রমণীয় ধনু দ্বারা হেমপুঙ্খ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করত তদীয় মর্ম্ম বিদারক হইলেন। স্থবীর দ্রোণ অচল সহিষ্ণুতা বশতঃ পার্ষতের শর সহ্য করিয়া বহু অস্ত্র প্রয়োগ প্রতিসংহারের পর তদীয় ধনু ধ্বজ এবং অশ্ব-সারথি ছেদন করত তাঁহাকে বিমুখ করিলেন। সনাথ পাণ্ডবসেনা আচার্য্য-পরাক্রমে অনাথ হইল। তিনি শরাঘাতে যৌধিষ্ঠিরী বীর লোকারণ্যকে বিজন প্রান্তর করিয়া তুলিলেন—জয়লক্ষ্মী উভয় পক্ষপাতী—দেখিতে দেখিতে পাণ্ডব গতপরাজয় আবার কৌরবদল মধ্যে পর্য্যবসিত হইল। নকুল-নন্দন সতানিক, কৌরব সহযোগী দুষ্কর্ণের শীরশ্ছেদন এবং ভীমার্জ্জুনাদি মহামহা রথীগণ অসঙ্খ্য বীরদল দলন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন শত্রু-দিগকে নবোদিত রবির ন্যায় তেজোন্মুখ দেখিয়া ভীষ্ম, দুঃশাসন ও বিক-র্ণাদি মহাযোধ নিচয়কে তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত করিয়া ভাবি আশার বশবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। ক্রোধাসক্ত রিপু পরম্পরা পরস্পরের আঘাত প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হইয়া বিকসিত পলাশ তরুরাজীর ন্যায় শোভা-ধারণ করিলেন। তখন ভগ্নাস্ত্রের ধ্বংসশীল তীরের গতায়ু শোণিত সাগরে ভগ্নরথ সিন্ধুপোতও মৃতজীব নিমগ্ন জলযাত্রীর ন্যায় দিকে দিকে ভাসিতে লাগিল। এমন সময় নলিনী নাথ সর্ব্ব নিয়ন্তার অনুজ্ঞা পালন করিয়া সায়ং সুযোগে ছায়াদেবীর বাসর সয্যায় গমন করিলে পক্ষগণ কর্ত্তৃকুলের অবহার সূচক শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শত্রুতা পরিহার পূর্ব্বক আপনাপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর (সপ্তম দিবসে) উষাদেবীর পুনরুত্থান হইলে শশী যামিনী উভয়েই সমসুখে বঞ্চিত হইয়া চলিলেন,। নৈশতুষার বসুমতীর হিমাচল চূড়ায় নবমল্লিকাব ন্যায় শোভাধারণ করিল। শীতল বায়ু রাশি রাত্রিশেষে শৈশব শক্তি ধরিয়া রাজরাজেশ্বরী প্রকৃতিকে শান্তিদান করিতে লাগিল। মেঘ শূন্য গগণাসনে কিরণ মালী আদিত্য অবতীর্ণ হইয়া আকাশ জননীর

নিলীম সিমন্তে নিসর্গের সিন্দূর দান করিলেন। ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ হইতে বজ্রাখ্য ব্যূহ এবং কাল প্রাপ্ত কৌরবগণ হইতে মণ্ডলব্যূহ নির্ম্মিত হইল। বীরগণ পূর্ব্বাহেরন্যায় আবার মহাসংগ্রামে মত্ত হইলেন। মহাবল দ্রোণ অতুল শক্তি চালনা করিয়া বহুল রথী-পদাতি ধ্বংসকরত একবাণে রথীরাজ শঙ্খের মস্তক ছেদন এবং অপরাপর বাণে বিরাটাদি প্রধান যোদ্ধ্বর্গকে বিমুখ করিলেন। শিখণ্ডী, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শূন্যরথ হইয়া সাত্যকির রথে অধিরূঢ় হইলেন। বীরবাহু সাত্যকি তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া গুরু-পদিষ্ট ইন্দ্রাস্ত্র প্রভাবে অলম্বুসের রক্ষমায়া অপনীত করিয়া দিব্যশর সুসন্ধানে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। অর্জ্জুনপুত্র ইরাবান্ অমানুষী বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিন্দ-অনুবিন্দ বীরদ্বয়ের সহিত ঘোরযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে শূরগণের এইরূপ অস্ত্র বিলাস হইতে লাগিল। দিগন্তরে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত অন্তকরূপ হইয়া শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডব বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলে মহাবাহু ঘটোৎকচ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদীয় প্রতিরোধে পলায়িত পাণ্ডব সেনা দলস্থ হইল। হিড়ীম্বা-নন্দন বারিবর্ষণের ন্যায় ভগদত্তের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত ভগদত্ত ক্রমে ক্রমে রিপুকুলান্তক শর সমূহ সংহারকরত বেগগামী তীক্ষ্ণশরে ভৈমীকে বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যশালী ঘটোৎকচ তাহাতে পদমাত্র বিচলিত না হইয়া তির্য্যক সংগ্রামে সৈন্য দলন এবং সম্মুখ সংগ্রামে আপ-তিত চতুর্দ্দশতোমরব্যর্থ করিয়া স্বকীয় সূচীমুখ শরাঘাতে তাঁহাকে রক্তদেহ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ শর বিক্ষেপে তূণীর পরিশূন্য হইলে ভগদত্তের সশস্ত্র জনিত শঙ্কা তাঁহাকে রণভূমি হইতে অপসরণ করিল। এদিকে নকুল-সহদেবের সহিত মদ্রপতি এবং শ্রুতায়ুর সহিত মহারাজ যুধি-ষ্ঠির সমরের ভীষণ বিভীষিকা দেখাইলেন। বলবান শ্রুতায়ু, ধর্ম্মের প্রথমাগত সপ্তশর ক্ষয় করিয়া স্বীয় সপ্ততম সায়কে তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করি-লেন। নরনাথ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর শরে অধীর হইয়া বরাহকর্ণ বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ কর্ত্তন করিলে শ্রুতায়ুর নবতন সপ্তশর পুনশ্চ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মহাভাগ যুধিষ্ঠির

উপর্য্যুপরি প্রহার পীড়নে ধৈর্য্য চ্যুত হইলে তাঁহার ক্রোধানল সংসক্ত নয়ন নবীন অরুণ যুগের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অমর বৃন্দ তদীয় মানসিক-বিকার দেখিয়া কুরুগণের চরমকাল অনুভব করিতে লাগিলেন। আত্মসংযমী ধর্ম্মরাজ আত্মশাসন বলে সততার সীমাতিক্রমী ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রভমান্ শররাশিতে তাঁহাকে বিরথ ও আহত করিয়া বিমুখ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজের চির সান্তমূর্ত্তির বৈষম্যভাব দেখিয়া সৈন্যেরা ভীরুতা প্রদর্শন করিলে তেজোশালী কৃপাচার্য্য স্বপক্ষের অনুকূল ভীরুতা বিপক্ষদলে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রথীশ্রেষ্ঠ চেকিতান্ তাঁহার গতিরোধ করায় রণ-পণ্ডিত কৃপ হাসিতে হাসিতে তদীয় ধনু-শর-সারথি ও বাজী-বিমান উভয়ই ধ্বংস করিলেন। চেকিতান্ গতমাত্র অপমান হইয়া সত্বর গদা প্রহারে আচার্য্যকে ভগ্নরথ করিলে শারদ্বতের সহস্র বাণে তাঁহার বজ্রসারময়ী গদাও খণ্ড খণ্ড হইল। চেকিতান্ গদাক্ষয় ও শর যোজনার সময় না পাইয়া অসি নিষ্কাশন করিলেন; কৃপাচার্য্য ও শরচাপ ত্যাগ করত অসির সহায় লইলেন—উভয়েই সমান অসি-বিদ্যাবিদ্—তাঁহারা নিরলস হইয়া অসি রণ করত নিরন্তর আঘাত প্রতিঘাতে পরস্পরেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে তেজোরাশি অভিমন্যু ভয়ঙ্কর সমরে কৌরব দমন করিতে লাগিলে অশ্বথামা ও বিকর্ণাদি মহারথীগণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় অভয়াত্মা অর্জ্জুন, কুমারকে শত্রু সাগরে সন্তরণ ও পিতামহকে স্বপক্ষ পীড়ন করিতে দেখিয়া শ্বেতাশ্ব যোজিত রথে তথায় উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন-অর্জ্জুনীর একত্র সমাগম ও ক্রমে ক্রমে ভীম প্রভৃতির একতা বর্দ্ধন দেখিয়া কুরুদলে মহান্ কোলাহল পড়িল। তখন কৌরবের ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ আপ্তবল রক্ষায় এবং পরপক্ষ নিধন অভিপ্রায়ে তাঁহাদের সম্মুখীন্ হইয়া রাশিরাশি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মার্জ্জুন বীরদ্বয় আপন আপন প্রতিকূল সৈন্যোপরি শরবর্ষণ করিয়া শূর-প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ভারতের মহা সমরে ভারতী সেনা শোণিতার্দ্র হইল। গজ-বাজী ও সেনা মণ্ডল দিকে দিকে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িলে বসুমতী মৃতপুত্রগণকে বক্ষে লইয়া রক্তরূপ চক্ষুর জলে ভাসিতে লাগিলেন। এমত সময় সহস্র দীধিতি ভাস্কর অস্তাচলে গমন করিলে বীর-

নেতৃ বর্গ অবহার সূচক শঙ্খনাদ শ্রবণে মহাযুদ্ধে বীতরাগ হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর (অষ্টম দিবসে) শান্তি জননী নিশা সৌর জগৎ ছাড়িয়া চলিলে দিবার মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে দর্শন দান করিল। মধুবনে মধুপ ঝঙ্কার প্রভাতের আগমনি গাইতে লাগিল। বিনশ্বর ভুবনে কোথায় সুখ-স্রোত, কোথায় দুঃখের শত শত উল্কা ব্যাপিয়া পড়িল। পূর্ব্বপীঠস্থানে-উপবিষ্ট সূর্য্যালোকে বিশ্বধাত্রী ধরা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিলেন। কুরুগণ আশা কুহকিনীর ছলনায় ভুলিয়া যুদ্ধার্থে বিশেষ বূ্যহ, পাণ্ডবগণ শৃঙ্গাটক বূ্যহ নির্ম্মাণ করত রণ রঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। প্রহারক পরস্পরের অস্ত্র সংঘর্ষণে নির্ধূম অনল উৎপন্ন হইল; তাঁহারা রণস্থল রুধির বিধৌত করিয়া কুলগর্ব্বের পরিচয় দিতে লাগিলে বীর বাহু ভীষ্ম শৌর্য্যকিরণে উভদলের অস্ত্রধারীদের যশঃজ্যোতি নিষ্ফল করিলেন। তদীয় অবারিত প্রতাপে সোমক-সৃঞ্জয়েরা পদে পদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। তখন পাণ্ডুকুলাশ্রয় ভীমসেন ভীষ্ম সমরে আপাত-সুযোগ না পাইয়া পদাঘাতে তাঁহার সারথি সংহার করিলে সারথিহীন অশ্ব রথলইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। ভীষ্মের চক্রপ্রহরী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কূটযুদ্ধ দেখিয়া কাল-অতিথির অনন্তপ্রসর কমণ্ডলুতে জীবন ভিক্ষা দিতে শতশত শর ক্ষেপণ করত মারুতীকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর তাঁহাদের নির্ঘাত প্রহরণে আহত ফণীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত ক্রমে ক্রমে তদীয় অষ্টজন ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করত জাতক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় কন্দরে গভীর শোকের শল্য নিক্ষেপ করিলেন—শোকতাপে পাষাণ-হৃদয় গলিয়া যায়—দৃঢ়চিত্ত দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইয়া ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার বাহুশক্তির পরিরক্ষণেও আমি হৃতসর্ব্বস্ব হইলাম। দুরাচার ভীম আমার সুকুমার ভ্রাতা গণকে অনাথের ন্যায় বধকরিল! আপনি ধর্ম্মের ন্যায় পথ লঙ্ঘন করিয়া বংশীয় মমতায় আকৃষ্ট হইয়াছেন; নতুবা সমর জলধিজলে আমি মগ্নপ্রায় হইতাম না।

দুর্য্যোধন এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে মহাবীর ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন

দুর্য্যোধন! পূর্ব্ব বাণী বিস্মরণ হইলে কেন? ভাবিতাত্মা বিদুর প্রভৃতির সহিত আমরা এই জন্যই তোমাকে সন্ধি মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তুমি অমূলক অনুযোগ করিয়া আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপর দোষাঙ্কপাত করিও না; হৃদয়কেন্দ্রে চৈতন্য থাকিতে তোমার প্রতি সাধনে অযত্নশীল নহি। বৎস! নিয়তি স্রোত চির অপরিবর্ত্তিত, আমার ন্যায় অযুত মহারথীর পক্ষতা থাকিলেও তাহার গতিরোধ হইবে না। তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করত শঙ্খনাদ ও চাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবাভিমুখে ধাবিত হইলে অন্যান্য কুরুযোধেরাও তাঁহার অনুগমন করিলেন। অর্জ্জুন ঔরসে নাগবালা উলপীর গর্ত্ত সম্ভূত মহাবীর ইরাবান্ তাঁহাদের দলবর্দ্ধন দেখিয়া ধনুঃ হস্তে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণমধ্যে তদীয় শরজাল ক্ষণদা ভূষিত জলদ রাজীর ন্যায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল। তখন রণদুর্ম্মদ শকুনি; গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবাণ,আজজৈব ও শুক নামক ছয় ভ্রাতা এবং মহামহা বীরজেতাদের সহিত তাঁহাকে সমরাহূত করিয়া অস্ত্রাঘাতে সরক্ত কলেবর ও শূন্য তূণীর করিলে তিনি দেহবিদ্ধ প্রাস উন্মোচন পূর্ব্বক সুবল সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন; সৈন্য বিনাশেও পাণ্ডব-সেনানীর ক্রোধ সম্বরণ হইল না। আর্জ্জুনী অসি ধারণ করিয়া বৃষভ ব্যতীত পঞ্চ মহাবীরের মস্তক ছেদন করত কদলীতরু কর্ত্তনের ন্যায় রাশি রাশি গজবাজী ও সৈন্য সেনাপতি হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসিচর্ম্ম ও পরশুর অগ্রে সকলে পরাভব স্বীকার করিল। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ তনয় রাক্ষসনাথ অলম্বুসেরও ধনুঃশর ছিন্ন করিয়া তদীয় জীবনশঙ্কট করিয়া তুলিলেন; —দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের মায়া রণ আরম্ভ—সেই রণে ইরাবানের মাতুলবংশীয় কতিপয় সর্প সেনা অলক্ষিতে রাক্ষস দেহে আপতিত হইলে মায়াবী রক্ষোরাজ অবিলম্বে গরুড় প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করত ভুজগদিগকে ভক্ষণ করিলেন—মোহই ইহ পর লোকের অমঙ্গল—আত্মীয়গণের মৃত্যু দেখিয়া ইরাবান্ মোহিত হইয়া পড়িলে রাক্ষস নৃশংস আচরণ করিয়া সেই নিসংজ্ঞ অবস্থায় তাঁহাকে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ ন্যায়পরতার বহির্ভাগে ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়া গগণস্পর্শী রক্ষোনাদ করত শূলী

শম্ভুর ন্যায় শূল হস্তে কৌরব লোকারণ্য নির্মূল করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ আর্জ্জুনী জলরাশি পার হইয়া আবার ভৈমী মহাসাগরে পড়িলে দুর্য্যোধন অযুত গজযোধ সহিত রক্ষোরণে প্রবৃত্ত হইয়া শত শত দেশ রিপু সংহার করিলেন। ভীমনন্দন ঘটোৎকচ মানুষী তেজের সেই অদ্ভুত উগ্রতা দেখিয়া ধনুকে গুণ যোজনা করত অনবরত শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন নিশঙ্ক হৃদয়ে তাহার প্রতিসংহার করত সুবিশাল পঞ্চবিংশতি নারাচে তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ, অস্ত্রাঘাতে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুরাধর্ষ হইয়া সুযোধন বিজয়ের জন্য এক মৃত্যু আকর্ষণী শক্তি নিক্ষেপ করিলে কুরুমহারাজ এক প্রকাণ্ড গজরাজকে সম্মুখে স্থাপন করত শক্তিমুখে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের কূটযুদ্ধ দেখিয়া মহাবাহু ঘটোৎকচ বিভীষণ হুহুঙ্কার ও বিকট আস্ফালনে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া প্রতিযোধের সম্মুখ সংগ্রাম এবং মধ্যে মধ্যে বহুতর সৈন্য সেনাপতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন—রক্ষোনাদে কুরুদেশ নিস্তব্ধ—দ্রোণাদি প্রবল যোধগণ সেই মহারব শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; এ পক্ষেও ভীমসেনাদি মহারথী বৃন্দ ঘটোৎকচের পৃষ্ঠ রক্ষক হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন—রক্ষোশক্তি অগাধ ও অপ্রমেয়—তিনি পক্ষদের প্রতি লক্ষ না করিয়া মহামার আরম্ভ করিলে কৌরবদের অসঙ্খ্য বাহিনী জীবনের আশা ত্যাগ করিল। দুর্য্যোধন বিজয়াশার বিপরীত দেখিয়া পিতামহের নিকট খেদ করিতে লাগিলেন। তখন বিচক্ষণ ভীষ্ম মহাবীর ভগদত্তকে তাঁহার প্রতিযোধ করিয়া প্রেরণ করিলে রাজাভগদত্ত সুপ্রকৃতিক গজে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া রণসৌকার্য্যে তদীয় বীরদর্প সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; কুমারও তারকাসুরের ন্যায় বীরদ্বয়ে তুমুল যুদ্ধ চলিল। এদিকে মহাবাহু অর্জ্জুন নিক্ষত্রিয় সমকালীন পরশুরামের দিগ্ ভ্রমণের ন্যায় সৈন্য হনন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদের রণ পরিদর্শন ও ইরাবানের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন—পুত্র শোকের দারুণ শক্তিশেল সভরে হৃদয়ে পতন—ধীমান্ অর্জ্জুন কুমারের নিধন বার্ত্তা শুনিলে পূর্ণগঙ্গার ন্যায় তাঁহার নেত্র অশ্রুজলে আবৃত হইল; তিনি ইরাবানের মনোমোহন মূর্ত্তি কল্পনা

করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তেজস্বী ভীম, সহোদরের মুখচন্দ্র শোকরূপ রাহুগ্রস্ত বিলোকনে ধৃতরাষ্ট্রের নির্ব্বংশজনীন প্রতিজ্ঞা নবীনভাবে জাগরিত করিয়া দুর্য্যোধনের নয়জন ভ্রাতাকে সংহার করিলেন। ধনঞ্জয়ও রণরঙ্গে পুত্রশোক বিস্মৃত হইব ভাবিয়া মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় কৌরবদের অভিমুখে ধাবমান হইলে প্রতিবল ক্ষুদ্রমুকুরে অসীম আকাশ দর্শনের ন্যায় পার্থের সুকোমল মূর্ত্তিতে মহাকালের বিরাট ছায়া দেখিতে পাইয়া পলায়নপর হইল। তখন ভীষ্ম দ্রোণাদি শূরনেতৃরা তাহা-দিগকে আশ্বস্ত করত মহাযুদ্ধের সম্যক প্রতিরোধী হইলেন—বীরতার বিপুল আকর্ষণী সকলকে টানিয়া রাখিল—শূরগণ শরীরে রক্ত বিন্দু সত্ত্বে মহানিদ্রার ভয় শূন্য হইয়া নির্ভীক পুরুষকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রলয় জাত শ্মশানের ন্যায় রণভূমি মৃতপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমত সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে পক্ষগণ শান্তির প্রিয়-সহচরী অবহার শঙ্খনাদ শুনিয়া স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম ভবনে চলিলেন। দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে মৃয়মাণ হইয়া মন্ত্রীগণের মন্ত্রণায় ভীষ্মের অবসর এবং কর্ণের সেনাপত্য যুক্তি স্থির করত মহা প্রতাপ ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভারত প্রধান ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানস্থ ধূর্জ্জটীর ন্যায় সক্রোধ মুদিতনেত্রে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন—শান্তির পুনঃ প্রবেশন—তিনি কিঞ্চিৎকাল পরে আবার বীতঃক্রোধ হইয়া চিত্ররথ বিজয়াদি ভূত-পূর্ব্ব বিবরণে কর্ণ হইতে অর্জ্জুনের অসীম যোগ্যতা সপ্রমাণ করত "আগামী দিবসের যুদ্ধে অন্যতম প্রতি বিধান করিব" বলিয়া প্রিয় বাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর (নবম দিবসে) রজনী অবসন্না হইলে ফিঙ্গকরাজ প্রিয়সখীর সহিত চীৎকার করিয়া কুলের চিরন্তন ঈশ্বরী বিরহে রোদন করিতে লাগিল। নীল আকাশে লোহিত আভা সধূম অগ্নি শিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। দুই একটী মেঘখণ্ড অঙ্গনার অঙ্গরাগের ন্যায় গগণে দর্শন দান করিল। সময়ের মানদণ্ডস্বরূপ দিনমণি ধীরে ধীরে উদয়াচলে উদিত

হইয়া নিশান্তের নৈসর্গিক সীমা দেখাইলেন। ভারতের বীরপুত্রগণ শান্তির সুখময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া হত্যাকাণ্ডে মনোযোগ দিলেন। তাঁহারা শক্তি পূজার মঙ্গলাচরণের ন্যায় তূরী, ভেরী, দুন্দুভি, ক্রকচ, গোবিষাণিক, পণব, ও শঙ্খ-মৃদঙ্গ ধ্বনি করিতে করিতে রণস্থলে উপনীত হইলেন। পাণ্ডবেরা সুদারুণ, কৌরবেরা সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। রণ বাদ্য, সিংহনাদ ও কিলকিলা রবে ত্রৈলোক্য মণ্ডল কম্পমান্ হইল। প্রলয়-মেঘের সলিল বর্ষণের ন্যায় রথীগণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলে সৈন্য-সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল; অভিমন্যুর শরচাপ সেই মেঘমালার মধ্যে পুষ্কর মেঘবৎ হইয়া শররূপ সজল শীলাবৃষ্টিতে রিপু লোকারণ্য শ্রীভ্রষ্ট করিল। আর্জ্জুনী দ্বিতীয়ার্জ্জুনের ন্যায় এই প্রকার সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলে তাঁহার রণ কীর্ত্তিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম আবার নূতন হইয়া সকলের মনে পড়িল। রাক্ষস কুমার অলম্বুস পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে অপার বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিবীভূত রক্ষোযশের পুনরুদ্ধার করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ সুত এইমত অদ্ভুত পরাক্রমের অবতরণিকা করিলে দ্রৌপদীর পুত্রগণ তাঁহার সম্মুখীন্ হইলেন—তাঁহারা শৈশব কালেও পিতৃ পরাক্রমের অধিকারী—তাঁহাদের শর জালে অলম্বুসকে মূর্চ্ছিত হইতে হইল—মুহূর্ত্তেকে চৈতনার পুনরুত্থান—রাক্ষসপতি আবার সচেতন হইয়া সেই শৈশব সাহসের অতুল তেজস্বীতা দর্শনে অপেক্ষাকৃত রোষপরবশে অস্ত্রাঘাতে তাঁহাদিগকে বিরথ ও বিবর্ণ করিলে তাঁহারা পঞ্চশাখ রক্তাশোক তরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বিক্রান্ত অভিমন্যু ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতাগণকে বিপন্ন দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ নয় শরে অলম্বুসের দেহ বিদ্ধ করিলে রক্ষোরাজ-অনর্গল শোণিত ধারার পুষ্পিত কিংশুক তরু আকীর্ণ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় জুদৃশ্য হইয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন। অভিমন্যু শররূপ মন্দর গিরিতে সৈন্য সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলে কুরুসৈন্য মধ্যে আর্ত্তনাদ ও বিষাদের ধ্বনি প্রকাশ হইল। মহাবাহু কৃপ প্রাণভয় বিহ্বল সেনানীগণকে রক্ষা করিতে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন—সহসা প্রতিবন্ধক—নরোত্তম সাত্যকি তাঁহার গতিরোধ করত পতনোন্মুখ তারকা রাশির ন্যায় শত শত

সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিলেন। দ্বিজরাজ কৃপ স্বীয় বাণে মহারথ সাত্যকির বাণচয় ধ্বংস করত মণিময়ী কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় নয় শরে তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া বীরতার পর্য্যাপ্ত পরীক্ষা দেখাইলেন। তখন ইন্দ্রাশনির ন্যায় সাত্যকির নিক্ষিপ্ত অন্য এক শর কৃপের উদ্দেশে চলিল। বীরবর অশ্বত্থামা সেই শর কর্ত্তন করত মাতুলের প্রতিকূল সমর বীর্য্যমূলে ক্রয় করিয়া লইলেন। সাত্যকি শারদ্বৎকে পরিত্যাগ করিয়া অনাহুত দ্রোণাচার্য্য সুতের প্রতি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ শর নিক্ষেপ করিলে বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা বিষম সন্ধানে তদীয় শর শরাসন ছেদন এবং রক্ত মোক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সাত্যকি কুলগর্ব্বে পরক্ষণেই উপশমের প্রতিচ্ছায়া লইয়া সদাগতি বায়ুর ন্যায় বৈরি পরিনাশক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—অমর কলেবরে মায়ার কটাক্ষপাত—বীরেন্দ্র দ্রোণ সাত্যকি সংগ্রামে পুত্রের শ্বাসপতনের অবসর না দেখিয়া স্বভাব জননী মায়ায় সাত্যকির প্রতিযোধ হইয়া দাঁড়াইলেন। অদ্বৈত রথী অর্জ্জুন প্রিয় শিষ্য সাত্যকির প্রতি বহুলোকের আক্রমণ দেখিয়া অরাতি পুঞ্জের শীর্ষ স্বরূপ মহারথ দ্রোণের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গুরু-গৌরব শিষ্যপ্রিয়তা অন্তর্শীলা ফল্গুবারির ন্যায় অন্তরে রহিল, তাঁহারা কর্ত্তব্য-কার্য্যের বশতা স্বীকার করিয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই কালে বিপুল বীর্য্য বৃকোদর রথ হইতে অবতরণ করিয়া শত্রু সৈন্য সংহারোন্মুখ হইলেন। তদীয় পাদচারণা দর্শনে হস্তীযোধেরা হস্তী আরোহণে ভূকম্পন করিয়া সাদিগণ অশ্ব খুরাঘাতের খট্ খট্ ধ্বনিতে দিগ্ ব্যাপৃত করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। বৃকোদর বীরভদ্রের ন্যায় নির্ভয়ে হৃদয় বান্ধিয়া বিজয় প্রয়াসী অরিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তদীয় কর রূপ কেশরী-নখরে শতশত করীকুম্ভ বিদীর্ণ হইলে জলদ-কায় দ্বিরদ মণ্ডল হইতে জল প্রপাতের ন্যায় রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল। তিনি হয়-হস্তীর মেদ-মাংস ও বসা-রুধিরে সাক্ষাৎ রুদ্র দেবের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার সহযোগী বীরবৃন্দ ভৈরবের ন্যায় তদীয় সহায়তা করিতে লাগিলেন। তখন রিপু কুলান্তক ভীম পর সৈন্যে মুহুর্মুহুঃ জয় দুন্দুভি শুনিয়া তাঁহাদের

বহু বীরগণের প্রতিকূলতায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন—রিপু উৎসাহের অপসরণ—গঙ্গাপুত্র নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিয়া শত্রুমধ্যে রক্ত গঙ্গার আবিষ্কার করিলেন। তিনি গতিশীল বায়ুর ন্যায় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কুরুদেশের চিন্তা মেঘখণ্ড যৌধীষ্ঠিরী অঞ্চলে স্থাপন করিলে কুরু-দলে আনন্দের পূর্ণ চন্দ্রোদয়, পাণ্ডব-দলে বিষাদের কৃষ্ণা রজনীর আবির্ভাব হইল। সুরগণ তাঁহার বিক্রম গীতি বদন ভরিয়া গাইতে লাগিলেন। জগৎ চিন্তামণি, কুরুকুল পরিত্রাতা ভীষ্মের অলৌকিক উগ্রতা দমনে রথযোগে অর্জ্জুনকে লইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিলেন। তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম দেব-মানবের দর্শনীয় হইয়া উঠিল। ভীষ্মার্জ্জুনের শর গ্রহণ প্রয়োগ কাহা-রই দৃষ্ট গোচর হইল না। ইন্দ্রচাপ সদৃশ শরচাপ নিয়তই বৃত্তাকার সূর্য্যম-ণ্ডলবৎ লক্ষিত হইল। তাঁহারাও সেই কল্পিত সূর্য্যমণ্ডলের আধার স্বরূপ উদয়-অস্তাচল অনুমিত হইতে লাগিলেন। নরকেশরী শান্তনব তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত এমন দারুণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রচুর সেনা বিনাশ করত কৃষ্ণার্জ্জুনের নব নীরদ অঙ্গে শরাঘাত করিয়া গৈরিক অঙ্গ-রাগের ন্যায় শোণিত পাত করিলে ভগবান্ বাসুদেব দেবব্রত সমরে পাণ্ডব সৌভাগ্যের অধোপতন দেখিয়া ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে পীতাভ মণিময় উত্তরী খসিয়া পড়িল। তিনি কষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রহার করিতে ধাবিত হইলে মহাজ্ঞানী ভীষ্ম করযোড় ও সজল নয়নে তাঁহার আসাপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নরঋষি পার্থ হৃষীকেশকে ভীষ্ম বধে উদ্যত দেখিয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক তদীয় পদদ্বয় ধারণ করত কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ! আপনি নিবৃত্ত হউন। ভক্তা-ধীনতায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চির নির্ম্মল সত্য সনাতন নামে কলঙ্ক যোগ করিবেন না। আপনার ইচ্ছায় শঙ্করের শঙ্কটকাল উপস্থিত হয়, আপনি ভারত যুদ্ধে অস্ত্রধারী হইয়া সেই নির্ব্বিকল্প ভাবের খর্ব্বতা প্রদর্শন করেন কেন? বিশেষতঃ ভীষ্ম বধের প্রতিজ্ঞা ঋণে ও পদে বিক্রীত রহি-য়াছি, অতএব সহস্র সহস্র কারণ থাকিলেও এ অধ্যবসায়ে ক্ষান্ত হউন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রত্যানয়ন করত হত্যাকার্য্যে মনঃ সংযোগ

করিলে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা একাগ্র হইয়া অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ফুলহারের ন্যায় অস্ত্র প্রহার সহ্য করিয়া আর্য্য-সাহসের অটল ভিত্তি জগৎ যুড়িয়া প্রোথিত করিতে লাগিলেন। এমত সময় ভগবান্ সহস্রাংশু নৈশবিরামে গমন করিলে তামসীর কৃষ্ণাময়ী মূর্ত্তি ধরায় আশ্রয় লইতে আসিল। পক্ষগণ সেই উপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে বীতঃ-রাগ হইয়া সঙ্কেতানুসারে অবহার করত শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শিবিরে গমন করত পিতামহের প্রতাপ স্মরণ পূর্ব্বক জয় লাভে হতাশ হইয়া সুযুক্তি পরিলাভের জন্য ভ্রাতাগণ ও ভবভয় পরি-ত্রাতা জনার্দ্দনের সহিত ভীষ্মের সমীপে গমন করিলে তিনি সুযোগ্য সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে গন্তব্য-কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির পিতামহের আদেশে বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার সতেজ সংগ্রাম দেখিয়া আমরা জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। অত-এব কিরূপে সমরার্ণবে কূল প্রাপ্ত হইব, ইহার সদুপদেশ দিন্। প্রভো! আমরা রাজনন্দন হইয়া চিরদিন বন মানবের ন্যায় যে বন ভ্রমণ করিতেছি, ইহাতে কি আপনার সরল হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতার আবেগ হয় নাই? হায়! পাণ্ডবের দূরদৃষ্টে অপত্য স্নেহলাভও দুর্লভ! যাহা হউক, মহাত্মন্! দাসের আর রাজ্য আশা নাই; এক্ষণে অনুমতি করুন—আমরা চিরব্রত বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজ্য-পিপাসায় নিবৃত্ত হই।

তিনি এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে দয়ালু ভীষ্ম নিশ্চল সমুদ্রের ন্যায় কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি স-অস্ত্র থাকিলে ত্রিদশগণ সহিত বাসবও আমাকে জয়ী হইতে সক্ষম নহেন, বিশেষতঃ পিতা ইচ্ছামৃত্যু বরদান করিয়া আমার নিয়তিঅস্ত্র আমার হস্তেই অর্পণ করি-য়াছেন। সুতরাং আমিই আমার নিহন্তা, ত্রিভুবনে কেহই আমার প্রাণ দণ্ডের বিধাতা নাই। অথচ আমার বধ সাধন ব্যতীত তোমারও বিজিত সঙ্কল্প বিফল। কিন্তু জীবন সত্ত্বে দুর্য্যোধনের অনুকূল যুদ্ধে আমি যেরূপ বাধ্য, তোমাকেও সুমন্ত্রণাদানে তদ্রূপ প্রতিশ্রুত আছি। অতএব তদীয় কল্যাণময় স্বীয় অন্তিম উপদেশ বিতরণে আমি কাতর নহি; ধন-

ঞ্জয়, শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া কূটযুদ্ধে আমাকে সংহার করুন। রাজন্! অস্ত্রহীন, পতিত, বিরথ, কবচশূন্য, পলায়নপর, ভীত, শরণাগত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামধারী, বিকল, এক পুত্রক, নিঃসন্তানী ও পাপাত্মা ব্যক্তির সহ সংগ্রাম আমার অনভিমত। অতএব শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব-পুরুষ নিবন্ধন আমার অবধ্য, তোমরা তাহার সহায়ে ছলযুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাস্ত কর। তিনি এই রূপ উপদেশ দান করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক দেবাদিদেব কেশব সহিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ধীমান্ পার্থ শিবিরে সমাগত হইয়া পিতামহের বিনাশ যুক্তি সম্বন্ধে ভগবান্ কেশবকে কহিলেন, বাসুদেব! আমি শৈশব কালে ধূলিময় গাত্রে ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক যাঁহাকে ধূলিধূষরিত করিতাম,—পিতা বলিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলে যিনি গলদশ্রু গদ্গদ স্বরে পিতামহ বলিয়া পরিচয় দিতেন, যিনি কুমার কালে প্রাণের অধিক করিয়া আমাদের লালন পালন করিতেন, অসার রাজ্যলোভে তাঁহার প্রতি কিরূপে এই নিষ্ঠুরাচরণ করিব? তিনি আমার সৈন্য ধ্বংস করেন করুন, তিনি আমার সর্ব্ব দুঃখের কারণ হয়েন হউন, আমি সেই পলিত গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়া কখনই নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব না। তিনি এই বলিয়া বিমনায়মান হইলে চক্রপাণী মায়াচক্রে পুনরায় তাঁহার মনেরগতি ফিরাইয়া আনিলেন। ভীষ্ম বধের বীজ মন্ত্র অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়া রহিল।

অনন্তর নিশিথ মাধুরি নিবীভূত হইলে গ্রহ-তারা ও সপ্তর্ষি মণ্ডল আকাশ যবনিকার অন্তরালে গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তুষার সিক্ত তরুলতা হইতে গলিত হিমবারি ঝরিতে লাগিল। জগৎ পতির অতুল মহিমায় প্রভাতের নবীনালোক দিক্‌চক্রে ছড়িয়া পড়িল— দিক্ মণ্ডল ক্রম প্রসন্ন—নিস্তব্ধ ধরণী ধামে কোলাহলের স্রোত বহিল। পূর্ব্বাচল পতি দিনকর স্বর্ণচক্রের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভারতীয় বীরগণ নিত্যকর্ম্ম সমাধা করত কোলাহলে মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পাণ্ডবকুল হইতে শক্র নির্ব্বহণ ব্যূহ কুরুকুল হইতে আসুর ব্যূহ রচনা হইয়া যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। অপরাজিত অর্জ্জুন যুগান্তক অংশুমালীর

ন্যায় অংশুমান্ শর বর্ষণ করিয়া অসঙ্খ্য অরির প্রাণ নাশ করিতে লাগিলেন। নাথবান কুরুসৈন্য অনাথের ন্যায় পেষিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ শত-শত সহস্রসহস্র বীর পরলোক যাত্রা করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুন হস্তে স্বসৈন্যের পরিত্রাণ না দেখিয়া করযোড়ে পিতামহকে কহিলেন, পিতামহ! কৌরব জগতে আজ প্রলয় কাল উপস্থিত, ঐ দেখুন—বীর সমবেত ধনঞ্জয় অনলের ন্যায় আমার সৈন্য দগ্ধ করিতেছে। মহাবল! ত্বদীয় বাহুবল ভরসা করিয়াই পাণ্ডব জলধি পার হইতে রণ-তরী ভাসাইয়া ছিলাম। কিন্তু আজ বীরবাহু সত্বে আমার সর্ব্বস্ব লইয়া মধ্য পারাবারে তরী মগ্ন প্রায় হইল। আর্য্য! আপনি ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই, যে বলে রামজয়ী হইয়াছিলেন, আজ সেই বল নিয়োগ করিয়া দাসকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

ধীমান্ ভীষ্ম দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, সুযোধন! আমি দশদিনের যুদ্ধভার লইয়া দশাযুত সৈন্য বধের যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, তাহা আজ পরিপূর্ণ; সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমার, নাহয় পাণ্ডুকুমারদের পতন হইবে। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন কর; অন্ন গ্রহণের মহৎ ঋণ অদ্য জীবন বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব। প্রাজ্ঞ প্রবর মহাত্মা ভীষ্ম এইকথা বলিয়া কুল-অনুরাগের উত্তেজনায় আরক্ত বর্ণ হইলে তদীয় প্রবীন মূর্ত্তি অস্তাচল গামী ভাস্করের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি অর্দ্ধচন্দ্র-শরচাপ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক বীরদাপে নীরাপক্ষ দেবাসুরকেও নিস্তব্ধ করিয়া সেই বহুল জনতার মধ্যে মহাত্মা ধর্ম্ম নন্দনকে কহিলেন, বৎস! অদ্য দশদিবস প্রত্যহ পরমাস্ত্র বিদ্ অযুত রথী এবং অগণিত সাধারণ সৈন্য-সেনাপতি বিনাশ করিয়া আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। অতএব এক্ষণে ধর্ম্ম-অর্থ ও স্বর্গলাভ জনিত আশা করিয়া আমার বধ সাধনা কর। রাজন্! সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগই বীর ব্রতাচারিদের স্বর্গীয় সোপান। তুমি আমার চরম কালের প্রিয়ানুষ্ঠান স্বরূপ সেই মহৎকার্য্যে যত্নবান হও।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের মুখে এইকথা শুনিয়া হর্ষ-বিষাদে আত্ম পক্ষে

কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিকূল যোধদিগকে প্রাণপণে নিগ্রহকর, ভগবান্ বাসুদেবের অনুকম্পায় অজেয়রক্ষক ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া মহারথীগণ সমবেত আমরা মহাবল ভীষ্মকে নিহতকরি।

প্রধান কৌন্তেয় এইকথা বলিলে তদনুসারে বিপক্ষীয় সৈন্য বিভাগ দেখিয়া দুর্য্যোধন আপ্তপক্ষ দিগকে চীৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শিখণ্ডীর হস্তে পিতামহকে রক্ষাকর। ভীষ্মরূপ মহারণতরী শিখণ্ডী সমরে রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমরা সমরার্ণবে কূল প্রাপ্ত হইব।

কুরুপতি এইকথা বলিলে পতঙ্গ পালেরন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে রথী, সাদি, পদাতি ও গজারোহীরা ভীষ্মের পার্ষ্ণি রক্ষক হইয়া দাড়াইলেন। যুধিষ্ঠির কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যৌধিষ্ঠিরীগণও শিখণ্ডীকে বেষ্ঠন করত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বিচক্ষণ দ্রোণ অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মহাত্মা ভীষ্মের অদ্য চরমকাল উপস্থিত। তদীয় শেষ দশার পূর্ব্বচিহ্ন আমি দিব্যচক্ষে অবলোকন করিতেছি। এইদেখ—আমার শর সকল তূণীর হইতে উৎপাতিত, শরাসন স্পন্দিত, অস্ত্রসকল বিশ্লিষ্ট এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এদিকে মৃগপক্ষীগণ চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ করত অনবরত চীৎকার করিতেছে! আরও আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছেন। দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রমা অবাক শীরা হইয়া অস্তপথে গমন করিতেছেন। কুমার! অমঙ্গলের এই সকল লক্ষণ; প্রত্যুত অমঙ্গল ধ্বজ শিখণ্ডী কর্তৃক মহাপুরুষ ভীষ্ম অবশ্যই নিহত হইবেন। অতএব তাত! ইহাউপজীবী দিগের জীবন প্রিয়তার সময় নহে; স্বর্গের প্রতি লক্ষ করিয়া সমরে সত্বর অগ্রসরহও। প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেতবটে, কিন্তু বীরধর্ম্মের হিতোপদেশে তাহাও পরিহার্য্য। তুমি প্রাণপণে প্রভুর প্রিয়ানুষ্ঠানে যত্নবান হও; আমিও ধৃতরাষ্ট্রের প্রদত্ত ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধ করি।

অস্ত্র কুশল দ্রোণ এইবলিয়া পুত্রের সহিত সমর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহামার উপস্থিত হইল। কৃতব্রহ্মা-ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভূরিশ্রবা-ভীমসেন, অশ্বত্থামা

বিরাট, দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠির এবং সাত্যকি ও ঘটোৎকচাদির সহিত সুদক্ষিণ-অলম্বুস প্রভৃতি বীরগণ সমর করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন জীবন সংখ্যা করিয়া ধনঞ্জয়ের বল-বিক্রম সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহাবীর ভীষ্ম বেগবান্ বিদ্যাস্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিয়া যৌধিষ্ঠিরী সৈন্যমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মণিময় শরচাপ হেমশর প্রতিবিম্বে ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণদার ন্যায় ঝলসিতে লাগিল। তিনি নির্ব্বাণ কালীন দীপশীখার ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া পাণ্ডব লোকারণ্যে বিষাদের ঝড় প্রবাহিত করিলেন। সোমক-সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মের সমাপ্ত সমরে প্রাণের আশাছাড়িয়া বসিলেন। গঙ্গা পুত্র ঐ দিবস একাকী দশসহস্র অশ্ব-সাদি, অযুত গজারোহী, সহস্র গজ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সাতজন মহারথ ও বিরাটের ভ্রাতা শতানিককে বিনাশ করিলে কল্পনার অনুমান তুলে যুধিষ্ঠির পক্ষে বিপদের গুরুভার পড়িল। তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অরিন্দমী অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ভীষ্মবধে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিওনা, ঐ দেখ অদ্বিতীয় মহারথ ভীষ্ম তদীয় সৈন্যগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। বীরবর! অদ্য তাঁহার সমর সঙ্কল্পের শেষ দিন, দিনকরের প্রভাজাল সত্ত্বে হয় ভীষ্ম বধ, না হয় তোমাদিগকে পরাভূত হইতে হইবে।

মহাবীর অর্জ্জুন দেব নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শিখণ্ডীন্! তুমি পিতামহের সহিত সংগ্রামে রত হইয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর, তদীয় ভুজবলে তাঁহাকে রথ হইতে উৎপাতিত করিয়া আমি বিজয় নামের সার্থকতা সাধন করি। বীরেন্দ্র! ভীষ্ম বধার্থে তোমার জন্ম, অতএব জীবন নিরপেক্ষ হইয়া মহৎকার্য্য সাধনে যত্নশীল হও।

পরাক্রমী শিখণ্ডী অর্জ্জুনের বাক্যে যে আজ্ঞা বলিয়া কপিকেতনের সহ গমন পূর্ব্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলে বীর-বাহু নৃত্য করিতে লাগিল; তিনি শীলাবৃষ্টির ন্যায় ভীষ্মের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলে অপ্রমিত বলশালী ভীষ্ম তাঁহাকে হাস্য করিয়া কহিলেন, ভীরু! তুমি নির্ভয়ে অস্ত্র প্রহার কর। ভীষ্ম ধর্ম্মেরমেরুদণ্ড স্বরূপ প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া কখনই তোমার উপর

অস্ত্রাঘাত করিবেন না। শিখণ্ডীন্! ভার্গব যাঁহার নিকট পরাভব, ভবাদৃশ দুর্ব্বল মানব কর্ত্তৃক তাঁহার কি বিঘ্ন উৎপাদন হইতে পারে।

দৃঢ়ব্রত গাঙ্গেয় এই কথা বলিলে রোষ পরবশ শিখণ্ডী শৃকনী লেহন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুলপাংশু ভীষ্ম! বিধিকৃত তুমি আমার চির বধ্য, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যতই চতুরতা কর, তবু তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করিব না, আমি বহুদিন হইতে ভীষ্ম বধের সঙ্কল্প করিয়া অসিব্রত ধারণ করিয়াছি; আজ নৃমুণ্ডা মালিনীর চরণ প্রসাদে অবশ্যই তাহা উজ্জাপন করিব। মৃগরাজ আনায় পড়িলে কতই ছল করিয়া থাকে, সুচতুর কিরাথ-নাথ তাহাতে কি কখন প্রতারিত হয়! তদ্রূপ তুমি পাণ্ডবের ব্যূহমধ্যে পড়িয়া কপট বীতঃরোষ প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু কিছুতেই আমি প্রতারিত নহি, গঙ্গাপুত্রের রক্ত গঙ্গায় অসি প্রক্ষালন করিয়া নিরস্ত হইব।

শ্রীপূর্ব্ব পুরুষ শিখণ্ডী এই বলিয়া তাঁহার উপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলে চতুর্দ্দিক হইতে কৌরব রথীগণ তাঁহার শীরচ্ছত্র স্বরূপ হইয়া শিখণ্ডী প্রেরিত অস্ত্রাবলী ছেদন এবং প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিঘাত অভিঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন —পুরুষকার অপেক্ষা দৈব বলবান—ভীষ্ম-শিখণ্ডী উভয় পক্ষের লক্ষস্থল হইলেও শিখণ্ডী কুশলী হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার বহুতর অস্ত্র শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিকার করিল। অসীম তেজস্বী গাঙ্গেয় তদীয় শরজাল পুষ্পমালার ন্যায় অনুভব করত সেপক্ষে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দশম দৈনিক হত্যাকাণ্ডের অধিনায়কতা করিতে লাগিলেন। তিনি সাক্ষাৎ মহাকালের ন্যায় রণভূমে বিচরণ করিতে থাকিয়া ভীমার্জ্জুন সমীক্ষেই অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য রাজপুত্রগণের মস্তক স্বর্গচ্যুত শশী কলার ন্যায় ভূতল শায়িত করিলেন। উগ্রবীর্য্য পার্থ পিতামহকে শিখণ্ডী কর্ত্তৃক আহত দেখিয়াও অম্লান কমলের ন্যায় তাঁহার প্রফুল্লভাব নিরীক্ষণ করত শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া গঙ্গাসুতের বিনাশ জনীন অসনী বিশেষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদজ্ঞ ভীষ্ম অস্ত্রাঘাতের সুতীক্ষ্ণতায় অর্জ্জুনের পরিচয় পাইয়া হত্যালক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান করিলে অদ্বৈতরথী পার্থ তদীয় শরচাপ ছেদন এবং দুর্দ্ধার শিখণ্ডী তাঁহার

রথধ্বজ কর্ত্তন করিয়াভূমিসাৎ করিলেন। অনন্তর জাতক্রোধ শান্তনব ক্রমশঃ ছিন্নধন্বা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—যদি মহাত্মা মধুসূদন পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করেন, তাহাহইলে এক মাত্র শরাসনেই পাণ্ডব শূন্য বসুন্ধরা করি। যাহাহউক, পাণ্ডব গণ অবধ্য, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি এবং ভগবান্ শ্রীপতি আমার সম্মুখে বিরাজিত হইতেছেন, অতএব বোধকরি এহাই আমার স্বেচ্ছামরণের উপযুক্ত সময়। তিনি এইরূপ ভাবনা করিতে লাগিলে স্বর্গস্থ ঋষিও সুরাসুরগণ তাঁহাকে "নিবৃত্তহও নিবৃত্তহও" বলিয়া হিতকর প্রবোধ দান করিলেন। গন্ধবহ বায়ু মৃদুমন্দ সঞ্চরিত, দেবদুন্দুভি নিনাদিত ও স্বর্গীয় কুসুমাঞ্জলি তদুপরি নিপতিত হইতে লাগিল; ভীষ্ম ও সঞ্জয় ব্যতীত উহা কেহই অবগত হইলেন না। ধীমান্ শান্তনব আকাশ বাণীতে মহাসংগ্রামে নিবারিত হইয়া অন্যতম সদুপায়কে নিরুপায় নীরে নিমর্জ্জন করত কূটযুদ্ধ জয়ের যেন উর্দ্ধযুক্তি স্থির করিলেন— হৃদয় সেইভাবে চলিল—ব্যাঘ্র যেরূপ বৃষরাজ আক্রমণে গোষ্ঠগৃহে প্রবেশোম্মুখ হয়, শান্তনুসুত তদ্রূপ অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীর পৃষ্ঠযোধ পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অস্ত্রপারদর্শী অর্জ্জুন তাঁহার রথহইতে অবতরণ না হইতে হইতেই তীক্ষ্ণবাণে অসিচর্ম্ম খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলে রথাসন আবার তাঁহাকে স্থান প্রদান করিল; তিনি আত্মরক্ষায় লোকতঃ নিরাশ হইয়া প্রতি যোধগণের অসঙ্খ্য শর সহ্য পূর্ব্বক কৌরবের হিত-কামনায় যথা সাধ্য শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ একদিকে ভীষ্মের অসীম পরাক্রম অন্যদিকে ছলযুদ্ধে তাঁহার শঙ্কট সমাগম দেখিয়া অপেক্ষাকৃত যত্ন সহকারে আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষিণী মহাসমরে রত হইলেন। পক্ষদের সেই তুমুল রণে রণভূমি রক্ত গঙ্গার গভীরতম অঙ্কে মগ্ন প্রায় হইয়া জলপ্রপাত জনিত সাগরাবর্ত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহাশূর ভীষ্ম দশাহের জীবননিরুপেক্ষ সমরে বৃষ্টি ধারার ন্যায় প্রতিযোধদের অস্ত্রধারা সহ্য করিয়াও দশসহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহাবাহু অর্জ্জুন তদীয় আসন্নকালে অটল বীরত্ব দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া পিতামহকে কাল জালে বিজড়িত করিবার জন্য শিখণ্ডী

সমবেত শতঘ্নি, পরশু, পরিঘ, মুষল, মুদ্গর, প্রাস, ক্ষেপণী, শর, শক্তি, শেল, শূল, বর্ষা, তোমর, কম্পন, নারাচ, ভূষণ্ডি প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ অস্ত্র তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অপরাপর রথীগণ চতুর্দ্দিক হইতে ভীষ্ম বধার্থের বাধাজনক বৈর প্রহরণ সকল ছেদন করিতে নিযুক্ত রহিলেন—নিয়তির গতিই পৃথক—ভীষ্ম নিধন সম্বন্ধে পক্ষদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বৈষম্য ভাব থাকিলেও কৌরবগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অর্জ্জুনের শর সকল কাল-প্রহরীর সংরক্ষণে আসিয়া ভীষ্মের কলেবর ভেদ করিতে লাগিল। স্বর্ণপুঙ্খ শিলাসিত শরনিচয় দ্বারা তাঁহার প্রতি লোমকূপ বিদ্ধ হইলে মহাত্মা ভীষ্ম শৃঙ্গবান্ লোহিত ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন—আশৈশবের রণ শক্তি দেহ ছাড়িয়া অন্তর হইল—তিনি বহুক্ষণ অচলভাবে অবস্থিতি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পূর্ব্বশীরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন।

নিখিল ধনুর্দ্ধরের ধ্বজস্বরূপ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলে চরাচর বাসীরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন—জন্মান্তরীন্ দেব চিহ্নের আবির্ভাব—তিনি পতিত হইলে তাঁহার পলিত গাত্রে প্রভারাশি লক্ষিত, মেঘ হইতে অমৃতময় বারি পতিত এবং বসুধা প্রকম্পিত হইল। দেবব্রত পতন সময়ে দিবাকরের দক্ষিণায়ন অবলোকন করায় পুনরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে "ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করেন" এই আকাশবাণী শ্রুতি গোচর করিয়া "আমি জীবিত আছি" বলিয়া প্রত্যুত্তর দান করিলেন। ভগবতী গঙ্গার প্রেরিত মানস-হংসরূপী ঋষিগণও তাঁহার ঐ সাধুকামনা অবগত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই কালে পাণ্ডবগণ শঙ্খ ধ্বনি, সিংহনাদ ও কৌরবগণ বিষাদ করিতে লাগিলে মহারথী দ্রোণ ভীষ্মের পতন সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—বন্ধু বিরহ, যন্ত্রণা দিতে আবার তাঁহাকে চেতন করিল—তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্ম শোকের গুরু ভার বহন পূর্ব্বক ভয়-ভঙ্গ শোকার্ত্ত সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কুরুকুল তিলক ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম মুমূর্ষু গতি প্রাপ্ত হইলে জেতৃদলের অন্তঃকরণেও পূর্ণানন্দের প্রকাশ পাইল না; হর্ষ বিষাদে

উভয় পক্ষীয়েরা যুদ্ধে বিরত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলে লুণ্ঠিত শীরা শান্তনব তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক উপাধান প্রার্থনা করিলেন। তখন মহীপালগণ শয্যাগত ভীষ্মের জন্য রত্নময় কোমল উপাধান আনয়ন করায় তিনি সস্মিত বদনে অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যোগ্য উপাধান কামনা করিলে সজলাক্ষ অর্জ্জুনের শরত্রয় তাঁহার মস্তক ভেদ করিয়া উপাধান স্বরূপ হইল। ধীশক্তি সম্পন্ন ভীষ্ম অভিলষিত উপাধান প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূপাল বৃন্দকে স্বীয় শেষ বাসনা বিদিত করিলেন। পক্ষগণ তাঁহার সেই পরম অভিলাষে পরিখাবৃত তদীয় উপধানের সহিত শয্যাবাস প্রস্তুত করায় ভাগধেয় ভীষ্ম জ্যোতিষ্ককুলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যদেবের ন্যায় শিবিরে অবস্থিত রহিলে কুরুনাথ দুর্য্যোধন পিতামহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে শল্যোদ্ধার নিপুণ কতিপয় বৈদ্যগণ সহিত তথায় উপনীত হইলেন—মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বজ্র উভয়ের উদ্ভব হয়—ভীষ্মের সিংহনাদী কণ্ঠ হইতে কোকিল কূজন বাহির হইল, তিনি দুর্য্যোধনের স্বজন প্রিয়তা দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে প্রবোধ করত চিকিৎসায় অনিচ্ছুক হইয়া তদ্দ্বারা চিকিৎসকদিগকে সৎকার করত বিদায় করিলেন। নানা জনপদবাসী ও নরপতিগণ তদীয় ধর্ম্ম প্রিয়তা দেখিয়া বিস্ময় হইলেন। এমন সময় ভগবান্ মরীচিমালীর অস্তাচল প্রবেশনে শর্ব্বরী সমাগম হইলে কুরু পাণ্ডবের সমস্ত বীরগণ তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সেই উপশিবিরে প্রহরী নিযুক্ত করত স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ভীষ্ম জয়রূপ মহানন্দে পাণ্ডব শিবির শোভাময়ী অমর নগরীর ন্যায়, কৌরব শিবির নির্জিত নিরানন্দে পিশাচ ভুবনের প্রায় প্রতীয়মান হইল।

অনন্তর (একাদশ দিবসে) নীল নভোমণ্ডলে নিশিথ জ্যোতিষ্কদল লুকাইল। আকাশের কটিবন্ধ স্বরূপ ব্রহ্ম কটাহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদু মৃদু আলোক পথ পড়িল। পূর্ব্ব মহা সাগরে ভাসমান্ হেমঘটের ন্যায় পূর্ব্বাশার দ্বারে ভগবান্ আদিত্য উদিত হইলেন। প্রভাত কালের চৌদিক সজ্জিত প্রাকৃত বস্তুর সৌন্দর্য্যে নিত্য শোভা নবীন্ ভাবে

মন মুগ্ধ করিল। কুরু-পাণ্ডবাদি যাবতীয় বীরগণ শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের নিকট আগমন পূর্ব্বক সমোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সহস্র সহস্র বীরবালা ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ, মাল্য ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন কুরুকুল ধুরন্ধর ভীষ্ম শর নিকরে সন্তপ্ত থাকিয়া নরপতি দিগকে পানীয় প্রার্থনা করিলে ক্ষত্রীয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে প্রচুর সুখাদ্য সহিত বারিপূর্ণ হেমঘট আনয়ন করায় তিনি তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা দেখিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনের প্রতি জলাহরণের অনুমতি দিলেন। পার্থ পিতামহের বাক্যে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র নিক্ষেপন করত তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূমিভেদ করিয়া উৎসের ন্যায় শুরবারি উৎপাতিত করিলেন। দর্শকবৃন্দ তাঁহার সেই বিস্ময়কর কর্ম্ম দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জলপান করিয়া অর্জ্জুনের প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন—হে মহাবাহো! এই অদ্ভুত জলীয় সন্ধান তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, মহর্ষি নারদ তোমাকে পূর্ব্বতন নরর্ষি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তেজো মধ্যে আদিত্য, পর্ব্বত মধ্যে হিমালয়, এবং সলিল মধ্যে মহাসাগর যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমাকেও তদ্রূপ বীরর্ষভ স্বীকার করা যাইতে পারে। পার্থ! এইনিমিত্তই রাম নারায়ণ ও বিদুর প্রভৃতি আমরা দুর্য্যোধনকে সন্ধি স্থাপনার উপদেশ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু মন্দমতি গান্ধারী কুমার তাহা অনাদর করিয়া তোমার বলবহ্নিতে বিশাল ভারত আহুতি দিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। মহাত্মা গাঙ্গেয় তাঁহাকে এই বলিয়া পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি এখনও ক্রোধ পরিত্যাগকর, তুমি এখনও তমোময়ী অজ্ঞান যবনিকা তুলিয়া ভীমার্জ্জুনের বল-বিক্রমের ভৈরব রঙ্গ চাহিয়া দেখ, তুমি এখনও বিবেকের দীপ মালায় সংসারের সাররত্ন শান্তি অন্বেষণ করিয়া লও। ভীষ্ম বিনাশেই জীব ক্ষয়ের পরিশেষ হউক. তোমারা পুত্র-কলত্র ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত সুখী হইয়া জীবন অতিপাত কর। প্রকৃতির শুভানুধ্যায়ী ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে এইকথা বলিলে ভানুমতী মনো-মোহন কালের অব্যর্থ কুহকে তাহায় কর্ণপাত না করিয়া সৈন্য সমাবেশে গমন করিলেন—করুণরস অন্তঃশীলা বহিতে লাগিল—বীররস-প্রধান ক্ষত্রিয়,

ভীষ্মের শোক সন্তাপ ভুলিয়া যুদ্ধের পুনরায়োজনে মাতিলেন। মহাবীর কর্ণ সমরের সেই পুনঃ সংস্করণকালে পিতামহের অন্তিমকাল ভাবিয়া স্বীয় দোষ মার্জ্জনের জন্য "হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অনুগত রাধেয়" বাষ্প বিকৃতস্বরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া মহাত্মা ভীষ্মের পদতলে নিপতিত হইলেন—সতত, অকাতরে অনুগ্রহ দানকরিল—কৌরবেন্দ্র ভীষ্ম কর্ণের দীনতা সম্ভাষ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একহস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করত সস্নেহে কহিলেন, কর্ণ! এস, এস, তুমি আমার প্রতিযোগী ও চিরপ্রতিকূল। তাত! তুমি রাধেয় নহ, কুরুপাণ্ডবের ন্যায় আমার জীবনাধিক পৌত্র, ভগবান্ আদিত্য তোমার পিতা সাধুশীলা কুন্তী ত্বদীয় গর্ভধারিণী হয়েন। কিন্তু পাপ-জন্ম ও সংসর্গ দোষ নিবন্ধন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হওয়ায় ধর্ম্মশীল ভ্রাতাগণের প্রতি হিংসানল প্রজ্বলিত করিয়াছ, তজ্জন্য ত্বদীয় তেজো বধের নিমিত্ত আমিও পদে পদে তোমার বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছি। ফলতঃ প্রকৃতই তুমি মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনের তুল্য বীর্য্যবান্, মনুষ্য লোকে প্রধানপুরুষ বলিয়া তোমার গুণগান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, বৎস! যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা সাহচর্য্য সম্বন্ধ প্রধান, কিন্তু উভয় পক্ষেই তুমি আমার কল্যাণ স্থানীয় হইতেছ, এবং কুরুকুলের শুভাশুভ তোমারই মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব আমাহইতে বৈরানল নির্ব্বাণ হউক, তুমি সহোদর গণের সহিত একতা হইয়া সন্ধির অবতারণা কর।

মহাযশা কর্ণ কহিলেন, পিতামহ! পাণ্ডবগণ আমার সহোদর সম্বন্ধ মাত্র; কিন্তু কৌরবীয় রাজঋণে দাসের দেহ-পরমাণু পর্য্যন্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং কুরুনাথের অনিচ্ছা জনক বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিব না। বিশেষতঃ মহা সমরে জীবন সঙ্কল্প করিয়া দুর্য্যোধনকে যখন উত্তেজিত করিয়াছি, তখন লোক লজ্জা ও কুল ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ না করিয়া কিরূপে পাণ্ডবদের প্রতি সহোদর প্রীতি প্রদর্শন করিব। আর্য্য! ত্বদীয় অনুকম্পায় ভ্রাতৃ নিচয় ও পুরাতন পুরুষ মাধবের বিষয় আমি অবগত আছি, তাঁহারা জেতা ও অজেয়, জগতে কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে? তত্রাচ বিশ্বমন্দিরে ক্ষত্রধর্ম্মের আলোক মালা রাখিতে

চিরজয়ী বিজয়ের সহিত সংগ্রাম করিব। একপক্ষ কৃতান্তকে উপহাস করিয়া নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছিত বীরগতি লাভ করিবেন। অতএব মহাত্মন্! ক্রীত দাসের কৃত দোষ সকল মার্জ্জনা করিয়া অনুজ্ঞা দান করুন, আমি ত্বদীয় আশীর্ব্বাদের মহারক্ষা শীরে বন্ধন করিয়া মহা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

কুরুকুল ভরসা কর্ণ এই কথা বলিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে ন্যায় পরায়ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে অগত্যা সম্মতি দান করিলেন। এদিকে সৈন্য-গণ কর্ণকে মহারথী এবং দশ দিন বিরাম জন্য সবল সুস্থকায় ও নিরাহত ভাবিয়া বিপন্ন ব্যক্তির মন যেরূপ বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা অঙ্গ অধীশ্বরের বাহুবল প্রত্যাশী হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে "কর্ণ! কর্ণ!" বলিয়া চীৎকার হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! সুধাংশুর শশলাঞ্ছনের ন্যায় বল-বুদ্ধি এবং ওজস্বীতাদি যাঁহার বিভূষণ ছিল, সেই কুরুকুল পিতামহ ভীষ্ম যখন শর-শয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন তোমরা যে ভীতার্ত্ত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এমন কি, এই অসম্ভাবী ঘটনায় কালি যে আবার অহর্নিশি হইবে, ইহাও বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, এই অনিত্য জগতে মৃত্যুই যখন জীবের পরিণাম, তখন জীবন ভীরুতা পোষণ করা পুরুষের কার্য্য নয়। আমি মহা সংগ্রামের অধিশ্রয়ে হয় নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী করিব; না হয় ফাল্গুনের হস্তে আত্মবলী প্রদান করিয়া সনাতন বীরগতি প্রাপ্ত হইব। পরম রিপু পাণ্ডব দমন করিতে অনন্ত শক্তির প্রসাদ সাপেক্ষ, সুতরাং কর্ণ ব্যতীত কে তাহাদের অগ্রে বদ্ধ পরিকর হইতে পারে, তিনি সর্ব্ব সাধারণকে এই বলিয়া বিশেষ রূপে স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সূত! সত্বর হইয়া বেগসহ শরাসন ও ষোড়শ তূণীর আদি আমাকে প্রদান কর, এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ সুসজ্জ বিমান সহিত আমার নিকট উপস্থিত হও, অদ্যকার মহামারে পাণ্ডবকুল সমূলে সংহার করিব। তিনি এইরূপ আদেশ করিলে সারথি কেশরীকেতু রথ সজ্জা করিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। সূর্য্যনন্দন রণ যাত্রাকালে ভীষ্মের চরণ বন্দন ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় রথারূঢ় হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খ নিঃস্বনে অরি-

দলকে কম্পমান করিতে লাগিলেন, কুরুসৈন্য তাঁহার মহোৎসাহে উৎসাহের সহিত রণবাদ্য ও বীরদাপে তদীয় অনুকরণ করিতে লাগিল।

মহাবাহু কর্ণ এইরূপে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইলে জয়লুব্ধ দুর্য্যোধন অঙ্গনাথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এই মহা সমরে ত্বদীয় অসি বন্ধন দেখিয়া নিরাশ্রয় কৌরব বাহিনীকে অদ্য সনাথ বলিয়া বোধ হইল, বীরবাহুর মহাদুর্গ অন্তরালে আমরা যে সুরক্ষিত হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু নায়ক শূন্য সৈনিকেরা অরাজক দেশের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, অতএব "কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পরাগত সেনাপতি হইতে পারেন" এমত মনোনীত করিয়া আমাকে উপদেশ দান কর।

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! এই বীরবৃন্দের মধ্যে সকলেই অজেয়, অমিততেজা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্। কিন্তু সকলেই সমকালে সম্মুখ সংগ্রামের সেনানী পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, অথচ এই বীর বয়স্যদের মধ্যে একজনকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিলে অন্য ব্যক্তি রোষ বশম্বদ হইয়া আপনার কার্য্যহানী করিতে পারেন। অতএব এই বীর সমূহের পূজনীয় মহাত্মা দ্রোণই নেতৃ পদের উপযুক্ত পাত্র, তাঁহাকে মহামান্য সেনাপতি পদ প্রদানে কেহই বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ তিনি মহাবল এবং পরশুরামের প্রিয় শিষ্য, কৃতান্ত নিতান্তই প্রচ্ছন্ন বেশে তাঁহার অস্ত্র শস্ত্রে উপনিবেশ করিয়া থাকেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন মিত্ররাজ কর্ত্তৃক এইরূপ সুমন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া বীরর্ষভ আচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি বয়োবৃদ্ধি, বীরত্ব ও যশঃকার্য্য কারিতায় সকল পার্থিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, রুদ্র মধ্যে কপালী, তেজোমধ্যে ময়ূখমালী এবং যদুগণের মধ্যে মুষলী যেরূপ প্রধান, সেনাপতিগণ মধ্যে আপনাকেও তদ্রূপ মহা সম্মানের অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। অতএব গুরো! আপনি কৃপাকণা বিতরণে এই মহারণ অধিনায়ক হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করিয়া দিন্, আমি অজাত শত্রুকে হস্তগত করিয়া চির দিনের জন্য রাজ্য নিষ্কণ্টক করি।

উগ্রবীর্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের সযত্ন সম্ভাব শুনিয়া কহিলেন, রাজন্!

মনুষ্য অর্থের দাস, অতএব ত্বদীয় স্বার্থ গ্রহণের প্রত্যুপকার জয়োপার্জ্জন করিতে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিব, কিন্তু অনন্তকাল যুদ্ধ করিলেও ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাভব করিতে পারিব না। আমার বধের নিমিত্তই তাহার উদ্ভব হইয়াছে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত প্রিয়তম পাণ্ডবগণও আমার বধার্হ হইতে পারিবেন। কিন্তু দুর্য্যোধন! তুমি মহাভাগা কুন্তীর সৌভাগ্য বশতঃ তদন্যথায় কেবল যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ অভিলাষ করিয়াছ; অতএব ফাল্গুনির সহায় ভিন্ন রণভূমে উপনীত হইলে ধর্ম্মরাজকে অবিলম্বে আক্রমণ করিব। অহো, যুধিষ্ঠির প্রকৃতই অজাত শত্রু, নতুবা ভবাদৃশ পরম শত্রু তদীয় নিধন নিরপেক্ষ হইয়া বন্ধন ইচ্ছা করিবেন কেন?

দুর্য্যোধন কহিলেন, আচার্য্য! কৃষ্ণার্জ্জুন সত্বে যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিয়া জগতে কে জীবিত থাকিতে পারে? ত্রিলোকে এমন কি নিরালোক স্থান আছে, যাহাতে কৃষ্ণ-চন্দ্রের অনুপ্রবেশ না হইয়া হত্যাকারীকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে! অতএব বীরেন্দ্র! যুধিষ্ঠিরকে পরিগ্রহ করিয়া ছল পাশার অবতারণা করিব। সত্য পরায়ণ ধর্ম্ম কপটতার পাশ বন্ধনে পড়িয়া ভ্রাতাগণের সহিত চির বনবাসী হইবেন। তিনি এই বলিয়া বীরগণ সমবেত বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলে স্থবির দ্রোণ অস্তমিত ময়ূখ মালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যোধগণ সিংহনাদ, শঙ্খনাদ ও বাদ্যকরগণ রণবাদ্য দ্বারা বীরতার উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিল। সেই বীরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্য্যের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দিক্ দিগন্তে ছড়িয়া পড়িল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তাহা অবগত করিয়া তদীয় আশ্বাস বলে সবল মস্তিষ্ক করত সৈন্যগণকে মহা সমরে নিয়োগ করিলেন। শৈল্য কন্দরের সিংহনাদ যেমন ভীষণ প্রতিধ্বনি করে, পাণ্ডবগণ তেমন কুরুসৈন্যদের মহানাদের প্রতিধ্বনি স্বরূপ জ্যাঘোষ, শঙ্খনিঃস্বন, সিংহনাদ ও বীরদাপে বসুধা আন্দোলিত করিয়া মহারণে উপনীত হইলেন; পক্ষদের প্রচুর সৈন্য সুনিয়মে ব্যূহিত হইল। মহাবীর্য্য দ্রোণ ক্রোধভরে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অরিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকর্ণাকৃষ্ট ধনুর্গুণ নির্ঘোষে ইন্দ্রাসনী সলজ্জিত হইল। তদীয় হেমপরিষ্কৃত শরাসন শর-

মালায় মেঘ সহকৃত বিদ্যুতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চমকিতে লাগিল। তাঁহার রৌদ্ররসের অনিবার্য্য বেগে মাংস পঙ্ক, শোণিত নীর ও উৎস রক্ত হইলে শক্তি দেবীর সেই অগাধ মহাসাগর শূরগণের পক্ষে সুতর ও ভীরু গণের পক্ষে দুস্তর হইয়া উঠিল। পাণ্ডব বাহিনীরা তাঁহাকে এইরূপ রিপুহন্তা দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণ-দ্রুপদ, শকুনি-সহদেব, বিবিংশতি-ভীম, শল্য-নকুল, ধৃষ্টকেতু-কৃপ, সাত্যকি-কৃতবর্ম্মা, সেনানী-সুশর্ম্মা, বিরাট-বিকর্ত্তন, শিখণ্ডী-ভূরিশ্রবা, লক্ষ্মণ-ক্ষত্রদেব এবং মহাবীর অভিমন্যু হার্দ্দিক্যকে পরাভব করিয়া নৃমণি জয়দ্রথের সহিত অসিরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কৃপাণের সম্পাত অভিঘাতে তাঁহাদের প্রভেদোপলব্ধি রহিলনা, পরস্পরের বিক্ষেপ আক্ষেপ ও বাহ্যান্তরের বিচরণ সমতা লক্ষিত হইতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে সমতার সম্পূর্ণ ইতর বিশেষ—অভিমন্যুর চর্ম্মাঘাতে জয়দ্রথ ভগ্নঅসি হইলে তিনি সত্বর রথারোহণ করিয়া বিমুখ হইলেন। অভিমন্যু রথারূঢ় হইয়া শৌবীর সৈন্য গণকে নিপাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য আর্জ্জুনীর বীরত্বকাণ্ড দেখিয়া গদাহস্তে তাঁহার প্রতিযোধ হইলে মল্লকুলের প্রশংসা স্বরূপ ভীম অভিমন্যুকে পশ্চাৎ করত মাতুলের প্রতিকূলতায় দ্বিতীয় দণ্ডধারীরন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সারময়ী শস্ত্রের ঘাত পরিঘাতে মুহুর্মুহুঃ অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল! মধ্যে মধ্যে লৌহদণ্ডের গুরুতর প্রহার তাঁহাদের স্নায়ুমণ্ডল সহস্র সহস্রবার কম্পিত করিলে তাঁহারা আঘাতের বজ্রময় উপহারে শ্যামঅঙ্গে অলক্তের ন্যায় লোহিতাভ ধারণ করিতে থাকিয়া একসময় শততারা জ্যোতির্ম্ময়ী গদাদ্বয়ের প্রহারে উভয়েই বিবশ ও বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। এদিকে কর্ণাত্মজ বৃষসেন গ্রীষ্মকালীন্ রবি কিরণের ন্যায় দশদিকে বিচরণ করিতে থাকিয়া পার্থসৈন্যের জীবন রূপ পার্থিব বাষ্প প্রচুর পরিমাণে হরণ করিলে নকুল নন্দন শতানীক নব মেঘের ন্যায় তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন। জয়ন্ত ও ইন্দ্রজিতেরন্যায় উভয়ে দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শতানীক ভ্রাতার সহিত অস্ত্রযুদ্ধের মধ্যে সুসময় লক্ষ করিয়া দশখণ্ড নিশিখ নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শরাঘাতে আহত কাল সর্পের ন্যায়

অধীর হইয়া শতানীকের শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন মহারথ দ্রৌপদগণ তাঁহার পক্ষ হইয়া বৃষসেনের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করিতে লাগিলে কর্ণাত্মজের পক্ষে কৌরবেরাও আসিয়া যোগদান করিল। ক্রমে ক্রমে পক্ষ দের প্রসিদ্ধ বীরগণ একত্র হইয়া রণদেবীর পীঠস্থান কুরুক্ষেত্রে নরবলী দিতে লাগিলে হস্তলাঘবের ন্যূনাধিক্যবশতঃ পাণ্ডবপক্ষে বীরোচ্ছ্বাস ও কৌরব পক্ষে বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস পতন হইতে লাগিল। মহাবাহু দ্রোণ স্বীয় রথীত্বকালে আশ্রিতদের উন্নতি লোপ দেখিয়া সৈন্যগণকে আশ্বাসদান পূর্ব্বক বিপক্ষ দলনে মনোযোগ করিলেন। তাঁহার বীর গরিমার অতুল প্রতাপে দূরগত বিজিতযশঃ ক্ষণমাত্রে ফিরিয়া আসিল। তিনি শর-সেতু অবলম্বন করত সৈন্যসাগর পারে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। আচার্য্যের রাজ-দ্রোহিতা দেখিয়া পাণ্ডব বাহিনীরা সাধ্যানুসারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র দ্রোণ সেই দুর্ব্বিষহ শরজাল হেলায় সহ্য করিয়া বহুল সেনাগণ এবং সেনাপতি কুমার ও যুগন্ধর কে নিধন করিলেন। অন্যতম যোধবর্গ তাঁহার নির্ঘাত প্রহারে নির্বাভূত দীপের ন্যায় নিস্তেজ হইল। যুধিষ্ঠিরও দ্রোণ কর্ত্তৃক নিরস্ত্র হইয়া সতীহারা শঙ্করের ন্যায় অধোবদনে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে "ধর্ম্মরাজ আচার্য্যের হস্তগত হইলেন" এই নিষ্ঠুর সংবাদ উভয়সৈন্যমধ্যে পরিচালিত হইতে লাগিল। এমত সময় দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুন সমরাঙ্গনের সর্ব্বদিক্ বিজয় করিয়া তথায় উপনীত হইলে দ্রোণাচার্য্যের দুরাশা সুদূর হইল; কেশরীর মুখের গ্রাস কিরাত নাথ যেন কাড়িয়া লইলেন। তখন আচার্য্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভগ্নোদ্যম হইয়া তাঁহাকে পরাভব করত অভিনব যশের মন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে ভবজয়ী সেই গুরু-শিষ্যদ্বয়ের অস্ত্র চালনায় সমীরণের গমনা গমন রোধ হইল; প্রকৃতি বায়ুমান যন্ত্র নিশ্চল করিয়া জগৎকে নূতন খেলা প্রায় দেখাইলেন। এমন সময় ভগবান্ দিবাকর বিশ্বের আলোক যন্ত্রের স্বরূপ, স্বরূপ সম্বরণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে অবহার জনিত সঙ্কেতানুসারে উভয় পক্ষ শূর অধ্যবসায় বিরাম লইয়া স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর (দ্বাদশ দিবসে) পরম মঙ্গল ময় ঈশ্বরের পরিবর্ত্তনশীল নিয়মে

নিশা-রাজ্য সৌর পরিবার করে ধ্বংস হইলে পৃথিবীর নশ্বরভাব, পরমেশ-কীর্ত্তির চিরস্থায়িতা, কালের সর্ব্বনাশিনী শক্তি আদি মহাকাণ্ডাবলী চিন্তা শীল গণের হৃদয়ে নূতন হইয়া দেখা দিল। জগৎ চক্রের পরিদোলকের ন্যায় সমীরণ ভরে তরুলতা দুলিতে লাগিল। কুমুদিনীর বিমলানন্দ দুস্তর বিষাদ সাগরে, কমলিনীর বিষাদ সাগর প্রেমদ্বীপে পরিণত হইল। সেই রমণীয় প্রাতঃকালে আচার্য্যবর সুপর্ণ ব্যূহ, ধর্ম্মরাজ মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ নির্ম্মাণ করত সমরের মঙ্গলাচরণ করিলেন। মহাবল দ্রোণ কৃতপ্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিবার জন্য নারায়ণী ও তুণ্ডিক প্রভৃতি সংসপ্তক নামধেয় চতুর্দ্দশ সহস্র সেনার সহিত সুশর্ম্মা ও সত্যধর্ম্মাদি সপ্ত সেনাপতিকে তাঁহার দ্বৈরথ যুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দিলেন। বাসব তনয় পার্থ সংশপ্তকগণ কর্তৃক আহুত হইয়া সত্যজিত ও অপরাজিত ভীম প্রভৃতি বীর বৃন্দের নিকট ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক অগত্যা সংশপ্তক সংগ্রামে গমন করিলেন—আশা জাগিয়া উঠিল—আচার্য্য অনিবার্য্য সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে আত্মবশ করিতে দশদিক ব্যাপিয়া অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পক্ষদের বিপুল বীরত্ব তাঁহার নিকট বাল্য ক্রীড়ারন্থায় অনুমিত হইল। পঞ্চ-অশিতি বর্ষ বয়স্ক দ্রোণ অদ্বিতীয় যুবার ন্যায় সংগ্রাম করিতে থাকিয়া পাণ্ডবদের অর্দ্ধগোলব্যূহ দগ্ধনগরীর-ন্যায় শ্রীহীন করিলেন। বীর কুলধ্বজ দ্রোণ এইরূপ অমানুষী শক্তি চালনা করিয়া পাঞ্চাল যুবরাজ সত্যজিত ও বিরাটের ভ্রাতা শতানীকের শীরোচ্ছেদ করত সত্যরত যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডবনাথ সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ দান করিয়া বিমুখ হইলেন। আচার্য্য পরপ্রতাপ ধ্বংসকরিতে করিতে আহার অন্বেষী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন প্রফুল্লহৃদয় দুর্য্যোধন কর্ণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আজ পাণ্ডবকুল পরাজয় প্রায়; ঐ দেখ পাণ্ডবগণ সিংহভীতি মৃগযুথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, রথীগণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া আত্ম বিস্মৃত বাতুলের প্রায় ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে! ঐ দেখ বলীশ্রেষ্ঠ বৃকোদর নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন!

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! মহাবীর ভীম জীবন সত্ত্বে সমর পরাঙ্মুখ হইবেন না। উনি বীর্য্যবান ও শিক্ষিতাস্ত্র, মুহূর্ত্তেকে অপার বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের হর্ষভঙ্গ করিবেন। ভীমসেন, অমর্ষ পরায়ণ, অমিত-তেজা ও অজেয়; ভ্রমেও উহার শ্রান্তি কল্পনা করিবেন না। প্রত্যুত ভীম পরাক্রম ভীম এবং সাত্যকি আদি মহা মহা যোদ্ধারা কেহই শ্রান্তির দাস নহেন। মণ্ডলাকার বহ্নির ন্যায় এখনই দ্রোণাচার্য্যকে বেষ্টন করিবেন। মহারাজ! আমাদের এরূপ স্বপ্ন দর্শন করা উচিত নয়, চলুন, সত্বর হইয়া আচার্য্যের অনুকূলে সহায় দান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলে বিপক্ষেও মহতি একতার সংগঠন হইল। তাঁহারা দিবাকরের কর রুদ্ধ করিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সুতের অভিপ্রায় অনিমিষে প্রতিপন্ন হইল, জয়শ্রী কুরুকুল হইতে অবতরণ করিয়া পাণ্ডব তরঙ্গে মগ্ন হইলেন। —আশা ভরসার ধ্বংস প্রায় কৌরবের দিকে খসিয়া পড়িল—ভীম-ভৈমী ও সাত্যকি আদির তুমুল যুদ্ধে কুরুসেনানীরা ভঙ্গ ভাব হইলেন। তখন প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেই ভয়-ভঙ্গ ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিতে মহাগজ লইয়া বৃকোদরের প্রতি গমন করিলেন—করীরাজ দ্বিতীয় ঐরাবত—মহাবল শালী ভীমও যুথপতির আস্ফালনে ভীত হইয়া অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যা দ্বারা করী অঙ্গে বিলীন হইলেন—এই ক্ষেত্রে তাঁহার বীর গর্ব্ব আজন্মের বিজয়ী ব্রত হারাইল—তিনি বহু প্রহারেও নাগরাজকে আক্রান্ত করিতে না পারিয়া সবেগে পলায়ন করত জীবন রক্ষা করিলেন। কুঞ্জরযোধ ভগদত্ত এইরূপে ভীমকে পরাভব করিলে তাঁহার অপার বীরত্ব সেই বসুন্ধরাখণ্ড রণস্থলে ধরিল না, তিনি শর ও কুঞ্জর চালনা করিয়া বৈরিগণকে বিপন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডবের অসংখ্য বাহিনী বাজ-ভীত কপোতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু অর্জ্জুন স্বগণের অবনতি দেখিয়া অতুল সমরপারিপাট্যে সংশপ্তক বিগ্রহে অবসর লইয়া ভগদত্তের প্রতিযোগী হইলেন; মহারথ দ্বয়ের বিভীষণ সংগ্রাম বীরতার পর্য্যাপ্ত পরীক্ষা দেখাইল। তাঁহারা অনল স্পর্শ শর-সমূহে পর-

স্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখন ধনঞ্জয়ের অশ্ব সারথি, কখন ভগদত্তের মহাহস্তীর অঙ্গ হইতে লোহিতাঙ্গ রাগের ন্যায় রক্ত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষনাথ অর্জ্জুনসমরে এইরূপ রক্তপাত মাত্র অবলোকন করিয়া যশের উচ্চাসন লইতে পার্থের উপর বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র রাজের বিমল জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। ভগবান্ মাধব সর্ব্বঘাতি বৈষ্ণব অস্ত্রের পরিবিকাশ দেখিয়া পার্থকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক দ্বিতীয় কৌস্তুভ মণির ন্যায় বাণ রাজকে বক্ষে ধারণ করিলেন—অস্ত্রের সর্ব্ব নাশিনী শক্তি সর্ব্ব নিয়ন্তার অঙ্গে লুকাইল—মহাশূর কিরীটী সবিস্ময়ে জগন্নাথ হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধব! উপস্থিত সমরে আমার অশ্ব সংযমনই যখন আপনার প্রতিজ্ঞা, তখন কি নিমিত্ত সেই অলঙ্ঘ্য বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সমরাঙ্গীন্ সহায়তা সাধন করিলেন? বিজয় যে চরণ প্রসাদে ভববিজয়ী তাহা কি আপনি বিদিত নাই?

চরাচর জীবন বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! ভূচর, খেচর ও উপরীচরগণের মধ্যে যদিও তুমি অদ্বিতীয় বীর! তথাপি বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রতি সংহরণ তোমার আয়ত্তাধীন নহে। আমিই ঐ অস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, বিধি-ভব বাসবও উহার নিকট পরাভব হয়েন। হে অর্জ্জুন! আমার চারি মূর্ত্তি এই বিশাল ভবের মূল স্বরূপ। প্রথম মূর্ত্তি তপশ্চারণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের পাপ-পুণ্য দর্শন, তৃতীয় মূর্ত্তি নরলীলা সাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বর্ষ ব্যাপী যোগ নিদ্রায় উন্নিদ্র হইয়া বরার্হ ব্যক্তি দিগকে উৎকৃষ্ট বরদান করেন। ভগবতী বসুন্ধরা সেই কালে সেই দয়াময় পুরুষের নিকট কুমার নরকের মঙ্গলময় বিজয়ী বর ও মহাশর গ্রহীতা হয়েন। তাহা পৃথিবী হইতে নরক এবং নরক হইতে ভগদত্ত প্রাপ্ত হইয়া জগতের দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। কালবশে তাহার অপনয়ন হইল, এক্ষণে তুমি যত্নপর হইয়া দুরাত্মাকে নিহত কর।

পরন্তপ পার্থ তাঁহার মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাহসের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বজ্রদৃশ সুতীক্ষ্ণ নারাচে মহাগজকে নিহত করিলেন—করীরাজের সহিত মহারাজের আয়ুশেষ—কুন্তীনন্দন গজেন্দ্রকে বিনাশ

করিয়া রাজেন্দ্রের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিলে দণ্ডধর দুই খণ্ড হইয়া আপতিত উল্কার ন্যায় গজস্কন্দ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব সৈনিকেরা এক মুখে পার্থের সহস্রবীর গীতি গাইতে লাগিল। শত্রুগণ তাঁহার প্রতি প্রতিকূল হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মহাবাহু অর্জ্জুন অচল ও বৃষভ এই দুই গান্ধার কুমার এবং বিকর্ণ, বিপাট ও শত্রুঞ্জয় সহিত অসঙ্খ্য কুরুসৈন্য নিধন করিলেন। বলীবর অশ্বত্থামা সেনাপতি নিলকে বিনাশ করিয়া অপার পৌরুষ প্রদর্শন করিলেন। পক্ষদ্বয়ে ক্রমে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বীরতা বিক্রমে রক্তরূপ গঙ্গা স্রোত হিমাচল কুরুক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চলিল; সৈনিকেরা ক্রোধভরে আত্মপর জ্ঞান শূন্য হইলেন। কোথাও পার্থের, কোথাও দ্রোণের, কোথাও অপরাপর বীরচয়ের বীরতা উৎকর্ষ হইয়া কখন কৌরবগণ, কখন পাণ্ডবগণ পরাজয় হইতে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৌরবগণই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেন। এমন সময় ভগবান্ তপনদেব অস্তমিত হইলে পক্ষগণ শক্তির আরাধনা ঘট বিসর্জ্জন দিয়া অবহার জনীন্ সঙ্কেতানুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর (ত্রয়োদশ দিবসে) দিবার প্রাক্কালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত দর্শন দান দিলে চন্দ্র-তারার উজ্জ্বল কান্তি গগণের ক্রোড়ে গিয়া মিশিল। শীত প্রধান দেশ মহাদেশ ঘনীভূত তুষারমালায় স্ফটিক ময়ী মহাদ্বীপেরন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুচিক্কণ নব কর্ণিকার কনক কুচিরন্যায় উদ্যান ফলকে বিকসিত হইতে লাগিল। ভগবান্ আদিত্য সপ্তর্ষি মণ্ডলকে উর্দ্ধে রাখিয়া ভ্রমণশীল যোগীর ন্যায় দিক্ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সৌর করে শিখণ্ডীর চন্দ্রকলাপ প্রভাময় মরকত জ্যোতি ধারণ করিল। কুরুনাথ দুর্য্যোধন গতাহের সমরে নির্জ্জীব ও হাস্যাস্পদ হইয়া আচার্য্যকে তদীয় সংকল্প ব্যর্থ জনীন অনুযোগ করিলে মহাবীর দ্রোণ অদ্যযুদ্ধে একজন মহা-রথীর বিনাশ প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চক্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। উহার দ্বারদেশে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, জয়দ্রথ, দুর্য্যোধন ও দুঃশা-সনাদী বীরবৃন্দ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বলীন্দ্র ফাল্গুন স্বপক্ষে এক

অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া সংশপ্তকদের সুদারুণ সমরে সপক্ষ অচলের ন্যায় অটলভাবে প্রবৃত্ত হইলেন; চক্রব্যূহের অভ্যন্তরীণ যোদ্ধৃদিগের গাত্রে কুলিশ পাত হইল না, ভীম, ভৈমী ও সাত্যকি-শিখণ্ডী আদি মহা বীরবৃন্দ ব্যূহ সন্ধানে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বাহুবলে ব্যূহভেদ ইচ্ছা করিলে সুশিক্ষিত দ্রোণ সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় ব্যূহদ্বার অবরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিলেন। তিনি ভুজবলে এক দিকে ব্যূহ রক্ষা, অপর দিকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শক্রবল ক্ষয় পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলে ধর্ম্ম নন্দন কুরুপক্ষের ভয়োৎপাদন ব্যতীত আচার্য্য অন্যমনস্ক হইবেন না ভাবিয়া সেই মহাকার্য্যের যোগ্যনায়ক কুমার অভিমন্ন্যুর প্রতি গুরুভার অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কৃষ্ণার্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন ও তুমি ভিন্ন মহাদুর্গ চক্রব্যূহ ভেদ আমাদিগের অসাধ্য, অথচ ব্যূহিত সেনা নিহত না করিলে পার্থের নিকট আমাদের অযশ লাভ হইবে। কুমার! তুমি বীর-বহ রণভার গ্রহণ করিয়া ব্যূহদ্বার উন্মুক্ত কর, আমরা বীর মণ্ডলী তোমার অনুগমন করিয়া শক্র সংহারে সযত্ন হই।

অরিকুলত্রাস অভিমন্ন্যু কহিলেন, মহাত্মন্! আমি রণসাজে সজ্জিত হইতে ভীত নহি, কিন্তু ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্ত প্রসারণ করিতে এক-একবার আমার সাহস ভঙ্গ হইতেছে। যাহাহউক, অভিমন্ন্যু যখন নারায়ণের ভাগিনেয় এবং অর্জ্জুনের আত্মজ, তখন কোন্ মুখে ভয়ের অঙ্গ সেবা করিয়া রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিবে! জ্যেষ্ঠতাত! আপনি ভৃত্যের পরাক্রম অবলোকন করুন, আমি সনিমিষে নিস্কৌরবা করিয়া ভারতে মহা বীরত্ব ঘোষণা করিব।

বলীশ্রেষ্ঠ অভিমন্ন্যু এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ দ্বারে গমন করিলে দ্রোণ, কর্ণ ও বিকর্ণাদি দ্বার-প্রতিহারীগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি রিপু প্রহরণ সকল অনায়াসে ধ্বংস করিয়া মধ্যাহ্ন তেজোরাশির ন্যায় ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরজাল শরা-সনে শত ও গমনে সহস্র অনুমিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী হইয়াও অযুত অযুত সেনাপতির ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সিংহ-

নাদে ভূধরের উপর যেন ভূধর পাত হইল। কুরুগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ কাল বিশেষ দেখিয়া মনোযোগ সহকারে পরিবেষ্টন করিলেন—দরিদ্রের বিলাস স্পৃহার ন্যায় তাঁহাদের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়াই হৃদয়ে মিশাইল—সুভদ্রা নন্দন জয় বাঞ্ছিত শত্রুগণকে আশার বিপরীত ফল দিয়া জন্মের মত বিদায় দিতে লাগিলেন। কুরুদেশ হইতে সঞ্জিবনী নগরে অসংখ্য কাল যাত্রী চলিল; শূরগণের শীর্ষ স্বরূপ কর্ণ, দ্রোণ ও দ্রোণী প্রভৃতি রথীগণ তাঁহার হস্তে পরাভব হইয়া দন্ত ভগ্ন দন্তীর ন্যায় বারম্বার অপ্রতিভ হইলেন। শৌর্য্যশালী দুঃশাসন ক্ষণে ক্ষণে প্রতি নিবৃত্ত হইয়াও আহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন মণ্ডল স্থলজ কমলের ন্যায় রক্তিমাভা ধারণ করিল। রাজকুমার সদর্পে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আজ একান্তই দুরাত্মা অভিমন্যুকে কৃতান্ত নগরে প্রেরণ করিব, দশদিক্‌পাল পৃষ্ঠ পোষক হইলেও তাহার আর নিস্তার নাই! নিস্তারিণীর চরণ প্রসাদে আমার হস্তে জড়ের ন্যায় নিহত হইবে! দুঃশাসন একমাত্র কৃপাণের সহায়ে শমনকে দমন করিতে পারে! আর্জ্জুনী কোন্ ছার, এখনি তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া আপনার নিকট উপহার দান করিব!

দুঃশাসন এই বলিয়া অভিমন্যুর প্রতিযোধ হইলে বীরেন্দ্র অর্জ্জুন নন্দন পৌর্ণমাসী প্রদোষের পর-পূর্ব্বীয় চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অধম! অদ্য শুভ দিন উপস্থিত, চির বাঞ্ছিত ফল বিধাতা আনিয়া অর্পণ করিলেন, এই দণ্ডে কীট পতঙ্গের ন্যায় পেষণ করিয়া তোমাকে সংহার করিব। দুর্ম্মতি! তুমি আমাদের দুর্দ্দিন প্রদানের মূল। বাহুবলে তোমার জীবন উৎপাটন করিয়া কাল জলে নিক্ষেপ করিব। দুরাচার! শিশু কি হিমরাশি ভেদ করিয়া চন্দ্রলোক গমন করিতে পারে? তুমি কোন দৈববলে প্রবল রিপুর সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছ?

তিনি এই বলিয়া দুঃশাসনের সহিত মহা বীরতায় ব্রতী হইলে কাল অগ্নি ও অনীল সদৃশ তাঁহাদের বাণ সকল চালিত হইতে লাগিল। অভিমন্যুর উপর্য্যপরি শর বর্ষণে দুঃশাসন রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। সুভদ্রা-

নন্দন চিরবৈরিকে বিমুখ করিয়া শল্যানুজ, কর্ণ-ভ্রাতা, বসাতীয়, রুক্মরথ, লক্ষ্মণ, বৃহদ্বল প্রভৃতি মহারথগণ ও অসঙ্খ্য শত্রু নিধন করিলে কৌরবীয় সমস্ত যোধ অযুত শ্রেণী হইয়া কুমারকে বেষ্টন করিলেন; ব্যূহমধ্যে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায় মহা কল্লোল উঠিল। তখন পাণ্ডবগণ অভিমন্যুর প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া ব্যূহ প্রবেশনে গমনোদ্যত হইলে শিববরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাদিগকে পরাভব করিলেন। অভিমন্যু পিঞ্জরিত কেশরীর ন্যায় ব্যূহমধ্য হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা, দ্বিসপ্ততি, দ্রোণ একশত শর, অপরাপর রথী মহারথীরা শেল, শূল, তোমর, এবং কর্ণ তাঁহাকে দ্বাবিংশতি ভল্ল আঘাত করিলেন। বীরর্ষভ, বৈরি অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বীরবাহুর শোভা স্বরূপ সরাশনে দশ দশ শর সন্ধান পূর্ব্বক রিপুগণকে সমাহত করিলে কৌরবদল কিরীটী-কিশোরকে কালের দ্বিতীয়, ধনুর্দ্ধারীদের প্রথম বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন—মুহুর্মুহু শত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত সৈন্য নাশ—ভারতের এক পক্ষ সন্ত্রাসে জীবনী আশা ত্যাগ করিল। মহিপাল দুর্য্যোধন কুমারের অটল বীরত্ব দেখিয়া আচার্য্যকে কহিলেন, গুরো! অভিমন্যুর বিপুলবীরতা কি ভাবে সহ্য করিতেছেন? ঐ দেখুন, সৈন্যগণ তাহার ক্ষুরধার বাণে বাতাহত কদলী বনের ন্যায় ধরা শয়ন করিতেছে। কেহ বা বল সত্ত্বে বিকল হইয়া ঘন ঘন বিমোহিত হইয়া পড়িতেছে। বীরগণেরও আর পূর্ব্বোৎসাহ নাই, এক অভিমন্যু জলধর সকল জ্বলন্ত অগ্নি নিবাইল। প্রভো! সত্বর প্রতিবিধান করুন, আর্জ্জুনীর প্রতি অর্জ্জুন প্রিয়তা প্রদর্শন করিয়া আশ্রিত কৌরবকে উৎসন্ন করিবেন না।

তিনি এই কথা বলিলে মহাবল দ্রোণ কহিলেন, দুর্য্যোধন! সুভদ্রাকুমার পিতার ন্যায় অদ্বিতীয় বীর্য্যবান্, এই বীর সমাজে আজ কেহই অক্ষত নাই, অভিমন্যু সকলের শোণিতাহরণ করিয়া অত্যাশ্চার্য্য কীর্ত্তির পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন। এমন কি তাহার বাহুবলে বিন্ধ্যাচল চূর্ণ হইতে পারে, তিনি বাসনা করিলে প্রলয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন; অতএব ন্যায় বলে শতবর্ষেও উহার কেশস্পর্শ করিতে পারিব না। জয়লক্ষ্মী জননীর ন্যায় চিরদিন উহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করিবেন।

আচার্য্য এই রূপে রিপুজয়ের আভাস মাত্র দান করিলে কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও দুঃশাসন এই ছয় জন রথী দ্রোণের সহিত মিলিত হইয়া অভিমন্যু-বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কর্ণ শরাসন, শল্য অশ্বগণ, কৃপ তদীয় সারথীকে ছেদন করত সপ্তরথী সমবেত হইয়া পার্থিবের প্রতি অসঙ্খ্য বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রথীরাজ অভিমন্যু আনায়-বদ্ধ কেশরীর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া একমাত্র বাহু ভরসায় অসিচর্ম্ম ধারণ করত গগণমার্গে উত্থিত হইয়া কোশিকাদি গতি দ্বারা বীরগণের উপর পতনেচ্ছা করিলে রন্ধ্রদর্শী দ্রোণ তীক্ষ্ণ বাণে খড়্গ এবং কর্ণ সুশাণিত-কর্ণিকে তাহার চর্ম্ম কর্ত্তন করিলেন; আর্জ্জুনি অসিচর্ম্ম বিহীন হইয়া চক্রের সহায় লইলেন। তখন চক্রহস্ত অভিমন্যু চক্রধারী মাতুলের শোভা ধারণ করিলেন, এবং তদীয় বাল্যভূষণ অলকা দামের ন্যায় তাঁহার শ্যামদেহ রুধির ধারায় চর্চ্চিত হইল। নরপতি গণ উত্তরা মোহনের আবার চক্র ধারণ দেখিয়া তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন—নিরাশা ক্রমেই বাড়িল—অভিমন্যু কল্পনা করিয়া জন্মের মত দুঃখিনী মাতার নিকট বিদায় লইয়া গদা হস্তে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সেই অস্ত্রক্ষত ভুজবলে ও গদাঘাতে সুবলাত্মজ কালিকেয়, সপ্ত সপ্ততি গান্ধার, ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী কৈকয় গণের সপ্ত সেনাপতি এবং মদকল দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট হইল। তিনি আরও বজ্র পাতের স্বরূপ এক আঘাতে দুঃশাসন তনয়ের রথ-হয় চূর্ণ করিলেন; এ দিকে রথিগণও নিরন্তর অস্ত্রবৃষ্টি করিয়া ক্রমে তাহাকে বিবশ করিলে তিনি দুঃশাসন তনয়ের সহিত গদা সমরে মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িলেন—এই পতনই মহাপতন—অভিমন্যু সচেতন হইয়া উত্থান উপক্রম করিলে দুঃশাসন কুমার গুরুতর গদাঘাত করিয়া তাঁহাকে ভূতল শায়ী করিলেন। মাতুল যাঁহার গোবিন্দ, পিতা যাঁহার পার্থ নিয়তিক্রমে এরূপ অদ্বিতীয় ব্যক্তিরও অকালে মহানিদ্রা প্রাপ্তি হইল।

যশঃভাগ্য সৌভদ্রেয় সমরে মহা বিরাম লইলে কুরুদল পরমাহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; বজ্রকণ্ঠের বিকট ধ্বনির ন্যায় রণ বাদ্যের অসীম শব্দ দিকমণ্ডল কম্পমান করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ বিজয় লাভের একটী

অপূর্ব্ব উপকরণ হারাইয়া বিষাদের নিদারুণ শাসনে পড়িলেন; শোকের গুরুতর ভার প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ করিল—দেখিতে দেখিতে দিবস রজনীর সন্ধি সমাগত—অভিমন্যুর আবিষ্কৃত শোণিত-পারাপারে মাংসাশী পশু পক্ষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সন্ধ্যাদেবীর মোহন সজ্জা দেখিয়া সকলে নিবৃত্ত হইয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠির শোকের জ্বলন্ত অগ্নিতে শান্তির আহুতি দিয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—চতুর্দ্দিকেই শোকের উচ্ছ্বাস—পাণ্ডবদের বিশাল শিবির যেন কালান্তক কাল গ্রাস করিতে বসিল। এমন সময় ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তথায় উপনীত হইলেন—তাঁহার চির করুণ ভাব—তিনি স্বাভাবিক করুণায় সভাজন সহিত নৃপতিকে শোকভঞ্জন প্রবোধ দান করত "অভিমন্যু চন্দ্রমসী দেহ লাভ করিয়াছেন" তাঁহাকে এই নিগূঢ় বিবরণ পরিজ্ঞাত করিয়া শোকসন্তাপের গুরুত্ব হরণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে মহাবীর পার্থ সংশপ্তক জয় করিয়া বাসুদেব সহিত শিবিরে আগমন করিতে লাগিলে দুর্দ্দিনের অশুভ লক্ষণ সকল তাঁহার নিকট ভগ্ন-দূতের কার্য্য করিয়া চলিল, তিনি সন্দিহান হইয়া-শিবিরস্থ যোধদিগকে কহিলেন, তোমরা আজ বিষণ্ণ কেন? বৎস্য অভিমন্যু কোথায়? কুমার অন্য দিনের ন্যায় কিজন্য আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেনা? পার্থ এইরূপ ব্যাকুল হইয়া অভিমন্যু সংবাদ জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহাদের দরদরিত অশ্রুধারা ভাবতঃ অমঙ্গল কাহিনী বলিল। শ্বেত বাহন বীরগণের এই সশোক লক্ষণে সমুচিত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন—হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল—তিনি গলদশ্রু হইয়া কহিতে লাগিলেন, হা পুত্র! হা অভিমন্যু! তুমি কোথায় যাইয়া অবসর লইলে! কে এমন দারুণ শক্রতা করিয়া আমার হৃদয়বৃন্তের পারিজাত কুসুম কাল সাগরে ভাসাইয়া দিল! আমি কি পাপে তোমার চির চন্দ্রানন দর্শন করিতে বঞ্চিত হইলাম! কোন্ মহানগরী আজ অভাগিনী সুভদ্রার মায়া পুত্তলী ক্রোড়ে লইয়া বীরপুত্র ধনে ধনী হইল! বৎস! যে শয্যায় তুমি শয়ন করিয়াছ, তাহা বীর কুলের চিরবাঞ্ছা, কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন সত্বে বিধি কিরূপে তোমায় সেই অনধিকার দান দিলেন? কুমার! বড় আশা ছিল, আমি অন্তিম কালে এই মহা-

রাজ্য তোমায় অর্পণ করিয়া নয়ন দ্বয় সার্থক করিব! ভাগ্যদোষে সে আশা ভরসা আজ ধ্বংস হইল! কাচমণির বাণিজ্য করিতে পদ্মরাগ মণি হারাইলাম। আহা তাত! তুমি স্বর্গ সমাধি হইতে সুধামুখে বারেক্ দুঃখের কথা সুধাও, আমি জন্মের মত বাপ অভিমন্যু বলিয়া হৃদয় ভরিয়া একবার ডাকি। তিনি এই বলিয়া মহামায়ায় বিমোহিত হইলে ভগবান্ বাসুদেব বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন—শোক-সিন্ধু-তীরে বিবেকের আবিল জল ঘনীভূত হইয়া শান্তি দ্বীপ বসিল—পার্থ সাধু সুলভ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্রের সমর কাহিনী শ্রবণে অধরোষ্ঠ প্রকম্পন ও কর নিষ্পে-ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! দুরাত্মা জয়দ্রথ অভিমন্যু বধের কারণ! শিবা হইয়া সিংহ শাবকের প্রতি লক্ষ! দুর্ম্মতির আর নিষ্কৃতি নাই! যদি কুরুগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার কি বাসুদেবের স্মরণা গত না হয়, তাহাহইলে বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথ পক্ষ হইলেও অধম জয়দ্রথকে নিশ্চই কল্য নিহত করিব। এমন কি কল্য যদি পুত্রহন্তা নারকী জয়দ্রথকে বিনাশ নাকরি, তাহা হইলে স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা ও গোহত্যার পাপ আমায় স্পর্শ করিবে। কল্য যদি জয়দ্রথ জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিশ্বাস ঘাতকী ও স্বার্থপর ব্যক্তি আদি ঘোর পাতকীর ন্যায় আমি ভীষণ গতি প্রাপ্ত হইব; আরও কল্য যদি জয়দ্রথের জীবন সত্ত্বে ভগবান্ রবি অস্ত-মিত হন্, তাহা হইলে আমি অনলে দেহত্যাগ করত প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হইয়া কল্য হইতে অনন্ত কালের জন্য অনন্ত দুঃখভার গ্রহণ করিব!

বীরেন্দ্র অর্জ্জুন এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলে স্বদলে শূরী-উৎসাহ বিবর্দ্ধন শঙ্খনাদ, সিংহনাদ ও মহান্ বাদিত্র কোলাহল হইল। জয়দ্রথ চরমুখে সেই গূঢ় সংবাদ অবগত হইয়া থর থর কম্পমান হইতে লাগিলেন—জীবন চিন্তা আবির্ভূত—তিনিত প্রাণভয়ে দুর্য্যোধনের সহিত আচার্য্যের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন গুরো ফাল্গুনির ভয়ে আমি যারপর নাই ব্যাকুলিত হইয়াছি, দুরাচার পার্থ নিতান্তই পুত্রবধ জাতক্রোধে আমাকে বিষম শাস্তি দিবে। হায়! মৃত্যুর অধীন হইতেই আমার কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল, নতুবা সিংহসত্ত্বে সিংহ শাবকের প্রতি এ অত্যাচার করিব কেন? অতএব

'ভগবন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি প্রাণ লইয়া দেশান্তরে পলায়ন করতঃ অর্জ্জুনের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করি।

আচার্য্য কহিলেন, রাজন্! চিন্তা পরিহার কর, আমি অলঙ্ঘ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিব; তুমিও মহা-বলবান্, ইন্দ্র নন্দন ইচ্ছা করিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ভীরুতা; লোক লজ্জা ও কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ; যতই ভীরুতা কর, কাল পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা কমণ্ডলু হইতেও অব্যাহতি পাইবে না। মৃত্যু অনিবার্য্য; একদিন পূর্ব্বেই হউক, পশ্চাতেই হউক, জীবগণ অবশ্যই চির বিরাম ধামে গমন করিবে। অতএব বীরবর! বীরতায় আসক্ত হউন; হয় যশঃ লাভ, না হয় যোগীজন বাঞ্ছিত সনাতন গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। রথীনাথ দ্রোণ তাঁহাকে এইরূপ পুরুষোচিত সাহস দান করিলে শৌবীর পতি তাঁহার বাক্যে অগত্যা প্রকৃতিস্থ হইয়া রহিলেন। অন্ত-র্য্যামী হরি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে অর্জ্জুনকে সেই দ্রোণ-জয়দ্রথ সংবাদ বিদিত করত প্রাকৃত মানবের ন্যায় চিন্তাযুক্ত হইয়া সুভদ্রাদি পৌর-চারিণী গণকে প্রবোধ করিতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

দেবেন্দ্র কেশব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও উত্তরা প্রভৃতি বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ বিষাক্ত তোমরের ন্যায় তাহার হৃদয় ভেদ করিল। তিনি রমণীগণকে প্রবোধ করিতে পুত্রশোকাতুরা ভদ্রায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর; কাল, বিরিঞ্চি-বাসবকেও গ্রাস করিয়া থাকেন। অথচ মৃত্যু পর্য্যায়প্রণালির অধীন নহে, ভূতগণ আপনাপন কর্ম্মানুসারে ইহলোক হইতে অগ্র পশ্চাৎ গমনাগমন করে; অনাদি কাল হইতে জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যই জীবের সনাতন ধর্ম্ম হয়। অভিমন্যু সেই মানব কাণ্ডাবলীর মোক্ষতা সাধন করিয়া অমর বাঞ্ছিত মহা গতি লাভ করিয়াছেন; তুমি বীরাঙ্গনা, বীরবালা ও বীর প্রসূতি হইয়া সেই আত্মজ বিয়োগ জন্য অনুতাপ করিওনা।

তিনি এই বলিয়া অভিমন্যু বীরতা-বৃত্তান্ত ও জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইলে সুভদ্রা কহিলেন, আর্য্য! মৃত্যুই জীবের চিরচরম ফল সত্য বটে,

কিন্তু দেহের সার রক্ত বিন্দু লইয়া যে স্নেহময় পুত্তলী গঠিত হইয়াছিল, আজ অনাথের ন্যায় তাহার নিধন শুনিয়া কোন পাষাণীর হৃদয় বিকলিত না হয়? হরি! কণা-কণা বালুকা কৃত্রিম শৈল বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইলে শৈল কর্ত্তা যেরূপ দুঃখিত হন, মাতৃ দুগ্ধের লালিত কুমারকে নির্দ্দয় কাল হরণ করিলে অভাগিনী প্রসূতি ততোধিক দুঃখের সাগরে ভাসে! তিনি এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎস! হা অভিমন্যু! অকালে তোমার মহানিদ্রা আমায় দেখিতে হইল! মাতৃ ভূমি অন্ধকার করিয়া তুমি কোন পুণ্য ক্ষেত্র উজ্জ্বল করিলে! আমি নৈসর্গিক মায়া মুগ্ধ হইয়া, তোমার শ্যামদর্শন, তোমার অস্ত্রাহত-বিকৃতি লক্ষণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু কুমার! তুমি বীর পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছ; তোমার পরম গতি লাভ হউক, ভবাদৃশ সুপুত্র প্রসূতিরা পুত্রহীনা হইলেও অক্ষয় স্বর্গলোকে চিরপুত্রবতী থাকেন। শোকাকুলা ভদ্রা এইরূপ মনঃকষ্টের অসীম ঝঞ্ঝা-বাত সহ্য করিয়া নীরব হইলে প্রভু মাধব তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ-কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক তুলগর্ভ বিনোদ শয্যায় শয়ান হইলেন। অপরাপর বীরবর্গেরাও যামিনীর মৃদু মন্দ রাগিণী শুনিয়া সযতনে নিদ্রাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে যামিনীর অপগম হইলে তাঁহার চিরকীর্ত্তি কৃষ্ণা জবনিকা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া উষার মধুরিম মূর্ত্তি জগতে ছড়িয়া পড়িল। বনবিনোদী বিহঙ্গম সুস্বরের অপূর্ব্ব কাকলী অরণ্য কোলাহল পূর্ণ করিল। প্রকৃতির নীলাম্বর বসনের লোহিত অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব্বদিকে জ্যোতিষ্ক কুলপতি প্রভু দিবাকর ভক্তগণের ভক্তি উদ্দীপন ও কমলিনীর মানভঞ্জনের জন্য নবমূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন। হিমসিক্ত নৈশবায়ুর শীতল-স্পর্শ সুখ রবিতাপে অশীত বিভাগে চলিল। যৌধিষ্ঠিরী ও কৌরব বাহিনী শান্তিপ্রদা নিদ্রার সুষুপ্তি সুখ-বর্জ্জন করিয়া বীরকার্য্যের পুনরা-য়োজন করিতে লাগিলেন—পক্ষদের মহাজনতা এক জয়দ্রথ বধের অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তায় মগ্ন—মহানুভব যুধিষ্ঠির কৃতপ্রতিজ্ঞ পার্থের মঙ্গল কামনায় ভক্তবৎসল হরির উপাসনা করিতে লাগিলেন। এমত সময় মহা-

ভুজ অর্জ্জুন সেই মহাশূর সমিতিতে আগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সংকৃত হইয়া তাঁহাকে বিনীত বচনে কহিলেন, রাজন্! গত নিশার স্বপ্নদর্শনে আমার বিজয়াশা বদ্ধমূল হইতেছে, দুরাত্মা শৌবীর নিশ্চয়ই কাল শাসনে শাসিত হইবে। আর্য্য! আমি ব্যাসদত্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে স্বপ্নদেবীর অপার মহিমায় দেখিলাম—ভগবান্ মাধব আমার সমীপে উপবেশন করিয়া দাসকে শোক শান্তির প্রবোধ দান করিলে বীর হৃদয়ে পুত্রশোক ভার লাঘব হইয়া বৈরনির্য্যাতন চিন্তার ভার বৃদ্ধি হইল। চিন্তামণি আমাকে সচিন্তিত দেখিয়া নিশার অবশেষে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, সেবকের সহিত দেবাদিদেব কৈলাস পতির নিকট গমন করিলেন—নরদেহ সম্যক প্রকারে সার্থক হইল—আমি স্থূলচক্ষে অজ, অব্যয়, ঈশান্, পরিতোষ-প্রচণ্ডতা ও দয়ার স্থান মহাকালকে অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেবের সহিত প্রণত হইলে তিনি আমাদের স্বাগত বিবরণ জিজ্ঞাসু হওয়ায় আমরা শিবপ্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া পশুপতি, কপর্দ্দী, মহাদেব; ভীম, ত্র্যম্বক, বেদমুখ; ও শিব, শূলী, শঙ্করাদি পবিত্র নামগাথা করিয়া সেই ভক্তানু-কম্পী, সেই হিরণ্যকবচের স্তব করিতে লাগিলাম। অন্তর্য্যামী বিভু আমাদের মনোভাব বিদিত হইয়া আমাদিগকে অমৃত সরসী-মগ্ন শর শরাসন আনয়নাজ্ঞা করিলে আমরা তথায় গমন করায় সেই শূরসলিলে মণিমান্ সহস্রশীর্ষ স্থূলকায় ভুজগদ্বয় আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—হৃদয় কম্পমান্—আমরা ভীত হইয়া বিশ্বপতি বৃষভধ্বজকে নমস্কার ও শতরুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিলে ঐ মহাভুজগদ্বয় শর শরাসনরূপে পরিণত হওয়ায় আমরা ঐ পাশুপত অস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পশুপতিকে প্রদান করিলাম। পিনাকী ঐ ধনুশর অবলোকন করিয়াই দেহ হইতে এক মহাপুরুষ উৎপাদন করিলেন। তখন দেহজ পুরুষপ্রবর ভীমকার্ম্মুকে গুণ প্রদান ও ভবমুখ নিঃসৃত মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া বাণ যোগ করত শৈবঅস্ত্র পূর্ব্বসরোবরে নিক্ষেপ করিলে আমার মনে পাশুপত মন্ত্রের পুনরুদয় হইল। অনন্তর ভগবান্ আশুতোষ তুষ্ট হইয়া দাসকে বিজয়ী বরদান করিলে আমরা তাঁহাকে

বন্দনা করিয়া শিবিরে উপনীত হইলাম। রাজন্! স্বপ্নদেবী এই দৃশ্যপট দেখাইয়া অদৃশ্য হইলে, সহচরী নিদ্রা ও তাঁহার অন্বেষণে চলিলেন, আমি বীতনিদ্র হইয়া হৃদয় কেন্দ্রে পাশুপত অস্ত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইলাম।

রথীবৃন্দ তাঁহার এই কথা শ্রবণে কার্য্য সিদ্ধি অনুমান করিয়া বীর দর্প সহকারে যুদ্ধে গমন করিলেন। দৃঢ়ব্রত পার্থ মহারথ সাত্যকির হস্তে যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করত বৈরদল অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষে দুর্জ্জয় বূ্যহ, কৌরব পক্ষে মহারথ দ্রোণ অদ্ভুত শকট বূ্যহে সূচীনামক অন্তর্ব্যূহ রচনা করিয়া শল্য, কৃপ, কর্ণ, বৃষসেন, ভূরিশ্রবা ও অশ্বত্থামাদি রথীদল মধ্যে জয়দ্রথকে স্থাপন করিলেন। অন্তর্ব্যূহ অগ্রে কৃতবর্ম্মা পশ্চাতে দুর্য্যোধনাদি অসংখ্য বীরগণ ও বহির্ব্যূহের অগ্রভাগে অগণিত যোধগণ সহিত বীরেন্দ্র দ্রোণ জয়দ্রথের ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত রহিলেন। তাঁহারা উভয় পক্ষই বহু প্রকার সৈন্য যোজনা করিয়া মহাসংগ্রামে রত হইলেন। সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় রণকল্লোল বাধিয়া উঠিল। মহাবাহু পার্থ বাহুবল সঞ্জাত জয়রত্ন লাভ করিতে প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় অরি লোকারণ্য নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরতার মাধ্যাকর্ষণীতে বড় বড় বীর সকল আকৃষ্ট হইয়া কালের অন্ধতম কূপে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। যশোধন ধনঞ্জয় অকালে এই যুগ প্রলয়ের নববিভীষিকা দেখাইয়া বূ্যহ প্রহরী দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনাকে পূজ্য পাদ পিতার সদৃশ এবং বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির নির্ব্বিশেষ মাননীয় জ্ঞান করি; আপনি প্রসন্ন হইয়া বূ্যহদ্বার মুক্ত করুন। দাস অর্জ্জুন অশ্বত্থামার ন্যায় আপনার চিররক্ষণীয়; শত্রু পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া সেবক প্রিয়তা বিস্মৃতি হইবেননা।

আচার্য্য কহিলেন, পার্থ! স্বজন প্রিয়তা অপেক্ষা অনুগত পোষণ করা সনাতন ধর্ম্ম। অতএব জয়দ্রথের অহিতাচরণে তোমায় পথ প্রদান করিব না; শক্তি থাকে, আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন কর। তিনি এই কথা বলিয়া ধীরতা পরিহার পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি শর সন্ধান করিলে সুশিক্ষিত পার্থ

তাহার প্রতিসংহার করিয়া ভূতলে অতুল বীর্য্য প্রদর্শন করিলেন! তদীয় শর সকল ঋযু গতিতে দ্রোণকে নিবারণ ও বক্রগতিতে সহস্র সহস্র সৈন্য কাল-কবলে টানিয়া ফেলিল। তিনি অক্ষয় কবচ ধারীর ন্যায় অক্ষত শরীরে থাকিয়া যেন শ্মশান কালীর নিকট লক্ষ নর বলীদানের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যবর দ্রোণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই দুর্দৃশ্য হত্যাকাণ্ড দেখিয়া বৃদ্ধ দেহে যৌবন বিক্রমের অধিবেশন করাইলেন—অস্ত্রজাল পূর্ব্ব লক্ষ হারাইল—মহারথ দ্রোণ বিভৎসু হইতেও হস্তলঘুতা প্রদর্শন করিয়া উচ্চ আশায় নিশ্চেষ্ট করত তাঁহাকে প্রতিযোধ রূপে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিলেন। তখন ভগবান্ হরি, "আচার্য্য দুর্দমনীয় এবং জয়দ্রথ বধ প্রয়োজনীয় সব্যসাচিকে" এই উপদেশ দানকরত রথ লইয়া বিবৃত্তপথে পলায়ন করিলে অস্ত্রজ্ঞ গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অর্জ্জুনকে হাস্য করিয়া কহিলেন, পার্থ! কিরূপে পলায়ন করিতেছ? তুমি না শক্র জয় নাকরিয়া বিরত হওনা?

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আপনি শক্র নহেন, আমার জ্ঞানদাতা গুরু, আমি অশ্বথামাধিক আপনার প্রিয় পুত্র। বিশেষতঃ আপনাকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হয়, জগতে এরূপ লোক নিতান্ত দুর্ল্লভ। তিনি এই বলিয়া দ্রোণাস্ত্রের মেঘ মালা হইতে শরচ্চন্দ্রমার ন্যায় মুক্তি লাভকরত ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে জয়দ্রথের হিতৈষী হইয়া কি রথী কি পদাতি অর্জ্জুন নিবারণে কেহই শিথিল প্রযত্ন হইলেননা। আপনাদের মহামূল্য জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া লোমহর্ষণ কর যুদ্ধেব্যাপৃত হইলেন। ধনঞ্জয় অমানুষী শক্তিতে নিদারুণ অস্ত্র সকল সংহার করিয়া অপরাজিত পরাক্রম প্রকাশ করিলে অসঙ্খ্য রিপুবাহিনী কাল ভবনে গমন করিল। শ্রুতায়ুধ, ও অচ্যুতায়ু নৃপতি গণ ও তাঁহার হস্তে মানব লীলা শেষ করিলেন—রাজপুত্রগণ মৃত্যুভয় বিহীন—তাঁহারা চক্ষের উপর সহযোগীদের মহাশয়ন দেখিয়াও ভীত হইলেননা, শারদীয় মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দশদিক অন্ধকার করিয়া তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

চিত্রযোধী পার্থ এইরূপ অসঙ্খ্য সেনা বিনাশ করিয়া জয়দ্রথ বধের আশা স্থাপন করিলে দুর্য্যোধনের প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আচার্য্যের

নিকট গমন করিয়া সকরুণে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের রক্ষক, কিন্তু রক্ষক হইয়াও মীনভুজঙ্গের জনক জননীর ন্যায় ভক্ষক স্বরূপ হইয়াছেন। নতুবা দুরাত্মা পার্থ কিরূপে আপনাকে অতিক্রম করিল? হায়! আমি দুর্বুদ্ধিবশত আপনার ভরসায় আশা পোষণ করিয়া কালের বিষ-বজ্র ও অগ্নিময় অপার প্রসার ক্রোড়ে জয়দ্রথকে নিক্ষেপ করিলাম!

দুর্য্যোধনের এই আত্ম বিলাপ শুনিয়া মতিমান্ আচার্য্য কহিলেন, দুর্য্যোধন! অনর্থক দোষারোপ করিও না, ধনঞ্জয় বলিষ্ঠ ও যুবা এবং তদীয় রথ সারথি অনুপম, গমনকালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর কপিধ্বজের এক ক্রোশ পশ্চাতে নিপতিত হয়। আমি বৃদ্ধ, অর্জ্জুনশূন্য সুযোগে ধর্ম্মরাজকে ধৃত করিতে কৃতনিশ্চয় আছি। অতএব রাজন্! কাষ্ঠ প্রলোভে রত্নপ্রসব তরু চ্ছেদ করিও না, বরং তুমি আত্মবীর্য্য অবলম্বন ও আমার দত্ত দুর্ভেদ্য কবচ পরিধান করত বিজয়কে পরাজয় করিয়া প্রচুর যশঃ উপার্জ্জন কর। তিনি এই বলিয়া তাঁহার অঙ্গে শিবকবচ বন্ধন করিয়া দিলে বলীশ্রেষ্ঠ গান্ধারী-কুমার জয়লুব্ধ হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় পশ্চাৎ ভাগ ব্যূহদ্বারে পক্ষদের ভয়ানক বহির্যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ব্যূহ বহির্ভাগে উভয় পক্ষের ঘোরতর মিশ্ররণ আরম্ভ হইলে যোদ্ধৃগণ প্রাণপণে বিপক্ষ বাহিনী ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ও দ্রোণাচার্য্যে তুমূল রণ বাধিল। যুধিষ্ঠির দৃষ্টিমাত্রে নবতিশরে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও পঞ্চবিংশতি শর তাঁহার বক্ষস্থলে এবং রথাশ্বে অন্য পঞ্চবিংশতি শর ত্যাগ করিলে ধীমান্ ধর্ম্ম অকুতোভয়ে তাহা চ্ছেদন করিয়া বহুক্ষণ অটল-ভাবে সমর করিতে লাগিলেন। তিনি শক্তিতে শক্তি, গদাতে গদা ও মহাস্ত্রে মহাস্ত্র প্রহার করিয়া প্রতিকূলপ্রহার সকল ব্যর্থ করিলেন। তখন বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ রোষ বশম্বদ হইয়া হইয়া হস্তলাঘব গুণে উপর্য্যুপরি নির্ঘাত প্রহারে তাঁহাকে বিরথ ও বিকলেন্দ্রিয় করিলে ধর্ম্মনন্দন নিকটস্থ সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া অপসৃত হইলেন। এখানে এপক্ষের অপসরণ, কোন-খানে কৌরবের চতুরঙ্গিণী সেনাভঙ্গ দিয়া চলিল। বৃহৎক্ষেত্র-ক্ষেমধূর্ত্তীকে, ধৃষ্টকেতু—বীরধন্বাকে, সহদেব—পুরুমিত্রকে, সাত্যকি—মগধরাজপুত্রকে, সহ-

দেবসুত—সৌমদত্তিকে এবং মহাবল ঘটোৎকচ অলম্বুষকে নিধন করিলেন। তদ্ভিন্ন পাণ্ডব পক্ষে নকুল ধৃষ্ট দ্যুম্নাদি যোধবৃন্দ এবং কৌরবপক্ষে দুর্ম্মুখ-বিকর্ণাদি মহারথীগণ স্ব স্ব প্রতিপক্ষের প্রভূত বল দলন করিতে লাগিলেন। রণস্থলে ছত্র-কুর্ম্ম বাহু-ভুজগ, তরঙ্গ-মাতঙ্গ, অশ্ব-তরী, রথ-তীর কবন্ধ-কুম্ভির ছিন্নদেহ-তৃণ ও শোণিত রাশি নদী রূপে প্রতীয়মান হইল—চতুর্দ্দিকেই রণঅসির নৃত্য—দ্রোণ, দুঃশাসন, ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবল যুযুধান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন। ব্যূহমধ্যে পুরুষোত্তম অর্জ্জুন রণজয় করিয়া চলিলেন। অনবরত রথ বহনে তদীয় অশ্বনিচয় তৃষিত ও পরিশ্রান্ত হইল। তখন ধীমান্ অর্জ্জুন অশ্ব-শান্তির জন্য রথ হইতে অবতরণ করিয়া অস্ত্র প্রভাবে মহাজনতা মধ্যে স্থির সলিলা জলাশয় প্রস্তুত করিলে বিভু মাধব সেই শর কৃত্রিম সরোবরে অশ্বপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন—দুরাশার ঝঞ্ঝাবাত হৃদয় দুর্গ খুলিয়া রহিল—রথীগণ অর্জ্জুনকে ভূতলস্থ দেখিয়া জয়াশার উত্তেজনায় চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শরনিকরের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষনে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অগণন অশ্ব, হস্তী, বীরবৃন্দ ও বিন্দ-অনুবিন্দ বীরদ্বয় সিন্ধুসংগত তরঙ্গিনীর ন্যায় ফাল্গুনি রণ সাগরে নিমগ্নদেখিয়া অসাধু ক্ষত্রিয় গণ বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক ভোগ ভাবনা পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন পর হইলেন। এমত সময় জগন্নাথ হরি বিগতক্লম অশ্বগণকে মহারথে পুনর্যোজনা করিলে ইন্দ্রনন্দন রাহুমুখ নির্গত চন্দ্রমার ন্যায় বিষম সমরে ত্রাণলাভ করত রথারূঢ় হইয়া জয়দ্রথ বধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ দুইটি গতি অনুসারে সম্মুখীন হইল—জয়দ্রথ বিজয়ে অর্জ্জুন এবং অর্জ্জুন বিজয়ে দুর্য্যোধন আগত হইতে থাকিয়া উভয়ে উভয়ের অভিমুখীন হইলেন। তখন ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধানের দুশ্চরিত্রের অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইলে ধনঞ্জয়ের দুর্য্যোধন নিধন কামনা আবার নূতনত্ব পাইল। তিনি দৃঢ়ভার গাণ্ডীব ধারণ করিলে সুযোধন সত্বর হইয়া তিন শরে তাঁহাকে, চারিশরে অশ্বগণকে ও দশশরে দশার্হ পতিকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে অর্জ্জুনের প্রতোদ ছেদন করিলেন; দুইবার দুর্ব্বার বীর্য্য কিরিটীর চতুর্দ্দশ শর তাঁহার

বর্ম্ম সংলগ্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তখন অরাতি নিসূদন মধুসূদন পার্থের বিশিখ ব্যর্থ দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে কহিলেন, ধনঞ্জয়! অচলের চঞ্চলতার ন্যায় আজি যে বিস্ময়াবহ দৃশ্য দর্শন করিতেছি! কোন্ শত্রু অপূর্ব্ব কুহকে তোমার বাহুবল হরণ করিল! কি আশ্চর্য্য! যাহার শরে ভূধর অধীর হয়, আজ্ তাহার অস্ত্র অকারণ হইল!

অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর পার্থ কহিলেন, কৃষ্ণ! আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া আমার নিকট অজ্ঞতা ভাণ করিতেছেন কেন? ঐ দুরাত্মা দ্রোণদত্ত কবচে রক্ষিত হইতেছে; জগতে কাহার সাধ্য ঐ কবচবদ্ধ বীরের বিঘ্ন সাধন করিতে পারে? আমি আচার্য্য উপদেশে উহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছি, মন্দমতি গান্ধারীনন্দন কামিনীগণের কমনীয় বেশ ধারণের ন্যায় অপরিজ্ঞাত রূপে উহা ধারণ করিয়াছে। অতএব শিবকবচ সর্ব্বতোভাবে উহার শিবদায়ক হইবে না। নরাধমকে পরাভব করিয়া অবশ্যই যশঃ গ্রহণ করিব। তিনি এই বলিয়া বহুতর অস্ত্র শস্ত্র ঘাত প্রতি ঘাতের পর ছিদ্র প্রাপ্তে সুদারুণ শরে সুযোধনের হস্ততলভেদ ও রথাশ্ব শতচ্ছেদ করিলে কৌরবেন্দ্র মর্ম্মাহত ও বিরথ হইয়া বিমুখ হইলেন। তদীয় সৈন্যগণ মহারাজকে ত্রাসযুক্ত ও জয়দ্রথকে অদূরস্থ জানিয়া কপিধ্বজের চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করত দ্বিতীয়দণ্ডধারীর ন্যায় তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত মহারণ আরম্ভ করিলেন। তখন মতিমান্ বাসুদেব দেবরথের গতিরোধজনীন জয়দ্রথ বধের বিঘ্ন ভাবিয়া ফাল্গুনির সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক সমকালে গাণ্ডীব টঙ্কার ও ঋষভরাগে পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদন করিলে মহাশব্দে কুরু যোধেরা অধীর হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নারায়ণ সেই সুযোগে বিমানরাজকে সুদূর অগ্রসর করিয়া পুনঃ পুনঃ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের পরাজয় জনিত নারায়ণের বীরত্ব কল্পনা করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় পার্থের সঠিক সংবাদ আনয়নে মহাযশা সিনিনন্দকে অনুজের অনুযাত্রিক পদে নিয়োগ করিলেন। বীর শিরোমণি সাত্যকি বীরর্ষভ বৃকোদরকে তদীয় অঙ্গরক্ষক রাখিয়া মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার শরশ্রেণী দূর ব্যাপৃত বহুজনতা খণ্ড

খণ্ড করিয়া তাঁহাকে যেন আহ্বান করিয়া চলিল। মহাবল সাত্যকি এই-রূপে রিপুগণের হর্ষহরণ ও স্বগণকে পুলক বিতরণ করিয়া ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলে যোধরাজ দ্রোণ তাহার প্রতিবিধান করিতে দণ্ডায়মান হইলেন—প্রতি বিধেয়তার পূর্ণ আবির্ভাব--জয়াকাঙ্খায় উভয়ের যুদ্ধ সুদীর্ঘকাল সমান ভাবে চলিল। আচার্য্য দ্রোণ সেই নিষ্ঠুরতার প্রদর্শনী সমরে চিরস্মৃতি শিষ্য-প্রিয়তার প্রগাঢ় ভাবে পড়িয়া সাত্যকিকে পার্থ-পলায়নের সঙ্কেত করিয়া দিলেন। সুচতুর সাত্যকি তাহাই শীরোধার্য্য করত আচার্য্যের বিমুখে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিনিসুত প্রবেশ মাত্র অশনি পাতের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি ক্ষণমধ্যে রিপুঅস্ত্র নিরাকৃত করত স্বঅস্ত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। জলদ জালের ন্যায় সৈনেয় শরজাল দিক্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া শিলাবৃষ্টিবৎ নরমুণ্ডবৃষ্টি করিতে লাগিল; কোথাও পুঞ্জ পুঞ্জ অশ্ব হস্তি কদলিবনের ন্যায় কর্ত্তন হইয়া পড়িল। তিনি অসম সাহসে দীক্ষিত হইয়া নিক্ষোরবা ব্রতী অসির পারণা করাইতে লাগিলেন। হস্ত-পদ ও অর্দ্ধাঙ্গ হীন লক্ষ লক্ষ লোক অন্তিম যন্ত্রণায় পড়িয়া অন্তকালে তারকব্রহ্ম নাম জপিতে লাগিল। জলন্ধর ও সুদর্শন এই প্রসিদ্ধ বীরদ্বয় তাহার হস্তে হত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন—বীরতায় শত ধন্যদান— কৃতবর্ম্মা, (হার্দ্দিক্য) দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি বীরগণ প্রতিহিংসায় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া অগ্নিমুখ বাণ সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে যুযুধান অর্দ্ধপথে খদ্যোতের ন্যায় তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার অস্ত্রাবলীর অপ্রতিহত পতনে অসঙ্খ্য কৌরব কম্পমান হইতে লাগিলেন।

তখন দুর্ম্মদ দুঃশাসন সাত্যকি-শরে অধীর হইয়া রণস্থল ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি রাজ ভ্রাতা, রাজপুত্র ও মহারথ হইয়া কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? আজ তোমার বীরদর্প কোথায় গেল? যে পুরুষ পাঞ্চাল কুমারীর কেশাকর্ষণ করিয়া কুলক্ষয়ের বীজ বপন করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই নির্ল্লজ্জ-পরতা কি ন্যায়ানুগত কার্য্য! দুঃশাসন! তুমি ফণীরাজকে প্রহার করিয়া পলায়ন করিওনা, পাণ্ডব-রোষ ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামী হইয়া নৃশং-

সতার প্রতিবিধান করিবে। আচার্য্য এই বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলে দুঃশাসন অশ্রুতপরতা ভাণ করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। বৃষ্ণিবর সাত্যকির রথ বৈদ্যুতিক পাবকের ন্যায় অবাধে অর্জ্জুনের অনুসরণে ছুটিতে লাগিল। স্বজনানুরাগী ধর্ম্মরাজ চিন্তার মুখে ঠিক তাহার বিপরীত কথা শুনিলেন—মন ব্যাকুল হইল—তিনি বৃকোদরের উপর সাত্যকির পদানুগ-ভার-ন্যস্ত করিলেন। পবননন্দন ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বহির্যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশোক সারথি সহিত রথারোহণে ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলে কুলগুরু দ্রোণ ব্যূহমুখ অবরোধ করিয়া রাখিলেন, এবং তদীয় নিশিত শররাশি দিঙ্মণ্ডল নিশার ন্যায় অন্ধকার করিয়া তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল। তখন বীরশ্রেষ্ঠ মারুতি আপতিত অস্ত্রজালে দেহ পাতিয়া দিয়া বাহুবলে আচার্য্যের রথ দূরে নিক্ষেপ করত ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বলীন্দ্র দ্রোণ বলসত্ত্বে ও পরাজয় প্রবাদ প্রফুল্লমনে লইয়া ভাবান্তরে কুরুপক্ষের পোষকতায় পাণ্ডব ব্যূহ আলোড়ন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের আশ্চর্য্য লক্ষ উভয় দিক রক্ষা করিতে লাগিল; তিনি একদিকে চক্রব্যূহ প্রহরী এবং অপর দিকে বিপক্ষের ব্যূহিত সেনাচয়কে বিধ্বংস করিতে রত হইলেন। বহির্যোধের অধিকাংশ তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি পাইল না, কুরুকুল গুরু সেনা বিনাশের সহিত ক্ষত্রদেব ক্ষত্রধর্ম্মা ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি প্রধান সেনানিগণকে নিধন করিলেন; ব্যূহমধ্যে বৃকোদর তাহার প্রতিশোধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় গদাঘাতে অসঙ্খ্য প্রাণী শমনের চির নিরানন্দধাম দর্শন করিল। বায়ুসুত এইরূপ অদ্ভুত পরাক্রমে বিপুল জনতা ভেদ করিয়া সাত্যকি অর্জ্জুনের রথধ্বজ দর্শন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন—দুর্ভাবনার সুদূর তিরোধান—ধর্ম্মরাজ, ভীম-গর্জ্জনে পার্থ-সাত্যকির মঙ্গল জানিয়া আনন্দের মার্জ্জিত মাধুরী পরিদর্শন করিলেন। পাণ্ডুকুলতিলক ভীম এইরূপ সিংহনাদ ও মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব কমলবন নিপাত করিতে লাগিলে রথীরাজ কর্ণ মহাচাপ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইলেন। চিররিপু পরস্পরের সম্মুখ সমর বাধিল; পাবনি, মালিনীপতিকে দৃষ্টি মাত্রে অজস্র শর বর্ষণ করিলে বিকর্ত্তন অর্দ্ধপথে তাহা কর্ত্তন

করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলেন—হাস্যমুখ গরলামৃত উভয়ের আধার—ভীমের চক্ষে শত্রু হাসি শক্তি শেলের ন্যায় বাজিল, তিনি ক্রোধিত হইয়া বৎসদন্ত ও একবিংশতিশরে তাঁহার বক্ষভেদ করিলেন। কর্ণও স্বর্ণপুঙ্খ চতুঃষষ্টিশর ও নারাচ প্রহার দ্বারা তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের অস্ত্ররাজী অম্বর স্খলিত দিনকর কিরণের ন্যায় উভয়ের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। রণদেবী নিরাকার হস্তে ভীমের ললাটেই জয়টিকা দিলেন, কুরুকুলাশ্রয় কর্ণ ভীমকর্ত্তৃক বিরথ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবাহু ভীম বলবান কর্ণকে এইরূপ দুইবার পরাজয় করিয়া বারান্তরে নিরস্ত্র হইয়া সমরে পৃষ্ঠ দিয়া চলিলে চম্পানাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন—নির্ভয় দেহে ভয় সঞ্চার হইল—মারুতি অনন্যোপায় হইয়া নিপতিত ধ্বজ, চক্র, ও শব দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অঙ্গপতি তীক্ষ্ণবাণে সেই রক্তাক্ত ক্ষেপণী সকল খণ্ড খণ্ড করত ধনু কোটিদ্বারা তাঁহাকে ভগ্ন করিলে দ্বিতীয় পাণ্ডব শরাসন বিচ্ছিন্ন করত কর্ণের মস্তকে ভগ্নচাপ প্রহার করিলেন। সূর্য্যনন্দন, ভীমসেনের এই শেষ বিক্রম দেখিয়া উপহাস যোগে কহিতে লাগিলেন। হে ঔদরিক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ ও ভীরু বালক, সমরাঙ্গণ তোমার উপযুক্ত নহে। ধনুর্ব্বেদের সহিত সম্বন্ধ নাই, ভক্ষ ভোজ্য পানীয়ই তোমার প্রিয়তর। ভীম! তুমি বনচর মানব হইয়া কি সাহসে কালের সহিত রণবাঞ্ছা করিয়াছিলে? কর্ণ যে ত্রিলোক বিজয়ী এ ঘোষণা কি তোমার স্মরণ হয় নাই? কোন্ দেব নির্দ্দয় হইয়া স্মৃতিলিপি মুছিয়া দিয়াছেন? যাহাহউক, এক্ষণে গুরু আজ্ঞা মহামন্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর, এবং পাচকদের প্রস্তুতান্নে উদর পরিপূর্ণ হইবে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।

মহামতি কর্ণের এই সগর্ব্ব কটূক্তি শুনিয়া মারুতি হাস্য করিয়া কহিলেন, সূতাধম! আমি তোমাকে বারম্বার পরাভব করিয়াছি, তুমি একবার মাত্র নিরস্ত্র করিয়াই যারপর নাই আত্মশ্লাঘা করিতেছ। বর্ব্বর! জয় পরাজয় বীরতার অঙ্গ বিশেষ, ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতিকূল হইলে নাগরাজ শেষও মণ্ডুকের হস্তে পরাজিত হন। যূথনাথও গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া দুর্ব্বল শিবার পদাঘাত সহ্য করেন।

ধীমান্ ভীম এইরূপ বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া সম্মান প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলে অদূর হইতে বৃকোদরের প্রতি দামোদরের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তিনি কর্ণের বিরুদ্ধে শর বৃষ্টি করিতে অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করিলে পার্থ শিলাসিত শরনিকর ত্যাগ করিয়া পরমারি কর্ণের দেহ বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদেশপতি, ভীমশরে নিপীড়িত থাকিয়া আবার অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি মুহূর্ত্তেক সমর করিয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন। এমন সময় ভীমার্জ্জুন ও সাত্যকি নিকট প্রায় হইয়া সিংহনাদে শূন্যমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা দ্বিতীয় সিংহের ন্যায় সরোষে সাত্যকিকে আক্রমণকরিলেন। তখন তাঁহারা চরমে পরম গতি লাভ বাসনায় কৃপাণ, বাণে ও প্রাণপণে গদা যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাহুরণ আরম্ভ করিলে শিববরে মহাকৃতি ভূরিশ্রবা অপেক্ষাকৃত বলাধিক হইলেন। তিনি সৈনেয়কে ভূমিশায়িত করিয়া বক্ষদেশে জানু প্রদান ও বামহস্তে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে তরবারি প্রহারোদ্যত হইলে সূর্য্যের কেন্দ্রানুগ শক্তিতে পৃথিবী যেমন আপন অয়ন মণ্ডলে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বীরবাহু সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্তগত হইয়া তদীয় জানুতলে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিলেন। তখন মতিমান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাত্যকির মহাবিপদ প্রদর্শন করিলে ধনঞ্জয় নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা খড়্গাসমবেত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

রণশাস্ত্রবিদ্ পার্থ কর্ত্তৃক এই কূটকার্য্য হইলে ভূরিশ্রবা আপনাকে একান্ত অকর্ম্মণ্য বোধে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করত অর্জ্জুনকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অন্যমনা ব্যক্তিকে আহত করা কি তোমার ন্যায় ন্যায়বিদ্ লোকের কার্য্য হইল! ইন্দ্র, যোগেন্দ্র অথবা দ্রোণাদি মহারথগণ তোমাকে কি এই উপদেশ দিয়াছিলেন? হে বাসবি! আমি বাসবলোক লাভের জন্য মৃত্যুতে কাতর নহি, কিন্তু মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কিরূপে এই দুর্নীতপরতার পরিচয় দিবে?

অর্জ্জুন কহিলেন, মহাভাগ! বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির অপভ্রংশ হইয়াছে, নতুবা নির্ম্মল চরিতাবলিতে দোষারোপ করিতেন না। সাত্যকি যখন প্রিয় সখা, আত্মপক্ষ এবং একা হইয়া অসঙ্খ্য লোককে

জয় করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বধার্হ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি হৃদয়বান্ লোকের কার্য্য? রাজন্! আমি মহাজনের গন্তব্যপথ লক্ষ করিয়াই আপনাকে আহত করিয়াছি, এক্ষণে মহল্লোকবাসীদের সুখময় নিবাসে অচিরে আপনি গমন করুন্।

ধনঞ্জয় এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে ভূরিশ্রবা জীবন ত্যাগের জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন—সহৃদয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল—সাত্যকি পূর্ব্ব বৈরতা স্মরণ করিয়া বহুলোকের নিবারণ সত্ত্বে ও খড়্গাঘাতে যোগারূঢ় সৌমদত্তির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন তদীয় দেহস্থ মহাতেজ প্রকাণ্ড উল্কার ন্যায় অনন্ত আকাশে গিয়া লীন হইল; জয়দ্রথ-বধোৎসুক বীরত্রয় রিপুদলন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমত সময় মরিচীমালী অস্ত গমনোন্মুখ হইলে বালা-বধূ যেরূপ পতিসহবাস দুঃখসুখের পক্ষপাতিনী হইয়া নলিনীনাথের রমণীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে, জয়দ্রথ ধনঞ্জয় তদ্রূপ সন্ধ্যার সংযোগ বিয়োগ প্রর্থনায় দিনকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পক্ষগণ পূর্ণাভিলাষ করিতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলে বীরতার তর্জ্জন গর্জ্জনে রণস্থল কোলাহল পূর্ণ হইল। সিন্ধুরাজ রক্ষক কর্ণ, দুর্য্যোধন, বৃষসেন, অশ্বথামা, কৃপ, শল্য ও অপরাপর রথী, মহারথীগণ পরম্পরা অনুমিত হইয়া ধনঞ্জয়কে মহাসংগ্রামে ব্যাপৃত করিলেন। তখন ভীমার্জ্জুন সাত্যকি অপার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিপক্ষের অনুকূলে মহাবিপদ উদ্ভাবন করাইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে অর্জ্জুনময় দেখিতে লাগিল। মহারথী কর্ণ বীরত্রয়কে এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্মে রত দেখিয়া তাঁহাদের সহিত তুমুল সমর আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একার সহিত সেই ভুবন বিখ্যাত বীরত্রয়কে অনন্যমনে যুদ্ধ করিতে হইল। পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, কর্ণ পরাজয়ই সৈন্ধব সংহারের স্বস্তিবাচন জানিয়া শতশরে তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিলেন। শোণিতাক্ত দেহ কর্ণ পঞ্চাশৎ শরে পার্থের দেহ ভেদ করিয়া অতুল রণপাণ্ডিত্য দেখাইলেন। বৈদ্যুতিক ক্রীড়ার ন্যায় তাঁহাদের অস্ত্র চালনা হইতে লাগিল। তখন প্রভু বাসুদেব জয়দ্রথ-বধে দৃঢ়বিঘ্ন দেখিয়া ঐশীউপায় সৃজন করিলেন। দিনকরের প্রকাশ সত্ত্বে

জগতি অন্ধকারে গ্রাস করিল—কৌরবগণ মহোৎসাহে মত্ত—পরম শত্রু অগ্নি প্রবেশ করিবে বলিয়া নিরাশার মরু ভূমে সুখের সলিল বহিল। গতায়ু সিন্ধুরাজ আত্ম প্রকাশ করিয়া ফাল্গুনির অগ্নিপ্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তদীয় অঙ্গরক্ষকেরা ধনুকের জ্যা মোচন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ঈশ্বরের অপার মহিমা—তিনি কুরুবীরদের শিথিল প্রযত্ন দেখিয়া মায়া সম্বরণ করিলে প্রভাকরের নিষ্প্রভ মূর্ত্তি আকাশ প্রান্তে লক্ষিত লইল। ভাগ্যবান পার্থ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এক বাণে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন এবং অন্য বাণে ঐ সুচারু কেশভূষিত মস্তক তপোবনে তদীয় পিতা বৃদ্ধক্ষেত্রের অঙ্কে নিপাতিত করিলেন। বৃদ্ধক্ষেত্র আকস্মিক ব্যাপারে এস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলে মুণ্ডপাতের সহিত তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সৌবীরপতি পিতাপুত্রে সিদ্ধচারণগণের অভিলষিত উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন।

শৌবীর রাজ্যের ভূষণ স্বরূপ মহারথ জয়দ্রথ নিহত হইলে কৌরব গণ অভিমানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। দিক্ বিদিক্ হইতে বীরত্রয়ের উপর মণিময় বিষধরের ন্যায় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষে ভীমার্জ্জুন সাত্যকি,কৌরবপক্ষে দ্রোণ,দ্রোণী ও কৃপ এই তিন মহারথী মহাসমরে মনোনিবেশ করিলেন। বীরতার বিপুল আড়ম্বরে বিশাল কুরুদেশ কম্পমান হইল। যৌধিষ্ঠিরী বীরত্রয় শক্তি দেবীর মহতি কৃপায় রণ সাগর অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। এমত সময় ভগবান্ দিনকর করজাল আকর্ষণ করিয়া ছায়া দেবীর বিনোদভবনে গমন করিলে সুরকান্তা সন্ধ্যার চির রাজ নীতি পালন করিতে বীরগণ কর্ত্তৃক রণস্থল কিয়ৎ কালের জন্য শান্তির আলয় হইল। রণ প্রবীণ ধনঞ্জয় বাসুদেব সারথি ও ভীম-সাত্যকি পদানুসারীদের সহিত বিজিত সর্ম্মান প্রদান প্রতিগ্রহ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। প্রধান পাণ্ডব তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করত প্রচুর বাধ্য বাধকতা জানাইলেন। নরপাল দুর্য্যোধন পরাজয় অভিমানে সুখের অনন্তর দূরে উপনিবেশ করিলেন। তাঁহার অনিত্যবিলাসের কণার কণাও গভীর চিন্তাজলে ডুবিল। তিনি দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহি-

লেন, গুরো! আপনি সত্ত্বে আমাকে এদুর্গতি ভোগ করিতে হইল! পাণ্ডবের বশম্বদ হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলেন! যাহাহউক্, দেব-গুরু-বল-বীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিয়া কহিতেছি, আজ আমি আত্মবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক হয়, আত্মীয় গণের নিকট অঋণী হইব, নাহয় পাণ্ডবহস্তে নিহত হইয়া বন্ধু-গণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব।

অতুলবীর্য্য দ্রোণ সুমধুরস্বরে কহিলেন, রাজন্! তুমি অকারণে আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধকরিতেছ, সুরাসুর গণের অজেয় ভীষ্ম যখন পরাজিত হইয়াছেন, তখন কাহার শক্তি কুরুগণকে শমনের সুপ্রসারিত মুখ হইতে উদ্ধার করে? প্রত্যুত অর্জ্জুন যুবা ও শিক্ষিতাস্ত্র এবং ত্বদীয় কর্ম্মার্জ্জিত পাপরাশি তদীয় পক্ষ সমর্থন করিতেছে। সুতরাং যে যতই চেষ্টাকরুক, মহা-সমুদ্রে বালুকাসেতুর সনতুল সকলি নিষ্ফল। যাহাহউক, আমি এবম্বিধ অমঙ্গল জাল দেখিয়া শুনিয়াও সর্ব্বনাশকর সমরে প্রবৃত্ত আছি, তুমি অসার অনুযোগ করিয়া আমার মর্ম্ম যন্ত্রণা প্রদান করিওনা।

অনন্তর সন্ধ্যাদেবীর মধুর আহ্বানে নিশা উপনীত হইলে শ্যামরূপা যামিনীর নীলিমরূপ রাশিতে জগৎ অবগুণ্ঠন পরিধান করিল। নৈশ গগনে অসঙ্খ্য তারকা স্বর্গীয় চন্দ্রাতপ স্বরূপ উর্দ্ধে দেখাদিল। পাপিয়ার ললিত রাগিণী, শার্দ্দূলের ভৈরব রাগ, বনমাঝে বিহার করিতে লাগিল। ফুলবালা কামিনী পতিরূপ সমীর চুম্বনে আবেশে ঢলিয়া পড়িল। নিশাযন্ত্রের তখনও আবির্ভাব নাই, রজনী হিমানীরূপ প্রেমাশ্রুপাত করিয়া পতিবিলাস করিতে লাগিলেন। পার্থিব আলোক অগ্নিফুলের ন্যায় এক একটি করিয়া ফুটিল। কুরুক্ষেত্রের আলোক মালা আগ্নেয় গিরির ন্যায় প্রকৃতি দূর হইতে প্রদর্শন করিলেন। কুরুপাণ্ডব পক্ষদ্বয় শান্তিসেবায় বিমুখ হইয়া মহারণে নিযুক্ত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নীরব রণ ভূমি কোলাহল পূর্ণ হইল। পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় অস্ত্ররাজির চটচটা ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষে দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, দ্রোণ; পাণ্ডব পক্ষে ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন সমধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। অশ্বত্থামার হস্তে বহুল রাক্ষস সেনা, ঘটোৎকচ সুত অঞ্জনপর্ব্বা, দ্রৌপদেয় গণ, ও

ভোজ স্থত নিচয় বিনষ্ট হইল ; তিনি উভয় দলের প্রশংসার্হ হইয়া সমর পারিপাট্য দেখাইলেন। দিগন্তরে ভীম-ধনঞ্জয় ঠিক তদ্রূপ জয় লাভ করিতে লাগিলেন। সেখানেও যে পরিমাণে হর্ষ, এখানেও সেই পরিমাণে বিমর্ষ উপস্থিত হইল। দুর্য্যোধন সেই সময় ইচ্ছানুরূপ সুখী নাহইয়া কর্ণকে কহিলেন, মিত্র! এই তোমার কর্ত্তব্য সময় সমাগত হইয়াছে, ঐ দেখ বিক্রান্ত অর্জ্জুন কালান্তক যমের ন্যায় আমার সৈন্যধ্বংস করিতেছেন। অতএব উপেক্ষাকরা উচিত নহে, তুমি সত্বর হইয়া বিজয়কে বিজয় পূর্ব্বক কৃতপ্রতিজ্ঞা পূরণ কর।

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! ধনঞ্জয়ের ভয় পরিত্যাগ করুন, অদ্য যদি ভগবান্ সহস্রাক্ষ তাঁহার পক্ষ হন, তাহাহইলেও তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পার্থকে নিহত করিব। জন সমাজে আমার অদ্ভুত বীর কীর্ত্তির পতাকা স্বতই উড্ডীয়মান হইবে ; অর্জ্জুনের খণ্ডশির লইয়া আপনি সহস্র পদপ্রহার করিবেন। পাণ্ডব মধ্যে দুর্ব্বিনিত বাসব সুতই বলবান্, কিন্তু সেই বাসবী শক্তি প্রভাবেই তাহাকে নিশ্চয় বিনাশ হইতে হইবে।

মহাবীর কর্ণের এই বাগাড়ম্বর শুনিয়া ধীমান্ কৃপ কহিলেন, সূত পুত্র! তুমি শারদীয় নীরদের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিওনা। অর্জ্জুনকে দর্শন করিলে তোমার এ শূরত্ব দুর্ল্ভ হইয়া উঠিবে। কোথায় কৃষ্ণ সখা পার্থ, কোথায় সূতপুত্র কর্ণ, হায়! বিধি কিরূপে দেবনীতি লঙ্ঘন করিয়া তোমার এদুরাশা পূর্ণ করিবেন! দুর্য্যোধন নির্ব্বোধ, নতুবা তোমার আত্মগরিমায় বাধিত হইয়া এই মহাবিরোধ উত্থাপন করিবে কেন? কৃপাচার্য্য এই কথা বলিলে ক্রোধাসক্ত কর্ণ কটুবাক্য জনিত তদীয় জীহ্বা ছেদন করিব বলিয়া তিরস্কার করিলে কোপন স্বভাব অশ্বত্থামা খড়্গ লইয়া কর্ণ বিনাশে উদ্যত হইলেন। তখন আত্মপক্ষে এই গুরুতর গৃহ বিচ্ছেদ দেখিয়া দুর্য্যোধন বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে শান্ত করিলে তদীয় অনুরোধে অশান্ত বীর কর্ণ অশ্বত্থামা-জাতক্রোধ প্রশমন করিলেন।

তাঁহারা এইরূপ স্বজন কলহে জলাঞ্জলি দিয়া কালের অপার পরিধি লম্বোদর পরিপূর্ণ করিতে সমর কার্য্যে রত হইলেন ; দীপ প্রতিভাত অস্ত্রসকল

মেঘময়ী রজনীর বিজলি আভা লইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বীরগণ মার্ মার্ কোলাহলে জনমানব হীন মহামরু ভূভাগের ও নিস্তব্ধতা হরণ করিলেন। নৈশরণে সকল যোদ্ধারাই জীবনের সহিত যোগ দান করিয়া সিংহনাদে রুগ্নশয্যা শায়িত সুদূরস্থ শ্রোতাদের হৃদয়ও বীররসে চঞ্চল করিয়া তুলিলেন; আবার আহতদের অবস্থা দেখিয়া সিংহনাদীরাও শোকে ব্যাকুলিত হইলেন। আহত গণ কেহ খণ্ডদেহ, কেহ ভগ্নপঞ্জর, কেহ ভবধাম হইতে নির্ব্বাসন স্বরূপ অস্ত্রের নিদারুণ বিদায় লেখা হৃদয়ে লইয়া রক্ত-পঙ্কে গাত্র প্রদাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কাহার বক্ষে বিশাল ছুরিকা জন্মের মত বসিয়া রহিলে তিনি মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। মহামারিতে উভয়পক্ষের প্রভূত সৈন্য এবং শল্য হস্তে বিরাট অনুজ শতানিক, সাত্যকি হস্তে ভূরি, সোমদত্ত; ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে ক্রমসেন জীবন দান করিলেন; জয় পরাজয়ের তারতম্যে ধর্ম্মপক্ষে জয় চিহ্ন প্রকাশ পাইল; যৌধিষ্ঠিরী রথীদের প্রবল প্রতাপে কুরু বীরেরা ভঙ্গপ্রায় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ একে স্বাভাবিক বল, তাহাতে গুরু গঞ্জনা ও বন্ধু উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সমরে মহারত হইলেন; সর্ব্ব শক্তি একত্র হইয়া যেন অঙ্গপতি কর্ণের উপাসনা করিতে লাগিল। এমত সময় মাদ্রী নন্দন সহদেব তাঁহার নেত্রে পতিত হইলে তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। সহদেব অস্ত্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উপর্য্যুপরি নয় নয়শরে তাঁহার অঙ্গমাংস কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্যনন্দন তাহা সহ্য করত সন্নত পর্ব্ব শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ ও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যান্য শরে তাঁহার গৃহীত ধনু সমূহ ও অশ্ব সারথি ছেদন করিলেন। সহদেব বিরথ ও বীতঃ চাপহইয়া যথাক্রমে খড়্গা-চর্ম্ম গদা-শক্তি, রথচক্র, এবং গজ, বাজী ও মনুষ্য গণের মৃত কলেবর প্রহার করিলে মহাবাহু সৌরি ক্রমাগত সহদেবী প্রহার সমুদায় ছেদন করিয়া সহদেবকে নিরুপায় করিলেন। তখন সুকুমার সহদেব সাহস হীন হইয়া পলায়ন পর হইলে পরাক্রান্ত কর্ণ ধনুকোটী দ্বারা তদীয় দেহ স্পর্শ করত কহিলেন, সহদেব! তুমি সমযোধ ভিন্ন কখন মহারথী সহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না, অসংখ্য জ্যোতিষ্ককে এক সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া লয়েন;

অসঙ্খ্য জলবিন্দু এক সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়; অতএব তুমি বলাবল পরীক্ষা করিয়া মহারণে বিচরণ কর, নতুবা শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বাল্য ক্রীড়া করিতে থাক।

মহারথ কর্ণ সহদেবকে পরাজয় করিয়া পাণ্ডব পক্ষে কালান্তক কালের ন্যায় হইলে বজ্রাহত কদলি তরুর ন্যায় যৌধিষ্ঠিরী বাহিনীগণ কবন্ধদেহ হইয়া দিকেদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। একা কর্ণ লঘু চারিতা গুণে রক্তবীজ লীলা দেখাইলে সোমক সৃঞ্জয়গণ চতুর্দ্দিকে কর্ণময় দর্শন করিলেন। তখন কর্ণহস্তে উপস্থিত পাণ্ডবসেনা ও ভবিষ্যতে তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে পরিত্রাণ করিতে ভগবান্ বাসুদেব যোগ্যবীর ঘটোৎকচকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, ঘটোৎকচ! তুমি অদ্যকার যুদ্ধে বিপদর্ণব নিমগ্ন পাণ্ডবদিগকে উদ্ধার কর। বলশালী কর্ণ অসুরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমার পিতৃকুলের মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঐ দেখ, বিকর্ত্তন অসঙ্খ্য বীরদেহ কর্ত্তন করিয়া রক্তস্রোত বহাইলে যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল নিরুৎসাহ হইতেছে। অতএব বীর! তুমি এই বিষম সমরে কর্ণের প্রতিযোধ হও, সচীনাথের দারুণ বজ্রপাত পৃথিবী যেন অবাধে সহ্য করেন, তদ্রূপ তুমিও অঙ্গনাথের দুর্ব্বিষহ প্রহার সকল হেলায় সহ্য করিয়া তাঁহাকে কাল কবলে নিক্ষেপ করিবে।

রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কহিলেন, মহাত্মন্! এই নৈশ রণের গুরু ভার আমি গ্রহণ করিলাম। কর্ণ ভীতি হইতে পিতৃকুলকে অবশ্যই নিস্তার করিব। অদ্যকার যুদ্ধগীতি আদরের সহিত জগৎ চিরকাল বহন করিবে। যাহার বীরদাপে ভূধর অধীর হয়, ছার সূতাধম তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইবে! দেব! আপনি দৃষ্টিকরুন, অদৃষ্ট গোচর বীরতা প্রকাশ করিয়া পৃথিবী নিষ্কৌরবা করিব।

ঘটোৎকচ এই বলিয়া কর্ণের প্রতি অভিগমন ছলে কুরুসৈন্য বিধ্বংস করিয়া চলিলে ভঙ্গপ্রায় কৌরব দল মধ্যে জটাসুর তনয় অলম্বল পিতৃবৈরি-স্মৃত স্মরণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শৈলকায় বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতিজিঘাংসু হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে সেই রক্ষ রণ

ভীরুগণের ভয়াবহ ও শূর গণের দর্শনার্হ হইয়া উঠিল। তাঁহারা ইন্দ্র-প্রহ্লাদের ন্যায় প্রথমতঃ দিব্য সমর করিয়া নিরস্ত্র ও বিরথ হইলে পরিশেষে ঘোরতর বাহু সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরস্পরের ভুজ যুগল অর্গল বিশেষ কথন পরস্পরকে অবরোধ কথন শৈল পাতের ন্যায় প্রহার করত জয় প্রাপ্তির আশা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপ দিব্য, মানব ও পাশব সমর করত পরিশেষে মায়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কথন অগ্নি, কথন সাগর, কথন সর্পদেহ ধারণ পূর্ব্বক মানুষী বিস্ময় কর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন—অলম্ব-লের আয়ু সূর্য্যঅস্ত—শুভঙ্করী এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘটোৎকচের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ঘটোৎকচ মৎস্যপরি উৎপতিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উৎক্ষেপণ করিয়া ভূতলে আঘাত করিলে ভীষণ-কায় অলম্বল বিভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার অব্য-বহিত পরে বক-কির্ম্মিরের জ্ঞাতি ও হিড়ীম্বাশূরের প্রিয় বন্ধু রাক্ষস রাজ অলায়ুধ গতায়ু অলম্বলের সেনানী স্থানীয় হইয়া ঘটোৎকচের সহিত তুমুল রণ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে অগণ্য বীরবৃন্দের রণ-কার্য্য শিথিল হইল। বিধিকৃত বাসবশক্তি ভোগ্য ভৈমী অলায়ুধ হস্তে নিস্তেজ হইলেন না; শক্তি দেবী অলায়ুধের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইলেন। ঘটোৎকচ অলম্বলের ন্যায় অলায়ুধকেও আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিষ্পেষণ করত কাল নগরী প্রেরণ করিলেন।

মহাবাহু হিড়িম্বা নন্দন এইরূপে রক্ষরথীদ্বয় নিধন করিয়া যাবতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কুরুদল দলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমনে ও প্রহ-রণে অসংখ্য রথী-পদাতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। অজর ও অমরের ন্যায় তাঁহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারিল না। ঘটোৎকচ ত্রিপুর দলনকালে ত্রিপুরারির ন্যায় কৌরব দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র কথন গদা কথন মুষল কথন পদাঘাত করিয়া নিমিষে নিবিড় রণস্থলি মহা শ্মশানে পরিণত করিলেন। ভয়শূন্য মহাবীর বৃন্দও প্রাণভয়ে নিরাশ হইল। তাঁহার যোজনান্তর লম্ফ, প্রলয় মেঘের ন্যায় শব্দ এবং সরোবরের ন্যায় মুখব্যাদন দেখিয়াই কুরুসেনারা লীলা সম্বরণ স্থির করিলেন।

"ভারত সমরের রক্তনদীর একমাত্র ঘটোৎকচই প্রধান আবিষ্কর্ত্তা" ইতিহাস গম্ভীর স্বরে পরিচয় দিয়া গেল। কুরুবংশ শেখর দুর্য্যোধন ঘটোৎকচ হস্তেই রণব্রত সমাধান ভাবিয়া হতাশ হইলেন। তাঁহার রাজীব লোচন হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। মহাবল কর্ণ নিশাচর পতির ঘোররণে কুরুনাথের হতাশ দেখিয়া রক্ষজয়ে স্থির সঙ্কল্প করিলে রাম রাবণের ন্যায় বীরদ্বয় জয়াকাঙ্খায় সম্মিলিত হইলেন। ঘটোৎকচ দ্বাদশঅরত্নী বিস্তৃত ও চারিশত হস্ত দীর্ঘ ধনু ধারণ করিলেন। কর্ণের হস্তে পিনাকের ন্যায় মহাধনু কালপৃষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহাদের অনবরত শর বর্ষণে বিভাবরী যেন বীরদত্ত মেঘাবলী বাস পরিধান করিলেন। ভয়ঙ্কর রণ কাণ্ডে ভয়ঙ্করী ডাকিনী যোগিনীরাও শূন্যমার্গ ছাড়িয়া অন্তরাল হইল। বীরদ্বয় পরস্পরের আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও অটল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। সূর্য্য নন্দন রাত্রিচর সংগ্রামে অর্দ্ধরাত্রি গত করিয়া দিব্যাস্ত্র সুসন্ধান করিলেন। ঘটোৎকচ রিপু হস্তে দেব অস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়া মায়ারণে প্রবৃত্ত হইল; মহাবীর, রক্ষ সৈন্য সহিত কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য, কখন সিংহ কখন ব্যাঘ্র রূপ হইয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। যোধ প্রধান কর্ণ সেই মায়াবী রাক্ষসদের বহু আক্রমণ ও অদৃশ্য-পতিত শিলা, বৃক্ষ, গদা-শক্তি ও রাশি রাশি প্রহরণ সতর্কতায় ব্যর্থ করত আত্মরক্ষা এবং ঘটোৎকচের রথাশ্ব ও গাত্র মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঘটোৎকচ ও মায়াবলে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া অজ্ঞাত সারে তাঁহার অশ্ব-সারথি বিনাশ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া মেঘনাদ বিশেষ শূন্য দেশ হইতে শিলা, বৃক্ষ, দণ্ড, অশনি আদি সৈন্য সমবেত কর্ণের উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরবাহিনী বিনাশ এবং কর্ণেরও জীবনসন্ত্রাস সম্পাদন করিলেন। কর্ণ সুসন্ধানে অর্দ্ধ পথেই মুহুর্মুহু সেই রাক্ষস প্রহরণ সকল খণ্ডীকৃত করিতে লাগিলে তিনি দেবনর ও অসুর নিচয়ের নিকট প্রশংসা ভাজন হইলেন। কাল প্রেরিত ভৈমী যশঃ লাভ ও জীবন ত্যাগ এই দুয়ের একতর অভিলাষী হইয়া মায়াবলে পুনঃ পুনঃ সসৈন্য কর্ণকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন, অতুল পরাক্রমী কর্ণ অবধ্য রাক্ষসের হস্তে বিশাল কুরুদল রক্ষা করিতে অর্জ্জুনের হস্তেআপনার মৃত্যু স্থিরীকৃত

করিয়া মন্ত্রীগণের মন্ত্রণানুসারে নিশাচর পতির উপর বাসবশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস রাজ ঘটোৎকচ কালঅস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়া মহাকায় ধারণ পূর্ব্বক পলাইবার উপক্রম করিলে কৃতান্ত তাঁহাকে আর সময় দান করিলেন না। রাক্ষস কুলের চূড়া ভৈমী বাসবীশক্তি বিদ্ধ হইয়া ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; তদীয় অঙ্গপাত ভরে বিপক্ষের এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রোথিত হইল। কুরুগণ ঘটোৎকচ বধ রূপ মহানন্দে রণবাদ্য নির্ঘোষ ও কর্ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

মহাশূর ঘটোৎকচ নিহত হইলে কুরুদল প্রহৃষ্ট পাণ্ডব দল বিষাদে মহাব্যাকুল হইল। ভগবান্ বাসুদেব বিদলের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর পার্থ সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "বাসব শক্তির দ্বারা ভৈমীর বধ নিবন্ধন তদীয় জীবন রক্ষা হইল" তাঁহাকে এই আনন্দিত পরিচয় দান করিলেন—অপত্য স্নেহ জীবনাধিক প্রিয়তর—হৃষীকেশ বাসব শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শোকে ম্লান হইলেন। মহাত্মা ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোকার্ত্ত হইয়া সকরুণে বাসুদেবকে কহিলেন, মাধব! রাজ্যলোভে পরিণামে এইফল ফলিতে লাগিল। আমি পাপ চক্ষে পুত্রগণের মৃত্যুমুখ দর্শন করিলাম! হায়! অভিমন্যু ও ইরাবান আদির শোকে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়েছে, ঘটোৎকচ আবার সেই শোকাগ্নির উপর ঘৃতবর্ষণ করিয়া গেল! কৃষ্ণ! অর্জ্জুনের অনুপস্থিত বনবাসকালে ঘটোৎকচ কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুযাত্রী থাকিয়া, শত শত বিপদে ত্রাণ করিয়া ছিল; কিন্তু আমি রাজ্যলোভে মুগ্ধহইয়া সেই প্রাণাধিক পুত্রকে হারাইলাম! হরি! তুমি এবং ফাল্গুনির অনবধানতা বশতঃ নাহয় অভিমন্যুর নিধন হইয়াছিল, কিন্তু চক্ষের উপর সূতপুত্র যে প্রাণপুত্রকে বিনাশ করিল, তোমরা তাহার প্রতিকার করিলে কৈ? হায়! পুরুষকার অপেক্ষা দৈবই বলবান, নতুবা বাসুদেব সাক্ষাতে ঘটোৎকচ প্রাণত্যাগ করিল! যাহাহউক, দৈববলই যদি প্রধান, তবে আমার হস্তে পুত্রবৈরি নিধন হওয়াও আশ্চর্য্যজনক নহে। অতএব পুত্রহা পামর সূতপুত্র বিনাশে আমি যাত্রা করিব।

ইহাতে হয়, পুত্রবৈর নির্য্যাতন, নাহয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া ঘটোৎকচ-শোক বিস্মরণ হইব।

তিনি এই বলিয়া অভিমানে প্রাণ সঙ্কল্প করত বহুল রথ রথী সহিত কর্ণ বিজয়ে যাত্রা করিলে ধনঞ্জয় বাসুদেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন। এমত সময় ভগবান্ ব্যাস ইচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইয়া সুমধুর স্বরে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শান্ত হও, শোকের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইওনা। মহাশূর ভৈমী বিয়োগে পার্থের জীবন রক্ষা ও কর্ণের পরাজয় তদীয় সাধ্যায়ত্ত হইল; তথাপি নিরস্ত্রকালে অর্জ্জুনকে তাঁহার নিধন করিতে হইবে, সশস্ত্র থাকিলে ত্রৈলোক্যে কেহই তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন না! হে যুধিষ্ঠির! এক কর্ণ বিনাশের জন্য ভগবান্ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বহুদিন হইতে বিবিধ উপায় স্থির করিয়া আসিতেছেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত করত স্বস্থানে গমন করিলে কৃষ্ণারজনীর তিমির ভোগ সমাপ্তি হওয়ায় জগৎ চন্দ্রকিরণের অলঙ্কার পরিল। তখন উভয় পক্ষ নিদ্রাভিভূত হইয়া অবহার করিলে কিয়ৎকালের জন্য শান্তিদেবী প্রকৃতির নিস্তব্ধ ব্রতপ্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর (পঞ্চদশ দিবসে) বিশ্বরাজ্যেশ্বরের শাসনতন্ত্র প্রণালিতে তমসাময়ী রাত্রি সুদূর পরাহত হইলে অগণন জ্যোতিষ্কদল প্রভাতের পাণ্ডুর প্রতিভায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভগবান্ চন্দ্রমা প্রিয়া বিনা মধুময় মাধুরীর মাধুর্য্য হারাইয়া গগণে লীন হইতে চলিলেন। দৃশ্য স্থলের চতুর্দ্দিকে আকাশের বিনতভাব স্বভাবের সোপান স্বরূপ রহিলে সূর্য্যরূপ কেশরী পূর্ব্ব দিক দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তখনতদীয় কররূপ করজাল অন্ধকার করী বিনাশ করিয়া সৌর জগৎ উদ্ভাসিত করিল। ভারতী সেনা সন্ধ্যাউপাসনা শেষ করিয়া মহাসমরে ব্রতী হইলেন। রথ রথী ও পদাতি পরস্পরা মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রণসঞ্জাত ধূলিরাশি দিঙ্মণ্ডল তিমির পূর্ণ করিলে তাঁহারা পরস্পরের নামানুশরণেই আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। তখন প্রহার প্রসূত রক্তধারায় রজোরাশি প্রশমিত হইলে রণ ভূমির অপূর্ব্ব ছটায় মেঘমুক্ত নৈশ পৌর্ণমাসী আকা-

শের প্রতিচ্ছায়া লক্ষিত হইল। দুর্য্যোধন, নকুল; দুঃশাসন, সহদেব; কর্ণ, ভীম, ভারদ্বাজ অর্জ্জুন এবং অপরাপর বীরগণ সমপ্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা দ্রোণ-ধনঞ্জয়ে অনুপম সমর কাণ্ড চলিল! তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শনে দেবাসুর দর্শক মণ্ডলী নির্বাক হইয়া রহিলেন। বীরদ্বয়ের ধনুর্দ্বয় নিয়তই মণ্ডলাকার, শূন্যপথে অস্ত্রে অস্ত্রেই প্রহার প্রতিসংহার হইতে লাগিল। তখন বীরঅবতার আচার্য্য ক্রোধাসক্ত হইয়া ঐন্দ্র, পাশুপত বায়ব্য, বরুণ ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র প্রভাবে বসুধা বিচলিত, সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র উচ্ছ্বাসিত ও প্রাণিবৃন্দ ভীত হইল। মতিমান্ পার্থ স্ব অস্ত্রে তাহাও নিরাকৃত করিয়া ভারতের নিকট অপ্রমিত যশঃ ভাজন হইলেন। তাঁহারা এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কেবল অস্ত্র খণ্ড সার করিলে পরিশেষে শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুরু-শিষ্য স্বস্ব বিপক্ষ দলে শর বর্ষণ করিয়া দিক্‌দাহ উপস্থিত করত সৈন্যধ্বংস করিতে লাগিলেন। আচার্য্য অপেক্ষাকৃত প্রবলতর হইয়া শত্রু সেনা দিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অবশিষ্ট মহারথীরা দ্রোণের হস্তে জীবিতাশা ত্যাগ করিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমাদি সেনানীগণ আচার্য্যকে দমন করিয়া যশার্জ্জন করিতে পারিলেননা। তিনি পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও সোমক গণকে বায়ু ভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন।

বীর কুলেন্দ্র দ্রোণ এইরূপে অসঙ্খ্য সেনা নাশ করিলে পাণ্ডুকুল হিতৈষী ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দেবগণের অবধ্য, কিন্তু নিরস্ত্র হইলে সামান্য মানব ও উহাঁকে সংহার করিতে পারে। ফলতঃ অশ্বত্থামা বিয়োগ সংবাদ ব্যতীত দ্রোণ ধনুত্যাগ করিবেন না, অতএব কোন সত্যবাদী ব্যক্তির দ্বারা তাঁহাকে ঐ অশুভ বাণী বিদিত কর, আচার্য্য নিহত হইলেই বসুধা তোমার হস্তগত হইবেন।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডেশ্বর হরি এই কপট মন্ত্রণা করিলে ধনঞ্জয় তাহাতে সম্মত হইলেননা। চক্রীর অভাবনীয় চক্রে সত্যবাদী ধর্ম্মের রসনা মিথ্যা কহিতে প্রস্তুত হইল। তখন মহাবল মারুতি অবন্তী দেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামা নামক গজরাজকে বিনাশ করিয়া আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিয়োগ

বিদিত করিলেন। মহাত্মা দ্রোণ পুত্রের অমরত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা করত চিরশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্ন দমনে ধাবমান হইলে সাত্যকি প্রভৃতি মহারথ গণ পাঞ্চাল যুবরাজের সহযোগী হইলেন। অদ্বিতীয় বীর দ্রোণ তাঁহাদের বহুতর একতা নিরীক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে সহস্র সহস্র আঘাত-প্রতিঘাত গ্রহণ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক দ্রুপদ পুত্রকে নিপীড়িত করিলেন; সহ-যোগীরাও তদীয় শরে ব্যথিত হইলেন। মহাবীর আচার্য্য এই রূপে তাঁহা-দিগকে পরাভব করিয়া পাঞ্চাল দেশীয় বিংশতিসহস্র বীরবর, পঞ্চাশৎ-মৎস্য, ছয়সহস্র সৃঞ্জয়, অযুতহস্তী, অগণ্য অশ্ব ও সেনাপতি বসুদানকে নিধন করিয়া সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অমিত পরাক্রম বীরেন্দ্র দ্রোণ মহারণে পাণ্ডবদল জনশূন্য করিতে লাগিলে ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, শিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বাল্যখিল্ল, মরিচীপ, ও অপরাপর সাগ্নিক ঋষিগণ দ্রোণকে নিক্ষত্রিয় করিতে দেখিয়া স্বর্লোক হইতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহি-লেন, বীর! রণাশায় নিবৃত্ত হও, দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রয়োগ করা কি মহৎ কুলোচিত কার্য্য? বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার বিনাশ কাল আগত, অতএব তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া মহাযোগে আত্মসংযম কর।

মহামান্য ঋষিগণ এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে আচার্য্যের মনে বিবেকের উদয় হইল। অন্তর্য্যামী বাসুদেব তাহা অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দ্রোণের প্রতাপ অবলোকন করুন। আচার্য্য এইভাবে আর অর্দ্ধ-দিন সমর করিলে সকলকেই কালের উদরসাৎ হইতে হইবে। অতএব আপনি আচার্য্যকে তদীয় পুত্রবধের সংবাদ দান করিয়া সংগ্রামে উদাস-মনা করত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। জীবন রক্ষার্থে, রমণী গণের নিকটে, বিবাহ স্থলে ও গোব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে পাপ নাই।

দেবাদিদেব মধুসূদন এই বলিয়া তাঁহাকে সম্মত করিলে তিনি আচা-র্য্যের প্রতি অশ্বত্থামা হত এবং অস্ফুট স্বরে গজবাক্য প্রয়োগ করিলেন—পুণ্যদেহে পাপের পদার্পণ—পৃথিবী হইতে চারিঅঙ্গুল উর্দ্ধেস্থিত ধর্ম্মের রথ

মিথ্যা জনিত পাপভরে সাধারণের ন্যায় ধরাস্পর্শ করিল। মহোদয় দ্রোণ ঋষি বাক্য ও পুত্র বিয়োগের নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া বীরচর্য্যায় বিসর্জ্জন দিলেন। কাল প্রাপ্তি বশতঃ তদীয় তূণীর মধ্যে শর নিঃশেষ, বামাঙ্গ-নৃত্য ও মহাস্ত্র সকলের স্ফূর্ত্তি লোপ হইল; তখন যশস্বী ভারদ্বাজ প্রচুর অমঙ্গল দর্শনে পুত্রবধে বিশ্বস্ত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! হে কৃপ! হে দুর্য্যোধন! তোমরা সমরে যত্নবান হও। আমি জন্মেরমত চিরসঙ্গী অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। যেখানে কুমার অশ্বাথমা গিয়াছে, আমি সেই পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অক্ষয় শান্তিলাভ করিব। তিনি এই বলিয়া সমগুণে জীবকে অভয় দানপূর্ব্বক মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষস্থল বিষ্টম্ভিত, ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া সাত্বিকভাবে ওঙ্কার ও পরাৎপর পরম পুরুষকে স্মরণ করত মহাগতি লাভ করিলেন—আকাশ মণ্ডল ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ হইল—সঞ্জয়, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ধর্ম্ম ও অশ্বথামা এইপঞ্চ মহাত্মাই উহা অবগত হইলেন। এমত সময় কোপন স্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গতায়ু আচার্য্যকে জীবিত বোধে তদীয় কেশাকর্ষণ ও খড়্গাদ্বারা মস্তক ছেদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদলে আগমন করিলেন। তিনি পার্থ-সাত্যকি আদি মহাবীর নিচয়ের শতশত নিবারণেও অসময়ে এই নৃশংস কাণ্ড করিলে সকলে তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। গুরুভক্ত অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অরি-ভাবে সমধিক তিরস্কার করিলেন। তাঁহার অনভিমতে ঘোর দুষ্কার্য্য গুরুহত্যা হইলে তিনি বীরতায় উদাসীনতা দেখাইলেন; এবং দ্রোণবধ উপলক্ষে সাত্যকি- অর্জ্জুনের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীম- যুধিষ্ঠিরের বিশেষ মনান্তর হইল। ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাজনীন গঞ্জনা দিয়া রথোপরি চেষ্টাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

মহাযশা দ্রোণ পরলোকে গমন করিলে কৌরবদের আর চিন্তার পরিসীমা রহিলনা। তাঁহারা ভীতার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল অশ্বথামা তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হওয়ায় মহাত্মা কৃপ তাঁহাকে তদীয় পিতৃনিধন বৃত্তান্ত কহিলেন—হৃদয় জর্জ্জরিত হইল—তিনি ছলক্রমে

পিতৃহত্যা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। আয়ত লোচন হইতে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। বীরশ্রেষ্ঠ দ্রৌণী প্রবাহিত অশ্রুজল পরিমার্জ্জিত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রাজন্! পিতা আমার বীরেন্দ্র, তিনি আজীবন বীরকার্য্য করিয়া পরিশেষে মহল্লোক লাভ করিয়াছেন, ইহা শোকজনক নহে; কিন্তু পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জনকের কেশাকর্ষণ ও ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক অধর্ম্মাচরণে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! বাসব সদৃশ অশ্বত্থামা পুত্র থাকিতে তাঁহাকে দুর্ব্বল মানবের বশীভূত হইতে হইল! যাহাহউক, রাজন্! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, পাঞ্চালবংশধ্বংস নাকরিয়া শান্তিলাভ করিবনা, পাণ্ডব গণকে চির নিরানন্দে মগ্ন না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইবনা। শঠমন্ত্রী বাসুদেবের সাক্ষাতেই ধনুর্ব্বেদ মন্ত্রের পরিচয় দিব। ত্রিজগৎ একত্র হইলেও সপাণ্ডবা পৃথ্বী অদৃশ্য হইবেন।

অতুল তেজস্বী দ্রোণ নন্দন এই বলিয়া সিংহনাদ সহকারে সৈন্য গণকে পলায়নে প্রতিনিবৃত্ত করত ধনুষ্টঙ্কার ও বাহ্বস্ফোট করিতে লাগিলে বাহিনী গণ সমর্থ হইয়া বীরদাপে ধরণী আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। পিতৃ-শোকসন্তপ্ত বীর, কুরু সৈন্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া বৈরী নির্য্যাতন কাল রূপী নারায়ণাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। অস্ত্ররাজ প্রহারক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃসহ শত সূর্য্য প্রভায় পাণ্ডব সেনা ধ্বংস করিতে লাগিল। তখন বিভু নারায়ণ নারায়ণাস্ত্র জগন্মমণ্ডল বিনাশের কারণ জানিয়া আত্মপক্ষকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। ভীম ব্যতীত সকল যোদ্ধাই স্বস্ব অস্ত্র পরিবর্জ্জন করত আসন্ন বিপদ রাশি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। অস্ত্র রাজ কালাগ্নির ন্যায় কেবল ভীমসেনকেই বেষ্টন করিল—জগন্নাথই জগতের জয়ের কারণ—বৃকোদর নিরস্ত্র না হইয়া নারায়ণশরাগ্নিতে বেষ্টিত হইলে ভগবান্ হরি সেই তেজোরাশির মধ্যে প্রবেশ করত ভীমের গদাকর্ষণ করিয়া শরের দুঃসহ তেজ প্রশান্ত করিলেন—কৃষ্ণনামে অসঙ্খ্য জয়ধ্বনি হইল—গুরুপুত্র দৈববলে মহাশর ব্যর্থ দেখিয়া অন্য অস্ত্রে পাণ্ডব দল দলন করিতে লাগিলেন। পিতৃ শোকার্ত্ত অশ্বত্থামা কৃষ্ণার্জ্জুন

সমক্ষেই অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করত অসঙ্খ্য সেনা, চেদি দেশীয় যুবরাজ পুরুবংশীয় বৃহৎ ক্ষেত্র, মালবদেশীয় সুদর্শন, এই তিন জন সেনাপতির প্রাণ বিনাশ করিলেন; ভীম. সাত্যকিও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীর বৃন্দ প্রাণ পণ করিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। পাণ্ডব সেনা অনাথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বীর্য্যবান পার্থ স্বচক্ষে গুরু পুত্রের অসাধারণ বীরতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, অশ্বত্থামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদীয় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। দ্রোণ নন্দন ফাল্গুনিকে পুনরাক্রমী দেখিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দেবাসুর ভয়াবহ ব্রহ্মাগ্নি নামক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে রণস্থল ও নভোমণ্ডল-ব্যাপৃত অগ্নিময় এবং বহির্ভাগ ধূম পুঞ্জে মহা ভয়ঙ্কর হইল; মহা ভূত সকল ও সূর্য্যের সহিত সমুদয় গ্রহ উদ্ভ্রান্ত এবং দেবগণ সহিত বাসুদেব চমৎকৃত হইলেন। অস্ত্র হইতে কোটি কোটি অস্ত্র নির্গত হইয়া যেন জগৎ প্রলয় করিতে চলিল। তখন ভগবান্ কেশব মহা অস্ত্রে পাণ্ডবদের বিষম বিভ্রাট দেখিয়া আত্মতেজ প্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপে আদেশ করিলে সেই বিষ্ণু তৈজস ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে মহাশর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য মাত্র নষ্ট করিয়াই প্রশমিত হইল। বলীন্দ্র অশ্বত্থামা অস্ত্রের প্রতিসংহার দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে "অহো বেদ বিধি সকলি মিথ্যা! আমাকে ধিক্" এই বলিয়া অন্যতম জৈত্র উপায় সৃজনে গমন করিতে লাগিলেন। সুরাসুর পূজিত ভগবান্ ব্যাস প্রিয় শিষ্য অশ্বত্থামাকে তত্ত্ব বিষয়ে উদ্ভ্রান্ত দেখিয়া তদীয় ক্রোধ ও শোকাপনোদের জন্য তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে দ্রোণ পুত্র অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে দীনভাবে কহিলেন; ভগবন্! আমার অস্ত্র কি হেতু নিষ্ফল হইল? এই অস্ত্রপ্রভাবে কি দেব কি মানব কেহই অব্যাহতি পায় না! কৃষ্ণার্জ্জুন মর্ত্ত্য ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াও কিরূপে ইহাতে পরিত্রাণ পাইলেন?

পরাশর সুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অশ্বত্থামার এই প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, বৎস! ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বতন পূর্ব্বজ ও অজ হইয়া ধর্ম্ম বিপ্লব কালে মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি বহু লক্ষ বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া চৈতন্য

স্বরূপ জটাজূটধারী হিরণ্যবর্ম্ম হরকে সুপ্রসন্ন করত অনন্ত বিশ্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় ও সেই বিষ্ণু তপ সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি, ভুজ বীর্য্য ও তপ প্রভাবে অসামান্য হয়েন; তুমি রুদ্রদেবের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমারও পূর্ব্বকৃতকার্য্য ধনঞ্জয় অপেক্ষা হীন নহে। সুতরাং তোমাদের উভয়ের তেজ উভয় হইতেই প্রশমিত হইতেছে। বিশেষতঃ মহা-পুরুষ বাসুদেব হইতে পার্থ সহায় লাভ করিতেছেন। অতএব কৃষ্ণার্জ্জুনের বিষয় অবগত হইয়া আত্মাকে শান্ত কর, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অল্পকাল মধ্যেই পৃথ্বী নিরূপদ্রবা হইবেন।

জ্ঞানরাশি সত্যবতী তনয় এইরূপে অশ্বত্থামাকে প্রবোধ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যা জনিত ভারতী সেনা শান্তি লাভ অবহার করিল। ভগবান্ বেদব্যাস অশ্বত্থামা সমীপ হইতে অন্তর হইয়া পাণ্ডব শিবিরে উপনীত হইলেন। তখন মহাবীর পার্থ ঋষি পুঙ্গবকে করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্! আমি যখন শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত ছিলাম, তখন শূলপাণী কোন্ মহাপুরুষ আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া অরি সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন? তিনি ভূতলে পাদস্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেননা, তাঁহার শূল হইতে অসঙ্খ্য শূল নির্গত হইয়া কুরু বাহিনীকে ধ্বংস করিল, আমি কেবল নিহত সৈন্যের উপর বাণ বৃষ্টি করিয়া বীর লৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিলাম। অতএব ব্রহ্মন্! তিনি কে, কি জন্যই বা আমার অনুকূলে কৃপা বিতরণ করিলেন, এবং তদীয় মহৎ কার্য্য সাধারণের দৃশ্য না অদৃশ্য ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল?

ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিলেন, পার্থ! দেবাদিদেব বিরূপাক্ষই তোমার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাসুদেবের ঐশী কৌশলে স্বপ্নযোগে তোমার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। নতুবা দ্রোণ, দ্রোণী ও কৃপ- কর্ণের রক্ষিত সেনা কাহার সাধ্য বিনাশ করে? বীরেন্দ্র! তিনি মহেশ, ঈশান, তিনি ভূতভাবন ভগবান্ বলিয়া জগতে বিখ্যাত; অতএব সেই কপর্দ্দী পিনাকী পাপাত্মার দৃশ্য নহে, মহাজনগণই তাঁহার স্বরূপ সনাতন রূপ অবলোকন করেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করত স্বস্থানে গমন করিলেন। কুরুপাণ্ডব নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া গভীর বিরামে নিমগ্ন রহিলেন।

অনন্তর (ষোড়শ দিবসে) নিশার অবসানে পূর্ব্বদিক্ প্রসন্ন হইলে নৈশ নিস্তব্ধতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিহগকুল আকণ্ঠ ভরিয়া ডাকিল। অন্ধকারের আর আবির্ভাব নাই, বৃক্ষপুঞ্জের নিবিড় শ্রেণী সঞ্জাত কৃত্রিম অন্ধকার মাত্র রহিল। ভগবান্ সূর্য্য ঊষারাজ্যে পদার্পণ করিয়া দিবার অধিকার দান করিলেন। শ্যাম- সিত- লোহিত ধেনু-বৎস সকল প্রভাতের গোধূলি ব্রত পালন করিয়া চলিল। কৌরবগণ রাজনৈতিক মন্ত্রণায় মহাবলী কর্ণকেই সেনাপতি পদে মনোনীত করিয়া গন্ধ মাল্য, পবিত্র সলিল ও মাঙ্গলিক উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিলেন, সূর্য্যনন্দন মণি-মুক্তাময় সেনানীপরিচ্ছদে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় সুদর্শনীয় হইয়া হৈমকিঙ্কিণী জাল জড়িত মহারথে আরোহণ ও রণবাদ্য সমবেত সৈন্য সংগ্রহ করত মকরব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রণভূমে অধিষ্ঠিত হইলেন। ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তখন উভয় সৈন্যের বীরত্ব কোলাহল ও বাদিত্রনিস্বনে বসুমতি কম্পিতা হইলেন; দেখিতে দেখিতে নিশামেঘের বিদ্যুতের ন্যায় অস্ত্রচালনা আরম্ভ হইল। রথ-গজ- অশ্বারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরকে গদা, অসি, পট্টীশ, পরশু ও শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। অস্ত্রাহত পঞ্চাস্য বিষধরের ন্যায় কাহার বাহু,ও বিচ্যুত উজ্জ্বল তারকার ন্যায় কাহার মণিময় মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়া বিগতাভ্র তারাময়ী আকাশের ন্যায় রণস্থল শোভমান হইল। ভীম ক্ষেমধূর্ত্তীর, নকুল কর্ণের, দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের, ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের, শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার, সাত্যকি বিন্দানুবিন্দের, সংশপ্তক সৈন্য সমবেত সুশর্ম্মা ও অশ্বথামার সহিত রণজিৎ অর্জ্জুন ঘোরতরযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীম উগ্রতেজা ক্ষেমধূর্ত্তীকে, সাত্যকি বিন্দানুবিন্দকে নিহত করিলেন। অপরাপর যোদ্ধারা প্রবর্ত্তিত প্রতিযোধের সহিত জয় পরাজয় প্রযুক্ত কখন যোদ্ধা পরিবর্ত্তন কখন বা পূর্ব্বদৃষ্ট বীরের সহিত পুনরাহবে মত্ত হইলেন; কখন বা দ্বৈরথ যুদ্ধের অবসর কালে শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ করত অগণ্য বৈরিদল নিধন করিতে লাগিলেন। মহাচার্য্য কৃপ এই ক্ষেত্রে গতায়ু দ্রোণের নাম পুনঃস্মৃতি করাইলেন, তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে দমন করিয়া অসংখ্য পরবাহিনী বিনাশ করিতে

লাগিলে প্রাণভয়ে কৃপাচার্য্যের প্রতি সৈনিক পুরুষদের দ্রোণাচার্য্য ভ্রম হইল; তাঁহাদের অধিকাংশই গৌতমির হস্ত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না; দিগন্তরে বীরপ্রধান কর্ণও ততোধিক বীরচর্য্যা প্রদর্শন করিলেন। তিনি শত্রুগণের পক্ষে শমন সমান হওয়ায় অশ্ব, হস্তী, রথ ও অস্ত্রবর্ষী রাজপুত্রগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিলে নির্জিত বীরদের বদনমণ্ডল মুদিত কুবলয়ের ন্যায় লাবণ্য হইতে লয় পাইয়া চলিল।

মহাবীর নকুল কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপ স্বসৈন্যকে সমাকুল দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কর্ণ! তুমিই আমাদের আত্মকলহের কারণ, তোমার বুদ্ধিতেই যুদ্ধ পরায়ণ হইয়া বিশাল কুরুকুল ধ্বংস হইতেছে। অতএব বীরেন্দ্র নকুল বহুকালের পর দৈব অনুকূলে যখন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে; তখন পাশাজনীন মনাগ্নি আজ সূতপুত্র শোণিতে নির্ব্বাণ করিবে!

মহীপাল কর্ণ নকুলের মুখে বীর জনোচিত বাক্য শুনিয়া কহিলেন, বীরবর! তুমি অগ্রে আমাকে পরাভব কর, পরে বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিবে। বীর পুরুষ ভীরুর ন্যায় বাকযুদ্ধ না করিয়া শারীরিক বল প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সমরে সত্বর অগ্রসর হও, বালদর্প চূর্ণ করিয়া জনসমাজে তোমাকে হাস্যাস্পদ করিব। কর্ণ এই মাত্র বলিয়া ত্রিসপ্ততিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলে মাদ্রীনন্দন আশীবিষ সদৃশ অশীতি শরে তাঁহারও মর্ম্ম ছেদন করিলেন—তরুণতেজ অসহ্য হইল—তিনি অপরিণত বয়স্ক যুবা নকুলের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখিয়া রাশি রাশি বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; নকুল ও কর্ণজিত যশঃলাভ কামনায় তাহার প্রতি সংহারে রত হইয়া অপার বীরত্ব দেখাইলেন। তাঁহাদের এই ভয়ানক সমরে দুর্ব্বলগণ শরপাত পথ অতিক্রম করত উৎসারিত হইল। বলশালী সূতপুত্র ইতিমধ্যে নিমেষ মাত্র নকুলের যত্নশৈথিল্য দেখিয়া ঐ অবসরে তাঁহাকে বিরথ ও নিষ্কার্ম্মুক করত তাঁহার হস্তে পরাগত অস্ত্রসকল নিরন্তর ছেদন পূর্ব্বক একবারে নিরস্ত্র করিলেন। তখন অমন্যোপায় নকুল পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলে রণনিপুণ কর্ণ ধনুঃগুণে তাঁহাকে বদ্ধ-

কণ্ঠ করিয়া কহিলেন, নকুল! তুমি না বীর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে? অবোধ! বলবানের নিকট আর ঈদৃশ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিও না. হয়, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ কর; না হয় জীবনকে মূল্যবান জানিয়া সমরে পশ্চাৎ পদ হও। তিনি এই বলিয়া মাতৃ বাক্য স্মরণ করত তাঁহাকে মুক্তিদান পূর্ব্বক সেইক্রোধ সৈন্যবিভাগে অর্পণ করিলে তাঁহার অমোঘ প্রহারে পাণ্ডবগণের করী সকল বিদীর্ণ কুম্ভ, অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও সৈন্য সকল অঙ্গহীন জড়ের ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিল। রথসমূহ ইষা, চক্র, ও ধ্বজ বিহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। তখন ভগবান্ কেশব কর্ণ কর্ত্তৃক এ পক্ষের বহুল প্রাণিক্ষয় দেখিয়া অর্জ্জুনকে সংশপ্তক রণে অবসর লইতে সঙ্কেত করিলে অজেয় নারায়ণী সেনা তাঁহাকে আরও দ্বিগুণ তর আক্রমণ করিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা বীরাগ্রগণ্য নরনাথ পাণ্ড্যকে নিহত করিয়া অতুল যশঃ গ্রহণ পূর্ব্বক নারায়ণী সেনার সহিত যোগদান করিলেন। ইন্দ্র-বৃত্রাসুর সমরের ন্যায় অর্জ্জুনাশ্বত্থামার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আচার্য্য পুত্র বাসুদেবকে ষষ্ঠি শর ও ধনঞ্জয়কে নারাচ ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন; বিজয় ব্যথিত হইয়া তিনবাণে তদীয় শর চাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা ছিন্ন ধনু হইয়া অন্য ধনু পরিগ্রহ করত তিনশত শরে কৃষ্ণকে, সহস্র শরে অর্জ্জুনকে আহত করিয়া উপর্য্যুপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তদীয় তূণীর, শরাসন গুণ ও প্রতি লোমকূপ হইতে শর বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন দর্শক গণ এই অজনশ্রুত ব্যাপার দেখিয়া তাহার প্রতিকারের প্রতি লক্ষ করিয়া রহিলে চিত্রযোদ্ধা ও লক্ষভেদী পার্থ দ্রোণ পুত্রের আশ্চর্য্যকারীতা যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া অনুপম দেবশিক্ষা বলে তাঁহার শরনিকর ব্যর্থ করত নারাচ দ্বারা দ্রোণাত্মজের ভ্রূদেশ ভেদ করিলেন। জয়াভিলাষী বীরদ্বয় পরস্পর কর্ত্তৃক আহত হইয়া ঘৃতাক্ত হুতাশনের ন্যায় অনিবার্য্য বেগে বাণরাশি প্রক্ষেপ করত শূন্যমার্গ অবরোধ করিলেন। তাঁহাদের লঘুহস্ততা গুণে নিমেষপাত অবসরেও শরেরগ্রহণ-প্রক্ষেপণ হইতে লাগিল। অশ্বত্থামার দুঃসহ শরে অর্জ্জুন অপেক্ষাকৃত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া

চতুরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় অশ্ববল্গা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রশ্মী বিহীন অশ্ব অশ্বত্থামাকে লইয়া ইচ্ছামত গমন করিলে তিনি দূরস্থ হইয়া "কৃষ্ণার্জ্জুন অজেয়" ইহা স্মরণ করত অন্যতর পথে গমন করিলেন। সব্যসাচী সময় প্রাপ্ত হইয়া সংশপ্তক দলন করিতে লাগিলেন; তদীয় ভুজ বলে নিষ্কৌরবা হইবার উপক্রম হইল। তিনি তীক্ষ্ণবাণে বীরগণের মুখারবিন্দ সহ কেশযুক্ত মস্তক সুপক্ক তাল ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বেশ-ভূষা ও ধ্বজ-ছত্র নক্ষত্রমালার ন্যায় ধরায় পড়িয়া রহিল। অর্জ্জুন কুরুসৈন্য রাজ্যে উৎপাত-গ্রহ ধূমকেতু হইয়া মহারিষ্ট সাধন করিলেন। তাঁহার এই উদ্যমে মহারাজ দণ্ড ও কালদ্বারে আতিথ্য স্বীকার করিলে জয়লুব্ধ কৌরব গণ যারপর নাই ম্লান হইল; শারদীয় মহা-দশমীতে ভগবতীর বিসর্জ্জন হইলে ভারত যেন শ্রী হীন বিজয়া চিহ্ন দুঃখের সহিত ধরিলেন। বাসবীর প্রতাপে পরিতুষ্ট হইয়া জগৎ গুরু দেবতাগণ তাঁহার উপর পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পার্থের সম্মান দেখিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সহরণে বিক্ষতাঙ্গ থাকিয়াও অভিমানে ফাল্গুনিকে আক্রমণ করিলেন; জিষ্ণু সাক্ষাৎ মাত্র সাত শরে তাঁহার ধনু-অশ্ব, ধ্বজ-সারথি ও একবাণে ছত্রদণ্ড দ্বিধা ছেদন করিয়া পুনশ্চয় অন্যতর শর তদীয় জীবনোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক তাহা অবাধে নিবারিত হইল। ধনুর্দ্ধরপার্থ অশ্বত্থামাকে অনাহুত প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করত তদীয় অশ্ব এবং কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবলী কর্ণও তাঁহার অভিমুখীন্ হইলেন। তখন বীরার্জ্জুন আত্ম প্রতাপ প্রদর্শন করিতে কর্ণের সাক্ষাতেই বজ্রসার কঠোর অস্ত্রাঘাতে অসঙ্খ্য কৌরবগণকে নিহত করিতে লাগিলে সেনানী সত্ত্বে অনাথের ন্যায় সৈন্য ধ্বংস তদীয় অবমাননাকর কার্য্য হইল। এমত সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত শিখরে আরোহণ করিলে ভারতীয় সৈনিকগণ অবহার করিয়া স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর (সপ্তদশ দিবসে) রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয় কলহ পরিত্যাগ করিয়া সৌরজগতের অন্যতমপার্শ্বে চলিলে সুবিশাল ভূখণ্ড রক্তি-

সতী-অরুন্ধতীর ন্যায় অরুণালোকে সমুজ্জ্বলা হইল; তদীয় পূর্ব্ব দিক্ রূপ সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু বিশেষ আকর্ণপূর্ণ হরধনুর ন্যায় মণ্ডলাকার মূর্ত্তিতে ভগবান্ আদিত্য অধিষ্ঠিত হইলেন। বামা বধূর বিরহ ও বালা বধূর পতি-সতন্তরা জনিত অপার আনন্দের সঞ্চার হইল। অস্ত্রজীবি ও শ্রমজীবিগণ উন্নিদ্র হইয়া স্বস্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেন, অস্ত্রজীবি প্রধান ভারতীয় বীরদল জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন। মহারথী কর্ণ দুর্য্যোধনকে বিমনায়মান দেখিয়া অদ্য যুদ্ধে জয় মৃত্যু উভয়ের একতর লাভ কর্ত্তব্য অবধারণ করত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন্, অদ্যকার সমরে বসুন্ধরা নিষ্কর্ণ বা নিরর্জ্জুন নিশ্চিতই হইবেন। আমি কবচ কুণ্ডল ও বাসব শক্তি বিহীন হইয়াও বাহুবল ও বিক্রম বিষয়ে ধনঞ্জয় অপেক্ষা বীর্য্যবান আছি, তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীব ধনু, কৃষ্ণ সারথি, অক্ষয় তূণীর, দেবদত্ত কিরীট, ও মনোমারুত গামী শ্বেতবাহন চতুষ্টয়াদি বাহ্য উপকরণে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রহিয়াছেন; গাণ্ডীব তুল্য পরশুরাম দত্ত আমার বিজয় ধনু ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার সদৃশ নাই। অতএব মদ্ররাজ শল্যকে আমার সারথি পদে নিয়োগ করিয়া প্রতি যোদ্ধার মহা অভাব মোচন করুন। শল্য মহাবীর ও বাসুদেবের ন্যায় অশ্ব বিজ্ঞান বেত্তা, আমি উহাঁর সহায়ে অচিরাৎ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব।

দুর্য্যোধন কর্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাসদান পূর্ব্বক মদ্রপতির নিকট গমন করত সপ্রণয় সম্ভাষণে কহিলেন, মহারাজ! আপনি সত্য ব্রত ও শত্রু পরিনাশক, আপনার নিকট নত শিরা হইয়া আমি প্রার্থনা করি, আমার শ্রেয়ঃ ও পার্থের বিনাশ বাসনায় আপনি কর্ণের সারথ্য কার্য্য গ্রহণ করুন। মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রসাদে যে রূপ কল্যাণ লাভ করিতেছেন, কর্ণও আপনার প্রসাদে তদ্রূপ আজ কুশলী হউক।

বাহুবল গর্ব্বিত মদ্রনাথ দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া ক্রোধারুণ নেত্র পরিবর্ত্তিত করত কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমাকে কি নিবীর্য্য ভাবিয়া ঈদৃশ ঘৃণাকর সারথ্য কার্য্যের ভার প্রদান করিতেছ? সূতগণ ক্ষত্রিয় পরি-

চারক, তদন্যথায় আমি স্থতের পরিচারক হইব, ইহা কি ভবাদৃশ লোকের বক্তব্য? মহীপাল! আমি বজ্রসার শর ও বাহুবল চালিত গদা প্রভাবে ভূতল বিদীর্ণ পর্ব্বত বিক্ষিপ্ত ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারি, তুমি কি দোষে অধম স্থতের স্থতত্ব করা অপকৃষ্ট অনুরোধ করিলে? হে বীর পুত্র! ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ দিতে কাতর নহে, কিন্তু অপমানের বর্ণ স্পর্শ করিলে উহাদের হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে!

তিনি এই বলিয়া ভূপালগণ মধ্য হইতে উত্থিত হইলে দুর্য্যোধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বহুমান যুক্ত ও স্বার্থ সাধিনী বিনীতভাবে ত্রিপুর বিজয়ে ত্রিপুরারি বিমানে ব্রহ্মার সারথ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্জ্জুন হইতে বাসুদেব যদ্রূপ, কর্ণ হইতে তিনিও তদ্রূপ মহাভুজ বলিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিলেন। শল্য তাঁহার অনুনয় জন্য এবং "কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণের তেজোহ্রাস করিবেন" ধর্ম্মের নিকট এই প্রতিশ্রুত থাকা নিবন্ধন "কর্ণের সমীপে তিনি ইচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করিবেন" এই নিয়ম বদ্ধ করিয়া স্থত-নন্দনের স্থতত্ব স্বীকার করত যথাকালে মণি, মুক্তা ও হীরক খচিত নগরাকার সুবৃহৎ রথোপরি মেঘারূঢ় ভানু কৃশাণুর ন্যায় কর্ণ সমবেত আরোহণ করিলেন। তখন অযুত অযুত ভেরী নিনাদিত ও যোধগণ আহ্লাদিত হইলে পার্থিব অমঙ্গল সকল তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষে ধূলি দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। বীরগণ স্থূলচক্ষে সেই উল্কাপাত, বজ্রপাত ও দিগ্‌দাহ আদি বিপক্ষের বিরুদ্ধে স্থির করত যুদ্ধার্থে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহা-বীর কর্ণ; ইন্দ্র, যম, পাবকের ন্যায় মহাধনু বিস্ফারণ করত যোধগণকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে কপিকেতন ধনঞ্জয়কে পরিদর্শন করাও, যে বীর সেই বীরর্ষভ তৃতীয় পাণ্ডবকে আমায় দেখাইতে পারিবেন, তিনি শকটপূর্ণ রত্ন ও শতসংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইবেন, অথবা ততোধিক মনোরঞ্জনের জন্য স্বর্ণময় একশত রথ, অজাতপুত্রা কৃষ্ণকেশী একশত যুবতী দানে তাঁহার নিকট দর্শকঋণে অঋণী হইব; তাহাতেও তাঁহার মনস্তুষ্টি না হইলে রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ গ্রাম, শতদন্তী, নিত্যযৌবনা একরূপবতী স্ত্রী এবং শত শত রথাশ্ব

আদি তাঁহাকে সমর্পণ করিব। ফলত অর্জ্জুন প্রদর্শকদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও জীবন ব্যতীত অন্য কিছুই দানে কুণ্ঠিত হইব না।

সমর বিহারী মহারথ কর্ণ এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিলে তদীয় তেজো-নাশক মহাশূর শল্য তাঁহাকে হাস্য করত কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অজেয় পার্থের পরাজয় কল্পনা করিয়া অকারণ বাগাড়ম্বর করিতেছ! তোমাকে মুক্ত হস্ত হইতে হইবে না; সূত পুত্রকে নরযোনি হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া নর নারায়ণ অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন ব্রহ্মা, তুমি কীট; কোন সাহসে তাঁহাদের প্রতিযোদ্ধা হইয়া জয় মঙ্গল উপার্জ্জন করিতে চাও? সূত পুত্র! তুমি মহাশিলা গলায় বন্ধন করিয়া সমুদ্র সন্তরণে ইচ্ছা করিও না; কৃষ্ণার্জ্জুনের আশ্রিত হইয়া হীন প্রাণ রক্ষা কর।

অমিততেজা কর্ণ, মদ্রপতির এই তিরস্কার শুনিয়া রোষ ভরে কহিলেন, শল্য! তুই পাণ্ডবগণের হিতৈষী ও স্থাবক, নতুবা উপস্থিত সমরে শত্রু গুণানুবাদ করিয়া স্বদলের বল হ্রাস করিবি কেন? পামর! তুই আমার ন্যায় কিরীটী-কেশবের বিষয় কিছুই অবগত নহিস্, কেবল দেশাচার গত কৃতঘ্নতা কাপুরুষত্ব দোষেই নীচাশয়তা প্রকাশ করিতেছিস্। রে কুলপাংশুল! মদ্রকেরা এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্তই বটে, কারণ মদ্র দেশীয় রমণীরা পরপুরুষ অবলম্বন করিয়াই সন্তান সন্ততি উপার্জ্জন করে, অতএব মূঢ়! দৈব বশতঃ তুই এরূপ দুরুপদেষ্টা। কিন্তু আমার নিকট তুষ্টিভাব অবলম্বন কর্; নতুবা খড়্গাঘাতে তোকে সংহার করিয়া পরে শত্রু পরাজয় করিব।

যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের এই গর্ব্বিত প্রত্যুত্তর শুনিয়া শল্য কহিলেন, রে সূত-পুত্র! আমি তোর খড়্গপ্রদর্শন বিভীষিকায় ভীত নহি, ফলত তুই আত্ম-পরাক্রমের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া হিতকারী উচিত বক্তার প্রতি অকা-রণ আক্রোশ করিতেছিস্। কুরুদেশে এমন কে বালক আছে, যে তোর এই প্রতিজ্ঞা না শুনিয়া হাস্য করিবে? হায়! বিশ্বম্ভর সখা পার্থ ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তেকে বিশ্বের শিরশ্ছেদ করিতে পারেন, আমি তাঁহার সহিত কিরূপে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় প্রথাভূত অঙ্গদেশ পতি অধম সূতের তুলনা করিয়া চাটুকার ব্রত প্রতি পালন করিব?

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা হইলে দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলি হইয়া উভয়ের কৃতাপরাধ ভিক্ষা লইলেন; শল্য-কর্ত্তৃক মহারথ পবনবেগে রণভূমে উপনীত হইল; কর্ণার্জ্জুন স্ব স্ব পক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া সামরিক সঙ্কেত করিলে সৈনিক আস্ফালন ও প্রহরণ প্রতাপে মেদিনী যেন দুলিতে লাগিলেন। তখন সেই গজ-বাজী ও নরক্ষয় কর ভীষণ হত্যাস্থল হইতে প্রাণিপদ উৎক্ষিপ্ত প্রচুর ধূলিরাশি মসিময় মেঘেরস্বরূপ দিন-কর আবরণী হইয়া গলিত বাষ্পের ন্যায় বিদ্যুৎপ্রভ অস্ত্র উপার্জ্জিত শোণিত বৃষ্টিতে মহাপ্লাবন করিল—দুর্দ্দৃশ্য মহা রক্ত নদী—রণ দেবী যেন তাঁহাদের জলযুদ্ধপ্রাজ্ঞতা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। অর্জ্জুন হস্তে সংশপ্তক গণ ও কর্ণ হস্তে অগণ্য সোমক সৃঞ্জয় শমনের বিরাট নগরে চলিল। যুধিষ্ঠির সহিত যৌধিষ্ঠিরী গণ কর্ণের অতুল পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বৃষসেন, সত্যসেন, সুষেণ, ভানুসেন (কর্ণের এই চারিপুত্র) সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও বৃকোদরাদির সহিত মহা সমর করিলেন। কর্ণনন্দন বৃষসেন কর্ণ পরাক্রম প্রদর্শন করিল। তিনি দ্রৌপদেয়গণকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, শতানিককে সাত এবং অপরাপর যোদ্ধাদিগকে নিদারুণ শরাঘাতে নিস্তেজ করত কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষক হইলে অধিরথ তনয় অবাধে বিপক্ষের বহু সহস্র সেনা নাশ করিলেন; তখন রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির বিকর্ত্তন বিক্রমে অস্থির হইয়া রোষাবেশে অদূর বর্ত্তী সূত পুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমাদিগের পরম শত্রু, দুর্য্যোধনের প্রিয় কামনায় নিষ্কারণে দুঃখভার দিয়াছ, অতএব বীর! আজ ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রতি কূল। এই পরমন্দ কারীতার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি মুহূর্ত্তেক অবস্থান কর, নিহত বীরবৃন্দ তোমাকে স্বর্গ ভাজন হইতে আহ্বান করিতেছেন।

তিনি এই বলিয়া স্বর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ ও বৎসদন্ত শরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপ নিয়ত অস্ত্রে অস্ত্র ক্ষয়, কখন কোনঅস্ত্র প্রতিঘাত বিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন যুধিষ্ঠির অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত ও বিগতমান হইয়া মহাশক্তি নিক্ষেপ

করিলেন। কর্ণ সেই শক্তি ছেদন ও তদীয় রথ সারথি হনন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিলে অসহিষ্ণু শরযন্ত্রণা তাঁহার পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইল। তিনি অন্যরথ আরোহণ পূর্ব্বক পলায়মান হইলে কর্ণ দ্রুত গমনে ছত্রাঙ্কুশ ও শঙ্খ চিহ্নিত রাজলক্ষণ হস্তদ্বারা তাঁহাকে গ্রহণেচ্ছায় স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকৃত মাতৃবাক্য ও "ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ভস্মসাৎ হইবেন" শল্যের এই সঙ্কেতে নিবারিত হইয়া স্বরথে আরোহণ করত হাস্যমুখে কহিলেন, মহারাজ! তুমি রাজ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহ, নতুবা রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ ভয় পোষণ করিবে কেন? হে কৌন্তেয়! তুমি বীর মধ্যে অগণ্য; ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় তোমায় মান্য করা যাইতে পারে। তুমি বেদপাঠ ও তপ জপ পবিত্র আচার করিয়া থাক, বীরতায় প্রবৃত্ত হওয়া ভবাদৃশ ভীরুর কর্ত্তব্য নয়। ধনুঃশরে বিসর্জ্জন দাও, সাধু আদরণীয় কার্য্য তোমার পক্ষেই সম্ভব।

তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করত বজ্র হস্ত বাসবের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলে চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবীয় চমূ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পবন প্রেরিত মেঘের ন্যায় দিগন্তরীয় বীর সকল তথায় উপনীত হইল—বীরগণ আত্মপর জ্ঞান শূন্য—রথী, সাদী, গজারোহী এবং পদাতি পরস্পরা পরস্পরকে নিবারণ করিতে লাগিল। রথীন্দ্র কর্ণ কৌরব যোদ্ধাদের মধ্যে অধি কতর বল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া কালের ন্যায় সৈন্য দিগকে কালকবলিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীম বিদল দলন করিতে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ব্যাপৃত রাখিয়া সৈন্য গণকে শ্বাস পতনে প্রচুর অবসর দিলেন। সংশপ্তক বিভাগেও ঠিক তাহার অনুরূপ হইল। ধনঞ্জয় ধনুক নির্ম্মুক্ত বাণ রাজি ভদ্রকালীর কৃপাণের ন্যায় অব্যর্থ ভাবে কুরু বাহিনীকে শমনাগারে প্রেরণ করিতে লাগিলে তেজস্বী মহাবীর অশ্বত্থামাও বারম্বার মিশ্ররণ হইতে তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইয়া বহু সময় গ্রহণ করত অসঙ্খ্য সেনাগণের জীবন রক্ষা করিলেন। তদ্ভিন্ন পক্ষদের কোন কোন রথী নিহত, কেহ বা জয় পরাজয়ের পুনঃ পুনঃ সংস্করণ করত আপনাপন পক্ষসমর্থন করিয়া যথাসাধ্য কৃতকার্য্য হইতে লাগিল। অস্ত্রবর্ষী প্রধান কর্ণ স্বীয় সেনানী সময়ে

যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ জনিত জয় কীর্ত্তিলাভ বাসনায় যুদ্ধ বিচিত্রতায় বহুক্ষণের পর আবার পাণ্ডবনাথের সমাগম লাভ করিলে নকুল সহদেব ও অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ তাঁহাকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয় ধমনী সবেগে নাচিয়া উঠিল--যুধিষ্ঠির ও যৌধিষ্ঠিরী সেনানিকর স্বর্গের প্রতি লক্ষ করিয়া জয়োল্লাসে শক্তি, প্রাস, মুষল ও বিশিখ রাশি চালনা করিলেন। সূত পুত্র সত্বর তাহা অপনীত করিয়া সুদিব্য নারাচ, ভল্ল, ও বৎস দন্ত দ্বারা রক্ষকগণ সহিত ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও নির্জ্জিত প্রায় করিয়া তুলিলেন। তখন বিক্ষতাঙ্গ যুধিষ্ঠির আধিরথির বধার্হ হইয়া সহদেবের রথারোহণ পূর্ব্বক বিমুখ হইলে কৃপাবান্ শল্য ভাগিনেয়ের জীবন রক্ষার্থে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া প্রতি নিবৃত্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির বিচেতন প্রায় অধীর হইয়া শিবিরে গমন করত দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা শয়ানে স্বাস্থ্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর পার্থ অতুল পরাক্রমে সংশপ্তকাদি প্রতিযোধদিগকে বারম্বার পরাভূত করিলে যোধগণ রণাবসাদে অপেক্ষাকৃত হীন প্রযত্ন হইল। তখন অরিন্দমী ধনঞ্জয় কর্ণ কর্ত্তৃক স্বপক্ষে প্রলয় কাল প্রায় দেখিয়া ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি তাঁহার সমক্ষে রথচালনে আদেশ করিলে ধীমান হরি অর্জ্জুনের আয়ত্তাধীন করিতে কর্ণকে সৈনিক সমরে আরও ক্লান্তকরণ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! রণস্থলে মহারাজের রথধ্বজ দেখিতেছি না; বোধ হয় কোন বীর কর্ত্তৃক তাঁহার জীবন সঙ্কট হইয়াছে। অতএব চল, অগ্রে তাঁহাকে কুশলী অবলোকন করি, পশ্চাৎ সূতপুত্র বিনাশে যত্নবান হইব।

কৃষ্ণার্জ্জুন মহাত্মাদ্বয় এইরূপে সচিন্তিত হইয়া বৃকোদরের নিকট গমন পূর্ব্বক রাজ পরাজয় শুনিলে মনস্তাপে তদীয় দর্শন লালসা তাঁহাদের বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহারা শিবিরে প্রস্থান করত যুধিষ্ঠিরকে প্রকৃতস্থ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন; আশার অনির্ব্বচনীয় মহিমায় তিনি স্বীয় অন্বেষক কৃষ্ণার্জ্জুনকে কর্ণবধের সংবাদদাতা ভাবিয়া আগ্রহ সহকারে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পাণ্ডব সৈন্যের সাক্ষাৎ শনৈশ্চর গ্রহস্বরূপ কর্ণকে কিরূপে নিহত করিলে? কিরূপে বীরকুল শির-

শ্ছেদী নরকেশরী কর্ণ মহাশয়ন করিল? যে বীর প্রতাপে হুতাশন, বেগে পবন ও পৃথিবীর ন্যায় গম্ভীর ছিলেন; মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের বাহুবলে আমার সেই চিরজাগ্রত চিন্তা আজ অপনীত করিলেন। আমি দুরাত্মার শর প্রতাপে অদ্য জীবন্মৃত হইয়াছি, অতএব শ্রুতিসুখাবহ সেই আততায়ী কর্ণের হত্যাকাণ্ড আমার নিকট বর্ণন কর।

জয়শীল অর্জ্জুন কহিলেন, আর্য্য! সূতপুত্র এখনও নিধন হন নাই। তৎকর্ত্তৃক আপনি ব্যথিত শুনিয়া ভীমসেনের উপর সমরভার প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। রাজন্! সূতনন্দন মহাযোধ, তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধকালে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক এবং যুধামুন্য ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। আমি বীরগণে সুরক্ষিত হইয়া অদ্যই তাঁহাকে বিনাশ করিব।

শরসন্তপ্ত যুধিষ্ঠির কর্ণ জীবিত শুনিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, ধনঞ্জয়! কালের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়, তুমি ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সূতপুত্র ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ! যাহাহউক তোমার বীরত্বকে ধিক্! তুমি কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইয়া আজ মহা-কুলকে কলঙ্কিত করিলে? আমি মরুভূমিকে জলাশয় বোধে ত্রয়োদশ বর্ষ যে দুরাশা পোষণ করিয়া ছিলাম, তাহা আজ উৎসন্ন হইল! রে ভীরু! তোমার বীরতার পর্য্যাপ্ত পরীক্ষা হইয়াছে, তুমি মূঢ় ও কাপুরুষ, অতএব কেশব কি অন্য কোন বীরর্ষভকে গাণ্ডীব প্রদান করিয়া সম্মুখ হইতে অন্তর হও।

তেজোরাশি অর্জ্জুন অগ্রজ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তদীয় বধ সাধন জন্য বিশাল অসি নিষ্কাশিত করিলে ত্রিকালজ্ঞ হরি অজ্ঞের ন্যায় তাঁহাকে কহিলেন, পার্থ! এখানে ত তোমার কেহ শত্রুপক্ষ নাই। তুমি কি উদ্দেশ্যে করতলে তরবারি গ্রহণ করিলে?

ক্রোধাসক্ত ফাল্গুনি কহিলেন, মাধব! যে আমাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে, আমি তাহার বিনাশে কৃত প্রতিজ্ঞ আছি; মহারাজ অদ্য তাহাই করিয়া আমার বধভাজন হইয়াছেন। অতএব সত্যের নিত্য ধর্ম্ম পালনে

ধর্ম্মরাজ বিনাশে আমি খড়্গ ধারণ করিলাম, এক্ষণে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলুন।

অখিলপতি কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি নির্ব্বোধ এবং কখনই জ্ঞান-বৃদ্ধব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই; তাহাহইলে সত্যনাশ ও গুরুহত্যার মধ্যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিতে পারিতে। পার্থ! বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণনাশ, সর্ব্বস্ব হরণ, উপহাস ও গোব্রাহ্মণ রক্ষাস্থলে সত্যভঙ্গে নির্দ্দোষ, এবং সত্যার্থে চৌরব্যক্তিকে দান করিলে মিথ্যার ন্যায় দোষজনক হয়। অতএব মহাগুরু জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবন রক্ষায় তোমাকে সত্যভঞ্জন পাপ স্পর্শ করিবেক না। তথাপি একান্তই যদি এই সনাতন নিয়মে তুমি সন্দিহান হইয়া থাক, তবে মৃত্যুকল্প, মৃত্যুঘোষিত, নিত্যরুগ্ন, অনন্তদুঃখী, ও চির প্রণত ব্যক্তির নিকট নিন্দিত এই সাম্প্রদায়িক লোককে মৃতগণ্য করিয়া "তুমি" সম্বোধন পূর্ব্বক মহাগুরু এবং সিদ্ধগণ নিসেবিত সত্যবীর যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করত কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।

জ্ঞান পিপাসু অর্জ্জুন তাঁহার নিকট এই জ্ঞান প্রাপ্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! রণভূমির একক্রোশ অন্তরে থাকিয়া আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, সপ্ত অক্ষৌহিণীর মধ্যে একমাত্র বলশালী ভীমসেনই আমাকে ঐরূপ তিরস্কার করিতে পারেন। বিশেষত তুমি দুঃখের মূল, তুমিই দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া আমাদিগকে চির সন্তপ্ত করিয়াছ। তোমার দোষেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কালগ্রাসে গমন করিতেছে। তুমি নিষ্ঠুর, তোমার নিকট আমাদের সুখ-প্রত্যাশা নাই; স্ত্রী শয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের উপর ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা চালনা করিয়া থাক।

ধর্ম্মভীরু ধনঞ্জয় সত্যধর্ম্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরুষ বাক্য বলিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে পুনর্ব্বার কোষ হইতে শ্যামবর্ণ সুতীক্ষ্ণ অসি বহিষ্কৃত করিলে অন্তর্যামী কৃষ্ণ জানিয়া শুনিয়াও তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হওয়ায় পাপভীত অর্জ্জুন গুরুনিন্দা পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ আত্মহত্যার কল্পনা প্রকাশ করায় ভগবান্ কেশব তাঁহাকে আবার গুরুনিন্দা মহাপাপের প্রতিবিধান আত্মহত্যার অনুরূপ স্ব প্রসংশার উপদেশ দিলেন।

অর্জ্জুন, কায়মনে কৃষ্ণবাক্যই বিশ্বাস করিয়া পাপ বিমোচনার্থে কহিলেন, ভগবন্! জগতে আমি একজন অদ্বিতীয় বীর, পিনাকপাণি মহাদেব আমার বাহুবলে অধীর হইয়াছেন। আমার করতলে ধনুঃ-শর, এবং পদতলে রথ-ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমি একরথে দিগ্বিজয় করিয়াছি, জনলোকে আমার ন্যায় অন্য ব্যক্তি নাই বলিয়া ঋষিগণ আমাকে অর্জ্জুন নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি নর-ঋষি রূপে বাসুদেবের নিত্যসহচর, ধর্ম্মবিপ্লব কালে যুগে যুগে আমার অবতারণা হয়।

তিনি এইবলিয়া ক্ষান্ত হইলে ধর্ম্মরাজ পার্থিব অপমানে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দীনভাবে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমরা আমার জন্যই বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছ, প্রকৃত বটে; ভগবান্ বিধাতা তোমাদের দুঃখের নিমিত্তই এই দুর্ম্মতিকে জ্যেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। আমি অলস পরায়ণ, ভীরু ও নিষ্ঠুর, আমা হইতে তোমাদের কুল উৎসন্ন হইল; বিশেষতঃ মহাত্মা ভীম রাজ্যেশ্বরের উপযুক্ত পাত্র, আমি অকর্ম্মণ্য। অতএব বীর! আর বাক্য যন্ত্রণায় প্রয়োজন নাই। তুমি হয় আমার শিরশ্ছেদন কর, না হয়, মহারণ্যে প্রস্থান করিয়া তোমাদের ভ্রাতৃ-সন্তাপ দূরীকৃত করিতেছি।

মহীশ্বর যুধিষ্ঠির এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহাপুরুষ গোবিন্দ প্রণত হইয়া ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত প্রতিজ্ঞা পালনই তদীয় অবমাননার কারণ নির্দ্দেশ করত স্তুতিবাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক অর্জ্জুনকেও তাঁহার নিকট বিনীত হইতে বলিলেন। সলজ্জিত পার্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদদ্বয়ে নিপতিত ও অশ্রুজলা-ভিসিক্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! ক্ষমাকরুন, আমি পাপমতি, মোহাভিভূত হইয়াই আপনার প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রীতি সাধনের জন্য বাসুদেব ও ভ্রাতাগণের শপথ করিলাম; অদ্য কর্ণকে নিপাত না করিয়া প্রত্যাগত হইব না। অতএব রাজন্! প্রসন্ন হউন, ভবদীয় ধর্ম্মবল ব্যতীত কাহার সাধ্য শারীরিক বলে দুর্জ্জয় কৌরব দমন করিতে পারে?

মহাবীর অর্জ্জুন অগ্রজের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে উত্তোলন করত আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদের

মোহ হইতে এই মহাভ্রম ঘটিয়াছিল ; দেবকী তনয় বাসুদেব আমাদিগকে নিস্তার করিলেন। ভ্রাতঃ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আমার আর কিছুমাত্র অভিমান নাই; ত্রিলোক বাসীদের নিকট যশঃমান ক্রয় করিতে অনাথ-বৎসল সহায়ে শত্রুবিজয়ে গমন কর। তিনি এই বলিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করত বিদায় দিলেন। তাঁহারা তদীয় চরণ বন্দন পূর্ব্বক মহারথ আরোহণে গমন করিতে লাগিলে কর্ণবধ চিন্তায় অর্জ্জুনের অঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হইল। তখন মহাত্মা হরি তাঁহাকে সাহস দানের সহিত তদীয় অতীত বিক্রমের উপাখ্যান ও শত্রুগণের ক্রূরতা কাহিনী বলিয়া তাঁহার তেজোদ্দীপন করিলে তিনি উৎসাহিত হইয়া কপিধ্বজ রথারূঢ়ে রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন; বৃকোদরের বাহুবল অর্জ্জুন সহায় পাইয়া আনন্দে দ্বিগুণতর হইল। তিনি এবং তদীয় পক্ষগণ প্রমত্ত বারণের ন্যায় কুরুদলের উপর চাপিয়া পড়িলেন—উভয় পক্ষই শক্তির বরপুত্র—কৌরব-জলধি পাণ্ডব-রূপ মন্দর আলোড়ন বেগ অনায়াসে ধারণ করিল। বীরপরম্পরা খড়্গাঘাতে ছেদন, বর্ষাঘাতেবিদ্ধ ও গদাঘাতে চূর্ণ হইতে লাগিলেন। তখন কাহার অঙ্গ বারিপ্রবাহিত তরুরন্যায়, কেহবা মাংস পিণ্ডাকারে লোহিত অলাবূ প্রায় হইয়া পড়িল। মহাবাহু কর্ণ সেই বীর সম্প্রদায়ের উপর যশোরাশি বিকীর্ণ করিতে আকর্ণ পূর্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলে মুহূর্ত্তেকে বিপক্ষের অধিকাংশ সেনাধ্বংস জনীন স্বপক্ষের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার শরধার সঞ্জাত মেদ, মাংস ও শোণিত প্লাবনে রণভূমি পঙ্কিল জলাশয়ের ন্যায় হইয়া শকুনি গৃধিনি আদি মাংসাশী পক্ষীগণের নিমগ্ন উন্মগ্ন ক্রীড়া ধারণ করিল।

এদিকে মহারথী অর্জ্জুন রণদুর্ম্মদ কর্ণের বিজয় পতাকা চালিত দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে তাঁহার গাণ্ডীবের স্বভাবগত ধর্ম্মে যেন শর বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি কোথায় ছেদন, কোথায় দাহন, কোথায় জলমগ্ন কাণ্ডকরিয়া প্রতি পক্ষের প্রাণীপুঞ্জকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কেহ হা মাতঃ, কেহ হা পিতঃ, কেহ হা পুত্র বলিয়া জন্মশোধ নীরব হইলেন! তখন অশ্বত্থামাদি রথীগণ স্বপক্ষ রক্ষণ ও শ্রান্ত করণ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বেষ্টন

করিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া প্রহারকদের প্রতি সমধিক নিদারুণ প্রহার প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ফাল্গুনির ভীষণ প্রহারে বারম্বার একতা ভঙ্গ হইতে লাগিল। রাজপুত্র দুঃশাসন একত্রচ্যুত হইয়া শমনের মনস্কাম পূর্ণ করিতে ভীমের অগ্রবর্ত্তী হইলেন; দেখিতে দেখিতে সত্বর পুরন্দরের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধহইল। বৃকোদর একশরে তদীয় সারথি এবং ক্ষুর দ্বারা ধনুঃওধ্বজ ছেদন করিলেন। সারথি বিহীন দুঃশাসন বামহস্তে অশ্বরশ্মি ও ধনুঃ কোটি ধারণ করিয়া কতিপয় শরত্যাগের পর একমহাস্ত্র প্রয়োগ করিলে বায়ুনন্দন বিসংজ্ঞ হইয়া রথে নিপতিত হইলেন—স্বাস্থ্য অনুগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—সিংহনাদী সিংহবিক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া গদাধারণ করিলেন। দুঃশাসন তৎকালে পবননন্দনের নিধন কামনায় শক্তি নিক্ষেপ করিলে ভীমসেনের গদাপ্রহারে শক্তির সহিত তদীয় রথক্ষয় এবং তিনিও আঘাত পাইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তখন মহাবলী বৃকোদর রথহইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভুজবলে তাঁহাকে আকর্ষণ করত সেই রিপুবক্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে বিপক্ষদের প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে কুরুষণ্ড সকল! আজ আমি নরাধম, নরকুল গ্লানি দুঃশাসনকে নিহত করিব। আজ্ আমি বিরাট বদনে ইহার রক্তপান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইব। আজ রাজমহিষী দ্রৌপদী দুঃশাসন শোণিতে ত্রয়োদশ বর্ষের মুক্তকেশ সংস্কার করিয়া কবরী বন্ধন করিবেন। অতএব যদি কাহার সাধ্যথাকে, তবে অগ্রসর হও, আমি পাপাত্মাকে বধ করিয়া অমৃতময় শোণিত পান করি! তিনি এই বলিয়া খড়্গাঘাতে তদীয় বক্ষঃ ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক রক্ত পান এবং আরও দশজন ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনাশ করিয়া মূর্ত্তিমান ভয়ের অবতার হইলে নির্ভীকাত্মা কর্ণের দেহেও রোমাঞ্চকর ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন রিপু কুলান্তক বৃষসেন দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় রাক্ষসাচারী ভীমের অভিমুখে ধাবমানহইলেন—বীজ বিশেষে ফল—কর্ণনন্দন কর্ণতুল্য সাহস প্রদর্শন করিয়া ভীমকে তিন, ধনঞ্জয়কে তিন, নকুলকে শত ও বাসুদেবকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধকরিলেন। মহাবল অর্জ্জুন বালক বৃষসেন কর্ত্তৃক প্রবীণ যোদ্ধাদের যশঃ হরণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—

অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল—তিনি অভিমন্যু নিধন স্মরণ করিয়া আকর্ণ পূরিত শর প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণের সাক্ষাতেই তদীয় প্রিয়পুত্র বৃষসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অমিততেজা অর্জ্জুন বৃষসেনকে নিহত করিলে পুত্রশোকার্ত্ত কর্ণ মহাকোপে কম্পিত হইলেন। তিনি করদ্বয়ে শোক অশ্রু পরিমার্জ্জন করত শল্যকে পার্থ অভিমুখে রথ চালনে আদেশ করিলেন। ধনঞ্জয়ের অভিমতে বাসুদেবও তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করায় তাঁহারা সত্বরেই নিকটস্থ হইলেন। কপিধ্বজে কৃষ্ণার্জ্জুন, করীধ্বজে শল্য কর্ণ হিমালয় ও মলয়াচল শৃঙ্গে ইন্দ্র-চন্দ্র ও ভানু কৃশাণুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। তখন সেই ভব বিজয়ী বীরদ্বয়ের রণকাণ্ড দেখিতে অন্তরীক্ষে সুরলোক বাসীরা সমাসীন হইলেন; সূর্য্য সহিত অসুর বিভাগ হইতে কর্ণের কল্যাণ চিন্তা এবং ইন্দ্র সহিত সুর-বিভাগ হইতে পার্থের জয়কামনা হইতে লাগিল। কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধারাম্ভের পূর্ব্বে আপনাপন সারথির ভাবী অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইয়া আশাবর্দ্ধন করিতে ইচ্ছাকরিলে শল্য "কর্ণ বিয়োগে শত্রুসংহার করিব" এই প্রতিজ্ঞা এবং নারায়ণ "কর্ণবধ হইবে অর্জ্জুনকে এই দৃঢ় অনুজ্ঞা করিলেন। রণপ্রাজ্ঞ বীরদ্বয় ভবিষ্য ঘটনার এই পরিচয় লইয়া মহাধনু গৃহীত হইলেন। তখন স্ব স্ব পক্ষ হইতে শঙ্খ, ভেরী পণবাদি বাদিত্র নিস্বন ও "মার, কাট, বিনাশ কর" এই তেজোদান সূচক শব্দ এবং উভয় রথধ্বজপতি কপি ও করীরাজে কিয়ৎক্ষণ সমভাবে পাশব যুদ্ধ হইল। অনন্তর সেই বীর যুগল উপ-প্রহার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের প্রতিলক্ষ করিয়া বাহুস্ফোট, তলধ্বনি, সিংহনাদ, জ্যা নির্ঘোষ পূর্ব্বক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলে কোন অস্ত্রে সৈন্য ধ্বংস, কোনঅস্ত্রে অস্ত্রাহত, কোন অস্ত্র অনাহূত ও সম্মুখ প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতাহরণ করিল। তাঁহারা এই রূপে লোক বিস্ময়কর সমর করিতে থাকিয়া সিতধার দশ দশ শরে উভয়কে উভয়ে বিদ্ধ করিলেন; পরাগত শরসমূহ ও পূর্ব্বশরের স্বরূপ তাঁহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন ধনু-র্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নালিক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, আঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ত্যাগ করিলে দূরদর্শী কর্ণ খদ্যোতিকার ন্যায় ক্ষুদ্রখণ্ড করিয়া তাহা ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের প্রেরিত শর বিফল হইলে তিনি আবার আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রজ্জ্বলিত পাবকাস্ত্র বিনাশে কর্ণ হইতে বারুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। বারুণাস্ত্রে অতিবর্ষার ন্যায় জলধারা প্রবাহিত হইলে ধনঞ্জয় বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বারি বিনষ্ট করত পবনের প্রলয় বিকম্পন শক্তি দেখাইলেন। সূতপুত্র বায়ুরাশিকে পর্ব্বতাস্ত্রে অপসৃত করিলেন। অস্ত্রোদ্ভূত শৈলমালা বাতাহত হইয়া পাণ্ডবদলে পতিত প্রায় হইল। ধনঞ্জয় সেই অস্ত্রের প্রাধান্য দেখিয়া মন্ত্রপূতঃ অনুবজ্রবাণ প্রয়োগ করিলে বাণ তেজে শৈলাস্ত্র প্রতিসংহার ও নালিক-নারাচ আদি গর্ভ শর বহির্গত হইতে লাগিল। কর্ণ ভার্গবাস্ত্রে তাহা ধ্বংস এবং অসঙ্খ্য পাঞ্চাল বিনাশ করিলে কুরু মহাবীরেরা জয় কোলাহল আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণ অপেক্ষা অর্জ্জুনের হীনতা ভাব দেখিয়া বীর বৃকোদর এবং দামোদর তাঁহাকে লজ্জা ও উত্তেজনায় উত্তেজিত করিলে মহাযশা পার্থ যশোদ্ধারের জন্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কল্পান্তকারী সূর্য্যের ন্যায় কুরুদল দগ্ধকরিয়া ভার্গব অস্ত্রের প্রতিশোধ লইতে লাগিল। কর্ণ মহাব্রহ্মশরে তাহা নিরাকৃত করিয়া দর্শক দিগকে যেন অন্য এক জগতের বিস্ময় দান দিলেন; মতিমান্ অর্জ্জুন বিস্ময়কর কাণ্ডে ব্যথিত হইয়া মহাশর সংযোগে জ্যা আকর্ষণ করিলে তদীয় কর্ণমূল পূর্ণিত তেজে গাণ্ডীব গুণ ছিন্ন হইল। কর্ণ গুণ বিচ্ছিন্ন অবসরে কেশবকে ছয়, ধনঞ্জয়কে আট এবং ভিন্নশরে অপরাপর বহু বীরগণকে নিস্তেজ ও নিপাতিত করিলে পার্থ জ্যাযোজিত করিয়া শল্যকে দশ, ও কর্ণকে দ্বাদশ শরবিদ্ধ এবং শরান্তরে বহুল ধার্ত্তরাষ্ট্র সেনা নিধন করিলেন। অতঃপর বদ্ধবৈর কর্ণার্জ্জুন জীবন নিরপক্ষে হইয়া বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের বাণ বর্ষণে বিমুক্ত দিবা চঞ্চলাময়ী যামিনীর ন্যায় হইলে ভূলোক স্বর্গলোক ও নাগলোক বাসীরা আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা নিমেষ পতন পরিত্যাগ করিয়া শরত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে চন্দ্রার্কমণ্ডলে সগোল পরিবেশের ন্যায় উভয় রথাগ্রে কেবল আকর্ণাকৃষ্ট শরচাপ সম্ভূত মণ্ডলাকার রেখা দৃশ্য হইতে লাগিল— উভয়েই ঘর্ম্মাক্ত—স্বর্গ অপ্সরাগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে চামর ব্যজন ও ইন্দ্র-

সূর্য্য অলক্ষিতে স্ব স্ব পুত্রের মুখ মার্জ্জনা করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পার্থবধে অনুপেক্ষ হইয়া শল্যের অনুরোধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক চির পূজিত করাল-নাগবাণ ধনঞ্জয়ের উপর নিক্ষেপ করিলে গগন প্রজ্বলিত, উল্কা নিপতিত ও ইন্দ্রাদি লোকপাল মধ্যে হাহাকার রব উত্থিত হইল—যথা কৃষ্ণ তথা জয়—যোগবলে করাল নাগবাণের সহিত ভুজগরাজ অশ্বসেনও গমন করিতে লাগিলে ভগবান কেশব শর দর্শনে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে রথে অবস্থিত করায় রথচক্র প্রোথিত ও অশ্ব সকল জানুকুণ্ঠিত করিয়া ধরা শয়িত হইল। উপেন্দ্রের এই মহতি কৌশলে দেবেন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি করিলেন; হৃতলক্ষ অস্ত্ররাজ ব্রহ্মতপ সঞ্জাত অর্জ্জুনের মহামূল্য কিরীট দগ্ধ করিয়া চিরচিহ্ন স্থাপন করত প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন মহানাগ অশ্বসেন প্রত্যাগমন করিয়া কর্ণকে আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পুনশ্চ পূর্ব্বশর ত্যাগের অনু-রোধ করিতে লাগিল, কিন্তু বিক্রান্ত কেশরী মহাবীর কর্ণ পর সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হওয়ায় ক্রূরমতি সর্প বাণবেশে স্বয়ং অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তর্য্যামী হরি ঐ সর্পতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া খাণ্ডব দাহন কালে মাতৃবধ জনিত বৈরনির্য্যাতনে সর্পরাজ বাণরূপে সমাগত বলিয়া অর্জ্জুনকে পরিচয় দান করিলে অর্জ্জুন ছয়শরে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন; পুরুষোত্তম সময় পাইয়া স্বীয় রথ উদ্ধার করিয়া তুলিলেন। ঐ সময় কর্ণার্জ্জুনে ভীষণতর সংগ্রাম হইলে অস্ত্রপাতের তারতম্য বশত কর্ণ অপেক্ষাকৃত বিক্ষত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রণ-ধর্ম্মবিদ্ পার্থ কর্ণকে অবষন্ন দেখিয়া প্রহারে অবসর লইলে ভগবান্ মাধব নিপীড়িত কর্ণের প্রতি আঘাত করিতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন; কূটযুদ্ধ আরম্ভ না হইতেই তাঁহার পুনরুত্থান হইল—এই উত্থানই শেষ উত্থান—ভগবান্ কাল পুরুষ অদৃশ্য ভাবে কর্ণকে ব্রহ্মশাপ জনীন তদীয় রথচক্র প্রোথিত ও নিধনকাল উপস্থিত বলিয়া অন্তর্হিত হইলে তিনি পরশু-রামদত্ত অমোঘাস্ত্র বিস্মৃত হইলেন, বসুধাও রথচক্র গ্রাস করায় রথ ইতস্তত: হইতে লাগিল। তখন বিপদ্গ্রস্ত কর্ণ আক্ষেপ সহকারে অদৃষ্টই মূল ভাবিয়া স্মৃতি অস্ত্র প্রহার ও রৌদ্রাদি মহামহা অস্ত্রের প্রতিসংহার করত অর্জ্জুনের

শত মৌর্ব্বি থাকার বিষয় তিনি অবিদিত থাকিয়া তদীয় একাদশ মৌর্ব্বি ছেদন পূর্ব্বক শিথিল প্রযত্ন হইলেন। তখন ধনঞ্জয় রণ শৈথিল্য সময়ে জ্যা যোজন করত কর্ণের প্রতি পুঞ্জপুঞ্জ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের জ্যা গণনায় আত্মভ্রম ভাবিয়া বিজয়কারী বহুল বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ অন্ধকার করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র কখন অস্ত্র পরম্পরা প্রতিহত, কখন মাংস মাত্র ভেদ করিলে জয় প্রয়াসু বসুসেন অর্জ্জুনের উপর এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ পার্থ তাহা ব্যর্থ করিতে নাপারিয়া মহাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন অবসর প্রাপ্ত অঙ্গনাথ ব্যস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাহুবলে রথচক্র উদ্ধার বাসনা করিলে সসাগরা পৃথ্বী সূতপুত্রের ভুজ তেজে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেন; কালবশত রথচক্রের কণাও উদ্ধৃত হইল না! বিভু জগন্নাথ কর্ণের এই উদ্যম ও পার্থের মূর্চ্ছাপনোদন দেখিয়া ক্রোধাবেশে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার অদ্য এরূপ ভাব কেন? সূতপুত্র সমরে সামান্য বীরের ন্যায় তুমি অভিভূত হইয়াছ? বীরবর! কেশরী হইয়া শশকের বিবাদে বিব্রত হওয়া কি উচিত? তুমি সত্বর হইয়া মহাস্ত্র দ্বারা এই নিরস্ত্র সময়ে শত্রু বিনাশ কর।

মহারথ পার্থ বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে সদ্‌ব্রতাবলম্বী কর্ণ অভিমানে অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সংক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে বীর! তুমি মুহূর্ত্তেক ক্ষান্ত হও, আমি রথচক্র উদ্ধার করিয়া তোমার প্রতিযোগিতায় ব্রতী হইব। দৈব বশতঃ আমার দক্ষিণ চক্র ধরাশায়ী হইয়াছে, অতএব এসময় আমাকে আক্রমণ করা কাপুরুষের কার্য্য! হে পার্থ! বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্ত অস্ত্র, যানবিহীন, কবচহীন, ভগ্নায়ুধ, ও অজ্ঞানকৃত অপরাধী ব্রাহ্মণের প্রতি শরত্যাগকরা অধর্ম্ম; তুমি আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া ঐ শ্রেণিগত নিরস্ত্র ও রথভ্রষ্টকালে আমাকে উপেক্ষা করিতে তোমায় অনুরোধ করি, নতুবা প্রাণভয়ে তুমি কি চক্রপাণী হইতে আমি অনুমাত্র শঙ্কা করি না।

অনাদিপুরুষ জনার্দ্দন কহিলেন, কর্ণ! এখন তোমার ধর্ম্মজ্ঞান হইয়াছে?

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে তোমার এই ধর্ম্ম কোথায় ছিল? কপট পাশায় পাণ্ডব নির্ব্বাসনের সময় তোমার এইধর্ম্ম কি উপদেশ দিয়া ছিল? অভিমন্যু বধের সময় এই ধর্ম্ম তোমার কিরূপ সহায়তা করিল? সূতপুত্র! তুমি চিরঅধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অন্তকালে ধর্ম্মময় চীৎকারে কণ্ঠ শুষ্ক করিলে নিস্তার পাইবে না, ভবধাম হইতে তোমাকে আজ নিশ্চয়ই মহা প্রস্থান করিতে হইবে। তাঁহার এই কথাশুনিয়া রাধানন্দন লজ্জায় অধোবদন হইলে বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! আর অপেক্ষা করিও না, সূতপুত্র সঅস্ত্র না হইতে হইতেই ইহাকে বিনাশ কর।

মহাবাহু পার্থ নারায়ণের এই বাক্য মহামন্ত্র স্বরূপ ধারণা করিয়া প্রথমতঃ ক্ষুরপ্র দ্বারা তদীয় হস্তীকক্ষা রথধ্বজ ছেদন করত বিষ্ণুর চক্র ও বাসবের বজ্রের ন্যায় তাঁহার চির পূজিত তিন রত্নি ও ছয় প্রাদ পরিমাণ সুতীক্ষ্ণ আঞ্জলিক বাহির করিলেন। বাণ প্রভায় বিদ্যুতাবলী যেন দ্রব্যগুণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইন্দ্রসুত কর্ণবধ সঙ্কল্পে মহাশর মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলে পার্থিবশর জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে কর্ণের উপর নিপতন পূর্ব্বক রাজমুকুট ভূষিত মস্তক ছেদন করত প্রকৃতিস্থ হইল। তখন অদ্বিতীয় বীর কর্ণের দেহ-মস্তক স্বর্গচ্যুত শশী সমবেত ধূমকেতুর ন্যায় ভূতল স্পর্শকরিলে তদীয় দৈহিক তেজাংশ অংশুমালীর ন্যায় আদিত্য মণ্ডলে লীন হইয়া গেল। পাণ্ডবগণ জয় কোলাহল, সিংহনাদ, ও তূর্য্যধ্বনিতে দিক্ সমূহ পরিপূর্ণ করিলেন; কৌরব পক্ষ মেঘাবৃত অমা যামিনীর ন্যায় শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এমত সময় তপনদেব অস্তমিত হইলে ভারতী সেনার অবহার হইল। কৃষ্ণার্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত জয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া ধর্ম্মরাজ সহিত সমগ্র যোদ্ধৃবর্গের নিকট অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন।

পরাজিত কুরুগণ শিবিরে গমন করত অনুতাপ ও আগামী দিবার জন্য সমর মন্ত্রণা করিতে লাগিলে সর্ব্ব গুণোপেত কৃপ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রাজন্! সংগ্রামে প্রতি নিবৃত্ত হও, আমাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়াশা দৈব বলে বিলুপ্ত হইতেছে। অতএব শত্রু প্রবল কি সমবল হইলে সন্ধি করা

রাজকীয় মন্ত্রণা, পাণ্ডবগণ বলপ্রধান হওয়ায় সন্ধি করাই ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে। বৎস! আমি মৃত্যুবিহীন, সুতরাং জীবন ভীরুতা জন্য তোমাকে শান্তি অনুরোধ করি নাই, হতাবশেষ বাহিনী গণের প্রাণ পরিরক্ষণেই ধীরতায় অনুমোদন করিতেছি।

শুভানুধ্যায়ী কৃপের এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে সন্ধির সময় নহে, সন্ধি সম ও বিষম দুই প্রকার। সমতায় সম সন্ধি ও দুর্ব্বল প্রবলে বিষম সন্ধি হইয়া থাকে, বিষম সন্ধিতে দুর্ব্বল পক্ষকে হীনতা স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যুত ভগবান কৃষ্ণ সন্ধির জন্য স্বয়ং চেষ্টা করিলে যখন আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তখন এই চেষ্টা যে কেবল অপমান পূর্ণ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ভগবন্! সসাগরা পৃথিবীর উপর আমার আধিপত্য সত্ত্বে ভাগ্য বশতঃ দুর্ব্বল বলিয়া কিরূপে এ অপমান সহ্য করিব? শত্রুগণের রহস্য কটাক্ষ কিরূপে অভিমানী হৃদয় ভেদ করিবে। গুরো! যুদ্ধে মৃত্যু আর্য্য জাতির স্বর্গীয় গমনের পথ, অতএব শত্রুশাসনে দুর্ল্লভ যশঃ ও মরণে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা সত্ত্বে কি জন্য রক্তমাংস ময় অনিত্য দেহকে পরাধীন ও পরিণামে জরাগ্রস্ত করিতে পোষণ করিব? বিশেষতঃ আমার জন্য মহাত্মাগণ যখন জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তখন হয় শত্রু নির্য্যাতন, না হয় দেহ পতন করিয়া তাঁহাদের সমসুখী হইব। নতুবা তাঁহাদিগকে কালকবলে প্রেরণ করিয়া ঘৃণিত সুখ ভোগে আত্মাকে কলুষিত করিব না। তিনি এই কথা বলিলে সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। মহামতি অশ্বথামার অভিমতে বীরবর শল্য সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। কুরুপতি শাস্ত্রসম্মত তাঁহাকে বরণ করিয়া স্বগণ সহিত ঘোরদুঃখে মহা নিশা অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর (অষ্টাদশ দিবসে) যামিনী অবনী মণ্ডল হইতে বিদায় লইয়া চলিলে বামঘোষ শিবা শেষ ঘোষণা করিয়া বন দেবীকে তাঁহার গমন সংবাদ প্রদান করিলে রাত্রির বিগম ও দিনমণির অসমাগমে প্রকৃতি সম্ভূত নাতি-শীতোষ্ণ বিমল উষাকাল উপনীত হইল। কালচক্রের আবর্ত্তন ক্রমে উষার আয়ু শেষ হইলে দিনমণি বিশ্বের প্রকাণ্ড মণিময় দীপের ন্যায় পূর্ব্বাকাশে

প্রকাশ হইলেন ; শ্যাম পল্লব তরুলতার প্রাতঃস্নান রূপ শিশির সিক্ততা শুষ্ক হইতে লাগিল। পুণ্যবান গণ জাহ্নবী জলে অবগাহন করিয়া যোগারূঢ় ব্রত আরম্ভ করিলেন। কুরু পাণ্ডবদেরও আজ শেষ রণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা সমর ব্রত উদ্যাপন প্রায় ভাবিয়া রণ বাদ্য ও বীরদর্পের উৎকর্ষ সাধন করত মহা সংগ্রাম প্রদর্শন করিলেন। করী যূথের বৃংহিত ধ্বনি, রথ সমূহের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বপুঞ্জের হ্রেষারব ও বীরগণের সিংহনাদ জলদ গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতি গোচর হইল। পাণ্ডবগণ অভেদ্য ব্যূহ, শল্য সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিলেন। এক দিকে যুধিষ্ঠিরের জয়, অপর এক দিকে দুর্য্যোধনের জয় ধ্বনিত হইতে লাগিল। অস্ত্রধারী গণ উন্মাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত ভাবে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন। অশ্ব-হস্তী ও রথ সকল চালিত হইয়া পদাতি গণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। যেই থানে জয় উপার্জ্জনে যত্ন, সেই থানেই প্রেতপতিকে প্রজাপুঞ্জ আহরণ করিয়া লইতে হইল। মৃত্যু কালে কেহ আঘাত যন্ত্রণায়, কেহ পিপাসায় অধীর, কেহ শোণিত বমন করিতে করিতে কালের মহৌষধিতে অনন্ত কালের জন্য স্থির হইল। অস্ত্রাহত অন্ধ, খঞ্জ একদিকে যমের আহ্বান, অন্য দিকে জাতীয় অভিমানে পড়িয়া শ্বাস পর্য্যন্ত শক্তি ব্যয় করত পরিশেষে আরক্ত নয়ন অনিমেষ হইলে তাঁহারা যেন নয়নাগ্নিতে দগ্ধসঙ্কল্প করিয়া রহিলেন। সামরিক জনগণের বেশ-ভূষা-বর্ণ ও যান বাহনাদি রক্ত রঞ্জনে সকলি একবর্ণ লোহিতাভ হইল। কৌরবগণ এই মহতি হত্যাকাণ্ডে কৌন্তেয় দ্রৌপদেয় ও সঞ্জয় প্রভৃতির প্রতাপে স্বপক্ষেরই মহা বিপদ দেখিয়া কেহ অশ্বে, কেহ মাতঙ্গে, কেহ পদব্রজে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মহাবলী শল্য তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া রথারোহণে রণ রঙ্গে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার আকৃতি দ্যুতিমান কার্ত্তিকের ন্যায় উপলব্ধি হইল। কৌরব গণ তদীয় বাহু ভরসায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া অনুধাবিত পাণ্ডবগণকে প্রত্যাক্রমণ করিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান যোদ্ধারাও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন—রথী পরস্পরে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিল—নকুলের হস্তে সুষেণ, সত্যসেন ও চিত্রসেন ; সহদেবের হস্তে শল্য সুতের ও দুর্য্যোধন হস্তে চেকিতানের পতন হইল। অর্জ্জুনের হস্তে

সংশপ্তকগণ গতাসু প্রায় হইলেন। বলীন্দ্র ফাল্গুনি প্রাক্তন কর্ম্ম বলে অসঙ্খ্য প্রহার নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জীবনান্তকর শাস্তি দান করিলেন। মৃত দেহীর বেশভূষা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রথমার্গ অবরোধ হইয়া রক্তনদী মাংসের কর্দ্দম ও অস্থিময় উপদ্বীপ অনুভব হইল। মহাবাহু অশ্বত্থামা তিমিরারি ভাস্করের ন্যায় তাঁহাকে কৌরব তমসাজাল নষ্ট করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ব্রতী হইলে প্রাবৃট জলদাবলীর জল বর্ষণের ন্যায় তাঁহাদের বাণ বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্রোণাত্মজ দশ শরে হৃষীকেশকে ও দ্বাদশ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার প্রতি লক্ষ না করিয়া অগ্রে তাহার রথ সারথি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বথামা অশ্ব শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই পরিঘ রূপী মুষল পরিত্যাগ করিলে মহাবল অর্জ্জুন তাহা নিরাকৃত করিয়া তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। গুরু নন্দন তাহাতে ধৈর্য্য প্রদর্শন করত পাঞ্চাল দেশীয় মহারথ সুরথকে বিনাশ করিয়া তদীয় রথারূঢ় হইলেন। অশ্বথামা বুদ্ধিবলে পর রথ অধিকার পূর্ব্বক সরথ ও সংশপ্তকদের সহযোগী হইয়া পার্থের সহিত সমরাসক্ত হইলেন।

এদিকে অদ্ভুতকর্ম্মা ভীম সমরে বিচরণ করিতে লাগিলে কখন কৃতবর্ম্মা, কখন দুর্য্যোধন, কখন অন্যান্য বীরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া শারদীয় মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অন্তর হইতে লাগিলেন। সেনানী শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ ভীমের কৃতকার্য্য দেখিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলে মহাবলী বৃকোদর জয়ঘণ্টা বিশোভিত কালদণ্ডের ন্যায় গদাধারণ করিয়া তদীয় অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন অচলরথস্থ শল্য ভীমের প্রতি তোমর প্রহার করিলে পাবনি প্রবিদ্ধ তোমর দেহ হইতে উৎপাটন করিয়া তদীয় সারথিকে আঘাত পূর্ব্বক নিহত করিলেন। মদ্রনাথ ভাগিনেয়ের গদা নৈপুণ্যতা জানিয়া আপনি ও গদাগ্রহণ করত দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ক্রোধাবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শকদিগকে কৃতান্তের ভয় প্রদর্শন করিল। তাঁহারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিয়া গদায় গদায় প্রহার করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা শল্যের গদা হইতে অমঙ্গল কর অঙ্গার চূর্ণ

নির্গত হইতে লাগিল। ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয় বিজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মণ্ডলাকারে পরিক্রমণ পূর্ব্বক রন্ধ্র যোগে ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় পরস্পরা আঘাত প্রাপ্ত হইলে উভয়েই অক্লান্ত ভাবে শূলহস্ত রক্ত কলেবর রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—উত্তরোত্তর ক্রোধবৃদ্ধি—কেহ কাহাকে ধরাশায়ী না করিতে পারিয়া পরিক্রমণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাল্য কেলির ন্যায় নিয়তই গদাঘাতে আহত করিতে লাগিলে উভয়েই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তখন কৃপাচার্য্য প্রহার পীড়িত শল্যকে স্বরথে আরোহিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্ব্বদ্বন্দ্বী অভাবে সিংহনাদ করত গদাঘাতে রথ, অশ্ব, কুঞ্জর দল দলন করিতে লাগিলে কুরুসেনা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া আবার মদ্রনাথ আত্যায়নীর আশ্রয় লইলেন।

অরিন্দমী শল্য স্বরক্ষিত সেনাদিগকে ত্রাসিত দেখিলে তদীয় হৃদয়ে বীররসের তরঙ্গ বহিল। তিনি দশনে অধরাংশ দংশন পূর্ব্বক মেঘ গম্ভীররবে কহিলেন, সেনাগণ! ধৈর্য্য হও, বসুমতী আজ পাণ্ডবরক্তে অবগাহন করিবেন। যাঁহার বাহুবলে সুমেরু সঞ্চালিত হয়, তোমরা তাঁহার রক্ষিত হইয়া দুর্ব্বলের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছ! হে বীরবৃন্দ! ক্ষত্রিয়েরা ভয়ের দাস নহে, সম্বন্ধের দাস নহে। ইহাঁরা সত্য, অভিমান এ দুয়ের দাসত্ব স্বীকার করে। অতএব মহাবীর শল্য আজ সেই সত্যের শৃঙ্খল পরিয়া আত্মীয় স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব নিধন করিবে। তিনি এই বলিয়া ধনুঃশর ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক মেঘ নিঃসৃত অশনির ন্যায় সায়কাবলী সৈন্যোপরি নিপাতিত করিতে লাগিলে অপ্রমিত হয়, হস্তী ও রথী-পদাতি প্রেত নগরী গমন করিলেন। বীরগণের সমুজ্জ্বল মস্তক বিকচ পুণ্ডরীকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাকায় শল্য বিপক্ষের শল্য স্বরূপ হইলেন; সূত পুত্রের প্রতিযোদ্ধা বীরসকল নিষ্কল চন্দ্রমার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তিনি এইরূপ কুরুক্ষেত্র জগতের দিগ্বিজয় করিতে লাগিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম বাধিল। শল্য মহাবল প্রকাশ পূর্ব্বক দুই বার তাঁহাকে বিমুখ করিলেন, অবশিষ্ট বীরসকলও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া লজ্জায় নত শিরা হইলেন। তিনি এইমাত্র দক্ষিণে, আবার নিমেষ মধ্যে উত্তর বিভাগে

মহামার আরম্ভ করিলেন ; তাঁহার রথগতি বিদ্যুতের ন্যায় অচিরস্থায়ী হইল। সৈন্যগণ তদীয় বাহুবল প্রসূত মৃতপুঞ্জ ব্যতীত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ সত্ত্বে যে ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশন ছিল, ইহা উভয়পক্ষেই স্বীকার করিয়া তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব যোধগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে তিন, বৃকোদরকে পাঁচ, নকুলকে শত, সহদেবকে তিন, সাত্যকিকে শতশরে বিদ্ধ ও ক্ষুরপ্র দ্বারায় নকুলের শর শরাসন ছেদন করিয়া পুনশ্চ পাণ্ডবদিগকে শত ও সাত্যকিকে ষোড়শবাণ আঘাত পূর্ব্বক অন্যশরে তদীয় অশ্ব নিধন করিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট যুধিষ্ঠির তৎকর্ত্তৃক সকলেই ভগ্নদর্প স্থির করিয়া শল্যবধে কৃতনিশ্চয় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাম চক্র সাত্যকি দক্ষিণ চক্র ধনঞ্জয় পৃষ্ঠ ও বৃকোদর অগ্র রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ এই সকল অজেয় রক্ষকে রক্ষিত ও নানা উপকরণে সজ্জিত হইয়া পশুপতির পশু বধের ন্যায় বিপুল সৈন্য ধ্বংস করত শল্যের অভিমুখীন হইলে মদ্ররাজ ও যুধিষ্ঠির সমভাবে শর জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। অস্ত্রাঘাতে উভয়ের অঙ্গ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। মহামতি শল্য একশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক খরধার ক্ষুরদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলে যুধিষ্ঠির ও অবিলম্বে অন্য ধনু গ্রহণানন্তর তিনশত শরে তাঁহাকে পীড়ন ও শরসমূহে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয় দুইশরে সারথি, পার্ষ্ণি রক্ষক এবং ভল্ল দ্বারা ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। তখন মহাত্মা শল্য অন্যরথ ও ভিন্ন কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষকগণ সহিত তাঁহাকে বিদ্ধ ও অসঙ্খ্য নর কুঞ্জরকে নিহত করিলেন। বীর পরিরক্ষিত ধর্ম্মরাজ এইরূপে বহু অস্ত্র দ্বারা মদ্ররাজকে আহত করিলে তিনি তাঁহাকেও তদ্রূপ করায় রণ সন্নিবিষ্ট ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় বীরদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইলেন—অনবরত জয় প্রত্যাশা—যুগপৎ আঘাত প্রতিঘাতে উভয়েই রথাশ্ব কার্ম্মুক বিহীন হইয়া রত্ন গিরিদ্বয়ে বিবেকী রাজর্ষি যুগলের ন্যায় তাঁহারা রিক্তহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহাবলী শল্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বধ বাসনায় পাদচারে আগমন করিতে লাগিলে ভীমসেন নয় শরে তাহা

ছেদন করিলেন। মদ্রনাথ নিরস্ত্র হইয়াও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সবেগে আগমন করিতে লাগিলে মহাত্মা ধর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া কালভয় প্রদত্ত ব্রহ্মশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করায় মদ্রপতি তাহাতে বিদ্ধ হইয়া নরলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ শল্য এইরূপে নিহত হইলে রত্নাভরণ ভূষিত তদীয় বিশাল মৃতদেহ হোমাবসানে প্রশান্ত অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময়ে মহাবীর শল্যানুজও ধর্ম্মরাজ পরিচালিত তীক্ষ্ণ ভল্লে প্রাণত্যাগ করিলে জাতক্রোধ মদ্রকগণ রাজবৈরী নির্য্যাতন করিবার অভিলাষে রণোন্মত্ত হইয়া উহার অব্যবহিত পরে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক হত হইলেন—ক্ষত্রিয়কুলে নিস্তেজস্বীতা নাই—মদ্রক বিজেতা পাণ্ডবদের সিংহনাদ শ্রবণে কুরুদল বিষাদিত হইয়া হয় মৃত্যু, না হয়, জয় উপার্জ্জন জন্য সমধিক যত্নবান হইলেন। পক্ষগণ গদা, প্রাস, পরশু ও শর গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগকে আঘাত করিতে লাগিলে সেই ভয়াবহ সমর ঘোর দর্শন হইল—ভগ্ন বস্তুই অচিরাৎ ভগ্ন হয়—হতভাগ্য কৌরবদের প্রধান বীর ম্লেচ্ছপতি শাল্য বিপক্ষ দমন ও সৈন্যদিগকে বহু ক্ষণ উৎসাহে নিয়োগ রাখিয়া সাত্যকি হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের সেই পূর্ণ অবনতির সময় যৌধিষ্ঠিরী সেনাগণ সবলে ধার্ত্তরাষ্ট্রবাহিনীকে আক্রমণ করিলে কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শকুনি, উলুক, কৃপাচার্য্য ও সহোদর সমবেত দুর্য্যোধন সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চসুত, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি এবং শিখণ্ডী আদির মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বৃকোদর ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভূভাগে অবতীর্ণ হইলেন। যাঁহার বিক্রমে একাদশ অক্ষৌহিণী বল কম্পিত, তিনি আজ হতশেষ সৈন্য মধ্যে তদ্রূপ আস্ফালনে বিচরণ করিলে অনেকের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। বীরবর কখন গদা, কখন কুঞ্জরের উপর কুঞ্জর, কখন অশ্বের উপর অশ্ব, কখন রথে রথে আঘাত পূর্ব্বক প্রচুর প্রাণীর প্রাণ হরণ করিলেন। তদীয় বজ্র সদৃশ চপেটাঘাত ও পদ মর্দ্দনেও বহুল রথী পদাতি বিনষ্ট হইল। তাঁহার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন ও মহিষ মর্দ্দিনীর সিংহের ন্যায় পরাক্রমে সৈন্যগণ নিস্তব্ধ হইল; তিনি কল্পান্তক শমনের ন্যায় স্বীয় গমন বিভাগ হইতে একবারে

নির্জীব ভূখণ্ড করিয়া চলিলেন। কুরুসৈন্যগণ ভীমের এই বিপুল প্রতাপে ভীত হইয়া কুলকীর্ত্তি সাহস ত্যাগ করিলেন। ছত্রভঙ্গ রাজ্যের ন্যায় চতুরঙ্গিণী সেনা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

ভীমভীত সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিলে রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন কহিলেন, বীরগণ! পলায়নে বিরত হও, ভীরু ভাবে হৃদয় মিশাইয়া দুরপনেয় কলঙ্ক গ্রহণ করিও না, নিখিল জগতে কেহই অমর নয়, অমর প্রভু ব্রহ্মারও এক দিন পতন হইবে। বস্তুতঃ এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডে সকলি পতনশীল, কেবল কীর্ত্তিই চিরায়ু, অতএব সাহসের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতে প্রোথিত না করিয়া হীনতা উপার্জ্জন করিতেছ কেন? সম্মুখ সমরে বিজিত ক নিহত হওয়া উন্নতমনা ব্যক্তির ইচ্ছা, তাঁহারা বিজয়ে যশঃ পতনে মহাগতি প্রাপ্ত হয়েন। হে বীরদল! পাপময় শরীরীদিগকে চরমে যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সম্মুখ রণে জীবন ত্যাগ করিলে পরম শত্রু ঘাতুক হইতে মহৎ বন্ধুর কার্য্য হইয়া থাকে। তিনি এই বলিয়া সৈন্যগণকে প্রত্যানয়ন করত রথারোহী হইয়া স্বয়ং মহা রণ আরম্ভ করিলেন। তদীয় ভুজ বলে পাণ্ডব বাহিনী শঙ্কিত হইল। দুর্য্যোধন মৃত্যু সার করিয়া অকুতোভয়ে অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ ও তোমরাদি বাণ সকল নিক্ষেপ করিলে পাণ্ডবের চতুরঙ্গ সেনা গতায়ু হইয়া দিকে দিকে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িল, তাঁহারা মহার্ণবে উত্তীর্ণ হইয়া গোস্পদ সলিলে মগ্ন প্রায় হইলেন। তখন পাণ্ডবদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গ তাঁহার প্রতিহিংসায় সম্মুখীন হইলে তিনি ধর্ম্মরাজকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, পাঞ্চালীর পুত্রদিগকে সাত ও সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। কুরুপতি তাঁহাদের সর্ব্বজন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়াও একপদ পশ্চাৎ হইলেন না। ক্রমে শকুনি, শকুনি নন্দন উলুক ও কৃপ প্রভৃতি রথীবৃন্দ তাঁহার সহযোগী হইয়া রণ রঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিলেন। গান্ধার রাজ তনয় শকুনিকে দেখিয়া সহদেবের মনে কৃত প্রতিজ্ঞা উদয় হইল; তিনি সৌবলেয়ের সহিত বহুক্ষণ সমর করিয়া বর্ম্মভেদী লৌহ ভল্লদ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলেন। তখন গান্ধার রাজতনয় বিনাশ হইলে অবশিষ্ট গান্ধার, মদ্রক,

কৌরব ও সংশপ্তকাদি যাবতীয় বীরগণ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, সোমক প্রভদ্রক, ও পাণ্ডব গণের সহিত রণলীলার উপসংহার করিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, সকল বীরই অষ্টাদশ দৈনিক সমর ব্রত উদ্যাপন করিতে একাগ্রতায় যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উভয় দলের প্রচুর বাহিনী শর-শক্তি ও গদা-অশি আঘাতে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইল—নরভাব পরিশূন্য—ভগ্নায়ুধ বীর সকল নখ, দন্ত, পদ ও মুষ্টিক চপেটাঘাত দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষে জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া সমর করিলেও শুভ লক্ষণ আর লক্ষিত হইল না; দল মধ্যে শিবার ক্রন্দন, গৃধ্রগণের বিচরণ, অশ্ব হস্তীর প্রকম্পনাদি মহা অমঙ্গল প্রতীত হইল। মহাভাগ ভীমার্জ্জুন ও অপরাপর পাণ্ডব বীরগণের প্রতাপে কুরুদল নিঃশেষ হইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন জয়শ্রী একান্ত বিমুখ জানিয়া গদাহস্তে পদব্রজে রণভূমের পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন; তদীয় গমনান্তে বৃকোদরের হস্তে তাঁহার অবশিষ্ট দ্বাদশ সহোদরের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চত্বে লয় প্রাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে কৌরবীয় সমূহ সেনা নিহত হইয়া গণিত নিয়ম ভাগহারের ভাগশেষের ন্যায় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয় ও দুর্য্যোধন এই পাঁচজন মাত্র রহিলেন।

এইরূপে মহা সমর সমাধান হইলে কৌরবদের পাঁচ, পাণ্ডবদের দুই সহস্র রথী, পাঁচসহস্র অশ্ব, সাতশত গজযোধ ও দশসহস্র পদাতি অবশিষ্ট রহিল। মহাত্মা সঞ্জয় সেই নিঃসহায় স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলে অদীনসত্ত্ব সাত্যকি তদীয় বধোদ্যত হওয়ায় অন্তর্য্যামী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করত পাণ্ডব ভয়ে সঞ্জয়কে নির্ভীক করিলেন—প্রাণরক্ষার আশা প্রবেশ করিল—তদীয় প্রাণদাতা ব্যাস প্রিয়জনের জীবন রক্ষা করিয়া নিজাশ্রমে, সঞ্জয় মনোদুঃখে শিবির অভিমুখে চলিলেন। দৈব বশত পথিমধ্যে গদা পাণী বাষ্পাকুল নেত্র রুদ্র দেবের ন্যায় দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। কুরুনাথ তাঁহার মুখে স্বপক্ষের নিঃশেষ বার্ত্তা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "অদূরস্থ দ্বৈপায়নহ্রদে আত্মগোপন করিয়া থাকিব" তাঁহাকে এই সঙ্কেত

বলিয়া মায়াবলে জল স্তম্ভন করত হ্রদগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। সঞ্জয় শিবিরাভিমুখে যাইতে যাইতে কৃপ, কৃতবর্ম্মা, ও দ্রৌণীর দর্শন প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে কৌরব নৃমণির হ্রদ প্রবেশ বিবরণ বলিয়া শিবিরে গমন করিলেন। এই সময় মহাশয় যুযুৎসু ধর্ম্মের অনুমতি লইয়া শিবিরস্থ হস্তীনা গমনোৎসুক শোকাকুল আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে রথোপরি আরোহিত করত স্বয়ং আপনি ও তাঁহাদের রক্ষক স্বরূপ হইয়া হস্তীনা গমন করিলেন। যৌধিষ্ঠিরী গণ রণস্থলে দুর্য্যোধনের দর্শন নাপাইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দ্রৌণী, কৃপ, কৃতবর্ম্মা মৃদুমন্দ রথ চালনায় দ্বৈপায়ন হ্রদে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করত দুর্ভাগ্য জন্য পরস্পরা খেদ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে ব্যাধগণ ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া পাণ্ডব গণের নিকট এই রহস্য ভেদ করিলে স্বগণ সহিত ধর্ম্মরাজ হ্রদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রণ বাদিত্র সিংহনাদ ও কীলকিলা-রবে অমর বীরত্রয় যুধিষ্ঠিরের আগমন জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধনের জল-প্রবেশ অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তাঁহারা অন্তর হইয়া গেলেন। স্বদল সহিত পাণ্ডবনাথ হ্রদতীরে উপনীত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের সহিত যুক্তি স্থির করত তাঁহাকে বহিষ্করণ অভিপ্রায়ে কটূবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—অভিমানীদের মান প্রধান জীবন—তিনি তিরস্কারে সজীবত্বায় বীতরাগ হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় জল হইতে উত্থিত হইলেন; তদীয় জলসিক্ত কলেবর নির্ঝর সলিল স্রাবী পর্ব্বতেরন্যায় দুর্নিরীক্ষ হইল। তিনি সমুত্থিত হইয়া ভীমসেনকে প্রতিযোধ নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। এই সময় প্রভু বলরাম তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে কুরুদেশে উপনীত হইয়া স্বীয় শিষ্যদ্বয়ের প্রবর্ত্তিত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইলেন—রণ ভূমি পরিবর্ত্তন—তদীয় আজ্ঞা-ক্রমে যুদ্ধ জন্য পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে সকলেই গমন করিলেন। তখন স্বর্গে সুর-লোকবাসী, মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্য নিবাসীরা এই মহৎ ব্যাপার দেখিতে তথায় সমু-পস্থিত হইলে ভূতল ও নভস্তল যেন শত সহস্র চন্দ্রমা বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতে লাগিল।

উগ্রতেজা দুর্য্যোধন সমবেত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদব কুরুক্ষেত্রে

উপনীত হইলে আদর্শ বীর ভীম-দুর্য্যোধন যুগল সুমেরুর ন্যায় যুদ্ধ হেতু দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের হস্তগত বিঘূর্ণিত গদা সমুদ্র মন্থন কালীন আন্দোলিত মন্দর শৃঙ্গের শোভাধারণ করিল ; মদগর্ব্বিত দুর্য্যোধন মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন। তখন তদীয় আহ্বান মাত্রে দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে বৈরি বিনাশন বৃকোদর এই জয়যুক্ত লক্ষণ দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে ভৈরব রবে কহিলেন, দুর্য্যোধন! আজ্ তোমার মরণ কাল উপস্থিত, তদীয় পাপদেহ শতধা করিয়া পাণ্ডব পতির গলদেশে কীর্ত্তি ময়ী মালা প্রদান করিব। বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ ও পাশা চাতুরীর বিষময় ফল তুমি অসঙ্খ্য লোকের চক্ষুর উপর প্রাপ্ত হইবে। নরাধম! তোমার দেশাগমন আজি পরিশেষ ; কল্পনা করিয়া প্রিয়তমা গণের প্রেমঋণ পরিশোধ কর। কুলাঙ্গার! কুলগ্লানি! আজি তোমার শকুনি মন্ত্রী, কর্ণ মিত্র কোথায়? পাণ্ডব শমন যে তোমার শীর্ষ দেশে আছেন, ইহা কি এক নিমেষের জন্যও স্মরণ কর নাই।

প্রজাপুঞ্জ পতি দুর্য্যোধন কহিলেন, ভীম! বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। বীর ভুজবলে বিনষ্ট হইতে সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পৃথিবী পতি দুর্য্যোধন ভিক্ষুকের কথায় ভীত নহে, রণ শিক্ষায় কাহার নিপুণতা এখনি সভা মধ্যে প্রকাশ হইবে। আমি আশৈশব কাল তোমার বীরদর্প চূর্ণ করিতে কৃতনিশ্চয় আছি। অনুকূল বিধির প্রসন্নতায় আজ তাহা পূর্ণ করিব। বীর! সৎবংশীয়েরা বাক্য ব্যয় করেন না ; কার্য্যেই পরিচয় দিয়া জগতে যশোভাজন হয়েন।

মহীপতি দুর্য্যোধন এই বিজ্ঞ জনোচিত কথায় সকলের নিকট প্রশংসা লইয়া ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে সমরাঙ্গনে ভয়ানক প্রহার শব্দ সমুত্থিত হইল। গাত্রহইতে প্রহার প্রসূত শোণিত নিঃসরণ হওয়ায় তাঁহারা পুষ্পিত কিংশুক তরুর শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, ও পরিমোক্ষাদি সমর কাণ্ড প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা ঐ সকল যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় পারগ থাকিয়াও সমতা প্রযুক্ত রন্ধ্র গত প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন

দক্ষিণ মণ্ডল, বৃকোদর বামমণ্ডল পরিক্রমণ করিতে লাগিলে গদাযুদ্ধ বিশারদ দুর্য্যোধন ভীমের মস্তক, বক্ষ, ললাট এই তিন স্থলে তিনবার গদা প্রহার করিলেন। উভয়ের অবশিষ্ট প্রহার কখন গদার উপর, কখন ব্যর্থ হইয়া ধরাতলে পতিত হইলে সসাগরা পৃথ্বী প্রকম্পিত হইলেন। ভীমসেন বক্ষস্থলাহত গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপণ পূর্ব্বক কুরুপতির পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলে কৌরব নরনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ সচেতন হইয়া বৃকোদরের ললাটে গদা প্রহার করিলেন। প্রহার প্রাপ্ত বৃকোদর স্বতঃসিদ্ধ ধৈর্য্যশক্তিতে বিচলিত না হইয়া প্রাপ্ত প্রহারের প্রতিশোধ রূপ গদাঘাত করিলে চিরসুখী দুর্য্যোধন দারুণ প্রহারে বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় আবার পতিত হইলেন—এ পতন চির পতন নহে—তিনি অবিলম্বে সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভীমসেনকে উপর্য্যুপরি দুইবার গদাঘাত করিলে পবনাত্মজ বিকলাঙ্গ ও ছিন্ন কবচ হইয়া বিচেতন প্রায় পড়িলেন—উন্নতির অনুগ্রহে অবিলম্বে সে ব্যথা অপনীত হইল—ঐ সময় উত্থানপর ভীম ও দণ্ডায়মান দুর্য্যোধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তখন মহাবীর পার্থ সেই বলীষ্ঠ বীরদ্বয়ের মধ্যে বলাবলের বিষয় বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ কেশব কহিলেন, ধনঞ্জয়! এই বীরদ্বয় সমরে সমান উপদিষ্ট, কিন্তু দুর্য্যোধন হইতে ভীম বলবান্, আর ভীম হইতে দুর্য্যোধন অধিক পারদর্শী হয়েন। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বর্ষ লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়া প্রচুর বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। পার্থ! বলবান্ ও কৃতীর মধ্যে কৃতীই কার্য্য সাধক, অতএব দুর্নিরীক্ষ সমরে আমার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি দুর্য্যোধন বনবাস সঙ্কল্প করিয়া হ্রদ প্রবেশ করিয়াছিল, উহাকে কটূবাক্যে উত্তেজিত করা শ্রেয়স্কর হয়নাই। যাহাহউক জ্যেষ্ঠপাণ্ডব নিবুর্দ্ধিতা নিবন্ধন উহাকে মনোনীত ব্যক্তির সহিত অভিপ্রেত যুদ্ধাদেশ করিয়া আরও অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ছিলেন, কারণ বীর্য্যশালী কুরুনাথ ভীম ব্যতীত অন্যকে আক্রমণ করিলে কিরূপে বিজয় প্রত্যাশা থাকিত? এখনও জয় লাভে প্রচুর সন্দেহ, ধর্ম্মরাজের প্রতিজ্ঞানুসারে একজন পরাভব হইলেই দুর্য্যোধন

নির্জিত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। পলায়িত ও অনুধাবিত ব্যক্তির মধ্যে ভীতার্ত্তের যেমন সমধিক একাগ্রতা হয়, তদ্রূপ মৃত্যু নিশ্চয় কুরুরাজ একাগ্রতা ও নিপুণতা বশত জয় লাভের অধিকারী হইয়াছেন। তোমাদের অদৃষ্টে রাজলক্ষ্মী প্রতিকূল, কুরুপতি ন্যায় যুদ্ধে কখনই পরাজিত হইবেননা। মহাচক্রী চক্রপাণী এই বলিয়া অর্জ্জুনের চৈতন্য দান করিলে সুমতি পার্থ স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত বৃকোদরকে শঙ্কেত করিলেন—চির প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল—তিনি "কিরূপে কৃতকার্য্য হইবেন" এই বাসনায় উপরিলক্ষ ত্যাগ করিয়া এক এক বার অধোমুখ হইলে কুরুনাথ ভীমের অবনত ভাব দেখিয়া তাঁহাকে হতাশ বিবেচনায় সিংহনাদ করত তদীয় মস্তকোপরি প্রহারোদ্যমে উর্দ্ধে উত্থিতহইলেন। তখন ছিদ্রান্বেষী বৃকোদর ছিদ্রপ্রাপ্তে বজ্রসার ময়ী গদা সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তিতে তদীয় উরুদ্বয়ে আঘাত করিলে পৃথিবী পতি দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া সুমেরুপাতের ন্যায় মহাশব্দে পৃথিবীতে পতিত হইলেন। তাঁহার পতন মাত্রে অধর্ম্ম যুদ্ধজনীন শোণিতবৃষ্টি, উল্কাপাত ও পাংশু বর্ষণাদি আরম্ভ হইল। বিজেতাগণ এই দুর্দৃশ্য দর্শনে ভীত ও দর্শক গণ অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে সমাগত হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মহাবলী দুর্য্যোধন ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইলে জগতে বহুবিধ দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইল। প্রতিজ্ঞা পরায়ণ ভীম প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া স্বগণের আনন্দ সম্পাদন পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার অনুরোধ ও জাতক্রোধ বশত কুরুগণ কর্ত্তৃক পাশাক্রীড়া সময়ে "গরু গরু ও ষণ্ডতিল" প্রভৃতি কটূত্তর এবং ভূতপূর্ব্ব অপমানিত বিষয় সকল ধরাশায়ী দুর্য্যোধনকে স্মরণ করাইয়া তদীয় মস্তকে বাম পদাঘাত করিলেন। তখন মতিমান ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে নীচ কার্য্যে নিবারিত করিয়া কহিলেন, ভীম! দুর্য্যোধন আমাদের জ্ঞাতি, অধিরাজ এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক, অতএব ইহাঁর মস্তকে পদার্পণ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য। ভ্রাতঃ! প্রাচীনেরা তোমাকে ধর্ম্মভীরু বলিয়া থাকেন, তুমি কি প্রকারে রাজাকে পাদদ্বারা স্পর্শ করিলে? তিনি এই বলিয়া জলভার সিক্ত লোচনে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি শোক দুঃখ করিও না। কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ

করিলে বলিয়া আত্মাকে প্রবোধিত কর। লোভ নিবন্ধন বিপদাপন্ন হইয়া স্বজনের সহিত সংহার হইলে, আমরাও বন্ধু-বান্ধব ও পুত্র-পৌত্র হারাইয়া জীবন্মৃত বৎ রহিলাম। রাজন্! জন্মান্তরীণ কর্ম্ম বশত বিধাতাই ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নতুবা অভিন্ন শোণিত কুরু পাণ্ডবে বিষবৈরি ভাব হইত না। তিনি এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে ভগবান্ হলধর অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনের বধ প্রযুক্ত বৃকোদরকে দণ্ড দিতে হলহস্তে উত্থিত হইলে প্রভু নারায়ণ তাঁহাকে বিনীত ভাবে "পৈতৃস্বস্রেয় জনিত অনুরোধ, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালনোচিত এবং মৈত্রেয়ঋষি কর্ত্তৃক উরুভঙ্গ শাপ" তাঁহাকে এই তিন প্রকারে সান্ত্বনা করিলে ভগবান্ রেবতী রমণ ভীমকে নিন্দা করিতে করিতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ ও সমস্ত যোধগণ কেশবের মন্ত্রণায় এবং ভীমের বাহুবলে দুর্য্যোধন পরাজয় জন্য উভয়ের অভিনন্দন করিলে ভগবান্ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! প্রবঞ্চনা পরতন্ত্র,শঠতাপ্রিয় শত্রু ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে, কর্কশভাষী সূতপুত্রাদিও বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে বসুপূর্ণ বসুন্ধরা আপনার হস্তগত হইল; অপনি ধর্ম্ম বলেই রাজ লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় চিরপ্রবাদ, ধর্ম্মবলে আপনার উন্নতি, আর অধর্ম্মেতে দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঈদৃশ অবনতি প্রাপ্ত হইল।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন কেশবের মুখে এই তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ছিন্ন পুচ্ছ ফণাধর ভুজগের ন্যায় ভুজভরে অৰ্দ্ধ দেহ উত্তোলন করত কর্কশ স্বরে কহিলেন, অহে কংশদাসতনয়! আমি অধার্ম্মিক, সুতরাং জয়লাভ জন্য তোমাদের ধর্ম্মময় ভাব থাকা উচিত; কিন্তু কিরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, কর্ণ ও পরিশেষে আমাকেও নিহত করিলে? অতএব পুরুষকার অপেক্ষা দৈব বলবান, দৈববলেই অজেয় পুরুষেরা কাল শয্যায় শায়িত হইলেন! যাহা হউক, আমি ইন্দ্রের ন্যায় নরেন্দ্রগণ পূজিত হইয়া বিশাল ভারতে আজীবন রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছি, এখনও সেই বীরবৃন্দের সহিত স্বর্গীয় আনন্দ লাভে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করি; চির ভিখারি যুধিষ্ঠির বিধবা পূর্ণ সংসার লইয়া রাজ্য সুখ উপভোগ করুন।

তিনি এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে আকাশ হইতে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহার স্বর্গীয় সম্মানে অন্যায় রূপে ভারত যুদ্ধ জয় জানিয়া লজ্জায় নতশির হইয়াও জয় কোলাহল, মহোৎসাহ, শঙ্খনাদ সিংহনাদ ও বাদিত্র নিঃস্বন করিয়া কুরুশিবিরে আগমন করিলেন। বাসুদেব শিবিরস্থ হইয়া অর্জ্জুন সহিত রথ হইতে অবরোহণ করিলেই ধ্বজস্থ কপিরাজ অন্তর্হিত ও অগ্নিদত্ত মহারথ বিনানলে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইলে মহাত্মা পার্থ বাসুদেবকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় "ব্রহ্মাস্ত্র আহত অগ্নের রথ মদীয় স্বত্ব বিসর্জ্জন জনীন স্বভাবে ধ্বংস হইল" প্রভু মাধব এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ ও বিজয়ানন্দে পরস্পর অভিনন্দন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ শিবিরস্থ মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের আদেশে পাণ্ডব শিবিরে গমন করিলেন। অন্তর্যামী হরি অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক আরও ভূভার লাঘব করিতে প্রকারান্তরে অনুজ্ঞা করিয়া পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি সমবেত স্বয়ং কুরুদেশ-বহমানা পুণ্য সলিলা সরস্বতী তীরে রজনী যাপন করিবার জন্য রহিলেন। ভগবান বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ পাণ্ডব সংসর্গে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করত "অধর্ম্ম যুদ্ধে দুর্য্যোধনের বধ জন্য গান্ধারী পাণ্ডব দিগকে অভিশাপ দিবেন" এই ভয় ভঞ্জন প্রযুক্ত রথারোহণে হস্তিনায় গমন করিয়া গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র সহ কুরুগণকে দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় ঐশী মায়ায় শৌবলেয়ীর কোপ শান্তি করত সেই যামিনীতেই পুনশ্চয় পাণ্ডবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া একত্রে বিরাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আহত হইয়া অভিমানে অশ্রুজল সহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং দশনে দশন ও করে কর নিপীড়ন পূর্ব্বক সম্মুখস্থিত সঞ্জয়কে আক্ষেপ সহকারে এই অশুভ সংবাদ সহিত পিতা মাতা ও প্রিয়তমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রেরণ করিলেন। কুরু পক্ষীয় অমর বীরত্রয় চরমুখে এই অন্তিম বার্ত্তা শুনিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পরস্পরে খেদ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন গলদশ্রু হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! কালক্রমে সকল জীবেরই বিনাশ হয়, অতএব আমি মর্ত্ত্যধর্ম্মানুসারে অদ্যই

তোমাদের সমীক্ষে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, বৈরশোধ বা জীবন দান ইহার একতরে গতায়ু বহু অক্ষৌহিণীর কিয়ৎ পরিমাণে ঋণ শোধ হইল। আমি মৃত্যুতে কাতর নহি; যে মূঢ়, সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু জানিয়াও ভীরুতা প্রদর্শন করে। অতএব শরণগ্রহণ ও পলায়ন অপেক্ষা কালের হস্তে আমার জীবনোৎসর্গ হইল, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়। শত্রু ক্ষয় না করিয়া আমার তুল্য ব্যক্তির সজীবতা শক্তিকে ধিক্! মহাত্মাগণ! আপনারা প্রাণপণে জয় কামনা করিলেও প্রতিকূল বিধি তাহার বিপরীত করিলেন। এক্ষণে আমার দোষাদোষ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি যেন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বীরবাঞ্ছিত মহা গতি লাভ করি। তাঁহার এই কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা কহিতে লাগিলেন;—

মহারাজ!
দেহ অনুমতি,
নাশিতে পরম রিপু চরম সময়ে;
দৃঢ়তর,
এ প্রতিজ্ঞা মম,
শুধিব তোমার ধার অসির সহায়ে।
কোন্ ভীরু—
দিয়া জলাঞ্জলি,
আজীবন সহচর চির মিত্র ঋণ;
অহর্নিশি,
করি সুখ আশ,
ভুঞ্জয়ে অনিত্য ভোগ সারতা বিহীন?
হয় জয়,
নহে নিপতন,
ভাবিয়া যুঝিবে আজি কৌরব সেনানী;
বীর দাপ—
হেরি সুর বৃন্দ;

গাইবে অনন্ত কাল সমর কাহিনী !
এ কৃপাণ,
কটিবন্ধ সহ;
কভু কি বিমুখ রাজ অসমাপ্ত রণে !
ধরি এই—
নিষ্কোষিত বেশ;
দেখাবে কৃতান্ত দেশ কুরু শত্রুগণে।
নরনাথ !
এ নিশ্চয় বাণী,
গ্রাসিতে রিপুর যশঃ দ্রৌণী অবতার ;
দেহ আজ্ঞা,
পশিয়া সমরে,
পাণ্ডব শোণিত স্রোতে ভাসাই সংসার !

মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা এইরূপ বীরতার সহিত চরম শয্যা শায়িত দুর্য্যোধনকে পুনরুত্তেজিত করিলে তিনি আসন্ন কালেও শত্রুতা শোধ ব্রত ভ্রষ্ট না হইয়া কৃপাচার্য্যের দ্বারা জলানয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। তখন শূর শ্রেষ্ঠ দ্রোণ নন্দন রাজাজ্ঞা গ্রহণ করত কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই সহযোগী দ্বয় সহিত মহারণ বিজয়ার্থে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" এই কথার সার্থকতা দেখিতে পাণ্ডব শিবিরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি মহাভারতীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও গদা পর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধ,
দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমন্যু বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ-
বধ, ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণবধ, নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ, কর্ণ বধ,
শল্য বধ, হ্রদপ্রবেশ, গদা যুদ্ধ ও দুর্য্যোধন বধ পর্ব্ব ;
কুরুবংশে মহাসমর নামক অষ্টত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ঊনচত্বারিংশৎ সর্গ।

পাণ্ডব শিবির— নিশা সমর।

(অদ্ভুত বিজয়।)

—o—

"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

জীবের নিয়ত স্বভাবিক কাল ধর্ম্ম, কাল পূর্ণ হইলে কাল পুরুষকেও পতন হইতে হয়;—দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চাল নিচয় মহাকাল প্রহরী সত্ত্বেও নিশাসমরে নিহত হইলেন:—অশ্বত্থামার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাণ্ডব শিবিরে তাঁহাদের উপর কালের বার্ত্তা করিল—মৃত্যুভয় বিহীন মহারথ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সমক্ষে বিজয় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজ রাজ কৃতবর্ম্মা সমভিব্যাহারে রথারোহণে তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অন্ধোমসী লিপ্ত ভৈরবের ন্যায় গাঢ় নিশায় লক্ষিত স্থানে উপনীত হইলেন। তমসতরঙ্গ ভীষণ ভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাদিগকে আবরণ করিয়া লইয়া চলিল। তাঁহারা সেই নিশ্চল শিবিরে রজতাভ বিরাট কায় এক প্রতিহারীকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন — ইনি কোন্ মহাপুরুষ! দেহ প্রভায় রত্নময় শিবির স্থির সৌদামিনী শোভা ধারণ করিয়াছে! ইঁহার চতুর্দ্দিকে বিকটাকার প্রেত প্রমথ গণের নৃত্য এবং মণি মস্ত বিষধর সকল উল্কাধারীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে! শিবিরাভ্যন্তরে রণক্লান্ত যোধগণ ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন! আরও শিবির সজ্জিত আলোক মালা আলোক পথে সন্ধ্যা কালীন পৌর্ণমাসী চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান, দ্বার দেশে চন্দ্রশেখর বিশেষ দেব না মানব অবস্থান করিতেছেন! ইঁহার কর্ণ, নাশা, ও আস্য হইতে অসঙ্খ্য বাসুদেবের উদ্ভব দর্শন করিতেছি!

প্রবল প্রতাপী অশ্বত্থামা শিবির প্রহরীকে এইরূপ অসামান্য পুরুষ দেখিয়াও অকুতোভয়ে তাঁহার উপর অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলে ভগবান্ বৃষভ ধ্বজ হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় তদীয় শর নিচয় গ্রাস করিতে লাগিলেন—মূর্ত্তিমান বিস্ময়ের অভিনয়—দ্রোণপুত্র মহেশ্বরের শর ভক্ষণ দেখিয়া শক্তি, গদা পরশু প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করায় পূর্ব্ববৎ সকলই তাঁহার উদরসাৎ হইল। তখন প্রতিজ্ঞা পরায়ণ দ্রৌণী নিরস্ত্র ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আবেগে শিবার্চ্চনা স্থির করত রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হর! হে বিশ্বরাজো র! তুমি ঈশ, গিরীশ, স্থাণু, রুদ্র; ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্রজীব হইয়াও পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তোমার স্মরণাগত হইতেছে। হে অজ, হে অব্যয়, হে পিনাকি, হে ত্রিপুরান্তক! দাসের প্রতি একবার সকরুণ অপাঙ্গে অবলোকন কর। বি‌নাথ! তুমি বিশ্বের নাথ; সৌর জগতে এরূপ কি ধন আছে যে আমি আমার বলিয়া ও পাদমূলে অর্পণ পূর্ব্বক বৈরি বিজয়ী বর প্রার্থনা করিব! এমন কি, আত্মাও আপন নহে, ব্যাস বাল্মিকী ও পরাশরাদি মহর্ষিরা তোমাকে শিবরূপে সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠিত, অথচ পাপময় দেহে অনির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব হে ধূর্জ্জটি, হে জটিল! শ্রুতি-স্মৃতি-আগম-উপনিষদে তুমি ভক্তের প্রতি নিঃস্বার্থ কৃপাবান্; সুতরাং ভক্তিহীন অশ্বত্থামা ভাগ্যদোষে ভগবৎ প্রেমিকের পদচ্যুত হইয়া পাপময় এই ভূত সমষ্টি দেহকে ত্বদীয় অগ্নি মূর্ত্তিতে উপহার দান করিতেছে! অনাদি, আদি পুরুষ! চরমে আমার পরম কল্যাণ স্বরূপ পাঞ্চাল বংশ যেন অচিরাৎ ধ্বংস হয়।

ঈশ্বরানুরাগী অশ্বত্থামা এইরূপ কামনা করিলে সহসা তাঁহার সমীপে এক অগ্নিময় বেদী প্রাদুর্ভূত হইল। মহাকায় প্রমথগণ শিব নামে জয় ধ্বনি দিয়া হুতাশন পার্শ্বে রুচিসম্পন্ন নৃত্য এবং ভৌতিক নয়নে বিষাক্ত তেজ উদ্গীরণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন করিল—সেপক্ষে ভ্রূক্ষেপ নাই—মহাবাহু দ্রৌণী বল দর্পের উপর সাহসকে দণ্ডায়মান করিয়া মানস-আনন্দমঠে শিবনামাবলী বিস্তীর্ণ করত মহামন্ত্রে মহেশ্বরকে দেহ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করিলেন—ভক্তি ভাব ভরে আত্মা জ্বলিল—ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে হাস্য

বদনে কহিলেন, বীর! বাসুদেব আমার প্রিয়তম, অতএব তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম ও তোমার ভক্তি প্রবণতা আধ্যাত্মিক ভাব পরীক্ষা জন্য মহামায়া বিস্তার করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে শিবির-সুষুপ্ত বীরদের কাল প্রাপ্তি হইয়াছে; তুমি এই কৃপাণবর গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হও।

তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে আত্মতেজ ও অস্ত্রদান পূর্ব্বক মায়া লীলার সহিত অদৃশ্য হইলে দ্রোণাত্মজ সহযোগী বীরদ্বয়কে শিবিরদ্বারে নিয়োজন পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সর্ব্বাগ্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন—বৈরভাব সততা পরিশূন্য—তিনি পিতৃহন্তাকে সুষুপ্ত দেখিয়া রোষভরে পদ দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। যাজ্ঞসেন জাগরূক হইয়া অশ্বত্থামাকে অবলোকন পূর্ব্বক অর্দ্ধোত্থিত হইলে মহাবল দ্রৌণী তদীয় কেশাকর্ষণ করত ভূতলে নিপাতিত করিলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সর্ব্বাঙ্গীন্ শক্তি অকারণে ব্যয়িত হইল। তিনি কাল বশে পুনরুত্থান করিতে পারিলেন না। পাঞ্চাল কুল অশনি অশ্বত্থামা পদভরে কণ্ঠ বক্ষ নিষ্পেষন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেন।

অযোনিজ ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে বিনষ্ট হইলে সহবাসিনী কামিনী গণ পতি শোকে ক্রন্দন কোলাহল করিতে লাগিল—মুহূর্ত্তেকে অসংখ্য অস্ত্রধ্বনি—শিবির বীরবৃন্দ প্রবুদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন—শিব বরে অসাধ্য সাধন—দৈব বলিষ্ঠ দ্রৌণী অসীম অস্ত্রাঘাত অনায়াসে সহ্য করিয়া যুধামন্যু, উত্তমৌজা দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও শিখণ্ডী আদি অগণিত যোধকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতের অব্যর্থ প্রহারে বিশাল শিবির জনশূন্য হইতে লাগিল—সকলেই অবাক—চকিত নয়নে কেহ কেহ তাঁহাকে অপদেব অনুভব করিয়া বাঙনিস্পত্তি করিতে পারিল না। দ্রোণনন্দন অশ্ব, হস্তি, ও সৈনিকাদি পাণ্ডবীয় চমূ ধ্বংস করিতে লাগিলে মহাশিবির প্রকৃতির শ্মশান রূপ ধারণ করিল। পলায়িত প্রাণীবৃন্দও কৃপ-কৃতবর্ম্মার হস্তে নিষ্কৃতি পাইল না, বীরত্রয় শারীরিক বৃত্তি সকল কঠোর উপাদানে আবৃত করিয়া স্মরণাগত-বদ্ধাঞ্জলি ব্যক্তিকেও নিধন করিতে লাগিলেন; উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব-গজগণের পদ বিমর্দ্দনেও অনেক সৈন্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের অনাশা সঞ্জাত প্রচুর সহায়তা লাভ পাইলেন। এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি হইতে সমস্ত রজনী ব্যাপিয়া নৈশ রণ

সমাপন হইলে স্বরপূর্ণ শিবির জনশূন্য নিবন্ধন নিস্তব্ধতার প্রিয় নিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডব সেনার যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত অষ্টাদশ নিশার (অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিহত ও কোন করালবদনা কামিনী কর্ত্তৃক নীত হওয়া) স্বপ্নদর্শন কার্য্যে পরিণত হইল। বীরেন্দ্র অশ্বত্থামা ভুজবীর্য্যে শোভাময়ী শিবিরকে পিশাচগণের ক্রীড়া-কুঞ্জ করিয়া শান্তরশ্মি পাবকের প্রভা ধারণ পূর্ব্বক সহযোগীদের সহিত মিলিত হইয়া বিজয় বার্ত্তা আদান প্রদান করত সত্বর ধূলী শয্যা শায়িত মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। অবনিপতি কাল কর্ত্তৃক প্রাণ বায়ু হরণ প্রক্রিয়ায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পৃথিবীকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান থাকায় বীরগণ তথায় গমন করত ঊষা ললাটে নিস্প্রভ সূর্য্য-মনির ন্যায় তাঁহাকে লোহিতাভ দেখিলেন—প্রভু ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন—অশ্বত্থামা ঈদৃশ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিলেও রাজ প্রেমে তাঁহার আয়ত নয়নে অশ্রু রাশি ঝরিল। তিনি গদগদ স্বরে তাঁহাকে প্রবোধিত করত জয় বার্ত্তা বিদিত করিলে কুরুপতি মুমূর্ষু দশায় সুসংবাদ নিবন্ধন বহুকষ্টে নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা সহকারে সহযোগীদের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করত স্বর্গলোক চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বীরত্রয় মহারাজকে পরলোকগামী দেখিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করত সত্বর নগরাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন।

এদিকে রজনী প্রভাতা হইলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি রক্তাক্ত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিলে নীতিনিপুণ ধর্ম্ম তদীয় কদর্য্য বেশ দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাহাকে দৃষ্ট করায় পাঞ্চাল সূত ভীত ভাবে তাঁহাকে নিশাসমর সংবাদ বিদিত করিল। মতিমান্ যুধিষ্ঠির সেই নিষ্ঠুর সংবাদে শোকার্ত্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদীয় আত্মীয় বর্গকেও নিদারুণ হত্যা বিবরণীতে মর্ম্মাহত হইতে হইল; একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবকেই শোক-তাপ স্পর্শ করিতে পারিল না। তাঁহার ভূভার হরণ কল্পনা ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে চলিল; তিনি পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা করিয়া সর্ব্ব সহিত সেই শব-ময় শিবিরে গমন করিলেন, রাজাজ্ঞায় রাজেন্দ্রাণী দ্রৌপদীও তথায় আনীত হইলেন। তখন সেই শোচনীয় হৃদয় বিদারী দৃশ্য সকলকেই অভিভূত করিল। স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় পুত্রশোকে ব্যাকুলিত হইলে দ্রুপদনন্দিনী পুত্রগণ

বিরহে সমধিক অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দৈহিক শোক-শান্তি এই উভয় বৃত্তির মধ্যে যেন এক খানি প্রকাণ্ড জগৎ ব্যবধান রহিল। তিনি কোন ক্রমে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে স্বজাতি সুলভ বিরাগ নিবন্ধন পাণ্ডবপতিকে পুত্রবৈরি নির্য্যাতনের অনুরোধ করিয়া বলীন্দ্র মারুতীকে কহিলেন, নাথ! অপত্য বিয়োগ শোকে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, আপনাদের ভারত-সমর জয় পরাজয়েই পরিণত হইল! হায়! আমার ন্যায় কোন অভাগিনী এরূপ অসার সম্পদ লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? পুত্র হন্তা নারকী অশ্বত্থামা অনাথের ন্যায় যেরূপ আমার আত্মীয়গণকে নিধন করিল, তদ্রূপ আপনিও সেই বীরকুল কলঙ্ককে নিধন করিয়া কিঙ্করীর হৃদয় নিহিত শল্য প্রতিউদ্ধার করুন, নতুবা প্রায়োপবেশন করিয়া শোকাবহ জীবন পরিত্যাগ করিব। তিনি এই বলিয়া অভিষিক্তা শারদীয় প্রতীমার ন্যায় নয়ন জলে সিক্ত হইতে লাগিলে কোপন স্বভাব বৃকোদর তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া নকুলকে সারথি করত রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিধন প্রতিজ্ঞায় বীর দর্প সহকারে কহিতে লাগিলেন;—

ধররে নকুল বাজি বাগ করে,
দমিবে পাবনী দুর্ম্মদ পামরে;
চালাও চালাও বিমাণ রাজ,
দেখিব আজ কে রাখে তারে।
চলুক সমীরে মণিময় যান,
পলকে হউক যোজন পয়ান;
ঘন ঘোর ডাকে ভাবিয়া ঘন,
মাতুক প্রেমে শিখীর প্রাণ।
বীর মদে হিয়া করিয়া অর্পণ,
দ্রৌণী জয় রোষে ভীমের গমন;
ভ্রমিয়া বসুধা ধরিব রিপু,
হেরিবে জগৎ বীরতা পণ।
যদি সে লুকায় মায়া-দেহ ধরি;

দেখিব তাহায় যোগাসন করি;
জীবন বাসনা করিয়া দূর,
দূরিব দুঃখ মারিয়া অরি।
তড় তড়ি বৃষ্টি মুষল ধারায়,
অজস্র গতিতে যবে বহি যায়;
আগুনের কণা থাকে কি কভু,
পড়িলে তাহে ভীষণ বায়?
জীবন সংহারী বজ্র হুহুঙ্কারে,
দলি ভীমনাদে নগর কান্তারে;
হারায়ে শবদে মৃগের রাজ,
পশিলে ধরা কে রোধে তারে?
অথবা কৃতান্ত প্রলয় মূরতি—
ধরিয়া উঠিলে স্বভাবের প্রতি;
ক্ষুদ্রকীট তাহে পায় কি ত্রাণ,
জীবন দান সবার গতি।
অশ্বত্থামা পক্ষে আমি তেন কাল,
মারি হত্যাকারী ঘুচাব জঞ্জাল;
না পাবে রক্ষা, সেপক্ষে যদিও
সহায় হন্‌ ত্রিদশ পাল।

মহাবীর ভীম এইরূপে অশ্বত্থামাবিজয়ে গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামার অসীম বীর্য্যবত্তা বিদিত করিয়া মারুতীর অনুসরণে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজে আরোহণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া অশ্বত্থামা-বিজয় প্রতিজ্ঞারূঢ়ী ভীমসেনের পশ্চাৎ বদরিকাশ্রমাভিমুখে রথ চালনা করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "জিষাং সত্বং জিষাং সীরাৎ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় সৌপ্তিক পর্ব্ব, কুরুবংশে নিশাসমর
নামক উনচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চত্বারিংশৎ সর্গ।

বদরিকাশ্রম—মণিহরণ।

(সমান বিজয়)

——o——

"জিঘাং সম্বং জিঘাং সিয়াং।"

আততায়ী ব্যক্তির হিংসা করা পাপের কারণ নহে, ভারত বিজেতা পাণ্ডবগণ আত্মীয়-সংহার ক্রোধে গুরুপুত্রের শিরোমণি হরণ করিয়া প্রতিহিংসার পথপ্রদর্শন করিলেন; পুণ্যভূমি বদরিকাশ্রম সমান বিজয়ের কারণ স্থল হইলঃ— অরিন্দম অশ্বথামা রণভূমি হইতে নিরুদ্দেশ হইলে শোক সন্তপ্ত বৃকোদর দ্রৌপদী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ দিতে রথারোহণে গমন করিলেন; পাঞ্চাল বিনাশীর বিমাণ চক্রাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। তিনি বহুদূর যাইয়া নাতি শীতোষ্ণ অরণ্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক মনে ভাবিতে লাগিলেন—পাপাত্মা কোন্ দিকে গমন করিল! চক্রাঘৃষ্ট আয়ত রেখা আর ত দৃষ্ট গোচর হইতেছেনা, চতুর্দ্দিকেই তাল-তমাল-পিয়াল সংশ্লিষ্ট উপবন, অনতি দূরে দূর বাহিনী ভাগিরথী মৃদুবেগে গমনাগমন করিতেছেন। না উপবন নয়, এ আমার পূর্ব্বদৃষ্ট তপোধাম বদরিকাশ্রম; কিন্তু কৈ এখানে ত আর সেরূপ রমণীয়তা দেখিতেছিনা! সহকার তরুর সহিত বনজ লতার প্রণয় নাই, পর্ণশালা সন্নিহিত তরুরাজ সকল অজিন অক্ষমালা লইয়া যোগীবেশে দণ্ডায়মান নাই, অনতিফুল্ল কুসুম কোরকে ভ্রমর গুঞ্জরণের সুস্বর নাই, পিকরাজও ভুবন ভুলান সংগীত করিয়া আর মানব কর্ণ তৃপ্তি করিতে পারে নাই! না, না থাকিবে কেন? যখন বেদধ্বনি শুনিতেছি, যখন রবির উদয় দেখিতেছি, তখন প্রকৃতি-ক্রীড়া অবশ্য বিদ্যমান আছে, পুত্রশোকে আমিই কেবল বিপরীত ভাব ভাবিতেছি!

তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাত্মা ব্যাসের সমীপে ঋষিগণ সমবেত অশ্বত্থামাকে দৃষ্টি করিলে সহসা তাঁহার মুখ হইতে "থাক্ থাক্" বলিয়া বিভীষিকা সূচক শব্দ নির্গত হওয়ায় দ্রোণাত্মজের সুখ শান্তি তদীয় দেহ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তিনি আত্ম রক্ষার জন্য "পাণ্ডুবংশ নির্ব্বংশ হউক" সঙ্কল্প করিয়া ইষিকা সংযোগে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক ত্রিজগৎ কম্পমান করিয়া তুলিলেন, পরাগত বীর অর্জ্জুনও মহাস্ত্রের প্রতিসংহারে দ্বিতীয় ব্রহ্মশির শরত্যাগ করিলেন—উভয় অস্ত্রই দ্রোণ প্রদত্ত—সমশিক্ষা নিবন্ধন অস্ত্র পরম্পরা প্রসমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিলে গ্রহ-উপগ্রহ সকল স্থানভ্রষ্ট, পৃথিবীও প্রকম্পিতা হইলেন। তখন সর্ব্বলোক হিতৈষী ভগবান্ নারদ ও ব্যাস তাঁহাদের দুরভিপ্রায় দেখিয়া অস্ত্রানলে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্বক্ষার তেজ হরণ করত এই শরত্যাগজনীন তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলে বীরবাহু অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষিদ্বয়কে কহিলেন, ভগবন্! অনন্তশক্তি ব্রহ্মশির বাণ কেবল আপনাপন প্রাণ রক্ষার জন্যই প্রয়োগ করিয়াছি, নতুবা প্রতিকূল ব্রহ্মাস্ত্রে আমরা একান্তই ভস্মীভূত হইতাম; কিন্তু এখন আপনাদের আজ্ঞায় অনুজ্ঞাত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিজাস্ত্রের প্রতিসংহার করিব। তিনি এই বলিয়া স্বীয় ব্রহ্মচারিতা নিবন্ধন মন্ত্রবলে মহাস্ত্র সম্বরণ করিলে তদীয় অসদৃশ অমায়িকতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারা অশ্বত্থামাকেও অস্ত্র সম্বরণ করিতে প্রত্যাদেশ করিলেন।

বীরকুল শীর্ষস্থানীয় অশ্বত্থামা তাঁহাদের কর্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ বেদব্যাসকে বিনীত ভাবে কহিলেন, মহাত্মন্! এই অস্ত্রের প্রতিসংহার আমার সাধ্যাতীত, ব্রহ্মচর্য্যার মহাশক্তি না থাকিলে উহা প্রত্যাহারকের মস্তকে পতিত হয়; অতএব এই অস্ত্র পাণ্ডবাহুতি না পাইয়া প্রত্যাগত হইতেছে না।

শুভানুকাঙ্খী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস উত্তরার গর্ভ বিষয় অবগত থাকিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, বৎস! তোমার এরূপ অসদানুষ্ঠান বড়ই শোচনীয়! যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডব গণ ব্যতীত পাণ্ডু কুল মহিলাদের গর্ভনাশ ইচ্ছায় আংশিক নিষ্পাণ্ডবার সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্রবলে নিক্ষিপ্তাস্ত্রের তেজোহ্রাস কর এবং পাণ্ডব গণকেও ত্বদীয় শিরোমণি প্রদান করিয়া বৈরতায় বীতরাগ হও।

বিপজ্জাল বিজড়িত অশ্বত্থামা কহিলেন, ঋষে! কুরুপাণ্ডবের সমস্ত রত্ন অপেক্ষা শিরোমনি মহামূল্যবান্। মণিবান ব্যক্তি অস্ত্র, ব্যাধি, উরগ কি অন্য-বিধ ভয় হইতে ভীত অথবা ক্ষুধাতেও আক্রান্ত হন্ না। অতএব এক্ষণে স্বরুচি সম্মত কার্য্য করুন, আমি পাণ্ডব পত্নি গণের গর্ভোদ্দেশে ব্রহ্মশির সহযোগী ইষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। তিনি এই বলিয়া অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সুব্রত দ্বৈপায়ণ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে শিরোমণি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, অশ্বত্থামন্! এই যুদ্ধে কোন পক্ষের উপস্থিত বিজয়াপত্তি রহিল না বটে, কিন্তু স্পষ্টতঃ তোমারই পরাজয় হইল। আমি তপোবলে গর্ভস্থ নিহত বালককে ও উজ্জীবিত করিব, তুমি মণি হীন হইয়া ব্যাধি যন্ত্রণায় লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনসহস্রবর্ষ বন ভ্রমণ করিবে, ভারত বংশের ক্ষীণাবস্থায় উত্তরা গর্ভ সম্ভূত পরীক্ষিত নামে মহাপুরুষ ত্বদীয় অস্ত্র হইতে পুনর্জীবিত হইয়া কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক বীরতার অলৌকিক সম্পদ লাভ করত তোমার সাক্ষাতে ষষ্ঠি বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন।

ভগবান্ হরি এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা কহিলেন, বাসুদেব! তুমি পাণ্ডব গণের চির পক্ষপাতী, ফলেপরিণত না হইলেও বাগ্মিতায় উহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। আমি কংসদাস তনয় নহি, অস্ত্রগুরু দ্রোণের পুত্র। আমার অমোঘ অস্ত্রাঘাতে তোমার প্রতিজ্ঞা কখনই সফলীকৃত হইবে না। তিনি এই কথা বলিলে ভগবান্ ব্যাস তাঁহার ভ্রম ভঞ্জনার্থে কহিতে লাগিলেন;—

মানব ভাবিয়া বীর তুচ্ছ ভাব কারে!
সৃজন পালন, লয়ের কারণ,
যে পুরুষ ত্রিসংসারে।
সুনীল গগণ মাঝে তারকা নিচয়;
যাঁহার আজ্ঞায়, হীরা মতি প্রায়,
চির জ্যোতি বিতরয়।
নিশাকালে নিশানাথ দিবসেতে রবি;
যাঁহার আদেশে, ভ্রমে শূন্য দেশে,
ধরিয়া মোহন ছবি।

তরু জাত মূল জাল পৃষ্ঠোপরি করি ;
ভূধরের গণ, বহে অনুক্ষণ,
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিপুল প্রসরা এই ধরিত্রী কল্যাণী ;
যাঁর অনুজ্ঞায়, বহেন মাথায়,
প্রপঞ্চ জগত খানি।
যে পদ সম্ভবা দেবী ত্রৈলোক্য তারিণী;
ভব ভয় রাশি, স্বভাবে বিনাশি
নাম নিলা নিস্তারিণী।
তাঁর প্রতি নর ভাব ভাবি মতিমান ;
মান্য ব্রহ্মকুলে, কালি দেহ ভুলে,
পরিহরি তত্ত্বজ্ঞান!
গঙ্গাতট বিরাজিত দূর প্রসারণ ;
তরু তলে ঋষি, ভাবে দিবানিশি,
ওই রাঙ্গা শ্রীচরণ।
হেন বিভু বাক্য বীর না হইবে আন!
উত্তরা কুমার, হবে অবতার,
ব্যর্থ করি তব বাণ।
সাগর শুকাবে লয় হইবে ত্রিদশ ;
তবু বিভু বাণী, শিরোপরি মানি,
প্রকৃতি রাখিবে যশ।

মহামনা ব্যাস এই বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করিলে অশ্বত্থামা বিমর্ষ হইয়া অরণ্যপথে পাণ্ডবগণ শিবিরে সমাগত হইলেন; কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনানগরে বিষাদ গীতিকা অহর্নিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাঠক! এক্ষণে "চিতা দহতি নিৰ্জ্জীবং চিন্তা প্রাণ সমংবপুঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে মহাশ্মশানে গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় ঐশিক পর্ব্ব, কুরুবংশে মণি হরণ নামক
চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

একচত্বারিংশৎ সর্গ।

মহাশ্মশান—বীরাঙ্গনা বিলাপ।

(হৃদয়োচ্ছ্বাস)

—০—

" চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণ সমং বপুঃ। "

চিতাগ্নি জীবন শূন্য ব্যক্তিকেই দাহন করে, চিন্তাগ্নির দাহিকা শক্তিতে সজীব দেহ দগ্ধ হয়;—সঞ্জয় মুখে পদ্মিনী প্রায় ভারত মহিলা গণ মহা সমরে স্বজন বিহীন হইয়া চিন্তাগ্নির তীক্ষ্ণ শিখায় দগ্ধ শঙ্খিনী রূপা হইলেনঃ—মহাশ্মশানের বীভৎস বক্ষে বীরাঙ্গনা বিলাপ (হৃদয়োচ্ছ্বাস) উঠিল—প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় মুখে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই সমস্ত সেনাপতির প্রত্যেকের পতন দিবসে তাঁহাদের সবিস্তার যুদ্ধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া পরিশেষ সমর কাণ্ড শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া রহিলে যথাক্রমে ভগবান্ বাসুদেব, যুযুৎসু ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক শল্য-বধ হইতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া যারপরনাই শোকাকুলিত হইলেন। পতিব্রতা গান্ধারী সমবেত সমরে পতি-পুত্র হীনা কামিনী গণ লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অম্বিকা নন্দন কুলবধূ গণের বিনায়িত রোদন শুনিয়া ঘন ঘন বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি বাদরায়ণী ও বিদুর প্রভৃতি বিবিধ হিতগর্ভ বিবেকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলে তপোব্রত, অন্ধরাজকে আবার শোকের গুরু ভার দিয়া জ্ঞানগুরু বেদব্যাসকে অন্তর্হিত করিল। বিরহী কুরুনাথ সেই মহাদুঃখের ঘোররজনী শতযুগের ন্যায় দীর্ঘভাবে যাপন করত মৃত মণ্ডলীর প্রেত-কার্য্য সাধনে, সমাগত প্রত্যুষে কুন্তী-গান্ধারী আদি যাবতীয় কুলাঙ্গনা, বিদুর প্রভৃতি মন্ত্রী বৃন্দ ও অনুচর গণ সমভিব্যাহারে রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে গমন

করিতে লাগিলে হস্তিনার এক ক্রোশ দূরে নৈশরণবিজেতা বীর ত্রয়ের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। তাঁহারা রাজর্ষি অন্ধকে আপনাপন পরিচয় সহ দুর্য্যোধনের নরলীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া বহুতর আক্ষেপ করত পরস্পরা বিদায় লইলেন—চির একতা ভঙ্গ—কৃপাচার্য্য হস্তিনায়, কৃতবর্ম্মা দ্বারকায়, অশ্বত্থামা বদরিকাশ্রমে এবং যশস্বী ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবাহু অশ্বত্থামা বদরিকাশ্রমে গমন করায় অতীতের অপূর্ব্ব ঘটনাক্রমে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির তাঁহার মণিহরণ করিয়া শিবিরে বিরাম গ্রহণ করিলে ধৃতরাষ্ট্রের আগমন বার্ত্তা স্পষ্টতঃ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সততার অনুরোধে অনুজগণ, পাঞ্চালী, সাত্যকি, যুযুৎসু ও কেশবাদি সহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কামিনীগণ স্বজননিহন্তা দিগকে দেখিয়া হৃদয় বিদারিণী করুণা সহকারে এক কালে রোদন আরম্ভ করিলেন। তখন দর্শকবৃন্দ বীরাঙ্গনা বিলাপে দুর্দ্দৃশ্য শ্মশানের ভীষণতা আলোচনা করিয়া কহিতে লাগিল; রণভূমির কি ভয়াবহ দৃশ্য! না এখন আর রণভূমি নহে, ভারতের একমাত্র মহাশ্মশান! অগ্নির বিকার যেমন ভস্ম, তেমন রণস্থল বিকৃত হইয়াই শ্মশানাকার ধারণ করিয়াছে। বস্তুত এখানে সকলই বিকৃত, মৃতদেহ স্ফীত হইয়া কিম্ভুত কিমাকার হইয়াছে। কোথাও গতায়ু করী বৃন্দের মহামেরু, কোথাও বাজি নিচয়ের গণ্ড শৈল, কোথাও আকাশ পাতাল প্রমাণ শত শত শব স্তূপ গলিত হইয়া ঝরণার ন্যায় পুতি গন্ধময় রস উদ্গীরণ করিতেছে। কোথাও রক্তসিন্ধু মধ্যে শবের উপদ্বীপ কৃশাণ রূপ শকুনীনখরে খণ্ড খণ্ড হওয়ায় রক্তবীজ কীট সকল কিল বিল করিয়া বাহির হইতেছে। মাংসাশী পক্ষীগণ আকণ্ঠ ভরিয়া রক্ত শোষণ করিতেছে। কোনটা চঞ্চুপুটে বৃহৎ শব লইয়া দিগন্তরে উড়িয়া যাইতেছে। ভূত প্রেত পিচাশ মণ্ডলীতে কেহ পুয-শোণিতাক্ত মাংশ, কেহ উদ্গারাংশ ভোজন করত আনন্দে তাথৈ তাথৈ করিয়া নৃত্য করিতেছে। সহস্র সহস্র শৃগাল কুকুর শবগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কখন অস্থি-মাংশ চর্ব্বন; কখন কবন্ধ উদরে মুখ প্রবিষ্ট করিয়া মলমূত্রময় নাড়িকাকর্ষণ করত ইতস্ততঃ ছুটিয়া

বেড়াইতেছে; কিন্তু বীরাঙ্গনা বিলাপের গভীর ধ্বনিতে উহাদের কৌতুক-কোলাহল কিছুমাত্র কর্ণস্পর্শ করিতেছে না!

চিন্তাশীল দর্শক গণ মহাশ্মশানের বিভীষণতার এইরূপ বর্ণন করিতে লাগিলে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র বীরাঙ্গনা বিলাপে গতধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি অবসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরাদির প্রণাম প্রতি গ্রহণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত পুত্র হন্তা ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলে অন্তর্যামী হরি তদীয় মনোভাব জানিয়া তাঁহাকে লৌহ ভীম অর্পণ করিলেন। তখন অযুত নাগ তুল্য বলশালী নৃনাথ আলিঙ্গন ছলে বাহুভরে লৌহকায় চূর্ণীকৃত করিয়া অসাবধানতা ভান করত শোক প্রদর্শন করিতে লাগিলে ভগবান্ মাধব কহিলেন, রাজন্! শোক পরিত্যাগ করুন, কপট সন্তাপে লোক নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মহাবল ভীম কুশলী আছেন, আপনার মনোমধ্যে ভীমের প্রতি হিংসা বাসনা প্রবলতর জানিয়া আমি লৌহপুরুষ প্রদান করিয়াছিলাম। রাজর্ষে! আপনি পুত্র শোকে ধর্ম্ম ভাব পরিশূন্য হইবেন না। ভীমসেন আপনার পুত্র স্থানীয়, ইঁহাকে নিহত করিলে গতায়ু পুত্র গণের কি পুনর্মিলন প্রাপ্ত হইবেন? হে রাজন্! নৈতিক ব্যবস্থাই বিশ্ব জনীন উন্নতির অদ্বিতীয় সাধক, কর্ত্তব্য মণ্ডলের মধ্য বিন্দু; নীতি মার্গ-পরিভ্রষ্টতা, বিঘ্নগোলকের কেন্দ্রস্বরূপ। আপনার পুত্রগণ সেই অনীতি অবলম্বন করিয়াই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; বিশেষতঃ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই মৃত্যু পথে পর্য্যটন করিতেছে; প্রাজ্ঞগণ তজ্জন্যই কলেবরকে কৃতান্তের রথ, প্রাণকে সারথি, ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব এবং মন-বুদ্ধিকে রশ্মি কল্পনা করেন; সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ ধাবমান অশ্ব দিগকে জ্ঞান প্রগ্রহ দ্বারা নিবারণ না করেন, তাঁহাকেই অচিরাৎ কাল কবলিত হইতে হয়। অতএব মহারাজ! আপনি আন্তরিক দুশ্চিন্তা রাশিকে প্রকৃতির সনাতন ক্রীড়া ভাবিয়া পবিত্র জ্ঞান ভিত্তিতে সাধুতা-গৌরবাবাসের দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করত প্রকৃতিস্থ হউন।

ত্রিদশেশ্বর হরি এই কথা বলিলে সৎশিক্ষার সোধনী প্রক্রিয়ায় জ্যোৎস্না-ধৌত নিশার ন্যায় তদীয় হিংসার মসিমণ্ডিত মন সুশুভ্র হইল। কুরুপতি, কমলাপতিকে বিনীত ভাবে কহিলেন, বাসুদেব! অপত্য স্নেহ বড়ই মোহ-

জনক; আমি শতপুত্র বিয়োগে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ভীমের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধি বলে উনি আমার হস্তগত হন নাই, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে ত্বদীয় উপদেশে পুত্রশোক ও উহাদের প্রতি শত্রু ভাব তিরোহিত হইল। ধীমান পাণ্ডবেরাই আমার অপত্য। তিনি এই বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে পুনরালিঙ্গন করিলে তাঁহারা জ্যেষ্ঠতাত কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া গুণবতী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন।

মহামতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও নারায়ণ সহিত গান্ধারীর নিকটস্থ হইলে শৌবলেয়ীর অবর্ণনীয় মনোদুঃখ অশ্রু জলেই ব্যয়িত হইল না। তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে অন্তর্য্যামী ব্যাস তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! নিরপরাধী পাণ্ডবদের প্রতি শাপ প্রদানে বিরত হও। দুর্য্যোধন রণযাত্রা কালে তোমার নিকট বর প্রার্থনা করায় "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" তুমি এইরূপ বর প্রদান করিয়াছ, পাণ্ডবেরা তোমার বর প্রভাবেই জয় লাভ করিয়াছেন, অতএব পাণ্ডু বংশ ধ্বংস করিয়া বিচিত্র-বীর্য্যের কুল উৎসন্ন করিও না।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবান্! দুর্য্যোধন আত্মদোষেই আত্মীয়গণের সহিত সংহার হইয়াছে; তজ্জন্য পাণ্ডব কুলের প্রতি আমার অণুমাত্র শত্রুভাবনাই; কিন্তু বলশালী ভীম কেশব সমক্ষে দুর্য্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যেই আমি যারপরনাই পরিতাপিত হইয়াছি। সহায়বান ব্যক্তি নিঃসহায়ের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিলে কাহার হৃদয় না সন্তপ্ত হয়?

তখন ভীমপরাক্রম ভীম গান্ধারীর এই দুঃখজাত ক্রোধ শুনিয়া অনুনয় সহকারে কহিলেন, মাতঃ! দুর্য্যোধন গদা সমরে অজেয়, সুতরাং আত্ম-রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ন্যায়বহির্ভূত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। বিশেষতঃ দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন করিয়াই সে কূট যুদ্ধে আহত হইবার পাত্র হইয়া-ছিল। দুর্য্যোধন, কুলবধূ ও ভ্রাতৃজায়া পার্ষতীকে নটীর ন্যায় উপহাস করি-য়াছে; প্রত্যুত তাহা আপনার অবিদিত নাই, অতএব জননি! ধর্ম্মই হউক, অধর্ম্মই হউক, শত্রু সংহার করিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুবলাত্মজা কহিলেন. ভীম! দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গই না হয় প্রতিজ্ঞার

কারণ, কি আক্রোষে দুঃশাসনের শোণিতপান করিয়া মানবধর্ম্ম লোপ করিলে? তখন বৃকোদর, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ জন্য উহাও প্রতিজ্ঞাবিশেষ বলিলে গান্ধাররাজ দুহিতা রোষজ কর্কশস্বরে কহিলেন, ভীম! ধর্ম্মরাজ কোথায়?

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্ধরাজ মহিষীর সকোপ সম্বোধনে মধুর বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! এই আপনার পুত্রহন্তা নারকী যুধিষ্ঠির। দেবি! আমিই রাজ্যনাশের হেতু, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া পুত্রগণের অনুগামী করুন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিলে দুর্য্যোধন-জননী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রনিবদ্ধ বাসপ্রান্ত দিয়া তদীয় নখাগ্রভাগ দর্শন করিলেন। সতীর কোপ দৃষ্টিপাতে তাঁহার কুনখী হইল। ধনঞ্জয় এই বিস্ময়কর ব্যাপারে কেশবের পশ্চাৎগমন ও অপরভ্রাতৃবৃন্দ সভয়ে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পতিব্রতা গান্ধারী রোষ পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কুন্তীর নিকট গমনাদেশ করিলে তাঁহারা বহুদিনান্তে মাতাকে অভিবাদন করিয়া পুরকামিনীগণ সহিত মহাশ্মশান দর্শন করিতে লাগিলেন। গান্ধারীও ব্যাসবরে দিব্যচক্ষু প্রাপ্তে রণভূমের শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন। রমণী সকল পতিপুত্র ও আত্মীয়গণের শব দেহ দর্শন করিয়া ক্রন্দন নিনাদে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিলে বর্ষীয়সী সুবলনন্দিনী বধূগণের রোদন ও পুত্রপৌত্রাদির মৃতকায় দর্শন করিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বদন মণ্ডল অশ্রুজলে জলষিক্ত পুণ্ডরিক প্রায় হইল। তিনি খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা পুত্রগণ! তোমরা কি পাপে অভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, মন্দভাগিনীর ভাগ্যদোষে কাল অকালে তোমাদিগকে গ্রাস করিল! হায় বৎস! এই কি তোমাদের প্রিয় নিকেতন, মণিময় অট্টালিকা কি অভিমানে পরিত্যাগ করিলে, কোন্ বিধি দারুণ বাদ সাধিয়া তোমাদিগকে এই মহা বিবেক অর্পণ করিলেন; আমি কি পাপে তোমাদের এই চরমদশা দগ্ধচক্ষে দেখিলাম! রে চক্ষু! এই কি তোর প্রিয় পদার্থ, প্রাণের পুত্তলীদিগকে চিরবিরাম লইতে দেখিলি, পাপীয়সীকে জননী বলিয়া [illegible] সম্বোধন করিতেছ না; আমার অতুল বৈভব মাত-

সম্মান আজ কাল সাগরে গিয়া ডুবিল! হে বীর সকল! তোমরা মহানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠ, শত্রুগণের জয়ধ্বনি শুনিয়া হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে। হা দুর্য্যোধন! মহামানী পৃথিবীপতির বৃদ্ধপিতা মাতার কি এই পরিণাম, অনন্ত দুঃখে দগ্ধ হইতেছি, তবু তুমি মা বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছ কৈ! কৌরব কুলরবি! তোমা বিনা আর রবির উদয় হয় নাই, কিন্তু রবির উদয় হইতেছে, আমার প্রকৃতি বিকৃত হওয়ায় আমিই রবি শশী অনুভব করিতে পারিতেছি না! মনস্বিনী গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভুবনপতি মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় বীরাঙ্গনাদের আত্মীয় বিয়োগ বিলাপ প্রদর্শন করিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমিই কুরুকুল সংহারের কারণ। নতুবা বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার দুরাচার পুত্রগণকে সুমতি দান করিলে না! হরি! তুমি জগদীশ্বর হইলেও ইহার প্রতিফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, আমার বংশ যেরূপ গৃহ বিচ্ছেদে উৎসন্ন হইল, অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষে যদুবংশও তদ্রূপ আত্মবিচ্ছেদে লয় প্রাপ্ত হইবে, তোমার কুলবধূরা আমার বধূগণের ন্যায় অনাথিনী হইয়া এইরূপ রোদন করিবেন।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! বলশালী যাদবগণ দেবগণের অবধ্য, আমি ভিন্ন যদুবংশীয় দিগকে কাহার সাধ্য নষ্ট করে? এক্ষণে স্বীয় অবশ্যম্ভাবিনী কর্ত্তব্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইল। তাহারা আত্ম কলহ করিয়া অচিরাৎ কাল ভবনে গমন করিবে। তিনি এইরূপে সহর্ষে শাপ প্রতিগ্রহ করিলে স্থবিরা গান্ধারী পুত্রশোকে পুনরায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন দেব জনার্দ্দন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন. দেবি! শোক পরিত্যাগ করুন, গতানুশোচনা দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে; ভবাদৃশ বিদুষী মহিলার শোকাভিভূত হওয়া উচিত নহে; বিশেষতঃ দ্বিজপুত্র তপোনুষ্ঠান, বৈশ্যজ বাণিজ্য, শূদ্রাত্মজ দাসত্ব এবং ক্ষত্রিয় কুমার সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করত দিব্যগতি প্রাপ্ত হইবেন; কৌরবেরা তাহাই করিয়া আপনাকে প্রকৃত বীর প্রসবিনী করিয়াছেন। অতএব অপত্যবিরহে অধীর হওয়া আপনার পক্ষে অনুচিত। মাতঃ! শোক অমঙ্গল প্রলাপ শোকাশ্রু আগ্নেয় রস হইয়া মৃত

ব্যক্তিকে দগ্ধ করে, শোক দ্বারা নিত্যসুখদা পরা প্রকৃতির প্রতিও বিদ্বেষ ভাব হইয়া উঠে।

তিনি এইরূপ সাত্ত্বিক প্রবোধে সান্ত্বনা করিলে রাজমহিষীর অসাধারণ তপোবল জানিয়া পাণ্ডবদের মনে ভয়সঞ্চার হইল। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া "শতাধিক ষটষষ্টি কোটী বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট ও চতুর্বিংশতি সহস্র একশত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়িত হইয়াছে" এই দ্বিবিধ সংবাদ বলিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাতে শবমণ্ডলীর অগ্নি সংস্কার করত ভাগীরথী সলিলে তাঁহাদের সলিলক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন—চিররহস্য ভেদ—বীরমাতা কুন্তী জলদান কালে অশ্রুপ্লাবিত মুখ মার্জ্জনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! বীরলক্ষণ লাঞ্ছিত যে মহাবাহু কর্ণ, ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, যে সায়ং সূর্য্যের ন্যায় কৌরব জগৎ তিমির সাগরে ডুবাইয়া অস্তাচলে গমন করিয়াছে, ভগবান আদিত্য সহবাসে অনূঢ়াবস্থায় আমার গর্ভে জন্মপ্রযুক্ত সেই কবচকুণ্ডলধারী মহাপুরুষকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; দৈববলে তিনি রাধা-অধিরথ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া শত্রুপক্ষের হিতৈষী হইয়াছিলেন; তুমি এক্ষণে তদীয় স্বর্গলাভ উদ্দেশে জলপিণ্ড প্রদান কর। তিনি এই বলিয়া ভ্রাতৃমিলন জন্য কর্ণের প্রতি তাঁহার অনুরোধাদি সমস্ত বিগত কাহিনী প্রকাশ করত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অশ্রুনয়না কুন্তী বিষাদ সহকারে এই কথা বলিলে পাণ্ডবগণ যারপরনাই শোকার্ত্ত হইলেন। সহৃদয় যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত সহোদর সম্বন্ধ শুনিয়া নেত্রনীরে অবগাহন করিতে লাগিলেন; তাঁহার বদন পঙ্কজ নিশীথ পঙ্কজের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িল। তিনি করুণস্বরে কহিলেন মাতঃ! যে সাগর সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গস্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূপ, বাহুবল অগাধ হ্রদ অনুরূপ ছিল এবং ধনঞ্জয় যাঁহার প্রতিযোধ, আর অপরাজিত কুরুগণ যাঁহার আশ্রয় ভাজন ছিলেন; আপনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত গোপন করিয়া কুরু পাণ্ডব উভয় কুল উৎসন্ন করিলেন! জননি! কর্ণের সহিত সৌভ্রাত্র থাকিলে স্বর্গীয় বস্তুও আমাদের সুলভ হইত, কিন্তু আমরা এই গূঢ় রহস্য অবিদিত থাকিয়া সামান্য রাজ্য লোভে অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে

নিহত করিলাম! যাহাহউক, মাতঃ! ত্বদীয় জ্ঞানকৃত অপরাধে আমাকর্ত্তৃক রমণীকুলের প্রতি চিরশাপ প্রদত্ত হইল, মহিলাগণ কখনই গুপ্ত বিষয় অব্যক্ত রাখিয়া গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। তিনি এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তদীয় পরিবারগণকে আনয়ন করত একত্রে সার্ব্বজনীন উদক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক দেহশুদ্ধি সম্পাদনে কুরুক্ষেত্রের প্রদেশবিশেষ ভাগীরথী তীরে এক মাস অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সময়ে সময়ে রাজদর্শনে তথায় বেদব্যাস ও নারদাদি অসংখ্য মুনিঋষির সমাগম হওয়ায় তীর্থবাসই স্বর্গীয় আবাস স্বরূপ হইয়া উঠিল। একদা উচ্চমনা নারদ ভারতোদ্ধার জন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ভাগ্যশালী বলিয়া প্রশংসা করায় শোকসন্তপ্ত পাণ্ডবাগ্রজ তাঁহাকে সবিনয়ে কহিলেন, তপোধন! মহানুভব কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবল এবং আপনাদের চরণপ্রসাদে হৃতরাজ্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞাতিবধ ও পুত্রবিয়োগ জন্য এ বিজয় শোকাবহ পরাজয়ে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা অযুত-মাতঙ্গ-পরাক্রমী কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। কর্ণ অমিততেজা ও অসদৃশ নীতিনিপুণ ছিলেন, তিনি মাতৃমুখে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব পরিচয় জানিয়াও ভীরুতা অপবাদ ভয়ে উপস্থিত সমরে আত্মমিলন না করিয়া অসমান প্রতিযোধ নিবন্ধন চারি ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমরা বরং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছি। হে মুনে! মহাত্মা কর্ণ পাশক্রীড়া সময়ে দুর্য্যোধনের প্রীতি কামনায় কটূত্তর করিয়া আমার ক্রোধ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয়ে মাতৃপদের সাদৃশ্য থাকায় তদ্দর্শনে আমার অসীম জাতক্রোধ শমিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সম্ভবপর পদচিহ্ন স্মরণ পূর্ব্বক যারপরনাই ব্যথিত হইতেছি। এমন কি সংসারে পুনঃপ্রবেশ করিব না, বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব।

তিনি এই বলিয়া বন্ধুগণ বিয়োগশোকে ব্যাকুলিত হইলে তদীয় উদাসব্যঞ্জক কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন, রাজন! শোক পরিত্যাগ করুন। গতানুশোচনা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উচিত নহে। নিখিলপ্রাণী মৃত্যুর অধীন; কাল পূর্ণ হইলে অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে; অজ্ঞ

ব্যক্তিরাই সেই গতাসু ব্যক্তির জন্য অনুতাপ করিয়া থাকে; কিন্তু পরলোক-গামীরা মৃত্যুর পরক্ষণে পরিত্যক্ত সংসারের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করে না। বস্তুতঃ পুত্র-কলত্র, বন্ধুবান্ধবাদি অনিত্য সম্বন্ধ,—জীব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াই সম্বন্ধের অধীনতা স্বীকার করে। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়া স্বজন-মোহে মুগ্ধ হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ কুলধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক জনক্ষয় করায় বীরবৃন্দ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিয়া মহাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং প্রাণীহত্যাজনীন পাপেও আপনি লিপ্ত হইতেছেন না। তথাপি একান্তই যদি সামরিক পাপ সংক্রামক ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন; রাজধর্ম্মে গতপাপ হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আপনি রাজনন্দন এবং স্বয়ংও অধিরাজ, অতএব রাজকীর্ত্তি প্রকৃতি রঞ্জন পূর্ণ মাত্রায় না করিয়া রাজত্বের কিশোর দশায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই-রূপে মহর্ষি নারদ, ব্যাস, বাসুদেব, পাঞ্চালী ও তদীয় অনুজগণ প্রভৃতি রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম পালনে অনুরোধ করিলে তিনি অগত্যা প্রকৃতিস্থ হইয়া হস্তিনা গমনে অনুমোদন করিলেন। যাত্রাকালে প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া কামিনীদিগের করুণ কলস্বর শূন্যাকাশ ভেদ করিয়া চলিল। সুচারু বদনা উত্তরা পতিবিরহে একবারে অধীর হইয়া সহচরী-সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন;—

সুখদ বসন্ত ঋতু আওল মনঃহর,
চরাচর ভেল কুতূহলি।
পিক বধু স্বর ডারি নিয়ত ই গাওত,
নায়ক নায়িকা তনু দলি॥

কালীয় বরণ অলি কলি কলি ঘূমত,
নব মধু পিয়ে মাতোয়ারা।
মলয়া মরুত মরি চুনি চুনি আনকে,
ছড়াও ত পরাগ পশারা॥

দোদমা পাপিয়া বহু মুহুঃ মুহুঃ কুজই,
ছাড়ই পর পঞ্চম রাগ।
করম কি ফের মম এতে সুখ স্বজনি,
মরমে লাগই যেন লাগ॥"

শচ্ কছু নহু হাম বিনু সেই নাগর,
রোতে রোতে রঙ্গিলা নয়ান।
আঁধিয়া করিয়া মুঝে কো সে বাদ সাধল,
হরি নিল পতি ধন প্রাণ ॥

কুসুম শয়ান পর যো শুভ দিনে সই,
নয়া নয়া ভেট প্রভু সাথ!
সো দিন অবধি হম দাসী হই উনক,
সোহওল অভাগিনী নাথ ॥

আধাবরষ গেল ওইছে গোঁয়ায়নু,
অব কাঁহা নাগর রাজ।
চৌদিক নিরমল মেঘ নাহি নিরখিয়ে,
তব হুঁ গিরল শিরে বাজ ॥

মধুর পূর্ণিম রেতে মেঘ জাল উদিল,
চাঁদনী হইল লুকি কায়।
তরুণী তরণী ছোড়ি কাণ্ডারি পালাওল,
ডোল ত হি—মদন কি বায় ॥

নূতন পিরিতে হাম ডগ মগ সখিয়া,
প্রিয় লাগি ইতি উতি ধাই!
হরি হরি—বিপদ তিরপিত নাহি ভেল,
কাড়ি নিল নিঠুর বিধাই!

বিরাট নন্দিনী এই প্রকার আক্ষেপ করিলে উত্তরা বিলাপের ক্ষীণ গীতিকা গুরুজনকে লজ্জা করিয়া তুমুল কোলাহল মধ্যে মিশিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মাগণ নারীগণের ক্রন্দনআবেগে বহুকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করত হস্তিনায় উপনীত হইলেন। অতএব পাঠক এক্ষণে "কপালঃ কপালঃ কপালো মূলঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনানগরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি, মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জল প্রদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায়, কুরুবংশে বীরাঙ্গনা বিলাপ নামক একচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ।

হস্তিনানগর—ধর্ম্মের রাজ্যাভিষেক।

(নর-নারী উৎসব)

"কপালঃ কপালঃ কপালো মূলঃ"

অদৃষ্টই ফল ভোগের প্রধান কারণ, ভাগ্যবলে অসাধ্য কার্য্যও সাধিত হইয়া উঠে;—মহারাজ যুধিষ্ঠির সৌভাগ্যবলে বিপদের দুস্তর সিন্ধু অতিক্রম করত বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন;—রম্যনগর হস্তীনায় ধর্ম্মের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল—মহামতি যুধিষ্ঠির পুণ্যধাম কুরুক্ষেত্রে গতায়ু বীরবৃন্দের স্বর্গীয় কার্য্য ও সুধীগণ কর্ত্তৃক শোকাপহত চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রকৃতিনাথ হরি এবং পরিবারবর্গ সহিত হস্তিনায় উপনীত হইলে তদীয় রাজ্যাভিষেকের জন্য সজ্জীভূত রাজধানী রমণীয় পদার্থে দেব নগরীর ন্যায় অনুপম শ্রী ধারণ করিল। প্রজাপুঞ্জ সুসজ্জ হস্তীনার অভিষেক সজ্জা দেখিয়া পরস্পরা কহিতে লাগিল;—রাজভবন একে পার্থিব সুরলোক, তাহাতে আবার চৌদিক্‌পূর্ণিত মঙ্গলময় দ্রব্যে শান্তির বিহার ভূমি বলিয়া বোধ হইতেছে! নগরময় বায়ু বিলাসী অসঙ্খ্য মনোহর শুভ নিশান ও স্থানে স্থানে রত্নজাল জড়িত লতিকা প্রসূন রাশিতে কৃষ্ণজয় পদাঙ্কিত কৃত্রিম তোরণ দ্বার প্রস্তুত হইয়াছে। মহাত্মা সকল হরিময় ভাবে বিহ্বল, কুশ রজ্জুতেও হরি নামাঙ্কিত আম্র-শাখা এবং চন্দনাক্ত নবীন বনকুসুম গ্রন্থন করিয়া সমস্ত রাজগৃহের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছেন! আরও প্রতি দ্বারদেশে নবীন কদলী তরু তলে মঙ্গলময় হেমঘট যেন উর্দ্ধফণ বিষধরের পতিত মহামূল্য মণি মস্তকে ধারণ করিয়া

অন্যের কর্ণগোচর হইল না; তূরি, ভেরী, ও শঙ্খ প্রভৃতি প্রচুর রণবাদ্য নিঃস্বনে মূর্ত্তিমতী রাগ-রাগিণীরা যেন দলবলের সহিত আসিয়া রাজধানী কলরবের প্রিয়নিকেতন করিয়া তুলিলেন। তিনি সুসময়ে হিরণ্ময় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব ও পুরোহিত ধৌম্যকর্ত্তৃক লাজ, চন্দন, চূয়া সংশক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খজলে অভিষিক্ত হইয়া দীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ গণকে অপ্রমেয় দান করত সসাগরা ধরার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন।

রাজর্ষি ধর্ম্ম এইরূপে পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সম্মান করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি ভাগ্যবলে ভ্রাতৃগণ সহিত মহাসমরে বিজয়ী হইয়া রাজলক্ষ্মী হস্তগত করিলেন, বসুমতীর পতিত্ব ভার যোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইল। অতএব এক্ষণে রাজব্রত প্রজারঞ্জন করিয়া আপনি সুদীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করুন।

সম্রাট্ যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মাগণ! প্রজারঞ্জন আমার অবশ্যকর্ত্তব্য-কার্য্য; অতএব আপনারা সর্ব্বদাই আমাকে অনুশাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জের হিত সাধন করুন। কিন্তু আমি নামমাত্র মহীপাল, পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ তাতই সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর, পাণ্ডবেরা তদীয় চিরক্রীত দাস। আমি জ্ঞাতিবধ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়া কেবল গুরু শুশ্রূষার জন্য জীবন রাখিয়াছি। বস্তুত তিনি আমাদের গুরু ও পিতৃস্থানীয়, আপনারা উঁহাকেই সম্রাট জানিয়া পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করত মদীয় প্রীতিভাজন হউন।

মহাত্মা ধর্ম্মের এই সুজনোচিত প্রার্থনায় সকলেই তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলে কপটী ব্রাহ্মণ চার্ব্বাক তাঁহাকে চীৎকার পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনার এই সুমধুর কথায় কেহই তৃপ্ত নহেন, আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া যে পাপার্জ্জন করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রাণত্যাগ-প্রায়শ্চিত্ত করাই ইঁহাদের অভিপ্রেত। দ্বিজগণ আপনাকে পৃথিবী-কণ্টক শঠপ্রধান বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন।

মূঢ়মতি চার্ব্বাকের কল্পিত পরিবাদে সকলেই বিষম বিরক্ত হইলে প্রশান্তচেতা যুধিষ্ঠির বিমর্ষভাবে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি লোক-নাশের হেতুভূত প্রকৃত অপরাধী, অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন, এখনই পাপদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরণী পবিত্রীকৃত করিতেছি।

তিনি এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী "আমরা কেহই ত্বদীয় নিন্দাবাদ করি না" তাঁহাকে এই কথা বলিয়া মিথ্যাবাদীর প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলেন—পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত—দুরাত্মা চার্ব্বাক ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রাক্ষসকায় ধারণপূর্ব্বক গতায়ু লক্ষণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভগবান বাসুদেব "দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা চার্ব্বাক তদীয় সৌহৃদ্যবশতঃ বিপ্রবেশে ধর্ম্মরাজের অহিতাকাঙ্ক্ষী ছিল" বলিয়া গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নবভূপতি যুধিষ্ঠির রক্ষঃদেহ অগ্নিসংস্কার ও মৃতগণ উদ্দেশে পুনরায় ভূরিভূরি দানাদি করিয়া ভ্রাতৃগণের বাসভবন ও রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা জন্য বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের গৃহ, যৌবরাজ্য; ধনঞ্জয়কে দুঃশাসনের মন্দির, শক্রনিগ্রহণ; নকুলকে দুর্মর্ষণের আবাস, সৈনিক পরীক্ষা; সহদেবকে দুর্ম্মুখের ভবন, প্রধান মন্ত্রীত্ব; বিদুরকে রাজচক্র সমালোচন; সঞ্জয়কে আয় ব্যয় পরিজ্ঞান, ধৌম্যকে শুভকার্য্যানুষ্ঠান; যুযুৎসুকে বৃদ্ধরাজসেবা; ও ধৃতরাষ্ট্রকে সকলের কর্ত্তৃত্বভার দিলেন। স্বয়ং রাজযোগ্যভবনে অবস্থান ও সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত স্থির করত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—

প্রপঞ্চ বিশ্বের পতি প্রভু পরমেশ!
তোমার চরণ আশে,
সুরপতি সুরবাসে;
কৈলাসে মুদিয়া আঁখি ভাবেন উমেশ।

বিজন কানন খণ্ড ভূধর গুহায়:
যোগিগণ যোগাসনে,
তোমারে ভাবেন মনে;
অস্থিচর্ম্ম সারদেহ ধূসর ধূলায়।

কবিতা কাননে কবি করি গুঞ্জরণ:
তব মধুময় গুণ,
প্রকাশিয়া পুনঃ পুনঃ;
করয়ে জগৎকর্ণে অমিয় বর্ষণ।

বিজিত রাজত্ব আমি না ভাবি যে ভার:
তুমি যে জনার প্রতি,
সুপ্রসন্ন রমাপতি!
দেবারাধ্য ব্রহ্মপদ তুচ্ছপদ তার।

অযুত নরক শাস্তি ও নাম স্মরণে:—
মুহূর্ত্তেকে হয় দূর,
কালগর্ব্ব করি চূর;
মহা মুক্তি পায় পাপী ওই শ্রীচরণে।

সংসার সাগর বক্ষে জীর্ণ দেহ তরি:
কবে কালবায়ু আসি,
স্বীয় তেজ পরকাশি;
কারণ তরঙ্গ তুলি ডুবাবে শ্রীহরি!—

স্মৃতি গো তোমারে ডাকি হওমা সদয়!
শমন ধরিলে কেশে,
ডাকি যেন হৃষীকেশে;
লভিতে চরমে চির নির্ব্বাণ আশ্রয়।

স্তাবকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবম্বিধ স্তব করিলে ভবভাবন মাধব মৌনভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মের ঐকান্তিক ধ্যানে তিনি তদ্গতচিত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করত যোগবিদ্যা বিশারদ মুমূর্ষু ভীষ্মের নিকট ত্বরায় সৎশিক্ষা গ্রহণে তাঁহাকে আদেশ করিলেন। তত্ত্বস্পৃহ প্রধানপাণ্ডব তত্ত্বাতীতের শ্রীমুখে এই মহোপদেশ শ্রবণে তিনি ভ্রাতৃগণ, ও অমাত্যবর্গ-সমবেত ভগবান্ কমলাপতিকে অগ্রবর্ত্তী করত রথারোহণে তথায় গমন করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "গুণীগুণং বেত্তি নবেত্তি নির্গুণঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে কৌরব শিবিরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বান্তর্গত রাজ ধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়।

কুরুবংশে ধর্ম্মের রাজ্যাভিষেক নাম দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ।

কৌরব শিবির—ধর্ম্মগীতা।

(মহাবিজ্ঞান)

"গুণীগুণং বেত্তি নবেত্তি নির্গুণঃ"

গুণবান ব্যক্তিই জ্ঞানাচার্য্য গুণিগণের গুণজ্ঞ হইতে পারেন, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কথনই নিষ্কলঙ্ক সাধুপ্রকৃতির ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই; ভারতের বহুল জ্ঞানবৃদ্ধগণ সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবই মহাত্মা ভীষ্মের মাহাত্ম্য অবগত থাকায় তৎকর্ত্তৃক কৌরব শিবিরে ভীষ্মদেব বক্তা ও যুধিষ্ঠির শ্রোতা হইয়া মহাবিজ্ঞান ধর্ম্মগীতার অবতরণিকা হইল;—যশোরাশি যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ, অমাত্যবর্গ ও উপদেষ্টা কেশব সহিত অশ্বতরী আরোহণ করিয়া মহাত্মা ভীষ্মের সাক্ষাৎপরিলাভের জন্য শিবিরে উপনীত হইলে তদীয় সুপ্রসন্নদর্শন তাঁহাদিগকে বিস্ময়রসাপ্লুত করিল! দৃশ্যকুতূহলী দর্শকগণ কৌরব শিবিরকে মেঘমলিনা শুক্ল নিশার ন্যায় নিষ্প্রভ পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া পরস্পরা কহিতে লাগিল;—শিবিরের আর পূর্ব্বভাব নাই, শান্তির সহিত ইহাও যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছে। সরক্তকায় সৈনিকবৃন্দের আর পদার্পণ নাই; শ্বেতশ্মশ্রু মহর্ষিরা অক্ষমালা হস্তে নিয়তই উপবিষ্ট আছেন। রক্ষিগণের আর উন্মুক্ত অসি নাই; তাহারা সকোষ অসি কোটিবন্ধে ধারণ করিয়া বিবেকের সহচরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। পরিখা-নীরে মাংসাশী শ্বাপদগণ সন্তরণ করিত, এখন তাহা কৈ? হংস, সারস কারণ্ডব মধুর রব করিয়া জলক্রীড়া করিতেছে। ভূখণ্ডেও নরকপালের প্রবাল হার শান্তি হরিয়া লইয়াছেন, তীক্ষ্ণাংশুর অংশুমালা ইঁহার হরিৎগ্রীবায় দুলিতেছে!

দর্শকগণ কুরুনাথের শ্রীহীন শিবিরের এইরূপ অবনতি দশা আলোচনা করিতে করিতে শরশয্যা শয়িত ভীষ্মের অনতিদূরে অবস্থান করিয়া শোণিত সংলিপ্ত ত্বদীয় জ্যোতির্ম্ময় দেহ অস্তোন্মুখ দিনকরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ভাগধেয় ভীষ্ম পূর্ব্ব হইতে পুরুষোত্তম হরিপদে মনঃসংযম করিয়া স্তব করিতেছিলেন;—হে বাসুদেব! তুমি বিধি, বিষ্ণু, মহাদেব এবং বসুদেবগণেরও দেবতা। হে জগন্নাথ! তুমি জগতের নাথ, উমার সহিত উমেশ তোমাকে কায়মনে প্রণিপাত করেন, তোমাকে নমস্কার। হেষড়ৈশ্বর্য্যবান! মনীষিগণ তোমার কৃপাবলেই সাযুর্য্য-শাশ্বতাদি পরম গতিলাভ করিয়া থাকেন। তুমি নির্ব্বিকল্প! তোমার বিকল্প নাই, কল্পে কল্পে সংসার ধ্বংস করিয়া আবার পূর্ব্বজগতের বিকল্প সাধন কর; তোমাকে নমস্কার। হে অনাদি! তুমি আদি সীমাপরিশূন্য, শূন্যময় প্রলয় প্রকৃতির বক্ষে অদ্বৈতরূপে অবস্থিত হও। পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বভূতের অবলম্বন, কর্ম্মফল তোমায় অর্পণ করিতে পারিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; তোমাকে নমস্কার। প্রভো! তুমিই প্রলয়কর্ত্তা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, তুমিই সৃজনকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ, তুমিই সংহারকর্ত্তা মহারুদ্র, এবং তুমিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণুপদবাচ্য হও। তপ, যপ, ধ্যান, ধারণা সকলি তোমার উদ্দেশে হইয়া থাকে; তোমাকে নমস্কার। ঋক্‌যজুর্ব্বেদ যাহার তেজ, পঞ্চহবি, সপ্ততন্তু যাহার অভিধা, ত্বদীয় সেই যজ্ঞরূপ ও সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হোমরূপকে নমস্কার। সন্-তিঙন্ত পদসকল অঙ্গ, সন্ধি পর্ব্ব, ও স্বর-ব্যঞ্জন অলঙ্কারিক ত্বদীয় শব্দব্রহ্ম রূপকে নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি ভূত, মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত নমস্য, তোমা ভিন্ন প্রপঞ্চ বিশ্ব গতিবিহীন, অতএব অনাথ ভীষ্মের প্রতি একবার প্রসন্ন হও।

জপসিদ্ধ ভীষ্ম প্রকৃতি পাবন নারায়নের এইরূপ স্তব করিতে করিতে বহির্জগতে তদীয় শ্যাম-কমনীয়কান্তি দর্শন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আগন্তুকদের সম্ভাষণ গ্রহণ প্রত্যর্পণ করিলে দেব জগৎ পতি তাঁহাকে সম্প্রীতি-বচনে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি এই মর্ত্ত্য ভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় জ্ঞানী, ভবদীয় পরলোক গমনে বর্ণধর্ম্মের উপদেশলাভ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিবে।

অতএব মহামতি যুধিষ্ঠির আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দান করুন।

বহুদর্শী ভীষ্ম ভগবান কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! আমি শরানলে অবসন্ন হইয়াছি, প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন কি সম্যক্রূপে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব ত্বদীয় আদেশ প্রতিপালনে আমি নিতান্ত অক্ষম। বিশেষতঃ তুমি নির্ম্মুক্ত ও মোক্ষস্বরূপ, তোমার নিকট আমি কি অধিক ন্যায় পরতা প্রকাশ করিব? হে বিশ্বম্ভর! আমি অযোগ্য, তুমি মহাযোগ্য যজ্ঞেশ্বর পুরুষ, অতএব করুণাপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে স্বয়ং সদুপদেশ প্রদান কর।

জগৎপাতা শ্রীহরি কহিলেন, ভীষ্ম! আমি নিত্য, সত্য ও সনাতন যশস্বী, আমার কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা নাই। ভক্তবৃন্দের মান বর্দ্ধনই আমরা কাম্য বস্তু। অতএব মুমূর্ষু কালেও আপনার অটল প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়া সৌরজগৎ ভীষ্মযশো সৌরবে পূর্ণিত করিব। ধীমন্! আমার বরপ্রভাবে আপনি অদ্য স্বাস্থ্যলাভ-করুন্ এবং বক্তব্য বিষয় সকল পুনরায় ভবদীয়স্মৃতিপথে উদিত হউক্। তিনি এই বলিয়া নভোনীলহ্রদে স্বর্ণকুম্ভের ন্যায় সূর্য্যদেবকে মগ্ন হইতে দেখিয়া সন্ধ্যানুমান করত তাঁহাকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বকপাণ্ডবাদি সহচরগণ সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধ্যা-বিগমে রাত্রি, রাত্রি বিগমে আবার জগৎ দিবালোকে ভাসিল। নরোত্তম কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ সহিত রথমার্গে পুনরায় ভীষ্মসমীপে উপনীত হইলেন। তখন মতিমান্ ধর্ম্ম, জগৎগুরু মাধবকে ভীষ্মের প্রতি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলে বসুদেব তনয় বসুঅবতার ভীষ্মকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! পাণ্ডবাগ্রজ স্বীয় রাজ্য লাভে ত্বদীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন বলিয়া লজ্জা প্রযুক্ত সম্মুখীন হইতেছেন না, আপনি আমাকেই ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দান করিয়া ধর্ম্ম-রাজের অভিলাষ পূর্ণ করুন্।

ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম তাঁহার বাক্যে ইষদ্ধাস্য করিয়া পাণ্ডবপ্রধানকে আহ্বান করিলে কীর্ত্তি কুশল যুধিষ্ঠির তদীয় পদতলে নিপতিত হওয়ায় শান্তনব তাহার শিরোঘ্রাণ লইয়া উপবেশনানুমতি করত কহিলেন, বৎস! যুদ্ধই রাজ-

কুলের প্রধানধর্ম্ম, সমরে দেহান্ত হইলে স্বর্গলাভ, বিজয়ে পুরুষকার প্রদর্শন হইয়া থাকে ; অতএব লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা কর, আমি পরম পুরুষ বাসুদেবের অনুকম্পায় স্বাস্থ্য ও পবিত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি।

নীতি বিশারদ ধর্ম্ম পিতামহের আশ্বাস প্রাপ্তে তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নৃপকুল আচরিত রাজধর্ম্মকেই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা মহান্ কীর্ত্তিকর বলিয়া স্বীকার করেন। বস্তুতঃ রাজা স্বধর্ম্মচারী হইলে ইহলোকে প্রজারঞ্জন ও পরলোকে ইন্দ্রাসন লাভ করিতে পারেন। অতএব আপনি সেই দুর্জ্ঞেয় রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

কৃষ্ণ প্রেমানুরাগী শান্তনুতনয় একাগ্রমনা যুধিষ্ঠির কর্তৃক জ্ঞাতব্য প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, হে কুলপাবন! রাজধর্ম্ম বহুতর এবং অপরাপর বর্ণধর্ম্ম ইত্যাদির আবরণী স্বরূপ। জীবগণের পদ-অঙ্ক যেমন হস্তি পদাঙ্কে লিপ্ত হয়, তেমন সকল ধর্ম্মই শাশ্বত রাজধর্ম্মের অন্তর্নিহিত থাকে। হে বৎস! রাজপদ বহুভাগ্য লব্ধ, মহারাজ প্রকৃতিপুঞ্জের আশ্রয় ও ধর্ম্ম রক্ষক বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হন্। রাজা দুর্ব্বলের বল, নৃপবিহীন অরাজক দেশে সর্ব্বদা আত্মবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। নাথবান্ রাজ্যে লোক দ্বারউদ্‌ঘাটন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। কারণ, নৃপতি হুতাশন, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি দুষ্টদিগের দণ্ডদান কালে অগ্নিমূর্ত্তি, প্রজারঞ্জন কালে সূর্য্যমূর্ত্তি, বিদ্রোহী আততায়ী বিনাশ কালে মৃত্যুমূর্ত্তি, ধর্ম্মশীলগণ পক্ষে ধর্ম্মরাজ যমমূর্ত্তি এবং কোষ রক্ষণ কালে কুবের মূর্ত্তি লক্ষিত হন্। রাজধর্ম্মবলেই রাজ্য সুখ-মঙ্গলের আগার হয়; সুতরাং এরূপ রাজপ্রসাদ লাভ করা লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজারঞ্জনও রাজার সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনীয়। অতএব হে রাজন্! দেব দ্বিজের প্রীতিসাধন রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, ভূদেব ব্রাহ্মণ নৃপতির প্রতি তুষ্ট থাকিলে তাঁহার কায়িক অর্চ্চনা জনিত দেবকুল পরিতুষ্ট হইয়া মহীপালকে দৈববল দ্বারা জয় মঙ্গল প্রদান করেন। বস্তুতঃ রাজা ও বিপ্র এতদ্দ্বয়ের

নৈসর্গিক সেব্য সেবক সম্বন্ধ; কোন পক্ষ এই আচার বিপর্য্যয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। মহীপাল সপরিবার ব্রাহ্মণকে স্বীয় ধন দ্বারা প্রতিপালন, ব্রাহ্মণও তদীয় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবেন। ব্রাহ্মণ ন্যায়-পথের বিপরীতগামী হইলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব উৎসেধ হইবে, রাজদণ্ডও অবশ্যই তাঁহাকে শাসন করিতে পারিবে। রাজা লোভী, প্রমাদী বারবিলাসী, ব্যসন প্রিয় ও পরশ্রীকাতরাদি পাপাচারী হইলে ঐহিকে তাঁহার অবনতি এবং পরিণামে চতুরশীতি নরকে তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিনি কেবল বিকসিত পলাস কুসুমের ন্যায় শোভমান হইলেই মহাসনের উপ-যুক্ত পাত্র হন না। যজ্ঞ, হোম, দেবার্চ্চনা পরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপদেশ গ্রহণ, বীরচর্য্যা এবং দয়া, দান, সত্য, শীলতা, সততা, জিতেন্দ্রিয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্ম যাজনা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি বহুতর সদ্‌গুণে তাঁহার অলঙ্কৃত থাকা উচিত। তদ্ভিন্ন মিতব্যয়িতা পক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা শ্রেয়স্কর, অমিতব্যয়িতা দোষে রাজকোষ নির্দ্ধন হইয়া পড়ে। ফলত তিনি নিরলস হইয়া সার্ব্বজনীন পর্য্যবেক্ষণ করত সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিবেন। স্বরাজ্য ও প্রান্ত রাজ্যে গূঢ়চর নিযুক্ত করিয়া সময়ের শুভাশুভ গতি দেখিবেন। রাজ্য সীমায় সর্ব্বদাই সৈন্য সমাবেশ রাখিবেন। জয় প্রত্যাশা থাকিলে প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্য মিত্র-রাজাদের সহায়তা করিতে বিমুখ হইবেন না। কিন্তু মনের একাগ্রতা না হইলে লাভবান্ আত্মকার্য্যেও নিবৃত্ত হইবেন। দুর্গ মধ্যে প্রচুর সৈন্য আহরণ ও কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ অনিচ্ছায় শত্রু-গণকে বহির্বিষয়ের আড়ম্বর প্রদর্শন করিবেন; কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে নীত হইলে পরাঙ্মুখ না হইয়া স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য দান পূর্ব্বক সমরে অবতীর্ণ হইবেন। হে বীর! যুদ্ধে মৃত্যু বীরগণের চির বাঞ্ছনীয়, অতএব আত্মীয়গণের জন্য তুমি শোক করিও না, তাঁহারা পরম গতি লাভ করিয়া জরা মরণ রহিত দেশে অবস্থান করিতেছেন।

মহানুভব যুধিষ্ঠির জ্ঞান প্রবীণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক সুজন রুচি সম্মত ধর্ম্মকাহিনী শুনিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, পিতামহ! আপনার জ্ঞান গ্রথিত মধুময়

বাক্য শ্রবণে আমি যার পর নাই পুলকিত হইলাম, এক্ষণে রাজধর্ম্মের অন্তঃর্গত বর্ণধর্ম্মের বিষয় দাসকে অনুজ্ঞা করুন।

যশোধন ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বর্ণধর্ম্ম সনাতন নিয়ম; কিন্তু আদিম কালে বর্ণভেদ হয় নাই, জীব আপনাপন কর্ম্মবশে উচ্চ, উগ্র, শাম্য ও মিশ্র ভাবাপন্ন হওয়ায় গুণিগণ গুণাত্মিকা বিবেচনায় বর্ণবিভাগ করত সেই বর্ণগত কার্য্যকলাপ অনুসারে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব কল্পনা করিয়া যথাক্রমে নিকৃষ্ট মর্য্যাদা প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব আদিবর্ণ ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থাদি সকল ধর্ম্মে উঁহাদের অধিকার আছে, ব্রাহ্মণ ভোজনেই দেবার্চ্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া ভগবান্ মনু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদপাঠ, লোভহীন ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণের স্বতঃ সিদ্ধ লক্ষণ, স্বধর্ম্মবর্জ্জিত বিপ্রশূদ্রমধ্যে পরিগণিত হয়েন। ভূদেব ব্রাহ্মণ কখনই অর্থসঞ্চয় করিবেন না। ধর্ম্মভীরু ক্ষত্রিয় ও রাজনিচয়ের নিকট দানগ্রাহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ, হোম, দেবার্চ্চন ও বিলাস নিস্পৃহতায় পুত্রকলত্র পরিপোষণ করত বীরযোনি ক্ষত্রিয়দিগকে অর্জ্জকের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া লইবেন। ক্ষত্রিয়েরা যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন ও চতুর্ব্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বভাবের শান্তিরক্ষক রাজার সহযোগী হইবেন। তিনি রাজা হইলে স্বরাজ্য, করদ রাজ্য ও শাসনতন্ত্র হইতে অর্থগ্রহণ, নতুবা বীরোচিত রাজ সেনানী পদ গ্রহণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। সমরে জীবন প্রিয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক পশ্চাৎপদ হইবেন না, বৈশ্যেরা যজ্ঞ দান-অধ্যয়ন এবং সাধুতা-বাণিজ্যদ্বারা ধনসঞ্চয় ও পশুপালনের ভারবহন করিবেন। চতুর্থবর্ণ শূদ্র কেবল বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিলেই সুখী হইতে পারিবে। পরবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করা শূদ্রের বিধেয় নহে, দাসত্ব লব্ধধনে তাহার গৃহপোষণ হওয়া উচিত। ধর্ম্মাচারীশূদ্র পোষণাতীত ধন প্রভুকে প্রদান, বৈশ্বদেব বলিদান অথবা গ্রহশান্তি প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, শূদ্র বৃদ্ধ অথবা নিঃস্ব হইলে বর্ণত্রয় তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, শূদ্রদাস অপত্যহীন হইলে

তদীয় প্রতিপালক জলপিণ্ড প্রদান করিবেন। কিন্তু হে ধর্ম্মরাজ! এই বর্ণনিচয়ের মধ্যে সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ চলিত থাকায় মিশ্রজাতিতে যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের স্থিরতা নাই, সঙ্করগণ কেহ শূদ্রতুল্য; কেহ অস্পৃশ্য নীচ বলিয়া পরিগণিত, ফলত সকল জাতিই রাজা ও ব্রাহ্মণের নিকট অবনত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে।

শাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মের এই অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া স্থিরচেতা যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার নিকট বর্ণধর্ম্মের কথা শুনিলাম এক্ষণে আপদ্ধর্ম্মের বিস্তার বিবরণ দাসের অনুকূলে প্রকাশ করুন।

মতিমান্ গঙ্গানন্দন কহিলেন, বৎস! ইহলোকের ত্রাণমূলক আপদ্ধর্ম্ম ব্যক্তি মাত্রের শ্রোতব্য, আপদকালে রাজাপ্রজা সকলেই একাগ্রতা প্রদর্শন করিবেন। বিশেষত রাজা আপদ হইতে অহর্নিশি অন্তর থাকিবার চেষ্টা করিবেন। নরনাথ বিপদ্গ্রস্ত হইলে রাজ্যে ধর্ম্মশঙ্কর উৎপত্তি ও বহুসংখ্যক লোক সর্ব্বার্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভাবী বিপদে সাবধান অনাগত বিধাতা, উপস্থিত বিপদে সাবধান প্রত্যুৎপন্নমতি, ও বিপদে হতাশ ব্যক্তিকে দীর্ঘসূত্রী বলে। অতএব বিপদে হতাশ হওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, ধৈর্য্য সহকারে বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতি বাসনা করিবে। মহীপাল বলহীন জনিন শত্রুকর্ত্তৃক বিপন্ন হইলে প্রথমতঃ দূত, পরে উভয় পক্ষের সম্মানিত ব্যক্তিদ্বারা সন্ধি ইচ্ছা করিবেন। সন্ধিলিপ্সু নৃপতি তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়া কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিষমিশ্রিত ও নদীগর্ভে, ভূগর্ভে, এবং কৃত্রিম পুত্তলিকা দ্বারা বিপজ্জনক কৌশল করিয়া রাখিবেন। তাহাতে নিরপেক্ষ প্রাণী হিংসা হইলেও ষড়যন্ত্রীর দায়িত্ব থাকিবে না, এমন কি কোন মতে রাজ্যরক্ষায় অপারক হইলে স্বদুর্গে অগ্নিসৎকার করিয়া আত্ম গোপন করত প্রতিহিংসায় উদ্যোগী হইবেন। মাতৃভুমি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাপ্রবাদের সার্থকতায় চারিবর্ণই অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। নিরুপায় বিপদকালে লোক অযাজ্য যাজন ও অধর্ম্মাচরণ করিয়া কুলমান জীবন রক্ষা করিলে

সাময়িক প্রায়শ্চিত্তে তাহা খণ্ডন হইতে পারিবে। অসাধু ব্যক্তির ধনাহরণ পূর্ব্বক সাধুব্যক্তিকে দান করিলে ধন গৃহীতাকে পরস্বাপহরণের পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না; মিথ্যাবাক্য দ্বারা পরজীবন রক্ষাকরা পুণ্যব্যতীত পাপের কারণ হয় না; পাপগ্রস্তগুরুত্যাগী ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে দূষণীয় হইতে পারে না। পুণ্যজগতে পিতা-মাতা-গুরু-শিষ্যাদি সম্বন্ধের অনুরোধ নাই। একমাত্র ধর্ম্মের অনুরোধ-বিরোধেই জীব শুভাশুভ ফল ভোগ করে। অপিচ হে বৎস! পাপ-পুণ্য পরস্পরের প্রসমন শক্তি নাই বরং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পূর্ণ উপার্জন না হউক দেহ নিষ্পাপ হয়; কিন্তু সুরাপান ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী গমন, ব্রহ্মস্বহরণ, সুবর্ণাপহরণ এই পঞ্চপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ হইতে ক্ষয়ীভূত নহে, পাপকর্ত্তা তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেই তাহার শাস্তি বিধান হয়। মহারাজ! যে সকল অধর্ম্ম ইহ-পরলোকের আপদ শান্তির নিমিত্ত একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাই আপদ্ধর্ম্ম এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ; অতএব বিমল রাজকুল ধর্ম্মকে যদি আপদ্ধর্ম্ম ভাবিয়াও সন্দিহান হইয়া থাক, তবে যজ্ঞাদি পুণ্যময় সৎকার্য্যে প্রাণী হিংসার অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর।

পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজ্য লোভে বহুতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব তাহার প্রতিকার করা আমার একান্ত কামনীয়। এক্ষণে আমি মুক্তিবিষয় মোক্ষধর্ম্ম শুনিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া মোক্ষ বিষয় বিশদ রূপে কীর্ত্তন করুন।

তত্ত্বপিপাসু যুধিষ্ঠিরের মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ স্পৃহা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম বহুদ্বার সঙ্কুল, কিন্তু মোক্ষধর্ম্ম "গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচর্য্য, ও সন্ন্যাস" এই চারি ভাগে বিভক্ত। সন্ন্যাসী, মোক্ষ; বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মলোক; গার্হস্থধর্ম্মী, দেবলোক ও ব্রহ্মচারি ঋষিলোক লাভ করেন এবং ঐ চতুর্বিধধর্ম্ম বহুল প্রকারে যাজন হয়। কিন্তু মনুষ্যমাত্রে সত্য, সারল্য, দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা ও জিতেন্দ্রিতা থাকা এবং পিতা মাতা ও গুরুজনকে দেবতুল্য অর্চ্চনা করা সর্ব্ববাদী সম্মত; অথচ গার্হস্থ ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনীষিগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়; কারণ, গার্হস্থধার্ম্মিক পাপের অভিনয়ধাম সংসারে থাকিয়াও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করত পূর্ণানন্দ লাভের

অধিকারী হন্। গৃহাশ্রমির রাজধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, ও আপদ্ধর্ম্মপালন এবং পিতা, মাতা, গুরুবর্গ, গুরু, আচার্য্য, দেব-দ্বিজ ও রাজভক্তি প্রদর্শন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তদ্ভিন্ন যাগ-যজ্ঞ দান-পূজা-ব্রত-আতিথেয়ও তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হয়। তিনি আরও যজ্ঞ দ্বারা দেবলোক, অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিলোক, জলপিণ্ডদানে পিতৃলোক, এবং অপত্যোৎপাদন করিয়া ভগবান্ প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট ও বর্ণধর্ম্মের উৎকৃষ্ট নিয়ম পালন করত সনাতন বিভুর চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিলে দেবগণ তাঁহাকে সমুজ্জ্বল সুর-নিবাসে নীত করেন, দৃঢ়মনা হইলে যোগাচরণ করিতেও সক্ষম হন। হে কৌন্তেয়! গার্হস্থ ধর্ম্ম সকল বর্ণেরই গ্রহণীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্যা অন্যের যাজনীয় হইবে না। কারণ, উপনয়ন কালই এই ধর্ম্মের প্রবেশিকা সময়। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ নিদ্রালস রহিত হইয়া গুরু সুশ্রূষা, বেদাভ্যাস, একাহার, ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া জীবনের এক-চতুর্থাংশ গুরুগৃহে যাপন করিবেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যের এবং সায়ংকালে অগ্নির আরাধনা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইবে। গার্হস্থ ধর্ম্মের স্বজাতীয় ধর্ম্মও তিনি প্রাণপণে পালন করিবেন। ঋষি প্রণোদিত সময়ে ঈশ্বর চিন্তায় বিমুখ হইবেন না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইলে দার পরিগ্রহ না করিয়া অহিকবিলাস গুরুপদে অর্পণ করত ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত সময়ে জটাজীন কি কাশায় বস্ত্র, পৈপল দণ্ড ও নখশ্মশ্রু ধারণ করিয়া বহির্গত হইবে না; কিন্তু গৃহীলোকের বনবাসসাধ্য কষ্টকর নিবন্ধন তিনি পুণ্যার্জ্জন ছলে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে লোকালয় ত্যাগ অভ্যাস করিবেন। ভূমি, পাষাণ, বালুকারাশি, কুশ, কাশ ও মৃগ-ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাঁহার শয়নীয় স্থান হইবে। কদাচ এক এক দিন এক এক সৎ-ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইবেন; গ্রামে এক রাত্রি, নগরে পঞ্চরাত্রির অধিক থাকিবেন না। প্রথমতঃ প্রাণ রক্ষার জন্য দিবসের ষষ্ঠভাগে অতিথি ভুক্তাবশেষ কথঞ্চিৎ ভিক্ষান্ন আহার করিবেন। ফলত ঐ সময় ভিন্ন অন্যকালে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবেন না। ভিক্ষাকালে মৌনব্রতই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইবে। এইরূপে তদীয় মানবীয় দৈনিক কর্ত্তব্য ত্যাগ শক্তি বলবতী হইয়া উঠিলে তিনি গিরিগুহা ও বিজন কাননাদি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ফল,

মূল, ফুল, পত্র, শৈবাল, সলিল ও বায়ু ভক্ষণ করত বহির্ব্বিষয় পরিহার পূর্ব্বক ধ্যানযোগে অটল হয়েন। ধনাঢ্য বানপ্রস্থীরা আয়ুর প্রথম ভাগ অথবা তদূর্দ্ধ কিছুকাল গত হইলে সহধর্ম্মিনী সহিত অরণ্য নিবাস করত ত্রিসন্ধ্যা স্নাত ও একাহারী হইয়া অগ্নিষ্টোম, ব্রহ্ম, দর্শ পৌর্ণমাসিক যজ্ঞ ও দান-পুণ্য এবং সাময়িক যোগ সাধন করিবেন। ফলত ধর্ম্মপথ ব্যতীত পথান্তর হইতে মনকে আকর্ষণ এবং সময়ে স্বস্ত্রীতে রতিসত্তা সত্ত্বেও যাবতীয় ইন্দ্রিয় সংযমকারী হইবেন। হে যুধিষ্ঠির! সস্ত্রীক বন্যধর্ম্ম শ্রুতি সুখাবহ বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপরীত, নিরয় গতিপ্রদা স্ত্রী বিদ্যমানে ইন্দ্রিয় জয় করা যারপরনাই উচ্চমনা লোকের কার্য্য। অতএব অনেকেই একক বানপ্রস্থী হইয়া থাকেন। অর্থবান একক বানপ্রস্থী স্ত্রী সহবাস ভিন্ন উক্তরূপ কার্য্য করেন। সহদার নিস্ব বানপ্রস্থী যথাসাধ্য যজ্ঞ যাজন ও বন সুলভ ফলমূল দ্বারা আতিথেয় পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, একা হইলে বন-যাত্রী ব্রহ্মচারীদের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকারী হইবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম উহারই উত্তরাঙ্গনিবৃত্ত লক্ষণ; ব্রহ্মচারী কি একক বানপ্রস্থাবলম্বীর সূর্য্যকিরণ মাত্র পানশক্তি জন্মিলেই নির্জ্জরতা ও নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধন তাঁহা-দিগকে সন্ন্যাসী বলা যায়, তদ্ভিন্ন জিতেন্দ্রিয় ও জিতব্যাধি ব্যক্তিরা প্রথম হইতেও সন্ন্যাসী হইতে পারেন। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" এই বেদ প্রবাদ নিবন্ধন অভ্যাস যোগ ভিন্ন বিগত জ্বর হওয়া দুষ্কর। যাহা হউক, তাঁহাদের ক্রিয়া বিশেষে কুটিচক, কুটিচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস, হংস অপেক্ষা পরম হংস শ্রেষ্ঠ। সধবা নারীর পক্ষে পতি সেবাই উৎকৃষ্ট কার্য্য, বিধবারা মোক্ষ মূলক ঐ সকল ধর্ম্মযাজনা করিতে পারেন।

শ্রোতাশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম-কাহিনী ব্যক্ত করিলেন, উহা ভগবদ্ভাবনা পরিশূন্য হইয়া কেবল যাচনায় পরিণত হইলেই কি জীবের সদ্গতি হইবে, কিম্বা ধর্ম্ম যাজক শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় করুন, ঐ সকল ধর্ম্ম যাজন করিলে মহাজনের গন্তব্য পথে গমন করিতে পারিবেন, কি ঐ সমস্ত ধর্ম্মকেই একতর মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে?

ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মূঢ়মতি তামসিক ব্যক্তিরই অশ্রদ্ধা প্রধান কার্য্য, অশ্রদ্ধেয় কার্য্যে কিছুই ফলোপধায়ক হয় না। এমন কি অশ্রদ্ধাবান অন্নদানীদিগকে জন্মান্তরে বহুভোজী হস্তীরূপ পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীন প্রদত্ত অন্ন পরিগ্রহ করিতে হয়। অতএব প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা সত্বগুণাবলম্বী, ভগবচ্চিন্তা ও ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক সত্বগুণাকর্ষণে ধর্ম্মশীলতায় ঈশ্বরানুরাগ আসিয়া পড়ে, কিন্তু সৎসঙ্গ ও গুরূপদেশের তারতম্য বশত ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডে কাম্য কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এই দুই প্রকার যাচন প্রক্রিয়া হয়। জিতেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান ব্যক্তি কর্ম্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে নিষ্কামী কর্ম্মযোগী হইয়া চরমে সত্য সনাতন ব্রহ্ম সাযুয্য লাভের অধিকারী হন। সকামী কর্ম্মী ও ভক্ত অভিলাষানুরূপ সাল্লোক্য গতি প্রাপ্ত হয়েন। নিষ্কামী ভক্ত ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ করেন। সকামী জ্ঞানযোগী ব্রহ্মসারূপ্য এবং নিষ্কামী ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানযোগীই নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। মনীষিগণ এই শেষোক্ত ধর্ম্মকেই মূলমোক্ষ, তদ্ভিন্ন মোক্ষমূলক অপর সকল ধর্ম্মকে মুখ্যধর্ম্ম কহিয়া থাকেন। কুমার! মোক্ষধর্ম্ম মহাগতির হেতুভূত, জীবাত্মা পরমাত্মার একীভূত মোক্ষ, পর্য্যায়ক্রমে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব আত্মাকে, আত্মা অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন নারায়ণকে এবং নারায়ণ ঐ মোক্ষকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। মোক্ষধর্ম্ম পালনের জন্য শিব ব্রহ্মাও বৈরাগ্যপরায়ণ হইয়া ধ্যান-ধারণা ও তপ-যপ করেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ, বিরক্তির তুল্য সুখ, বৈরাগ্যের তুল্য ব্রত আর কিছুই নাই। মোক্ষ ভাবুকগণ, বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া জীবন্মুক্তি লাভের অধিকারী হন; বস্তুতঃ আশা বাসনা ও ইন্দ্রিয় পরাস্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য, শারীরিক রিপু জয় করিতে পারিলে অনন্ত সুখ সুলভ হইয়া উঠে। আর্থিক সংসার জীবের পক্ষে অনর্থের কারণ; পুত্রকলত্র পরিচারক ও ঐশ্বর্য্য সেবকেরা কোষকার কীটের ন্যায় আত্ম মুখ-নালে আপনি বদ্ধ হয়। হে রাজন্! অবিচক্ষণ ব্যক্তি চক্ষুসত্বেও প্রকৃতির প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল দেখিতে পায় নাই, তাহারা বিবেকের নিকট পরুষ প্রত্যাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম ভূমিতে

অসার চিতা স্তূপ বহন করে। অতএব যোগোপাসকেরা অনিত্য লীলায় জলাঞ্জলি দিয়া সনাতন পরমাত্মার অনুসরণ করেন। পঞ্চমহাভূত, মন, জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ; রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ, চিত্ত; সংশয়োৎপাদন; বুদ্ধি; বিষয়ের যাথার্থ্য নিরাকরণ করে। পরমাত্মা কারণ দেহে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়া আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া থাকেন। সত্ব-রজঃ-তম এই তিনগুণ তাহার আশ্রম। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে তাঁহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে জীবকে আর গর্ভাধার যন্ত্রণায় পতিত হইতে হয় না। কিন্তু মন অতি চঞ্চল; অতএব সাধকেরা জ্ঞানমার্গে অভ্যস্থ যোগদ্বারা অগ্রে উহা আয়ত্তাধীন করেন; কারণ মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের নৈসর্গিক সম্বন্ধ থাকায় তখন তাহাদেরও বশতা প্রযুক্ত পুরুষ অনায়াসে ক্রিয়াসিদ্ধ হন। বস্তুতঃ যোগ-সাঙ্খ্য উভয়মতে প্রথমত আত্মপবিত্রতা, অনন্তর মহানুষ্ঠান; তদনন্তর সিদ্ধ মহাত্মারা লিঙ্গ দেহেই অতর্কীয় আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হইতে সক্ষম হন। পণ্ডিতগণ দ্রব্য-ত্যাগার্থে যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগ ত্যাগার্থে ব্রত, সুখ ত্যাগার্থে তপস্যা এবং সর্ব্ব ত্যাগার্থে যোগের উপদেশ প্রদান করেন; সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, অর্থাৎ নিষ্কাম ব্রত। শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বভাবত দৈহিক ক্রিয়াদ্বারা জীবহিংসা যেরূপ পাপাবহ হয় না, তদ্রূপ "প্রকৃতির উপকার কিম্বা ঈশ্বর কর্ত্তা আমি করণ, আমা হইতে তাঁহার আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম্ম হউক" এইপ্রকার কাম্য, কামনা নহে। স্বার্থসিদ্ধির বাসনাই সকাম এবং জ্ঞানকৃত হিংসাই হিংসা কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। হে পাণ্ডব চূড়ামণে! বর্ষ-আবর্ত্ত, মাস-তরঙ্গ, ঋতু-বেগ, পক্ষ-বীচি, নিমেষ-ফেন, অহর্নিশি-সলিল, কাম-গ্রাহ, সত্য-তীর, ধর্ম্ম-দ্বীপ ও যুগরূপ মহাহ্রদ সঙ্কুল কাল নদী প্রবাহে ভূতগণ কৃতান্ত ভবনে নীত হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ যোগীগণ জ্ঞান-পোত আরোহণে তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মধামে গমন করেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, দিবারাত্রি যাহার অঙ্গ, নিষ্কলা অমা, ও ষোড়শী কলা পৌর্ণমাসী যাহার পর্ব্ব, অনন্ত যাহার গোলক, অবিরাম যাহার আবর্ত্তন, এবং যাহার আস্য বিবরে অখিলব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হয়। ব্রহ্ম-

লীন যোগীগণ যোগবলে সেই বিরাট কালচক্রের অসখ্য মহাপ্রলয় দর্শন করিতে পারেন। ক্রোষগভীরা যোজন বিস্তৃত, পাঁচশতযোজন দীর্ঘ সহস্র সহস্র দীর্ঘীকার জল প্রত্যহ একবার মাত্র কেশাগ্রে সিঞ্চন করিলে যত দিনে উহা পরিশুষ্ক হয়, ততদিনে মহাসৃজন হইতে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে স্থির, প্রপঞ্চাতীত নিশ্চেষ্টব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়প্রকৃতির সহিত বিরাজমান হয়েন। প্রলয়ান্তে উভয়ের বিকার (অংশ) পুরুষ (পরমাত্মা) প্রকৃতি (অবিদ্যা) সহযোগে বিশ্বের পুনরাবতারণা হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা পুরুষ প্রকৃতির যাথার্থ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিরুপাধিক পরব্রহ্মকে স্বভাবের ক্রিয়াবান্ অনুভব করে। ফলতঃ চৈতন্যময় পরমাত্মা জড়দেহে ব্যাপকতা রূপে ক্ষর, আবার নিশ্চেষ্টরূপে কূটস্থ অক্ষর হয়েন। যোগীগণ তাঁহার ব্যাপকতা জীবভাবকে হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তাঁহারাই সেই অক্ষর অবিকৃত, অসম্ভূত পরব্রহ্মের অবর্ণনীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে সক্ষম হন। হে বৎস! সেই মহাপুরুষ অনন্ত বিশ্বের আধেয় অধিকরণ, তদীয় অষ্টমাংশে মহাত্মা বাসুদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মকল্পান্তকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও নাশ হয়; কেবল এই অনাদি পুরুষবিষ্ণু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিশ্ব প্রকৃতিতে লয় হইয়া ইঁহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, ইনিই যোগব্রতে স্বকীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি চিন্তা করত জীবকে যোগের অনুপম সারবত্তা প্রদর্শন করেন। অতএব যোগজ্ঞেরা বিষয়নিস্পৃহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তসংযমন সহিত নির্গুণ, অথবা সগুণ যোগ আরম্ভ করিয়া থাকেন। বীজজপঘটিত সগর্ভ প্রাণায়াম সগুণযোগ, জপশূন্য নিগর্ভ প্রাণায়াম নির্গুণযোগ বলিয়া অভিহিত। ফলতঃ যেমতেই হউক, মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বায়ু স্তম্ভন সহকারে তাঁহারা কুম্ভকক্রিয়া করত যোগবলে তত্ত্বময় দেহ হইতে জীবাত্মাকে নবদ্বার সম্পন্ন দেহপুর আশ্রয়াভিহিত পরমাত্মা পুরুষের সহিত একীভূত করিতে আস্য-পায়ু বিস্তৃত যোগমার্গ সুসয়া-নাড়ীতল মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ পৃথিবী (মূলাধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে) কুলকুণ্ডলিনী মায়ার সহিত তদীয় সমতা সাধন করেন। তখন জীবাত্মা ক্রিয়াবশম্বদ হইয়া সাধকদের ইচ্ছায় যথাক্রমে ঐ পৃথিবী হইতে সলিলে

(লিঙ্গমূলস্থ ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মে) সলিল হইতে তেজে (নাভিদেশস্থ দশ-দল মণিপুর পদ্মে) তেজ হইতে বায়ুতে (বক্ষঃস্থিত অনাহত দ্বাদশদল পদ্মে) বায়ু হইতে আকাশে (কণ্ঠস্থ ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্ম) ষট্চক্রভেদ পদ্ধতিতে আত্মলয় করিয়া চিদাকাশ (ভ্রু মধ্যস্থ দ্বিদল অজ্ঞান পদ্ম) ভেদ করত প্রবৃত্তিমার্গের অন্যতম দিক্ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নিবৃত্তমার্গ দিয়া সহস্রার ক্ষরিত অমৃত রস প্রাপ্ত ও অণিমাদি অষ্টগুণ সম্পন্ন হইয়া শঙ্খিনী নামক স্থানে তুরীয় সহস্রদলে গমন পুরঃসর প্রথমতঃ সূর্য্যমণ্ডলে, তদ্পরে পরমাণুরূপে নারায়ণে, অনন্তর অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধে, অনিরুদ্ধ হইতে মনঃস্বরূপ প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে চিৎ সংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে, সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণ বিহীন হইয়া সকলের অধিষ্ঠানভূত নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে প্রবেশ পূর্ব্বক শাশ্বত মুক্তি অথবা অনাবৃত্তি শুক্লাগতি মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সকামী জ্ঞান যৌগিক জীবাত্মা উক্ত দ্বিদল হইতে প্রবৃত্তিমার্গ দিয়া সিদ্ধ হয়েন, অথবা স্ব ইচ্ছায় দক্ষিণ কর্ণ সমীপস্থ সংযমনী নাম্নী যমলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অন্যান্য ধর্ম্মাত্মারা ক্রিয়াবশে চরমে ষট্চক্রের উৰ্দ্ধপ্রয়াণ প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষান্যূন বিবিধ সদ্গতি পাইয়া থাকেন। অজ্ঞ জীব প্রকৃতি নিয়মনে অন্তিমে উৰ্দ্ধগামী হইয়াও আবার অধঃপতনে পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়, মানবগণ ঐ পঞ্চ পদার্থের ক্রমশঃ লীনকে যথাক্রমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, বক্ষ ও কণ্ঠ শ্বাস কহিয়া থাকে।

মহাত্মা ভীষ্ম মোক্ষপদ লাভজনক এই মহৎ কাহিনী বলিলে সুবিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির বিয়োগ জন্য চিন্তাভিভূত হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনি পুণ্যের আধার, ধর্ম্ম শীলতার আদর্শ, জ্ঞানের ভাণ্ডার ও বসুমতির মহা ভূষণ স্বরূপ। কিন্তু রাজ্যলোভী দুরাত্মা পৌত্রগণ কর্ত্তৃক আপনাকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল, আমরাও গুরু হত্যার মহা-পাপে চির নিরয়গামী হইলাম! সদ্গুণ বীতস্পৃহতায় আমার চরিত্র সংগঠন হইলে কখনই এরূপ পাপময় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তমো-গুণের প্রাধান্য বশতই এই ঘোর দুষ্কার্য্য করিয়াছি, অতএব অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের গুণাত্মিকা জ্ঞানযোগ প্রদান করুন।

শাস্ত্র পারদর্শী ভীষ্ম কহিলেন, তাত! বিশ্বের বহুল পদার্থ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূলভূত (মহাভূত) সমুৎপন্ন, সূক্ষ্মরূপী পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ঐ পঞ্চভূতাত্মক;—শ্রোত্র আকাশাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক রসনা সলিলাত্মক, ত্বক বাতাত্মক এবং চক্ষুতেজাত্মক বলিয়া কথিত। অপিচ পৃথিবী; ত্বক, অস্থি, মাংস, মজ্জা, স্নায়ুরূপে; তেজ—অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা, জঠরানলরূপে; আকাশ—শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয়, কোষ্ঠরূপে; সলিল; শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস রুধিররূপে এবং বায়ু—প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমানরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু জীবগণের গতিক্রিয়া সম্পাদন, ব্যান উদ্যম সাধন, অপান গুহ্যদেশে সঞ্চরণ, সমান হৃদয়ে আসন, উদানবায়ু শ্বাষপরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করে। ভূমি হইতে গন্ধ সলিল হইতে রস, তেজ হইতে রূপ বায়ু হইতে স্পর্শ, ও আকাশ হইতে জীবের শব্দ-জ্ঞান হয়। কিন্তু পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ; সলিলে রূপ, রস স্পর্শ, শব্দ; তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; বায়ুতে শব্দ, স্পর্শ; আকাশে শব্দ-মাত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব শ্রবণ আকাশের কার্য্য; চলন এবং প্রাণ-অপানক্রিয়া ও ত্বগিন্দ্রিয়তা বায়ুর কার্য্য; তাপ, প্যক, প্রকাশ, উষ্মা, দর্শন, তেজের কার্য্য; ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রক্ত, মেধ, বসা সলিলের কার্য্য; ধাতু অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু, চর্ম্ম পৃথিবীর কার্য্য। গুণ-বিষয়ে—স্থিরতা, গুরুতা, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, আঘ্রাণ শক্তি, সঙ্ঘাত, আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা প্রথিবীর গুণ; শৈত্য, রসাল, ক্লেদ, আর্দ্রতা স্নেহ, সৌর্য্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, সাঙ্ঘাতিক হীনত্ব, পাচকত্ব সলিলের গুণ; দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা, তীক্ষ্ণতা উর্দ্ধপ্রয়াণ পাবকের গুণ; স্পর্শতা বাক্যস্ফূরিতা, বেগবত্ত্বা, যোজন, উৎ-ক্ষেপণ, শ্বাস, প্রশ্বাস, জন্মমৃত্যু বায়ুর গুণ; শব্দ, ব্যাপকতা, ছিদ্রসত্ত্বা, অনাশ্রয়ত্ব, নিরাবলম্বনতা, অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত, ভূতত্ব আকাশের গুণ। তদ্ভিন্ন ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বৈচিত্র্য, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিষদ এই নয় প্রকার গন্ধ; মধুর, তিক্ত, মিশ্র, কশায়, কটু, অম্ল, এই ছয় প্রকার রস; হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ,

নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর মসৃণ, স্নিগ্ধ, বিকট এই ষোড়ষ প্রকাররূপ; উষ্ণ, শিত, সুখজনক, দুখাবহ, স্নিগ্ধ, বিষদ, খর, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, গুরু এই একাদশ প্রকার স্পর্শ; ষড়জ, ঋষভ গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ এই সপ্ত প্রকার শব্দ। মনঃবুদ্ধির প্রকারান্তর নাই; সুষুপ্তি, একাগ্র উৎসাহ, সংশয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ কারিতা ও পঞ্চভূতত্ব প্রভৃতি ষষ্টি এবং ধৈয্য, তর্ক, বিতর্ক, ক্লেশ, কল্পনা, স্মরণ, ভ্রান্তি, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি, অসৎ প্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই দ্বাদশটি মনের গুণ। তটস্থলক্ষণায় আনন্দ, প্রতি, উদ্বেগ, খ্যাতি পুণ্য-শীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সারল্য, দানশক্তি, ঐশ্বর্য্য এই দশগুণ সত্বগুণের; আত্মবোধ, নির্দ্দয়তা, সুখ, দুঃখ, সেবা, ভেদ, পুরুষত্ব ও কাম, ক্রোধ, অহ-ঙ্কার (মদ) দ্বেষ (মাৎসর্য্য) এই চতুর্বিধ স্বপুভাব সহিত নবগুণ রজোগুণের; তমঃ, তামীস্র, অন্ধতামীস্র. নিদ্রা, ব্যসন, প্রমাদ ও লোভ মোহ সহিত রজোগুণজাত চতুর্বিধ স্বপুভাবসহ দ্বাদশগুণ তমোগুণের। একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু ও মন-বুদ্ধি বিশিষ্ট সপ্তদশ পদার্থিক লিঙ্গদেহই কেবল গুণময় নহে। জীবলোক তমঃগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ (স্থাবরযোনি), রজো-গুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ (তির্য্যক যোনি) সত্বরজোগুণে নীলবর্ণ (প্রাজাপত্য) সত্বগুণ প্রাধান্যে হরিদ্রাবর্ণ (দেবত্ব) গুণ সন্নিপাতে রক্তবর্ণ (অশূরত্ব) বিশুদ্ধ সত্বগুণে শুক্লবর্ণ (জীবন্মুক্তি) প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞান বিশারদ ভীষ্ম কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তোমাকে এই সকল গুণবিচার বিশদরূপে কহিলাম, এক্ষণে পবিত্র দেহতত্ব শ্রবণ কর। বৎস! অধ্যাত্ম-দর্শী পণ্ডিতগণ দেহসংগঠনের বিভিন্ন সমাবেশ কল্পনা করেন, কিন্তু চতু-র্বিংশতি তত্ত্বের বিকারেই নিখিলজগৎ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অতএব জীব চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় শুক্রশোণিত সহযোগে কললরূপে গর্ভকোষে পতিত হইয়া পঞ্চরাত্রে বুদ্‌বুদ্, পক্ষান্তরে বদরি, মাসমধ্যে অণ্ড, দুই মাসে যোজকের ন্যায় একখণ্ড শিরাসংযুক্ত বিভাজিত দুইটী গোলাকারে পরিণত হয়। তৃতীয় মাসে উহার একখণ্ডে মস্তক, অপরখণ্ডে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রকাশ ও চতুর্থ মাসে তদুপরি ধাত্বাদির আভামাত্র হইয়া থাকে। তদনন্তর

পঞ্চমাসে পঞ্চপ্রাণ ও সপ্তধাতু প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নয় মাস নয় দিনান্তে জরায়ু কোষ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ঐরূপ জীব নিচয়ের দেহতত্ত্ব বড়ই নিগূঢ় বিষয়, আন্তরিক বৃত্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণায় দেহী জীবন ধারণ করে। অনল জীবগণের মস্তকে অবস্থান করত কলেবরকে রক্ষা করায় প্রাণবায়ু—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ হইয়া শিরাগ্নিকে কায়াজগতে পরিচালিত করিয়া থাকে, কিন্তু সমান বায়ু অগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া আবর্ত্তিত করিলে অগ্নি লোকের কফপিত্তাদি দোষ ধ্বংস এবং নাভির অধস্থ বস্তি-মূল ও গুহ্যদেশাবস্থিত মলমূত্রবহ অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থল নাভি-মণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক বলপরিচালক উদান বায়ুর সহিত উহাদিগের সাহায্যে অন্নাদি পাক করে। অথচ আস্য দেশ হইতে শরীরে অসঙ্খ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ থাকায় ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান জঠরানল,'দেহ-সন্ধিতে অবস্থিত একমাত্র ব্যান' ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সহায়ে ঐ সকল শিরাদ্বারা সমস্ত দেহে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণবায়ু অনলতেজ প্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক প্রতিহত হইয়া পুনরায় শিরোভাগে সঞ্চরণ হওত অগ্নিমূলকে উৎক্ষিপ্ত করে। অপিচ জঠরানল সন্নিহিত সন্নাড়ীচক্রের অধোভাগে পক্কাশয় ও ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় থাকায় প্রাণীগণের ভুক্তান্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগ-কুর্ম্মাদি পাঁচ এই দশ বায়ুর দ্বারা শিরাপথে প্রবেশ করত অধো, ঊর্দ্ধ ও তীর্য্যকভাবে গমন পূর্ব্বক মানবগণের দৈহিক পদার্থের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নাড়ী সকলের মধ্যে বাতবাহিনী দশটি নাড়ী প্রধান, তাহারা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় গুণদ্বারা পরিচালিত ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নাড়ীর স্থিতীভূত হয়। তন্মধ্যে মনোবহা নাম্নী শিরা মানবদেহের সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থমূলে উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বদেহ ব্যাপিনী অন্যান্য শিরাসমূহ ঐ শিরা হইতে নির্গত হইয়া তৈজস পদার্থ বহন পূর্ব্বক চক্ষুর দর্শন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। বিশেষতঃ ছিদ্রাত্মিকা দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী বায়ুর অনুকূলে নিত্য প্রসর থাকে। তদ্‌ভিন্ন স্থূল শরীরের মূলীভূত দক্ষিণ-দেহের পদতল অবধি শিরোপদ্ম পর্য্যন্ত পিঙ্গলা, বামাংশে ঐরূপ ঈড়া ও ঐ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যভাগ মেরুদণ্ডের নিম্নছিদ্র হইতে শিরোসহস্রদল লম্বিত

সুসম্না নাড়ীর অস্তিত্ব হয়। ঐ মধ্য নাড়ী সুসম্না হইতে নয়খণ্ড ধমনী উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহে গমন করিয়াছে, মেরুদণ্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে এক এক যুগ্ম পঞ্জরাস্থি উদ্ভব হইয়াছে। তাহার মূলদেশে সুসম্না নাড়ী হইতে দুই পার্শ্ব দিয়া দ্বাত্রিংশধ্বমনী উৎপন্ন হওত অসঙ্খ্য মুখ সহকারে দেহের সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত আছে। ঐ সকল ধমনী সছিদ্র, ও অতি সূক্ষ্ম, এমন কি চারি পাঁচ সহস্র একত্র না হইলে স্থূলচক্ষে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তন্মধ্যে তৈলবৎ তরল পদার্থে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়েন। হীনতপা ব্যক্তির সেরূপ হয় না। তাহারা জন্মানন্তর কৌমার, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধাদি যে কোন অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ফলত যাহারা অরুন্ধতি, ধ্রুবতারা দর্শন ও অন্যের নয়নতারা মধ্যে আত্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতে পারে না, এবং পূর্ণচন্দ্র ও দ্বীপপ্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দৃষ্ট করে, তাহারা এক বৎসরান্তে নিহত হইয়া থাকে, যাহারা লাবণ্যশালী হইয়াও লাবণ্যহীন এবং জ্ঞানবান হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় দেবদ্বিজের অপ্রিয়কারী হয়, তাহারা ছয়মাস মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করে; যাহারা চন্দ্রসূর্য্যকে উর্ণনাভি চক্রের ন্যায় ছিদ্রময় দর্শন ও দেবালয়স্থ ধূপাদির পরিমল সৌরভে শবগন্ধ প্রাপ্য হয়, তাহারা সপ্তাহ মধ্যে নিধন হইয়া থাকে; যে ব্যক্তির নাসা-কর্ণ বক্র, জ্ঞানবিলুপ্ত, দন্ত বিবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উষ্মারহিত, বামচক্ষু অশ্রুভারগ্রস্ত, ও মস্তক হইতে ধূমোত্থিত হয়, সেই সকল প্রাণী সদ্যই কালভবনে গমন করে।

সদুপদেশপ্রিয় যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার বাক্য যুক্তিগর্ভ ও শাস্ত্রকার অনুমোদিত, অতএব লোক কিরূপ আচরণ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সাধন করিবে, আপনি সেই কর্ত্তব্যাত্মিকা নীতির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া দাসকে অনুশাসন করুন।

সত্যবীর ভীষ্ম কহিলেন, নরনাথ! কর্ত্তব্য কার্য্য বহু প্রকার, কার্য্যকারিতার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন বশতই ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি-অবনতি ও স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য লাভ হয়। অতীতগামী পথিকের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পথিকেরা যেমন গমন করে, তদ্রূপ পিতা, মাতা, আচার্য্য, আত্মীয়, অথবা বয়স্য

মণ্ডলীর আচরণ দেখিয়া শিশুগণ তদনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করত নাস্তিক হইতে নাস্তিক ও ধর্ম্মভীরু হইতে বালক বালিকাদের সাধারণ ধর্ম্মে আস্থা জন্মিতে জন্মিতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে মতি হয়। জ্ঞানীগণ এই জন্য তাহাদিগকে অনুশাসন ও সৎসঙ্গে নিয়োজন করেন, আপনারাও আত্মশাসন প্রদর্শন করিয়া আত্মপরের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব সংসারীদিগকে কতকগুলি সৎ-নিয়মের নিয়ামক হওয়া উচিত। ঐ নিয়মাবলীর সর্ব্বাংশ ধর্ম্মময় না হইলেও ধর্ম্মতন্ত্র বলা যাইতে পারে। মানবগণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মার্থ চিন্তায় উত্থানপর আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বাকযত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, অনন্তর স্নান পূজা, তৎপরে সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। পরিহার্য্য মলমূত্র ক্লেদ দ্বারা দেহকে দূষিত রাখিবে না। উত্তরাভিমুখে শৌচ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উত্তর-পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করাও উচিত নয়। পথ পর্য্যটন, অধ্যয়ন ও ভোজনান্তে পদ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র পাদুকা ব্যবহার ও পাদোপরি পাদসংস্থাপন বিধেয় নহে। পূর্ব্বাহ্ণে দৈবকার্য্য, পরাহ্ণে পিতৃকার্য্য, মধ্যাহ্ণে মানুষীকার্য্য সম্পাদন করিবে। অকারণ বৃথামাংসাহারী এবং আকণ্ঠপূর্ণ বহুভোজী হইবে না। মৌন হইয়া পূর্ব্বমুখে ভোজন করিবে। অন্ধকারে, অন্যের সহিত ও বক্রভাবে শয়ন করিবে না। আবাস মধ্যে আগন্তুক ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিবে। ভগ্নাসনে উপবেশন এবং কাংশ্য পাত্রে ভোজনে বিরত হইবে। ভোজন করিতে গমন করা দোষজনক, স্নান করিয়া গাত্রে তৈলমর্দ্দন করা অবৈধ, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্য ব্যক্তির সহিত একত্রে ভোজন করিবে না। বিশুদ্ধ জলবায়ু স্থানে আবাস করিবে। হস্তে লবণ ও রাত্রে দধি ভোজন করিবে না। আহারান্তে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ, রাখিবে। পুত্রার্থীগণ ঋতু হইতে যুগ্মদিবসে রাত্রিকালে, কন্যার্থীগণ অযুগ্ম দিবসে ঐ সময় স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত বিবাহের অনুমোদন করিবে না। অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত বলিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করা বিধিবদ্ধ নহে। অসবর্ণ বিবাহ হইতে সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকদের ব্যভিচার

দোষে যোনিশঙ্কর উৎপাদিত হয়। স্ত্রী-চরিত্র অতি দূষণীয়, যুবতীরা আরও সমধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণ; শাসন, ভয়, সুযোগ, লজ্জা ইহাই প্রায় উহাদের সতীত্ব রক্ষা করে। এমন কি শ্রীমান্ যুবা পুরুষ দর্শনে উহাদের যোনী আর্দ্র হয়। পরকীয় প্রেমরস আস্বাদনে কামিনীদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে। স্ত্রী-অঙ্গে কামের জলন্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব থাকায় বিবেকীগণ উহাদিগকে কাল-রূপিণী অনুমান করেন। বস্তুত উহারা সৎপথের কণ্টক স্বরূপ, অথচ ভীরু ও দুর্ব্বল, অতএব পতি প্রাণপণে পত্নী রক্ষা করিবেন নারী স্বামীশয্যা পালন না করিলে পতি উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরা ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, একমাত্র প্রাজাপত্য ধর্ম্মের জন্যই বিবাহিতা স্ত্রীকে সহ-ধর্ম্মিণী বলা যায়। স্ত্রী-পুরুষ পরপ্রেমাধীন কি পরস্বাপহরণ আদি অবৈধ কার্য্যভার গ্রস্থ হইলে পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। স্বামীর সহধর্ম্মি-ণীর পুত্রগণ পিতার পিণ্ডাধিকারী, কিন্তু সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্র-পরস্পর পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির সমাংশী নহে, ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত তিন অংশ, বৈশ্যাজাত দুই অংশ, শূদ্রাজ একাংশ লইবে। ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা পত্নীজাত পুত্র চারি অংশ, বৈশ্যাপুত্র তিনাংশ ও শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যের সবর্ণাত্মজ ধনের পঞ্চ-মাংশ শূদ্রাগর্ভজাত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। সবর্ণা পত্নী গর্ভজ সন্তানগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে একাংশ অধিক দিয়া অবশিষ্ট ধন সমভাগ করিয়া লইবেন। পিতা পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র নিষ্ক মাত্র দান করিতে পারিবেন। রমণী পিতৃদত্ত যৌতুকেরই পূর্ণাধিকারিণী, ভর্তৃদত্ত ধনের লভ্যাংশ ভিন্ন ব্যয় করিতে সক্ষম নহেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তৎসম্পর্কীয় স্ত্রীধনে তাঁহার কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হয়েন। কন্যা পুত্রিকা হইবার পর তদীয় সহোদর ভ্রাতা হইলে তিনি পিতৃধনের দুই-পঞ্চমাংশ পাইবেন, পিতা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলে পুত্রিকা তিন-পঞ্চমাংশের অধি-কারিণী হন। অপুত্রকের ধন দৌহিত্র, ও পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা পাইতে পারেন। বিক্রীত কন্যার পুত্র ধনাধিকারী নহে, কন্যা বিক্রেতাও স্বর্গ-ভোগের উপযুক্ত নহেন; দান করাই মহৎফলের কারণ। অতএব হে

ষ্ঠির! যিনি সকামী দানী হইয়া অলঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, তিনি দেব-কন্যাগণের সহিত বহুকাল স্বর্গরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। অন্ন-পানীয়দাতা পর-লোকে প্রচুর তৃপ্তি লাভ করেন। গো-দানকারীরা গবাঙ্গের লোমাবলী প্রমাণ বহু বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। আলোক দান করিলে দাতার স্বর্গীয় তেজ বর্দ্ধিত হয়। ভূমিদান করিলে পুণ্যাত্মাগণ পরজন্মে রাজা হয়েন। ভাগীরথী অবগাহন করিলে চন্দ্রলোক, অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিলোক, কনখল ও পুস্করাদি মহাতীর্থে অবগাহন করিলে বিশেষ বিশেষ পবিত্র স্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হন। একান্ত চিত্তে প্রাজাপত্য, একাদশী, অনন্ত, শিবরাত্রি, মহাষ্টমি আদি করিলে জীবের সংসার বন্ধন খণ্ডীকৃত হইয়া থাকে। নিষ্কা-মনায় ঐরূপ পুণ্য করিলে জীবের পরমপদ লাভ হয়। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তুমি শোক-তাপ ও পাপার্জ্জনে বিরত হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ করত সিদ্ধগণ নিষেবিত মহা গতি লাভ কর। তিনি এই বলিয়া "রবির প্রথম উত্তরায়ণ দিবসে প্রাণত্যাগ করিব" ধর্ম্মরাজকে এই উপদেশ প্রদান করত সেই দিবস তাঁহাদিগকে আগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলে বাসুদেব সহিত যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মাগণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া হস্তিনায় গমন করিলেন।

অনন্তর ভগবান রবির উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির যত-ব্রত ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি উপকরণ লইয়া তদীয় শেষদর্শন জন্য বাসুদেব প্রভৃতি স্বগণ সহিত রথারোহণে তথায় গমন করত মহর্ষি ব্যাসনারদাদি বেষ্টিত শরশয্যাশায়িত ভীষ্মের চরণ বন্দন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, পিতামহ! আপনার আসন্নকাল জানিয়া অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ, বাসুদেব ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি কৌরব নরনারী এবং কুরু জঙ্গলবাসী প্রভৃত রাজাপ্রজা উপস্থিত হইয়াছি। নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া একবার অবলোকন করুন।

তখন মহামতি ভীষ্ম চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আত্মীয় বর্গকে পরিদর্শন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদিগকে অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে রবির উত্তরায়ণ, মাঘ মাস, ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। অদ্য অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস শরশয্যা শয়নে আমি যারপর নাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, এক্ষণে

জীবন ত্যাগ করিব। গঙ্গানন্দন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার কিছুই অবিদিত নাই, পাণ্ডবগণ ধর্ম্মত ত্বদীয় পুত্রস্থানীয় হইতেছেন। অতএব ইঁহাদের প্রতি সন্তানস্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অপত্যশোক বিস্মৃত হও। গতানুশোচন করিয়া আত্মাকে সন্তপ্ত করিও না। তদনন্তর তিনি ভগবান্ কৃষ্ণকে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি কুরুপাণ্ডবের মঙ্গল হেতুক সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলে, পাপমতি দুর্য্যোধন তোমার আদেশ অবহেলা করিয়াই বীরমণ্ডলীর সহিত কালগ্রাসে পতিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র ত্বদীয় কৃপাবলেই জয়লাভ করিলেন। আমি ক্ষত্রধর্ম্ম বশত কৌন্তেয়গণের বিপক্ষ-পক্ষ হইলেও উঁহারা আমার স্নেহভাজন ছিলেন। এক্ষণে একমাত্র তুমিই উঁহাদিগের আশা ভরসা স্থল। প্রত্যুত তুমি বিশ্বের ভরসা, যোগীগণ কৈবল্যধাম-প্রাপ্তি আশায় তোমায় ধ্যান করেন। অতএব হে গোবিন্দ! আমার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছে, দীনের প্রতি একবার প্রসন্ন হও।

জগদীশ্বর কেশব কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি জ্ঞানী ও সর্ব্বগুণের আধার, আপনার দেহে পাপের লেশ মাত্র নাই, মৃত্যু ভৃত্যবৎ ভবদীয় অনুগত রহিয়াছে, অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি দেহত্যাগ করিয়া সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন।

প্রভু মাধব এই কথা বলিলে জ্ঞানী প্রবর ভীষ্ম সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও ধর্ম্মপথে কালহরণ করিতে উপদেশ দান করিয়া সত্যবীর যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিলাম। তুমি পুত্রহীনা গান্ধারী এবং অন্ধরাজের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও বাসুদেবকে অচলা ভক্তি করিবে। দেবকীনন্দন অনন্ত ভুবনের মূল, স্থূল বুদ্ধিতে উঁহার সহিত মানবীয় আচরণ করিও না। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া মায়াপাশ ছেদন করত সদ্গতি প্রার্থনায় বিশ্বকর্ত্তা নারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

পুরুষ প্রধান পতিত পাবন!
কৃপাকণা দাসে কর বিতরণ;
চরম সময় মোর;

অনাথ বৎসল অনাথের প্রতি !
হও সুপ্রসন্ন করি এ মিনতি ;
আয়ু নিশা হ'ল ভোর।

শ্রীধর শ্রীপতি শ্যাম কলেবর !
রাশীকৃত কলুষ মার্জ্জনাকর ;
দাসের চরমআশ ;

জয়, জগন্নাথ, যতীন্দ্র শ্রীহরি !
ভবের তরঙ্গে তবপদতরী ;
বেদাগমে পরকাশ।

মুকুন্দ মাধব শ্রীমধুসূদন !
পরম পাতকী করিছে স্মরণ,
কালভয়ে কর ত্রাণ ;

দীনবন্ধু দীনেশ এদীনকান্ত !
অতপা অধমে না হইও ভ্রান্ত,
বাহিরায় পাপপ্রাণ।

সচ্চিদানন্দ শ্যাম সর্ব্ব শক্তিমান !
কাতর কিঙ্করে হ'য়ে কৃপাবান ;
বেদবাক্য রক্ষা কর ;

বিশ্বম্ভর বিশ্বংহর বিশ্বপাতা !
ভীষ্মের এ বিশ্বে নাহি অন্য ত্রাতা ;
তুমি মাত্র পরাৎপর।

কেশী নাশন কৃষ্ণ কমলাপতি !
হেরি অপাঙ্গে দীন গাঙ্গেয় প্রতি ;
ওইপদে স্থান দেহ।

অনিত্য সম্বন্ধ সব পড়ি রবে,
অন্তকালে ভবে না হয় নহিবে—
তোমা বিনা বন্ধু কেহ

তিনি এই বলিয়া তুষ্টিভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মূলাধারাদি চক্রে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগারূঢ় হইলেন। নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগত হওয়ায় পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরব্রণ সকল ক্রমান্বয়ে অপসারিত হইল। পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গাঙ্গেয় তেজ তেজোরাশির ন্যায় আকাশ প্রান্তে লীন হইলে ভারতাকাশের একটি বিরাট নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া কালসাগরে মগ্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও সিদ্ধগণ সাধুবাদ প্রদান করিলেন; দৈবদৃশ্য পার্থিবদিগকে যারপরনাই আশ্চর্য্য দান করিল। অনন্তর কুরুপাণ্ডবাদি ভারতীয় নরপতিগণ তদীয় মৃতদেহ চিতাগ্নিতে দাহ করিয়া পুরমহিলা ও ঋষিগণ সমবেত ভাগীরথীতীরে গমন পূর্ব্বক জলাঞ্জলি প্রদান করিলে সরিৎবরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া পুত্রবিয়োগে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন মহাত্মা নারায়ণ ও বেদব্যাস প্রবোধিত করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন; এদিকে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরেরও পিতামহ বিয়োগের নূতন শোক আত্মীয়তা প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ হরি, মহর্ষি ব্যাস ও বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রাদি তাঁহাকে বহুমত প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। মুনিকুলতিলক ব্যাস তদীয় শোকাপনোদন এবং প্রতিহিংসা পাপ মোচন জন্য তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ও ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ কারণ মরুৎ যজ্ঞভূমি হইতে যজ্ঞীয় ত্যজ্য ধন আনয়নের উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণীয় হইল—ধর্ম্মরাজ বিগত শোক হইয়া ভীষ্মের পারলৌকিক কার্য্য সমাধান করত সমাগতগণ সহিত হস্তীনায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যশাসন এবং উভলোকের সুখাবহ তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাভাগ অর্জ্জুন আদি পুরুষ কৃষ্ণ সহিত ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে যুগপৎ ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া তাঁহার মুখে ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকা শ্রবণোৎসুক হইলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "সাবিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই কথার সার্থকতা দেখিতে ইন্দ্রপ্রস্থ গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও অনু শাসনিক এবং আশ্বমেধিক পর্ব্ব, কুরুবংশে ধর্ম্মগীতা নামক ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ সর্গ।

ইন্দ্রপ্রস্থ—অনুগীতা।

(ষট্ সংবাদ)

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"

সাধারণজনপ্রিয় অনিত্য সুখদা বিদ্যা অকারণ, ভগবদ্ভাবনার জ্ঞানদায়িনী বিদ্যাই বিশ্বের সারমূলক ;—নরঋষি ধনঞ্জয় জ্ঞানপ্রদ মহাবিদ্যার উত্তেজনায় ভূতপূর্ব্ব ভগবদ্গীতার পুনঃসংস্করণ করিলেন :—ভগবান মাধব হইতে মতান্তর ব্যাখ্যায় অনুগীতা নামে তাহা প্রকটিত হইল—নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জ্জুন নিরাপদ রাজত্বে বিহার করিতে করিতে একদা ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলে মহাত্মা পার্থ ভৌতিকস্মৃতি অপেক্ষা রাজধানীর বর্ত্তমান প্রফুল্লতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;—প্রকৃতির কি পরিবর্ত্তনী লীলা! কৃষ্ণ চন্দ্রের আবির্ভাবে চন্দ্রবিহীন ইন্দ্রপ্রস্থ যেন কোটি চন্দ্রমা হার পরিধান করিয়াছে! কারুকার্য্য খচিত বিশাল হর্ম্ম্য মেঘজাল প্রণয়িনী তাড়িতের আভা লইয়া স্বর্গের দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে! শুষ্ক তরু সকল নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া দিকে দিকে মুকুলরূপ নয়ন নিক্ষেপ করত সঞ্জীবন মন্ত্রবল প্রাপ্ত হইয়াছে! দিকসমূহ পরাগময় বায়ুরাশিতে অমর সৌরভ দান করিতেছে! এদিকে কুরঙ্গপতি স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া নীরদের অনুদয়েও নৃত্য আরম্ভ করিলে তাহাদের সচন্দ্রক প্রসারিত পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হওয়ায় দিগাঙ্গনারা যেন অমূল্য মুকুরে মুখদর্শন করিতেছেন! আবার ষড়ঋতু বিরাজমান, সমস্ত ঋতুকুসুম বিকাশে চৌদিক অপার্থিব দেব-উদ্যান সদৃশ হইয়াছে!

শূরগৌরব পার্থ রাজধানীর এইরূপ বিনোদ মাধুরী দর্শন করিতে করিতে অমরপূজ্য বাসুদেব সহিত সভাতে উপবেশন করিলে তদীয় নষ্ট-স্মৃতির ক্ষতিপূরণ করিতে আশা কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। সম্রাট সৌভাগ্যশালী অর্জ্জুন ভগবান হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! যুদ্ধকালে বন্ধুত্বনিবন্ধন আমাকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, আমি বুদ্ধিদোষে সে সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব মুক্তিমূলক যোগবাক্য সকল আমার প্রতি পুনরুক্তি করুন। যোগীবর বাঞ্ছিত মহৎযোগ শ্রবণে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে!

সৎজ্ঞানানুসন্ধায়ী অর্জ্জুন এই কথা বলিলে জগন্মান্য মাধব তাঁহাকে সুহৃদ্‌ভাবে কহিলেন, ধনঞ্জয়! সেই তত্ত্বকাহিনী সম্যকরূপে আর আমার স্ফূর্ত্তি হইবে না, তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপক মহৎ বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। তুমি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য, নতুবা মহাবাক্যে অমনোযোগ করিতে না। যাহা হউক, এক্ষণে জ্ঞানমূলক ইতিহাসচ্ছলে তত্ত্ববিষয় কহিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। তিনি এই বলিয়া যোগবার্ত্তা বিদিত করিতে সাত্বিকভাবে কহিলেন, কিরীটিন্! সিদ্ধর্ষি ও কাশ্যপ সংবাদে এক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অবগত আছি। ঋষিরাজ ইন্দ্রিয় সেবার অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রাকৃত মানবের ন্যায় বহুতর অশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জন্মমৃত্যু-জরা কত সহস্র বার তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগারূঢ় ব্রতে সিদ্ধলাভ করেন। সেই তপোধন, ধর্ম্মাত্মা কাশ্যপের প্রশ্নানুসারে কহিয়াছিলেন;—নিষ্কাম যোগ ভিন্ন কিছুতেই মুক্তি নাই। কর্ম্মফল ক্ষয় হইলেই মহল্লোক হইতেও সকামী সাধকের পতন হয়। সাধুগণ তজ্জন্য আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, জ্ঞানবিমুখ মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহারা কাল-যন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া বিধি বিপর্য্যয় কার্য্য করে। গুণবিরোধী পাকদুষ্ট অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অধিকতর স্ত্রীসহবাসাদি অত্যাচার প্রযুক্ত সত্বর তাহাদিগকে ইহলোক হইতে তিরোহিত হইতে হয়, নিরধিষ্ঠান জীবাত্মা উষ্মা বায়ুবেগে চালিত হইয়া শ্বাসক্রিয়া করত মর্ম্মাহত বিষম যন্ত্রণায় দেহ হইতে বহির্গত

হন। ফলত জন্মমৃত্যু উভয়কালই জীবের কষ্টকর, জীব জন্ম সময়ে গর্ভকোষ হইতে ক্লেদশরীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করে। কাম্যকর্ম্ম হইতে জীব মর্ত্ত্যগতি, নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম যোগী সাযুজ্যগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কামী জ্ঞানযোগীরা অরূপ অনভিজ্ঞেয় নির্গুণ, গুণভোক্তা পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। হে অর্জ্জুন! যাণ্মাসিক যৌগিক ক্রিয়াদ্বারা পুরুষ সিদ্ধ হন। সিদ্ধর্ষিরা দেবতাদিগেরও উপাস্য দেবতা বলিয়া কথিত হয়েন।

অমরপূজ্য বিভু এই বলিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! পরম গুহ্য যোগাধ্যায়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সংবাদ ব্রাহ্মণকর্তৃক কথিত হইয়াছে—নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মই সমগ্র ভুবনের উৎপত্তি বিনাশের কারণ, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ব্যান রুদ্ধ হয়। উদান বায়ু কাহা কর্তৃক রুদ্ধ নহে, বরং অপান ও প্রাণবায়ুকে আবরণ করত অবস্থান করে। এই জন্য প্রাণ ও অপান বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে ত্যাগ করে না। ব্রহ্মবাদীরা উদান বায়ুসংযমন প্রাণায়াম করিয়া ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্ত্রা, ও বোদ্ধা এই সপ্ত ঋত্বিক দ্বারা সমান বায়ু মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত শিখা ও রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, সংশয়, নিশ্চয় এই সপ্ত সমিধসম্পন্ন সপ্তধা জঠরাগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি প্রদান করত সপ্তহোতৃ অন্তর্যাগ সমাধান পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। যোগীরা যোগযুক্ত হইলে ব্রহ্ম আবির্ভাব নিবন্ধন সদত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হন। কোন মহাত্মা উক্ত যাগকে দশাঙ্গ যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে মন ব্যতীত দশেন্দ্রিয় হোতা দ্বারা দিক্, বায়ু, প্রজাপতি মিত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু, অগ্নি, শিব, পৃথিবী" এই দশাগ্নিতে "পঞ্চবিষয়, এবং বাক্য, ক্রিয়া, গতি, রতি, ক্লেদত্যাগ আহুতি প্রদান করিয়া পঞ্চপ্রাণ স্রুক্, চিত্তকে দক্ষিণাস্বরূপ করত নিবৃত্তিলক্ষণা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তখন ঐ জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, এবং স্থূলসূক্ষ্ম অভিমানী

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিশ্রয় সহ সপ্তবনাশ্রম অনুবর্ত্তমান হয়। অতএব ঐ আশ্রমের অধিবাসী ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিবেকরূপ বন্যকিরাত চয়িত বনফল ভোগ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইলে মায়ারণ্য নিরুপাধিক ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইয়া একতার আত্মপ্রসাদ বৃক্ষে মহৎফল উদ্ভব হইয়া থাকে।

ভুবন অধিনায়ক কৃষ্ণ গুণরাশি অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! তোমার হিতার্থে এই গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গুরু-শিষ্য সংবাদে যোগজনীন মতান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। হে কৌরব! তত্ত্ববিদ্ মহোপদেষ্টা গুরু কহিয়াছেন—সকামী কর্ম্মযোগী ও ভক্তবৃন্দ সালোক্য (যথাক্রমে স্বর্গীয় দেবস্থান ও বৈকুণ্ঠ) নিষ্কামী কর্ম্মযোগীরা সাযুজ্য (মূর্ত্ত্য ব্রহ্মলোক মতান্তরে গোলোক) নিষ্কামী জ্ঞানযোগীরা শাশ্বত মুক্তি (পরব্রহ্মপদ মহা নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হয়েন। সকামী জ্ঞানযোগীরা পাঞ্চভৌতিক দেহে সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারেন। নিষ্কামী ভক্তবৃন্দ তাঁহার সামীপ্য লাভের অধিকারী হন। ফলত ব্রহ্মলোকগামীরা ব্রহ্মবিদ্ হইতে ন্যূনকল্প হইয়াও অনন্ত জাগরণে অসংখ্য মহা প্রলয় দর্শন করিয়া থাকেন। মহা প্রলয়ে বিমূঢ় জীব অপার যন্ত্রণায় নিহত হইয়া প্রকৃতিতে লয় হয়, প্রকৃতি মূর্ত্ত্যব্রহ্মে এবং মূর্ত্ত্যব্রহ্ম স্বগণের সহিত পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট হয়েন। হে ফাল্গুন! ধাতু সকল যেরূপ কর্ম্মকার কৌশলে প্রকৃতি হইতে বিকৃত হইয়া তন্নাশে আবার ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয়, তত্ত্বময় জগৎ তদ্রূপ অনন্ত মহিমাধার মহৎ পুরুষ হইতে উদ্ভব হইয়া প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই প্রবেশ করে। অতএব যে ব্যক্তি যখন ব্রহ্মবীজভূত প্রকৃতি রসাত্মক মানসাঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ স্কন্দ, অহঙ্কার পল্লব, ইন্দ্রিয় কোঠর, স্থূলভূত শাখা, কার্য্য প্রশাখা, আশা পত্র, সঙ্কল্প পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফল সম্পন্ন দেহবৃক্ষকে তত্ত্বময় জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করে, তখন বৃক্ষারূঢ় জীবন পক্ষী ত্রিসান্ধ্য-কুম্ভক দ্বাদশ প্রাণায়াম বলে বলিষ্ঠ হইয়া তূরীয় মার্গে উড্ডীয়মান হয়। কুবুদ্ধি সার, ভোগ স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় বন্ধনী, স্ত্রী নেমি, শ্রম নিস্বন, দিবানিশি পরিচালক, শীতাতপ মণ্ডল, ক্ষুৎপিপাসা তিলক, হিংসা রেখা, পরিতাপ বসন পট্টিকা ও বাসনারূপ ঘূর্ণিপাকময় কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না। তিনি উড়ম্বর মশক, সলিল মৎস্য ও জলবিন্দু পদ্মপত্রের ন্যায় জড়তা মধ্যে পার্থক্য থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সংসার ভার বহন করত অণি-মাদি অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া মহামোক্ষ ব্রহ্ম সম্মিলন লাভ করিতে পারেন। হে পার্থ! তোমার নিকট আমি এই নিগূঢ়ার্থ ব্যক্ত করিলাম, তুমি আমাকে সেই পরম পুরুষ জানিয়া আশা বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগী হও।

তখন জ্ঞান বিশারদ অর্জ্জুন প্রকৃতি রঞ্জন কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও গুরু-শিষ্য এই প্রাতস্মরণ্য মানব চতুষ্টয়ের নাম ও বাসস্থান পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে ত্রিলোক কান্ত "স্বীয় চিত্ত ব্রাহ্মণও বুদ্ধি ব্রাহ্মণী, এবং স্বয়ং গুরু মনঃ তদীয় শিষ্য" এই রহস্য ভেদ করিলেন—জ্ঞান-সূর্য্যের রজত রশ্মি রেখা পার্থ জগতে পড়িল—পৃথানন্দন এক গুণাতীত পুরুষ সাহায্যে জয়-জ্ঞান উভয় উপার্জ্জন জানিয়া তাঁহাকে স্তুতি সহকারে কহিতে লাগিলেন ;—

নমি তোমারে কায়মনে, চিরদাসেরে রেখ' মনে ;
কমলাকান্ত অনন্ত ভুবন পতি !
বেদে তোমায় বলে অজ, তুমি নও হে জরায়ুজ ;
বিশ্বের বীজ তোমা হইতে উৎপতি ॥
তরিতে ভব পারাপার, তুমি তুরীয় কর্ণধার ;
পার যন্ত্র তোমার ও পদ তরণী !
আমি হইয়া ভ্রমে ভ্রান্ত, চিনিতে নারিনু একান্ত ;
তুমি যে কৃতান্ত দমন চিন্তামণি ॥
যিনি প্রপঞ্চ বিশ্বমূল, তাঁরে করিয়া মহা ভুল ;
মাতুল তনয় ভাবিয়াছি গোবিন্দ !
কর দোষ মার্জ্জনা প্রভু, অন্ধজনা জানে কি কভু ;
কোথায় শর কোথায় বা অরবিন্দ ॥
কবির কবিত্ব শক্তি, বুঝে কবি নিপুণ ব্যক্তি ;
অবেত্তী কি বুঝিতে পারে পরাৎপর !
মহামায়ার মায়াজাল, জানেন হর মহাকাল ;
কি জানিবে জ্ঞানহীন অধম নর ॥

আমি নাথ অবোধ হেতু, জানিতে নারিলাম হেতু ;
তুমি যে এই অখিল সংসার মাজ !
করুণা করিয়া প্রদান, দীনে করিতে পরিত্রাণ ;
দানিলে জ্ঞান সাধিতে ভবের কাজ ॥
বলি হে জগৎ স্বামী, অশেষ পাপের পাপী আমি ;
পুণ্যের লেশ নাই আমার মুরারি !
অকাতর দয়া প্রকাশি, হরি হরি কলুষ রাশি ;
ভব তরঙ্গে হও প্রবীণ কাণ্ডারী ॥
করুণাময় নাম তব, পঞ্চমুখে গায়েন ভব ;
শিব বাক্য করহ দেব সমর্থন !
দুঃখীরে করিলে দান, ধনের হয় তুল্য মান ;
অপাত্রেতে দান হবি ভস্মে সমর্পণ ॥

ঐশী প্রেমাবিষ্ট ধনঞ্জয় জগৎ প্রভু নারায়ণকে এই প্রকার স্তব করিয়া তাঁহার সহিত অনুযাত্রীগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলে লোকনাথ হরি পর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করত দ্বারকা গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এক ভূকম্পনে সমগ্র পৃথ্বী কম্পিত হইল—নৃপতির নিকট বিদায় প্রার্থনায় সকল রাজপুরবাসীরা জানিতে পারিলেন। তাঁহাদের হৃদয়-কমলে কৃষ্ণ বিরহের চিন্তা কীট প্রবেশ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ বিদায়ের অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিলে বিভু বাসুদেব প্রিয় ভগিনী সুভদ্রা সহিত বিমানারোহণে দ্বারাবতী পুরী গমন করিলেন—সুহৃদ্বিয়োগ নিবন্ধন অনতি প্রফুল্ল চিত্ত—পাণ্ডবগণ সুখময় সময়কে দুঃখের আগার ভাবিয়া কালহরণ করত একদা মরুত্তের যজ্ঞীয় পরিত্যক্ত ধন আনয়নে বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সেনাপতি সহিত বহির্গত হইলেন। এদিকে অনাথ নাথ হরি পাণ্ডবদের যজ্ঞারম্ভ কাল ভাবিয়া প্রভূত যদুবীর ও বীরেন্দ্রাণী সুভদ্রা সহিত হস্তিনায় আগমন করিলেন—আনন্দে নিরানন্দ—এই সময় যশস্বিনী উত্তরা অশ্বত্থামার অস্ত্রাহত মৃত শিশু প্রসব করিলে কুন্তী, ভদ্রা ও উত্তরাদি পৌরচারিণীরা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন

ভগবান্ কৃষ্ণ অতীত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যোগবলে তাঁহাকে নবজীবনে জীবিত করিলে তাঁহার সেই অদৃষ্টচর কাণ্ড জন সমাজে বিস্ময়কর হইল। কুরুকুল পরিক্ষীণ সময়ে উত্তরা কুমার জন্মগ্রহণ করিলে তদীয় জীবনদাতা অখিল জীবন হরি হইতে তিনি পরিক্ষিৎ নাম প্রাপ্ত হইলেন—সমকালে ধনপুত্র লাভ—পাণ্ডবগণ হিমাচল হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত ধনরাশি ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, একবিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ হস্তিনী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, অসঙ্খ্য মনুষ্য ও বহুতর গর্দ্দভ দ্বারা আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্ট সহস্র, প্রতি শকটে ষোড়শ সহস্র, এবং প্রতি গজে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র স্বর্ণ ও অশ্ব, গর্দ্দভ, মনুষ্য বাহকে প্রচুর রত্নভার প্রদান করায় গুরুভারে ভারবাহী সকল প্রতিদিন দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করত নবজাত বালকের মাস মাত্র বয়ঃক্রম কালে প্রভুগণসহ হস্তিনায় উপনীত হইল। তখন পাণ্ডবগণের কর্ণকুহরে পরিক্ষিৎ জন্মের বিস্ময়কর কাহিনী বেগভরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা চরাচর গতি জনার্দ্দনের প্রতি অসঙ্খ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন—চতুর্দ্দিকেই পাণ্ডব জয়ধ্বনি—ইহার কিছুদিন পরে মধুর ধ্বনি হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া পাণ্ডবগণের চরম মঙ্গল বাসনায় ভগবান্ বেদব্যাস উপনীত হইলেন। তখন ভ্রাতাগণ সহিত যুধিষ্ঠির, ভগবান্ বাসুদেব ও মহর্ষি দ্বৈপায়ন একত্র হইয়া আগামী চৈত্র পৌর্ণমাসীতে অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পুরোহিতগণ ও পৈল, যাজ্ঞবল্ক এবং ব্যাস এই ঋষিঋত্বিক ত্রয় দ্বারা সুসময়ে মহাযজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গন্ধ, মাল্য, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌম বস্ত্র রাজঅঙ্গে দক্ষরাজ প্রজাপতির শোভাদান করিতে লাগিল। মহাত্মা বাদরায়ণি বেদ শাস্ত্রানুসারে দিগন্ত রেখা বসুধা পরিভ্রমণ করিতে যজ্ঞ অশ্ব উন্মুক্ত করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে অশ্ব ভ্রমণ উপলক্ষে "কুলাচার রতেচৈব এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে মণিপুরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতের অন্তর্গত আশ্বমেধিক পর্ব্ব, কুরুবংশে
অনুগীতা নামক চতুশ্চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

পঞ্চচত্ত্বারিংশৎ সর্গ।

মণিপুর—পার্থপরাজয়।

(দিক্‌ভ্রমণ)

"কুলাচার রতেচৈব এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

কুলকার্য্য প্রতিপালন লোকের সনাতন ধর্ম্ম, কুলাচার রত ব্যক্তিরা কৌলীন্য প্রথানুসারে পক্ষান্তরের গর্হিত কার্য্যেও হস্তক্ষেপণ করে;—ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবিদ্ নরনাথ বভ্রুবাহন কুল পদ্ধতির অনুরোধে পিতৃজয় করিয়া জাতীয় রাজধর্ম্ম রক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন :—দিক্‌ভ্রমণ উপলক্ষে পার্থ পরাজয় সঙ্ঘটিত হইল—মুনিকুলতিলক বেদব্যাস যজ্ঞ অশ্ব উন্মুক্ত করিলে বীররসপ্রিয় ধনঞ্জয় চতুরঙ্গিণী সেনা সহ অশ্ব রক্ষণে বহির্গত হইলেন। তখন লোকবিশ্রুত, হৃদয়স্তম্ভন, ভীমনিনাদী গাণ্ডীব টংকার, দাম্ভীক বীরবৃন্দের শ্রবণ ভৈরব গর্জ্জন ও বহু জাতিবাদিত্র ধ্বনিতে কুরুদেশে ভীষণ কল্লোল উঠিল। বীরগণ সংক্রুদ্ধ কেশরী উল্লম্ফনে যানারোহণ করিলেন। তপন বিভাত হেম চিত্রাঙ্গী বিশাল বৈজয়ন্তী দ্বিতীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিধুত হইতে লাগিল। ভারতালঙ্কার বীরবর্গ রাজপ্রেমিকতার মহামন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া কটক সংরক্ষায় বহির্গত হইলেন। রত্নজালজড়িত স্থূলকায় প্রচণ্ড বেগশালী তুরগ মণিমস্তক উরগের ন্যায় কিরণময়ী চপলার আভাদান করিতে করিতে উত্তরাস্যে গমন করিল। কামগামী হয়ের ইচ্ছানুরূপ গতি-নিবন্ধন বহুতর দেশ-মহাদেশ ও নগরাদি মর্দ্দিত করিয়া অশ্ব রক্ষকেরাও গমন করিতে লাগিলে স্থানে স্থানে পাণ্ডব বিদ্বেষী ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজগণের সহিত তাঁহাদের ভূরি সংগ্রাম সঙ্ঘটন হইল—বিজয়ের জয়শ্রী চিরসুপ্রসন্ন—

তিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়া অচিরাৎ অশ্বের "পূর্ব্ব" গতির অনুসরণ করিলেন।

বহুদক্ষিণ যজ্ঞ ঘোটক অসীম দুস্তর পূর্ব্বদিকে গমন করিলে ক্রমে ক্রমে ত্রিগর্ত্ত দেশ তাহার ভ্রমণ ভূমি হইল—পূর্ব্ব বৈরতা স্বতঃ উজ্জীবিত—অদম্য ত্রিগর্ত্তগণ চিরশত্রু ধনঞ্জয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিতে অশ্বগ্রহণ পূর্ব্বক মহারণ আরম্ভ করিলেন। পক্ষদের মহাসমরে বিপুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল। সূর্য্যবর্ম্মা, কেতুবর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, এই বীরত্রয় সম্মুখ যুদ্ধে প্রধান নায়কতা করিলেন। নৃমণি ফাল্গুণ প্রতিকূল সেনানায়কদের ভ্রুকুটিপাতে দৃকপাত না করিয়া দেবনর ও অসুর স্তম্ভিতে অস্ত্রাবলী প্রভাবে বিপক্ষ আক্রমণ পূর্ণভাবে নিরাকৃতি করিলে প্রাণভয়ভীত সমূহ যোদ্ধারা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বীরেন্দ্র অর্জ্জুন এইরূপে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া অশ্বমোচন করিলে যজ্ঞ-অশ্ব বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া রক্ষীগণ সহ প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে উপনীত হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর বজ্রদত্ত পিতৃহন্তার ঘোটক দৃষ্টি করিয়া অতীতের বৈরানল প্রজ্বলিত করিতে অশ্ববন্ধন করিলেন। বীররসামোদী পার্থ ভগদত্ত তনয়ের বৈরিতাচরণ দেখিয়া শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে বজ্রদত্তও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরদ্বয় অমরদর্পে সমরারম্ভ করিলে তাঁহাদের সৈনিকেরা স্ব স্ব পক্ষের জয় সাধনে ব্যগ্র হইল—চতুর্দ্দিকেই বীরতার বিকট অভিনয়—অর্জ্জুন বজ্রদত্ত শক্তিদেবীর অটল কৃপাবলে চতুর্থদিন সমান সমর করিয়া বীরকীর্ত্তি বিভায় স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের মুখোজ্জ্বল করিলেন। তখন কিরীটীর সৌভাগ্য গগনের প্রাচিদ্বারে জয়রশ্মি রেখা প্রতিভাত হইয়া উঠিলে শত্রুগণ নিরাশার বিষমাঙ্কুশ তাড়নে তাড়িত হইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। সুভদ্রানাথ কৃতমোচন অশ্বের অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অশ্ববর বহুতর নগর পল্লি পশ্চাৎ করিয়া সিন্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইল। পরাক্রমী সৈন্ধবেরা তাহার গতিরোধ করিয়া স্বদেশের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর জয়দ্রথ নিহন্তা পার্থের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথ তনয় সুরথ বিধিলিখনের অভ্রান্ত অঙ্কপাতে আয়ুরাশির শূন্যতা পাইয়া বিনাযুদ্ধে স্বতই দেহত্যাগ করিলেন। সিন্ধুদেশীয় রথীগণ সিন্ধু-

গর্জ্জনের ন্যায় কোলাহল করিয়া অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসবী তাঁহাদের প্রচণ্ড বল অর্জ্জিত অস্ত্র প্রপাতে অনাদর করিলে সুদারুণ প্রহার পীড়নে বহুক্ষণ পরে তিনি বিমোহিত হইয়া পড়িলেন; বিজয়কে পরাজিত প্রায় দেখিয়া ভূকম্পন, উল্কাপাত ও দিগ্দাহাদি দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। দেববৃন্দসহ দেবর্ষি, মহর্ষিরা তদীয় মঙ্গল কামনায় শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—অস্ত্রযন্ত্রণা পূর্ণভাবে উপশম—কুন্তী নন্দন নববলে বলীয়ান হইয়া প্রনষ্ট গৌরবোদ্ধারে ধৃত ব্রত হইলেন। তদীয় গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত সুতীব্র শর জাল প্রতিকূল অস্ত্র ও প্রতিকূলাচারী যোধদিগকে সংহার করিতে লাগিলে সৈন্ধবদের জয়-প্রসন্ন মুখ বিষাদ কালিমায় মলিন হইল। তাঁহারা ক্রমেই পরাভবের নিম্নতম কূপে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দিনী দুঃশলা স্বীয় সুকুমার নপ্তাকে (সুরথের পুত্রকে) ক্রোড়ে লইয়া অর্জ্জুনের শরণার্থিনী হইলে বীরেন্দ্র, সৈন্ধবদের অপরাধ মর্জ্জনাপূর্ব্বক তদীয় সন্তোষ বিধান করত সুশ্যাম হিরণ্ময় স্বেচ্ছাচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মণিপুরে পদার্পণ করিলেন।

বাজিরাজ পূর্ব্বাস্য হইয়া মণিপুরে গমন করিলে সেই মহানগরের মোহিনী মাধুরী দর্শনে দর্শকেরা কহিতে লাগিল;—পার্ব্বতীয় দেশ মণিপুর কেমন মনোরম স্থান! আকাশ ভেদী সানুমান গিরি দেশের সীমান্ত প্রাচীর রূপ দণ্ডায়মান আছে! শীত সলিলা গভীর তরঙ্গিণী শৈল মূল আলিঙ্গন করিয়া মৃদুবেগে গমন করিতেছেন। দগ্ধ ভূমের শান্তা প্রবাহিনী স্বরূপ গিরি গাত্র হইতে অসঙ্খ্য নির্ঝরিণী মধুরধ্বনিতে নিপতিত হইতেছে! বিনত লতিকা কি শৈলজতরু সকল কররূপ মূলরাশি দ্বারা পতনোন্মুখ উপলখণ্ড সকল জপ মালার ন্যায় ধারণ করিয়া রহিয়াছে! সহকার ও ব্রততি অভিন্ন ভাবে একত্র বাস করিয়া অচ্ছিন্ন সদ্ভাবের জ্বলন্ত উদাহারণ প্রদর্শন করিতেছে! এদিকে রত্ন জালের উজ্জ্বল বিভাগে প্রকাণ্ড রাজবাটি সজ্জিত থাকায় অপার্থিব কোন জ্যোতিষ্ক বস্তুর ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কিন্তু সিংহদ্বার দিয়া অসঙ্খ্য চতুরঙ্গ সেনার গমনাগমনে রাজশ্রী হাস্যমুখে যেন মণিপুরের "বীর প্রসূতি" পরিচয় দান করিতেছেন!

পাণ্ডব সৈনিকেরা এইরূপ মণিপুরের মনোহর শোভা দর্শন করিতে লাগিলে মহারাজ বভ্রুবাহন রাজ্য মধ্যে পিতার আগমন জানিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন—ক্ষত্রীয় ধর্ম্মে ব্যভিচারতা প্রকাশ—কুলপাবন ফাল্গুন বিনত অভ্যর্থনা দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, বভ্রুবাহন! এরূপ নতভাবে আত্ম পরিচয় প্রদান করা ক্ষত্রিয়দের উচিত নহে। আমি যখন রণবেশে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তখন ভীরুর ন্যায় ঘৃণিত ব্যবহার করা কি রাজবংশ পদ্ধতি! তুমি কুলকলঙ্ক ও জীবনপ্রিয়; নতুবা অস্ত্র শাস্ত্রের পরিচয় সত্ত্বে স্তাবকের ন্যায় উপস্থিত হইবে কেন? তোমার ভয়াবহ জীবনে সহস্র ধিক্, রাজন্য সমিতিতে তুমি চিরকলঙ্কের আদর্শ!

মণিপুরেশ্বর বভ্রুবাহন পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অধোমুখে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন; নাগবালা উলূপী যোগবলে তাহা অবগত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা, তদীয় জয় গৌরব সাধন করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি অরিন্দমী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর, অবিলম্বে সম্মান ধ্বংস রাশির উপর পার্থ বিজেতা যশো প্রাপ্ত হইবে!

তিনি এই বলিয়া সপত্নী তনয়কে উত্তেজিত করিলে তেজস্বী বভ্রুবাহন সদম্ভে অশ্বধারণ পূর্ব্বক শমনানুচর বেশী বাহিনীগণ সহিত পিতার প্রতিকূল সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই শ্রবণভৈরব জয়নিনাদ পবন হিল্লোলে তাড়িত হইয়া তাড়িতের ন্যায় অনন্ত গগনে লীন হইল। পিতাপুত্রেই শক্তির স্মরণাপন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল তাঁহাদের শর সকল সৌদামিনার লীলাদলের ন্যায় ঘন ঘন প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বভ্রুবাহন দূরভেদী এক শর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার প্রচণ্ড বলে ধনঞ্জয়ের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি অস্ত্রাঘাতে আত্মজের দৈহিক শক্তি জানিয়া আনন্দানুভব করত কহিলেন, হে নটী নন্দন! তোমার কথঞ্চিৎ শিক্ষানৈপুণ্য আছে। কিন্তু আমার হস্তে দুর্ব্বলপ্রশংসিত যশঃ প্রতিপলে ধ্বংস হয়; তুমি ক্ষণমাত্র অবস্থান কর, দণ্ডবৎ গাণ্ডীব ধনু পাষণ্ড দলন না

করিয়া বিরাম গ্রহণ করিতেছে না। অবোধ! ভীরু প্রাণ! কোন্ সাহসে দণ্ডায়মান আছ, “অসিঝনৎকারে যে জ্ঞানশূন্য হও না” ইহাই সৌভাগ্য মানিয়া পশ্চাৎপদ হও।

ফাল্গুণ এই বলিয়া তাঁহাকে বীরগরিমা দেখাইলে মহাবলী বভ্রুবাহনের কেশও কম্পিত হইল না। তিনি তীব্রস্বরে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি না বাক্‌পটু, তবে কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আত্মগ্লানির প্রার্থনা করেন কেন? জয়লাভে ধৃতব্রত হউন; আজ কৃষ্ণের সহায় নাই, বাহুবলের সহায়ে জীবন রক্ষা করিতে হইবে। বীরেন্দ্র! আজ ভারতের জয়গর্ব্ব পরিত্যাগ করুন। মুহূর্ত্তেকে ভবদীয় মুকুটময় মস্তক পদতল চুম্বন করিয়া লুণ্ঠিত হইবে। তিনি এই বলিয়া প্রতিকূল অস্ত্র নিচয় কর্ত্তন করিলে ধনঞ্জয় ভূকম্পনকারী অন্যবিধ শরে তদীয় রথ অশ্ব ছেদন করিলেন।

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা তনয় বিরথ হইলে তিনি পদাতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন। উভয়েই আত্মোৎসর্গে ব্রতী, উভয় দলেই সুদূরব্যাপী লোহিত পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। এই-মতে তাঁহারা বহুক্ষণ সংগ্রাম নাটকের অভিনয় করিতে করিতে ভবি-তব্যের বিষদিগ্ধ সংক্রামক শক্তিতে পড়িলে প্রথমতঃ বভ্রুবাহন-শরে ধনঞ্জয়, অনন্তর অর্জ্জুনের শর উৎপীড়নে বভ্রুবাহনও বিমোহিত হইয়া পড়িলেন; পার্থ দেহের সঞ্জীবনী নিদর্শন সকল অপেক্ষাকৃত ম্লান হইতে লাগিল।

বীরদ্বয় এইরূপে সমরাঙ্গনে শায়িত হইলে চিত্রাঙ্গদা এই মহাবিপদ দর্শন পূর্ব্বক শোকাভিভূতা হইয়া পড়িলেন, পুত্রশোক হইতে ভর্তৃশোকই তাহার পক্ষে প্রবল হইল, তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থিতা নাগবালাকে কহিলেন, উলুপি! তুমিই পতি বিনাশের মূল, তুমিই কুমারকে উত্তেজিত করিয়া প্রাণনাথকে কালহস্তে প্রদান করিলে! ভগিনি! তুমি কি কঠিন পদার্থে হৃদয় বাঁধিয়া নাথের মৃত্যুমুখ দর্শন করিতেছ! পতি বিরহের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা কি তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না? হায়! কোন্ রমণী তোমার ন্যায় স্বামী হত্যা করিয়া এরূপ প্রফুল্ল মনে থাকে? ভদ্রে! প্রাণকান্ত বহুদার বলিয়াই তোমার ভক্তির উদ্রেক হইতেছে না—না কোন

নিগূঢ় কারণে সতীদেহ নাথের বিয়োগ শোকে আত্মসমর্পণ করিতেছে না? তিনি এই বলিয়া শ্রীহীন বিষণ্ণ ভাবে অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরেন্দ্র! গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হউন। অসময়ে বিরাম গ্রহণ কি তোমার ন্যায় বীরের উচিত? অহো কান্ত! একবার মণিপুরের শোচনীয় দৃশ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন—অভাগিনীর একমাত্র হৃদয়প্রসূণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু তজ্জন্য আমি কাতর নহি। আপনার মুখপদ্মের চিরমুদিত ভাব দেখিয়া যন্ত্রণার অসীম বিক্রমে অবসন্ন হইয়াছি। হায় প্রভো! দাসী আপনার সহধর্ম্মিণী, তবু কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিয়া একাই মর্ত্ত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন? মর-জগতে আমার সধবাসম্পদ কোন্ নিষ্ঠুর বিদ্রোহী হরণ করিল?

পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা এই বলিয়া প্রায়োপবেশনাভিলাসে মৌনাবলম্বন করিলেন—জনতা একবারে নিস্তব্ধ—ভূপতি বভ্রুবাহন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জনকের চরমদশা ও জননীর দৃঢ় অধ্যবসায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায় আমি কি অব্যবস্থিত চিত্ত! অনিত্য যশোলাভে পূজ্যপাদ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রপাত করিয়া জনক জননী উভয়ের মৃত্যুর কারণ হইলাম! আমার অস্ত্র শিক্ষায় ধিক্! কোথায় রিপুজয় করিব, না ত্রৈলোক্যজয়ী জন্মদাতাকে পরাজয় করিয়া নরকের অগ্নিময় দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম! হা বিধাতঃ! তুমি বজ্রাপেক্ষাও কি কঠোর উপাদানে এই পাপদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে? নতুবা ঈদৃশ গুরুহত্যা শোকের ভীষণ বর্ষাঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? হে দ্বিজগণ! আপনাদের শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কি এই ফল ফলিল? বীর কেশরী পিতা পিপীলিকা দংশনে জীবন হারাইলেন! নাগবালে! আপনি আর বিষণ্ণ কেন? ইষ্টদেব ইষ্টসিদ্ধ করিয়াছেন, সপুত্রক সপত্নি নিধন দেখিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করুন।

নৃমণি বভ্রুবাহন এই বলিয়া প্রাণত্যাগ ব্রতের অটল সঙ্কল্প করিলে ভুজগ দুহিতা উলূপী সঞ্জীবন মণি চিন্তাকরত আনয়ন পূর্ব্বক পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, অর্জ্জুনকে পরাজয় করা কি তোমার পরাক্রম সাধ্য? তৃতীয় পাণ্ডব ত্রিলোক বিজয়ী, উনি ত্রিপুর-

জয়ী মহাদেবকেও বাহুযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন! ত্বদীয় পিতৃদেব শাশ্বত পুরাতন ঋষি, ভগবান্ হৃষিকেশের অংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন; সৌরজগতে কাহারসাধ্য পার্থবিজয়ী যশঃ গ্রহণ করিতে পারে? কুমার! কোন কারণে আমিই মায়াবিস্তার করিয়াছিলাম। এক্ষণে মণিমণি নৃমণির হৃদয়সংলগ্ন করিয়া তাঁহার উজ্জীবিত মূর্ত্তি অবলোকন কর।

তিনি এই বলিয়া বভ্রুবাহনকে মণি প্রদান করিলে চিত্রাঙ্গদানন্দন অর্জ্জুনবক্ষে সঞ্জীবন মণি যোগ করিলেন—মহানিদ্রার সুদূর তিরোধান—মতিমান্ অর্জ্জুন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া প্রণতপুত্র বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতা বিমাতা এখানে উপস্থিত কেন, আর লোক সকল হর্ষ বিস্ময়াক্রান্ত ইহার ই বা কারণ কি? কুমার! তুমি দূরদর্শী, অতএব গভীর গবেষণার দ্বারা আমার এই দ্বিবিধ সন্দেহ মোচনকর।

বভ্রুবাহন কহিলেন, পিতঃ! ইহার প্রকৃতার্থ বিমাতা অবগত আছেন, আপনি তাঁহারমুখে কৃতপ্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর গ্রহণ করুন।

তখন শ্রীমান্ অর্জ্জুন উলূপীকে কহিলেন, প্রিয়ে! চিত্রাঙ্গদার সহিত তুমি কিজন্য রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ, দর্শকেরাই বা সবিস্মিত নয়নে কি জন্য আমায় অবোলোকন করিতেছেন? ইহা আমাদের সন্ধিজন্য, না অন্যকোন অভিসন্ধি মূলক?

পতি প্রেমিকা উলূপী পতির এই কথা শুনিয়া ভারতীর বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় মধুস্বরে কহিলেন, নাথ! ভীষ্মবধ অনুতাপে বসুগণ কর্তৃক "আপনি নিরয় গামী হইবেন" এই শাপগ্রস্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান পরাজয় বসুদেবগণের নিকট আমি প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলাম। অতএব আমিই ত্বদীয় বধ সাধনের কারণ স্বরূপ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, রাজবালা চিত্রাঙ্গদা ভর্ত্তৃ শোকে অধীর হইয়া অনুমৃতা হইতে আগমন করিয়াছেন, দর্শকগণ আবার দাসী প্রদত্ত সঞ্জীবন মণিস্পর্শে আপনাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া কৃতান্তের প্রত্যাখ্যান জন্য বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। যাহাহউক মতিমন্! এক্ষণে এই জ্ঞান কৃত অপরাধ

জন্য অধীনীকে ক্ষমা করিয়া কিছুদিন রাজপুরে অবস্থান করুন, প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদার সহিত আপনার চরণ কমল অর্চ্চনা করি। পতিদেবতা উলূপী এইকথা বলিলে মহানুভব অর্জ্জুন স্বীয় শাপান্ত জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া অশ্বের অনুগমন প্রযুক্ত তথায় বিশ্রাম করিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে নাগেন্দ্র নন্দিনী,সপত্নিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

শুনলো বিনোদিনি, বধিবারে রমণী,
পাষাণের রাশি আনিয়ে!
বিধাতা নিরদয়, গঠিয়াছে ও হৃদয়,
বিষ বারি তাহে ঢালিয়ে।
অশনির আগুন, নিছিয়ে পুনঃ পুনঃ,
পুরুষের মন গঠিল;
হরি ঘোর তিমির, গভীরা যামিনীর,
ধূমহেন তাহে পূরিল।
ন হেত কি লাগিয়ে, দাসীরে নিরখিয়ে,
বঁধু হিয়া নাহি গলিল;
প্রথমের মিলনে, যে উদাস নয়নে,
ভাণ করি প্রাণ হরিল।
নবিনা ফুলদলে, তুলিয়া কুতূহলে,
নারী হিয়া সৃজিল সেই;
পশিয়া সরঃ নীরে, তুলি তুলি সুধীরে,
কুমুদীরে আঁকিল যেই।
হিমানীর ঝরণা, লইয়া কণা কণা,
করিল সে এ লোল মন;
তাইত লো স্বজনি, লুটিনিলা নৃমণি,
বিনানলে পুড়ি এখন!

দেখিলে বিধাতারে, শিখাতে এবে তারে,
ঘুচাইয়া লাজের দ্বার ;
বলিব রোষকরি, মরি মরি আমরি,
বিধিপুরে ধন্য বিচার।

এবে লো রাগভরে, কল্পনা সারক'রে,
জলদের আঁধার ধরি ;
শ্যামতনু গঠিয়ে, মনফুল সঁপিয়ে,
পতিপদ অর্চ্চনা করি।

ভর্ত্তৃ প্রেমানুগা উলূপী এই কথা বলিলেও দৃঢ়ব্রত পার্থ তাহাতে অনুমোদন নাকরিয়া প্রেয়সীদ্বয়ের সহিত প্রিয়পুত্র বভ্রুবাহনকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ইচ্ছাবিহারী অশ্ব দক্ষিণ দিকে গমন করিলে মহাযশা পার্থ অশ্বাবরোধ উপলক্ষে প্রথমতঃ মাগধপতি মেঘসন্ধীকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ, পুণ্ড ও কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন—দিক্‌ভ্রমণ পরিশেষ—ভ্রমণকারী অশ্ব হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন তাহার গন্তব্য দেশের কোন কোন স্থানে শক্রতা অনিবার্য্য হইলে বিজয়ী ধনঞ্জয় যথাক্রমে চেদি, দশার্ণ, নৈষদ, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক এই সমস্ত দেশাধিপগণ ও কোলগিরি নিবাসী-দিগকে পরাজয় করিয়া সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ, প্রভাস, ও দ্বারকা অতিক্রম পূর্ব্বক গান্ধার দিগকেও পরাভবকরত হস্তিনার নাতিদূর নিকটে উপনীত হইয়া ক্রমেক্রমে রাজনগরী প্রবেশ করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "তস্মাদ্যজ্ঞে বধোহ বধঃ" এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনা গমনোদ্যত হউন।

ইতি ; মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত—
অনুগীতা পর্ব্ব, কুরুবংশে পার্থপরাজয়
নামক পঞ্চ চত্বারিংশৎসর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

ষট্ চত্বারিংশৎসর্গ।

হস্তীনা-গঙ্গাতীর—অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(দান সাগর)

"তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ"

প্রাণীবধ মহাপাপ মূলক, যজ্ঞাহত প্রাণী মুক্তিলাভ জনিত অবধ বলিয়া পরিগণিত হয়; রাজর্ষি প্রধান যুধিষ্ঠির প্রাণীহিংসার পাপ জয় করিতে কঠিন ব্রত অশ্বমেধসত্রে যজ্ঞপশুর মুক্তির কারণ হইলেন—মহানগরী হস্তিনা তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্র হইল—মহারথ অর্জ্জুন পৃথিবীভ্রমী অশ্বসহিত হস্তিনা-প্রান্তরে উপনীত হইলে তাঁহার অব্যবহিত পরে নাগকুমারী উলূপি সহিত সমাতৃক বভ্রুবাহনও উপস্থিত হইলেন। দর্শকেরা যজ্ঞ-মহোৎসবে পুণ্যক্ষেত্র সজ্জিত দেখিয়া মনে ভাবিতে লাগিল—হস্তিনা-প্রান্তর গঙ্গাতীর একে রম্যভুবন, তাহাতে আবার রত্নমণ্ডিত যজ্ঞশালা হৃদয়েধারণ করায় যেন বাসুদেব বক্ষে কৌস্তভমণির ন্যায় শোভা শালী হইয়াছে! যজ্ঞালয়কে হস্তিনার শীর্ষ কল্পনা করিলে চন্দ্র চূড় যেন পূর্ণ-চন্দ্র শিরোভূষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই কলনাদিনী ভাগিরথী সেই ব্যোমকেশের কেশকূপে শিবজয় ধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছেন! আহা, দিকে দিকে কি কাঞ্চনময় বিচিত্র তোরণ এবং ভূপৃষ্ঠে হিরণ্যজাল জড়িত অমূল্য আস্তরণ কেমন বিস্তৃত রহিয়াছে! এদিকে আবার অশোক কিংশুকাদি সমস্ত উদ্ভিজের প্রদর্শনী, কেবল উদ্ভিজের প্রদর্শনীই কেন? এই দূরব্যবধান যজ্ঞসমিতিতে সর্ব্বজাতীয় একতার অধিবেশন, কিন্তু প্রচুরতায় হয়, হস্তি, রথ আর মানব সংখ্যাই ত অধিক, এমন কি পিপী-

লিকার ও গতিরোধ, যেমন সপ্তদ্বীপ বাসী মহীপাল একীভুত হইয়াছেন! তদ্‌ভিন্ন আহার্য্য সামগ্রীর অভাব নাই, পানীয় পদার্থের মহানদী ও অন্য-বিধ ভোজ্য মেরু প্রমাণ প্রস্তুত, যেন ভুত ভাবিনী অন্নপূর্ণা অলক্ষিতে রাজভাণ্ডারে কটাক্ষদান করিতেছেন!

মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ এইরূপ অতুল সমারোহে পরিণত হইল। মহাত্মা বেদব্যাস ষড়ঙ্গবেত্তা ব্রতনিপুন মহর্ষিগণ সহিত যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সঙ্কল্পিত অশ্বচ্ছেদ করত উহার মেধপাক আরম্ভ করিলে পাণ্ডবগণ তাহার পুতগন্ধ গ্রহণ করত গতপাপ হইলেন। দানী প্রবর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি সুবর্ণ ও বাদরায়ণিকে সাগরান্ত ধরা দক্ষিণা দান করিলেন। তখন বিতস্পৃহ দ্বৈপায়ণ ধর্ম্মাত্মজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি দক্ষিণা প্রাপ্য বসুন্ধরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, তুমি পৃথ্বী দানের পরিবর্ত্তে অর্থ প্রদান কর। ব্রাহ্মণেরা চির অর্থ লিপ্সু, কখনই রাজ্যাভিলাসী নহে; ব্রতানুষ্ঠান ব্যতিত প্রজানুশাসন করা দ্বিজাতিরকুলকার্য্য নহে।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! এই বাজপেয় উপলক্ষে পৃথিবী সম্প্রদান করিব ইহাই স্থির করিয়াছি, অতএব দয়া করিয়া পুরোহিত গণ সহিত দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্ত করুন; আমি কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ণ করিয়া মহারণ্যে গমন করি।

ধর্ম্মরাজ এইকথা বলিলে অনুজগণ সহিত পাঞ্চালীও তাহাতে অনুমোদন করায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দেবাদিদেব কৃষ্ণ ভূমি মূল্য কাঞ্চন বলিয়া রত্নাবতী পৃথিবীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে স্বর্ণদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন মহামতি যুধিষ্ঠির দেয় দক্ষিণার বহু তিন গুণ করিয়া অপ্রমিত স্বর্ণদান বাজপেয় বিভাগে অর্পণ করিয়া দিলেন। ভগবান্ ব্যাস রাজ দত্ত ধনরাশি অপর দ্বিজাতিকে ন্যায়রূপে বিতরণ ও স্বপ্রাপ্ত যজ্ঞ দক্ষিণা পুত্রবধূ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। সাধুশীলা কুন্তী ঋষি প্রদানিত অর্থ গ্রহণ করিলেও অবিলম্বে প্রার্থীঅনুকূলে তাহা ব্যয়িত হইল। মহারাজ ধর্ম্ম ঐ পার্থিব দান ব্যতিত অন্যতম প্রভূত দান

সাগরে দীন, দুঃখী ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর চির অর্থ পিপাসা বিদূরিত করিলে দান গ্রাহীরা কৃতার্থ হইয়া অনুজীবী গণকেও দান করিতে লাগিল। আহার বিহার দান ও সম্মান শৃঙ্খলায় সকলেই সমতুষ্টি লাভ করিলে ভূতলে রাজভক্ত গণ ধর্ম্মজয়ধ্বনি ও নভোস্থল হইতে দেববৃন্দ রাজ মুকুটে কুসুম প্রপাত করিতে লাগিলেন।

অদ্বিতীয় দাতা যুধিষ্ঠিরের অসীম দান কীর্ত্তির প্রশংসা স্বরূপ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইলে নীলনেত্র ও অর্দ্ধহেম কায় এক বৃহদাকার নকুল তথায় উপস্থিত হইয়া ভীমরবে কহিল,—যুধিষ্ঠির কোন্ ভাগ্যবলে এতদূর সম্মান লাভ করিলেন? ত্রৈলোক্য নিবাসীরা কি গুণে ইহার পক্ষপাতী হইলেন? বর্ত্তমান যজ্ঞের প্রাধান্যযশ দূরে থাকুক, কুরুক্ষেত্র নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ শক্তু দানের তুল্য হইবে না।

মহাকায় নকুল এইকথা বলিলে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, নকুল! তুমি কে? কোথা হইতে এই সাধুশঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হইয়াছ এবং কিরূপেই বা ভূরি দক্ষিণ মহাযজ্ঞকে শক্তু দান হইতে ও নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে? নকুল! তোমার আকার ও বাগাড়ম্বর শুনিয়া আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব অতীতের গূঢ় কাহিনী সভাজন সমক্ষে ব্যক্তকর।

ঋষি গণের এইকথা শুনিয়া সুবর্ণ শিরা নকুল হাস্য করিয়া কহিল, হে মহাত্মাগণ! পূর্ব্বকালে মহাস্থান কুরুক্ষেত্রে পুত্র, কলত্র ও পুত্রবধূ সহিত এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিয়া একদা আপনাদের দুর্ণিবার ক্ষুৎ পিপাসার কালে শ্রমলব্ধ এক প্রস্থ শক্তু (ছাতু) ছদ্ম অতিথি ধর্ম্ম-রাজকে প্রদান করায় তাঁহারা অবিলম্বে সর্গধাম প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাদের পরম গতি দেখিয়া আমিও উচ্চ প্রত্যাশায় সেই অতিথি উচ্ছিষ্ট পাত্রে লুণ্ঠিত হইলে এই পশু দেহের প্রসাদ লগ্ন শীর্ষদেশ সুবর্ণ-ময় হইল। অপরাংশ স্বর্ণময় করিতে বহুস্থান পরীক্ষা করত বর্ত্তমান রাজ-দ্বারে ও তাহা সাধন করিতে পারিলাম না; যুধিষ্ঠির স্থিরপ্রজ্ঞ হইলে অবশ্যই তাঁহার আতিথেয় ব্রতে আমার ইষ্ট সিদ্ধহইত। নকুল শ্রেষ্ঠ

এইকথা বলিতে বলিতে দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শাপমুক্ত পুরুষ ধর্ম্মের অংশ, উনি জমদগ্নির ক্রোধ পরীক্ষা করিতে পিতৃ-শ্রাদ্ধ সঙ্কল্পিত ঐ ঋষি সঞ্চয় দুগ্ধ হরণ করেন, তাহাতে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ না হইলেও তদীয় পিতৃলোক কর্তৃক মহাপুরুষ নকুলত্ব প্রাপ্তীর অভিশাপ গ্রস্ত হইয়া পরে এই ধর্ম্ম নিন্দাই তাঁহার শাপান্ত কাল থাকায় তিনি প্রথমতঃ শাপভোগ, অনন্তর ধর্ম্মরাজকে নিন্দা করত গতশাপ হইলে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম প্রবীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাপন হইলে সমাগত ব্যক্তিসমুহ পাণ্ডবগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া গৃহাগমন করিলেন। ভগবান্‌হরি স্বগণের সহিত দ্বারকা গমনোৎসুক হইয়া কৃতকর্ম্মা রাজাযুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, নৃনাথ! আপনি বিশালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, তদীয় শত্রুজয় ও পাপজয় কীর্ত্তি জগতে চিরদিনের জন্য রহিল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এবং দীন দরিদ্রের সৌভাগ্য স্বরূপ। ভবাদৃশ রাজসেবা আমাদের ও প্রার্থনীয়; কিন্তু বহু দিবস দ্বারকা পরিত্যাগ জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব আমন্ত্রিত যদুগণসহিত আমাকে দ্বারবতী গমনে আদেশ করুন।

জগৎপাতা পরমেশ এই কথা বলিলে যুধিষ্ঠিরের প্রফুল্ল মুখপদ্ম পরিম্লান হইল। তিনি সকরুণে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি উন্নতি অবনতিরমূল, তোমার অনুগ্রহেই আমি ঈদৃশ সম্পদ লাভ করিয়াছি, তোমার নিগ্রহেই শত্রু পক্ষের অধঃপতন হইয়াছে। মুঢ় লোকে ভ্রম বশতঃ আত্ম শ্লাঘা করিয়া থাকে। যাহা হউক, মাধব! তোমার হস্তিনা বাসকালে আমরা সনাথ, নতুবা অনাথ ভাবে কাল হরণ করি। অতএব বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তরহইলে বলিয়া দীন পাণ্ডবকে অন্তর হইতে অন্তর করিওনা।

রাজর্ষি ধর্ম্ম এই বলিয়া তাঁহার দেশাগমন প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে কমলাপতি হরি রাজ-অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক স্বসা ও পিতৃ স্বসার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীরূপা পাঞ্চালীকে কহিলেন, রাজ্ঞি! দ্বারবতী গমনে অনুমতি দিন, স্বদেশ দর্শনে উৎসুক হইয়া আপনারনিকট

বিদায় প্রার্থনা করি। মহামান্য যদু-পাণ্ডবগণ আমার সমান স্নেহ পাত্র, একতরে অধিষ্ঠান থাকিলে অন্যতরের বিরহ উপস্থিত হয়।

সাত্ত্বিক প্রেমিকা দ্রৌপদী ভগবানের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মাধব! আপনি অন্তর্যামী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরস্থ; পাণ্ডবের ভাগ্যদোষে প্রাকৃত জনতার পরিচয় দান করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া অনুযোগ পূর্ণ স্তুতিসহকারে কহিলেন ;—

হরি! তোমার চরণ দ্বয়,
লভিবারে চির সাধনা নাই ;
তাইত তুমি হরিয়া দয়া,
বলহে সদাই দ্বারকা যাই।
থাকিত যদি অপর গতি,
ভবের পারে শ্রীমধুসূদন ;
ভাবি ও পদ প্রবীণ যোগী,
করিত কি এদেহের পতন ?
গভীর নীর ভবের সিন্ধু,
তাহার উপায় আর কি আছে ?
এক তরণী রাঙা চরণ,
তাই স্মরণীয় তোমার কাছে।
দ্বারকা বাসী কি ঘোরতপ,
ক'রেছে জগতের চিন্তামণি !
যাদের প্রেমে অনাথ বন্ধু !
বন্ধন র'য়েছ দিবা রজনী।
হ'লে অন্তর অন্তর দিয়ে,
কমলাকান্ত হও অন্তর্দ্ধান !

কল্পনাদেবী দেখায় তোমা,
সমুদ্র পুরির মোহন স্থান।
যায় কি তৃষা জল পিপাসু,
দেখে যদি সুধাসলিল রাশি?
দেখিয়া সপ্ন মগ্ন হয় কি,
প্রেম পারাবারে প্রেম বিলাসী!
মিলন বিনা রাধা রমণ,
তুমি ও তেমন আপন হারা;
কমলাক্ষে প্রায় অলক্ষিতে,
বহে শত শত দুখের ধারা!
যাবে যদি তাই ভক্তাধীন,
কার সাধ্য আজ তোমা নিবারে!
করুণা রেখ' করুণাময়!
আমরা যাব হে ভবেরপারে।

মহাত্মা বাসুদেব কুরুগণের নিকট এইরূপ বিদায় লইয়া ধর্ম্মরাজ প্রদত্ত বহুতর যৌতুক গ্রহণ পূর্ব্বক বলভদ্র, প্রদ্যুম্নাদি আত্মীয় নিচয় ও অগণন অশ্ব-হস্তি, রথ-সৈন্য সহিত দ্বারবতী গমন করিলেন। এদিকে ভাগ ধয় পাণ্ডবেরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহা সমরের পর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে পঞ্চদশ বর্ষ তাঁহাদের রাজদণ্ড পরিচালিত হইল। ধর্ম্মরাজ পিতা-মাতার ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবা করিতে লাগিলেন। কি প্রজা, কি পৌরজন, কি ঋষি বৃন্দ, কি বৈদেশিকেরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ, তিনি সপুত্রক অবস্থাপেক্ষা পরমসুখে কাল যাপন করিলেন। ভীম ব্যতীত সকলেই তাঁহাকে দেব ভাবে পূজা করিত। মহাবল ভীম অহমিকার ঘন জালে আচ্ছন্ন থাকিয়া অতীতের জ্বলন্ত মনোদুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট দর্প প্রদর্শন

করিলে রাজসুখের কমলকোরকে অভিমান কীট প্রবেশ করিল। তিনি মরজগৎ হইতে আত্মনির্ব্বাসন জন্য পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া বনগমন স্থির করত প্রিয়ম্বদ প্রধান পাণ্ডবকে তাহা বিদিত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানাকাশে তদীয় পূর্ণবিবেকতার জ্বলন্ত নক্ষত্রোদয় হইলে তিনি জ্যেষ্ঠতাতের উদাসীন ভাব প্রকৃতিস্থ করিতে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন—অভিমান মিশ্র পণ অপ্রতিহত—তিনি কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগমন পূর্ব্বক তদীয় বন-বাস মন্ত্রণার পক্ষ সমর্থন করিলে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে নীতি শিক্ষা-দান, দ্বিজাতি ও দীন দরিদ্রকে অর্থ বিতরণ, এবং প্রজা হইতে পৌরজন পর্য্যন্তকে বিনয় সম্ভাষণ করিয়া সস্ত্রীক কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অরণ্য-যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিদুর, সঞ্জয় এবং কুন্তীও তদীয় অনুযাত্রী হইলেন। তখন পাণ্ডবনিচয় ঐ অনুযাত্রী ত্রয়কে গমন করিতে দেখিয়া সমধিক দুঃখিত হইলেন; বিশেষতঃ মাতৃবিরহশোক নিশীত শর-জালরূপে তাঁহাদের উপর পতন হওয়ায় তাঁহারা একবাক্য হইয়া মনস্বিনী কুন্তীর বনগমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভাবি-তপস্বিনী পৃথা তাহাতে নিবৃত্ত হইলেন না; বিশাল হস্তিনা শোকসাগরে মগ্ন করিয়া পঞ্চজন বনযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের গমন কালে সুগন্ধ পরিমল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক! এক্ষণে "যোগবলং দুর্জ্জয়ং" এইকথার সার্থকতা দেখিতে কুরুক্ষেত্র গমনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্ব,

কুরুবংশে অশ্বমেধ যজ্ঞ নামক-

ষট্ চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

সপ্ত চত্বারিংশৎসর্গ।

কুরুক্ষেত্র—গতায়ু-সন্দর্শন।

(তপস্যা-প্রভাব)

"যোগ বলং দুর্জ্জেয়ং"

যোগবল সর্ব্বজনীন বলের প্রধান, যোগসিদ্ধ ব্যক্তিরা যোগবলে অভাবনীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন;—যোগাচার্য্য ব্যাসদেব কৌরবগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যোগবলে গতায়ু স্বর্গীয় বীরগণকে মর্ত্ত্য-মূর্ত্তিতে আনয়ন করিলেন—মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে গতায়ু-সন্দর্শন স্থান হইল—ভাবী তাপস ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কুন্তী, গান্ধারী, সঞ্জয়, বিদুর ও বহুল অনুচর সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে প্রথমতঃ ভাগীরথী তীরে যামিনী যাপন করিলেন,। অনন্তর পুণ্য-স্থান কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযুপের তপোবনে তপাশ্রম স্থিরীকৃত করিয়া মহাত্মা বেদব্যাসের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করত পূর্ব্বনির্ণেয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন শোক-তাপ ও দ্বেষ-হিংসা পরি-রহিত তপোবনে প্রকৃতির সযত্নপালিত মাধুরী দেখিয়া অনুচরগণ ভাবিতে লাগিল—অহো, পুণ্যাশ্রমের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! শ্বাপদগণের ও হিংস্রভাব নাই, যূথনাথের সহিত অজাযুথ নির্ভয়চিত্তে ক্রীড়াসক্ত আছে! সিংহশিশু করীশাবকের সহিত বিরাম উপভোগ করিয়া উদারতার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে! তদ্ভিন্ন ঋতুরাজের পক্ষপাতী বিলাস ও এখানে বিলক্ষণ; ঐ কেমন শরৎ, শীত ও বাসন্তী কুসুম সকল সমকালেই বিকসিত হইয়াছে! ফলিত বৃক্ষ সকল সুস্বাদু ফলভার বহন করিয়া

নতশিরে দণ্ডায়মান আছে! তরঙ্গায়িত ধীর প্রবাহাধার সুরধুনী সুদুর্লভ স্বর্গীয় বারিতে ইহাদের মূল সিক্ত করিতেছেন! আবার তরুজাত শ্যাম-পত্রের ঘন সংশ্লেষনে বনমধ্যে অংশুমালীর অংশুপতন না হওয়ায় প্রভাতের আগমনী গায়ক পিকরাজ উষানুমানে দিবাকুজন করিতেছে, ময়ূরপতি জলদাগম বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, অহো—ছায়া দেবী যেন নাথের সোহাগে বঞ্চিত হইয়া তদীয় অচল প্রণয়লাভে বনতপস্বিনী-ব্রত আচরণ করিয়া এখানে রহিয়াছেন! মুক্তিলিপ্সু কৌরব নর-নারীগণ ও তপোবনের ঐরূপ অসামান্য পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া তথায় অবস্থান করত জটাজীন ধারণ ও ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক তপোনিরত হইলেন। কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয় ইঁহারা তপশ্চারণে ও ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীর পরিচর্য্যায় রহিলেন।

এদিকে স্বজন সমবেত মহীপ যুধিষ্ঠির প্রত্যাগমন করিলেও গুরুজন-বিচ্ছেদশোক তাঁহার স্মৃতিপথহইতে অপসারিত হইল না। অহর্নিশি চিন্তার পদসেবা করিয়া আত্মাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুকাল গত হইলে সমকালে সকলের মনে ধৃতরাষ্ট্রাদির দর্শন লালসা সমধিক বলবতী হইয়া উঠিল। মহাত্মা ধর্ম্ম গুরুজন দর্শনে উৎসাহিত হইয়া অনুজগণ, পুরস্ত্রী বৃন্দ ও নাগরিক নিচয় সহিত চতুরঙ্গী বল সমভিব্যাহারে বহির্গমন পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রের তপোনিকেতনে উপনীত হইলেন—উপবনে জনপদ-শোভার আবির্ভাব—যুধিষ্ঠিরাদি আগন্তুকগণ কুন্তী, সঞ্জয় ও সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করত তথায় উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধরাজ কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি স্বজন সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? ভগবান বাসুদেব তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন আছেন?—ত্বদীয় রাজ্যশাসন কালে কুরুকুলের চিরন্তন সুযশ প্রতিভা ত অবিকৃত রহিয়াছে?

সুবিজ্ঞ কৌরবপতি এইকথা বলিলে বাকপটু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিনম্র সহকারে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে দাসের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, এক্ষণে আপনাদের বনবাসজনিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ বলুন,

পিতৃব্যবিদুরকে দেখিতেছি না কেন? তিনি কোন মহাস্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা ও প্রকাশ করুন।

এইকথা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তাত! তোমার পিতৃব্য কঠোর তপশ্চারণ করিয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছেন। মুনিগণ কখন কখন তাঁহাকে অতিনিভৃত বনবিভাগে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন সময়ে সমলকায় জটাধারী দিগম্বর বিদুর সেই আশ্রমের অনতিদূরে দর্শন দান দিয়া প্রস্থানকরিলে মহামতি ধর্ম্ম তাঁহাকে দৃষ্টি পূর্ব্বক একাকী তদীয় পশ্চাৎপশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায় জনশূন্য গহন বিপিনে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠির দৃষ্টিতে স্বদৃষ্টি সমর্পণ ও তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদয়ে আপনার ইন্দ্রিয় সংযোজন করিয়া রাজশরীরে প্রবিষ্ট হইলে পরিত্যক্ত শব শরীর ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—দাহিকা প্রবৃত্তির সংক্রমণ—মহাত্মা যুধিষ্ঠির তদীয় মৃতদেহ অগ্নি সংস্কার করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণী শূন্য মণ্ডল হইতে তাঁহাকে নিবারণ করায় তিনি খুল্লতাতের দাহকার্য্যে বিরত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বজন সমক্ষে তদীয় মৃত্যু বিবরণী বর্ণন করিলেন।

অনন্তর দিবসগতে বিভাবরী এবং বিভাবরী বিগমে আবার দিবা সমুপস্থিত হইলে সেই জনসঙ্কুল তপাশ্রমে মহর্ষিবেদব্যাস পদার্পণ করিলেন—ঋষিরাজ দয়ার প্রবাহ, উদারতার ভাণ্ডার—তিনি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ত তোমার তপানুষ্ঠান হইতেছে? তোমার জ্ঞান সমুদয় নির্ম্মলরূপে ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে?—নিদারুণ পুত্রশোক সন্তাপে ত আর তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে না?

মহামনা ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পিতঃ! আপনার প্রসাদে আমি ইন্দ্রিয় সংযমনে প্রবৃত্ত আছি, আমার মানসিক গ্লানি বহুল পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছে। মনীষা সম্পন্ন মুনিগণ প্রসন্ন হইয়া আমার শ্রেয়ো সাধন করিতেছেন; আমি পাপাত্মা হইয়া ও ভবদীয় অটল অনুকম্পায় পরম গতি লাভের আশা করিতেছি। তিনি এইরূপে তাঁহাকে আত্ম-

কাহিনী নিবেদন করিলে ঋষিরাজ বাদরায়নী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পাণ্ডবগণ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া তথায় এক-মাস কাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা দেবর্ষি মহর্ষি ও বহুল জ্ঞানপ্রবীণ সমবেত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ অবস্থান করায় ইচ্ছাক্রমে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সমাগত হইলেন। পঞ্চমবেদ স্বরূপ মহর্ষিকে দর্শন করিয়া সকলে অভিবাদন করিলেন। মুনি সত্তম সমাসীন হইয়া তপস্যা প্রভাব প্রদর্শন জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার আন্তরিক ভাব আমার অবিদিত নাই, বধূমাতা গান্ধারীর সহিত দুস্তর শোক সাগরে মগ্ন আছ; মহানুভবা কুন্তী প্রভৃতি ও আত্মীয় শোকে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন! অতএব এক্ষণে আপনাপন অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। দেবাসুর ও দেবর্ষি মহর্ষিরা আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।

তপোপ্রভ বেদব্যাস এই কথা বলিলে অন্ধরাজ কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ম্মদোষে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব জ্ঞান-বলে সেই কুলাঙ্গার পুত্রশোক আমি মন হইতে বহিস্কৃত করিয়াছি। কিন্তু সঙ্গদোষে নিরপরাধী পুত্র পৌত্রগণ যে কাল সাগরে মগ্ন হইল, এই অনুতাপ বজ্র লেখার ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম ও কুলগুরু দ্রোণাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া আমি সমধিক ব্যথিত হইয়াছি। দুর্ম্ম-তির অনিত্য রাজ্যলোভেই তাঁহারা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মহা-ত্মন্! আপনি ত্রিকালজ্ঞ ও অন্তর্যামী। অতএব বশম্বদ দাসের প্রতি শান্তি বিধান করুন।

জ্ঞানবান ধৃতরাষ্ট্র এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে শোকাতুরা গান্ধারী কহি-লেন, দেব! পুত্রশোকের অশ্রুপাত করিয়া আজ ষোড়শ বর্ষ অতীত করি-তেছি! একমুহূর্ত্ত শতবর্ষের ন্যায় মর্ম্ম যন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে! নির্দ্দয় কাল মুখ ব্যাদান করিয়া আমার সকল সুখ গ্রাস করিল! আর্য্য! আত্মা হইতে আত্মজ; সুতরাং প্রাণাধিক পুত্রবিয়োগ

হইলে কোন্ পাষাণ হৃদয় না ব্যথিত হয়? প্রভো! আপনার এই অন্ধপুত্র-বধূরত শতপুত্র শোক! কুন্তী একপুত্র বিয়োগেই চির অশ্রু বিসর্জন করিয়া চক্ষুসত্বেও অন্ধ হইয়াছেন; আবার মহারাণী দ্রৌপদী এবং অভি-মন্যু জননীরও সুখ সচ্ছন্দ কোথায়? পুত্রগণের চন্দ্রানন ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহারাও রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমা রূপিণী হইয়াছেন।

গান্ধারীর বক্তব্য বিষয় পরিশেষ হইলে সজলনয়না কুন্তী কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, দেব! আর্য্যা গান্ধারী প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন; অপত্য-বিয়োগ শোকে যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ জন্মাবধি কর্ণের প্রতি জননী জনোচিত স্নেহ প্রদর্শন না হওয়ায় দুর্নিবার বিরহানল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে; বৎসের চারু চন্দ্রাননে কখনই চুম্বন দান করি নাই, ভাগ্যবতী রাধাই সেই দেবকুমারের প্রতি পালিনী ছিলেন; আমি কুমারের আনন্দকর মূর্ত্তি কল্পনা জগতে দেখিয়াই জীবন অতিপাত করিলাম! হায়! আমি যারপরনাই অভাগিনী, নতুবা রত্ন প্রসবিনী হইয়া একদিনের জন্য সে অমূল্যরত্ন ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারিলাম না!

শোকাতুরাকুন্তী এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে পতি-পুত্র ও পিতৃ বিয়োগী রমণীদের ষোড়শবর্ষগত দুঃখ চক্ষের উপর খেলিতে লাগিল। তাঁহারা অধীরতায় হা পুত্র! হা পিতঃ! হা দয়িত! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিপুঙ্গব ব্যাস শোকমগ্না ক্ষত্রিয় মহিলা দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আশ্বস্ত হও; মহা-সমরের গতায়ু বীরবৃন্দকে অদ্য রাত্রে ভাগীরথী তীরে প্রদর্শন করাইব। তিনি এইকথা বলিলে তাঁহাদের মনে যেন ভিন্ন যুগের অবতারণা বলিয়া বোধ হইল। সজীবন দেহ আবার নবজীবনে যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সকলেই উৎসাহের অনুচর হইয়া ভাগীরথী তীরে গমন পূর্ব্বক অস্তাচল গমন জন্য দিবাকরকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান ভাস্বর প্রাচী দিকে লীন হইলে ঋষিরাজ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করত

সমরনিহত বীরগণকে আহ্বান করিলেন—অদ্ভুত তপোবল—তদীয় স্মরণ মাত্রে সেই মহা সলিল ভেদ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণাদি কুরু-পাণ্ডবীয় সমস্ত বীর নির্বৈর ও নিরহঙ্কার ভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। সকলের মনে যুগপৎ হর্ষ অনুভব এবং ভবধাম হইতে নির্ব্বাসিত বীরদিগের পুনরাগমনে নবজাত বিস্ময়ের উদ্ভব হইল। তাঁহারা আত্মীয় মিলন প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—অপূর্ব্ব সুখ রজনী অচিরে অবসান—সমাগত স্বর্গীয় শূরবর্গ স্ব স্ব পুত্র কলত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের প্রিয়সাধন পূর্ব্বক নিজ নিজ বাহনের সহিত গঙ্গাজলে অবতরণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষির আদেশে পতিব্রতা কামিনীরাও সুরবারিতে দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করত পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর ভগবান ব্যাস রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে প্রেরণাদেশ করিলে হস্তিনানাথ অজাতশত্রু ধর্ম্মকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ দ্বারা দেশগমনে অনুজ্ঞা করিলেন। পাণ্ডবেশ্বর, গুরুজন শুশ্রূষা রাজসম্পদ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রত্যাগমনে বিরত হওয়ায় গান্ধারী-কুন্তী ও তাঁহাকে গমন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধিমতী ভোজ দুহিতা বধূগণ সহিত পুত্রদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমরা গৃহগমন কর; দীর্ঘকাল বিদেশ প্রবাস করিলে রাজ্যে শান্তি ভঙ্গ হইবে; শান্তিরক্ষাই রাজকুলের চিরব্রত। ভূতপূর্ব্ব রাজ পুরুষ গণ প্রজাপালনের সুকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। অতএব মায়াজালে আমা-দিগকে জড়িত না করিয়া সুখে গমন কর; আমরা মায়াবর্জ্জিত হইয়া যোগ সাধনে উৎকৃষ্ট গতি লাভে সযত্ন হই।

পাণ্ডু মহিষী এই বলিয়া পুত্রগণকে প্রবোধ দান করিলে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয় রাজধানী গমনোৎসুক হইলেন; সহদেব কোন মতেই তদীয় স্নেহ পাশ কর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন না। পাণ্ডবানুজ সকাতরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আর্য্য! আপনি রাজধানীতে গমন করুন, আমি মাতৃশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পদ উপভোগ করিব না। যিনি আমাকে

চিরপালন করিয়াছেন, যিনি আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া আমার শৈশব সময়ে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; আজ তাঁহার বার্দ্ধক্য জীবন কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? আত্ম প্রসাদই যদি সুখের কারণ হয়, তবে জননীকে জনশূন্য গহন বনে রাখিয়া কিরূপে বিশাল জনপদের অসার সুখ সম্ভোগ করিব? আপনারা গমন করুন, আমি মাতৃদ্বয়ের পদ সেবা করিয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করি।

ধীমান সহদেব এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে গৃহযাত্রীদের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অবশেষে সকলেই তাঁহাকে গৃহাগমনে বাধ্য করিলে পাণ্ডবাদি আগন্তুকেরা তাঁহাদের পদবন্দনা করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। মহাত্মা সহদেব আত্ম দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—

একি—শুনালে কি বাণী?
বিষম অশনি প্রায়, হৃদয়ে পশিল হায়;
পূজিতে পাবনা তব চরণ দুখানি!

হা—অদৃষ্ট নিরদয়,
চিরদিন দুঃখ দিয়ে, শেষে শান্তি বিতরিয়ে;
হরিলি পরম শান্তি-মাতৃ-পদাশ্রয়!

বিধি—কেন প্রতিকূল?
হের—অশ্রুময় চক্ষে, হের—মরু প্রায় বক্ষে
বহিয়া নয়ন বারি করিছে ব্যাকুল!

হায়—শুনিয়া এ স্বর?
কে যেন দারুণ বাণ, বিঁধি কৈল খান খান;
মরমে লাগিল ব্যথা দহিল অন্তর!

মাগো—বন-নির্ব্বাসনে,
পুনঃ পুনঃ কাঁদিয়াছি, পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছি;
আজন্ম পালিনী তোমা হেরিতে নয়নে!

ওই—শ্রীপদ দর্শনে,
চিতের উজ্জ্বল চিতা, নিবাইল বিশ্বপিতা
পূর্ণ করি দগ্ধ হিয়া শান্তির বর্ষণে!

মাতঃ—স্নেহের করুণায়,
পাইয়া বিস্তর দুঃখ, মলিন হয়েছে মুখ
মগ্ন থাকি দিবানিশি দীর্ঘ নিরাশায়!

অহো—কি কঠিনা হ'লে,
আদর তুলিতে আঁকা, অতুল স্নেহের ছাঁকা
হৃদয় তোমার যে গো স্নাত পরিমলে!

ওমা—কি কহিব আর,
এদুঃখের নাই ওর, কহিলে জীব ভোর;
দাসের জীবনী তবু না হবে প্রচার!

শোকার্ত্ত সহদেব এইরূপ আক্ষেপ করিয়া সহযাত্রীদের সহিত স্বরাজ্যে গমন করিলেন। এদিকে সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও সঞ্জয় তপাচরণে ক্রমেই সিদ্ধতা লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনবর্ষ গৃহত্যাগের পর তাঁহারা একদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করত যজ্ঞানল নির্ব্বাণ না করিয়া যজ্ঞান্ত স্নান জন্য ভাগীরথী অবগাহন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলে অনির্ব্বাপিত যজ্ঞানল মহারণ্যে লগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিক দাহনানন্তর তাঁহাদের নিকটস্থ হইল—চরম কাল উপস্থিত—তাঁহারা মুক্তি লাভে অসমর্থ জন্য আত্ম সংযমন করিয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। কেবল মহাত্মা সঞ্জয় বহুকষ্টে আত্ম-রক্ষা করিয়া তপোসাধনে হিমাচল প্রদেশে গমন করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাং" এই কথার সার্থকতা দেখিতে উত্তরাখণ্ড গমনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় আশ্রমবাসিক পর্ব্বে আশ্রমবাস ও পুত্র দর্শনাধ্যায়,
কুরুবংশে গতায়ু-সন্দর্শন নামক সপ্তচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

অষ্ট চত্বারিংশৎসর্গ।

উত্তরাখণ্ড—মহা প্রস্থান।

(লীলা নির্ব্বাণ)

"মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মস্যেক্যং মহাত্মনাং"

মহাত্মা ব্যক্তিদিগের মনে ও বাক্যে যাহা, কার্য্যে ও তাহা পরিণত হয়; মূঢ় ব্যক্তিরা মৌখিক আড়ম্বর করিয়া থাকে। স্থিত প্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মহৎ ভাবের উত্তেজনায় রাজত্ব পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদনন্দিনী সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন;—উত্তরাখণ্ড (উত্তর প্রদেশ) তাঁহাদিগের গন্তব্য স্থান হইল—পাণ্ডব গণ তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে দুই বৎসরান্তে মহর্ষি নারদ রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক কুন্তী, গান্ধারী, ও ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু সংবাদ বিদিত করিলেন—হৃদয়তন্ত্রী শোকের গ্রামে বাজিল—যুধিষ্ঠিরের সহিত সমূহ কৌরব নর নারী—উচ্চৈঃ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; শোকের মহা তরঙ্গাভিঘাতে শান্তি-স্থিরতা উভয়কুল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আপনাপন সম্বন্ধ সূত্রে বিলাপ গীতিকা গাথিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ এই তুমুল শোকের সংবাদ দাতা হইয়া হস্তিনার সর্ব্ব সুখশান্তি যেমন নষ্ট করিলেন, তেমন ক্ষণমধ্যেই আধ্যাত্মিক উপদেশের সঞ্জীবন মন্ত্র পাঠ করিয়া নষ্ট শান্তির নবজীবন দান করিলে সকলে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হই-লেন। মহারাজ ধর্ম্ম কুলপদ্ধতি অনুসারে গুরুজনের স্বর্গীয় কার্য্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দান করত উত্তরোত্তর প্রজাপালন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গান্ধারীর অভিশাপ কাল ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমাগত হইলে মহানগরী দ্বারকায় প্রভূত অমঙ্গল লক্ষণ আবির্ভূত হইল। ভগবান মাধব সতী বাক্য সাধন ও ভূমি ভার হরণের উপস্থিত কাল দেখিয়া বংশীয় দিগকে আত্মারূপে কুবুদ্ধি প্রদান করিলেন—দিব্য জ্ঞানের সুদূরতিরোধান—সারণাদি কতিপয় বীর বিবিধ বেশ ভূষা দ্বারা শাম্বকে সগর্ভারূপিণী করিয়া আগন্তুক নারদাদি ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতার ভূয়সী শক্তি পরীক্ষায় ছদ্মবেশী রমণীর গর্ভবিষয় প্রশ্ন করিলেন—ধৃষ্টতার উপযুক্ত ফললাভ—সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ কোপাবিষ্ট হইয়া "সেই গর্ভজাত মুষল প্রভাবে যদুকুল ধ্বংশ হইবে বলিয়া" শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর পরদিনে দিনপতির তরুণালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইলে মহাত্মা শাম্ব লৌহ মুষল প্রসব করিলে যাদবগণ মহাবিপন্ন হইয়া ভগবান কৃষ্ণের আদেশানুসারে তাহা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষয় করত শেষভাগ মহার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন—কালগতে কালপূর্ণ হইল—একদা বৃষ্ণি, অন্ধক ও যদুবংশীয়েরা বর্ত্তমান অমঙ্গল শান্তির জন্য পুণ্য কার্য্য সাধনে মহাতীর্থ প্রভাসে গমন করিলেন। তথায় সাত্যকী ও কৃতবর্ম্মার সহিত ভারতযুদ্ধ বিষয়ক কলহ হইয়া তুমুল যুদ্ধ হইলে যাদবগণ দুইপক্ষে বিভক্ত হওয়ায় অস্ত্র শস্ত্র ও মুষলীভূত এরকা (মুষলা ঘৃষ্ট ফেন রাশি সঞ্জাত নল যষ্টি) প্রহারে পরস্পর সকলেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন মহাত্মা উর্দ্ধব শূন্যমার্গে সিদ্ধ লোকগামী এবং ভগবান রাম মহাযোগে তনুত্যাগ করিয়া অনন্ত বেশে রসাতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিভু জনার্দ্দন হস্তিনা হইতে অর্জ্জুনকে আনয়ন জন্য সুতপ্রধান দারুককে প্রেরণ করত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কর্ত্তা হইয়াও জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধপাদ হইয়া দেহপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পরম ধামে গমন করিলেন। তদীয় লীলা সম্বরণ হইলেই কলি যুগের প্রাদুর্ভাব হইল। সত্য-ধর্ম্ম জগতের অসামান্য শ্রী হরণ করিয়া অপসৃত হইলেন; তরু, লতা ও উদ্ভিদাদি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকারে পরিণত হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন দারুকমুখে যাদবদিগের হত্যাবিবরণী শুনিয়া সন্তপ্ত

চিত্তে দ্বারকা গমন করত ভগবান কৃষ্ণের চিরতিরোধান শ্রবণ পূর্ব্বক জীবন্মৃত প্রায় হইয়া পড়িলেন—দুরদৃষ্ট পুনশ্চেতন করিল—তিনি বিগতমোহ হইয়া বসুদেবের নিকট সমস্ত বিদিত হওত প্রায়োপবেশন জনিত তাঁহার ও দেহত্যাগ দর্শন করনানন্তর তদীয় দাহ কার্য্য পরিশেষ করিলেন। মৃত বীরবৃন্দের স্ত্রী গণের অধিকাংশ ও দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা বসুদেবের এই পত্নীচতুষ্টয় আপনাপন পতির অনুগামিনী হইলেন। মহাজ্ঞানী পার্থ তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া জলপ্লাবন হইতে দ্বারকা বাসীর জীবনরক্ষার জন্য স্থানীয় প্রাণীপুঞ্জ ও যাবতীয় অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনের সপ্তম দিবসে দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে অব্যবহিত পরেই পরিত্যক্ত ভূভাগ সকল সমুদ্র জলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দ্রুতবেগে সামুদ্রিক দেশ পশ্চাৎ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে করিতে একদা পঞ্চনদ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তথায় অর্থলিপ্সু দস্যুগণ যাদব রমণী দিগকে হরণোদ্যোগ করিলে যাদব সৈন্যগণ সহ মহাযশা অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তাহারা অপ্রমেয় ধনরত্ন ও বহুতর রমণী রত্ন স বলে গ্রহণ পূর্ব্বক বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিল; কোন কোন স্বেচ্ছাচারিণী রমণী স্ব ইচ্ছায় তাহাদের অনুসরণ করিল। মহাসাধ্বীরা কৃতপুণ্য বলে এই ঘোর বিদ্রোহে ও আত্ম রক্ষা করিলেন। তখন বিমনায়মান অর্জ্জুন হৃতাবশিষ্ঠ অবলাগণ ও ধনরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া হার্দ্দিক্য তনয় ও ভোজকুল কামিনী দিগকে মার্ত্তিকাবত্ত নগরে; সাত্যকীতনয়কে সরস্বতী নগরীতে এবং অনিরুদ্ধ-কুমার বজ্রকে অবশিষ্ট বংশীয়দের বাল-বৃদ্ধ-বনিতার রক্ষণ ভার দান করত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, ও জাম্ববতী, নারায়ণের এই কতিপয় সহধর্ম্মিণী অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপানুষ্ঠান করিতে হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক কলাপ গ্রামে উপনীত হইলেন। মহাত্মাঅক্রূরের মহিষীরা প্রব্রজ্যা-

গ্রহণে রত হইলেন। এইরূপে সমাগত গণ বহুশাখায় বিভক্ত হইলে মহামনা অর্জ্জুন আপন পরাজয় কারণ অবগত হইতে বিষণ্ণ ভাবে মহাত্মা ব্যাসের সমীপে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার বিরস ভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি অতীতের পরাজয় কাহিনী প্রকাশ করিয়া ক্ষুণ্ণতা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ সত্যবতী তনয়, বিষ্ণু-শক্তির বিশ্লেষণে তদীয় তেজোহ্রাস; লীলা নির্ব্বাণ প্রযুক্ত তদীয় অক্ষয় তূণীরের ক্ষয় প্রাপ্ত এবং মহাস্ত্রাদির বিস্মরণ ও অন্তর্দ্ধান বলিয়া তাঁহার ভ্রান্তি বিমোচন করত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন—দুঃখের ভীষণ অসনিপাত—ভগ্নমনা পার্থ ভগ্নদন্ত গজের ন্যায় অভিমানে নিস্তেজ গতিতে হস্তিনায় প্রবেশ করত যদুবংশ ধ্বংশাদি অশুভবার্ত্তা ভ্রাতাদি পৌরজনকে সম্যক রূপে বিদিত করিলে বিশাল হস্তিনা অবর্ণনীয় শোকের গভীর মহার্ণবে মগ্ন হইল।

ভগবান্ বাসুদেব আত্ম পবিত্র ধামে গমন করিলে পাঞ্চালী সহিত পঞ্চপাণ্ডবের শোকের পরিসীমা রহিল না; সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া হরিপদ প্রাপ্তি কামনাই তাঁহাদের জপমালা হইয়া উঠিল। নরনাথ যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় যাদবগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি দান কার্য্য সমাপন করত অচিরে সুকুমার পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সুভদ্রা উত্তরাদি পৌর-জনকে তাঁহার প্রতিপালন এবং কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসুকে তদীয় রক্ষণা-বেক্ষণ ভার সমর্পণ করিলেন—দ্রৌপদী সহিত পঞ্চপাণ্ডবের ইচ্ছা এক-মতে সমন্বিত হইল—তাঁহারা গৃহাশ্রমে বীতরাগ হইয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণোদ্যোগী হইলেন। তখন হস্তিনাপুর বাসীরা তাঁহাদের ভাবী বিরহের শত অগ্নি শিখায় দগ্ধীভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির বিবেকের তীক্ষ্ণ অসীতে সংসারের চির বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রবোধ দান করিয়া চির ব্রত দান কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিলেন; অনন্তর শুভদিনে পাঞ্চালী সহ পঞ্চপাণ্ডব পূতবারিতে অব-গাহন, জটাজীন ধারণ এবং কালোচিত সমাপ্ত যজ্ঞাগ্নি সলিলে নিক্ষেপ

পূর্ব্বক বনগমনার্থে পূর্ব্বাভিমুখে বহির্গত হইলেন; গমন কালে এক সুলক্ষণ শ্বন তাঁহাদের অনুগমন করিল। শোকের গুরুভারাক্রান্ত পৌরজন ও নগরবাসীরা বহুদূর গমন করিয়া বনযাত্রীদের সহিত শেষ সম্ভাষণ ও বিদায় বিনিময় পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন, ভুজগবালা উল্পী গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহ জগতে পাণ্ডব বংশীয়দের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পৌরবী নাম্নী স্ত্রী গর্ব্ভজাত পুত্র দেবক, ভীমের কালী নাম্নী বনিতা সম্ভূত সর্ব্বগত, সহদেবের বিজয়া নাম্নী সহধর্ম্মিণী তনয় সুহোত্র, নকুলের করেণুমতি বনিতা হইতে নিরমিত্র, অর্জ্জুনের চিত্রাঙ্গদা নাম্নী ভার্য্যাগর্ব্ভজ বভ্রুবাহন, এবং তাঁহার স্বর্গীয় তনয় অভিমুন্য পুত্র পরীক্ষিত আর ভীমসেনের রক্ষোবনিতা হিড়িম্বা প্রসূত ঘটোৎকচ কুমার মেঘবর্ণ রহিলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণ ও পাঞ্চালী সহিত মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপবাস পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলে অসংখ্য গ্রাম-নগর-বন-উপবন, ও শৈল-সমুদ্র তাঁহাদের নয়ন পথে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা কোথাও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য, কোথাও প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ মনোমোহন কার্য্যকলাপ দেখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কোথাও বা বন শোভা বিশাল বিটপী সকল উচ্চতায় গিরিগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দণ্ডায়মান আছে; কোথাও সহকার প্রণয়িনী নবলতিকা ধীরে ধীরে সখার নিকট গমন করিতেছে; কোন স্থানে শৈল মালা নিঃসৃত শত শত স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, অপ্সর কিন্নর দেবর্ষি মহর্ষিগণ উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; অদূরে ভীমকায় বিষাক্ত সর্পসকল উর্দ্ধফণ হইয়া যেন বিশ্বদংশন করিতে উদ্যত রহিয়াছে; তাহাদের ফণাভূষিত মণি ও ওষধি সকলের প্রভায় নিশাকর সদৃশ কিরণ স্বতঃই প্রতিভাত আছে! তাঁহারা এইরূপে সুদর্শন ও ভীষণস্থান সকল অতিক্রম করত লোহিত সাগরের কুলে উপনীত হইলে ভগবান অগ্নি পুরুষ বেশ ধারণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় তাঁহাদের পথাবরোধ করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! আমি বিভাবসু,

আমি খাণ্ডব দাহন কালে ভগবান বরুণের গাণ্ডীব ধনু আর তূণীর গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি জলাধিপ কে তাহা প্রত্যর্পণ করুন। নরলীলা সমাধান পূর্ব্বক যখন মহাপ্রস্থান করিতেছেন, তখন শূরোচিত গাণ্ডীব ধনু আর অক্ষয় তূণীরে প্রয়োজন কি ?

ভগবান্ হব্যবাহ এইকথা বলিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, পার্থ! জলেশ্বরকে গাণ্ডীব ধনু ও তূণীর প্রত্যর্পণ কর; আমরা অপার্থিব বিষয় লিপ্সু, শত্রু সন্ত্রাস বীরত্ব সম্পদ এসময়ে আমাদের রক্ষণীয় নহে। তিনি এই কথা বলিলে ধীমান অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর সলিলে নিক্ষেপ করায় মায়ারূপী হুতাশন অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে পরিশেষে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া পশ্চিমদিকে গমন পূর্ব্বক জল প্লাবিত দ্বারকা সন্দর্শন পুরঃসর পৃথিবী প্রদক্ষিণ পূর্ণবাসনায় উত্তরাভিমুখীন হইয়াই গমন করিতে লাগিলেন—পাঞ্চালীর অন্তিমকাল উপস্থিত—উপবাস নিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া তাঁহারা ক্রমশ শীতপ্রধান উত্তরাখণ্ডে হিমালয় অতিক্রম করিতে লাগিলে পতিপরায়ণা কৃষ্ণা যোগভ্রষ্ট হইয়া হরি পর্ব্বতে নিপতিত হই-লেন। তখন ভীমসেনের প্রশ্নানুসারে "পাঞ্চালী অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষ-পাতী স্নেহ-পাপে নিহত হইলেন" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ শমগুণে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অনুজগণ সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে সমধিক হিম প্রধান দেশে প্রবেশ করিলে বদরিকা শ্রমে সর্ব্বজ্ঞ সহদেবের জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল—সকলেই অনতি প্রফুল্ল চিত্ত—মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীম কর্তৃক তদীয় বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়াতে "তিনি আত্ম-বিজ্ঞতা গর্ব্ব নিবন্ধন বিধ্বংস হইলেন" বলিয়া নৃমণি তাঁহারপ্রশ্নোত্তর দান করত গতায়ু সহদেবকে পশ্চাৎ করিয়া চলিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরে চন্দ্রকালী শৈলে নকুলেরও নরলীলা অবসান হইল। তখন পাণ্ডবনাথ, বৃকোদরের জিজ্ঞাসামতে "তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যাভিমান পাপ প্রযুক্ত নিধন হইলেন" এই নির্দ্দেশ করত গমন করিতে লাগিলে নন্দি ঘোষ গিরিতে

মতিমান অর্জ্জুন মহানিদ্রায় অচেতন হইলেন। ভ্রাতৃ বৎসল মারুতী, অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে "ধনঞ্জয় বলদর্প জনিত পাপে পতন হইলেন" এই বলিয়া অজাত শত্রু যুধিষ্ঠির বায়ু পুত্রের সহিত গমন করিতেকরিতে তাঁহাকেও সোমেশ্বর অচলে অনন্ত কালের জন্য ধরা শায়িত দেখিলেন। তখন মুমূর্ষু বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে অগ্রজকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; আমি ত্বদীয় অনুগত হইয়া আজন্ম অতিবাহিত করিয়াছি; তবে কোন্ পাপে দাসের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অমিতভোজী, ও শৌর্য্যাভিমানী ছিলে এবং অন্যকে ভক্ষ্য দান না করিয়া স্বয়ং উদরসাৎ করিতে তোমার ইচ্ছা ছিল, এই সকল পাপ সংক্রমণে যোগভ্রষ্ট হইয়া নিপতিত হইলে। তিনি এই বলিয়া তাঁহার মৃত্যু জনিত বিবর্ণ কান্তি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধর্ম্ম এইরূপে সহচর বিহীন হইয়া একাকী কিয়দ্দূর গমন করিলে সুরপতি রথচক্র শব্দে নভঃস্থল নিনাদিত করিয়া তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, নরেন্দ্র! তুমি দেবরথে আরূঢ় হইয়া স্বর্গে আরোহণ কর; তোমার আগমনে পবিত্র অমরাবতী আজ অলঙ্কৃত হইল।

দেবরাজ আখণ্ডল এই অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মরাজ নিহত অনুযাত্রীদের শোকে ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, অমর নাথ! যখন সুকুমারী দ্রৌপদী ও আমার প্রিয়ানুজগণ যোগ বিচ্যুত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন কিরূপে স্বজন মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় সুখলাভে অগ্রসর হইব? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সহিত যাজ্ঞসেনীকে স্বর্গধামে নীত করিয়া এই সারমেয় সহিত দাসকে রথাসনে স্থান প্রদান করুন।

বিজ্ঞবর ধর্ম্মরাজ এইকথা বলিলে ভগবান ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তোমার অনুজগণ ও দ্রুপদ নন্দিনী ইতি পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সুরলোকে অচিরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি সারমেয় মমতা পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ কর। শ্বন্ জাতি অপবিত্র জন্তু, উহাকে স্পর্শ করিলে ক্রোধবশ দেবতা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হই-

বেন। তুমি স্বর্গ নিকেতনে আগমন করিয়া মানুষী আচরণ করিও না।

অনুগত বৎসল যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! চিরভক্ত কুকুরকে পরিত্যাগ করিলে আমার মহা পাপার্জ্জন হইবে। মুনিগণ শরণাগত রক্ষণকে মহাধর্ম্ম কহিয়া থাকেন; অতএব আশ্রিত জীবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস অপেক্ষা এই শৈল নিবাস ও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর! ভগবন্! দাসের দুর দৃষ্ট; নতুবা শ্রীমুখ হইতে ঈদৃশ অপকৃষ্টন্যায় প্রকাশ হইবে কেন?

মতিমন্ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে শ্বনূরূপী ধর্ম্ম দেবদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তোমার ধর্ম্ম প্রিয়তা পরীক্ষা জন্য আমি এই মায়া বিস্তার করিয়া প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। একমাত্র তুমিই ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিয়া সদ্গতি লাভের অধিকারী হইয়াছ। আমি প্রথমতঃ মায়া সরোবরে, অনন্তর শ্বন্ মূর্ত্তিতে তোমার মানস পরীক্ষা করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে দেব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তপোলব্ধ স্বর্গধাম প্রাপ্ত হও।

তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পূর্ণকাম যুধিষ্ঠির সমাগত সুরপতি ইন্দ্র ও সহগামী ভগবান ধর্ম্মকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

দেবকুল শ্রীচরণে, নমি আমি কায় মনে,
দীন জনে করুণা কর দান;
দেবতা প্রসাদ বলে, পঙ্গুর চরণ চলে,
গতজীবে আইসে পরাণ।

বাক শক্তি ধরে মূক, চিরদুঃখী লভে সুখ,
দেবত্ব পায় আজীবন পাপী;
উপায় নাহিক যার, দেবাশ্রয় সার তার,
দৈব বাণী অশ্বগুন অদ্যাপি।

বসন্তে নন্দন বন, হবে মরু বিভীষণ,
বহিবে জলধি মরু প্রদেশে,
অযুত তরঙ্গ মালী, জল নিধি হবে খালি,
তারা শশী হাসিবে নিশি শেষে;

দেবা দেশ চিরন্তন, নহে তবু উল্লঙ্ঘন,
ফলয়ে ফল ভবিতব্যরূপে ;
হীন মতি মূঢ়চয়, নাজানি গূঢ় বিষয়,
নিপতিত ভ্রমান্ধতম কূপে।—

কালের করাল রাহু, প্রসারি কুটিল বাহু,
সে সবারে করয়ে আকর্ষণ ;
বিভুর সঙ্গিত রব, তথায় নীরব সব,
অসার মহোৎসব অকারণ।

সুখ-শান্তি কুঞ্জবন, সংসার পরমধন,
করিয়ে স্থির অনীশ্বর বাদী ;
ভুঞ্জয়ে অনিত্য প্রেম, করি বহু অনিয়ম ;
ভাবেনা কভু অনন্ত অনাদি।

চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্বানর, কৃতান্ত, অমরেশ্বর,
আদি দেব ঐশী বিভূতি উক্তি ;
করিলে এ সব অর্চ্চন, কেশব সন্তুষ্ট হন।
কামনা হীন ভক্তে দেন মুক্তি।

অনাময় পূর্ণ ব্রহ্ম, ক্রীড়া তাঁর বিশ্ব কর্ম্ম,
অবতংশ মহাভূতের বৃন্দ ;
সেই মহাভূত গণে, আরাধি একান্ত মনে,
লভিতে গোবিন্দ পদারবৃন্দ।

স্তাবক প্রধান ধর্ম্ম এইরূপে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া দেবগণ ও দেবরাজ সহিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "যালোক দ্বয় সাধনী তনু ভৃতাং সাচাতুরি চাতুরি" এই কথার সার্থকতা দেখিতে সুরলোক দর্শনে উদ্যত হউন।

ইতি; মহাভাতীয় মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়, কুরুবংশে
মহাপ্রস্থান নামক অষ্ট চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

একোন পঞ্চাশৎ সর্গ।

সুরলোক—সদ্গতি লাভ

(অনন্ত সুখ)

"যা লোক দ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"

ইহকাল ও পরকাল সাধিকা চাতুরীই চাতুরী, প্রাকৃতিক যাবতীয় চাতুরীই আত্মবিড়ম্বনা মাত্র। নৃপেন্দ্র যুধিষ্ঠির সেই সারগর্ভা চাতুরীতে পূর্ণ মাত্রায় দীক্ষিত হইয়া ঐহিকে যশ এবং পারত্রিকে সদ্গতি লাভ করিলেন ;—অনন্ত সুখ চিরদিনের জন্য তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিল—নরনাথ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে দুর্য্যোধনের স্বর্গীয় বৈভব তাঁহার প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেবগণ মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাতিশয় নিবন্ধন সুরবিচারের প্রতি দোষারোপ করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ, ক্ষত্রধর্ম্ম বিদ্ দুর্য্যোধন দেবগণের পূজ্যপাত্র বলিয়া ধর্ম্ম রাজের সংশয় দূর করত তথায় অবস্থান হেতু অনুরোধ করিলে তিনি চিরশত্রু দুর্য্যোধনের মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া কর্ণাদি আত্মীয় সন্দর্শন করিতে বাসনা করিলেন—রাজবাঞ্ছা অচিরে পরিপূর্ণ—যুধিষ্ঠির দেবদূত সমভিব্যাহারে দেবাদিষ্ট এক ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ পথ ঘোর দুর্গম, ভীম অন্ধকারাবৃত, পাপ দৈহিক দুর্গন্ধময় মাংস শোণিতাক্ত কর্দ্দম বিশিষ্ট এবং দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীট পরিপূর্ণ! তথায় শবপ্রিয় কাক, গৃধ্র ও বিকৃতকায় প্রেত প্রমথগণ পরিভ্রমণ করিতেছে ; আবার উষ্ণ সলিলা নদী, নিশিত ক্ষুর সমাকীর্ণ অসি পত্র বন, লৌহ ফলক সমূহ

ও সুতীক্ষ্ণ ঘোর দর্শন শাল্মলিবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে; কোথাও ভূরি ভূরি ভীষণ বজ্রপতন, কোথাও ভীম ঝটীকায় নিরয় বাহিনী শোণিত ভাণ্ডার নদী উচ্ছলিত, এবং কোথাও তদুপরি অজস্র রক্তফেণ আরক্ত জবা কুসুমের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে! কোন স্থানে হিংস্রক কীট পশু ও বিষাক্ত সরীসৃপ গণ পাপীদের দেহ মাংস কর্ত্তন করিতেছে! কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর যমদূত সকল পাপী গণের মধ্যে কাহাদিগকে বা উত্তপ্ত তৈলকুণ্ডে পাতিত, কাহাদিগকে বা অগ্নি হ্রদে দগ্ধ এবং কাহা-দিগকে বা যৎপরোনাস্তি দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান পুর্ব্বক মল, মুত্র ও উদ্গার বিশিষ্ট অগাধ নরক সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে—যম যন্ত্রণার বিরাম নাই—ঐ স্থান অশরীরি পাপী দিগের সকরুণ আর্ত্তনাদে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে! গমন শীল মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত শোচনীয় ব্যাপারে যার পর নাই ব্যথিত হইলে দেব আজ্ঞা অনুসারে দেবানুচর অমনি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন অদৃষ্ট ভূতগণ বিলাপ করিয়া অবস্থিতি জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিতে লাগিল।

দয়ালু যুধিষ্ঠির তাহাদের সকাতর অনুরোধ শুনিয়া পরিবেদন শীল ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, হে দুঃখার্ত্তগণ! তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত এই ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করিতেছ?

ধর্ম্মরাজ এইকথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে " আমিকর্ণ, আমিভীম, আমিঅর্জ্জুন " এইরূপ নাম নির্দ্দেশ হইতে লাগিলে তিনি অবাক হইয়া চিন্তার অয়ণ মণ্ডলে ভ্রমণ করত ভাবিতে লাগিলেন, হায়, কিবিড়ম্বনা! হায়, কিদৈববিচার! নিষ্পাপাত্মা ভ্রাতৃগণ কোন্ দুষ্কর্ম্ম ফলে নিরয়গামী হইলেন, দুর্য্যোধনইবা কোন্ পুণ্যবলে অমরসম্পদ লাভ করিল! শাস্ত্র সকল কি ভ্রমশঙ্কুল, না ভাগ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই? নতুবা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উভয়লোকেই সম্মান, আর ঘৃণিত অপমানরাশি মরজগৎহইতে আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে! অহো, আমি জাগ্রত, না নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন করিলাম; কিঅমরনগরী আসিয়াইবা আমার অসমান্য চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হইল?

সম্রাট যুধিষ্ঠির এই বিধিবিপর্য্যয় ভাবের চিন্তাকরিতে করিতে দেবদূতকে ক্রুদ্ধহইয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি প্রেরক মহাত্মাদের নিকট গমন কর, আমি দুঃখরাশি নরকধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবনা; আমার পরমসুখলাভের বাসনা নাই, দুর্য্যোধনের রাজপূজা ও পাণ্ডবগণের নরক দুর্দ্দশা দেখিয়া সুরবিচারের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্তহইয়াছি, আমি মূঢ়, তজ্জন্যই ভ্রমাত্মক শাস্ত্রের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলাম!

ভগ্নোৎসাহ যুধিষ্ঠির এইবলিয়া দূতকে বিদায় করিলে ইন্দ্রাদিদেবগণ দূতমুখে তাঁহার অনুতাপ কাহিনী শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পবিত্র পদার্পণে আখণ্ডলী মায়াসৃষ্ট নরকভুবন সুখময়ধামে পরিণত হইল। ভগবান পুরন্দর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাকরিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবকুল তোমার প্রতিসদয় হইয়াছেন, তুমি আমার সহিত অচিরে আগমন কর। শঠতায় দ্রোণবধই নারকীয় দুঃখের মূল; এক্ষণে যাবতীয় দুঃখের অবসান হইল, স্বজনের সহিত অমরানন্দ উপভোগ কর; পুণ্যাত্মা দুর্য্যোধনের সুখে ঈর্ষা প্রদর্শন করিওনা; তিনি ভাগধেয়, নির্ভীক, রাজধর্ম্মবিৎ ও অটল দৃঢ়তার অধিকারী থাকায় অমরলোকের গৌরব স্বরূপ হইয়াছেন।

অমরনাথ এইবলিয়া ক্ষান্ত হইলে ভগবান ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমরা তোমার ভ্রাতৃপ্রিয়তা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। প্রাণী বিশেষকে একবার নরকদর্শন বা নরকভোগ করিতে হয়; অতএব মুহূর্ত্তকাল জন্য তোমার নরকদর্শন ও ত্বদীয় অনুজগণেরও কর্ম্মোচিত নরক ভোগ হইল। তাঁহারা স্বর্গীয় উপভোগ পাত্র, এক্ষণে পবিত্র স্বর্গলোকেই গমন করিয়াছেন; তুমিও এই মন্দাকিনীসলিলে অবগাহন করিয়া অচিরে তাঁহাদের সম সুখী হও। তিনি এই অনুজ্ঞা করিলে মহাতপা যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে অবগাহন পূর্ব্বক দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইলেন—নরভাব তিরোহিত হইল—পাণ্ডবাগ্রজ অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সুরবৃন্দসহ ভ্রাতৃগণ সম্মিলনে গমন পূর্ব্বক দেবরূপী ভ্রাতাদিআত্মীয় বর্গেরচিরসঙ্গ লাভকরত সুখরাজ্যের দুর্লভ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

সিদ্ধগণাগ্রগণ্য ধর্ম্মরাজ এইরূপে স্বজন মিলন করিলে ব্রাহ্ম্যদেহধারী

দেবাদিদেব বাসুদেবের সদাশান্ত চিৎশক্তিমান মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তদীয় পূর্ব্বরূপের কিছুই বৈষম্য নাই; চক্রাদি আয়ুধ সকল দেব-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারস্তব করিতেছে, অর্জ্জুনাদি প্রভৃত মহাত্মাগণ ঐ প্রভুর উপাসনায় রত আছেন। এমন সময় ধর্ম্মরাজ উপনীত হইলে অমরেশ্বর সনাতন পুরুষ হরি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনার দর্শনে আমি যারপরনাই সুখী হইলাম; মর্ত্ত্যলোকে অসীম দুঃখ ভোগ করিয়াছেন; এক্ষণে স্বর্গরাজ্য অলঙ্কৃত করিয়া চিরঅবস্থান করুন।

দেবেন্দ্র পূজিত নারায়ণের এই সমাদর সম্ভাষে ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির অশ্রুসেক অধীন রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল পরে তদীয় পাদমূলে শিরোনমন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন;—

নমি জগৎ স্বামি! চরণ সরোজে,
অপাঙ্গে করুণা করদেব দান;
নহে দাস তব সাধকের শ্রেণী
ত্রিগুণ! নির্গুণে হও কৃপাবান।

মরতে চরণ দানিয়ে শ্রী পতি!
মর লোকে লইলে অতুল যশ;
অমর নিবাসে অমরের পতি!
দেহ পদাশ্রয় হ'য়েকৃপাবশ।

প্রভু পরাৎপর অগতির গতি!
কাল ভয়ে ভীত জন পরি ত্রাণ!
পীত বাস ধারী রাজীব লোচন!
সদসদাত্মক পুরুষ প্রধান!

তুরীয় বিহারী শিব সনাতন!—
জীবাত্মাস্বরূপে জগতে বিকাশ!
সত্য পরমাত্মা পুরুষ প্রবর!
যোগীজন করেওই পদআশ।

চিন্ময়, অনাময়, অদ্বৈত বিভু
আশুতোষধ্যেয় নিত্য নির্ব্বিকার,
নির্দ্বন্দ নির্ম্মুক্ত পরম জ্যোতিষ্ক,
গুণাত্মিকা মায়া বিভূতি তোমার।

অনাদি অনন্ত ক্ষর নিরঞ্জন!
অক্ষর কূটস্থ অজ দয়াময়;
ধাতার বিধাতা প্রকৃতি বল্লভ,
নেতা নির্ব্বিকল্প অক্ষয় অব্যয়!

অপ্রমেয় অচিন্ত্য হে মুর্ত্তব্রহ্ম!
তুমি স্বামি সর্ব্ব সৌর জগতেশ!
বিশ্বদেবা রাধ্য শ্রীকান্ত শ্রীহরি!
হরি পাপ রাশি দেহ কৃপা লেশ।

পতিত পাবন পরম ঈশ্বর!
শুনি সকরুণে পতিত ভারতি;
জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ;
পৌরুষ প্রকাশি বিতর সদ্গতি!

ধীমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্তব করিয়া ভগবান বাসুদেবের সামীপ্য লাভ করত স্বজন সমবেত অনন্ত সুখের অধিকারী হইলেন। কালক্রমে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে, ভীম পবনে, অর্জ্জুন বাসুদেবে, নকুল-সহদেব অশ্বিনী-কুমারে, পাঞ্চালী কমলায় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ ও ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলেন। পাঠক! এক্ষণে "পঞ্চানানপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ" এই কথার সার্থকথা দেখিতে হস্তিনা প্রদেশ গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় স্বর্গারোহনিক পর্ব্বান্তর্গত স্বর্গারোহণ পর্ব্বাধ্যায়,
কুরুবংশে সদ্গতি লাভ নামক একোন পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

সরস্বতী তীর—কলিদমন।

(সংক্ষিপ্ত ভাগবৎ।)

"পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ"

পঞ্চ প্রাণীর পোষণ কর্ত্তা ও প্রাকৃত মানব নহেন, জন সমূহের প্রতি-পালক মহীপাল তাদৃশ মানব হইতেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; চতুর্থযুগ কলি ভগবান্ প্রজা পতির বহুল প্রজাগণ সত্ত্বে নরনাথ পরীক্ষিতের হস্তে দণ্ডিত হওয়ায় ধীমান্ অভিমন্যু-আত্মজ নরোত্তম শব্দের সার্থকতা প্রদর্শন করিলেন:—কলি দমনের মধুর গীতিকা হস্তিনা প্রদেশস্থ সরস্বতী তীরে ধ্বনিত হইল—মহাবাহু পরীক্ষিত পিতামহ প্রদত্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কৃপা-চার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করত অসাধারণ যুদ্ধ বিশারদ হইলেন। তদীয় বীরতার প্রকাণ্ড প্রতিবিম্ব শত্রুপক্ষের হৃদয় দর্পণে নিপতিত হইল। তিনি প্রজারঞ্জনে পিতৃ পুরুষ দিগের সমকক্ষ হইয়া ক্রমে ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় মাতুল উত্তরের কন্যা ইরাবতী (মাদ্রবতী) তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইলেন। নরবর পরীক্ষিত অসামান্য রাজশ্রী ও পদ্মিনী সমাজ্ঞী, এই দুয়ের অধিকারিতায় জগৎকে পরাজয় করিয়া ভূরি দক্ষিণ পুণ্য-প্রদ তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তদীয় দিগ্বিজয় কাণ্ডে অর্জ্জুনবিজিত ভূমিখণ্ডাবলীর প্রচুর রাজগণ শিরোনমন করিয়া তাঁহাকে করদান করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিতে করিতে একদা সরস্বতী তীরে উপনীত হইয়া পুণ্য সলিলার চারুতা সন্দর্শন পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, দ্রবময়ী সরস্বতীর কি আনন্দদায়ক মাধুরী! ঐ জল প্রবাহ, বিশ্লিষ্ট কুসুম মালার

ন্যায় ফেণপুঞ্জ বহন করিয়া অবিরাম গতিতে গমন করিতেছে; পবন দেব গাঢ় আলিঙ্গনে তরঙ্গিনীর বিশাল বক্ষ অজস্র তরঙ্গ মালায় সজ্জীভুত করিয়া রাখিয়াছেন; গগণ বিহারী বিহগদলের প্রতিচ্ছায়ায় বারিগর্ব্ভে আকাশ ভ্রম হইতেছে! আবার তীরস্থিত শ্যামপল্লব তরুলতা দিনকরের কিরণ জয় করিয়া স্থানে স্থানে কেমন অসংখ্য ছায়া পথ নির্ম্মাণ করিতেছে! এদিকে তটিনী তটস্থ অযত্ন লতিকা কুঞ্জে আরও সমধিক সুন্দর দৃশ্য,—নিপতিত ফুলগুচ্ছ স্খলিত বনপত্রে পতিত থাকায় বনদেবী যেন বিনাসূত্রে মালা গঁথিবার জন্য কোষেয় অঞ্চলে পুঞ্জপুঞ্জ ফুল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন! যাহাহউক, হস্তিনা প্রদেশে চির সৌভাগ্য অনুকূল! অনতিদূরে ঐ বিশাল অনুষর ক্ষেত্র, এই প্রকাণ্ড রাজ-গৃহাদি এক স্বর্গীয় সলিলের উপকূল গৌরবেই সম্মানরূপ প্রকাণ্ড বৃত্তের কেন্দ্র স্থল অধিকার করিয়াছে!

মহামনা পরীক্ষিত এই সকল মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে "নৃপলক্ষণধারী একজন পুরুষ গোমিথুনকে প্রহার করিতেছে" এই বিষ দৃশ্য বীভৎস ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক যারপর নাই ব্যথিত হইলেন—রাজরোষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—তিনি হিংস্রকের বধ বাসনায় বীর বেশে তথায় গমন পূর্ব্বক ভৈরব রবে কহিলেন, নির্ম্মম! তুমি কে? তোমাকে ত প্রজাপালক রাজ শ্রীমান্ দেখিতেছি, হীন মনা অধম ব্যক্তিরাও ঈদৃশ ঘৃণাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বসুমতী কৃষ্ণ বিহীন হইয়াছেন বলিয়াই কি তোমার এই বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইয়াছে! যাহা হউক, দণ্ডধারী পরীক্ষিত আজ তোমাকে সমোচিত দণ্ড না দিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না। তিনি এই বলিয়া পক্ষান্তরে বৃষ রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃষ! তুমি শ্বেতাঙ্গ সুশ্রী হইয়াও ত্রিপদ ভঙ্গ ইহার কারণ কি? কোন্ দুরাত্মা তোমার এই দুর্গতি করিয়াছে? কৌরব রাজ্যে অত্যাচার-প্রিয়তার এই প্রথম দৃশ্য দেখিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। নরনাথ এবম্বিধ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক অশ্রুমুখী গাভীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অম্বে! শোক সংবরণ কর; আমি বিশাল বসুন্ধরার শাসনকর্ত্তা, দুষ্টেরদমন-শিষ্টেরপালন আমার

সনাতন ধর্ম্ম; এই প্রাণী বিদ্রোহী অধম কাপুরুষকে অচিরে বিনাশ করিয়া তোমাকে চির নিরাপদ করিব।

মহাত্মা পরীক্ষিতের এই স্বজেনোচিত কথা শুনিয়া বৃষরূপা ধর্ম্ম কহিলেন, মহীপাল! আপনি বংশানুরূপ কার্য্য করিতেই অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু কে আমার দুঃখদাতা এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমার ক্ষমতা নাই। জ্যোতির্ব্বিৎ দিগের মতে গ্রহগণ, নাস্তিকদিগের মতে স্বভাব ও অদৃষ্ট বাদী দিগের মতে কর্ম্মই সুখ দুঃখের কারণ হয়। অতএব কোন্ ব্যক্তি আমার শত্রু আপনিই ইহার বিচার করুন।

ছদ্মবেশী পুরুষ প্রবর ধর্ম্ম এই কথা কহিলে নৃমণি অপ্রাকৃত রাজবুদ্ধি দ্বারা তদ্‌বিষয়ের যাথার্থ্য অনুভব করিয়া কহিলেন, মহানুভব! তুমিই সাক্ষাৎধর্ম্ম, নরবেশধারী এই দুর্ম্মতি কলির প্রভাবে ভগ্নপদ হইয়াছ। গো রূপিণী ভগবতী-পৃথ্বী কৃষ্ণপদ স্পর্শ অভাবেই শোকাভীভূতা হইয়াছেন। যাহাহউক আমি সেই বাসুদেবের চিরদাস; আমার রাজ্যে কলিপ্রবেশ সামান্য অনুতাপের বিষয় নহে, অতএব নিশ্চয়ই এই দুরাত্মাকে দমন করিয়া ধ্বংস প্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিব।

উত্তরানন্দন এই বলিয়া কৃপাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারী কলি বধোদ্যত হইলে ধর্ম্মবৈরী কলি স্ব দেহ ধারণ পূর্ব্বক রাজপদে আত্ম সমর্পণ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তখন দয়ালু পরীক্ষিত তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, পাপ প্রিয়! তুমি সত্বর ইহলোক হইতে প্রস্থান কর; তোমার সমাগমে জগৎ ধর্ম্মভাব শূন্য হইলে বসুমতি পাপ ভারাক্রান্ত হইবেন; আমাদের অধস্তন পুরুষদিগের আর সদ্গতি হইবে না।

ভবিষ্যৎ ভাবুক পরীক্ষিতের এই ন্যায়ানুগত বাক্য শুনিয়া কলি কহিল, রাজন! আমি স্বতঃ সিদ্ধ নহি; বিধাতা আমাকে স্ব স্থান ভ্রষ্ট করিয়া মর্ত্ত্যবাস প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি ইহধামে বঞ্চিত করিলে আমি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব? মতিমন্! দয়া করিয়া নরলোকে আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।

কলুষমালী চতুর্থ যুগ এইবলিয়া রাজ প্রসাদ প্রত্যাশী হইলে মহা-

যশা অভিমন্যু নন্দন ঐশী আজ্ঞা ও ধর্ম্মবীজ রক্ষার জন্য কহিলেন, যুগানুজ! দ্যূত, সুরা, স্ত্রী, হিংসা ও অর্থ এই কয় বিষয় তোমার প্রদান করিলাম। যে সকল ব্যক্তি এই পদার্থ নিচয়ের উপাসনাকরে, তুমি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে। তিনি এই রূপে কলিদমন করিলে বৃষরূপী ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ ও দয়া এই ত্রিপদ পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল—দিবা অবসান—তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিত কলিদমন পূর্ব্বক হস্তিনায় আগমন করত নবযুগের প্রতি প্রতিকূল লক্ষ্য রাখিয়া রাজকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মহীপাল পাণ্ডুবংশধর মৃগয়ার্থে গমন করিলে অদৃষ্টের অভাবনীয় ফলে তাঁহার অব্যর্থ শরবিদ্ধ মৃগ সবেগে পলায়ন করিল; তখন নরনাথ শরবিদ্ধ মৃগের অনুসরণে ধাবমান হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; অবিরাম অনুধাবনে তাঁহার রসনা পরিশুষ্ক হইল। তিনি জলান্বেষণ করিতে করিতে পর্ণকুটীর নিবাসী মৌনব্রত মহর্ষি শমীকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাকযত শমীক রাজাগমনে ও মৌনভঙ্গ না করিলে তৃষ্ণাতুর নরেন্দ্র তাঁহাকে অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ দেখিয়া রাজদণ্ড স্বরূপ সম্মুখস্থিত মৃতসর্প তদীয় গলদেশে অর্পণ পূর্ব্বক গৃহাগমন করিলেন। শমীকতনয় তপোধন শৃঙ্গী বয়স্য কৃশের নিকট পিতার প্রতি এইঘৃণিত রাজদণ্ড শুনিলে তদীয় কৌমারতার সতেজ শোণিত ব্রহ্ম কোপাগ্নি মিশ্রণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; কোনমতে আত্ম শাসন করিতে পারিলেন না। তিনি নিদারুণ ক্রোধবশতঃ "অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে দণ্ডদাতার তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে" এই শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর অক্রোধী ভগবান্ শমীক সাময়িক যোগব্রত সমাপন করত শৃঙ্গী দত্ত শাপ বিবরণ অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন—নিস্তাপ হৃদয়ে শোকতাপ স্পর্শ করিল—তিনি পরীক্ষিতের ভাবীবিয়োগ শোকে ব্যাকুলিত হইয়া প্রিয়শিষ্য গৌরমুখদ্বারা তাঁহাকে শাপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তখন অভিসপ্ত পরীক্ষিত আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মশাপ অলঙ্ঘনীয় জানিয়া

রাজকার্য্যে বীতস্পৃহ হইলেন—আশা-নিরাশা উভয়ই জড়িতরহিল—তিনি সরিৎবরা গঙ্গাউপকুলে মন্ত্রীগণের মন্ত্রণা প্রসূত সর্পগণের ভয়াবহ বিষবৈদ্য ও বিষঘ্ন মহৌষধি পূর্ণ একটী স্বতন্ত্র অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক বুধগণ সহিত পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। এমত সময় ভগবান্ শুক ইচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে সভাজন সহিত মহারাজ তদীয় পদাভিবন্দন পূর্ব্বক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া শাপকাহিনী নিবেদন করত করুণস্বরে কহিলেন, ভগবন্! আমি পরম নারকী, আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরূপ শাস্তি হইয়াছে; কাল প্রেরিত তক্ষকদংশনে অবশ্যই আমার নরলীলা অবসান হইবে। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার চরম সময়ে সময়োচিত ঐশী গুণানুবাদ বর্ণন করিয়া দাসকে মুক্তি প্রদান করুন।

নৃমণি পরীক্ষিত এই কথা বলিলে ভগবন্ শুকদেব কহিলেন, রাজন্! আপনি প্রকৃতিস্থ হউন; আমি পূজ্যপাদ পিতা মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত অমৃত গাথা শ্রীমদ্ভাগবৎ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি এই বলিয়া পরাৎপর পুরুষ কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া পরিশেষে সংক্ষিপ্ত ভাবে যথাক্রমে প্রথম স্কন্ধ হইতে সাত্বতপতি সর্ব্বপাপনাশন হরির স্বরূপতা, পরব্রহ্ম আখ্যান, ভক্তিমিশ্র বৈরাগ্য, অজ-নারদ সংবাদ, অবতারানুগীত, বিশ্বোৎপত্তি কথন, বিদুরোদ্ধব সংবাদ, ক্ষর্ত্তৃমৈত্রেয় সংবাদ, পুরাণ সংহিতা প্রশ্নোত্তর, মহাপুরুষ সংস্থান, প্রাকৃতিক স্বর্গ, মহদাদি সপ্তস্বর্গ, বিকার স্বর্গ, ব্রহ্মাণ্ড সম্ভব, বিরাটপুরুষ বর্ণন, কালগতি, ব্রহ্মার উৎপত্তি, সামুদ্রিক পৃথিবী উদ্ধার, হিরণ্যাক্ষ বধ, ত্রিভুবন সৃষ্টি, রুদ্রসৃষ্টি, অর্দ্ধনারীসৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি, শতরূপাস্ত্রী বর্ণন, আদ্যাপ্রকৃতি বর্ণন, কর্দ্দমপ্রজাপতির ধর্ম্মপত্নীগণের সন্তান বর্ণন, কপিলদেবহুতি সংবাদ, নবব্রহ্ম সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুবচরিত, প্রাচীনবর্হিচরিত, পৃথুচরিত, নারদ সংবাদ, প্রিয়ব্রত চরিত, নাভী চরিত, ভরতচরিত, দ্বীপাদি বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্র সংস্থান, পাতাল-নরক স্থান বর্ণন, দক্ষজন্ম, দাক্ষায়ণীগণের সন্তানোৎপত্তি, দেবাসুরাদির উৎপত্তি, ত্বষ্টার

জন্ম-বিনাশ, দ্বিতী পুত্রগণের বিবরণ, দৈত্যরাজ চরিত, প্রহ্লাদ চরিত, মন্বন্তর কথন, গজেন্দ্র বিমোক্ষণ, মন্বন্তরীয় অবতার বর্ণন, যুগাবতার, সদ্রমুমন্থন, দেবাসুর সমর, রাজবংশ কীর্ত্তন, ইক্ষ্বাকুবংশ কথন, সুদ্যম্ন বংশ কথন, ইলাউপাখ্যান, বলী উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ কথন, শশনৃগাদির বংশ কথন, সৌক-সর্য্যাতি-কুকুৎস্থ-খট্টাঙ্গ-মান্ধাতা-সৌভরি-সগর-রামচন্দ্রাদির চরিত, লীলারঅঙ্গপরিত্যাগ কথন, জনকদিগের উৎপত্তি বিবরণ, পরশু-রামের নিক্ষত্রিয় করণ, এবং ঐল-যাদবওপৌরবাদিরবংশ বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বলিলেন।

উপরোক্ত বংশাবলীর মধ্যে যদুকুলে ভগবান্ চন্দ্র হইতে সপ্তপঞ্চাশৎপুরুষে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বহুতর মহীষির মধ্যে দৈবকী ও রোহিণীই প্রধান। অনন্তর মহারাজ দৈবক তনয়া দৈবকী কে বসুদেবহস্তে সমর্পণ করিলেন। তদীয় ভ্রাতৃআত্মজ কংশ, "নববিবাহিতা পিতৃব্যদুহিতার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কর্তৃক নিহত হইবে" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভাগিনেয় বধে কৃতসংকল্প হইলেন—দুষ্টগণের সর্ব্বকালেই দুরভিসন্ধি—দুরাত্মা কংশের হৃদয়ে রাজকুমার উপাধি সহ্য হইল না; সে পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক জগতের বিঘ্নকারণ হইয়া উঠিল। দেবগণও তাহার অনিবার্য্য প্রতাপে বিমনায়মান হইলেন। এক কংশ হইতেই ত্রৈলোক্য বিপ্লব হইয়া দাঁড়াইল। দুরাচার উগ্রসেন-তনয় পাষাণপুঞ্জে হৃদয় বাঁধিয়া ক্রমেক্রমেদেবকীরছয়টী পুত্র বিনাশ করিলে মহানুভব বসুদেব কংশ ভয়ে ভীত হইয়া বংশরক্ষার জন্য রোহিণী আদি অপর পত্নীদিগকে প্রিয়সখা গোপরাজ নন্দের আলয়ে প্রেরণ করিলেন—বসুদেবের সৌভাগ্য-সূর্য্য ধীরে ধীরে উদিত হইতে চলিল—ভূমি-ভারহরণে বিষ্ণুর অংশ অনন্তদেব দেবকীর সপ্তমগর্ভে অধিষ্ঠান করায় ভগবান্ বিধি মায়া দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থান প্রদান করিলেন; অংশাবতার বিষ্ণু আকর্ষণ জন্য সংকর্ষণনামে জৈষ্ঠমাসের শুভ শুক্লাষ্টমীতে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে ভগবান মাধব কংশ কর্ত্তৃক জগৎকে প্রপীড়িত দেখিয়া বসুদেব, দেবকীর পূর্ব্বসুকৃতি নিবন্ধন দেবকীর অষ্টম গর্ব্তে সমুদ্ভূত ও সমকালে নন্দজায়া যশোদার গর্ব্তে ভগবতী যোগমায়া ও আবির্ভূত হইলেন। দেবকীর অনুপম লাবণ্যে সৌদামিনী ও কলঙ্ক ভাগিনী হইল। তখন দুরাত্মা কংশ ভাবী ভাগিনেয়কে শক্রতা রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট জানিয়া মহর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বসুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিল—শুভকাল উপস্থিত—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী নিশিতে কারালয়ে ভগবান্ কেশব এবং নন্দালয়ে ভগবতী যোগমায়া জন্ম-গ্রহণ করিলেন। বিভু নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিভীষণ কারাগার উদ্ভাসিত হইল; দেবগণ অন্তরীক্ষে তদীয় স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন; বসুদেব দেবকীও ভূতপূর্ব্ব দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাশ্রুপাত পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত স্তব করিলেন। তখন ত্রৈলোক্য নাথ হরি পিতা মাতা কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সন্তোষ লাভ পূর্ব্বক বসুদেবের প্রতি নন্দসুতার সহিত আত্ম পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া প্রাকৃত বালক হইলেন। উপদিষ্ট বসুদেব তদীয় অনুকম্পায় স্খলিত বন্ধন ও প্রহরী দিগের অদৃশ্য হইয়া (মতান্তরে—গমন কালীন যমুনা পার হইতে লাগিলে মায়াময় কৃষ্ণ পিতার হস্ত হইতে নিপতিত হওত জল-মগ্ন হইলেন—ঐশী কাণ্ড অনির্ব্বচনীয়—সচিন্তিত বসুদেব পুত্র হারা হইয়া জলমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলে জগন্নাথ দ্বিভুজ রূপে তদীয় হস্তগত হইলেন। বসুদেব হৃতপুত্রকে রূপান্তরে প্রাপ্ত হইয়া ও মায়া বশতঃ নিরুদ্বেগে) নন্দধামে গমন পূর্ব্বক নিদ্রিতা যশোমতীর ক্রোড়ে স্বপুত্র স্থাপন করিয়া তদ্বিনিময়ে তদীয় সদ্যপ্রসূত কন্যাকে গ্রহণ করত নিশিযোগেই মথুরায় প্রত্যাগমনান্তর কারালয়ে পূর্ব্বাবস্থায় রহিলেন—মায়া লীলা অবসান—প্রহরীগণ সচেতন হইয়া কংশকে দেবকীর কন্যা-প্রসব সংবাদ বিদিত করিলে নিষ্ঠুর কংশ বসুদেব দুহিতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বিনাশার্থে পাষাণোপরি আঘাত করণোপক্রম করিল। জগজ্জননী, মায়া-বলে অপসরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অধিরোহণ করত "তদীয় শক্র স্থানান্তরে

বর্দ্ধিত হইতেছেন" তাহাকে এইকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন—অভয়াত্মায় ভয় সঞ্চার হইল—মহারাজ কংস মনে মনে ভীত হইয়া বসুদেব দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন। এদিকে ভগবান্ রাম-কৃষ্ণ রূপলাবণ্যের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়েন। তাঁহাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, বটু, সুবল, স্তোক কৃষ্ণ, অংসুমান, ভদ্রসেন, মহাবল, মধুমঙ্গল ও সুবাহু আদি অনেক গোপবালক জন্মিলেন। বৃকভানুরাজনন্দিনী প্রধান নায়িকা পরা প্রকৃতি রাধা; ললিতা বিশাখা, বৃন্দা, ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা, চিত্রা, চম্পকলতা, অশোকা প্রভৃতি সখীগণ সহিত ও অপরা প্রকৃতি চন্দ্রাবলী; চন্দ্রাবতী, চন্দ্রমালা, প্রিয়চন্দ্রা, মধুমতী, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রমাঙ্গলী সহচরী সমবেত উভয় বিভাগে ষোড়ষ সহস্র গোপী অবতীর্ণ হইলেন।

প্রধানপুরুষ রাম-নারায়ণ ব্রজধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভ্রাতাদ্বয়ের সুকুমার মূর্ত্তি দেশদেশান্তরে প্রচার হওয়ায় তাঁহাদের প্রতি দুরাত্মা কংসের বৈরভাব জন্মিল। একদা তৎপ্রেরিত মায়ামানবী নিশাচরী পুতনা শিশুরূপী বিশ্বরূপকে বিষাক্ত স্তন্য দান করিলে সর্ব্বজ্ঞ, দুষ্টদমনকারী হরি স্তন্য পানের সহিত তাহার প্রাণ বায়ু হরণ করিলেন—চিন্তামনির অচিন্তনীয় বাল্যকেলি—তিনি অঙ্গপ্রবর্ত্তন উৎসাহদিবসে শৈশবক্রীড়া পদ সঞ্চালনে বৃষবাহ শকট চূর্ণ করিয়া ফেলিলে সেই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল; মহীপাল কংস ইহা দ্বারা কৃষ্ণাবতারের প্রচুর প্রমাণ পাইয়া ভাগিনেয় নিধনে তৃণাসুরকে প্রেরণ করিলেন। দুর্জ্জয় তৃণাবর্ত্ত ব্রজপ্রবেশ মাত্র মায়াজাত ঘূর্ণবায়ুতে গোকুল অন্ধকার করিয়া নন্দনন্দনকে হরণ পূর্ব্বক আকাশগামী হইল। তখন শিশুরূপী ভগবান্ তদীয়গ্রীবা নিষ্পেষণ ও স্বীয় গুরুত্ব বর্দ্ধন করিলে দুষ্ট দৈত্য নিহত হইয়া তাঁহার সহিত ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াপড়িল। মায়ামোহিত গোপরাজ প্রাপ্ত কুমারের কুশল কামনায় দানাদি শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—আত্মপরিচয়ের অলৌকিকদৃশ্য—পুতনান্তক হরি একদা জৃম্ভা (হাই) ত্যাগ ও মহর্ষি গর্গ হইতে তদীয় নাম করণ হওয়ার পরে বাল্য

ক্রীড়াছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া মাতৃ কর্ত্তৃক মুখগ্রস্থ মৃত্তিকা মোচন সময়ে জননী যশোদাকে আত্মোদরে জগৎপ্রদর্শন করিয়া দিব্যজ্ঞান দান পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে নষ্টস্মৃতি করিলেন—ভগবৎ-কীর্ত্তির পুনঃপ্রদর্শনী—দেবাদি দেব কেশব কৌমার চঞ্চলতায় গোপাঙ্গনাদিগের নবনী হরণ ওভাণ্ডভগ্নাদি বহুদৌরাত্ম্য করিয়া তাঁহাদিগকে উপদ্রুত করিলেন। ভাগ্যবতী নন্দ গৃহিণী নন্দনের এবম্বিধ শিশুতা শাসন করিতে পুঞ্জ পুঞ্জ রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে একবেষ্টন বন্ধনেও অপারক হইলে ভববন্ধন মোচন কর্ত্তা মাতৃভক্তির অনুরোধে স্বয়ং বন্ধন গ্রস্থ হইলেন। তখন গোপরাণী তাঁহাকে উদ্-খলাবদ্ধ করিয়া প্রসূতি সুলভ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিলে প্রভু দামোদর উদ্খলাকর্ষণ করত মহাতরু যমলার্জ্জুনের মধ্য দিয়া গমন করি-লেন—শাপের অবসান—তরুযোনীপ্রাপ্ত প্রবল গুহ্যক গণ অনন্ত শক্তির আকর্ষণে ভগ্নীভূত হইয়া শাপমুক্ত হইল। গোকুলবাসী তরুপ্রপাত শব্দে তথায়গমন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত দৃশ্যে বিস্ময়াভীভূত হইলে মহাত্মা নন্দ সত্বরে বৃক্ষ সংজড়িত পুত্রের উদ্খলাবদ্ধ বন্ধন মোচন করিলেন।

বাৎসল্য প্রেমাশক্ত গোপগণ যশোদাতনয়ের উপর এইরূপ দৈব-মানুষী বহুল অনিষ্টপাত দর্শনে ভীত হইলে জ্ঞানবৃদ্ধ উপানন্দের মন্ত্রণানুসারে সকলে মহাস্থান বৃন্দাবনে যাইয়া উপনিবেশ করিলেন—প্রভু রাম-নারায়ণের শৈশব লীলা শেষ প্রায়—কর-পদ্মে যথাক্রমে শিঙ্গা-বেনু ব্যতীত অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার, কটিতে পীতবাস, গলদেশে বনমালা, চুড়াতে ময়ুর পুচ্ছ ও অঙ্গপ্রত্যাঙ্গে অলকা-তিলকাদি বিবিধ অঙ্গরাগে তাঁহারা অভূতপূর্ব্ব শোভমান হইতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া গোবৎস চরণে প্রবৃত্ত হইলে এক দৈত্যপতি তাঁহাদিগের প্রতিকূলতা বাসনায় মায়াবলে বৎস রূপ ধারণ পূর্ব্বক গোবৎসকুলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রকৃতি বল্লভ হরি ঐশী শক্তীতে তদীয় মায়ারহস্য ভেদ করিয়া পশ্চাৎ পদদ্বয় ধারণ করত কপিত্থ তরূপরি আঘাত পূর্ব্বক তাহাকে ভাগবতী গতিদান দিলেন; সময়ান্তরে অন্য এক দৈত্যও তাহার অনুগমন করিল। সে নৃশংস বকবেশ ধারণ পূর্ব্বক অখিলেশ্বরকে

গ্রাস করিলে বনমালী আত্মবলে তদীয় মুখ হইতে নির্গত হইয়া তাহার অধরোষ্ঠ বিষমভাবে আকর্ষণ করত বিনাশ করিলেন—অসুর বিদ্রোহের পুনরাবতারণা—এক সময় যোজন শরিরী অঘানামক দৈত্য সর্পবেশে সহচরগণ সহিত চরাচরপতি কৃষ্ণকে কবলিত করিলে দীনবন্ধু হরি মায়াবলে তদীয় কণ্ঠরোধ করিয়া অসুর নিধন পূর্ব্বক স্বজন সহিত আসন্নবিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন—অব্যবহিত পরেই ঐশী শক্তির পরীক্ষা—আদিদেব জনার্দ্দন সেই দিবস ব্রজশিশুগণের সহিত বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা উহা অবলোকন পূর্ব্বক সন্দিগ্ধ চিত্তে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা জন্য মায়াবলে বৎস ও বৎসপাল দিগকে হরণ করত গিরিগুহায় নিদ্রাভীভূত করিয়া রাখিলেন—মায়ার উপর মহামায়া প্রকাশ—ভগবান্ হরি অপহৃত প্রাণীর প্রত্যানয়ন না করিয়া আত্মশক্তিতে তদনুরূপ সবৎস গোপগণ সৃজন করত গৃহাগমন করিলে সংবৎসরকাল মায়াসৃষ্টি যাথার্থ্যে পরিণত হইয়া চলিল। ভগবান্ ব্রহ্মা বৎসরান্তে আগমন পূর্ব্বক সেই ময়া সৃষ্টি দর্শন এবং প্রত্যেকজীবে প্রভুর স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করত গতমোহ হইয়া পড়িলেন—মহাভ্রম ভঞ্জন হইল—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বদোষ স্বীকার করত তাঁহার স্তুতিগান পূর্ব্বক নিজধামে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ দামোদর স্বীয় মায়াসৃষ্টি লোপ করিয়া প্রাকৃতিক সবৎস গোপবালকগণকে প্রত্যানয়ন করিলে "অনন্ত"-অবতার রাম ব্যতীত কেহই ইহা অবগত হইলেন না। গোপবালকগণ বৎসরান্তে গৃহাগমন করিয়া ও স্ব স্ব জনক-জননীর নিকট "কৃষ্ণ অদ্য মহা সর্পবিনাশ করিয়াছেন" এই রহস্য কাহিনী বলিলেন।

অনন্তর ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমে ভুতভাবন কৃষ্ণ-বলরাম বয়স্য গণের সহিত ধেনু, বৎস ও বৃষাদি চারণে প্রবৃত্ত হইলে জগৎপতির প্রতিপালনে অদম্য গোকুল ধীর প্রকৃতি হইল। তাঁহারা গোচারণ উপলক্ষে একদা তালবনে উপস্থিত হইলে সবান্ধবে ধেনুকাসুর গো যূথ মধ্যে প্রবেশ করত কংসারির হিংসা বাসনায় অগ্রে মহাশক্তি বলরামকে গদা প্রহার করিল। প্রভু বলভদ্র গদা ঘাতে বিচলিত না হইয়া তদীয় পদ যুগ

ধারণ পূর্ব্বক চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহাকে গতায়ু করিলেন; অপরাপর অসুরগণ উভয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। তাঁহারা এইরূপে বীরতার বিরাট সিংহাসন অধিকার করিয়া বিশাল গোকুল নিরুপদ্রব করিলে একদা রাম ব্যতীত নারায়ণ গোচারণ ছলে কালিন্দী কূলে গমন করিলেন—গোকুলে পুনর্ব্বিপদ—তৃষিত গো-বৎস ও গোপাল গণ কালীয় নিবাস কালিন্দী হ্রদের রিষবারি পানে নিহত হইল—রাধারমণের দুষ্টদমন ইচ্ছা পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত—তিনি মৃত জীব দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বয়ং মহাহ্রদে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সর্পরাজ কালীয়ের সহস্র ফণোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বিষধর পতি কালীয় বিশ্বক্ষরের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ময় শ্রীপদ ভরে চির কৌলিক চিহ্নিত ও ব্যথিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত তদীয় আজ্ঞানুসারে গরুড় ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রমণক দ্বীপে গমন করিল। কালীয়দমন দর্শক সমাগত ব্রজবাসীরা নন্দসুতের এই অভূতপূর্ব্বকাণ্ড দেখিয়া আত্মবিস্মৃতি সহকারে তাঁহাকে প্রশংসা করত নানা কথা প্রসঙ্গে কালিন্দীকূলে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন—কালে একের পতন অন্যতরের উদ্ভব—তাঁহাদের সুষুপ্তি কালে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে বিপন্ন করিলে জগৎপতি ঐশী শক্তিতে অগ্নি ভক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষণ মধ্যে নিরাপদ করিলেন। পরাহ্নের গোচারণে রাম-কৃষ্ণ ও ব্রজবালকেরা বহন ক্রীড়া করিতে লাগিলে প্রলম্বাসুর ছদ্ম গোপাল বেশে বলরামকে হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করায় তিনি আত্মভার পরিবর্দ্ধন করত অপহারীর গতিরোধ করিয়া শিরোপরি মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিলেন—আবার আগ্নেয় বিপদেত্রাণ—সময়ান্তরে মুঞ্জারণ্যে অগ্নি ভক্ষণ করিয়া অখিলেশ্বর জনার্দ্দন অগ্নিগ্রস্থ গোপাল দিগের জীবন রক্ষা করিলেন।

অতঃপর পুরুষোত্তম রাম-নারায়ণ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাদের অনুপম মোহন মাধুরী জন গণের আনন্দ কর হইল। নারায়ণের বেনুরব ব্রজবাসীরা আত্ম ভাবানুসারে শুনিতে লাগিলেন। মধুর রস সেবিকা ব্রজাঙ্গনারা বংশীস্বরে মদনোন্মত্তা হইলেন। তাঁহাদের মন প্রাণ গোবিন্দ

পদারবিন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। নটরাজ হরি জলমগ্না বিবসা গোপীদের বস্ত্র হরণ করিয়া রসিকতার প্রথম দৃশ্য প্রদর্শন করত বারান্তরে যমুনায় কাণ্ডারী হইয়া তাঁহাদের নিকট দান প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে একদা দ্বিজাঙ্গনাদের যজ্ঞান্ন যাচ্ঞা করিয়া বয়স্য ভোজন করাইলেন।

বিশ্বপতি রাম-জনার্দ্দন এইরূপে ব্রজবিহার কালীন একসময়ে সুরপতির সুরগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে গোপ গণকে মন্ত্রণা দান পূর্ব্বক ইন্দ্রার্চ্চনীয় দ্রব্য দ্বারা শৈলার্চ্চনা করিলে শচীপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজ বিনাশোদ্যত হইলেন; তাঁহার ইচ্ছায় শিলাবৃষ্টি বজ্রপতনাদি প্রলয় কার্য্য আরম্ভ হইল। তখন অনাদি পুরুষ কৃষ্ণ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আসপ্তাহ মহাগিরি গোবর্দ্ধন চক্রবৎ ধারণ করিয়া দৈববিপ্লব রক্ষা করিলে সমকালেই ইন্দ্র গোপবৃন্দাদি ঈশ্বরবোধে তাঁহার স্তব করত অনুকূল প্রতিকূল উভয় পক্ষই একবারে নিরস্ত হইলেন—দীনবন্ধু চিরভক্তাধীন—কিয়দ্দিন পরে গোপরাজ নন্দ আসুরী সময়ে গঙ্গাস্নানাপরাধে বরুণানুচর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আত্মোদ্ধার জন্য তাঁহার স্মরণ করিলে ভক্তবৎসল শ্রীপতি বরুণালয়ে গমন পূর্ব্বক পিতাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন—মহাযশা নন্দের পূর্ণানন্দলাভ—তিনি বিপদ মুক্ত হইয়া কখন পুণ্যতোয়া যমুনার ব্রহ্ম হ্রদে নিমর্জ্জিত হইয়া পুত্ররূপী সনাতন পুরুষের মায়াসৃষ্ট বৈকুণ্ঠ ধাম দর্শন করত চরিতার্থ হইলেন।

অনন্তর একদা শারদীয় পৌর্ণমাসী রজনীতে প্রকৃতির অনুরোধে তারাবলী হার উপহার লইয়া নীল নভঃস্থল বিমল আভা ধারণ করিল; হিমমালী চন্দ্র সৌরজগৎ চন্দ্রিকা সাগরে মগ্ন করিলে উৎফুল্ল ফুল বালারা যেন সুধাংশুর অংশুমালায় অলঙ্কৃত হইয়া প্রেমভরে হাসিতে লাগিল। ভগবান্ হরি ঐ সুখ নিশায় যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রাসক্রীড়া করিতে বৃন্দাবনের মনোরম নিকুঞ্জে গমন করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন—ধৈর্য্য বন্ধনীর দৃঢ়তা খুলিল—বংশীধারীর মোহন বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া প্রেমিক গোপবালারা তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন নিকুঞ্জবিহারী হরি সেই সকল গোপবালার সহিত মায়াকেলি আরম্ভ করিলে

প্রেমানুরাগী প্রত্যেক গোপিনী কৃষ্ণবিলাস সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রসিক প্রধান শ্যাম নটবর মূর্ত্তিতে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত সম্ভোগ, সোহাগ বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, ও মানভঞ্জনাদি বিবিধ রাসক্রীড়ায় রত হইলেন —মহারাস নিত্যনৈমিত্তিক নৈশ কাণ্ড—তিনি অন্যান্য যামিনীতে ও পরকীয় প্রণয়ে গোপীদিগের মনোরঞ্জন করিলে গোপমহিলা দিগের নৈশ মিলন ও দৈনিক বিরহ, স্বর্গ নরকের ন্যায় বিষম্ভাব অনুভূত হইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বর এইরূপে ব্রজলীলা করিতে করিতে একদা দেবযাত্রা উপলক্ষে গোকুলবাসী দিগের সহিত অম্বিকা কাননে গমন করিলেন—এক কার্য্যে দ্বৈধফল—তথায় রাত্রিকালে এক প্রকাণ্ড ভুজগ সুষুপ্ত গোপরাজ নন্দকে গ্রাস করিলে সর্পগ্রস্থ ব্রজপতি সভয়ে ভয়ভঞ্জন হরির শরণাপন্ন হওয়ায় চরাচরগুরু মাধব শ্রীচরণ দ্বারা অহিরাজকে স্পর্শ করায় শাপান্ত বিষধর কবলিত গোপেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব বিদ্যাধর মূর্ত্তিতে স্বলোকে গমন করিলেন। ভবভয়ত্রাতা ভ্রাতার সহিত এইরূপ বিবিধ লীলা করিতে করিতে কোন সময়ে যামিনী যোগে উভয়েই গোপবালাদের সহিত ক্রীড়া রসে মত্ত হইলে শঙ্খচূড় নামক বিদ্যাধর কতিপয় গোপযোষাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিল—অপহারীর বিপরীত প্রতিফল—ভগবান হরি অপার বিক্রমে তাহাকে নিধন করিয়া নিজ গুণে মহাগতি দান করত তদীয় শিরোস্থিত মণিখণ্ড অগ্রজকে সমর্পণ পূর্ব্বক অসুর পতির ভাস্বর মণি জহুপতির শিরোভূষণ করিলেন।

অতঃপর একদা অরিষ্টাসুর স্থূলকায় বিশালশৃঙ্গ বৃষরূপে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া গোপ দিগকে ভয় প্রদর্শন করিলে অন্তর্যামী নারায়ণ তদীয় শৃঙ্গ ধারণ করিয়া মায়াবীকে অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক নিহত করিলেন। সময়ান্তরে ব্যোমাসুর গোপ শিশু বেশে গোপবালক দিগকে হরণ করিলে পরিত্রাতা সর্ব্বজ্ঞ কেশব তাহাদের বিপদ ভঞ্জন করত অপহারীকে পশুবৎ নিধন করায় অসুরপতি অনায়াসে মুনিমনোবাঞ্ছিত সুদুর্লভ ফল লাভ করিল—ব্রজলীলা উপসংহার প্রায়—ত্রিকালজ্ঞ, ভূতহিতৈষী, দেবর্ষি নারদ দেবকার্য্য সাধন জন্য ভোজরাজ কংসকে তদীয় ভাবী মৃত্যু-

কাহিনী ও রাম কৃষ্ণের জন্ম বিবরণী বলিয়া উত্তেজিত করিলে নিষ্ঠুর কংস নিরপরাধী বসুদেব-দৈবকীকে কারাবদ্ধ করিল—দেবর্ষি চিরদ্বন্দপ্রিয়—তিনি এইরূপে কংস ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া নন্দভবনে গমন পূর্ব্বক জনক-জননীর মহাদুঃখের হৃদয় বিদারিণী গীতিকা রাম-কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করত স্তব করিয়া বিদায় হইলেন। এদিকে কংসাসুরের মনে কৃষ্ণভীতি প্রবলতর হওয়ায় ভাবী শত্রুর হিংসা কামনায় তৎ কর্তৃক কেশী দৈত্য প্রেরিত হইল। দুরাত্মা কেশী অসিধারণ পূর্ব্বক ভীমনাদে বৃন্দাবনে প্রবেশ করায় দর্পহারী হরি তাহার বহু বিক্রম অপসারিত করিয়া তদীয় মুখমধ্যে বাহু প্রদান করত শ্বাসরোধ যন্ত্রণায় তাহাকে নিধনকরিলেন; ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণের মনে কংসবধ চিন্তা ও কংসের মনে কৃষ্ণবধ ইচ্ছা সমান ভাবে জাগরূক হইয়া দাঁড়াইল।

অনিশ্বর বাদী কংস কেশীবধ বিদিত হইয়া ধনুর্যজ্ঞ দর্শনছলে ব্রজবাসী সহিত ব্রজেশ্বর রাম-কৃষ্ণকে আনয়ন করিতে অক্রূরকে প্রেরণ করিল। কৃষ্ণ প্রেমী অক্রূর রাজাজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করিয়া সুরাসুর বাঞ্ছিত শ্রীপদ সন্দর্শন পূর্ব্বক কংসারিকে কংসনিমন্ত্রণ বিদিত করিল কংসবধোৎসুক রাম-কৃষ্ণ আমন্ত্রণ ছল পাইয়া মথুরা গমনোৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তখন পুত্রবৎসল নন্দ গোরসাদি সুস্বাদু রাজোপহার সহ বৃষ শকটে এবং প্রভু রাম-কৃষ্ণ কংস প্রেরিত অক্রূরের রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন—ব্রজধাম নিরানন্দ—গোপ কুলের বাল, বৃদ্ধ বনিতা "হা কৃষ্ণ! যো কৃষ্ণ!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মথুরা-গামী হরি পথিমধ্যে অবগাহন সময়ে অক্রূর কে যমুনা সলিলে বিষ্ণু-লোক প্রদর্শন করত তৎকর্তৃক স্তুত হইয়া পূর্ব্ববৎ রথারোহণে স্বজন সহিত মথুরায় উপনীত হইলেন।

মহাত্মা নন্দনন্দন ব্রজপুরকে অন্ধকার সাগরে ভাসাইয়া অগ্রজ সহ মথুরা প্রবেশ করিলে অনুযাত্রী গোপবৃন্দ ও ক্রমে ক্রমে তাঁহার সন্নি-হিত হইয়া শকটাবমোচন করিল। রাম-কৃষ্ণ আত্মরূপে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া যজ্ঞশালায় গমন করিতে লাগিলেন—মথুরা লীলার বহুল

দৃশ্যের আবির্ভাব—প্রভু জনার্দ্দন ভ্রাতৃ সহিত রাজপথে গমন করিতে করিতে অপ্রিয়বাদী রজকের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহার স্কন্ধভার পেটকা হইতে পরিধেয় রাজবস্ত্র, তন্তুবায় হইতে উত্তরীয়, মালী হইতে মাল্য ও কৃতপ্রজ্ঞ কুব্জা হইতে গন্ধ পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়েই পরিধান করত সৌন্দর্য্য বিক্রমে জগৎ জয় করিয়া উভয়েই উভয়ের উপমা স্থল হইলেন। অসিত লোচনা কুব্জা গন্ধ পুষ্প বিনিময়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মনোহারিণী হইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রেম ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে জগৎ স্বামী তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করত বলরাম সহিত যজ্ঞালয়ে গমন পূর্ব্বক বৈরভাব বর্দ্ধনাশয়ে ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। তখন রক্ষীগণ রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা অচিরে আক্রমণকারী নিচয়কে বিনাশ করিয়া নৈশবিরাম লাভ জন্য গোপ-শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন; বৈর গণের দ্বিবিভক্ত ভিতী সত্তার সমান ভাবে উভয়ের দিকে দুলিতে লাগিল।

ভগবান্ বাসুদেব ধনুর্ভঙ্গাদি শৌর্য্য কাণ্ডে স্বীয় শক্তির অসীমতা প্রদর্শন করিলে উগ্রসেন সুতের নয়ন যুগলে রাম-কৃষ্ণের যুগল বিরাট মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়িতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হওয়ায় কৃষ্ণ-বলরাম আপনারাই রাজদর্শন হেতু রাজদ্বারে উপনীত হইলে সঙ্কেত-নিপুণ হস্তীপক সহস্র হস্তীর বলশালী কুবলয়াপীড় নামক মদকল প্রকাণ্ড মহাগজ তাঁহাদের উপর চালনা করিল। অসীম বিক্রমী কৃষ্ণ নিরপরাধে যূথনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া কেশরী পরাক্রমে করীকুম্ভ বিদীর্ণ পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া উভয় ভ্রাতাই গজদন্ত গ্রহণ করত বীরশ্রীতে কংস সভায় উপনীত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের অনুপম লাবণ্য মল্লদিগের কালাগ্নি, প্রজাদিগের রাজা, যুবতীদিগের মদন, গোপদিগের স্বজন রাজাদিগের চক্রবর্ত্তী, গুরুজনের শিশু, অজ্ঞজনের জড়, যোগীগণের পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিদের দেবতা ও কংসের পক্ষে মহাকাল স্বরূপ অনুভব হইল। তাঁহারা গমনমাত্রে মল্লগণ কর্ত্তৃক আহূত হইলে নারায়ণের হস্তে চাণূর, শল্য, ও তোষলাসুর বধ এবং রামের হস্তে মুষ্টিক ও কূটের

পতন হইল। পরে কেশীনাশন কৃষ্ণ রাজমঞ্চে আরোহণ করিয়া কংসকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করত পদদ্বারা বক্ষ নিষ্পেষণে নিহত করিলেন। বলদেব; কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অনুজ অষ্ট ভ্রাতাকে বধ করিয়া জগতের সৎপথ হইতে সাধুগণের চিরকণ্টক নিষ্ক্রান্ত করিয়া ফেলিলেন।

ত্রিদশেশ্বর রাম-জনার্দ্দন এইরূপে শক্র বিনাশ করিয়া পিতামাতার বন্ধনমোচন, উগ্রসেনের প্রতি রাজ্যার্পণ এবং সুহৃদ্ গণের সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ পূর্ব্বক সবিনয় মধুর বচনে গোপগণ সমবেত গোপরাজকে বিদায় দান দিলেন—ইহার অব্যবহিত পরে জগৎ গুরুর "গুরু স্বীকার"—কালক্রমে মহর্ষি গর্গাচার্য্য কর্ত্তৃক তদীয় ও তদগ্রজের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর তাঁহারা উভয়েই অবন্তীনগরে মহর্ষি সন্দীপনের নিকট কৃতবিদ্য হইয়া যমালয় হইতে গুরুপুত্রকে আনয়ন পূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা দান করত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন—ব্রজবিরহের পুনরুদ্দীপন—জগৎপাতা হরি পাঠান্তে অবসর পাইয়া ভুতপূর্ব্ব ব্রজবিরহে ব্যাকু-লিত হওত মহাভক্ত উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। মহাজ্ঞানী উর্দ্ধব কৃষ্ণদূত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক প্রত্যেককে অখিলপতি রাম-কৃষ্ণের সবিনয় সান্ত্বনা নিবেদন করত প্রবোধ দিয়া প্রত্যাগত হইলেন—স্মৃতি-পথে কৃতপ্রতিজ্ঞার আবির্ভাব—বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, উর্দ্ধবমুখে বৃন্দাবন-সংবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রধানা গোপীর (রাধার) প্রাণবল্লভ হইয়াও পূর্ব্ব-অঙ্গীকার নিবন্ধন কুব্জার প্রেমঋণ পরিশোধ করিয়া প্রেমিকতার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন—অবতারণার মুখ্যউদ্দেশ্যলক্ষ্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণকার্য্যের ভাবী সহকারী পাণ্ডবগণের মঙ্গল বিবরণী জানিতে মহামতি অক্রূরকে কুরুপুরে প্রেরণ করিলে মহাত্মা দানপতি তাঁহা-দের গৃহভেদ কাহিনী অবগত হইয়া হস্তিনা প্রেরক প্রভু নারায়ণকে তাহা বিদিত করিলেন।

ভুবনপতি অনাদি নিধন বাসুদেব অবতারীয় মধ্য যুগে কংসবধ করিলে মহাশূর জরাসন্ধ জামাতৃ-বৈরী সংহার বাসনায় তাঁহার সহিত

উপর্য্যুপরি সপ্তদশবার যুদ্ধ করত ভগ্নদর্প হইয়া ক্ষত্রিয়তার দুর্নি-বার উত্তেজনায় শ্রীপতির প্রতিহিংসায় পুনরুদ্যত হইলেন। এমন সময় দুরাত্মা কালযবন যাদব-জয় করিতে মথুরা অবরোধ করিলে ভগবান্ হরি স্বকীয় ত্রিকালজ্ঞতা প্রভাবে পরাগত মগধ আক্রমণও বিদিত হইয়া মধুপুর বাসী দিগকে চির নিরুপদ্রব করিতে যোগবলে সমুদ্রমধ্যে দ্বারবতী নগর নির্ম্মাণ করিলে তাঁহার যৌগিক যবনিকার অন্তরালে বৃষ্ণি-ভোজাদি যদুবংশীয়েরা অলক্ষিতে তথায় প্রবেশ করিলেন; দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ যবনপতিকে সুপ্তোত্থিত-ক্রোধাগ্নি-ভস্ম করিতে অগ্রজের সহিত তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পলায়ন করত অনুধাবন কৌশলে দুর্ব্বৃত্ত যবনরাজকে এক অন্ধতম গিরিগুহায় নীতকরিয়া অদৃশ্য হইলেন —কাল উপস্থিত—যবনপতি তথায় নীত হইয়া কৃষ্ণজ্ঞানে চির সুষুপ্ত মুচকুন্দকে প্রহার করিলে কোপাবিষ্ট উন্নিদ্র রাজর্ষির কোপানলে সে দগ্ধ হইল। হলপাণির সহিত অরিন্দমী চক্রপাণি তদীয় অপর সেনানী-দিগকে পরাজয় করিয়া ধনলুণ্ঠন করত আত্মধামে গমন করিতে করিতে পথি মধ্যে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মাগধেশ্বর বৃকোদরের বধ্য নিবন্ধন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া পলায়ন করিলেন— মনোহর দ্বারকা-লীলাতে এবার প্রভূত পরিণয় কাণ্ড—সময়ান্তরে ভগবান্ বলদেব সতী রেবতীর ও নিত্য নির্ম্মুক্তকৃষ্ণ রুক্মি-বিজয় কাণ্ডে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ক্রমশ সত্যভামা, কালিন্দী ও জাম্ববতী আদি ষোল সহস্র রমণীর অধিনায়ক হইলেন। সত্যভামা-জনক সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি জাম্ব-বান হইতে উদ্ধার উপলক্ষে তাঁহার কন্যা জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর পুরুষপ্রবর মাধব নরকাসুরকে বধ করিয়া দেবজননী দিতীর হৃত কুণ্ডল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমর্পণ ও সময় ক্রমে ইন্দ্রসম্পদ পারিজাত তরু হরণ করত রোপণ করিয়া মহানগরী দ্বারবতীর অনুপম শ্রীবৃদ্ধি করি-লেন—ক্রমান্বয়ে যদুবংশ বিস্তার—রেবতি রমণ রামের পুত্র নিশঠ-উল্মুখ এবং কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে কামঅবতার প্রদ্যুম্ন আদি দশ ও অন্যান্য কামিনী হইতেও দশ দশ পুত্র উদ্ভব হইয়া তাঁহাদের পুত্র পৌত্রে যদু-

বংশের বহুত্ব সাধন হইল। মহাত্মা প্রদ্যুম্ন শৈশব কালে সম্বরাসুর কর্ত্তৃক হৃত হইয়া প্রাপ্ত যৌবন সময়ে তাহাকে বধ করত মায়াবতী রূপা পূর্ব্ব প্রিয়তমা রতীর সহিত দ্বারকা গমন করেন। তাঁহার অন্যতর পত্নী রুক্মি-নন্দিনী সুভাঙ্গীর গর্ভে তদীয় ঔরসে মহাবল অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্য অনিরুদ্ধ-কর্ত্তৃক বাণপুত্রী উষাহরণ হইলে বিশ্বচক্রী জনার্দ্দন উষাঘটিত বিসম্বাদে শৈববীর বাণের বীর গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ইহার অনতি পরে পরাৎপর হরির শ্রীচরণ স্পর্শে নৃগরাজ কৃকলাষ দেহ ত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

অনন্তর ভগবান্ রাম সুহৃদ-সম্মিলন-ইচ্ছায় বৃন্দাবন গমন করিলে বৃন্দাবন ধামের বিধ্বংস মহোৎসাহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। দেব বল-ভদ্র দিবাভাগে বন্ধুগণের সহ বিবিধ ক্রীড়া ও নিশাকালে গোপবালাদিগের সহিত রাস লীলা করিয়া তথায় চৈত্র-বৈশাখ দুই মাস অতিবাহিত করিলেন। ইতি মধ্যে বিশ্বকর্ত্তা বিভু, সম্মুখ রণে কাশিপতি পৌণ্ড্রকে বিনাশ করত রৈবতসুত সুদক্ষীণ প্রেরিত মহাগ্নি দাহ নিবারণ পূর্ব্বক চক্রায়ুধে তাহাকেও নিধন করিয়া ছিলেন।

ভগবান্ সঙ্কর্ষণ বৃন্দাবন লীলা করিতে করিতে পরাক্রমী কপীশ্বর দ্বিবিধকে বিনাশ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "শাম্বমোচনের" প্রধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন—অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ—এই ঘটনার কিছু দিনান্তরে দীনবন্ধু হরি শ্রীদাম ব্রাহ্মণের নিকট তণ্ডুলমুষ্ঠী উপহার লইয়া তাঁহাকে ইন্দ্রতুল্য সম্পদ প্রদান ও পিতা মাতাকে একবার তাঁহাদের স্বর্গীয় কুমার চয়কে প্রদর্শন করত ভক্তবৎসলতার সুদুর্ল্লভ গৌরব উপার্জ্জন করিলেন।

অতঃপর একদা সর্ব্বসম্মত তীর্থস্নান নিবন্ধন মহামহিম কৃষ্ণ স্বজন সহিত কুরুক্ষেত্রে মতান্তরে প্রভাসে গমন করিলে তীর্থস্থলে কুরুপাণ্ডব ও বৃন্দাবন বাসী দিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ হইল। যাদব-পাণ্ডব ও গোপকুলোদ্ভব স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে প্রিয়ালাপ করিতে লাগিলেন —এক যাত্রায় দুই কার্য্য সাধন—যজ্ঞেশ্বর যদুনাথ, তীর্থ বারিতে অবগাহন

ও মুনিগণের উপদেশানুসারে ধর্ম্মযজ্ঞ সমাপন করিলেন। যজ্ঞোৎসবে তিন মাস কাল তীর্থবাস করিয়া তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষণ করত স্ব স্ব গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন—পাণ্ডব ও পাণ্ডব সখার সমধিক ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন—এই হইতে কমললোচন কেশব পাণ্ডব গণের সহিত তাঁহাদের রাজসূয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত যজ্ঞনায়ক স্বরূপ থাকিয়া দীর্ঘতর পাণ্ডব-নির্ব্বাসন অবসরে সৌভ পতি শাল্ব, দন্তবক্র, বিদুরথ ও শত ধন্বাকে বিনাশ করত দ্বারকা বিহারের মধ্যযুগ অতিবাহিত করিলেন—অবতার-লীলার চরমকার্য্য সাধন—বিশ্বজন গতি বাসুদেব পাণ্ডব নির্ব্বাসন কালগতে ভারতীয় মহাসমরের সহকারী নায়ক হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ পূর্ব্বক পরিশেষে মহাজ্ঞানী উদ্ধবকে সাঙ্খ্যযোগ শিক্ষাদান করত আত্মবংশ ধ্বংস করিয়া অনশ্বর মহল্লোকে গমন করিলেন। ভগবান্ শুক এই মনোহর হরিগুণ গাথা শ্রীমদ্ভাগবত সুদীর্ঘ ভাবে বলিয়া আত্মজ্ঞান কথন, কর্ম্মনির্ণয় যোগ প্রভাবে মর্ত্ত্য লীলা ত্যাগ বর্ণন, যুগলক্ষণ, কলির উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, বেদশাখা প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় সংবাদ, মহাপুরুষ বিন্যাশ, ও সূর্য্যের দেহব্যূহ কীর্ত্তন এবং দণ্ডীপর্ব্বাদি বহুল গ্রন্থ পাঠনানন্তর সপ্তম দিবস অতীত প্রায় করিলেন।

এদিকে তক্ষক দংশনের নিরূপিত সময় অত্যল্প মাত্র থাকিলে সর্পেশ্বর তক্ষক পরীক্ষিতের কৃতান্তরূপে প্রচ্ছন্ন দ্বিজবেশে রাজ মার্গে আগমন করিতে লাগিল; দিগন্তর হইতে বিষ-মন্ত্রবিদ্ কাশ্যপ ও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন অহিপতি পশ্চাৎগামী ব্রাহ্মণকে তদীয় স্বাগতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় উদারমনা দ্বিজবর আপন কৃতবিদ্যতার পরিচয় দানে অগ্রসর বলিয়া প্রকাশ করিলে ছদ্মবেশী তক্ষক আত্মপরিচয় দিয়া তদীয় মন্ত্রজ্ঞতা পরীক্ষা করিতে নিকটস্থ মহাতরুতে দংশন পূর্ব্বক ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল—কাশ্যপের অদ্ভুতপূর্ব্ব শিক্ষা—তিনি মন্ত্রবলে তক্ষক রাজের বিষ-দাহ হইতে বিষদগ্ধ উদ্ভিজ্জ সহ জনৈক বৃক্ষারোহীকেও নবপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষধরের বিষগর্ব্ব খর্ব্ব হইল। ভুজগ পতি বিষ-বৈদ্য-রাজকে শিরোমণি প্রদান করত

তাঁহাকে দৃঢ় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিলে দূরদর্শী কাশ্যপ ব্রহ্মশাপ জন্য রাজার আয়ুশেষ জানিয়া অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। মায়াবী তক্ষক সহচরদিগকে ছদ্মবেশ ধারণে উপদেশ দিয়া স্বয়ং কীটরূপে একটী ফল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপদিষ্ট সর্পগণ ছদ্ম ব্রাহ্মণ হইয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সেই ক্ষতফল মহারাজকে উপহার দান করিলে ক্রূরমতি তক্ষক নৃপতির হস্তগত হইয়া স্থূলকায় সহস্র শীর্ষ তক্ষক রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন মহামতি পরীক্ষিত চরম কাল উপস্থিত দেখিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ;—

জয়—কৃষ্ণ বিষ্ণু বাসুদেব বিভু নারায়ণ ;
জয়—অনাদি অচ্যুত হরি পতিতপাবন !

জয়—বিশ্বম্ভর দামোদর মধুকৈটভারি ;
জয়—লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত নরকাসুর অরি !

জয়—চিন্তামণি অচিন্ত্যাত্মা পরম ঈশ্বর ;
জয়—কমলাক্ষ পুরুষপ্রধান পীতাম্বর !

জয়—হৃষিকেশ, কেশব মাধব ত্রিলোকেশ,
জয়—লোক পাল গোপাল মুরারি পরমেশ !

জয়—জগন্নাথ জগৎপতি শ্রীমধুসূদন ;
জয়—পরমাত্মা মহাত্মা নির্ম্মুক্ত মন্মোহন !

জয়—যাদবেন্দ্র উপেন্দ্র বিজয় অধোক্ষজ ;
জয়—ভক্তাধীন দীনবন্ধু নির্ব্বিকল্প অজ !

জয়—ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ নন্দন রাধাকান্ত ;
জয়—মহ তত্ত্ব মহাবাহু অনাদি অনন্ত !

জয়—যজ্ঞেশ্বর যোগধ্যেয় সত্যসনাতন ;
জয়—কাল ত্রিকালজ্ঞ কালভয়নিবারণ !

জয়—গোবিন্দ বংশীবদন সুদর্শনধারী;
জয়—ঘনশ্যাম রামচন্দ্র ত্রিতাপনিহারী!

জয়—শ্রীনিবাস দেবতা পুরুষ পুরাতন;
জয়—চিন্ময় সচ্চিদানন্দ মদনমোহন!

জয়—দর্পহারী নৃসিংহ বামন রমাপতি;
জয়—পুণ্ডরীকাক্ষ পবিত্র পঞ্চভূত গতি!

জয়—অপ্রমেয় সাত্বত অদ্বৈত ভগবান;
জয়—বিরাট বিশোক স্বভূ বিবুধ প্রধান!

জয়—চক্রধর শ্রীধর অক্ষর চিরন্তন;
জয়—নিষ্পাপ নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্ম বিপদ ভঞ্জন!

জয়—বনমালী রসিক রমেশ রসময়;
জয়—কংসরিপু কেশী বিনাশন মহোদয়!

জয়—জনার্দ্দন জ্যোতিষ্ক অজয় নিরঞ্জন;
জয়—সদানন্দ চিচ্ছক্তিমান ভব নিস্তারণ!

নৃনাথ পরীক্ষিত এইরূপ স্তব করিতে করিতে নাগপাশে জড়িত হইয়া নিশ্চল হইলে প্রকাণ্ডবপু তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করিল। মহীপতি তীব্র বিষে আক্রান্ত হইয়া অচিরে ইহলোক পরিত্যাগ করত মহর্ষি পর্ব্বত প্রদত্ত শাপাবসানে পুনর্ব্বার বিদ্যাধর নাম গন্ধর্ব্বরূপে গন্ধর্ব্বলোক সমুজ্জ্বল করিলেন—এখানে দূরায়ত রাজধানী গভীর শোকে একবারে নিমগ্ন—পৌরজনের আর্ত্তনাদ গগণ স্পর্শ করিল। সুকুমার জনমেজয় বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পিতার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করত যথা সময়ে তদীয় স্বর্গীয় কার্য্য সমাপন করিলেন। শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন এই ভ্রাতৃত্রয় হইতে জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন তিনিই পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কাশিরাজ দুহিতা বপুষ্টমা তাঁহার প্রধানা মহিষী

হইয়া রতীর ন্যায় অনুপম রূপে নাথের মনোরঞ্জন করিলেন। মহাবাহু জনমেজয় ক্রমে ক্রমে রমণীয় যৌবন সোপানে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার রূপের সহিত বুদ্ধি, বিদ্যা, বীরতা জগৎকে জয় করিয়া উঠিল। তিনি কোন সময়ে এক যজ্ঞারম্ভ করিলে তদীয় ভ্রাতাগণ যজ্ঞস্থল গামী এক সারমেয়কে নিরপরাধে আঘাত করায় সারমেয় মাতা শুনী ঐ অকারণ আঘাতের জন্য "তাঁহারা শীঘ্রই বিপদে পতিত হইবেন" এই অভিশাপ করিল। তখন মহারাজ জনমেজয়, প্রাপ্ত শাপ খণ্ডনের জন্য অন্যতর যজ্ঞারম্ভ ইচ্ছায় মহর্ষি শোমাশ্রয়কে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। ইহার পর তক্ষশিলা প্রদেশ জয় করত গৃহাগমন করিলে ঋষিরাজ উত্তঙ্ক পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন কাহিনী বলিয়া তাঁহাকে সর্প যজ্ঞের সুমন্ত্রণা দিলেন। ব্রহ্মচর্য্য নিপুণ উত্তঙ্ক স্বীয় গুরু বেদকে দক্ষিণাদান করিতে পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডল আনয়ন করিতে লাগিলে দুরাচার সর্পগণ কর্তৃক তাহা অপহৃত হওয়ায় অমরনাথের প্রসাদে তিনি হৃত রত্ন প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণা দান করত বৈর নির্য্যাতন বাসনায় পরীক্ষিত তনয়কে ঐরূপ উত্তেজিত করিলেন— নৃমণির সর্ব্ব শরীর তক্ষক-বিরাগে পরিপূর্ণ হইল—তিনি মন্ত্রীগণ সহিত মন্ত্রণা করিয়া তক্ষশিলানগরে তক্ষকবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে "কীর্ত্তিযস্য সজীবতি" এইকথার সার্থকতা দেখিতে তক্ষশিলা নগরে গমনোদ্যত হউন।

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়,
ও সংক্ষেপ শ্রীমদ্ভাগবৎ, কুরুবংশে কলিদমন
নামক পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপ্ত।

কুরুবংশ।

এক পঞ্চাশৎ সর্গ।

তক্ষ শিলানগর—সর্পসত্র।

(ভারত প্রকাশ)

"কীর্ত্তি যস্য স জীবতি"

ধ্বংসশীল অনিত্য সংসারে কীর্ত্তিই অবিনশ্বর, কালের প্রখর স্রোতে অন্যবিধ সকল বস্তুরই তিরোধান হয়;—রাজাধিরাজ জনমেজয় ভারত প্রকাশরূপ মহাকীর্ত্তি স্থাপনকরিয়া সৌরজগতের চির স্মরণ্য হইলেন—সর্প বিনাশন সর্প সত্রই তাহার প্রধান কারণ হইল—মহারাজ জনমেজয় মহর্ষি উত্তঙ্ক ও মন্ত্রীগণ কর্তৃক জনকের নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নারপর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; পিতৃহন্তা তক্ষক বিনাশে সর্প সত্রই স্থিরীকৃত হওয়ায় মহীপতি অচিরে তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলে রাজাদেশে যজ্ঞভবন সত্বর নির্ম্মিত হইল। দর্শকগণ তক্ষশিলানগরের যজ্ঞাগার দর্শন পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, যজ্ঞধাম কি মনোরম হইয়াছে! উচ্চতম যজ্ঞ-বেদী গন্ধপুষ্পে সুশোভিত ও স্থানে স্থানে মঙ্গলঘট ক্রোড়ে অম্লান কদলি তরু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছে! জটাজীন ও নখ শ্মশ্রু ধারী ঋষিগণ মহাসনে উপবিষ্ট আছেন, হবিপূর্ণ স্তূপীকৃত অসঙ্খ্য হেম কুম্ভ রত্নগিরির ন্যায় বিদ্যমান আছে! বায়ুবিধূত অগণন বৈজয়ন্তী যেন উচ্চ সৌর লোকে গমনাভিপ্রায়ে এক একবার অঙ্গ প্রসারণ করিয়া উড়িতেছে! রত্নাবলীর বহুরূপ সজ্জায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল যেন শারদীয় শশধর মালায় বিভূষিত রহিয়াছে! মণি-মৌক্তিক বিবিধ আস্তরণে সুসম সভা-তলও নৈশ নভোস্থলের ন্যায় দৃশ্য; আবার ফল, ফুল, ও শ্যামপর্ণ সম্বল স্বভাব সজ্জিত তরুশ্রেণী চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত হওয়ায় কবিকুল লেখনী

বর্ণিত সুরগর্ব্ব নন্দনবন স্মৃতি পথে অধিরূঢ় হইতেছে! রাজা জনমেজয় পার্থিবদের নমস্ত আসনে দ্বিতীয় বাসবেরন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাহারা এইরূপ বলিতে বলিতে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিতকার্য্যে পরিণত হইল। ঋত্বিকগণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞানলে হবি বর্ষণ করিলে অগ্নি শিখার দূরব্যাপকতায় সুর গণ ও শঙ্কিত হইলেন। মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া দুরন্ত নাগকুল তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিল। বিষধর শ্রেষ্ঠ তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণ লইলেন।

জীবহিংস্রক সর্পকুল এরূপে দগ্ধ হইতে লাগিলে মহর্ষি জরৎকারু তনয় আস্তিক মাতুলবাসুকি ও জননী জরৎকারু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জনসঙ্কুল সর্পসত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। অজাতশ্মশ্রু কুমার আস্তিক অমর-পূজ্য ব্রহ্মর্ষি প্রভায় যজ্ঞালয়ে পদার্পণ পূর্ব্বক নৃপসত্তম জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! হে কুরুকুল ধুরন্ধর! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি মহাযজ্ঞের আদি নায়কতায় জগতে চিরস্মরণীয় হউন। এই যজ্ঞ বাসবের বাজপেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কলুষিত কলিযুগেও পূর্ব্বযৌগিক হোতা ও অতীতের সেই সমস্ত ঋত্বিক গণ ভবদীয় যজ্ঞভার গ্রহণ করিলে ভগবান্ অগ্নি অতীত যুগের তেজ অর্জ্জন করিয়া অসংখ্য বিষধর আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। ভগবতী কদ্রুর অগণন বংশধর হুতাশন গ্রস্ত হইয়া অনন্ত কালের জন্য অদর্শন হইতেছে। ক্ষত্রিয়তার বীজ মন্ত্রে অটল শ্রদ্ধা প্রযুক্তই আপনি পিতৃ শত্রু সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ধর্ম্মার্জ্জনে ধর্ম্মরাজ, ব্রতপালনে ভীষ্ম, এবং সৌজন্য উপার্জ্জনে অর্জ্জুনের সমকক্ষ হয়েন; আপনার দেহে কার্ত্তি-কের শ্রী, অনন্তের শক্তি ও রামচন্দ্রের অমায়িকতা প্রতীয়মান হয়।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক আস্তিক এইরূপ প্রশংসা বাদ করিলে পৃথিবীপতি জনমেজয় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সদস্য দিগকে কহিলেন, মহাত্মা গণ! ঋষিকুমার কি নম্র, কি প্রিয়ম্বদ এবং ইঁহার কিশোর কলেবরে যোগ-লব্ধ ব্রহ্মজ্যোতি অনুভব হইতেছে; অতএব আপনারা অনুমতি করুন, আমি এই ঋষি তনয়ের অভিলাষানুরূপ তুষ্টি সাধন করি।

ত্রিকাল বেত্তা, হোতাপ্রবর চণ্ডভার্গব তাঁহার এইকথা শুনিয়া কহিলেন, ক্ষিতীশ্বর! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, দুরাচার শত্রু অগ্নিসাৎ হইলেই দ্বিজ পুত্রকে বর প্রদান করিবেন; সেই অহি কুলাধম তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়ায় অনলে নিপতিত হইতেছে না।

যজ্ঞদীক্ষিত জনমেজয় হোতা-মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, ঋষে! পিতৃঘাতী তক্ষক যদি অমরেশ্বরের শরণ লইয়া থাকে, তবে সুররাজ সহিত তাহাকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করুন। মহারাজ এই কঠোর আদেশ করিলে হোতা প্রধান ভার্গবের মহামন্ত্র উচ্চারণে তক্ষক সহিত আখণ্ডল অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইলেন। তখন ভগবান্ ইন্দ্র আশ্রিত ফণীবরকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে অনন্যোপায় তক্ষক বিকলাঙ্গ হইয়া অনলাভিমুখে পতিত প্রায় হইল। মহাত্মা আস্তিক ভুজগপতিকে পতনোন্মুখ দেখিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে ঋষিবাক্য মন্ত্রবল ব্যর্থ করিয়া রাজবৈরীকে আকাশাসনে স্থান প্রদান করিল—শূন্যই তাহার প্রকারান্তরে পুনর্জন্ম ক্ষেত্র—ঋত্বিক গণ ঐ বাক্‌সিদ্ধ কাণ্ডের শক্তি লক্ষ্য না করিয়া নবীন তাপসকে পরিতোষ করিতে সহসা অনুমোদন করিলে পরীক্ষিতাত্মজ তাঁহাদিগের আদেশ বশম্বদ হইয়া প্রিয়ম্বদ তপোধন বালককে কহিলেন, দ্বিজ কুমার! তোমার মনোহর তরুণ মূর্ত্তি ও গভীর গবেষণা শক্তি দেখিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলাম, তুমি ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার প্রার্থনা কর। অদেয় হইলেও অঙ্গীকার নিবন্ধন অচিরে তাহা প্রদান করিব।

মহাত্মা জনমেজয় অঙ্গীকৃত হইলে জরৎকারু নন্দন আস্তিক কহিলেন, রাজন্! অন্যতর পুরস্কারে আমার আশা নাই, কেবল "এই মহা যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন" ইহাই আমার এক প্রার্থনা। ঋষি তনয় সুধাবর্ষী স্বরে অহি কুলের শান্তি মূলক দুর্ল্লভ যাচ্ঞা করিলে হস্তিনাপতি দুঃখিত হইয়া তাঁহার মনের গতি প্রার্থিত বিষয় হইতে দিগন্তরে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন—দিগ্‌দর্শন চির উত্তরাস্য—তাঁহার অটল অধ্যবসায় কোন মতে পরিচালিত হইল না। তিনি একমুখে সহস্র মুখের ন্যায় নির-

স্তর পূর্ব্বযাচনা করিতে লাগিলেন। তখন সদস্যেরাও তদীয় বিনয়োক্তির সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে প্রতিশ্রুত মহীপাল অগত্যা যজ্ঞশেষ করত সার্ব্বজনীন প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বিদায় দিলেন। ভুজগ বৃন্দ ভাগীনেয় হইতে আসন্নমৃত্যু বিপদে ত্রাণ লাভ করিয়া "প্রাতঃ সন্ধ্যা ও শয়ন কালে অসিত, আর্ত্তিমান, সুনিত, ও জরৎকারু সুত আস্তিককে স্মরণ করিলে স্মরণ কর্ত্তার সর্প ভয় থাকিবে না, তদন্যথায় সর্প দংশন হইলে অকৃতজ্ঞ দংশকের মস্তক শিংশপা সিম্বির ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে" তাহারা এই চির নিয়ম স্থাপন করত ভবিষ্য জগতের বিশাল পটে আস্তিকের মহাকীর্ত্তি অঙ্কন করিলে মহাযশা আস্তিক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহাগমন করিলেন।

মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ সমাপন সময়ে ঐশী গুণানুবাদ শ্রবণে সমাগত মহর্ষি ব্যাসকে ভক্তি সহকারে বলিলেন, তপোধন! পিতামহ গণের পরমসখা ভগবান্ হরির অনুপম কীর্ত্তি কলাপ শুনিতে আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি, কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক সেই কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র গুণ গাথা মহাভারত কীর্ত্তন করুন।

জ্ঞানপিপাসু জনমেজয় এইরূপ প্রার্থনা করিলে বেদ বিভাগ কর্ত্তা ব্যাস প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! ভারতের অপূর্ব্ব ভারতী সাধু জনেরই সমাদৃত, আমি আত্মতুল্য প্রিয় শিষ্য দ্বারা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি।

তিনি এই বলিয়া প্রাণপ্রতিম শিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত পঠনের অনুজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রোতা বক্তা উভয়েই পরমার্থ বিষয়ে আত্ম নিবেশ করিলেন। মহাযশা জনমেজয় মুনিপুঙ্গব বৈশম্পায়ন কর্তৃক আদিবংশাবতরণ পর্ব্ব হইতে আশ্রমিক পর্ব্বের পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায় শ্রবণ করত পিতৃপাদ দর্শনাভিলাষে অদ্ভুত কর্ম্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপাসনা করিলেন—অচিরে ইষ্ট লাভ—উপাসনা পরবশ যোগীন্দ্র ব্যাস যোগবলে স্বর্গীয় মহাত্মা পরীক্ষিত, শমিক, শৃঙ্গি ও কৃশকে আনয়ন করিলে পরীক্ষিত নন্দন আনন্দের স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন করত তাঁহাদিগকে পূজা

করিয়া বিদায় দিলেন, মহর্ষি ব্যাস ও রাজ সম্মান গ্রহণ করিয়া তপাশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর নরনাথ বপুষ্টমা-বল্লভ অবশিষ্ট ভারত কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক প্রার্থীবৃন্দকে আশাতীত অর্থ দান করিয়া পুরস্কার করিলেন—তত্ত্ব স্পৃহতার পুনঃপ্রবেশন—রাজা পরমার্থ রসাস্বাদনে ব্যগ্র হইয়া পৌরাণিক প্রবর বৈশম্পায়নের নিকট কহিলেন, ভগবান্! আপনি বহুদর্শী, ষড়দর্শন সম্পন্ন মহাভারত শ্রবণ করাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এক্ষণে কৃষ্ণ লীলা হরিবংশ বর্ণন করিয়া আমাকে সমধিক পরিতৃপ্ত করুন।

সর্ব্বশাস্ত্র বিদ্ বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব প্রধান! ঐশী চরিত অপার ও সর্ব্বজন অপরিজ্ঞেয়, অতএব গুরুপদ প্রসাদে যতদূর অবগত আছি—তাহা শ্রবণ করুন। তিনি এই বলিয়া উদ্দেশে অখিল পতি নারায়ণ ও মহাগুরু বেদব্যাসকে প্রণাম পূর্ব্বক আদিসৃষ্টি, ভূত সৃষ্টি, পৃথুরাজকথন, চতুর্দ্দশ মনুবর্ণন, সূর্য্যবংশোৎপত্তি, ধন্ধুমারকথন, গালবোৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশ বিবরণ, পিতৃকল্প, সপুত্র চন্দ্রের জন্ম কথন, অমাবসু বংশ বর্ণন, ক্ষত্রিয় কুল নিবর্দ্ধন, গাধি উপাখ্যান, কাশিরাজ-দিবোদাস-ত্রিশঙ্কুপ্রতিষ্ঠা, যযাতি চরিত, কুরুবংশ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত ও স্যমন্তক মণিউৎপত্তি কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বর্ণনায় কহিলেন, দণ্ডধর! ভূত ভাবন বিশ্বরাজ্যেশ্বর হরি ধর্ম্ম বিপ্লব কি সাম্রাজ্য বিপ্লব কি প্রকৃতি বিপ্লব কালে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মহা অভাব মোচন করেন, হে কৌরব শেখর! ভগবান্ নারায়ণের দুই মূর্ত্তি, এক বিগ্রহ চিরতপশ্চারণে ব্যাপৃত, অপর মূর্ত্তি একমাত্র প্রকৃতি লীলার কারণ; লীলা ময় হরি প্রলয় কালীন যোগ নিদ্রায় অভিভূত হইলে তদীয় নাভীপদ্ম (পুষ্কর) হইতে বৈকারিক মহাভূত গণের উদ্ভব জন্য ঋষিগণ তাঁহার ঐ আদি কাণ্ডকে পুষ্কর অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

হে মহীপাল! নারায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড বরাহ অবতার অতিশয় বিস্ময়াবহ, সুরশ্রেষ্ঠ বিভু বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দন্তদ্বারা প্রলয় পয়োধি মগ্ন বসুধার উদ্ধার সাধন করেন। তদনন্তর অসুরেশ্বর হিরণ্যাক্ষ

কর্ত্তৃক সুরগণ প্রপীড়িত হইলে যোগীজনাদৃত বিষ্ণু যুগাবতার নিবন্ধন দুর্নিরীক্ষ বরাহ মূর্ত্তিতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তীব্রধার সুদর্শনে তদীয় শিরোচ্ছেদন করত মহাগতি সম্প্রদান করিলেন।

অসুর পতি হিরণ্যাক্ষ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তদীয় ভ্রাতা হিরণ্য কশিপু ভ্রাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইলেন। বীরানুরাগ তাঁহাকে একাদশ সহস্র বর্ষ কমলাসন ব্রহ্মার তপে নিয়োগ করিল—ভক্তাধীন ভগবান্—চতুরানন বিধি ভক্তাধীনতায় বর দান করিলে দৈত্যরাজ দৈববলে বল দর্পিত হইয়া সুর-নরের সন্ত্রাস কারণ ও ঈশ্বর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। তখন যোগাত্মা হরি নৃসিংহ রূপ ধারণ করত এক মাত্র ওঙ্কারের সহায়বলে তাহাকে নখাঘাতে নিধন করিয়া ভাগবতী গতি দান দিলেন।

হে কুরু নাথ! বিশ্ব-অধিপ মাধব নরকেশরী রূপে হিরণ্য কশিপুকে নিধন করিলে নিহত দৈত্য পতির অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বীর্য্যবান বলি জন্মগ্রহণ করিয়া সুর বীর গণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার শাসনাধীনে বাস করিতে লাগিলেন। তখন জগদাধার বিষ্ণু তদীয় বিপুল গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ভগবতী অদিতির গর্ভে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবর্ষি কুল কর্ত্তৃক বামন ও পিতা কর্ত্তৃক বিষ্ণুনাম প্রাপ্ত হন। অখিলাত্মজ মাধব ঐ অবতার-স্বাভাবিক খর্ব্বকায়ে বলির নিকট গমন পূর্ব্বক ত্রিপাদ ভূমি দান গ্রহণ করিয়া বিরাট-শারীরিক দুইপদে স্বর্গ মর্ত্ত্য আবরণ এবং নাভী মূলোদ্ভূত তৃতীয় চরণে রাজ মস্তক অধিকার করিলেন। মহাদানী বলি বিশ্বচক্রীর এই চক্রান্তে আত্ম স্বাধীনতা হারাইলে সুরেন্দ্রেশ সনাতন, দৈত্যেন্দ্রকে অপদস্থ করিয়া ভূতলে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর পুরুষ প্রবর কেশব একসময়ে ধর্ম্ম বন্ধনের শিথিলতা দেখিয়া মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে দেবর্ষি দত্তাত্রেয় রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই অবতারণা কাণ্ডে সত্য ধর্ম্মের সমীকরণ ও হৈহয় বংশাবতংশ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ভূমণ্ডলের একেশ্বরত্ব অর্পণ এই দুই কার্য্য সাধিত হয়। মহাত্মা অর্জ্জুন অযুত বর্ষ তাঁহার উপাসনা করিয়া সহস্র

বাহু লাভ ও নিরাপদে পঞ্চাশীতি সহস্র বর্ষ রাজ্য শাসন করেন।

হে রাজেন্দ্র! দত্তাত্রেয় অবতারে ভগবান্ মধুসূদন কার্ত্তবীর্য্যকে এইরূপে জগতের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিলে কৃতিবীর্য্য তনয় অর্জ্জুন মহাদাম্ভিক হইয়া উঠিলেন। সমকালে সমস্ত ক্ষত্রিয় গণ ও রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তখন প্রভু বিশ্বম্ভর ভৃগুবংশীয় মহর্ষি যমদগ্নির ঔরসে রেণুকা গর্ভে ভৃগুরাম (পরশুরাম) রূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার ভীষণ তীক্ষ্ণধার পরশু আঘাতে এক বিংশতিবার বসুধা নিঃক্ষত্রিয় হইল, দুর্দ্দান্ত বীর অর্জ্জুন ও তদীয় কুঠারাঘাতে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। ভগবান যামদগ্ন্য পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা ও পিতার বরে জননীকে আবার পুনর্জীবিত করিয়া পরবর্ত্তী রাম অবতারে স্বীয় অন্যতর রমণীয় রাম রূপে আত্মতেজ অর্পণ পূর্ব্বক অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপশ্চারণ করিতেছেন।

হে ভারত! ঐশী গুণ গান, তত্ত্বজ্ঞান বহ ও যার পর নাই বিস্ময় কর। তিনি যামদগ্ন্য অবতারের সত্তাতে আবার পূর্ণ কলা চারি অংশে বিভক্ত করত ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যা গর্ভে রাম, কেকয়ীর গর্ব্তে ভরত ও সুমিত্রার গর্ব্তে লক্ষণ শত্রুঘ্ন রূপে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র প্রিয়ানুজ লক্ষণ সহিত শৈশবাবস্থায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র-দত্ত অস্ত্রলাভ করিয়া রক্ষোবীর সুবাহু ও তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণ সংহার অহল্যা উদ্ধার এবং কাষ্ঠতরি স্বর্ণময় করেন। অনন্তর প্রভু রাঘব হর-ধনুর্ভঙ্গ করত লক্ষ্মীরূপা সীতার ও ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন যথাক্রমে মাণ্ডবী উর্ম্মীলা, এবং শ্রুতকীর্ত্তির পাণি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে তৎকর্ত্তৃক পূরাবতারীয় যামদগ্ন্যরূপ হইতে স্বতেজ সংহৃত হইল—ত্রিতাপহারীর ও অনুতাপ কাল উপস্থিত—বৈবাহিক কাণ্ডের কিছু পরে অনন্তবীর্য্য রঘুনাথ রাজ্যাভিষিক্ত সময়ে বিমাতা কেকয়ী কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া সহচর লক্ষণ ও জনক নন্দিনীর সহিত বন গমন করেন। পঞ্চবটী আশ্রমে দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক বনবাসী রাম চন্দ্রের সীতাদেবী অপহৃতা হন। তখন বিশ্ব সংহার কর্ত্তা, দাশরথী, শত্রু

সংহার করিতে নরলীলার অনুরোধে বানররাজ সুগ্রীব, ভল্লুকবীর জাম্ববান রক্ষাধিপ অনুজ বিভীষণ ও মহাবাহু হনুমান প্রভৃতির সহায়ে মহার্ণবে সেতু বন্ধন করিয়া রক্ষোবংশ ধ্বংস করত নিয়ম গতে অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে পুনরাভিষিক্ত হয়েন। দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম এইরূপে একাদশ সহস্র বর্ষ নর লীলায় অতিবাহিত করত লব ও কুশ নামক পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নিচয়কে পৃথক পৃথক রাজ্যেশ্বর করিয়া অংশাবতার অনুজগণ ও কমলা রূপিণী সীতা সহিত কমনীয় বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন।

হে জনমেজয়! পবিত্র রাম অবতারের পর এই অষ্টাবিংশ দ্বাপরে পরাৎপর বিভু "স্বয়ং কৃষ্ণ ও অংশাবতার বলরাম" এই যুগল মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রকার কালভয় নিবারণ ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা মহামুক্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষি বৈশম্পায়ন এই বলিয়া পর্য্যান্তরে সুবিস্তৃত হরিবংশ-বিষ্ণু ও ভবিষ্য পর্ব্বে তারকা-ময়-যুদ্ধ, ব্রহ্ম লোক, বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গ, ব্রহ্মা বিষ্ণুর কথোপকথন, দেবগণের ভূলোকে অংশাবতার, কংসের প্রতি নারদ বাক্য, ষড়্গর্ভগণের স্বপ্নকথন, ও আর্য্যাস্তব বর্ণন করত কৃষ্ণাবতার বিষয়ে ভাগবতীয় সম্যক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার গোমন্ত গিরি ভ্রমণ সময়ে মাগধনাথ কর্ত্তৃক গোমন্তদহন, কৃষ্ণকর্ত্তৃক কবীরপুরে মহারাজ শৃগাল বধ; বলদেব কর্ত্তৃক যমুনা আকর্ষণ, রুক্মিবধ; তদ্ভিন্ন বজ্রনাভ নিধন, দ্বারকা সংস্করণ, দ্বারবতী প্রবেশ, যাদব সভাধিবেশন, নারদ বাক্য, বৃষ্ণিবংশ বর্ণন, ষট্‌পুর নিধন, অন্ধকাসুরের পতন, সমুদ্র যাত্রা, জলবিহার, ছালিক্য গীতি, ভানুমতী হরণ, সম্বরাসুর নিধন, ধন্যোপাখ্যান, কৃষ্ণমাহাত্ম্য, ভবিষ্যতত্ত্ব, পুষ্কর বৃত্তান্ত, ভগবানের বরাহ-নৃসিংহ ও বামনাবতার বিস্তার প্রসঙ্গ, তাঁহার কৈলাস যাত্রা, হংস-ডিম্বনিধন, এবং ত্রিপুর হননাদি বহু বিষয় বর্ণন করিলেন।

অনন্তর বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষ ব্যাঘ্র! দেবাদিদেব নারায়ণ ঐ অষ্টমাবতারের পর কলি যুগের প্রথমে জিন কুলে নবমাবতার বুদ্ধনামে বিখ্যাত হইয়া অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রচার করত জীবের চরম লক্ষ্য প্রদর্শন পুরঃসর ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন।

বাগ্মী প্রবর বৈশম্পায়ন বৌদ্ধ উপাখ্যান পরিশেষ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! ভূত নিস্তারণ হরি বুদ্ধাবতারের বহুপর পরিশেষ কলিতে দুরাত্মা দলনের জন্য সম্ভল গ্রামে মহাযশা বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতীর গর্ভে কল্কিনামে জন্ম গ্রহণ করিবেন। কমলালয়া লক্ষ্মী রাজা বৃহদ্রথের ঔরসে মহিষী কৌমুদীর গর্ভে পদ্মানামে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবেন। ভগবান্ কল্কি কুমার কালেই অসীম পরাক্রমী হইয়া "দেবদত্ত" নামক তুরগারোহণ পূর্ব্বক অসিপ্রহারে বিধর্ম্মী দিগকে নিধন করত পুনঃসত্যের উদ্ধার করিবেন। তিনি এইরূপ অসামান্য দৈবশক্তিতে জগৎ জয় করিয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে মহাশান্তি লাভ করত লোকলীলা হইতে অপসৃত হইবেন।

ধীমান্ বৈশম্পায়ন এইরূপে হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ও ভবিষ্য পর্ব্ব বর্ণন করিলে মহাশ্রোতা জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার মুখে হরিবংশ শ্রবণে আমি যার পর নাই কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া হরিবংশ শ্রুতিফল এবং তদুদ্দেশে বিধিসিদ্ধ দাতব্যবিবরণী বিষয় আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপাল ! হরিবংশ শ্রবণে পাপদেহী নিষ্পাপ হইয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করে; অন্তিমে উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোক গমন করিতে সক্ষম হয়। হরিবংশ শ্রোতার পক্ষে পাঠককে অন্ততঃ তিনটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান বিধেয়, তদতিরিক্ত দান আর ও ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাসদেব শিষ্য বৈশম্পায়ন হরিবংশ পাঠ সমাপন করিলে মহাত্মা জনমেজয় পুণ্যব্রতের উচ্চ নিয়মে দানাদি করত হস্তিনা গমন ও কৃত-ব্রত উদ্যাপন করিলেন—ভূতপূর্ব্ব সারমেয় অভিশাপ অনতি দূরস্থ—তাঁহার মনো মধ্যে অকাল অশ্বমেধ যজ্ঞের কল্পনা পাত হইল। তখন যোগজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস যোগ বলে কুরুবংশীয় যুবা জনমেজয়ের বিপরীত বাসনা জানিয়া তথায় উপনীত হইলে পরীক্ষিতাত্মজ তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার বিরচিত মহাভারত শ্রবণে পুলকের নব নব আবির্ভাবে সংবৎসর কাল নিমেষের ন্যায় বোধ

হইল এবং ভগবান্ সোম, বরুণ ও রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের পরিণাম ফল বিদিত হইয়া ঐ যজ্ঞ যে পূর্ব্ব পিতামহগণের আত্ম বিদ্রোহের মূলীভূত তাহাও আমি অনুভব করিলাম। যে মহাশত্রের অনুপ্রমাণ অঙ্গহীন হইলে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, আপনি কুরুকুলের প্রধান নেতা থাকিয়া কি জন্য তদ্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন না?

ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিলেন, বৎস! কাল, সকলের বুদ্ধি বিপর্য্যয় প্রদান করেন, অতএব মহাত্মা যুধিষ্ঠির একবার ও আমার সহিত রাজসূয় মন্ত্রণা করেন নাই, জনক্ষয় কারণ ভগবানের অপরিহার্য্য বিস্মৃতি মায়ায় আমার মনে ও উহা স্ফূর্ত্তি পায় নাই। যাহা হউক এক্ষণে তোমার অকালে অশ্বমেধ কামনা অবগত হইয়া আমি উপনীত হইলাম, তুমি বেদ বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞব্রত বিরত হও। তাত! ভয়াবহ কলিযুগে অশ্বমেধ পূর্ণ হইবে না, কলির তিরোভাব সময়ে মহর্ষি কশ্যপ বংশে ভূগর্ভ হইতে এক মহাযোগী উদ্ভব হইয়া বাজীমেধের পুনরাবতারণা করিবেন। কলুষাধিক্যই কলিনামের ব্যুৎপত্তি, কলুষ জন্যই মহাকার্য্য যজ্ঞব্রত একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

ভগবান্ ব্যাস এই কথা বলিলে মহোদয় জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কলিযুগের মানব গণ কিরূপ নীচাশয় হইবে যে, চিরাচরিত পুণ্য ধর্ম্মের লেশ মাত্র থাকিবে না? দেব! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অতএব অজ্ঞদাসের প্রতি সেই ভবিষ্য কাহিনী ব্যক্তকরুন। মহামার্ণব জনমেজয়ের এইসাধু জনোচিত প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি পুঙ্গব ব্যাস কহিতে লাগিলেন;—

ছাড়িয়ে স্বধর্ম্ম আর্য্য সুত গণ,
অধর্ম্ম নিরত হবে নিরন্তর;
জ্ঞানের গৌরব যাবে মতিমন্!
হবে বসুন্ধরা অর্থের কিঙ্কর।

ম্লেচ্ছ রাজদণ্ডে হইয়া চালিত,
অধীনতা পাশে পশিবে ভারত,

শূর মাতৃ ভূমি সদাই শঙ্কিত,
যবনের দাসে পূর্ণিত জগত।

গুরু ভক্তি করি দূরে বিবর্জ্জিত,
নারী ভক্ত হ'য়ে মানবের দল;
ছার প্রেমার্ণবে হবে নিমজ্জিত,—
স্ত্রৈন বৃন্দ ময় এমহী মণ্ডল।

হরি ময় ভাবে হইয়া বিহ্বল,
যে জগতী তল সদা পুলকিত;
নাচে ম্লেচ্ছ জয়ে করি কোলাহল,
গাইবে ভারত যবন সঙ্গীত।

বাতুল-নাস্তিক তুলি তর্কবাদ,
ঈশ্বরে অসত্ত্বা করি আরোপণ;
পরা জিবে জীবে করিয়া প্রমাদ,
অমর বিশ্বাসে অনাস্থা দর্শন।

এহেন কঠিন কাল আবির্ভাবে,
প্রকৃতি দেবী ও হ'য়ে প্রতিকূল;
বিবিধ বিপ্লব বিতরিয়া ভবে,
করিবেন জীবে বিষম ব্যাকুল।

বিযম্ভাব হবে ঋতু আগমনে,—
না দিবে নীরদ নীর শিতধ্বনি;
নাদিবে অশনি বিমল গগণে,
হইবে বিকৃত নশ্বর ধরণী।

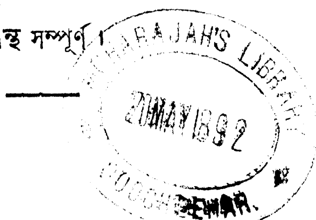
অল্পায়ু হইবে বিনশ্বর ধরা,
জাত শস্য হীন হবে মহীতল;
নিখিল জীবনে আবরিয়ে জরা,
প্রদানিবে জীবে স্বকর্ম্মের ফল।

ভগবান্ ব্যাস এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে মহীপতি জনমেজয় তক্ষশিলা নগর হইতে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন; বাজীমেধ বাসনা ছায়ার ন্যায় রাজকল্পনার আনুসঙ্গি রহিল। মহারাজ হস্তিনাধিপ কাল-কুহকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অবতারণা করিলেন—ব্যাস বাক্য ফলে পরিণত—শচীপতি ইন্দ্র বেদবাণি ব্যর্থ প্রায় দেখিয়া যজ্ঞপূর্ণ কালে মৃত অশ্বে প্রবেশ পূর্ব্বক সভাসীনা রাজ মহিষী বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হইয়া অসিপত্র ব্রত ভঙ্গ করিলে "দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্যভিচারিতার নায়ক বলিয়া" সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ ইরাবতীনন্দনকে তাহা বিদিত করিলেন—রাজ-রোষ প্রজ্বলিত হইল—তিনি সক্রোধে "অপূজনীয় হও" বলিয়া অমর নাথকে অভিশাপ, ঋত্বিক গণকে তিরস্কার ও মহিষীকে বন নির্ব্বাসনের অনুমতি করিলেন। তখন স্বর্গ বিহারী গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্র অকাল-অশ্বমেধ রহিত জন্য শাপভ্রষ্ঠা বপুষ্টমা রূপিণী রম্ভার সহিত সহবাস করিয়াছেন বলিয়া রাজ পত্নীর নির্দ্দোষিতা সহকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেবলোকে প্রত্যাগত হইলেন—আত্ম শাসনের সুদৃঢ় অনুরাগ—শ্রীমান্ জনমেজয় মহর্ষি জৈমিনির নিকট পুনরায় মহাভারত শ্রবণ করিলেন। তিনি এইরূপে বেদ, পুরাণ ও স্বপ্নপর্ব্বাদি বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ এবং সুশৃঙ্খলায় রাজ্য শাসন করত দুস্তর যৌবন সীমার উত্তর পারে গমন করিলে বিবেকের সনাতন উপদেশে মহারাজ উপদিষ্ট হইয়া শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ পুত্রদ্বয়কে বিশাল বসুন্ধরার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করত চরমে সৌর মহালোকে গমন করিলেন। ব্যাস বিরচিত শ্লোকাবলি ভারত ষষ্ঠিলক্ষে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশলক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশলক্ষ যক্ষলোকে ও একলক্ষ মর্ত্ত্য লোকে প্রচার্য্য। ঐ লক্ষ সঙ্খ্যক পুরাগীতি ও দ্বাদশ সহস্র শ্লোক হরিবংশ প্রথমতঃ বৈশম্পায়ন হইতে জনমেজয় তদনন্তর নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে সৌতি উগ্রশ্রবা হইতে শৌনকাদি মহর্ষিবৃন্দ শ্রবণ করায় বীর প্রসূ বসুধা মণ্ডলে সুধাময় হরিগুণ গাথা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

মহীপতি জনমেজয় পরলোক গমন করিলে উত্তর কুরুবংশে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানীক বেদ শাস্ত্রে ও কৃপাচার্য্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সুনিয়মে পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। যশস্বী শতানীক হইতে অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে সহস্রানীক, অশ্বমেধ (মেধদত্ত) অসীমকৃষ্ণ, ও নেমিচক্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা নেমির শাসন কালে অযুত তরঙ্গিনী গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া হস্তিনা রাজধানী নদী গ্রস্ত হইলে তিনি জগন্মান্য কৌরব সিংহাসন কৌশাম্বি নগরীতে স্থাপন করিলেন। অনন্তর ক্রমশ ধারাবাহিক রূপে নেমিচক্র হইতে উপ্ত, চিত্ররথ, সূচীরথ, বৃষ্টিমান, সুসেন, সুনিত, নৃচক্ষু, সুখীনল, পরিপ্লব, সুনয়, মেধাবি, নৃপঞ্জয়, দুর্ব্ব, তিমি, বৃহদ্রথ, সুদাস, শতানীক, দুর্ম্মনস, মহীনর, দণ্ডপাণি, নিমি ও ক্ষেমক এই অধস্তন পুরুষ পরম্পরা উদ্ভব হইয়া জনমেজয়ের পরবর্ত্তী সপ্তবিংশতি জন রাজা পাণ্ডব সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। শেষ নৃপতি ক্ষেমক রাজকার্য্যে অপটু নিবন্ধন প্রজাপুঞ্জের বিরাগ ভাজন হইলে তদীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশারদ তাঁহাকে নিহতকরিয়া রাজলক্ষ্মী হস্তগত করায় বসুমতী কলি যুগের ১৮২২ বর্ষে কণ্ঠ হার মণি পাণ্ডববংশ অনন্ত কালের জন্য হারাইলেন।

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত আস্তিক পর্ব্বাধ্যায়,
হরিবংশ-বিষ্ণুপর্ব্ব-ভবিষ্য পর্ব্বের সার সঙ্কলন
ও শ্রীমৎভাগবতের নবম স্কন্দের অংশ
বিশেষ, কুরুবংশে সর্প শত্র নামক
এক পঞ্চাসংসর্গ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।



কুরুবংশ।

উপসংহার।

"কালঃ সৃজতি ভুতানি কালঃ সংহরতি প্রজা।"

কালতত্ত্ব—গ্রন্থগত সন্দেহ নিরসন ও বক্তব্য বিষয়ের অভাব পূরণ করাই উপসংহার বা পরিশিষ্ট, অতএব আমরা ইতিহাসের সিংহ দ্বারে আসিয়া অতীতের প্রকাণ্ড যবনিকা তুলিয়া দেখি—সর্ব্ব নান্দীতে কল্প *-

* "কল্পাখ্যান" দুই প্রকার—মহাকল্প ও কল্প; অথচ ঐ কল্প গুলিন রাজসিক, তামসিক বা সাত্বিক নামে খ্যাত। কারণ, রজঃগুণ ব্রহ্মার শতাব্দে তমগুণ শিবের একদিন এবং শৈব শতাব্দে সত্ব গুণাধার বিষ্ণুর এক নিমেষ হয় (১)। স্বপরি মাণে শতাব্দ কাল স্থায়ী পরম্পরার অধোগুণ এক-বারধ্বংস হইলে অনন্তরজাত কল্পগুলি উচ্চতর গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; [পরোক্ত ত্রয়োদশ টিপ্পনী দেখ] অতএব সর্ব্ব কাল কল্প মহাকল্প উহারকোন না কোন একতর গুণ ময়; ফলতঃ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর (২) ভুক্ত ব্রহ্মার দিবার নাম কল্প, তাঁহার বাল্য-কৈশোরাদি দশারম্ভ লইয়া মহাকল্প উল্লেখ। কল্পান্তে ব্রহ্মনিশা বা ক্ষুদ্র প্রলয়, মহাকল্পান্তে যথাক্রমে দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক ও মহাপ্রলয় বলিয়া কথিত। মহা প্রলয়ে শতায়ু ব্রহ্মার পতনও স্থূলপঞ্চভূত (জন্য) ধ্বংস (৩) প্রযুক্ত জগৎ নিরাকার প্রায় হইলে ভগবান্ দেহজ কারণ সলিলে (৪) শয়ন করিয়া কখন ও জল (৫) কখন ও মেদ হইতে মেদিনী ও দৈহিক কোনঅংশে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। [পরোক্ত চতুর্দ্দশ টিপ্পনী দেখ] এইরূপ অগণন ব্রহ্মার নিধন বা শৈব শতাব্দে শিবের লয় হয়, ঐ শৈব প্রলয়ান্তে পরাৎপর প্রভু কর্ত্তৃক আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী (৬) এবং তাঁহার মন হইতে পিতামহ উদ্ভব হন (৭); পিতামহের ললাট ও উরু হইতে যে

(১) ব্রহ্ম সংবৎসর শতাদেকাহং শৈবমুচ্যতে। শৈবসংবৎসর শতা ন্নিমেষং বৈষ্ণবংবিদুঃ॥
বরাহ পুরাণ।

(২) দৈবিকীনাং যুগানান্তু সহস্রং ব্রহ্মণো দিনং। মন্বন্তরং তথৈ-বৈকং তস্য ভাগাশ্চতুর্দ্দশ॥
লিঙ্গ পুরাণ।

প্রধান কালের অভিনয়; মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, তদীয় অবিরাম গতিতে অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য কল্পের উদয়াস্ত হইতেছে, শত শত যুগ-দিব্যযুগ জল-বিম্বের ন্যায় অনন্ত কালের জন্য সময়ের খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে,

শিবের উদ্ভব লক্ষিত হয় (৮), তাহা ও ঐ ক্রমগুরুত্ব (শৈবশতাব্দ) বিশেষে অনুমেয়। অসঙ্খ্য শিবের পতন বা আটচল্লিশ লক্ষ ষাইট হাজার নিমেষ ভোগ্য বৈষ্ণব দিবার শত বৎসর (বৈষ্ণব শতাব্দ) পরিশেষ হইলে সগুণ বিষ্ণুর আয়ু হীন হওয়ায় এক কালে সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণ ত্রয়ের ধ্বংস জন্য গুণময়ী প্রকৃতি গুণাতীত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়েন (৯); শাস্ত্রকার উহাকেই ব্রহ্মসুষুপ্তি মহাপ্রলয় বা প্রকৃতি প্রলয় কহিয়া থাকেন। প্রকৃতি প্রলয়ানন্তর মহাসৃজনে বা বৈকারিক সৃষ্টিকাণ্ডে কারণাব্ধিনঙ্গত ব্রহ্মবীর্য্য হইতে (১০) ত্রিদেবাত্মক ব্রাহ্ম্য-বপু হিরণ্যগর্ভের অবতারণা হয় (১১)। পরাশক্তি হইতে ত্রিদেব সম্ভূত কিম্বা শক্তিপরা শ্রীরাধা হইতে মহাডিম্ব প্রসবাখ্যান ইহারই স্বতন্ত্র আধ্যা-ত্মিক ব্যাখ্যা। ঐ মতবিরোধ অধ্যাত্ম তত্ত্বে এবং মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বরের মৃত্যু বিষয়ক মীমাংসা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। ফলতঃ অনন্ত মহাকাল হইতে ঐ সৃষ্টিকাণ্ডে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব নাশ ও সংস্থাপন হওয়ায় (১২) বিদ্যমানকালের কল্পগুলির সাত্ত্বিকতা (১৩) আর কথিতাখ্যান [পূর্ব্বোক্ত সপ্তম টিপ্পনী দেখ] এবং স্থানান্তরীন গাথায় এই মাত্র উপলব্ধি

(৩) "জন্য" ভাবানধিকরণঃ কালো মহা প্রলয়ঃ সচ চরমধ্বংসস্বরূপঃ—
ন্যায় দর্শন।

(৪) আপো নারা ইতি প্রোক্তং আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদ স্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
মনুসংহিতা ১৪ অধ্যায়।

(৫) সর্ব্বং সলিল মেবা সীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা। ততঃ সমভবদ্ব্রহ্মা স্বয়ংভূর্দ্দৈবতৈঃ সহ। ৩।
রামায়ণ অঃ কাঃ ১১০ সর্গ।

(৬) আকাশা জ্জায়তে বায়ু র্বায়ো রুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎ পদাতে তোয়ং তোয়া দুৎপদ্যতে মহী॥
ব্রহ্মাণ্ড পুঃ।

(৭) তত্ত্বোমে মানসং জন্ম প্রথমংদ্বিজ পূজিতঃ। * * * ইদঞ্চ সপ্তমং জন্ম পদ্মে ভম্মেতি মে প্রভো॥
শব্দঃ—মহাঃ সান্তি-মোক্ষঃ।

(৮) ঐ বিষয়—
পদ্ম পুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড-তৃতীয় অধ্যায়-দেখ।

এই সনাতন নিয়মে এখন সাত্ত্বিক বরাহ মহাকল্পীয় শ্বেত অথবা শ্বেত বরাহ কল্পজাত সপ্তমমনুর (বৈবশ্বত মন্বন্তরের) অষ্টাবিংশতি মহাযুগ (দিব্যযুগ) বিদ্যমান। পূর্ব্ব মহাযুগ প্রলয়ে মানবম গুলীর গোত্রপতি শ্রাদ্ধদেব নামান্তর

হইতেছে; ইহা কোন না কোন শৈব শতাব্দের পর বর্ত্তমান সৌর জগতের স্রষ্টা সপ্তমসংখ্যক পদ্ম যোনি ব্রহ্মা এবং মধু কৈটভের মেদ সম্ভূত এই মাতৃভূমি পৃথ্বী (১৪)। পুরাণকার আদিমতন মহাকল্পে ব্রহ্মার জন্মপ্রযুক্ত ব্রহ্মকল্পে, বিষ্ণুর নাভি পদ্মে তদীয় প্রলয়াশ্রয় জন্য (১৫) মধ্যেরটি পাদ্মকল্প এবং পৃথিবীর উদ্ধার কাণ্ড ধরিয়া বর্ত্তমান মহাকল্পের বরাহ নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রজাপতির পঞ্চদশ বর্ষ বয়োমান পরে ব্রহ্মকল্পান্তে দৈনন্দিন প্রলয় (১৬) এবং পাদ্ম কল্পান্তে পূর্ব্ব পরার্দ্ধ নামক (১৭) তৎপরিমাণের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী অর্দ্ধায়ু ক্ষয় নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রলয় অতীত হইয়াছে (১৮); এখন বিদ্যমান প্রথমতঃ বরাহ মহাকল্প বা পর পরার্দ্ধ নামক তদীয় শেষ পঞ্চাশৎ বার্ষিকী অর্দ্ধায়ুর ভোগ্য কাল (১৯)। এই মহাকল্পের উপস্থিত আদি ব্রহ্ম দিবস বা প্রথম কল্পের শ্বেত, (২০) অথবা

(৯) এবং গতে শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতির্লয়ং। প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতং লয়ং। ৮।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ প্রকৃতিখণ্ড।

(১০) সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু র্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজ মবাসৃজৎ।

মনু ও শ্রুতি।

(১১) তত্রৈবচ ত্রিধা ভূতং বপু র্ব্রাহ্ম্যং দদর্শ সঃ। ঊর্দ্ধমধ্যান্ত ভাগৈস্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাত্মকং॥

কালিকা পুঃ ১৪ অঃ।

(১২) অতঃ সংহৃত্য সর্ব্বাণি পুনরণ্ডান্যসৌ সৃজন্। বিষমাণি সৃজে জ্জাতু কদাচিচ্চ সমান্যপি॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

(১৩) অসঙ্খ্যাতা স্তথাকল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ। * * সোঽয়ং প্রবর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

কূর্ম্মপুঃ ৪২-৪৩ অঃ।

(১৪) মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ সমস্তৌ মহাবলৌ। মধুকৈটভকৌ দৈত্যৌ হত্বা মেদোঽস্থি সঞ্চয়ম্। ২৬। ইমাং পর্ব্বত সম্বদ্ধাং মেদিনীং পুরুষর্ষভ! পদ্মে দিব্যার্ক সংকাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি। ২৭।

অধ্যাত্মরামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ৮ অধ্যায়।

(১৫) নাভিপদ্মং প্রবিশ্যাথ বিষ্ণো রমিত তেজসঃ। সুখং স শেতে ভগবান্ ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ॥

কালিকা পুঃ ২৭ অঃ।

মনু (অতীত জন্মে খ্যাত নামা রাজর্ষি সত্যব্রত) পার্থিব বীজ মালা সংগ্রহ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি ও সপরিবারে বৃহন্নৌকা আরোহণ করিয়া করুণার্ণব হরির মায়িক মহিমায় কালান্ত প্রলয়ার্ণবে অলৌকিক

শ্বেতবরাহকল্প (২১) নাম দিয়া শাস্ত্রকার পর্য্যায় ক্রমে ৩০টী কল্পেরনামোল্লেখকরিয়াছেন (২২) ; পঞ্জিকাকারও বর্ত্তমান শ্বেত বরাহকল্প (২৩) বলেন ; তদ্ভিন্ন পশ্ছাল্লিখন [পঃ সময়বিচার প্রবন্ধের বর্ষমান টীকার নবমদশম টিঃ দেখ] এবং নিম্নোক্ত মুলও অত্র অষ্টাবিংশতি মহাযুগের প্রচুর প্রমাণ (২৪)। বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্ম শতাব্দের অব্যবহিত পরেই প্রকৃতি প্রলয় স্থিরীকৃতআছে (২৫) বলিয়া আমরা মহাভারতের অনুগামী নিবন্ধন অনেকটাএকমিল জন্য উপক্রমণিকায় তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। উপসংহারে একটুকু স্বাধীনতা থাকায় নির্বিরোধ সূচক বহুলমত সংগ্রহ করিয়া সম্ভবতঃ এক প্রকার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেরই অনুসরণ করিলাম।

---

(১৬) এবং পঞ্চদশাব্দেতু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ ! দৈনন্দিনন্তু প্রলয়ং বেদেষু পরিকীর্ত্তিতং। ৭৩।

ব্রহ্মবৈঃপুঃ প্রঃ।

(১৭) নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতং। তৎ পরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধ মভিধীয়তে। ৫।

পদ্ম পুঃ স্বর্গখণ্ড ৩ অঃ।

(১৮) ব্রাহ্ম্যা নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তো যো ভবিষ্যতি। ত্রৈলোক্য স্যাস্য কথিতঃ প্রতি সর্গোমনীষিভিঃ।

কূর্ম্ম পুঃ ১৪২, ১৪৩ অঃ

(১৯) একমস্য ব্যতীতন্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোঽনঘ ! তস্যান্তে ২ভু ন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে ॥ দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ ! বারাহ ইতিকল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

বিষ্ণু পুঃ ১অংশ ৩অঃ।

(২০) "শ্বেতকল্প প্রসঙ্গেন ধর্ম্মান ব্রাহ মারুতঃ"।

বায়ু পুঃ।

(২১) "প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ"।

স্মৃতি মল মাস তত্ত্ব।

(২২) শ্বেতবরাহঃ নীললোহিতঃ বামদেবঃ গাথান্তরঃ। * * * *

ক্রম সন্দর্ভ প্রভাস খণ্ড।

(২৩) শ্বেঃ অঃ ৪৩২০০০০০০০

পঞ্জিকা দেখ।

(২৪) বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোক ধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা॥

মৎস্য পুঃ।

(২৫) দ্বিপরার্দ্ধাত্মকঃ কালঃ কথিতোযো ময়া তব। * * * ব্যক্তে চ প্রকৃতৌলীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথা।

বিষ্ণু পুঃ।

নৌবন্ধন প্রক্রিয়ার * ইহজগতের মূল স্থায়ী করিলে নবযুগের প্রাক্কালে তদীয় মৈথুন ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধাদেবীর গর্ভ হইতে পৌত্র বিভাগে সূর্য্য বংশ ও দৌহিত্র বিভাগে চন্দ্রবংশ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কিশোর জগৎ আবার যৌবন শ্রী ধারণ করিল। ফলতঃ পৌরাণিক বিষয়ের মত-সামঞ্জস্য নাই; বহু বিষয় যুক্তির উপর নির্ভর; সুতরাং কোন কোন স্থানে যুক্তিই আমাদের প্রধান নেতা বলিয়া পৌরাণিক কতিপয় বিষয়াদ ভ্রমদর্শন প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত করা যাউক।

---

* "নৌবন্ধন" আখ্যায়িকা অনেক গুলি গ্রন্থে এককালে (চাক্ষুষ মন্বন্তরে) একিভাবে (মৎস্য শৃঙ্গে নৌবন্ধন) দেখিতে পাওয়া যায় (১) তদনুসারে রাজস্থানপ্রকাশক ভিন্নমত কে একবারে উড়াইয়া দেন; কিন্তু গৌণপ্রমাণ শাস্ত্রের সহিত মুখ্যপ্রমাণ হিমালয় শৃঙ্গের নৌবন্ধন নামের একতা (২), হিমালয়ের সত্বাজন্য ইহাতে অপেক্ষাকৃত নবতা এবং কখন কখন আকস্মিক ঘটনা হওয়ার কথা দেখিয়া [পরোক্ত ভ্রমদর্শনপ্রবন্ধের বোম্বাত্রাত টীকার ষষ্ঠটিপ্পনার "গ-গ" উক্তি দেখ] আমরা বলিতে পারি বর্ত্তমান ২৮ মহাযুগের প্রাক্কালে নরনাথ মনুর বৃহন্নৌকা মীনরূপী নারায়ণ কর্ত্তৃক হিমালয় শৃঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া ছিল (৩)। যদি ও ইহা একটী অনির্দ্দিষ্ট মহাযুগের স্থানীয় পদবাচ্য; কিন্তু ইয়ুরোপীয় গ্রন্থে নয়ার সাময়িক জল প্লাবনের কাণ্ড দেখিয়া অনেকের অভিমত যে ঐ উক্তি বিগত মহাযুগান্ত পর্ব্বেরই প্রতিচ্ছায়া; দ্বারকা প্লাবনের সময় সিন্ধুনদীর পরপার যে জল মগ্ন হইয়াছিল, বিজাতীয় গ্রন্থকর্ত্তারা কোন গূঢ় অভিপ্রায় সম্পাদনে সেই কাল ১০০ বৎসর উর্দ্ধে নীত করিয়া খণ্ডপ্রলয় যুগপ্রলয় মিশ্রণ মতভেদ

---

(১) ত্বয়া সার্দ্ধং ইদং বিশ্বং স্থাস্য ত্যন্তরসংক্ষয়ে। এবমেকার্ণবে জাতে চাক্ষুষান্তর সংক্ষয়ে। ১৪।

মৎস্য পুঃ ২ অঃ।

মনু বৈবস্বত স্তেপে তপোবৈ ভুক্তিমুক্তয়ে। * * * সপ্তর্ষি ভিঃ পরিবৃতো নিশাং ব্রাহ্মীং চরিষ্যসি।

অগ্নি পুঃ ২ অঃ।

(২) "পৃথিবী" আসিয়া বন্যা প্রবন্ধ ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) মৎস্যরূপ ধরোঃ দেবঃ শৃঙ্গীভূত্বা জগৎপতিঃ। আকর্ষতি তুতাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্ত লীলয়া॥ হিমাদ্রি শিখরে নাবং বর্দ্ধা দেবো জগৎ পতিঃ। মৎস্যাস্য দৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

ভ্রমদর্শন—প্রজাপতি মনু হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য এই দুই মহাবংশ বিস্তৃত হওয়ায় মহর্ষি ব্যাসকৃত চন্দ্র কুল তালিকায় ভগবান্ চন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায় ৩৯শ ও ৯৫ অধ্যায়ের মতে ৪৩শ সঙ্খ্যক অধস্থ পুরুষ হন। হরিবংশ মতে নিশানাথ চন্দ্র হইতে ধর্ম্মরাজ ৪১শ পুরুষে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শশধরের অধস্তন ৩৭শ পুরুষে তাহার অবতরণা হয়। এইরূপ সৌর যাদব ও পাঞ্চালাদির বংশ আখ্যায়িকায় সমতাবিপর্য্যয় ও নামান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে; এবম্বিধ মহা গ্রন্থাবলিতে পৌর্ব্বাপর্য্য, মতান্তর ও দুরন্বয়াদি যে রাশীকৃত দোষ * মানবপ্রকৃতির অটল বিশ্বাসের প্রতি-

---

বিকৃত ইতিবৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা বস্তুতই মতভেদ—চিন পণ্ডিত কংফুৎস বলেন—চিনসম্রাট জাসের আজ্ঞায় সেই জল সরিয়া যায় (৪) খ্রীষ্টাব্দের ১৫৭১ বৎসর পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর মূষা বলেন—খ্রীষ্টাব্দের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে জগৎ সৃষ্টি ও ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে নয়ার ৬০০ বৎসর বয়েসের ২য় মাসের ১৭ দিনে মহাসমুদ্রের উৎসভঙ্গ ও স্বর্গ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া ৪০ দিন অহোরাত্র বৃষ্টিপতন হওয়ায় উচ্চ উচ্চ শৈলমালা জলমগ্ন করিয়া ১৫ হস্ত জল ঊর্দ্ধে উঠিল; ১৫০ দিন পরে জল কমিতে লাগিল। নয়ার ৩০০ হাত দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রস্থ, ৩০ হাত উচ্চ আর্কনামক নৌকা জলহ্রাস হওয়ায় ১৭৩২৩ ফিট উচ্চ আরারট পর্ব্বতে লাগিয়া রহিল। নয়ার ৬০১ বৎসর বয়সের ১ম মাসের ১ম দিনে পৃথিবী নির্জ্জল হইল (৫)। স্যার ওয়াল্টাররয়্যালে বলেন—আরমানী ভাষায় আরারট শব্দের অর্থ পর্ব্বত মালা; নয়ার নৌবন্ধন আরমানিয়ার মধ্যে না হউক, গিরিরাজ ককেসস্ সংশ্লিষ্ট শৈল মালায় হইয়া থাকিবে (৬)।

* "দোষাভ্রাত" সম্বন্ধে প্রলয় বিষয়ক বিরোধ দেখান গিয়াছে। [কালতত্ত্ব প্রবন্ধের কল্পাখ্যান টীকার পঞ্চবিংশতি টিপ্পনী দেখ] তদ্ভিন্ন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় আস্তিক হোমাগ্নি পতোনোন্মুখ সর্প দিগকে রক্ষা করিয়া গৃহে গমন করিলেন, ভারতে একথা লিপি আছে (১); তাহার বহুপরে তদীয় হরিবংশ শ্রবণান্তর ব্রাহ্মণ বিদায়ে ঐ গ্রন্থকার

---

(৪) "চায়না দেখ"।

(৫) মুষাস বাইবেল-১ম খণ্ড দেখ।

(৬) ওয়াল্টাররয়্যালে প্রণীত-"জগতের ইতিহাস" দেখ।

কুলাচরণ করে, তাহাতে পুরাবৃত্ত সাগর মন্থন করিয়া সত্যানুসন্ধান করা বড়ই দুষ্কর। ফলত ভারত রামায়ণাদি মহাপুরাণ প্রণেতাগণ ঐশী শক্তিবান। ঐশী কবি শ্রেণীর অমৃত নিস্যন্দিনী পবিত্র কবিতাবলি হইতে বহুদোষের গরল প্রপাত হইয়াছে; ইহা কখনই যুক্তি মূলক নহে; হয়, পাশ্চাত্য লিপিকর গণের ভ্রম বশতই হউক; না হয়, যবন বিদ্রোহে ধর্ম্ম শাস্ত্র অঙ্গহীন হইলে পরবর্ত্তী বুধগণের কল্পিত পদাবলিতে হউক; এই

ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন (২)।—আস্তিক কি গোড়ায় ঠাকয়া গিয়াছিলেন? সান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব মহাত্মা শুকের বিদেহ মুক্তির কথা বলিয়াছেন (৩); আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সেই শুকদেব তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে পরীক্ষিতকে উহা শ্রবণ করান।—তবে বিদেহ মুক্তি কি? মহাসমর কালে পরীক্ষিত গর্ভস্থ, তাহার ৩৬ বৎসরান্তে মহাপ্রস্থান হইলে ধর্ম্মরাজ কৃপাচার্য্যকে তাঁহার শৈশবোচিত শিক্ষা ভার দিয়া যান। পরীক্ষিত সত্য সত্যই বালক না কালের লোক? বাল্মিকীর মতে রামায়ণে দশরথের আয়ু ৬০০০০ বৎসর যোগবাশিষ্ঠে ৯০০০ বৎসর এবং কালিদাসের মতে রঘুতে কিছু কম ১০০০০ বৎসর হয়। কোন্‌টি ঠিক? রাম-বশিষ্ঠ সংবাদে পার্থের সুবর্ণপুর বিজয়াখ্যান প্রভৃতিতে প্রকৃতির পর্য্যায় নিত্যতা দেখিয়া (৪) এই সকল প্রশ্নে কাহারও মতে কল্পে কল্পান্তরের কথা। আমরা বলি তাহা হইলেও ভ্রম; যে পৌরাণিকদের মূলপত্তন যারপর নাই বজ্র বন্ধনী, তাঁহারা যে কল্পাঙ্ক না দিয়া শিথিল গ্রন্থী করত পাশ্চাত্য দিগকে এমত গোলযোগে ফেলিবেন, তাহা কি সম্ভব? ফলতঃ ঐ কল্প ভেদের কথা খুব বিরল ও সকল স্থানে খাটেনা। সুতরাং এক চাক্ষুষ প্লাবন প্রস্তাবে (৫) আকাস্মিক প্রলয় হইয়াছিল বলিয়া

---

(১) ততঃ সমর্পয়ামাস কর্ম্ম তত্তস্য যাজকাঃ। আস্তিকশ্চা ভবৎ প্রীতঃ পরিমোক্ষ্য ভুজঙ্গ মান্। ৩২।
মহাঃ আদি আঃ৫৮ অঃ।

(২) হোমাগ্নি দীপ্ত শিরসং পরিত্রায় চ তক্ষকং। আস্তিকোঽথাশ্রম পদং যগাম স মহামুনিঃ। ৯।
হরিবংশ-ভাবিষ্য পর্ব্ব ৫ অঃ।

(৩) দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূত ভবৎ তদা। নিমেষান্তর মাত্রেন শুকাভিপতনংযযৌ। ২০। ২১।
মহাঃ শান্তি মোক্ষ ৩৩৪ অঃ।

(৪) ভ্রমৎ পার্থ নিপাতেন সৌবর্ণং নগরং যথা। প্রবৃত্ত রথ মারোঢু মানীতং পতিরেবমে। ৩৬।
যোগ বাশিষ্ট উৎপত্তিপ্রঃ ৫০ অঃ।

বিষয়বাদী মতের উদ্ভব। অতএব পূর্ব্বীয় "যুক্ত প্রথা" অনুসারে [পুঃ দোষাত্রাত টীকার ষষ্ঠ টিপ্পনী দেখ] পুস্তকসংলিপ্ত লেখনী চালনার সপক্ষতায় কর্ত্তব্য-প্রদর্শন মূলক ভ্রমদর্শন-সম্পাদ্য কয়েকটী প্রস্তাবে শাস্ত্রলেখনীর যথেচ্ছ বিহার উদ্ধৃত করিলাম! [পূর্ব্বোক্ত দোষাত্রাত টীকা দেখ] এক্ষণে ভারতান্তর কীর্ত্তন ও আখ্যানিক স্তবক বন্ধন হেতু সন্দেহ নিরসন প্রবন্ধে অপরিহার্য্য কতিপয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সন্দেহ নিরসন—ভারতাদি গ্রন্থে চন্দ্রকুল কারিকা মতান্তর সত্বে প্রস্তাবিতমহাভারতীয় শেষোক্তিতালিকার সহিত হরিবংশ মতের অনেক সামঞ্জস্য হওয়ায় ইহার উপক্রমণিকায় চন্দ্রকুল কারিকা হরিবংশের অনুলিপি। "ভানুমতি স্বয়ম্বর" প্রবন্ধ সম্ভবতঃ হিড়ীম্বা পরিণয়ের পর ও বকবিজয়ের পূর্ব্বতন সুদীর্ঘ কালের মধ্যগত। "শাপমোচন" প্রবন্ধ বাশরাম দাসের পদ্য ভারতানুযায়ী সুভদ্রা-হরণের পূর্ব্বতে সংসাধিত হইয়াছে; "শরসেতু" প্রবন্ধ অপারিত্যক্তজন্য সম্যক রূপে তাঁহারই অভিমত; কারণ হনুমান ও অর্জ্জুনের নবসম্মিলনী (শরসেতু কাণ্ড) মূল ভারতে নাই, অথচ কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁহাদের ধ্বজস্থ হস্তী-হনুমানের পাশব রণ

ভাগবতীয় টীকাকার ত্রিবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। রঘুবংশের টীকাকার গ্রন্থের সামঞ্জস্য রাখিতে মুনি শাপান্তে দশরথের অযুত বৎসর রাজ্য কল্পনা করেন (৬); পাঠক! এখানে দেখুন, ভ্রম সংসোধনার্থে তাঁহাদের ঐগুলি যুক্তগর্ভ সিদ্ধান্ত কি না?

---

(৫) রূপংস জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর সংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যা মপাদ্বৈবস্বতং মনুং। ২৫।

গরুড় পুঃ ১ অঃ

(৬) "ক" শ্রীধরস্বামি—"বৈরাগ্যার্থ মকস্মাৎ প্রলয় মিব দর্শয়ামাস"

"খ" জীব গোস্বামি (ক্রমসন্দর্ভ) "ততঃ সমুদ্রোক্ত চাক্ষুষ মন্বন্তরে চ প্রত্যাকস্মিক প্রলয়োহয়ং"

"গ" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"ব্রহ্মদিনগত চাক্ষুষ মন্বন্তর মধ্যএব ভগবাদচ্ছয়ৈবাকস্মিক প্রলয়োঽভূৎ" শ্রী মৎঃ ৮স্কঃ ২৪ অঃ ২১। ২৪। ২৫ শ্লোক।

(ঘ) মল্লিনাথ—"মুনিশাপাৎ পরং বেদিতব্যং নতু জননাৎ"

রঘুবংশ ১০ম সর্গ।

বর্ণিত আছে; অতএব এটী অবশ্যই তাঁহার গূঢ় গবেষণার ক্রিয়াফল। হরিবংশোক্ত যথাক্রমে "ব্রহ্মসম্মিলন, নিকুম্ভবিজয়, দানব দলন" প্রবন্ধাবলী খাণ্ডব দাহনের পরপর্য্যা হইতে স্থাপন করা হইয়াছে; সুভদ্রা হরণের অব্যবহিত পরেই খাণ্ডবদাহ ও ঐ ঘটনাত্রয়ে সুভদ্রাকে পরিণিতা পরিচিত এবং কৌরব সংশ্রব থাকায় এ মীমাংসা অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে। "অষ্ট বজ্র মিলন" প্রবন্ধ দানবদলনের পর ও রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে, নতুবা দণ্ডি-শিশুপাল সংবাদাদি অনেক দোষ রহিয়া যায়। "কুণ্ডলিনী-সদয়" প্রবন্ধ বনবাসব্রতের ঠিক শেষ ও ভারত মহাভাগবতে উহা একতর গঠন; কিন্তু ভারতে স্থান নির্ণয়াভাব, অথচ পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন হইতে যে পথে বিরাট গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে কামরূপই তাঁহাদের গন্তব্য প্রদেশ হওয়ায় মহাভাগবৎই আমাদের এ অধ্যায়ের লক্ষ্য স্থল। পরিশেষ "কলিদমন ও সর্পসত্রঅধ্যায়" মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ এবং হরিবংশের সার সঙ্কলন; কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার সংযোজন আপত্তি নাই। ফলতঃ এবম্বিধ সমন্বয়সাধন, সঙ্ক্ষেপকরণ, মত-বিরোধ ভঞ্জন ও সর্গীয়স্থান বর্ণনাদিতে মৌলিক উক্তির সহিত যদিচ কথঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে; তথাপি তাহা বুধগণের যৌক্তিক অভিমত ও সমন্বয় ভাবব্যঞ্জক। কে বলিবেনা—কবিগুরু বেদব্যাসের স্বর্গীয় দেবভাবের অপচয়করা মূঢ়তার কার্য্য? তবে তুরন্বিত ও অসমান প্রতিকৃতি * ভারত যে

* "প্রতিকৃতি" ঠিক নাই এইকথা আমাদের মাননীয় অন্যতম অগ্রসর সংযোগী মহাত্মা ৺ কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয় স্ব প্রকাশিত মহাভারতে বলিয়াছেন, বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায়, বাবু হরিশ্চন্দ্রচৌধুরি ও তাঁহাদের প্রকাশিত মহাভারতের কোথাও কোথাও পৃথকাদর্শের আভাস দেন। তদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ভারতীয়প্রমাণ [প্রস্তাবিত কালতত্ত্বের কল্পাখ্যান টিকার সপ্তম টিপ্পনী দেখ] কিম্বা আমাদের আদর্শ গত জতুগৃহদাহ পর্ব্বে ভীমকর্ত্তৃক অনল স্তব, উল্লেখিত ভারতাবলি কি কাশিদাসী কি স্বর্গাগত মহারাজ মহাতাপচন্দ্র রায়বাহাদুরের ও মহাভারতানুবাদের সহিত মিলেনা (১)। ফলতঃ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশ (২) কবি কাশিরাম

(১) ঐ ৫ খানি ভারতানুবাদ দেখ। (২) পকেট ডায়েরি দেখ।

দীন ভারতের ললাটে বিরাজমান, কালের কঠোর নিগ্রহে কল্পনার সঞ্জীবন মন্ত্রযোগই তাহার প্রধান কারণ; সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠ সুক্ষ্ম-দর্শী প্রকাশকেরা ও সমাজে বীতশ্রদ্ধ হয়েন। যাহাহউক ইহা বলিয়া পুরাবৃত্ত সঙ্কলন বা লুক্কায়িত সত্যের পুনরুদ্ধার করিতে শিথিল প্রযত্ন হওয়া উচিত নহে; আমরা সময়বিচার জন্য ইতিহাস-জগতে বারেক নয়ননিক্ষেপ করিয়া দেখিব, কোন্‌কবি কিরূপ লেখনীক্রীড়া করিয়াছেন?

সময়বিচার—আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুরাবৃত্তা-নুসন্ধানে যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে নিশাপতির ৪১শ সঙ্খ্যক অধস্তন পুরুষে কুরুপাণ্ডবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গতে * পর বর্ষের ২৫শে কার্ত্তিকে তাঁহাদের মহাসমর আরম্ভ হইয়া

দাসের পয়ার ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব ঠিক জৈমিনি-অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুকরণ। কিন্তু তাহার মূল ও তদীয় অন্য পর্ব্ব গুলি দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধন আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া শাম্বমোচন (৩) প্রভৃতি কয়েকটী অন্বেষিত বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহ নিরসন করা গেল। আর ও এই অন্বেষ-বৃত্তি হইতে বিষ্ণু পুরাণে ২৩হাজার ও গরুড় পুরাণে ১৯ হাজার শ্লোকের স্থলে যথাক্রমে ৫০৫৩ ও ৮২৯২ মূলে শেষ, এবম্বিধহিন্দুশাস্ত্রের বহুল ধ্বংসপ্রবণ পরিণতি দেখা গিয়াছে (৪)।

* "বর্ষমান" বা উক্ত পরিমিত সময় কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের অনু-সন্ধেয়; (১) রাজতরঙ্গিনী প্রকাশক পণ্ডিতবর কহ্লনমিশ্র ও কাশ্মীর-দেশীয় রাজ-কুলকারিকা প্রভৃতি ধরিয়া উহাই অনুমোদন করেন; উহাতে যদিচ সাধারণতঃ কুরু-পাণ্ডবদের "ভূতলে অবতারণা" বুঝায়, কিন্তু প্রাসঙ্গিক প্রমাণে 'যুদ্ধ ভূতলে অবতারণা" এই পদ নিষ্পন্ন হয়। মিশ্র-দেবের লক্ষিত বরাহ সংহিতায় ও জ্যোতিসাচার্য্য বরাহমিহির বিক্র-মাদিত্যের ৬০ বৎসর বয়োক্রমে (৬০ সম্বতে) বরাহসংহিতা প্রণয়ন করিয়া ২৫২৬ শাক (অব্দ) যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গণনা করিয়াছেন (২)। ন্যায়বাদী

(৩) দুর্য্যোধনস্য কন্যান্তু হরমানো নিগৃহ্যতে। শাম্ব জাম্ববতী পুত্র নগরে নাগ সাহ্বয়ে। ৮।

হরি-বিষ্ণু ৬২ অঃ।

(৪) * * বৈষ্ণব ংত্রয়োবিংশতি * * একোন বিংশ সাংস্রং তার্ক্ষ্য কল্পে কথোচিতং।

নারদ পুঃ।

ছিল। যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় ২৮ জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে মহামান্য কৌরব সিংহাসনে রাজত্ব করেন; উহার শেষ নৃপতি মহারাজ ক্ষেমক। ঐ ক্ষেমকের পরবর্ত্তী ৩৮শ সঙ্খ্যাক পুরুষে চতুর্থ বংশীয় রাজপাল ইন্দ্রপ্রস্থের মহাসন অধিকার করিলে কুমায়ুন গিরিব্রজপতি সুখবন্ত

সম্মত [পরোক্ত অব্দাঙ্কন টীকার প্রথমে দেখ] তদীয় সাবালক অবস্থা বা ২০ বৎসর বয়োমান তাঁহার প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি কাল; অতএব উক্ত ২৫২৬ হইতে তাঁহার ঐ যৌবরাজ্য পর্য্যন্ত মহাসমর কালব্যাপী [পঃ ১৩-১৪ টিঃ মধ্য দেখ] ৭৫ বৎসর বাদে ২৪৫১ এইগুরু রাশি সহিত বর্ত্তমান সম্বৎ ১৯৪৫ হইতে বরাহসংহিতা প্রণয়ন সময় ৬০ সম্বৎ বিয়োগ করিয়া লব্ধফল ১৮৮৫ এবং উক্ত সিদ্ধান্ত রাশি ৬৭৩ বশাইয়া ত্রৈরাশিক সমষ্টিতে দেখ—কল্যব্দ সমাহার অর্থাৎ ৪৯৮৯ বৎসর ঠিক হয়। কিন্তু বরাহমিহির অগ্রে যে বলেন—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন কালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল, তাহাতে ঐ নির্ণয়ে ব্যভিচার দোষ ঘটে; অতএব তাহার তাৎপর্য্য লইতে সূক্ষ্মানুসন্ধানে দেখা যায়; পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে ও সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিল (৩)। "ধীর গামী সপ্তর্ষি মণ্ডল নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে যাইতে ১০০ বৎসর অতীত করে (৪) অথচ এক সহস্রাব্দে মৃদুগতি ও পর সহস্রাব্দে দ্রুত গতি জন্য যথাক্রমে নয়শত ও এগার শত বৎসরে হ্রাসবৃদ্ধির সমতা রাখে।" এই জ্যোতিস্তত্ত্ব ধরিয়া "কলির প্রথম শাতশতাব্দে সপ্তর্ষি মণ্ডল কোন্ নক্ষত্রে ছিল, আর যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিত কিরূপ এক নাক্ষত্রিক শতাব্দে রাজ্য করিলেন" ইহাই বিচার্য্য হইলে আধুনিক সপ্তর্ষি বিচারে দেখি, লঘুগতির পর্য্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন মৃগশিরানক্ষত্রে অবস্থিত সুতরাং

---

(১) শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণা ম ভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

জ্যোতির্বিদাভরণ।

(২) আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শাক কাল স্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥

বরাহসংহিতা।

(৩) তেনৈব ঋষয়োযুক্তা স্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম্। তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃকালে অধুনা চাশ্রিতা মঘা।

শ্রীমৎঃ ১২স্কঃ ২ অঃ।

(৪) একৈক স্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তেচরন্তি বর্ষাণাম্।

জ্যোতির্গ্রন্থ।

তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ১৪ বৎসর বিজিত রাজ্য সাশন করেন। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক তিনি অচিরেই নিহত হন। রাজ চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়া আপন উজ্জয়িনী রাজ্যে গমন করেন। সেই হইতে ৮০০ বৎসর কেহই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসনে পদার্পণ

কলির প্রথম সংস্রাব্দে ও লঘু গতির পর্য্যাগত হয়; ফলতঃ সপ্তর্ষিমণ্ডল কলির ৭৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মঘা নক্ষত্রে থাকে; এখন পাঠক দেখুন—মহা সমরেরপর যৌধিষ্টিরী আধিপত্যের শেষাংশ মঘার প্রথম পাদে এবং বক্রাভাগ শতায়ু পরীক্ষিতের জীবনে ব্যবহৃত হওয়ার বরাহবচন কতদূর অবিকৃত থাকে? ঐ বচন কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে এবং ৬০ সম্বতের প্রকাশ উক্ত সংহিতা ভূক্ত থাকায় ঐ সংহিতাকারবরাহ উজ্জয়িনী পতির নবরত্ন বিশেষ যে তাহা অভ্রান্ত নির্ণয়, তদ্‌ভিন্ন ১১২ ও ৪২৭ শকে তাদৃশ কৃতবিদ্য আর ২ জন বরাহাচার্য্য উদ্ভূত হইয়া ছিলেন। যাহা হউক পক্ষান্তরে মহাসমর সাময়ক পরীক্ষিত হইতে চন্দ্রগুপ্তের ভূত পূর্ব্ব নন্দরাজ্যের চরম কাল ১৬৯০ বৎসরের সহিত (৫) উক্ত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ২৩৪৩ বৎসর হয়। অবতার প্রকরণে কলির ২০০০ বৎসর গতে (৬) ও ঐতিহাসিক অনুমানে চন্দ্র গুপ্তের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রুর সময়ে চতুর্বিংশ অবতার মহাবীর বুদ্ধ অবতীর্ণ হন (৭)। অতএব ঐ উভয় রাশির যোগ ফল উক্ত ২৩৪৩ বৎসরের নিকটস্থ হওয়ার লব্ধাঙ্ক ৬৫৩ বৎসরের প্রচুরবল সংসাধিত হয়। আধুনিক কবি সম্প্রদায়ে কেহ মহাসমর সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭৫ বৎসর, কেহ তাঁহার শেষ রাজত্ব ৫৭ বৎসর, কেহ বরাহ মিহিরের অনির্ণয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন (৮)

---

(৫) ততো হপি দ্বি সহস্রেষু দশাধিকশত ত্রয়ে। ভবিষ্যন্নন্দরাজঞ্চ চাণক্যো যান্‌হনিষ্যতি ॥

স্কন্দ পুঃ।

(৬) অসৌ ব্যক্ত কলেরব্দসহস্র দ্বিতয়ে গতে। মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণানাং দ্বিভুজ শিচকুরোজ্‌ঝিতঃ ॥ যদা সুত কথামাহ তদা বুদ্ধস্য ভাবিতা। অধুনা বৃত্তএবায়ং ধর্ম্মারণ্যে যতুদ্যতঃ ॥

মহ ভাগবতোমত—বৌদ্ধতত্ত্ব।

(৭) টড্‌স রাজস্থান, আসিয়াটিক রিসার্চ ১৫শ খণ্ড এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস গুলি দেখ।

(৮) কল্কিপুরাণ-প্রকাশকের "বিজ্ঞাপন" আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনীর "আয়ুর্ব্বেদ কতকালের" নবজীবনে 'দিল্লি" এই কয় প্রবন্ধ দেখ।

করেন না। অসম্ভব নিবন্ধন রাজাবলি গ্রন্থের অপরাংশ বাদ দিয়া ঐ আট শতাব্দের ঘটনা লইলে "বিক্রমাদিত্য হইতে বহুবচ দেশের রাজা তিলকচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৯ জন ইন্দ্রপ্রস্থপতির শাসনে ঐ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল" অনন্তর বিলন দেব (প্রথম অনঙ্গ পাল) ইন্দ্র প্রস্থের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া ৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লি নাম প্রদান পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ক্রমান্বয়ে তাঁহার পরাগত ২০ পুরুষে দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল অবতীর্ণ হন। তিনি অপুত্রক নিবন্ধন আপন দৌহিত্র

সুতরাং সেই ভ্রান্তঅনুশীলনী প্রতিপন্নতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে আমরা আর ও বলি, শ্রী কৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে স্থানেস্থানে "কলৌকৃষ্ণ" বলিয়া আমাদের অনুকূল প্রমাণ আছে (৯); তদ্ভিন্ন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বহু শাস্ত্রকার কোথাও কোথাও তাঁহাকে ২৮ তি দ্বাপরের অবতার বলিয়া গিয়াছেন (১০)। ফলতঃ ইহাতেবিরুদ্ধ ভাব নাই, তখন কেবল নামমাত্র কলি, শ্রী কৃষ্ণের তিরোধানের পরই তাহার প্রাদুর্ভাব (১১), অথচ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ, দৈবমানুষী কার্য্যবিশেষ পূর্ব্বাপর উভয় কালেই নীত হয় বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নারায়ণের লীলা সাময়িক নিস্তেজ কলিকে অপেক্ষাকৃত পবিত্র কাল (দ্বাপরযুগ) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ দ্বাপরাখ্য কলির মহাসংগ্রামে ৫৮ দিন শরশয্যায় থাকিয়া মাঘমাসের ১ম দিবসে ভীষ্মদেব বসুলোকে গমন করেন (১২)। তাঁহার মৃতাহ হইতে আরোহীগণনায় ২৫ শে কার্ত্তিকে মহারণ আরম্ভ হয়। অপিচ যুধিষ্ঠিরের জীবনী কাণ্ডে জতুগৃহদাহ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা ও যৌবরাজ্য ২০, গুপ্ত ভ্রমণ ১২, ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন ১, নিয়মিত স্ত্রীসহবাস ১, অর্জ্জুন নির্ব্বাসন ১২, পুত্রসম্ভব কাল ১৬, খাণ্ডবদাহ হইতে মহাসমর (১৩) পর্য্যন্ত ৩৩, তৎপরে যদুবংশ ধ্বংসাবধি

---

(৯) অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে। অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽহ সৌ দেবকী সুতঃ।
ব্রহ্ম পুঃ ও হরিভক্তী বিলাস।

নবমে দ্বাপরে বিষ্ণু রষ্টাবিংশে পুরাভবৎ: বেদব্যাস স্তথা যজ্ঞে জাতুকর্ণ পুরঃসরঃ। ৬১।
হরি ৪১ অঃ।

(১১) তা স্বনুধ্বং মহাভাগাঃ সমাহিত ধিয়োঽহর্নিশম্। গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভুতো যথা কলিঃ।
কল্কি পুঃ ১ অঃ।

(১২)অষ্ট পঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতঃ। *** মাঘোয়সমনুপ্রাপ্তঃ মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।

বীর পৃথ্বীরাজকে ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (*) রাজাসন প্রদান করেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদঘোরীর ষষ্ঠ আক্রমণে কার্গারনগরে তাঁহার পরাজয় হইলে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য অবিকৃত থাকে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানয়ারিতে ইংরেজদের জয়পতাকা উড্ডিয়মান হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রী-ষ্টাব্দের ৩১ শে অকটবর পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য। অনন্তর গ্রেটবৃটন এবং আয়র্লণ্ডের রাজ্ঞি শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া

শেষ রাজত্ব ৩৬, (১৪) সর্ব্বযোগে ১৩১ বৎসর অতীত হওয়ায় আজন্ম ১২৫-বৎসরগতে (১৫) শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণীসূত্র ধরিলেও সমবয়স্ক কৃষ্ণার্জ্জুন (১৬) হইতে যুধিষ্ঠিরের ৬ বৎসর জ্যেষ্ঠত্ব প্রমাণে উক্তনির্ণয়ান্তর হয়না।

(*) "অব্দাঙ্কন"—বা নামাঙ্কিত অব্দের প্রথমস্রষ্টা মহারাজ নহুষ, নহুষ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যবর্ত্তী মহাকালের অন্তরালে যথাক্রমে নাহুষাব্দ, কৌরবাব্দ ও প্রাতিপাব্দ চলিয়াছিল। ৺ নন্দকুমার কবিরত্ন বলেন—"যুধি-ষ্ঠিরের বয়স ২০ বৎসর বা জতুগৃহদাহ সময়ে কৌরবাব্দ৪৮০০০ প্রাতিপাব্দ ১৯২০ গত হয়" (১)। যাহাহউক ২৪৬৬ যৌধিষ্ঠিরাব্দ গতে সম্বৎ ... সম্বৎ বা ৭৯ খ্রীঃ গতে শকাব্দ চলন হইয়া থাকে। ৫৪৩ শকে (৬২২-খ্রীষ্টাব্দে) মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের মদিনা পলায়নদিনে মক্কার উত্তর হিজাজ প্রদেশ হইতে হিজরা নামক চান্দ্র বৎসরের সঙ্খ্যারব্ধ হয়। ৯৩৩ হিজরাব্দে সম্রাট আকবর রাজ্যেশ্বর হইয়া ঐ চান্দ্র বৎসরকে ৯৬৩ সৌর বৎসর করিয়া ইলাহি বা সালাব্দ নাম দেন (২)। ঐশালই বঙ্গাব্দ বলিয়া বিখ্যাত। প্রথম বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে উড়িষ্যা অঞ্চলে আমলি বা বিলায়তিঅব্দের পত্তন। পণ্ডিতরঘুনাথ বলেন—১৮০০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার স্থায়ীত্ব, তদনন্তর যথাক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বত দেশীয় রাজ

---

(১৩) ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহুয খাণ্ডবেহ হগ্নি তর্পনং। জিগামচ সুরাণ সর্ব্বা নাস্য বিদ্যঃ পরাজয়। ১০।

মহাঃ উঃ ৫২ অঃ।

(১৪) শট্ত্রিংশৎ তাতোবর্ষে বৃষ্ণানা মনয়ো মহান্। অন্যোন্যং মুষলৈস্তেতু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ।

মহাঃ মৌঃ ২ অঃ।

(১৫) যদুবংশেহবতীর্ণস্য ভবত পুরুষোত্তম। শরচ্ছতম্ ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো। ২৩।

শ্রী মৎঃ ১১ স্কঃ ৬ অঃ।

(১৬)যুধিষ্ঠীরস্য ভীমস্য কৃত্বা পদা... বন্দনং। ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমভ্যাং... শ্চাভি বন্দিতঃ। ৩।

শ্রীমৎঃ ১০ স্কঃ ৫ অঃ।

উক্ত বণিক সমাজ হইতে ভারত শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা জানয়ারিতে দিল্লির দরবারে তাঁহার ভারতেশ্বরী উপাধি বিঘোষিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ তদীয় পঞ্চাশৎ বার্ষিকী রাজত্ব (যুবিলি) উৎসব সম্পাদন করেন। ৪৯৮৯ কল্যব্দেরএইপর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অতঃপর দেশঅভিজ্ঞান ছলে ভূগোলবিজ্ঞান প্রবন্ধ আমাদের বক্তব্য।

ভূগোলবিজ্ঞান—দেশাবলীর আধার এই মাতৃভূমি পৃথ্বী প্রকাণ্ড বিশ্বের অনুকণার কণাও নহে। চান্দ্র-শৈত্য ও সৌরতাপ এই দুই ইহার নাতিশীতোষ্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিণী শক্তি; সূর্য্য সম্পর্কে ইহা একটী ব্যোমচারী ক্ষুদ্র গোলোক বলিয়া অনুভূত হয়। প্রধানজ্যোতিষ্ক সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বারলক্ষ গুণে বৃহৎ এবং এত উচ্চ, যে একটী বাষ্পীয় রথ ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে উঠিলে ৩৩ বৎসরে সৌরমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে *। তদীয় কেন্দ্রানুগ শক্তি এবং সচলা পৃথ্বীর কেন্দ্রাতীগ শক্তির সমতা নিবন্ধন বসুমতী আপন কক্ষচ্যুত অথবা সৌরমণ্ডল সাৎ হয় না। ঊর্দ্ধমেরু উত্তর ও নিম্নমেরু দক্ষিণাবদ্ধ রাখিয়া বৃত্তাভাস অয়নমণ্ডলে ২৩ ডিক্রী ২৮ মিনিট কৌণিকভাবে অবস্থান করত প্রতিঘণ্টায় সহস্র মাইল বেগে পশ্চিমাভিমুখে ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুদণ্ড প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক

বিজয়াভিনন্দনের অব্দ ১০০০ বৎসর পরে মহীপাল নাগার্জ্জুনাব্দের শেষে কলির শেষ ৮২১ বৎসর কল্কিঅব্দ বলিয়া বিখ্যাত হইবে (৩)।

* "খগোলাধ্যায়"—এইসম্বন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য লাপ্লাস, নিউটন ও উয়িলিয়ম হার্শেল প্রভৃতি বলেন—আকাশের কটিবন্ধ স্বরূপ ব্রহ্মকটাহের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তব্যাপী ছায়াপথে মৃদ্যুজ্যোতি অতলস্পর্শ অসীম গভীর যে একটী তারকাসমুদ্র দেখি, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাতে ২০০ লক্ষ সূর্য্য আবিষ্কৃত হয়। "যন্ত্রদৃষ্টির বহির্ভূত কত সহস্র সূর্য্য যে জ্যোতিষ্ক-জগতের সম্রাট রূপ ঘুরিতেছে, কত অগণন ব্রহ্মাণ্ড যে ছায়াপথ রূপে অনন্তআকাশের কোলে ভ্রমিতেছে" তাহা আমাদের

---

(১) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা দেখ।
(২) আইন আকবরী দেখ।
(৩) অতঃপর শতাব্দানি কাষ্কান্ত-ভিভিতানিরৈ।—রাজাবলি।

আহ্নিক গতি সম্পাদন করে। বসুমতীর ঐ কৌণিক অবস্থানই দেশ-দেশান্তরের স্থায়ীবিষম সূর্য্য-সন্তাপীয় (দিবারাত্রির কমবেশী) ফল। ইহার কক্ষ পরিবর্ত্তন গতিতে উক্ত স্থায়ীবিষম সৌরপ্রক্রিয়া ক্রমে ক্রমে সমুহ স্থানে পরিণত হইয়া প্রত্যেক ১০৮০০০ বৎসরে আবার পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়। আহ্নিকগতির সঙ্গেসঙ্গে সৌরপরিবারবর্ত্তী পৃথিবী আপন কক্ষে প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল ছুটিয়া বর্ষগতির আংশিক কার্য্য করিয়া চলিলে তাহার সহিত সূর্য্যের দূরতা লইয়া শীতাদি ঋতু উদ্ভব আরও উত্তরদক্ষিণ দিকে যথাক্রমে সূর্য্যের সম্মুখে বিমুখে ছয় ছয়মাস কাল প্রতিসেকেণ্ডে ৫ মাইল ব্যবধান ক্রমবিনত ভাব (পার্শ্বগতি) প্রতিপন্ন করায়, তাহাহইতে দিবারাত্রির হ্রাষ-বৃদ্ধিমূলক উত্তরায়ণ দক্ষিনায়ণ কথিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষিক পণ্ডিতেরা উত্তরায়ণের শেষসীমাকে কর্কট ক্রান্তি; দক্ষিনায়ণের শেষসীমাকে মকর ক্রান্তি এবং উভয় মেরুর সমান্তরাল স্থানকে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা কহেন। বিষুব রেখা হইতে উত্তর দিকে (জ্যোতিষিক মতে প্রায় ৭০০ ক্রোষ উত্তরে) ২৩½ দ্রাঘিমাতে বা ঐ রেখা সম্পর্কীয় গ্রীষ্ম মণ্ডলের শেষ বিন্দুতে নদিয়া-কৃষ্ণনগর পড়ে। তদনন্তর "সমমণ্ডলান্ত রেখা বা ২৮১⁄৯ অংশ দ্রাঘিমাতে এই আধ্যায়িক জন্মভূমি হস্তিনা এবং হস্তিনার দক্ষিণ পশ্চিমে ৫৭ মাইল দূরে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি)" এই নিদর্শন দিয়া দেশাভিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করত পাঠক মহাশয়ের নিকট অবসর গ্রহণ করিলাম।

জ্ঞানাতীত এবং এত দূরস্থ যে প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি আবহমান ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল বেগে দৌড়িয়াও তাহাদের আলোক এখনও আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছেনাই। সর্ব্বাধগামী সমরেখাবস্থিত তারকা-আলোক এখানে আসিতে ৩৫০০ বৎসর অতিক্রম হইয়া থাকে। যাহাহউক বিজাতীয় পণ্ডিতেরাই এই সমস্ত প্রথমবিজ্ঞান-আবিষ্কারক নহেন; বহুপূর্ব্বে আর্য্যবৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর সন্তাপ সমাহার (১) ও গতি প্রভৃতির প্রচুর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন (২)।

---

(১) "শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিব-স্বান শোষয়ত্যপি।—সুশ্রুত।"

(২) "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।" আর্য্য ভট্ট।

আত্মপ্রকাশ।

যা হইবার তা হইয়া গেল, আর লুকাইবার ফল কি? "নাম শুনিয়া গ্রাহক পাছে সরিয়া পড়েন" এই জন্যই না লুকাচুরি? পাঠক! এখন শুনুন —এইকাযে এই আমার গৌরচন্দ্রিকা, আর যে দিকেই ধরুন—আদি পুরুষ ভগবান্ বৈবশ্বত মনু। বিবস্বান্ তনয় উক্ত মনুর পুত্র অরিষ্ট হইতে বৈশ্যের উদ্ভব হয়। তাহার বহুকাল পরে অযোধ্যার নিকট রামগড় স্থানে ঐ জাতীয় মহাত্মা কেশবআঢ্য পুরুষানুক্রমে বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আতিশয্য কালে তিনি আদিশূরের (বীর সেনের) রাজ্যে আসিয়া বসতি করেন। আদিসুর হইতে ৫ম পুরুষে নৃপতি বল্লাল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়দেশের রাজধানী বিক্রমপুরের পৈতৃক সিংহাসনে আরূঢ় হন। ঐ আঢ্যবংশীয়গণ বল্লালীচক্রে কুলমান সব হারাইয়া কিছু দিন পরে কুলাচার বাণিজ্য অনুসারে সুবর্ণবণিক পরিচয়ে শূদ্র-সমাজে পরিগণিত হয়েন। মহাভারত যদি মিথ্যা না হয়, আর যাবক ব্রাহ্মণদের যদি কোন কারিকরি না থাকে তাহা হইলে সুবর্ণবণিক সমাজের "অক্ষর্য্য" *এবম্বিধ শ্রাদ্ধ মন্ত্রে বৈশ্যতার আভাস পাওয়া যায়। ভগবান্ চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের সময় কৃষ্ণাবতারের সুবাহু গোপাল ঐ কুলে উদ্ধারণ দত্ত নামে অবতীর্ণ হন ‡। কাল সহকারে অন্তরে শ্রীকান্ত দে নামে ও একজন প্রধান গোত্রপতি জন্ম গ্রহণ করেন। বিবিধ সৎকার্য্য নিবন্ধন তিনিই দেব উপাধির নেতা। ঐ মহাযশা "দে" শব্দ হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশীয়দের কুল পরিচয়ে "দেহরি দে" এই আখ্যান আছে §। তদীয় সেই অক্ষয়কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান, তাঁহার অনেক পরে পুণ্যাত্মা হরিচরণ উক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হরি চরণের পুত্র

---

* অপ বর্গেতু বৈশ্যস্য শ্রাদ্ধ-কর্ম্মনি ভারত! অক্ষয্য মভিধাতব্যং স্বস্তি শূদ্রস্য ভারত। ৩৬।
মহাঃ অনুঃ ২৩ অঃ।

‡ পূর্ব্বে দেহে সুবাহুশ্চ উদ্ধারণ মহাশয়ঃ।
অনন্ত সংহিতা চৈতন্যজন্মখণ্ড ৫৭ অঃ

§ কুলকৌমুদী দেখ।

কানুরাম, কানুরামেরপুত্র মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় ও কুড়ানী হইতে নীলাম্বর উদ্ভব হয়েন; সাধু নীলাম্বর, কলিকাতার ৪০ মাইল পশ্চিম বড়দহ (ভোড়দহ) গ্রামে আমাদের বর্ত্তমান নিবাসের স্থাপয়িতা। তাঁহার ও তৎপত্নী যশোদার লোকান্তে জ্যেষ্ঠ লালমোহন, কনিষ্ঠ গোরাচাদ উঁহাদের এই দুই বংশধর পুত্র থাকেন। ১২৩০ সালের মহাবন্যায় ও ৪০ সালের নোনাবন্যা-জাত সংক্রামকজ্বরে ঐ গ্রাম সমভূম হইলে দানী-বিনয়ী-নীতিজ্ঞ দেব লালমোহন স্বীয় দানশক্তিতে তথায় শতাধিক প্রজার বাসস্থাপন ও তাহাদের জীবিকা সংস্থাপন করিয়া দেন, এখন ও সেই অধিবাস সম্বন্ধীয় স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান। তাঁহার পুত্র মহোদয় রাস বিহারী ওরফে বিহারী চাঁদ তেজস্বী ও যারপরনাই উদ্যমশীল হন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকায় তিনি চিরবিদ্রোহে থাকিয়া প্রচুর পৈতৃকসম্পত্তি ব্যয় করেন। তদীয় (পিতামহাশয়ের) ঐ শান্তিভঙ্গ সময়ে বা ১২৫৭ সালের ১৪ই কার্ত্তিকে আমার ও ১২৬৪ সালের ৬ই চৈত্রে আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ উপেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। আরাধ্যনীয় পিতৃদেব প্রচণ্ডবল অর্জ্জন করত এ প্রদেশের বহুল দুর্দ্দান্ত লোকদিগকে শাসন করিয়া ৪৪।১।২৩ বৎসর বয়োক্রমে ১২৬৮ সালের ১১ই আশ্বিনে পরলোক যাত্রা করেন। তদনন্তর ১২৭৩ সালের ৩২শে আষাঢ়ে ৭৪।৬।১২ বৎসর বয়সে পূজ্যপাদ ঋষিবিশেষ পিতামহ মহাশয় ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হয়েন। তখন পিতামহী সুভদ্রা, মাতা-যজ্ঞেশ্বরী ও অনপত্যা পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণা আমাদের সেই নাবালক সংসারের অভিভাবিকা। তাহারপর ১২৮২ সালের ১৯ শে ফাল্গুনে রক্ষয়িত্রী পিতামহীর ও ১২৮৮ সালের ৪ঠা চৈত্রে আমার সহধর্ম্মিণী শীতলমণি দেইর কাল হয়। আমার জীবনীবটনা বড়ই শোচনীয় ও শ্রুতি দুঃখাবহ; আমি যে সে প্রকারে কাল কাটাইয়া শ্রীশ্রী৺করুণাময়ঈশ্বরের ধ্যানকরত ১২৮৯ সালের ৭ই কার্ত্তিকের কুরুক্ষেত্র যোগে এই "কুরুবংশ" পুস্তকাবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তাহা পূর্ণ করিয়া সহৃদয় আর্য্য সমাজের দেশানুরাগ ভরসায় আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, ইতি।

কলিকাতা-ভবানীপুর-রসারোড-৮৬ নং বিনয়াবনত।

উদ্যাপন।

জয় জগদীশ! আজি সু প্রভাত মম,
দগ্ধতম দুরদৃষ্টে ;—এ ষষ্ঠ বার্ষিকী
প্রনয়ণব্রত, উদ্যাপন সুর শ্রেষ্ঠ!
যথা, লভিতব অজস্র দয়ার রাশি ;—
কঠিন বাসর উদ্যাপয়ে ব্রতী, রত
থাকি বহু বর্ষ ব্রতে ; কিম্বা প্রিয় ভক্ত
বৃন্দ, বিমল আনন্দ যেমন সম্ভোগি
উল্লাসে, সুসিক্ত তনু প্রেমাশ্রু ধারায়,
শঁপি ওই চরণকমলে মত্ত মন
ভৃঙ্গ। আজি অনুগামী দাস তার,
—নশ্বর সংসার হেরি ?
(কি তুলনা মানব নিকর ? নৈশ নভে—
তারকা মণ্ডলে,—এই যে জ্বলিতে ছিল
হীরক খণ্ডের ন্যায় ; প্রকৃতি গতিতে,
হয়ত পড়িল খশি অমনী, অবনী-
মণ্ডলোপরি অবাধে, ঝক ঝকি দশ
দিক্—পড়ে যথা আগ্নেয় কুসুম
বায়ুবেগে, বাজীকর কৌশল প্রসূত!)
—হেদেবেন্দ্র বিভু!
তব কৃপাবলে, হেন ধ্বংশীল কল্পে
উদ্যাপন হ'ল মম, এ দীর্ঘ সঙ্কল্প ?—
দয়াময়, দুঃখহারী বিপদ ভঞ্জন,
দীন-হীনজনবন্ধু! বেদা গমে কয়—
অভয় তোমারে,—নিস্তারহ নিস্তারণ।
কালভয় গ্রস্ত আমি, দিন অবসান
মম ; হরি! হরি পাপ, দেহ দিব্য জ্ঞান,—
চিরাশ্রয় চাহে দাস ও পদ রাজীবে।

সংস্কৃত ।

অশুদ্ধি শোধন ।

[অশুদ্ধ]	[পৃষ্ঠা]	[পংক্তি]	[শুদ্ধ]
কালস্য কুটিলা গতি ।—	১	৫	"কালস্য কুটিলা গতিঃ" ।
অসহ্য	১৪	৯	অসহ্যং
নবধতে মনুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্	৩৬-৩৭	১৩-৫	"ন নিহন্যা মনুষ্যোবৈ যদি দৈবেন রক্ষিতঃ".
* * * স্ত্রিয়াংচরিত্রং দেবো নজা-নাতিকুতোঽ মনুষ্যঃ	৪৭-৪৮	২৩-৫	স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং * * * দেবা নজানন্তি কুতোমনুষ্যাঃ"
"প্রাণান্তেপি প্রকৃতি	৯৬	২১	"প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি
"প্রাণান্তে প্রকৃতি	৯৭	৫	"প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি
যদিহন্তারং কোঽত্র	১২১-১২২	২৩-৫	যদিহন্তারঃ কোঽত্র
"সর্ব্ব গত্যন্তং	১৪৬-১৪৭	২৫-৫	"সর্ব্বমত্যন্ত
সুক্ষ্মাগতি"	১৫৫-১৫৬	২৫-৫	সুক্ষ্মাগতিঃ"
"প্রায় সমাসন্ন	২১৮-২১৯	২৪-৫	"প্রায়ঃ সমাসন্ন
মুপৈতী	২৬৪	৫	মুপৈতি
দীপক ।"	২৭১	৫	দীপকঃ ।"
মণি মণিঃ"	৩০৮-৩০৯	২৪-৫	মণির্ম্মণিঃ" ।
ধ্বংসেচমুর্খতা ।"	৩১৯-৩২০	২৫-৫	ধ্বংসে চ মূর্খতা ।"
"সর্ব্বৈরূপায়ৈ	৩৩১	৫	"সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ
প্রাণ সমং	৫১৭-৫১৮	২৬-৫	প্রাণৈঃ সমং
কপালোমূলঃ"	৫২৭-৫২৮	২৬-৫	কপালোমূলং ।"
কর্ম্মগ্যেকং	৫৮৭-৫৮৮	২৩-৫	কর্ম্মণ্যেকং
"যালোকদ্বয় সাধীনীতনু ভূতাং সা চাতুরি চাতুরী"	৫৯৬-৫৯৭	২৪-৫	"যালোক দ্বয় সাধিনী তনু ভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"
" কীর্ত্তি যস্য সজীবতি"			"কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি"
"পঞ্চানানপি	৬০১	২২	"পঞ্চানামপি
প্রজা ।"	ক	৩	প্রজাঃ" ।
বর্দ্ধা	ও	২৭	বদ্ধা

